প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৩৬৭

প্রকাশক
বশীর আলহেলাল
পরিচালক
ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও পত্রিকা বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুদ্রাকর
ওবায়দুল ইসলাম
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস, ঢাকা

প্রচ্ছদ
সৈয়দ লুৎফুল হক

সূচীপত্র

পিতা

পাত্র-পাত্রী

ক্যাপ্টেন

ল্যরা (ক্যাপ্টেনের স্ত্রী)

বার্থা (ক্যাপ্টেনের মেয়ে)

ডাক্তার উসটারমার্ক

পাদরী

মারগ্রেট (শিশুপালনকারী ধাত্রী)

নোয়ড

আরদালী

(ঘটনাস্থল : সুইডেনের একটি মফঃস্বল শহরের অশ্বারোহী সেনানিবেস ক্যাপ্টেনের আবাস)

প্রথম অংক

[মঞ্চ-নির্দেশ : ক্যাপ্টেনের বাড়ির বৈঠকখানা। ঘরটির পেছনদিকে বাঁপাশে একটি দরজা। ঘরের মাঝখানে একটা বড় গোল টেবিল, তার উপর একটা বাতি জ্বলছে। টেবিলের উপর কয়েকখানা সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকাও রয়েছে। বাঁপাশে চামড়া দিয়ে মোড়া সোফা ও ছোট্ট টেবিল আর কোনা ঘেঁসে বাঁদিকে একটি দরজা। দেয়াল ঢাকার জন্য ব্যবহৃত রঙিন কাগজ দিয়ে দরজাটা মোড়া। ডান পাশে কারুকার্যযুক্ত উঁচু পিঠওয়ালা একটি লেখার ডেস্ক। ডেস্কটির মাথায় দোলকওয়ালা একটি ঘড়ি। ঘরটির ঐ ডানদিকেই আর একটি দরজা, আর সেই দরজাটিই দোতলার অন্যান্য ঘরের প্রবেশ পথ। দেয়ালে পাখী শিকারের বন্দুকসমেত অন্যান্য আগ্নেয়াস্ত্র ও শিকারীর ঝোলা টাঙানো রয়েছে। দরজার পাশে তাক। সেই তাকের খোঁটায় ফৌজী কর্মচারীর জামা কোট ইত্যাদি ঝুলছে।]

ক্যাপ্টেন ॥ (পাদরীর সাথে তিনি সোফায় উপবিষ্ট। তাঁর পরনে অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসারের ক্লান্তিকর পোষাক। পায়ে অশ্বারোহীর জুতো। জুতোর গোড়ালিতে ঘোড়াকে তাড়া করার নাল লাগানো। পাদরী কালো পোষাক পরিহিত ; যাজকের ব্যবহৃত গলাবন্ধনী না পরে তিনি পরেছেন সাদা টাই। পাদরী পাইপ টানছেন। ক্যাপ্টেন উঠে দাঁড়ালেন। এবং বাজাবার জন্য ঘন্টার সহিত বাঁধা দড়ি ধরে নাড়া দিলেন।)

আরদালী ॥ (প্রবেশ) ক্যাপ্টেন সাহেব, আপনি ডেকেছেন ?

ক্যাপ্টেন ॥ নোয়েড কি বাইরে গেছে ?

আরদালী ॥ নোয়েড রান্নাঘরে। সে হুজুরের হুকুমের জন্য অপেক্ষা করছে।

ক্যাপ্টেন ॥ তাঁহলে আবার সে রান্নাঘরে গেছে ? তাকে এক্ষুণি আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।

আরদালী ॥ আমি গিয়ে তাকে বলছি হুজুর। (প্রস্থান)

পাদরী ॥ খারাপ কিছু ঘটেছে নাকি ?

ক্যাপ্টেন ॥ পাষণ্ডটা রাধুনীকে আবার বিপদে ফেলেছে। কি করে নিজেকে সংযত করতে হয়, তা সে একটুও জানে না।

পাদরী ॥ একি সে-ই নোয়ডই নাকি আবার ? গত বছর বসন্তকালে এই একই বিপদে পড়েছিল, সেই লোকটি-ই না ?

ক্যাপ্টেন ॥ হ্যাঁ। আপনার মনে আছে তো ? আমি আশা করি, আপনি আমায় সাহায্য করবেন। বাপ যেমন করে ছেলেকে উপদেশ দেয়, ঠিক তেমনি কিছু সদুপদেশ ওকে দিন। আমি ওকে দিব্যি দিয়েছি, ঘোড়ার চাবুক দিয়ে মেরেছি। কিন্তু তাতে সামান্যতম উপকারও হয় নি।

পাদরী ॥ আর এখন আপনি চান আমি তাকে এক প্রস্ত ধর্মোপদেশ দি-ই। অশ্বরোহী বাহিনীর একজন লোকের ওপর ঈশ্বরের বাণী কী পরিমাণ প্রভাব বিস্তার করতে পারবে বলে আপনার মনে হয় ?

ক্যাপ্টেন ॥ কিন্তু আপনি তো জানেন ভায়া, আমার ওপর কি বিপুল প্রভাব বিস্তার করে। আপনি কি...

পাদরী ॥ আহ্, আমি তা খুব ভাল করেই জানি।

ক্যাপ্টেন ॥ কিন্তু তাতে হয়ত তার কিছুটা উপকার হতে পারে। যা হোক, চেষ্টা করে দেখুন। (নোয়ড-এর প্রবেশ) তোমার কিছু বোধশোধ হলো নোয়ড ?

নোয়ড ॥ ক্যাপ্টেন সাহেব, ঈশ্বর আপনাকে রক্ষা করুন—কিন্তু আমি পারবো না ওসব কথা আলোচনা করতে এখানে, পাদরী সাহেবের সামনে।

পাদরী ॥ না, না ছোকরা, তোমার ঘাবড়ানোর কিছু নেই।

ক্যাপ্টেন ॥ সত্যি ঘটনা কী তা এখন বলো—পুরোপুরি সত্যি—নইলে জানো, তোমার ভাগ্যে কি ঘটবে।

নোয়ড ॥ আচ্ছা, শুনুন হুজুর। ঘটনাটা হচ্ছে এই : গ্যাব্রিয়েলদের ওখানে নাচে আমরা গিয়েছিলাম। আর তারপর—হ্যাঁ তারপর লুডভিগ বললে—সে বললে...

ক্যাপ্টেন ॥ এতে লুডভিগের কি করার আছে ? যা সত্যি তাই বলো।

নোয়ড ॥ হ্যাঁ...হ্যাঁ তারপর ইম্মা বললে, চলো আমরা গোলাবাড়িতে যাই।

ক্যাপ্টেন ॥ তাই নাকি ? তাহলে ইচ্ছাই তোমাকে কুপথে নিয়ে গেছে।

নোয়ড ॥ হ্যাঁ, তা নেহাৎ মিথ্যে নয়। আর, আমার মোদ্দা বক্তব্য হচ্ছে : যদি কোন মেয়ে রাজী না হয়, তা হলে কিছুই ঘটতে পারে না।

ক্যাপ্টেন ॥ এখন আমায় সোজাসুজি জবাব দাও—তুমি-ই সন্তানটির পিতা কি-না ?

নোয়ড ॥ তা আমি কি করে জানবো ?

ক্যাপ্টেন ॥ ওকি কথা বলছো ? তুমি জান না ?

নোয়ড ॥ কি করে...না হুজুর—কোন লোকই এ ব্যাপারে একেবারে নিশ্চিত হতে পারে না।

ক্যাপ্টেন ॥ সেখানে আর কেউ কি ছিল ?

নোয়ড ॥ ঠিক সেই সময়টায় আর কেউ ছিল না—কিন্তু তাতে কি আসে যায়—আমি কি করে নিশ্চিত হতে পারি যে, আমি-ই একমাত্র ব্যক্তি।

ক্যাপ্টেন ॥ তুমি বুঝি এখন লর্ডাভিগের ওপর দোষ চাপাতেই চাও? তাই চাও নাকি?

নোয়ড ॥ কার ওপর যে দোষ চাপানো যায়, একথা বলা খুব সহজ নয়।

ক্যাপ্টেন ॥ তুমি ইম্মাকে বলেছো, তুমি তাকে বিয়ে করবে। বলো নি?

নোয়ড ॥ কিন্তু দেখুন হুজুর, ওকথা ওদেরকে সব সময়েই বলতে হয়।

ক্যাপ্টেন ॥ (পাদরীকে লক্ষ্য করে) এতো ভয়ঙ্কর কথা—সত্যি ভয়ঙ্কর।

পাদরী ॥ এ সেই চিরকেলে পুরাতন কাহিনী। কিন্তু নোয়ড, আমি যা বলছি, শোন : সন্তানটির তুমি বাপ কিনা একথা বোঝাবার মত সাবালক নিশ্চয়ই তুমি হয়েছো...

নোয়ড ॥ কিন্তু আমি তো অস্বীকার করছি নে যে, আমি তার সাথে কোনো কাণ্ড করি নি। কিন্তু পাদরী সাহেব, আপনি নিজেই অবশ্য জানেন, একটা কাণ্ড করলেই তার দরুণ কোনো কিছু ঘটা অবশ্যম্ভাবী নয়।

পাদরী ॥ ওহে ছোকরা শোনো, ওসব আলোচনা রাখো, আমরা এখন তোমার সম্পর্কেই আলাপ করছি। তুমি নিশ্চয়ই ঐ সন্তান-সম্ভবা মেয়েটিকে অসহায়ভাবে বিপজ্জনক অবস্থায় পরিত্যাগ করে যাবে না—কি বলো? আমি স্বীকার করি, তাকে বিয়ে করতে তোমাকে বাধ্য করানো যেতে পারে না। কিন্তু সন্তানটির ভরণপোষণের ব্যবস্থা তোমার করা উচিত। আর, তোমার তা করতেই হবে।

নোয়ড ॥ তাহলে লর্ডাভিগকেও তা করতে হবে।

ক্যাপ্টেন ॥ থাকুগে। এ মামলাকে আদালতেই পাঠানো হোক। এর মাথামুণ্ডু কিছুই আমি বুঝাতে পারছি নে। আর তাছাড়া এ এমন একটা ব্যাপার নয়, যা নিয়ে কোন কিছু করার আমার আগ্রহ আছে। (নোয়ড-এর প্রতি) তুমি এখন ভাগো।

পাদরী ॥ নোয়ড, দাঁড়াও এক মিনিট। হুঁম্‌ম্‌। কোনরকম অবলম্বন নেই, অথচ একটি শিশুর ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা তাকে করতে হবে, এমন একটি মেয়ে, তাকে পরিত্যাগ করা কি একটা নেহাৎ অসাধুতা বলে তুমি মনে করো না? বলো, অসাধুতা বলে মনে করো কি-না? আচ্ছা, তুমি কি মনে করো না, এমন একটা আচরণ...হুঁম্‌ম্‌...হুঁম্‌ম্‌...

নোয়ড ॥ হ্যাঁ মনে করি, যদি আমি নিশ্চিত হতে পারতাম, আমি-ই সন্তানটির পিতা—।—কিন্তু পাদরী সাহেব, আপনি তো জানেন, এটা এমনই একটা ব্যাপার যে, কখনও আপনি নিশ্চিত হতে পারেন না। আর আপনি-ই বলুন, সারাটা জীবন তারই দাসত্ব করে চলবেন, যে আপনার নিজস্ব নয়,

এটাও নিশ্চয়ই খুব একটা আমোদের ব্যাপার নয়। পাদরী সাহেব, আপনি নিজে কথাটা একবার বিবেচনা করে দেখুন। আর ক্যাপ্টেন সাহেবও নিশ্চয়ই ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে পারছেন।

ক্যাপ্টেন ॥ নোয়ড তোমার পথ ধরো।

নোয়ড ॥ ক্যাপ্টেন সাহেব, ঈশ্বর আপনাকে রক্ষা করুন। (প্রস্থান)

ক্যাপ্টেন ॥ (চিৎকার করে তাকে বল্লে) এই বদমাশ, এখন থেকে তুমি রান্নাঘর থেকে দূরে থাকবে। (পাদরীকে লক্ষ্য করে) ওকে আচ্ছা করে দুরস্ত করলেন না কেন?

পাদরী ॥ সে কি কথা। আমি ওকে টিট্ করতে কি কিছু কম করেছি?

ক্যাপ্টেন ॥ বাহ্। আপনি তো বসে বসে শুধু আপন মনে বিড়বিড় করলেন।

পাদরী ॥ সত্যি কথা বলতে কি, এ ব্যাপারে কি বলা যেতে পারে, বাস্তবিকই তা আমি বুঝতে পারছি নে। অবশ্য মেয়েটির জন্য আমার দুঃখ হয়, কিন্তু ছেলেটির জন্যও দুঃখিত না হয়ে পারিনে। ধরুন, ও যদি সন্তানটির পিতা না হয়...তা হলে। মেয়েটির আর এমন কি।—মাতৃসদনে সন্তানটিকে চারমাস স্তন্যদান করবে; আর, তারপর শিশুটির বাকি দিনগুলোর যত্ন-আত্তির ব্যবস্থাও হয়ে যাবে। কিন্তু ঐ ছোকরা নোয়ড? সে তো আর স্তন্যদান করতে পারবে না...বুঝলেন না...তারপর সম্ভ্রান্ততর কোন পরিবারে মেয়েটির জায়গাও হয়ে যাবে। কিন্তু সৈন্যদল থেকে বদনাম নিয়ে ছেলেটি যদি বিতাড়িত হয় তাহলে তার ভবিষ্যৎ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

ক্যাপ্টেন ॥ আমি কসম খেয়ে বলছি, এই মামলার বিচারক হতে এবং রায় দিতে আমি রাজী নই। আমি মনে করিনে যে নোয়ড সম্পূর্ণ নির্দোষ...কিন্তু নিশ্চিন্তই বা হওয়া যায় কি করে? তবে এই একটি প্রশ্ন সন্দেহাতীত: যদি কাউকে দোষী সাব্যস্ত করতে হয়, তাহলে ঐ মেয়েটিকেই করতে হয়।

পাদরী ॥ ভাল...ভাল...আমি কিন্তু কোনো রায় দিতে রাজী নই। যাক্‌গে। কিন্তু আমরা কী কথা নিয়ে না আলোচনা করছিলাম, যখন এই সুধন্য গর্ভ-নাটিকাটির অভ্যুদয় হলো?—ও, হ্যাঁ, আমার বার্থার কথা, গির্জায় তার দীক্ষা অনুষ্ঠান সম্পর্কে আলাপ করছিলাম—তাই না?

ক্যাপ্টেন ॥ ঠিক তার দীক্ষা সম্পর্কে নয়, আমরা তাকে মানুষ করার পুরো প্রশ্নটাই আলোচনা করছিলাম। আমার এই বাড়ী মেয়েলোকে ভর্তি। আর তারা সবাই আমার সন্তানকে তাদের নিজস্ব নির্দিষ্ট পন্থায় মানুষ করতে চায়। আমার শাশুড়ী চান, তাকে আধ্যাত্মিক করতে। ল্যরা চায়, বার্থা শিল্পী হোক। ওর গৃহশিক্ষিকার ইচ্ছা, বার্থা হবে মেথোডিস্ট। বুড়ী মারগ্রেটের সাধ, বার্থাকে হতে হবে ব্যাপটিস্ট। আর বাড়ীর চাকরানীরা তাকে স্যালভেশনিস্ট করতে চায়। একটা আত্মার ওপর এভাবে একসঙ্গে

এতগুলো তাপি মারা সম্ভব নয়। উপরন্তু তার সম্পর্কে যা কিছু আমি করতে যাই না কেন, সব সময়ে আমাকে বাধা দেয়া হয়। আশ্চর্য। বাধা দেয়া হয় তাকেই বার্থার চরিত্র গড়ে তোলার দায়িত্ব মূলতঃ যার ওপর বর্তায়। এসব কারণেই আমাকে এ বাড়ী থেকে বার্থাকে বের করে নিয়ে যেতে হবে।

পাদরী ॥ মেলাই মেয়েছেলে আপনার সংসারে কর্তৃত্ব করতে চেষ্টা করছে।

ক্যাপ্টেন ॥ হ্যাঁ—আপনি দেখছি আমার সঙ্গে একমত। এ যেন বাঘের খাঁচার মধ্যে প্রবেশ করা। আর আমি যদি আগুনে তাতানো গণ গণে আঁকশি তাদের নাচের নীচে না ধরি, তা হলে তারা খপ্ করে আমার ওপর লাফিয়ে পড়ে আমায় ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। বাঃ রে দুষ্টু, হাসা হচ্ছে!...শুধু আপনার বোনকে নিয়ে আমি নিস্তার পাইনি। আপনার বুড়ো সৎমাকেও নিতে আমায় বাধ্য করেছেন।

পাদরী ॥ হ্যাঁ। ভগবান, কারু বাড়ীতে যেন কখনও সৎমা না থাকে।

ক্যাপ্টেন ॥ বটেই তো—কিন্তু আমি বুঝেছি, আপনার ধারণা, বাড়ীতে শাশুড়ীরা থাকা বেশ মানানসই, তাই না! অবশ্য বাড়ীটা যদি অপরের হয়।

পাদরী ॥ শুনুন... আমাদের সবারই ওপর নিজ নিজ বোঝা বহনের দায় আরোপ করা হয়েছে।

ক্যাপ্টেন ॥ তা সত্যি, তবে আমার মনে হয়, আমার ন্যায্য ভাগের চেয়ে অনেক বেশী বোঝা আমার ওপর চাপান হয়েছে। উপরন্তু ষোলকলায় পূর্ণ করতে আমার বুড়ো দাই-মাটিও আমার ঘাড়ের ওপর চেপে রয়েছেন। তিনি আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করেন যেন এখনও আমার থুত্নির নিচে লালাপোষটি বাঁধা রয়েছে। অবশ্য তাঁর অন্তরটা খুবই ভাল। কিন্তু তবু তাঁর এখানে থাকা উচিত নয়।

পাদরী ॥ বুঝলেন ভাই সাহেব, মেয়েদের সঙ্গে যখন কায়কারবার করবেন, আপনাকে কষে লাগাম ধরে রাখতে হবে। কিন্তু আপনি দেন তাদেরকে প্রশ্রয়, আপনাকে শাসন করতে।

ক্যাপ্টেন ॥ আমি জানতে চাই, মেয়েদের কি করে শাসন করা যায়।

পাদরী ॥ সত্যি কথা বলতে কি, ল্যরা...যদিও সে আমার আপন বোন, তবু আমায় বলতে হচ্ছে...ল্যরাকে বাগ মানানো, বরাবরই দেখা গেছে, বেশ একটু কঠিন।

ক্যাপ্টেন ॥ ল্যরার ছোটখাটো ত্রুটি থাকতে পারে কিন্তু সেগুলো তেমন মারাত্মক নয়।

পাদরী ॥ ভালো। তা আপনি যতই গলাবাজী করতে চান, করুন—আমি কিন্তু তাকে চিনি।

ক্যাপ্টেন ॥ কাল্পনিক ধ্যানধারণা নিয়ে সে মানুষ হয়েছে তাই বাস্তবের মুখোমুখী হতে তার কিছুটা অসুবিধা হয়। তাছাড়া, সে আমার স্ত্রী, আর...

পাদরী ॥ আর সেইজন্যই আপনি মনে করেন, তার চাইতে আর কেউ ভাল হতে পারে না।—না, না, ভাইসাহেব, আমার ধারণা, সে-ই আপনাকে সবচেয়ে বেশী জ্বালায়।

ক্যাপ্টেন ॥ তা যা-ই হোক না কেন, আমার এ গোটা বাড়ীটাই মূর্তিমান বিশৃংখল। বার্থাকে এখান থেকে যেতে দিতে লারা কিছুতেই রাজী নয়। কিন্তু আমি তো এই পাগলা গারদে তাকে রাখতে পারি নে।

পাদরী ॥ তাই নাকি? লারা কিছুতেই রাজী নয়! আর তাই যদি সত্যি হয়, আমার ভয় হচ্ছে, অতি বিশ্রী কিছু একটা ঘটবে। ছেলেবেলায় লারা সটান হয়ে শুয়ে পড়তো যেন সে একটি মড়া। যতক্ষণ তার বায়না মেটানো না হতো ঐভাবেই পড়ে থাকতো। আর যে জিনিষের জন্যে বায়না ধরতো তা হাতে পেলেই তক্ষুণি ফিরিয়ে দিতো—মরার ভান করে চাওয়া সেই জিনিষটা যা-ই হোক না কেন। ফিরিয়ে দিয়েই বলতো, ঐ বিশেষ জিনিষটা তো সে চায় নি, সে চেয়েছিল শুধু তার জিদ মেটাতে।

ক্যাপ্টেন ॥ আপনি কী বলছেন! সেই ছেলেবেলায়ও সে অমন কাণ্ড করতো! তাই নাকি? হুঁ-ম। সত্যি কথা বলতে কি, সময় সময় সে এমন হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মত কাণ্ডকারখানা করে বসে, আমার তো আশংকা হয়। নিশ্চয়ই সে অসুস্থ। আর তার জন্য উদ্বিগ্ন না হয়ে পারিনে।

পাদরী ॥ কিন্তু বার্থা সম্পর্কে আপনার সিদ্ধান্তটা এমন কী যে, তাই নিয়ে এত মন কষাকষি চলছে—তার সঙ্গে একমত হওয়া আপনার কাছে এত কঠিন ঠেকছে? একটা সমঝোতায় আসা কি সম্ভব নয়?

ক্যাপ্টেন ॥ আপনি মনে করবেন না, আমি বার্থাকে একটা বিস্ময়কর প্রকাণ্ড কিছু করে গড়ে তুলতে, অথবা তাকে আমার প্রতিবিম্বে রূপান্তরিত করতে চাই। শুনুন, আমি আমার মেয়ের বর সংগ্রহকারীর ভূমিকা গ্রহণ করতে অথবা তাকে শুধু বিয়ে দেয়ার জন্যই লেখাপড়া শেখাতে চাইনে। অবশ্য সে যদি বিয়ে না করে তাহলে তার জীবনটা হয়ত কষ্টসাধ্য হবে। আমি তো আমার মেয়েকে তেমন কোনো পুরুষালী পেশাতেও ঢোকাতে চাই নে, যাতে দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি এবং অনুশীলন প্রয়োজন। কারণ বিয়ে করলে সে-সবই বৃথা যাবে।

পাদরী ॥ তা হলে আপনি তাকে কি করতে চান?

ক্যাপ্টেন ॥ আমি তাকে শিক্ষয়িত্রী করতে চাই। যদি সে বিয়ে না করে, তা' হলে নিজের ভরণপোষণ সে নিজেই চালিয়ে নিতে পারবে। আর যে-সব গরীব শিক্ষয়িত্রীকে তাদের উপার্জিত সমুদয় অর্থ নিজেদের পরিবারের পেছনে

খরচ করতে হয়, আমার মেয়ে বিয়ে না করলে তার দিন, তাদের চেয়ে খারাপ যাবে না। ওদিকে আবার দেখুন, যদি সে বিয়ে করে, সন্তানসন্ততি মানুষ করতে তার জ্ঞানবিদ্যা কাজে লাগবে। কথাগুলো কি আপনার কাছে যুক্তি-সঙ্গত মনে হয় না?

পাদরী ॥ যুক্তিসঙ্গত? হ্যাঁ, তা বটে। কিন্তু ছবি আঁকার তার যে প্রতিভা রয়েছে, তার কি হবে? আপনি কি বলতে চান, তার আঁকার প্রতিভা নেই? আর তার এই প্রকৃতিদত্ত প্রতিভাকে বিকশিত হতে না দেয়াই কি আপনার ইচ্ছা?

ক্যাপ্টেন ॥ না, না আদৌ তা নয়। আমি একজন নামকরা শিল্পীকে তার কাজের কিছু নমুনা দেখিয়েছিলাম। দেখে তিনি বলেছিলেন, স্কুলে ছেলেমেয়েরা যে-ধরনের আঁকা শেখে কাজগুলো অবিকল তাই। তবে গত গ্রীষ্মকালে একজন তরুণ উদীয়মান সমালোচক এসেছিল—ছেলেটি ভাল বোঝে-সোজে। সে বলেছিল, এ মেয়ে অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী। তার ফলে রায়টা ল্যরার পক্ষেই গেলো।

পাদরী ॥ সেই ছেলেটি কি মেয়ের প্রেমে পড়েছিল?

ক্যাপ্টেন ॥ সে আমি ধরেই নিয়েছি, ছেলেটি প্রেমে পড়েছিল।

পাদরী ॥ তাহলে...।...ঈশ্বর আপনাকে রক্ষা করুন। বেশ বুঝতে পাচ্ছি, আপনার উদ্ধারের কোনো পথই নেই। কিন্তু আলোচনাটা ক্লান্তিকর হয়ে উঠছে। আর ওদিকে বাড়ীর ভেতর ল্যরা তার জো-হুজুরদের করছে আপ্যায়িত।

ক্যাপ্টেন ॥ হ্যাঁ, সে সম্পর্কে আপনি নিশ্চিত হতে পারেন। দেখছেন না, গোটা বাড়ীটার আলোগুলো ইতিমধ্যেই জ্বালানো হয়েছে। আর—এই নিজেদের ভেতর থেকে যে লড়াই চালানো হয়, তা কিন্তু মোটেই যুক্তিসঙ্গত নয়, আর সে-লড়াই মহৎ লড়াই তো নয়ই।

পাদরী ॥ (আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন)। আপনি কি মনে করেন আমি তা জানি না?

ক্যাপ্টেন ॥ আপনি কি বলতে চান, এই একই বিড়ম্বনা আপনাকেও পোহাতে হয়?

পাদরী ॥ কি বললেন, "আপনাকেও"?

ক্যাপ্টেন ॥ কিন্তু সবচেয়ে জঘন্যতম ব্যাপারটা কি, জানেন? আমি একথা ভাবতেই পারিনে, আপনি-ই বলুন, কি করে ভাবতে পারি যে, এ বাড়ীতেই একটা ঘৃণ্য অভিসন্ধি নিয়ে বার্থার ভবিষ্যৎ স্থির করা হচ্ছে। এ বাড়ীর মেয়েরা এদিক ওদিক দু'দিকের কাজেই দক্ষ, আর সেই দক্ষতা পুরুষদের কাছে জাহির করার জন্য তারা হরদম বকেই চলেছে। সারাক্ষণ—সারাদিন

আপনি আর কিছুই শুনতে পাবেন না, শুনবেন শুধু, পুরুষ আর মেয়ে, একে অপরের বিরোধী, এই প্রসঙ্গ নিয়ে বকুনি। (পাদরী-গমনোদ্যত) আপনাকে কি যেতেই হবে? আজ সন্ধ্যেটায় এখানেই থাকুন না। আমি জানিনে, আপনাকে খাওয়ানোর মতো ঘরে কি আছে; কিন্তু তবু আমার খুব ইচ্ছে, সন্ধ্যেটা থেকে যান। আপনি হয়তো জানেন, নতুন ডাক্তার আসবেন বলে আমি অপেক্ষা করছি। জানেন নিশ্চয়ই? আচ্ছা, আপনার সঙ্গে তার কখনও আলাপ হয়েছে কি?

পাদরী ॥ এই এক্ষুণি তাঁকে আমি এক ঝলক দেখলাম। দেখে মনে হলো, বেশ ভদ্র এবং সঙ্গতিসম্পন্ন।

ক্যাপ্টেন ॥ তা—ই নাকি। শুনে খুব খুশী হলাম। আপনি কি মনে করেন, তিনি আমার কোন সাহায্যে আসবেন?

পাদরী ॥ তা কি করে বলবো? মেয়েদেরে সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা কতখানি তারই ওপর আপনার প্রশ্নটার জবাব নির্ভর করে।

ক্যাপ্টেন ॥ তাই নাকি? কিন্তু আজ আপনি সন্ধ্যেটা থেকেই যান।

পাদরী ॥ ভায়া ম্যাডলফ্, ধন্যবাদ। না, থাকা চলবে না।...গিন্নীকে কথা দিয়েছি, রাতে খাবার সময় বাড়ীতে ফিরবো। এখন যদি না ফিরি, গিন্নী উদ্বিগ্ন হবেন? বরং বলুন, তিনি খাপ্পা হবেন। তাই না? ভালো। যা ভালো মনে করেন, তাই করুন।...দাঁড়ান, ওভারকোটটা পরতে আমি সাহায্য করছি।

পাদরী ॥ বাইরে নিশ্চয়ই খুব ঠান্ডা। (ক্যাপ্টেন ওভারকোটটা পরতে সাহায্য করলেন।) ধন্যবাদ। শুনুন, আপনাকে ভাল করে শরীরের যত্ন নিতে হবে। আপনাকে দেখে মনে হয়, যেন একটু কাহিল...

ক্যাপ্টেন ॥ আপনি বলতে চান, আমাকে একটু কাহিল দেখাচ্ছে?

পাদরী ॥ তা...হ্যাঁ...ষোল আনা সুস্থ বলে আপনাকে মনে হয় না।

ক্যাপ্টেন ॥ এ ধারণাটা বুঝি ল্যরাই আপনার মাথায় ঢুকিয়েছে? সে আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করে যে, মৃত্যুর জন্য আমি যেন চিহ্নিত হয়ে গেছি, আর আমি যেন এই এক্ষুণি মরতে চলেছি।

পাদরী ॥ ল্যরা? না, না সে কিছু বলে নি।—কিন্তু আমি আপনার জন্য সত্যি একটু উদ্বিগ্ন হচ্ছি। আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, দেহটার দিকে নজর দিন।—হ্যাঁ ভাল কথা মনে পড়েছে, আপনি না আমার সঙ্গে দীক্ষা অনুষ্ঠান সম্পর্কে আলাপ করতে চেয়েছিলেন।

ক্যাপ্টেন ॥ না, না। ও ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। ওটা এমনই একটা ব্যাপার, যা নিজেই নিজের পথ করে নেবে। রাজকীয় বিবেকের ওপরই ওটার দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে। কারণ, আমি সত্যের অথবা শহীদের

প্রত্যক্ষদর্শী নই। এসব ব্যাপার আমরা আমাদের পেছনে রেখে দিয়েছি। আচ্ছা ভাই, আসুন তবে। আদাব। আপনার গিন্নীকে আমার কথা বলবেন...

পাদরী ॥ চলি তবে। আদাব। ল্যরাকে আমার ভালবাসা জানাবেন।

ক্যাপ্টেন ॥ [লেখার (কারুকার্যযুক্ত) ডেস্কের দেরাজ খুলবেন, ডেস্কের পাশে বসলেন এবং হিসাবের খাতা-পত্র দেখতে লাগলেন] চৌত্রিশ—নয়—তেতাল্লিশ—সাত—আট—ছাপ্পান্ন...ল্যরা। (বাড়ীর অন্যান্য ঘরে যাওয়ার যে দরজাটি রয়েছে সেই দরজা দিয়ে ল্যরার প্রবেশ) দয়া করে তুমি কি...

ক্যাপ্টেন ॥ এক মিনিট। ছেষট্টি—একাত্তর—চুরাশি—উননব্বই—বিরানব্বই—এক শ।—কি বলছিলে তুমি ?

ল্যরা ॥ আমি তোমার কাজে বুঝি বিঘ্ন ঘটালাম ?

ক্যাপ্টেন ॥ না, মোটেই না। সংসারের খরচের টাকা চাচ্ছ বুঝি ?

ল্যরা ॥ হ্যাঁ—সংসারের খরচের টাকাই।

ক্যাপ্টেন ॥ বিলগুলো রেখে যাও, আমি দেখে নেবো।

ল্যরা ॥ বিল ?

ক্যাপ্টেন ॥ হ্যাঁ।

ল্যরা ॥ তাহলে কি এখন থেকে সংসার খরচের বিল রাখা শুরু করতে হবে নাকি ?

ক্যাপ্টেন ॥ অবশ্যই। সাফ সাফ হিসাবপত্র রাখতে হবে। জানতো আমাদের অবস্থা খুবই সঙ্গীন। যদি দেউলিয়ার খাতায় নামী লেখাতে এবং একটা মিটমাট করতে হয়, তাহলে আমাদের যাবতীয় বিল দেখাতেই হবে। না দেখালে, খাতক হিসেবে বেহিসেবীর দায়ে পড়তে হবে, যার ফলে পেতে হবে শাস্তি।

ল্যরা ॥ শাস্তি যদি হয়েই থাকে, আমাকে তার জন্য দায়ী করা চলবে না কিন্তু।

ক্যাপ্টেন ॥ বিলগুলো কিন্তু ঠিক ঐ কথাই প্রমাণ করবে।

ল্যরা ॥ খামারের প্রজা যদি তার খাজনা আদায় না করে, তাতে আমার দোষ কোথায় ?

ক্যাপ্টেন ॥ কিন্তু তার জন্য অমন আকুল হয়ে সুপারিশ করেছিল কে ? তুমি। এমন একটা...কি আর বলবো তাকে...এমন একটা বেখেয়ালী, এমন একটা অপদার্থকে সুপারিশ করেছিলে, কী দেখে ?

ল্যরা ॥ তুমিইবা এমন একটা অপদার্থকে নিতে গেলে কেন ?

ক্যাপ্টেন ॥ কারণ তোমার জিদ পূরণ না করা পর্যন্ত আমার খেতে, শুতে, কাজে কামে এক মুহূর্তের জন্যও শান্তি ছিল না। তোমার ভাই তার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিলেন, তাই তুমি তাকে এখানে গছাতে চেয়েছো। আর, যেহেতু আমি তাকে চাইনে, তাই আমার

শাশুড়ী চেয়েছেন তাকে এখানে ভিড়িয়ে দিতে ; বাড়ীর মাস্টারণী তাকে চেয়েছেন তার ধার্মিকপনার জন্য ; আর বুড়ী মারগেট চেয়েছে, লোকটার দাদী যখন শিশু ছিল সেই তখন বুড়ী মারগ্রেট সে শিশুকে দেখেছে, এই সুবাদে। তাকে খামারের প্রজা হিসেবে এসব কারণেই নেয়া হয়েছে। আমি যদি তাকে না নিতাম, তাহলে এখন আমাকে হয় পাগলা গারদে বাস করতে কিংবা আমার কবরের ভেতর শুয়ে দিন যাপন করতে হতো। যাক্‌গে, এই নাও সংসার খরচের টাকা ; আর এই নাও, তোমার হাত খরচের...বিল-গুলো আমায় পরে দিলেও চলবে।

ল্যরা ॥ [বিদ্রূপাত্মক হাসিমুখে এবং নতজানু হয়ে (মেয়েদের রীতি অনুযায়ী) অভিবাদন করলেন] অশেষ ধন্যবাদ। কিন্তু সংসারের খরচ খরচা বাদে তুমি যে-টাকা খরচ করো তারও হিসেবপত্র রাখো নাকি ?

ক্যাপ্টেন ॥ তা নিয়ে তোমার মাথা খারাপের দরকার নেই।

ল্যরা ॥ দরকার নেই। সত্যিইতো। ঠিক যেমন, আমার সন্তানের শিক্ষা এবং তাকে মানুষ করার প্রশ্ন নিয়েও আমার মাথা ঘামানোর দরকার নেই। কিন্তু হে ভদ্রমহোদয়গণ, আজকে আপনাদের পূর্ণাঙ্গ সান্ধ্য বৈঠকে আপনারা কী কোনো সিদ্ধান্তে পেঁছিতে পেরেছেন ?

ক্যাপ্টেন ॥ আমি আমার সিদ্ধান্ত আগেই করে ফেলেছি। সুতরাং আমার এবং আমাদের পরিবারের যিনি একমাত্র বন্ধু তাঁকেও আজ শুধু আমার সিদ্ধান্তটা জানালাম : বার্থা শহরে গিয়ে সেখানেই থাকবে। দিন পনেরর মধ্যেই সে রওয়ানা হবে।

ল্যরা ॥ আমি কি জিজ্ঞেস করতে পারি, শহরে গিয়ে বার্থা কার কাছে থাকবে ?

ক্যাপ্টেন ॥ একাউন্টেন্ট সাভ্‌বার্গের বাড়ীতে থাকবে।

ল্যরা ॥ কে, সাভ্‌বার্গ। সেই যুক্তিবাদী।

ক্যাপ্টেন ॥ বাপের ধ্যানধারণা বিশ্বাস অনুযায়ী সন্তানকে মানুষ করতে হয়—আইন এই কথাই বলে।

ল্যরা ॥ আর এ ব্যাপারে মায়ের কিছুই বলার নেই ?

ক্যাপ্টেন ॥ না, কিছুই বলার নেই। খরিদ-বিক্রির আইনসম্মত চুক্তিনামার মাধ্যমে মেয়েরা তাদের জন্মগত অধিকার যখন বিক্রি করে দেয়, সেই সঙ্গে তার যাবতীয় অধিকারও সে সম্পন্ন করে। আর বিনিময়ে স্বামী তাকে এবং তার সন্তান-সন্ততিকে ভরণপোষণ করার শর্ত মেনে নেয়।

ল্যরা ॥ কিন্তু ধরো, বাবা ও মা দুজনাই যদি যুক্তভাবে সিদ্ধান্ত নিতে...

ক্যাপ্টেন ॥ তা হলে কি হবে, জানো ? আমি চাই বার্থা শহরে গিয়ে বাস করুক, তুমি চাও, সে এই বাড়ীতেই থাকুক। এর গাণিতিক সমাধান হচ্ছে : এই বাড়ী এবং শহর, এই দুই-এর মাঝামাঝি জায়গায় তাকে থাকতে হবে

অর্থাৎ রেল স্টেশনে। অতএব বুঝতেই পাচ্ছ,—এটা এমন একটা প্রশ্ন যার কোন সমাধান নেই।

ল্যরা ॥ তা হলে এটা গায়ের জোরেই বুঝি সমাধান করতে হবে। নোয়ড এখানে কি করছিল ?

ক্যাপ্টেন ॥ ওটা পেশাদারী গোপন ব্যাপার।

ল্যরা ॥ যে-গোপন ব্যাপারটা হেঁশেলের সবাই জানে।

ক্যাপ্টেন ॥ আচ্ছা ! তাহলে তুমিও নিশ্চয়ই জানো ?

ল্যরা ॥ জানি বৈকি।

ক্যাপ্টেন ॥ আর, ইতিমধ্যে এ মামলার রায়ও বুঝি লিখে ফেলেছো।

ল্যরা ॥ আইনের কেতাবেই রায় লেখা রয়েছে।

ক্যাপ্টেন ॥ সন্তানটির পিতা কে, আইনে তা বলা হয় নি।

ল্যরা ॥ বলা হয় নি বটে, তবে তা জানা খুব শক্ত নয়।

ক্যাপ্টেন ॥ যারা জানে বলে দাবী করে তাদের মনে রাখা উচিত, এটা এমনই একটা ব্যাপার, যে-ব্যাপার সম্পর্কে কেউ নিশ্চিত হতে পারে না।

ল্যরা ॥ এতো বড় অবাক কাণ্ড। তুমি কি বলতে চাও, কোনো একটি সন্তানের পিতা কে, তা কেউ বলতে পারে না ?

ক্যাপ্টেন ॥ হ্যাঁ, কথাটা তা-ই।

ল্যরা ॥ এযে বড় উদ্ভট কথা ! কিন্তু তাই যদি হয়, তাহলে সন্তানের ওপর পিতার অমন অধিকার বর্তায় কি করে ?

ক্যাপ্টেন ॥ পিতা যদি দায়িত্ব নেন, অথবা তাঁর ওপর দায়িত্ব আরোপ করা হয়, তা'হলেই তাঁর অধিকার বর্তায়। আর, বিবাহিত জীবনে অবশ্য, পিতৃত্ব সম্পর্কে কোন সন্দেহের প্রশ্নই ওঠে না।

ল্যরা ॥ বিবাহিত জীবনে পিতৃত্ব সম্পর্কে সন্দেহের কোন প্রশ্নই ওঠে না ?

ক্যাপ্টেন ॥ না—আমি মনে করি, কোন প্রশ্নই ওঠে না।

ল্যরা ॥ আচ্ছা, তাহলে কোন পত্নী যদি স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত না হয়, তার বেলা কি হবে ?

ক্যাপ্টেন ॥ এক্ষেত্রে সে প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু তোমার কি আরও কিছু জিজ্ঞাসা করার আছে।

ল্যরা ॥ না, কিছুই জিজ্ঞাসা করার নেই।

ক্যাপ্টেন ॥ বেশ, তাহলে আমি আমার ঘরে চললাম। (ডেস্কের দেরাজ বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালেন) ডাক্তার আসলে দয়া করে খবরটা আমায় দেবে কি ?

ল্যরা ॥ নিশ্চয়ই দেব।

ক্যাপ্টেন ॥ (বাঁ-হাতি দেয়ালের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে) ডাক্তার এখানে

আসার সাথে সাথে আমাকে খবর দিও। কেননা, আমি তাঁর সঙ্গে ব্যবহারে অভদ্র হতে চাই নে। বুঝলে ?

ল্যরা ॥ বুঝেছি।

[ঘরে আর কেউ নেই। ল্যরা তাঁর হাতের মুঠোর নোটগুলো (টাকা) নিরীক্ষণ করছেন...]

[শাশুড়ীর কণ্ঠস্বর (বাড়ীর ভেতর থেকে)] ল্যরা !

ল্যরা ॥ জী।

শাশুড়ীর কণ্ঠস্বর ॥ আমার চা তৈরী হয়েছে ?

ল্যরা ॥ [ভেতরবাড়ীর ঢোকবার দরজার সামনে থেকে] এ-ই হলো বলে।

আরদালী ॥ (হল কামরার দিকের দরজাটা খুলে) উস্টারমার্ককে সঙ্গে করে নিয়ে ভেতরে ঢুকে বললে) ডাক্তার উস্টারমার্ক এসেছেন।

(ল্যরা ডাক্তারের দিকে এগিয়ে গিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন)

ডাক্তার ॥ ম্যাডাম !

ল্যরা ॥ আসুন ডাক্তার সাহেব, আসুন। স্বাগতম। স্বাগতম। ক্যাপ্টেন সাহেব বাইরে গেছেন। এক্ষুণি আসবেন।

ডাক্তার ॥ আসতে একটু দেরি হয়ে গেলো, আমায় ক্ষমা করবেন। তবে ইতিমধ্যেই রোগী দেখা শুরু করে দিয়েছি।

ল্যরা ॥ একটু বসবেন না ? বসুন না দয়া করে।

ডাক্তার ॥ (বসলো) ধন্যবাদ।

ল্যরা ॥ আমাদের গাঁয়ে এখন বেশ কয়েকটি রোগী আছে। কিন্তু যাক্ সে কথা। আমি আশা করি। জায়গাটা আপনার পছন্দ হবে। আর আমরা—যারা এই নির্জন দেশগাঁয়ে বাস করি, আমাদের পরিবারের জন্য একজন ডাক্তার পাওয়া—রোগীর সত্যিকার যত্ন নেন, এমন একজন ডাক্তার পাওয়া—এ আজ একটা বিশেষ প্রয়োজন হয়ে দেখা দিয়েছে উস্টারমার্ক। আমি আপনার অনেক প্রশংসা শুনেছি। তা থেকে আমার এ বিশ্বাস জন্মেছে যে, আপনার সাথে আমাদের সম্পর্ক বরাবরই খুব প্রীতিপ্রদ থাকবে।

ডাক্তার ॥ ম্যাডাম ! আপনার অপার করুণা—তবে আমি আশা করি, চিকিৎসক হিসেবে এখানে আমার ঘন ঘন আসার প্রয়োজন হবে না। আমি শুনেছি, আপনাদের পরিবারের স্বাস্থ্য মোটামুটি বেশ ভালই, আর...

ল্যরা ॥ হ্যাঁ, ভালই। আমাদের সৌভাগ্যই বলতে হবে, তেমন কোনো কঠিন কঠিন ব্যারাম নেই, তবে যেমনটি হওয়া উচিত ছিল, ঠিক তা নয়।

ডাক্তার ॥ ন—য় ?

ল্যরা ॥ আমরা যেমনটি চাই, ঠিক তা নয়।

ডাক্তার ॥ কেন—আপনি আমাকে ঘাবড়িয়ে দিলেন।

ল্যরা ॥ একটি পরিবারে এমন কতকগুলো ঘটনা ও ব্যাপার থাকে, যেগুলো বিবেক ও মর্যাদাবোধ বশতঃ দুনিয়ার কাছ থেকে গোপন রাখতে মানুষ বাধ্য।

ডাক্তার ॥ কিন্তু চিকিৎসকের বেলায় বাধ্য নয়।

ল্যরা ॥ আর ঠিক সেই জন্যই একেবারে গোড়া থেকে সম্পূর্ণ ঘটনাটা আপনাকে বলা—এটা আমার একটা বেদনাদায়ক কর্তব্য বলে আমি মনে করি।

ডাক্তার ॥ ক্যাপ্টেন সাহেবের সঙ্গে আমার পরিচিত হবার সৌভাগ্য না হওয়া পর্যন্ত এই আলোচনাটা কি আমরা স্থগিত রাখতে পারিনে ?

ল্যরা ॥ না—তাঁর সঙ্গে আপনার দেখা হবার আগেই ঘটনাটা আপনাকে আমায় বলতেই হবে।

ডাক্তার ॥ তাহলে বুঝি তাঁরই সম্পর্কে বলতে চান ?

ল্যরা ॥ (চোখে মুখে দুঃখের অভিব্যক্তি) হ্যাঁ, আমারই প্রিয়, আমার হতভাগ্য স্বামী সম্পর্কেই বটে !

ডাক্তার ॥ আপনি আমাকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছেন, ম্যাডাম ! সত্যি বলছি, আমায় বিশ্বাস করুন, আপনার দুঃখে আমি ব্যথিত।

ল্যরা ॥ (রুমাল বের করে হাতে নিয়ে) আমার স্বামীর মস্তিষ্ক-বিচ্যুতি ঘটেছে (ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না)। এখন সমস্ত ঘটনা তো শুনলেন—আর, একটু পরে, আপনি নিজেই সব বুঝতে পারবেন।

ডাক্তার ॥ আমি বিশ্বাস করি নে। ক্যাপ্টেন সাহেবের লেখা গবেষণামূলক প্রবন্ধ-গুলো আমি পড়েছি। পড়ে মুগ্ধ হয়েছি। প্রাঞ্জল ভাষায় একজন শক্তিধর মনীষীর যুক্তিপূর্ণ লেখা।

ল্যরা ॥ আপনি কি সত্যি তাই মনে করেন ? যদি আমরা—অর্থাৎ তাঁর সব আত্মীয় স্বজন—যদি আমরা, ভুল বুঝে থাকি, তাহলে যে আমি কতো খুশী হতাম !

ডাক্তার ॥ অবশ্য অন্য কোনভাবে তাঁর চিত্তের বৈকল্য ঘটে থাকতে পারে...আরও কিছু বিস্তারিতভাবে বলুন।

ল্যরা ॥ আমরা তো ঠিক সেই ভয়ই করছি। তবে শুনুন, মাঝে মাঝে যতসব উদ্ভট খেয়াল তাঁকে পেয়ে বসে। তিনি যেহেতু একজন বিজ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তি তাই এতে অবশ্য ঘাবড়ানোর কিছু নেই। কিন্তু ঘাবড়ানোর প্রশ্ন ওঠে না কখন ? যখন তাঁর সেই সব খেয়াল পরিবারের কল্যাণ ও শান্তির ওপর হামলা না চালায়। একটা উদাহরণ দিই : রাজ্যের জিনিস কেনার তাঁর একটা বাতিক আছে।

ডাক্তার ॥ এ তো বড় গুরুতর কথা ! ঠিক কি কি জিনিষ কেনেন তিনি ?

ল্যরা ॥ বই—বস্তা বস্তা বই। আর কোনদিনই সেগুলো পড়েন না।

ডাক্তার ॥ ওঃ বেশ তো—একজন পণ্ডিত ব্যক্তি রাজ্যের বই সংগ্রহ করেন—এটা এমন কোনো ভয়ের কথা নয়।

ল্যরা ॥ আমি যা আপনাকে বলছি, আপনি তা বিশ্বাস করছেন না।

ডাক্তার ॥ কেন করবো না ম্যাডাম! আপনি যা আমাকে বলছেন, তাই যে আপনার বিশ্বাস, এতে আমার কোন সন্দেহই নেই।

ল্যরা ॥ শুনুন। অন্য গ্রহে কি ঘটছে, অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে কোনো মানুষ তা দেখতে পারে, এ-কথা কি যুক্তিসঙ্গত?

ডাক্তার ॥ তিনি বলেন নাকি, দেখতে পান?

ল্যরা ॥ হ্যাঁ সেই কথাই তো বলেন।

ডাক্তার ॥ অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে?

ল্যরা ॥ হ্যাঁ—অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে।

ডাক্তার ॥ তা-ই যদি হয়—তা হলে তো এটা একটা সাংঘাতিক লক্ষণ।

ল্যরা ॥ আপনি আবার বলছেন, যদি তাই হয়। বুঝেছি ডাক্তার সাহেব, আপনি আমাকে তেমন বিশ্বাস করতে পারছেন না। আর আমি এখানে বসে পরিবারের একটি গোপন কথা আপনাকে বলছি।...

ডাক্তার ॥ আমি সেজন্য নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি আর কৃতজ্ঞও বটে। কিন্তু চিকিৎসক হিসেবে আমাকে প্রথমতঃ ভালো করে দেখতে হবে, পরীক্ষা করতে হবে, তারপর আমি আমার মতামত দিতে পারি। আচ্ছা, ক্যাপ্টেন সাহেবের কি কখনও চপলতার,—এই খেয়ালীপনার অথবা অনবস্থিত চিত্তের লক্ষণ অর্থাৎ, বুঝলেন না, এই ইচ্ছা শক্তির অভাবের লক্ষণ দেখা গেছে?

ল্যরা ॥ (বিদ্রূপাত্মক স্বরে) ইচ্ছা শক্তি? তা তাঁর আছে নাকি? বিশ বছর হলো আমাদের বিয়ে হয়েছে, এ-র মধ্যে আমি একটিবারও দেখি নি তাঁকে এমন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে, যা পরে আবার নিজেই না পাল্টিয়েছেন।

ডাক্তার ॥ খুব একগুঁয়ে নাকি?

ল্যরা ॥ তিনি চান, সব ব্যাপারেই ঠিক তাঁরই ইচ্ছানুযায়ী হোক। কিন্তু যেমনটি চান, তা পাওয়া মাত্র তাঁর সবকিছু আগ্রহ উবে যায়। পাল্টা আমাকে অনুরোধ করেন বিষয়টা সম্পর্কে নতুন করে সিদ্ধান্ত নিতে।

ডাক্তার ॥ এসবই মারাত্মক লক্ষণ—অবিরাম নজর রাখা এবং পুরাদস্তুর পরীক্ষা করা দরকার। ম্যাডাম, আপনি তো জানেন ইচ্ছা শক্তিই চিত্তের মেরুদণ্ড। ইচ্ছাশক্তি যখন শিথিল হয়, তখন মানুষের চিত্ত এবং আত্মা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

ল্যরা ॥ আর ঈশ্বর জানেন, তাঁর প্রত্যেকটি বাসনা, প্রত্যেকটি খেয়াল পূর্বাহ্নে উপলব্ধি করার শিক্ষা আমায় রীতিমত অর্জন করতে হয়েছে আর সেইসব

বাসনা আর খেয়াল এই সুদীর্ঘ দুর্বহ বছরগুলোয় বরাবর পূরণ করতে হয়েছে আমাকে।

উঃ—আপনি যদি জানতেন, তাঁর স্ত্রী হিসেবে আমায় কী দুঃসহ জীবন যাপন করতে হচ্ছে। উঃ আপনি যদি শুধু জানতেন...

(চোখে মুখে রুমাল চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না)

ডাক্তার ॥ ম্যাডাম, আপনার দুর্ভাগ্য আমার হৃদয়ে গভীরভাবে দাগ কেটেছে। আপনার কাছে প্রতিজ্ঞা করছি, আমি দেখবো, কি করা যেতে পারে। অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আপনাকে আমি সমবেদনা জানাচ্ছি। আর এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আপনি আমার ওপর ষোলআনা বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেন। কিন্তু আপনার কাছ থেকে যা শুনলাম, এ-র পর আপনাকে একটা কাজ করার জন্য অনুরোধ করতে আমি বাধ্য হচ্ছি। আর তা হলো : আপনার পীড়িত স্বামীর মনে এমন কোনো ধারণা ঢোকাবেন না যা তাঁর ওপর একটা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারে। যাঁদের মস্তিষ্ক দুর্বলতার প্রবণতা দেখা দেয়, তাঁদের মনে এ ধরনের ধারণা গভীরভাবে রেখাপাত করতে খুব বেশী সময় নেয় না। আর ঐ ধারণা অতি সহজেই একটা সুনির্দিষ্ট খেয়ালে—অর্থাৎ যাকে বলে, নির্দিষ্ট কোন বিষয়ে উন্মত্ততায়—সেই উন্মত্ততায় পরিণত হয়। আমি যা বল্লাম, তা বুঝলেন কি ?

ল্যরা ॥ হ্যাঁ—আপনি বলতে চান—তাঁকে যেন সন্দিগ্ধ করে না তুলি।

ডাক্তার ॥ ঠিক বলেছেন। দেখুন, একজন পীড়িত লোককে যা বলা যায়, তা-ই সে বিশ্বাস করে। সবকিছুই চট্ করে গ্রহণ করে।

ল্যরা ॥ তাই তো বলি! এখন বুঝলাম! হ্যাঁ—হ্যাঁ (বাড়ীর ভেতর থেকে ঘন্টা বাজার শব্দ শোনা গেলো) মাফ করুন। আমার মা আমায় কি জানি বলতে চান। এক্ষুণি আমি ফিরে আসছি।... য়্যাডলার এসে পড়েছে।

(ল্যরা-র প্রস্থান। বাঁহাতি দেয়ালের দরজা দিয়ে ক্যাপ্টেনের প্রবেশ)

ক্যাপ্টেন ॥ আহ্! ডাক্তার সাহেব, আপনি এসে গেছেন ? পরম আন্তরিকতার সাথে আপনাকে আমি স্বাগতম জানাচ্ছি।

ডাক্তার ॥ আপনার মতো একজন প্রখ্যাত বিজ্ঞানীর সাথে পরিচিত হতে পেরে আমি পরম আনন্দ অনুভব করছি।

ক্যাপ্টেন ॥ থাক্। ওসব কথা বলবেন না। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার সামরিক দায়িত্ব আরও গভীরভাবে অনুসন্ধান চালাতে আমাকে যথেষ্ট অবসর দেয় না—কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার বিশ্বাস, আমি একটা নতুন আবিষ্কারের শেষপ্রান্তে পেঁৗছে গেছি।

ডাক্তার ॥ তা-ই নাকি ?

ক্যাপ্টেন ॥ দেখুন আমি উল্কাপিন্ডের ওপর বর্ণালী বিশ্লেষণের পরীক্ষা চালাতে

গিয়ে কয়লা পেয়েছি—যা থেকে সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় জৈব প্রাণীর অস্তিত্ব। এ সম্পর্কে আপনি কি বলতে চান?

ডাক্তার ॥ আপনি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে কি তা দেখতে পারেন?

ক্যাপ্টেন ॥ ছোঃ। অণুবীক্ষণ যন্ত্র নয়,—বর্ণালীবীক্ষণ।

ডাক্তার ॥ বর্ণালীবীক্ষণ! মাফ করবেন! তা হলে শীঘ্রই আপনি আমাদের বলতে পারবেন বৃহস্পতি গ্রহে কি কি ঘটছে।

ক্যাপ্টেন ॥ কি কি ঘটছে, তা নয়; সেখানে কি কি ঘটে গেছে। কি বলবো, প্যারীর ঐ হতভাগা পুস্তক ব্যবসায়ীটি যদি আমায় সেই বইগুলো পাঠাতো! কাণ্ডকারখানা দেখে মনে হয়, দুনিয়ার সব বই-এর দোকান যেন আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে। ভেবে দেখুন, গত দুমাস যাবৎ তাদের একজনও আমার তাগিদ কানে তোলে নি, আমার কোন চিঠিরই জবাব দেয় নি। অপমানজনক টেলিগ্রাম করেছি—সেগুলোরও জবাব দেয় নি। ওদের কাণ্ড কারখানা দেখে, আমার মাথা খারাপ হবার যোগাড় হয়েছে। আর, কি যে ছাই ঘটলো, মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি নে।

ডাক্তার ॥ আমার ধারণা, এটা তাদের স্বাভাবিক অমনোযোগিতা। ব্যাপারটাকে আপনার আর গুরুত্ব দেয়া উচিত নয়।

ক্যাপ্টেন ॥ না।—জাহান্নামে যাক্। আমি যথাসময়ে আমার প্রবন্ধ শেষ করতে পারবো না। খবর পেয়েছি, বার্লিনে কয়েকজন বৈজ্ঞানিক ঠিক এই ধারাতেই কাজ করছেন। কিন্তু এখন আমাদের ওসব আলাপ ক্ষান্ত থাক্—আপনার খবরাখবর সম্পর্কেই এখন আলাপ করা উচিত। আপনি যদি এ বাড়ীতে থাকতে রাজী হন, বাড়ীর এক পাশটায় আপনার জন্য কয়েকটি কামরা আমাদের খালি আছে। আপনার আগে যিনি ছিলেন, অর্থাৎ যে-ডাক্তার এখান থেকে চলে গেলেন, সেই ডাক্তার যে-বাড়ীতে থাকতেন, ওই বাড়ীতে বাস করা, অবশ্য যদি পছন্দ করেন...

ডাক্তার ॥ ক্যাপ্টেন সাহেব, আপনি যা বলবেন তাই...

ক্যাপ্টেন ॥ না—এটা আপনাকেই স্থির করতে হবে। কোথায় থাকবেন, ঠিক করে ফেলুন।

ডাক্তার ॥ ক্যাপ্টেন সাহেব, এটা স্থির করবেন আপনি-ই।

ক্যাপ্টেন ॥ না, না, আমি স্থির করতে যাবো কেন? আপনি কোনটা পছন্দ করেন, তা আপনাকেই মুখ ফুটে বলতে হবে। এ ব্যাপারে পছন্দ-অপছন্দ বলতে আমার কোনো কিছুই বলবার নেই।

ডাক্তার ॥ কিন্তু...কিন্তু এতো আমার বলার কথা নয়...

ক্যাপ্টেন ॥ দোহাই আপনার, মন স্থির করে ফেলুন, কোথায় আপনি থাকতে চান? শুনুন, এ ব্যাপারে আমার কোন বক্তব্য নেই, কোন মতামত নেই,

কোন পছন্দ নেই। আপনি কি এমনই মেরুদণ্ডহীন যে, কি আপনার ইচ্ছে, তাও আপনি জানেন না? কি আপনার ইচ্ছে বলুন। বলুন, কি আপনার ইচ্ছে। বুঝলেন, না বললে আমার মেজাজ বিগড়ে যাবে।

ডাক্তার ॥ আমার ওপরই যখন ভার দিচ্ছেন,—আমি এ বাড়ীতেই থাকতে চাই।

ক্যাপ্টেন ॥ ভাল কথা। ধন্যবাদ। (এগিয়ে গিয়ে বাজাবার জন্য ঘণ্টার সহিত বাঁধা দড়ি ধরে নাড়া দিলেন) আমায় মাফ করবেন ডাক্তার সাহেব। একটা কথা বলি : মানুষ যখন বলে তারা নিজেদের এটা ওটা সম্পর্কে উদাসীন, তখন আমি বিষম চটে যাই।

(মারগ্রেটের প্রবেশ)

ক্যাপ্টেন ॥ এই যে মারগ্রেট। আচ্ছা মারগ্রেট, তুমি কি জানো, ওদিকের ঘর-গুলো ডাক্তার সাহেবের জন্য ঝেড়েপুছে ঠিকঠাক করা হয়েছে কি-না।

মারগ্রেট ॥ হ্যাঁ, সব ঠিক আছে।

ক্যাপ্টেন ॥ বেশ! ডাক্তার সাহেব, আপনাকে আর আমি আটকে রাখতে চাই নে। আমি বুঝতে পারছি, আপনি ক্লান্ত। শুভরাত্রি। এবং পুনরায় স্বাগতম—আশা করি, কাল দেখা হবে।

ডাক্তার ॥ শুভরাত্রি ক্যাপ্টেন সাহেব।

ক্যাপ্টেন ॥ আমার ধারণা, এখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে আমার স্ত্রী আপনাকে কিছুটা আভাস দিয়েছেন, আর জায়গাটা কেমনতর সে সম্পর্কে আপনি কিছুটা ধারণাও করতে পেরেছেন।

ডাক্তার ॥ আপনার সুশীলা পত্নী এমন কয়েকটি বিষয় জানিয়েছেন—এখানে নতুন এসেছে এমন যে-কোনো লোকের পক্ষে যা জেনে রাখা দরকার। শুভরাত্রি ক্যাপ্টেন সাহেব!

(ডাক্তারের প্রস্থান)

ক্যাপ্টেন ॥ কী খবর মারগ্রেট! কোনো বিশেষ কথা আছে?

মারগ্রেট ॥ মিঃ য়্যাডলফ্, আমি কি বলতে চাই, দয়া করে শুনুন...

ক্যাপ্টেন ॥ বলো মারগ্রেট। এবাড়ীর একমাত্র তুমিই, যার কথা শুনতে আমার গা জ্বালা করে না।

মারগ্রেট ॥ মিঃ য়্যাডলফ্ শুনুন। আপনাদের মেয়েকে নিয়ে অকারণ এই যে এতো হৈচৈ—কিন্তু আপনার কি মনে হয় না, আপনার স্ত্রীর সঙ্গে মাঝামাঝি একটা রফা করে নিয়ে আপনারা দু'জনায় একটা সমঝোতায় আসতে পারেন? মায়ের দিকটাও চিন্তা করা উচিৎ...

ক্যাপ্টেন ॥ কিন্তু মারগ্রেট পিতার দিকটাও।

মারগ্রেট ॥ তা বটে! তা বটে। কিন্তু সন্তান ছাড়া আরো দশটা বিষয় পিতার আছে নিজেকে নিযুক্ত করার, আর মায়ের আছে মাত্র একটি—তার সন্তান।

(বাড়ীর ভেতর থেকে একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শোনা গেলো) কে! কে!—কার এ আর্তনাদ।

বার্থা ॥ (বাড়ীর ভেতর থেকে ছুটে এলো) বাবা, বাবা, আমায় বাঁচাও, আমায় বাঁচাও।

ক্যাপ্টেন ॥ কি হয়েছে, মানিক আমার! বলো, আমায় বলো।

বার্থা ॥ আমায় রক্ষা করো। উনি মেরে আমায় লাশ করে দেবেন।

ক্যাপ্টেন ॥ কে তোমাকে মারতে চায়? বলো, বলো, কে মারতে চায়।

বার্থা ॥ নানি। কিন্তু দোষ আমারই—আমি তাঁকে ঠকিয়েছি।

ক্যাপ্টেন ॥ কি ঘটেছে, বলো তো!

বার্থা ॥ বলছি। কিন্তু বলুন, আমায় ধরিয়ে দেবেন না। কথা দিন, আর কাউকে বলবেন না।

ক্যাপ্টেন ॥ বেশ। কিন্তু আমায় বলো, ব্যাপারটা কি? (মারগ্রেটের প্রস্থান)

বার্থা ॥ নানির ঐ একটা অভ্যাস—বাতিটা কম করে দেবেন আর তারপর আমাকে টেবিলের পাশে বসাবেন—বসিয়ে আমার হাতে একটা কলম আর এক খণ্ড কাগজ দেবেন। আর তারপর তিনি কি করেন, জানেন! তিনি আমায় বলেন, কলম ধরে থাকো প্রেতাত্মারা তোমার হাত দিয়ে লিখিয়ে নেবে...

ক্যাপ্টেন ॥ কি বলছো তুমি! কে, একথা তো তুমি আমায় কখনও আগে বলো নি।

বার্থা ॥ আমার সাহসে কুলোয় নি—আমায় মাফ করুন বাবা। নানি বলেন, প্রেতাত্মাদের কথা কেউ যদি কাউকে বলে, তারা প্রতিশোধ নেয়। হ্যাঁ, তারপর শুনুন, কলম লিখতে থাকে—তবে আমি-ই লিখি, না, প্রেতাত্মারা লেখে, তা ঠিক জানি নে। সময় সময় সর্‌সর্‌ করে কলমটি চলতে থাকে, আবার কখনও কখনও একটুও এগোয় না। আমি যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ি, কলম আর নড়তে চায় না। কিন্তু নানি তবু নাছোড়বান্দা। আজ সন্ধ্যের সময় আমার মনে হচ্ছিল, আমি বেশ ভালই লিখে চলেছি, কিন্তু নানি বলে উঠলেন, আমি ষ্টাগনেলিয়াস থেকে উদ্ধৃত করছি। সত্যি কথা বলতে কি, তাঁর সঙ্গে ঠাট্টা করতে—তাঁকে ঠকাতেই চেয়েছিলাম। আর অমনি উনি ভীষণ চটে গেলেন।

ক্যাপ্টেন ॥ তুমি কি প্রেতাত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করো?

বার্থা ॥ আমি জানি নে...

ক্যাপ্টেন ॥ কিন্তু আমি জানি। আমি জানি, তাদের কোন অস্তিত্ব নেই।

বার্থা ॥ কিন্তু নানি বলেন, এসব জিনিস আপনি বোঝেন না। তিনি বলেন, আপনার কাছে কি একটা খুব বদ্‌ জিনিস আছে—তাই দিয়ে আপনি বহু দূরে—অন্য গ্রহে কি আছে তা দেখতে পান।

ক্যাপ্টেন ॥ তোমার নানি বুঝি তাই বলেন। আর কি কি বলেন?

বার্থা ॥ তিনি বলেন, আপনি ম্যাজিক করতে পারেন না—সে মুরদ আপনার নেই।

ক্যাপ্টেন ॥ আমি তো কখনও বলি নি, আমি ম্যাজিক করতে পারি। উল্কা কাকে বলে, জানো ? জানো না ?—মহাকাশের গ্রহ, উপগ্রহ থেকে যে পাথর খণ্ডগুলো পড়ে। আমি ওগুলো পরীক্ষা করতে, বিশ্লেষণ করতে পারি। আমাদের মাটিতে যে-সব উপাদান রয়েছে সেই উপাদানগুলো উল্কাপিণ্ডে আছে কি-না, তাও আমি নির্ধারণ করতে পারি। ব্যস্, এটুকুই আমি প্যারি।

বার্থা ॥ নানি বলেন, এমন অনেক জিনিস আছে, যা তিনি দেখতে পান কিন্তু আপনি পান না।

ক্যাপ্টেন ॥ মা-মণি, তাহলে তিনি মিথ্যা কথা বলেন।

বার্থা ॥ নানি মিথ্যা কথা বলেন না।

ক্যাপ্টেন ॥ কি করে তুমি তা বলতে পারো ?

বার্থা ॥ তাহলে মা-ও মিথ্যা কথা বলেন।

ক্যাপ্টেন ॥ হুঁম্।

বার্থা ॥ মা মিথ্যা বলেন, এমন কথা যদি আপনি বলেন, আপনার কোনো কথাই আমি আর কখনও বিশ্বাস করবো না।

ক্যাপ্টেন ॥ আমি তো তা কোনদিনই বলিনি। আর বলি নি বলেই তুমি আমায় বিশ্বাস করবে, যদি আমি বলি, তোমার নিজের মঙ্গল আর তোমার ভবিষ্যতের খাতিরে এবাড়ী তোমার ছাড়া উচিত। তোমার ইচ্ছা ও কি তাই নয় ? শহরে যেতে, সেখানে বাস করতে কি তুমি চাও না ? কাজে লাগে এমন কোন বিদ্যা শিখতে কি তোমার ইচ্ছে হয় না ? কি বলো ?

বার্থা ॥ ওহ্, আমি শহরে যাবো ! আহ্ আমি যদি শহরে যেতে পারতাম—তা যেখানেই হোক না কেন। আর শুধু আপনি যদি মাঝে মাঝে—ঘন ঘন আমার সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। শীতের অন্ধকার রাতের মতো এই বাড়ী সব সময়েই মনমরা, হতাশায় ভরা। কিন্তু বাবা আপনি যে-মুহূর্তে বাড়ীতে ঢোকেন, আর অমনি মনে হয়, ঠিক যেন প্রথম বসন্তের ভোরবেলা—সব ঝড়ো হাওয়া উবে যায়।

ক্যাপ্টেন ॥ মা-মণি আমার ! সোনা আমার।

বার্থা ॥ কিন্তু বাবা, মায়ের প্রতি আপনার সদয় হওয়া উচিত। শুনুন, তিনি প্রায়ই কাঁদাকাটি করেন...

ক্যাপ্টেন ॥ হুম্। তাহলে তুমি শহরে যেতে চাও !

বার্থা ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ—নিশ্চয়ই।

ক্যাপ্টেন ॥ কিন্তু যদি তোমার মা আপত্তি করেন।

বার্থা ॥ না, তিনি আপত্তি করবেন না। তাঁর আপত্তি করা চলবে না।

ক্যাপ্টেন ॥ কিন্তু যদি তিনি আপত্তি করেন।

বার্থা ॥ তাহলে—তাহলে কি হবে, আমি জানি নে। কিন্তু তাঁকে যেতে দিতেই হবে আমাকে—দিতেই হবে।

ক্যাপ্টেন ॥ তুমি তাঁকে জিজ্ঞেস করবে কি?

বার্থা ॥ না, আপনি-ই তাঁকে জিজ্ঞেস করুন—মিষ্টি মুখে জিজ্ঞেস করবেন। আমি জিজ্ঞেস করলে তিনি আমার কথা কানে তুলবেন না।

ক্যাপ্টেন ॥ হুম্। আচ্ছা, যদি তুমি চাও শহরে যেতে, আর আমি তো চাই-ই, কিন্তু তবু যদি তোমার মা বলেন, না যাওয়া হবে না, তাহলে কি করা যাবে?

বার্থা ॥ তাহলে নতুন করে আবার বাড়ীতে হৈচৈ শুরু হবে। আচ্ছা বাবা, আপনারা দুজনা...

ল্যরা ॥ (প্রবেশ) ওঃ বার্থা তাহলে এখানে! ভালো কথা, ওর ভবিষ্যত সম্পর্কে যেহেতু একটা সিদ্ধান্ত নেয়া দরকার, ওর মতামতটা এখুনি জেনে নেয়া যেতে পারে।

ক্যাপ্টেন ॥ একজন তরুণীর জীবন এবং তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বার্থার মতো এক-জন শিশুর মুখ থেকে একটা সত্যিকার মতামত পাবার আশা তুমি করতে পারো না। তা কি পারো? কিন্তু তুমি ও আমি অনেক মেয়েকে বড়ো হতে, উন্নতি করতে দেখেছি। সুতরাং উঠতি বয়সের সমস্যাদি সম্পর্কে আমাদের কিছুটা অভিজ্ঞতা আছে।

ল্যরা ॥ কিন্তু আমরা পরস্পর যেহেতু ভিন্ন মত পোষণ করছি, সিদ্ধান্ত নেয়ার ভারটা বার্থাকেই দেয়া যেতে পারে।

ক্যাপ্টেন ॥ না, আমি কাউকে দেব না—আমার অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ করতে আমি দেবো না কোন মেয়েমানুষকে অথবা শিশুকে। বার্থা তুমি ভিতরে যাও।

(বার্থার প্রস্থান)

ল্যরা ॥ তোমার আশংকা জেগেছে, বার্থা আমার পক্ষ নেবে, তাই তুমি এ ব্যাপারে তাকে কথা বলতে দিতে চাও না।

ক্যাপ্টেন ॥ আমি জানি, সে এবাড়ী থেকে চলে যেতে চায়। তবে আমি এ-কথাও জানি, তার ওপর তোমার এমন প্রচণ্ড প্রভাব রয়েছে যে, তোমার ইচ্ছানুযায়ী সে মত বদলে ফেলবে।

ল্যরা ॥ (বিদ্রূপাত্মক স্বরে) সত্যি আমার অতখানি প্রভাব আছে!

ক্যাপ্টেন ॥ হ্যাঁ, তুমি যা চাও, তা করায়ত্ত করার শয়তান-সুলভ—নারকীয় পন্থা, তোমার জানা আছে। দুনিয়ার যত বিবেকহীন মানুষ, ঠিক তাদেরই মতো দয়ামায়া শূন্য হয়ে তুমি পন্থা গ্রহণ করো। একটা উদাহরণ দি-ই; যেমন ধরো, ডাক্তার নরলিং-কে এখান থেকে তাড়িয়ে দিতে আর নতুন ডাক্তারকে এখানে আনতে কি কাণ্ডটাই না করলে।

ল্যরা ॥ কেন, আমি কি করেছি ?

ক্যাপ্টেন ॥ ডঃ নরলিং এ বাড়ী থেকে বিদায় না নেয়া পর্যন্ত তুমি তাঁকে অপমান করেই চললে আর তারপর তোমার ভাইকে দিয়ে ডাঃ উস্‌টারমার্কের পক্ষে ভোট সংগ্রহ করে নিলে।

ল্যরা ॥ বাঃ ওতে তো কোনো ঘোরপ্যাঁচ ছিল না, যা করা হয়েছে, তা সম্পূর্ণ আইনসম্মত। কিন্তু তুমি কি ঠিক করেছো, বার্থাকে এ বাড়ী থেকে সরিয়ে দেবে ? দেবে নাকি ?

ক্যাপ্টেন ॥ হ্যাঁ। দু'হপ্তার মধ্যেই সে চলে যাবে।

ল্যরা ॥ তুমি কি মন স্থির করে ফেলছো ?

ক্যাপ্টেন ॥ হ্যাঁ।

ল্যরা ॥ বার্থাকে কি এ বিষয়ে কিছু বলেছো ?

ক্যাপ্টেন ॥ হ্যাঁ।

ল্যরা ॥ তাহলে দেখা যাচ্ছে, বাধা দিতে চেষ্টা করতে হবে আমাকে।

ক্যাপ্টেন ॥ তুমি তা পারো না।

ল্যরা ॥ পারিনে ? তুমি কি মনে করো, কতগুলো ন্যায়নীতিজ্ঞানহীন লোকের সাথে আমার মেয়েকে আমি বাস করতে দেবো ? এমন সবলোক—যারা আমার মেয়েকে শিক্ষা দেবে, আমার কাছ থেকে যা' কিছু শিক্ষা সে পেয়েছে, সবই অর্থহীন, সবই মূর্খামি ছাড়া আর কিছুই নয়। বলো, কি বলতে চাও। তার বাকি জীবনটা সে আমায় ঘৃণা করবে, আমি তা হতে দেবো কেন ?

ক্যাপ্টেন ॥ কিন্তু তুমি কি মনে করো, একজন অজ্ঞ, একজন একগুঁয়ে মেয়ে মানুষ তাকে এই শিক্ষা দেবে যে, তার বাপ একটা ভণ্ড পণ্ডিত, আর আমি তাই মেনে নেবো ?

ল্যরা ॥ (ঘৃণার সাথে) ও কথা বলে আমায় ঘাবড়িয়ে দিতে পারবে না।

ক্যাপ্টেন ॥ তার কারণ ?

ল্যরা ॥ কারণ সন্তানের সঙ্গে মায়ের সম্পর্ক অপেক্ষাকৃত বেশী গভীর—বিশেষ করে' যেহেতু, এটা স্বীকৃত সত্য যে, কোনো একটি সন্তানের সত্যিকার পিতা কে, এ প্রশ্নে কোন লোকই ষোলআনা নিশ্চিত হতে পারে না।

ক্যাপ্টেন ॥ এ ব্যাপারের সাথে ওসব কথার কি সম্পর্ক রয়েছে ?

ল্যরা ॥ তুমি বার্থার পিতা কি-না, তা তুমি জানো না।

ক্যাপ্টেন ॥ জানি নে ?

ল্যরা ॥ কি করে জানবে, দুনিয়ার কোনো পুরুষই যা জানে না।

ক্যাপ্টেন ॥ তুমি কি ঠাট্টা করছো ?

ল্যরা ॥ না—তোমারই দেয়া শিক্ষা আমি শুধু প্রয়োগ করছি। তাছাড়া, তুমি কি করে জানো যে, আমি তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি ?

ক্যাপ্টেন ॥ তোমার সম্পর্কে আমি অনেক কথাই বিশ্বাস করতে পারি—কিন্তু ও কথাটা পারি নে। আর যদি তুমি বিশ্বাস-ঘাতকতাই করে থাকবে, কথাটা এখন আর তুমি প্রকাশ করতে না।

ল্যরা ॥ ধরো, আমি সবকিছুই সহ্য করতে রাজী আছি : সমাজে পতিত, ঘৃণিত—মেয়ের ওপর আমার অধিকার, তার ওপর আমার প্রভাব বজায় রাখতে—সব-কিছুই আমি সহ্য করতে রাজী আছি। আর, এ-ও তো হতে পারে, যা সত্য, আমি তোমাকে ঠিক এই মুহূর্তে তা-ই বলছি : বার্থা আমার সন্তান—তোমার নয়। ধরো...

ক্যাপ্টেন ॥ থাক্, থাক্ যথেষ্ট হয়েছে।

ল্যরা ॥ এখন বোঝো, তাহলে তোমার অধিকার উবে যাচ্ছে।

ক্যাপ্টেন ॥ হ্যাঁ, তুমি যদি প্রমাণ করতে পারো, আমি তার পিতা নই।

ল্যরা ॥ তা খুব কঠিন নয়। তুমি কি তাই চাও ?

ক্যাপ্টেন ॥ থামো। থামো।

ল্যরা ॥ আমাকে বেশী কিছুই করতে হবে না, তার সত্যিকার জন্মদাতার নাম প্রকাশ আর কিছুটা বিবরণ—সময়, ঘটনাস্থল—হ্যাঁ ভালোকথা, বার্থার জন্ম না কোন সালে ? আমাদের বিয়ের তৃতীয় বছরে...

ক্যাপ্টেন ॥ ঢের হয়েছে, তুমি চুপ করো, নইলে আমি...

ল্যরা ॥ নইলে—কি ? বেশ, এখন বন্ধ করা যাক্ এ আলোচনা। কিন্তু তুমি যা করবে আর যে সিদ্ধান্ত নেবে সে-সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখো। আর, সবচেয়ে বড়ো কথা—নিজেকে উপহাসাস্পদ করে তুলো না।

ক্যাপ্টেন ॥ আর তুমি ?

ল্যরা ॥ আহ্ না, না—আমি সমস্ত ব্যাপারটার খুব ভালো রকম ব্যবস্থা করে রেখেছি।

ক্যাপ্টেন ॥ তাতেই তোমার সঙ্গে পেরে ওঠা কঠিন হয়ে উঠেছে।

ল্যরা ॥ তোমার থেকে উচ্চতর মানুষের সাথে লড়তে চাও কেন ?

ক্যাপ্টেন ॥ উচ্চতর ?

ল্যরা ॥ হ্যাঁ। এ এক অদ্ভুত ব্যাপার...যে-কোন পুরুষ মানুষের দিকে তাকালে আমি একথা কোনদিনই অনুভব না করে পারি নে, তার চেয়ে আমি উচ্চতর মানুষ ?

ক্যাপ্টেন ॥ শোনো। এবার তোমার চেয়েও উচ্চতর মানুষের সাক্ষাৎ তুমি পাবে, আর তা চিরদিন তোমার মনেও থাকবে।

ল্যারা ॥ তা যদি হয়, তবে বেশ কৌতুহলোদ্দীপক হবে।

মারগ্রেট ॥ (প্রবেশ) রাতের খাবার দেয়া হয়েছে। দয়া করে খাবার ঘরে আসুন।

ল্যরা ॥ হ্যাঁ, আসছি। (ক্যাপ্টেন পায়চারি করতে লাগলেন। ছোট টেবিলটার পাশে একটা আর্মচেয়ারে বসলেন) খেতে আসবে না?

ক্যাপ্টেন ॥ না। ধন্যবাদ। আমি কিছু খবো না।

ল্যরা ॥ কেন? মনমেজাজ কি ভালো নেই।

ক্যাপ্টেন ॥ ভালোই—তবে ক্ষিদে নেই।

ল্যরা ॥ তুমি খেতে গেলেই ভালো করতে, নইলে বৃথা কতগুলো প্রশ্ন উঠবে। দয়া করে এখন একটু হাসিখুশি হও।...ওঃ তাহলে তুমি যাবে না! বেশ, তবে এখানেই বসে থাকো। (প্রস্থান)

মারগ্রেট ॥ মিঃ য়্যাডলফ, আবার এখন কী ঘটলো?

ক্যাপ্টেন ॥ আমি জানিনে। আমি জানিনে। কিন্তু তুমি কি আমায় বলতে পারো, তোমরা—মেয়ে মানুষেরা একজন বয়স্ক লাকের সঙ্গে কেন এমনতর ব্যবহার করো, যেন বয়স্ক লোকটি একটি শিশু!

মারগ্রেট ॥ আমি ঠিক বলতে পারবো না, কেন তারা করে। তবে আমার মনে হয়, আপনারা সবাই মেয়েদের সন্তান—ছোট বড়ো সব পুরুষই মেয়েদের সন্তান—এটাই এর কারণ।

ক্যাপ্টেন ॥ আর কোনো মেয়েমানুষই পুরুষ মানুষ কর্তৃক প্রসূত নয়। কিন্তু তবু আমি-ই বার্থার পিতা। মারগ্রেট, তুমি আমায় বলো, তুমি বিশ্বাস করো, আমি বার্থার পিতা। বিশ্বাস করো না—করো না?

মারগ্রেট ॥ বেচারাতে একি ছেলেমীতে পেয়েছে—দয়াময় করুণা করো। নিশ্চয়ই; আপনি আপনার সন্তানের পিতা বৈকি।—আসুন—খেয়ে নিন। মুখ কালো করে ওখানে বসে থাকবেন না। নিন, উঠুন।

(ক্যাপ্টেনের মাথায় থাবড়ে থাবড়ে সোহাগ করলে)। আসুন, চলে আসুন।

ক্যাপ্টেন ॥ (চেয়ার থেকে উঠলেন) দূর হও, মেয়েমানুষের জাত—জাহান্নামে যাও সব—যত সব ডাইনী (হলকামরায় যাবার দরজার কাছে চলে গেলেন) স্বার্ড! স্বার্ড!

আরদালি ॥ (প্রবেশ) বলুন, ক্যাপ্টেন সাহেব।

ক্যাপ্টেন ॥ এক্ষুণি স্লেজগাড়ী জোতো।

মারগ্রেট ॥ এখন! ক্যাপ্টেন। আমার কথা শোনো ক্যাপ্টেন।

ক্যাপ্টেন ॥ দূর হও যতসব মেয়েমানুষ—এই মুহূর্তে—দূর হও।

মারগ্রেট ॥ (উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে) ঈশ্বর রক্ষা করো—কি যে ঘটতে চলেছে!

ক্যাপ্টেন ॥ (মাথায় টুপি পরে বেরিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন) মাঝরাতের আগে বাড়ীতে আমার ফিরে আসার তোমরা কেউ আশা করো না। (প্রস্থান)

মার্গ্রেট ॥ করুণাময় ঈশ্বর দয়া করো, আমাদের পানে একবারটি মুখ তুলে চাও। হায়, এ-র শেষ পরিণতি যে কি হবে?

দ্বিতীয় অঙ্ক

[মঞ্চদৃশ্য অবিকল প্রথম অঙ্কের মতো। (ক্যাপ্টেনের বাড়ির সেই বৈঠকখানা) সময়—রাত্রি। টেবিলের ওপরের সেই বাতিটি জ্বালানো রয়েছে]

ডাক্তার ॥ ক্যাপ্টেনের সাথে আলাপ করে আমি এই সিদ্ধান্তে পেঁছেছি যে, কোনক্রমেই বলা চলে না, তাঁর মানসিক বিশৃংখলার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। প্রথমতঃ ধরুন আপনি বলেছিলেন, অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে তিনি বিভিন্ন গ্রহ উপগ্রহ সম্পর্কে যত সব অদ্ভুত অদ্ভুত তথ্য সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু কথাটা আপনি ভুল বলেছিলেন। আমি এখন শুনলাম, অনুবীক্ষণ নয়—বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্র। সুতরাং, তাঁর মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে, এমন কোনো সন্দেহ তো করা যেতে পারেই না, বরং এ থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, বিজ্ঞানে তাঁর অবদান খুবই উঁচু দরের।

ল্যরা ॥ কিন্তু আমি তো অনুবীক্ষণ যন্ত্রের কথা কখনও বলি নি।

ডাক্তার ॥ শুনুন ম্যাডাম, আপনাতে আমাতে যে আলাপ হয়েছে, আমি সব টুকে রেখেছি। আমার স্পষ্ট মনে পড়ছে, ঐ কথাটি সম্পর্কে আমি আপনাকে বিশেষ করে প্রশ্নও করেছিলাম। কারণ, আমার মনে হয়েছিল, আমি বুঝি ভুল শুনছি। যখন কোনো লোকের বিরুদ্ধে কেউ এমন অভিযোগ আনে, যার ফলে অভিযুক্ত ব্যক্তি আইনের চোখে অযোগ্য বলে ঘোষিত হতে পারে, এমন ক্ষেত্রে অভিযোগকারীকে তাঁর সংগৃহীত তথ্যাদি সম্পর্কে খুবই সতর্ক—খুবই বিবেকী হওয়া উচিত।

ল্যরা ॥ কি বললেন, অযোগ্য ঘোষিত হতে পারে?

ডাক্তার ॥ আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে, মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত লোককে তার যাবতীয় নাগরিক ও পারিবারিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়।

ল্যরা ॥ না—আমি তো তা জানি নে।

ডাক্তার ॥ আরও একটি ব্যাপার আছে। আর সে-ব্যাপার এক্ষেত্রে কোনো সাহায্যে আসছে না বরং সন্দেহ জাগাচ্ছে। ক্যাপ্টেন সাহেব অভিযোগ করছেন, বইয়ের দোকানে, তিনি যে-সব চিঠিপত্র লিখেছেন তার কোনই জবাব

পাচ্ছেন না। আচ্ছা, আপনাকে কি আমি জিজ্ঞাসা করতে পারি, কোনো এক মহৎ উদ্দেশ্যে আপনি কি, অবশ্য আপনার বোঝবার ভুল ধারণা বশতঃ —এ ব্যাপারে আপনার কি, কোনো হাত আছে ?

ল্যরা ॥ হ্যাঁ আমার হাত আছে, আমাদের সংসারের স্বার্থে আমি মনে করি, এটা আমার কর্তব্য। এ সম্পর্কে একটা কিছু বিহিত না করে, আমাদের সবাইকে পথে বসাতে, ধ্বংস হতে দেবো, এ আমি পারি নে।

ডাক্তার ॥ আমি যা বলতে চাই তার জন্য আমায় মাফ করবেন—আমার আশঙ্কা হচ্ছে, আপনি ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না, এইভাবে তাঁর চিঠিপত্র বেহাত করার পরিণাম কি দাঁড়াতে পারে। যদি তিনি টের পান, তাঁর ব্যাপারাদিতে আপনার গোপন হাত আছে, তা হলে তাঁর মনে আপনি সন্দেহ জাগার একটা সুযোগ দেবেন। আর সেই সন্দেহ, পাহাড়ের গা বেয়ে যে-বিরাটকার তুষারস্তূপের ধ্বস নামে, সেই তুষার স্তূপের মতোই বেড়ে চলবে। তা ছাড়া, এ কাজ করে আপনি নিজেকে তাঁর সঙ্কল্পের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছেন এবং তাঁকে আরো উত্তেজিত হতে প্ররোচিত করেছেন। আপনার কোনো ঐকান্তিক কামনাকে যখন ব্যাহত করা হয়—আপনার কোনো সঙ্কল্পকে যখন বাধা দেয়া হয়, তখন মন-মেজাজ কেমন জ্বলে ওঠে, আপনি নিজে কি তা কোন দিনেই অনুভব করেন নি ? বলুন—অনুভব করেন নি ?

ল্যরা ॥ যদি করে-ই থাকি ?...

ডাক্তার ॥ তা হলে কল্পনা করুন তাঁর মনের অবস্থাটা।

ল্যরা ॥ (আসন থেকে উঠলেন) রাত দুপুর কিন্তু এখনও তিনি ফিরলেন না ...এখন আমরা কিছু একটা চরম অশুভ-র প্রত্যাশা করতে পারি।

ডাক্তার ॥ কিন্তু ম্যাডাম, আমায় বলুন তো, আজ সন্ধ্যের সময় আমি যখন বিদায় নিলাম, তারপর কি কি ঘটলো ? আমাকে সব কথা আপনার বলা উচিত।

ল্যরা ॥ যত রাজ্যের তাঁর সব আজগুবি খেয়াল সম্পর্কে অতি উদ্ভট ঢংয়ে তিনি আলাপ করতে লাগলেন। আপনি কি কল্পনা করতে পারেন তিনি তাঁর নিজের সন্তানের পিতা নন, এমন ধারণাও তিনি ব্যক্ত করেছেন।

ডাক্তার ॥ অবাক কাণ্ড ! কি করে এ ধারণা তাঁর মগজে ঢুকলো ?

ল্যরা ॥ আমি কিছুই ঠাওর করতে পারছি নে—তবে কি জানি, হয়তো পিতৃত্বের মামলায় অভিযুক্ত তাঁর একটি চাকরকে তিনি যে সব প্রশ্ন করছিলেন সেই প্রসঙ্গেই ধারণাটা জেগেছে। আমি মেয়েটির পক্ষ নিয়েছিলাম, অমনি তিনি চটেমটে সংবিৎ হারিয়ে ফেললেন, আর বললেন, কোনো একটি সন্তানের কে যেন পিতা, কোনদিনই কেউ তা বলতে পারে না। ঈশ্বর জানেন,

তাঁকে শান্ত করতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। কিন্তু আমার আশঙ্কা হয়, তিনি এখন চেষ্টা চরিত্রের বাইরে। (ফুঁপিয়ে কান্না)

ডাক্তার ॥ এভাবে অবশ্য চলতে পারে না। এর কিছু একটা বিহিত করতেই হবে—তবে তাঁর মনে কোনো সন্দেহ না জাগিয়ে।—আচ্ছা বলুন তো, ক্যাপ্টেন সাহেবের এমন বিভ্রান্তি এ-র আগেও কি কখনও দেখা দিয়েছিল ?

ল্যরা ॥ ছ' বছর পূর্বে ঠিক এমনি ধারা একটা ঘটনা ঘটেছিল। আর তখন তিনি নিজেই স্বীকার করেছিলেন—হ্যাঁ, ডাক্তারের কাছে লেখা তাঁর একটা চিঠিতে তিনি স্বীকার করেছিলেন, তাঁর আশঙ্কা হচ্ছে, তাঁর বুঝি মাথার গণ্ডগোল হয়েছে।

ডাক্তার ॥ হুঁমম্-হুঁম্ম্। বুঝেছি। গণ্ডগোলটার শেকড় খুব গভীর... কিন্তু পারিবারিক জীবনের পবিত্রতা—এ সব প্রশ্নই আমায় বাধা দিচ্ছে। বিষয়টির বিভিন্ন দিকের একেবারে গোড়ায় গিয়ে অনুসন্ধান করার তাই, যে-সব লক্ষণ বাইরে প্রকাশ পেয়েছে—যে-লক্ষণগুলো সাদা চোখে দেখা যাচ্ছে, তারই চিকিৎসা এখন করতে হবে। কিন্তু তিনি এখন গেলেন কোথায় ? আপনার কি-ধারণা ?

ল্যরা ॥ আমি কোনো কিছুই ধারণা করতে পারছি নে। ইদানীং যত-রাজ্যের উদ্ভট খেয়াল তাঁকে পেয়ে বসেছে।

ডাক্তার ॥ আপনি হয়তো চান তিনি ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি এখানে থাকি। তা-ই না ? কিন্তু তাঁর মনে যাতে কোন সন্দেহ না জাগে, তাই তিনি ফিরে এলে তাঁকে বলা যেতে পারে, আপনার মাকে দেখতে এসে-ছিলাম। আর, আপনার মায়ের দেহটাও তো ভালো যাচ্ছে না।

ল্যরা ॥ হ্যাঁ, অতি উত্তম যুক্তি। ডাক্তার, আপনি আমাদের ফেলে যাবেন না। আপনি কল্পনা করতে পারছেন না, আমি কতখানি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছি। আচ্ছা ডাক্তার, ওঁর অবস্থা সম্পর্কে আপনার যা ধারণা, সে কথা কি ওঁকে এখুনি বলা উচিত নয় ? উচিত বলে কি আপনি মনে করেন না ?

ডাক্তার ॥ মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত রোগীর বেলায় আমরা তা মনে করিনে—যতক্ষণ পর্যন্ত রোগী নিজে তার রোগের কথা না তোলে। আর, তা-ও মনে করি, কদাচিৎ, কেবল মাত্র বিশেষ পরিস্থিতিতে রোগীর অবস্থা কি মোড় নেয়, বলা-না-বলা একান্তভাবে তারই ওপর নির্ভর করে। কিন্তু আমি মনে করি, এখানে আমাদের না থাকাই ভালো। পাশের ঘরেই কি আমার চলে যাওয়া উচিত নয়, যাতে করে কোন দুরভিসন্ধি আঁটা হচ্ছে, এমন একটা দৃশ্য ফুটে না ওঠে।

ল্যরা ॥ হ্যাঁ তাই ভালো। আর, মারগ্রেট এখানে বসে থাকবে। উনি যে দিনেই দেরি করে বাইরে থাকেন, মারগ্রেট ওঁর জন্য অপেক্ষা করে।

এ বাড়ীতে একমাত্র সে-ই ওঁর সাথে যা খুশী করতে পারে। (খোলা দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন) মারগ্রেট। মারগ্রেট।

মারগ্রেট ॥ ম্যাডাম, বলুন কি করতে হবে? ক্যাপটেন ফিরে এসেছেন? (প্রবেশ)

ল্যরা ॥ না, আসেন নি। আমি বলছিলাম, তুমি এখানে বসে তাঁর জন্য অপেক্ষা করো। আর, তিনি ফিরে এলে তাঁকে বলবে, মায়ের শরীর ভালো নয়, তাই ডাক্তার মায়ের জন্যই এখানে রয়েছেন।

মারগ্রেট ॥ বেশ তো, তাই হবে। আপনি যা বললেন ঠিক তাই বলবো।

ল্যরা ॥ (বাড়ীর ভেতরের ঘরে যাবার দরজাটা খুললেন) ডাক্তার সাহেব আপনি ভেতরে আসবেন না?

ডাক্তার ॥ ধন্যবাদ ম্যাডাম।

মারগ্রেট ॥ (বড় টেবিলটার ওপর বসে তার স্তব গানের কেতাব আর চশমা বের করলো) তাই তো। তাই তো। (অনুচ্চ স্বরে পড়তে শুরু করলো)

অশ্রু, বেদনা আর সংশয়ে আকীর্ণ এ উপত্যকা,
ত্বরিতে ঘটে অবসান এ বিষণ্ণ জীবনের।
মাথার ওপর ঘোরে সদা মৃত্যুর কালো ছায়া;
আর সারা বিশ্বকে ডাক দিয়ে বলে:
অসার দম্ভ। সবই অসার দম্ভ।
তা বটে।...তা বটে।...
এ জগতে শ্বাস আর মন এ দু'য়ের অধিকারী যারা
নেমে আসে তাদের ওপর যমরাজের খড়্গাঘাত
পেছনে ফেলে মৃত্যু শুধু তীব্র শোক
সমাধিগাত্রে লিখে রাখতে এ মহাবাণী:
অসার দম্ভ। সবই অসার দম্ভ।

(মারগ্রেট পড়েই চলেছে—বার্থা ঘরে ঢুকলো, হাতে তার কফির পাত্র আর একটা সেলাইয়ের কাজ। চাপা স্বরে সে বলতে লাগলো।)

বার্থা ॥ মারগ্রেট, তুমি কিছু মনে করবে না তো? তোমার পাশে আমি একটু বসি, কি বলো? বাড়ীর ভেতরটা কী বিষণ্ণ।

মারগ্রেট ॥ হায়, ঈশ্বর! বার্থা, এখনও তুমি জেগে আছো!

বার্থা ॥ বাবার জন্য বর্ষাদিনের উপহার তৈরী এখনও শেষ করে উঠতে পারি নি, বুঝলে! আর তোমার জন্য একটা সুন্দর জিনিস এনেছি...

মারগ্রেট ॥ ভালো। কিন্তু বাছা আমার, এসব চলবে না। তোমায় কাল ভোর-বেলা উঠতে হবে আর দেখছো না, এখন দুপুর রাত পেরিয়ে গেছে।

বার্থা ॥ বেশ তো। তাতে কি আসে যায় ? একা থাকতে আমার ভয় করে... আমার বিশ্বাস, জায়গাটা ভূতে-পাওয়া।

মারগ্রেট ॥ কেমন! এখন পথে এসো—তোমায় আমি বলি নি ? শোনো, আমার কথা অভ্রান্ত বলে ধরে নিতে পারো : এ বাড়ী দেখাশোনার দায়িত্ব কোনো সাধুপ্রকৃতির ভূত নেয় নি। আচ্ছা, বার্থা, তুমি আজ নিজের কানে কি শুনলে, বলো তো!

বার্থা ॥ কেন, আমি শুনলাম চিলেকোঠায় কে যেন গান গাইছে।

মারগ্রেট ॥ চিলেকোঠায় ? এত রাতে ?

বার্থা ॥ হ্যাঁ—আর সে-গান এমন করুণ, এমন মর্মান্তিক। আমি জীবনে এমন করুণ গান কখনও শুনি নি। আর চিলেকোঠায়, ঐ যেখানটায় দোলনাটা রয়েছে, বুঝলে না, ঐ বাঁ দিক থেকে যেন গানটা ভেসে আসছে বলে মনে হলো।

মারগ্রেট ॥ হ্যাঁ, কী দুর্দৈব। আর এমন ভীষণ ঝড় বইছে, তা সত্ত্বেও। মনে হয়, যেন চিমনীগুলো ভেঙ্গে পড়বে। (আবার কেতাব পড়তে লাগলো।)

বেদনা, শোক আর সংঘাত
হায়, এই-তো মানব জীবন।
হতাশা আর দুঃখ থেকে মুক্ত নয়
এ জীবনের পরমতম দিনগুলিও...ভালো, বাছা আমার ঈশ্বর আমাদের বড়দিনকে আনন্দোজ্জ্বল করে তুলুন।

বার্থা ॥ মারগ্রেট, বাবা কি সত্যি অসুস্থ ?

মারগ্রেট ॥ হ্যাঁ, আমার আশঙ্কা হচ্ছে, তিনি অসুস্থ।

বার্থা ॥ তাহলে তো বড়দিনের আগমনী-উৎসব উদ্যাপন করা উচিত নয়। কি বলো, উচিত ? কিন্তু তিনি যদি অসুস্থই হয়ে থাকবেন তা হলে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন কি করে ?

মারগ্রেট ॥ যে-ধরনের অসুখে বিছানায় শুয়ে পড়তে হয়, তাঁর অসুখটা সে-ধরনের নয়, বুঝলে বাছা! চুপ। বাইরে হলকামরায় কার যেন পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। যাও তুমি ওপর তলায় যাও, শুয়ে পড়ো গে—আর কফির পাত্রটাও নিয়ে যাও ক্যাপ্টেন দেখলে রাগ করবেন। (কফির পাত্র হাতে করে বার্থার প্রস্থান)

বার্থা ॥ (যেতে যেতে) শুভরাত্রি মারগ্রেট!

মারগ্রেট ॥ শুভরাত্রি বাছা আমার, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন...

ক্যাপ্টেন ॥ (ঘরে ঢুকলেন। ওভারকোটটা খুলে ফেললেন) এখনও জেগে আছো ? শুতে যাও!

মারগ্রেট ॥ আমি এই অপেক্ষা করছিলাম.

(ক্যাপ্টেন একটা মোমবাতি জ্বালালেন, লেখার ডেস্ক খুললেন, ডেস্কটার পাশে বসলেন। পকেট থেকে কয়েকটা চিঠি ও খবরের কাগজ বের করলেন)।

মারগ্রেট ॥ মিঃ য়্যাডলফ।

ক্যাপ্টেন ॥ বলো, কি বলতে চাও ?

মারগ্রেট ॥ আপনার শ্বাশুড়ী অসুস্থ। ডাক্তার এসেছেন...

ক্যাপ্টেন ॥ সাংঘাতিক কিছু কি ?

মারগ্রেট ॥ না। সাংঘাতিক কিছু বলে তো মনে হয় না। সর্দি হয়েছে আর কিছু নয়।

ক্যাপ্টেন ॥ (উঠে দাঁড়ালেন) মারগ্রেট তোমার সন্তানের পিতা কে ছিল ?

মারগ্রেট ॥ কেন, আপনাকে হাজারবার বলেছি না, সেই অকাল কুষ্মাণ্ড জোহানসন্‌-সন।

ক্যাপ্টেন ॥ তুমি কি নিশ্চিত যে, সে-ই তোমার সন্তানের পিতা ?

মারগ্রেট ॥ এমন ছেলেমানুষী কথা বলছেন কি করে ? নিশ্চয়ই—আমি নিশ্চিত—একমাত্র সে-ই।

ক্যাপ্টেন ॥ কিন্তু সে কি জানতো, একমাত্র সে ছাড়া আর কেউ ছিল না। না, ও ব্যাপার সম্পর্কে তার পক্ষে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব ছিল না।—খাঁটি কথা একমাত্র তুমিই জানো। পার্থক্যটা বুঝতে পেরেছো ; না-কি পারো নি।

মারগ্রেট ॥ না, আমি পারি নি।

ক্যাপ্টেন ॥ না— তুমি বুঝতে চাও না। কিন্তু চাও আর না-চাও পার্থক্য রয়েছেই (বড় টেবিলটার ওপর যে ফটোগ্রাফ-য়্যালবামটা রয়েছে ক্যাপ্টেন সেটা খুলে পাতা ওল্টাতে লাগলেন) তুমি কি মনে করো, বার্থা দেখতে আমার মতো ? (য়্যালবামের একটি ফটো গভীর মনোযোগের সাথে দেখতে লাগলেন)

মারগ্রেট ॥ অবশ্যই আপনার মতো। দু'টি জামফলের সাদৃশ্যের চাইতেও বেশী।

ক্যাপ্টেন ॥ জোহাসন্‌সন কি স্বীকার করতো সে তোমার সন্তানের পিতা ? বলো, স্বীকার করতো কি ?

মারগ্রেট ॥ আহ্‌ ! আমার ধারণা, স্বীকার তাকে করতেই হতো।

ক্যাপ্টেন ॥ কী ভয়ঙ্কর !—এই যে ডাক্তার...(ডাক্তার ঘরে ঢুকলেন, ক্যাপ্টেন তাঁকে স্বাগতম জানাতে এগিয়ে গেলেন) শুভসন্ধ্যা ডাক্তার। আমার শ্বাশুড়ী কেমন আছেন ?

ডাক্তার ॥ না তেমন কিছু সাংঘাতিক নয়। বাঁ পা'টা সামান্য একটু মচকে গেছে—শুধু মচকানির একটা বাঁধন—ব্যস্‌ আর কিছু নয়।

ক্যাপ্টেন ॥ আমি মনে করেছিলাম, সর্ষি, মারগ্রেট তাই বললে কিনা। রোগ নির্ণয়ে মতভেদ রয়েছে দেখা যাচ্ছে। মারগ্রেট তুমি এখন পড়তে যেতে পারো। (মারগ্রেটের প্রস্থান। কারো সাড়াশব্দ নেই, ঘরে নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। ক্যাপ্টেন ডাক্তারকে বসতে ইশারা করলেন) দয়া করে বসুন ডাক্তার উস্টারমার্ক।

ডাক্তার ॥ (বসলেন) ধন্যবাদ।

ক্যাপ্টেন ॥ একথা কি সত্যি, জেব্রা আর ঘোটকীর বর্ণসঙ্কর প্রজনন থেকে ডোরাকাটা বাচ্চা জন্মায়?

ডাক্তার ॥ (চমকে উঠলেন) হ্যাঁ, এটা অবধারিত সত্য।

ক্যাপ্টেন ॥ একথা কি সত্যি, ঐ ডোরাকাটা মাদী বাচ্চা আর মর্দা ঘোড়ার প্রজনন থেকে যে বাচ্চা জন্মায়, সে বাচ্চাও ডোরাকাটা হয়।

ডাক্তার ॥ হ্যাঁ, তাও অবধারিত সত্য।

ক্যাপ্টেন ॥ তাহলে একটা ঘোড়া কোনো কোনো ক্ষেত্রে ডোরাকাটা শাবকের জন্মদাতা হতে পারে, আবার ঠিক উল্টোটাও হতে পারে।

ডাক্তার ॥ হ্যাঁ...ব্যাপারটা তাই দেখা যাচ্ছে।

ক্যাপ্টেন ॥ এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, পুরুষের আর তার সন্তানের চেহারার সাদৃশ্য থেকে কোনো কিছুই প্রমাণিত হয় না।

ডাক্তার ॥ ওহ...

ক্যাপ্টেন ॥ মোট কথা : কে যে পিতা তা প্রমাণ করা সম্ভব নয়।

ডাক্তার ॥ ওহ্—হো!

ক্যাপ্টেন ॥ আপনি বিপত্নীক। আপনি সন্তানেরও জন্ম দিয়েছেন, তাই না?

ডাক্তার ॥ হ্যাঁ...

ক্যাপ্টেন ॥ আচ্ছা, পিতা হিসেবে মাঝে মাঝে কি আপনার নিজের কাছে নিজেকে উপহাসপদ বলে মনে হয় না? কোনো লোক তার সন্তানকে আকড়ে ধরে রয়েছে এমন দৃশ্য দেখা অথবা কোনো লোক তার ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে আলাপ করছে, এমনতর আলাপ শোনা—এর চেয়ে হাস্যকর যে কিছু হতে পারে, আমি ধারণাও করতে পারিনে। সব পিতারই বলা উচিত, "আমার স্ত্রীর ছেলেমেয়ে"। আপনি কি কখনও অনুভব করেন নি, পিতা হিসেবে আপনার পরিচয়টা কতখানি মিথ্যা? আপনার মনে কি কখনও সন্দেহ দোলা দেয় নি? সন্দেহ? অবিশ্বাস শব্দটি আমি ব্যবহার করতে চাই নে, কেননা, একজন ভদ্রলোক হিসেবে আমার ধরে নেয়া উচিত, আপনার স্ত্রী সকল রকম অবিশ্বাসের উর্ধ্বে ছিলেন।

ডাক্তার ॥ না—আমার মনে কোনো সন্দেহই জাগে নি—বিন্দুমাত্র সন্দেহও কখনো জাগে নি। ক্যাপ্টেন সাহেব, শুনুন, আমাদের সন্তান-সন্ততিকে সরল বিশ্বাসেই গ্রহণ করা উচিত। আর মহাকবি গ্যেটে-ও এই কথাই বলে গেছেন।

ক্যাপ্টেন ॥ সরল বিশ্বাস!—মেয়েদের সম্পর্কে সরল বিশ্বাস? আস্তে ক'রে রীতিমত একটা ঝুঁকি নিতে হয়।

ডাক্তার ॥ কিন্তু বহু কিসিমের মেয়ে তো আছে।

ক্যাপ্টেন ॥ না— সর্বশেষ গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, বহু নয়, মাত্র এক কিসিমেরই মেয়ে আছে। তরুণ বয়সে আমি একজন তেজীপুরুষ ছিলাম আর বলা যেতে পারে, সুপুরুষও ছিলাম। অতীত দিনের দু'টি অস্পষ্ট স্মৃতি—অবশ্য দু'টিই ছিল ক্ষণস্থায়ী—আমার মনে আজও ভেসে ওঠে। আর সেই স্মৃতিই আমাকে করেছে সংশয়প্রবণ। আমার প্রথম অভিজ্ঞতা একটি জাহাজে। আমার কয়েকজন বন্ধু এবং আমি জাহাজের ভোজন-কক্ষে বসেছিলাম। এমন সময় জাহাজের এক যুবতী পরিচারিকা আমার পাশে এসে বসলো। আর বসেই হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর মতো হাত পা ছুঁড়ে কাঁদতে লাগলো। সে বললে, তার প্রিয়তম সাগরে ডুবে মরেছে। আমরা তাকে সমবেদনা জানালাম। তারপর, বেয়ারাকে আমি শ্যাম্পেন আনতে বললাম। সেই যুবতী পরিচারিকা আর আমি, দু'জনায় দ্বিতীয় গ্লাস শ্যাম্পেন শেষ করার পর আমি তার পায়ের পাতায় চাপ দিলাম, চতুর্থ গ্লাস শেষ করার পর আমি তার হাঁটু স্পর্শ করলাম—আর ভোর হবার আগেই আমি তাকে পুরোপুরি সান্ত্বনাদান করে ফেললাম।

ডাক্তার ॥ ও কিছু নয়—শীতকালের দুর্লভদর্শন মক্ষীদের মধ্যে উনি একজন।

ক্যাপ্টেন ॥ এখন আমার দ্বিতীয় অভিজ্ঞতার কথাটা বলি: ইনি ছিলেন গ্রীষ্ম-কালের মক্ষী। সাগরের পাড়ে একটি ভাড়াটে বাড়ীতে আমি তখন থাকতাম। সন্তানসন্ততির মা, একজন বিবাহিত মহিলার সাথে সেখানে আমার পরিচয় ঘটে। তাঁর স্বামী শহরে নিজের কাজে ব্যস্ত থাকতেন। ভদ্রমহিলা ধার্মিক এবং ন্যায়নীতিবোধে খুবই কড়াকড়ি ছিলেন। আমার কাছে হরদম নীতিশাস্ত্র প্রচার করতেন। আর আমার ধারণা, তিনি প্রকৃতপক্ষেই সৎ ছিলেন। একদিন আমি তাঁকে পড়তে একটা বই দি-ই তারপর আর-একদিন আর-একটা দি-ই। ব্যাপারটা লক্ষ্য করুন, তিনি যখন সেখান থেকে চলে যান, তখন দুটো বই-ই একই সঙ্গে আমায় ফেরৎ দেন। তিনি সেখানকার বাস তুলে চলে যাবার তিন মাস পরে সেই বই দু'টির একটিতে আমার নজরে পড়ে তাঁর একটা ভিজিটিং কার্ড। আর সেই কার্ডে একেবারে খোলাখুলি প্রেম নিবেদন করা হয়েছে। ব্যাপারটা

অবশ্য খুবই নির্দোষ ছিল। —অর্থাৎ এটা সেই ধরনের নির্দোষ ব্যাপার-যখন কোনো বিবাহিত মহিলা এমন কোনো এক অপরিচিত আগন্তুককে প্রেম নিবেদন করেন, যিনি ঐ মহিলার সাথে ঘনিষ্ঠ হবার কোন চেষ্টাই কোনদিন করেন নি অথবা করতে পারেন, এমন সম্ভাবনাও নেই। কিন্তু যাক্। এ থেকে এখন আসে এই নীতিবাক্য : কারো ওপর খুব বেশী মাত্রায় বিশ্বাস স্থাপন করো না।

ডাক্তার ॥ এবং খুব কম মাত্রায়ও নয়।

ক্যাপ্টেন ॥ হ্যাঁ তা বটে—ঠিক যতখানি দরকার। কিন্তু ডাক্তার, শুনুন, এই মহিলা নিজের ন্যায়নীতি বর্জিত আচরণ সম্পর্কে এমন পুরোপুরি চেতনা-হীন ছিলেন যে, একেবারে নির্লজ্জ বেহায়ার মতো চট্ করে তাঁর স্বামীকে বলে ফেললেন, আমাকে দেখে তিনি মজেছেন। বিপদটা ঠিক এইখানে—নিজেদের সহজ প্রবৃত্তিজাত নষ্টামি সম্পর্কে এঁরা চেতনাহীন। আপনার কথা আমি মেনে নিচ্ছি, এসবই চপল চিত্তের ব্যাপার। কিন্তু তাতে করে বিচারকের রায়টা পাল্টায় না, বড় জোর, রায়ের কড়াকড়িটা হ্রাস করতে কিছুটা সাহায্য করে।

ডাক্তার ॥ জনাব ক্যাপ্টেন সাহেব, আপনি আপনার চিন্তাশক্তিকে অস্বাস্থ্যকর পথে পা বাড়াতে দিচ্ছেন। এ সম্পর্কে আপনার সাবধান হওয়া উচিত।

ক্যাপ্টেন ॥ অস্বাস্থ্যকর শব্দটি ব্যবহার সম্পর্কে আপনারও সাবধান হওয়া উচিত। আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে, ইঞ্জিনের বয়লারের চাপ যখন এক শ' ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ওঠে, তখন বয়লার ফেটে যায়। কিন্তু যে-পরিমাণ তাপ পেলে তরল পদার্থ টগবগ করে ফুটে ওঠে তার মাত্রা সব ক্ষেত্রে একরকম নয় ; আর বয়লার ভেদে মাত্রারও তারতম্য ঘটে। আমি যা বলছি তার মানেমতলব কি আপনি কিছু বুঝতে পারছেন ? যাক্‌গে, আপনি এখানে রয়েছেন, আমার ওপর নজর রাখার জন্য। আর, আমি যদি মনুষ্যজাতির অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ মানবসন্তান না হতাম, আপনার বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ করা যুক্তিসঙ্গত হতো—বুঝলেন না, পোষাকী ভাষায় যাকে বলে, দুঃখ প্রকাশ করা। আর রোগনিদানও পুরোপুরি আপনাকে সরবরাহ করতে পারতাম, উপরন্তু রোগের ইতিবৃত্তও। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি মানবসন্তান—মানুষ, তাই, আমি মৃত্যুর কোলে ঢলে না-পড়া পর্যন্ত, আমার হাত দুটি পুরাকালের রোমানদের মতো বুকের ওপর আড়াআড়িভাবে রেখে, নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া, আমার আর কিছুই করণীয় নেই।...শুভরাত্রি।

ডাক্তার ॥ ক্যাপ্টেন সাহেব, যদি আপনার অসুখই করে থাকে, তাহলে, আমাকে

সবকিছু জানালে, তাতে করে মানুষ হিসেবে আপনার সম্মান করা হবে না। অবশ্য আমাকে দু' তরফেরই কথা শুনতে হবে।

ক্যাপ্টেন ॥ আমার ধারণা, আপনি ও তরফ থেকে অনেক কিছুই শুনেছেন।

ডাক্তার ॥ না, শুনিনি। তবে আপনাকে বিশ্বাস করে গোপনে বলছি—মিসেস ম্যালভিং যখন আমাকে তাঁর পরলোকগত স্বামীর কথা শোনাচ্ছিলেন, আমি মনে মনে ভাবছিলাম, "ছিঃ ছিঃ ছিঃ কী লজ্জা, ভদ্রলোক তাঁর কবর থেকে পাল্টা জবাব দিতে পারছেন না।"

ক্যাপ্টেন ॥ আপনি কি মনে করেন, তিনি বেঁচে থাকলে জবাব দিতেন? আর আপনি কি এই ধারণা পোষণ করেন, কবর থেকে উঠে এসে কোনো মৃত ব্যক্তি কিছু বললে, তা কেউ বিশ্বাস করবে?—শুভরাত্রি। ডাঃ উস্টার-মার্ক! আপনি অবশ্যই বুঝতে পারছেন, আমি পুরোপুরি শান্ত, স্বাভাবিক রয়েছি—পারছেন না? অতএব আপনি নিশ্চিন্ত মনে শুতে যেতে পারেন।

ডাক্তার ॥ ভালো—তা'হলে—ক্যাপ্টেন সাহেব, শুভরাত্রি। এ সম্পর্কে আমার করার আর কিছুই থাকতে পারে না।

ক্যাপ্টেন ॥ আমরা কি পরস্পর শত্রু?

ডাক্তার ॥ না, না, না মোটেই তা নয়। আমরা পরস্পর বন্ধু হতে পারছি নে—এ-ই যা' আমার দুঃখ। শুভরাত্রি। (ডাক্তারের প্রস্থান। ক্যাপ্টেন ডাক্তারকে পেছনের দরজা অবধি এগিয়ে দিলেন। তারপর ডানহাতি দরজার কাছে গিয়ে দরজাটা একটু ফাঁক করলেন।)

ক্যাপ্টেন ॥ শোনো, এদিকে এসো। তোমার সঙ্গে কথা আছে। তুমি যখন আড়িপেতে আমাদের কথা শুনছিলে, আমি টের পেয়েছি...(ল্যরার প্রবেশ। ল্যরা বিজড়িত, যেন হতবুদ্ধি—বিহ্বল। ক্যাপ্টেন লেখার ডেস্কের ওপর বসলো।) এখন দুপুর রাত। কিন্তু এ পালা আমাদের শেষ করতেই হবে। বসো। (কারু কোনো সাড়াশব্দ নেই—দুজনাই চুপচাপ।) আজ বিকেলে আমি পোস্ট অফিসে গিয়েছিলাম। খান-কয়েক চিঠি পেলাম। এই চিঠিগুলো থেকে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে, আমি যে-সব চিঠি লিখেছি আর যে-সব চিঠি আমার নামে এসেছে তুমি সেগুলো গাপ্ করেছো। আর, তার ফলে আমার সময় নষ্ট করেছো; আর আমার সাধনা থেকে আমি যে ফল লাভ করার আশা করেছিলাম তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

ল্যরা ॥ তোমার ভালোর জন্যই করেছি। সামরিক অফিসার হিসেবে তোমার করণীয় কাজ বাদ দিয়ে তুমি তোমার গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছো।

ক্যাপ্টেন ॥ এই গবেষণার কাজের প্রতি আমার আগ্রহ না থেকেই পারে না। তুমি খুব ভালো করেই জানতে। আমার এই গবেষণার ফলে, একদিন-না-একদিন আমি আমার সামরিক জীবনের লব্ধ খ্যাতির চাইতে, ঢের মহত্তর খ্যাতি অবশ্যই অর্জন করতাম। কিন্তু আমি যা করলে আমার জীবনে প্রতিষ্ঠা আসতে পারে তুমি তারই বিরোধী। কেননা, তাতে তুমি নিজে যে অতিক্ষুদ্র তা প্রকট হয়ে পড়ে। আর, সেজন্যই—পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে, তোমার নামের চিঠিগুলো আমিও গাপ্ করেছি।

ল্যরা ॥ কী তোমার মহানুভবতা!

ক্যাপ্টেন ॥ যা বললে, শুনে খুবই খুশী হলাম—আমার সম্পর্কে তুমি তো বেশ উচ্চ ধারণা পোষণ করো! তোমার ঐ চিঠিগুলো থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, আমার মানসিক অবস্থা সম্পর্কে একটা গুজবকে গতকিছুদিন যাবৎ তুমি জীইয়ে রেখে, আমার সকল বন্ধুকে, আমার বিরুদ্ধে সঙ্ঘবন্ধ করার চেষ্টা চালাচ্ছো। আর, তোমার সেই চেষ্টায় তুমি সফলও হয়েছো। তাই কর্ণেল থেকে শুরু করে বাবুর্চি পর্যন্ত কেউ আর এখন বিশ্বাস করে না, আমার মাথা ঠিক আছে। কিন্তু আমার মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে সত্যি কথা হচ্ছে এ-ই : আমার মাথা মোটেই বিগড়ায় নি। এবং তুমি তা ভালো করেই জানো। সুতরাং সামরিক কর্মচারী হিসেবে আমার দায়িত্ব এবং পিতা হিসেবে আমার দায়িত্ব—সব দায়িত্বই আমি যথাযথ পালন করতে সক্ষম। আর সক্ষম থাকবোও ততদিন যতদিন পর্যন্ত আমার ইচ্ছাশক্তি অবিচল থাকবে, আমার ভাবাবেগ রইবে আমার নিয়ন্ত্রণাধীনে। কিন্তু তুমি ক্রমাগত জ্বালাতন করছো। আমার ইচ্ছাশক্তিকে ক্ষয় পাইয়ে দিচ্ছো। আর তার ফলে আমার মানসিক ভারসাম্য কেন্দ্রচ্যুত হতে চলেছে—হয়তো হঠাৎ একদিন আমার ভাবাবেগের সমস্ত কলকব্জা ফট্ করে বিকল হয়ে যাবে আর সোঁ সোঁ শব্দ করে পেছনপানে ছুটতে থাকবে। আমি তোমার অনুভূতির কাছে আবেদন জানাচ্ছি নে, কারণ সে-বালাই তোমার নেই। আর, এ-ও জানি, তোমার অনুভূতিশূন্যতাই তোমার শক্তির উৎস। তোমার নিজের স্বার্থের পানে তাকিয়েই আমি আবেদন করছি।

ল্যরা ॥ তুমি কি বলতে চাও, শুনি।

ক্যাপ্টেন ॥ তুমি আমার সাথে যে-ব্যবহার করেছো, তাতে করে আমার মনে সন্দেহ জাগিয়েছো, আর, তার ফলে আমার বিচারবুদ্ধি ঝাপসা হয়ে আসছে, চিত্তের স্থৈর্য্য লুপ্ত হতে চলেছে। একটু একটু করে বিগড়াতে বিগড়াতে কবে আমি পুরো উন্মাদ হবো, সেই অপেক্ষাতেই তুমি রয়েছো।—হয়তো যে-কোন মুহূর্তে পাগল হয়ে যাবো!...তোমাকে এখন এই প্রশ্নটি সম্পর্কে একটা

সিদ্ধান্ত নিতে হবে : আমার সুস্থ চিত্ত অথবা মানসিক বৈকল্য—এ দু'য়ের মধ্যে কোনটি তোমার স্বার্থের পক্ষে কাম্য। প্রশ্নটি সম্পর্কে ভালো করে চিন্তা করে দেখো। যদি আমার চিত্তের বৈকল্য ঘটে, তা হলে আমার এই সামরিক চাকরী চলে যাবে, আর তখন তোমাদের আর কোনো অবলম্বন থাকবে না। আমি মরলে তুমি আমার জীবনবীমার টাকাগুলো পাবে। কিন্তু —আমি যদি আত্মহত্যা করি, তুমি একটা কানাকড়িও পাবে না। সুতরাং বুঝতেই পারছো, আমার স্বাভাবিক পরমায়ু অবধি আমি বেঁচে থাকলে তোমারই স্বার্থ হাসিল হবে।

ল্যরা ॥ তার মানে এটাও এক ধরনের ফাঁদ ?

ক্যাপ্টেন ॥ অবশ্যই। তুমি এই ফাঁদের বাইরে চারদিকে ঘুরতে পারো অথবা এর ভেতরও মাথা গলাতে পারো।

ল্যরা ॥ তুমি বলছো, তুমি আত্মহত্যা করবে ?
(ঘৃণার সাথে) তুমি তা কক্ষণো করবে না।

ক্যাপ্টেন ॥ অত নিশ্চিন্ত হয়ো না। কেউ-ই নেই, দুনিয়ায় এমন কিছুই নেই যার জন্য বেঁচে থাকা যেতে পারে—কোনো লোকের জীবনে যদি এমন পরিস্থিতি দেখা দেয়, তুমি কি মনে করো, তেমন কোনো লোকের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব ?

ল্যরা ॥ অর্থাৎ শর্ত সাপেক্ষে আত্মসমর্পণ করছো।

ক্যাপ্টেন ॥ না। আমি শান্তির প্রস্তাব করছি।

ল্যরা ॥ কিন্তু কী কী শর্তে ?

ক্যাপ্টেন ॥ তুমি আমার বিচারবুদ্ধিকে অটুট থাকতে দাও। আমার মনকে সন্দেহ থেকে মুক্ত হতে দাও। ব্যাস, আমি লড়াইয়ে ক্ষান্ত দেবো।

ল্যরা ॥ সন্দেহ ? কিসের সন্দেহ ?

ক্যাপ্টেন ॥ বার্থার পিতৃত্ব...

ল্যরা ॥ তাতে কি কোনো সন্দেহ আছে ?

ক্যাপ্টেন ॥ হ্যাঁ, আছে—আমি বলছি আছে। আর সে সন্দেহের জন্ম দিয়েছো তুমি!

ল্যরা ॥ আমি ?

ক্যাপ্টেন ॥ হ্যাঁ, তুমি আমার কানে ফোঁটা ফোঁটা করে ঢেলে দিয়েছো বিষাক্ত সন্দেহ—কালকূট। আর ঘটনাচক্র তাকে করেছে অঙ্কুরিত, তাকে করেছে পল্লবিত। অনিশ্চয়তা থেকে আমাকে নিষ্কৃতি দাও—আমাকে খোলাখুলি বলো,—যা প্রকৃত সত্য, তাই আমাকে বলো—আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আমি তোমায় ক্ষমা করবো।

ল্যরা ॥ যে-অপরাধ আমি করিনি, আমি স্বীকার করবো সেই অপরাধ—এ তুমি কি করে আশা করতে পারো ?

ক্যাপ্টেন ॥ এতে তোমার দুর্ভাবনার তো কিছু নেই। তুমি খুব ভালো করেই জানো, আমি কোনদিনই এ-কথা প্রকাশ করবো না। তুমি কি মনে করো, কোন মানুষ, তার লজ্জার কথা সারা দুনিয়ায় ঢ্যাড়া পিটিয়ে প্রচার করতে পারে ?

ল্যরা ॥ আমি যদি বলি, না তা সত্যি নয়, তুমি আমার সত্যবাদিতায় করবে সন্দেহ। কিন্তু আমি যদি বলি, হ্যাঁ, যা ভাবছো তা সত্যি, তা হলে তুমি তা বিশ্বাস করবে। বেশ বোঝা যাচ্ছে, তোমার সন্দেহ সত্যি হোক, তুমি এটাই চাও।

ক্যাপ্টেন ॥ শুনতে আশ্চর্য শোনাচ্ছে বটে, কিন্তু হ্যাঁ আমি তাই চাই। আর তার কারণ আমার ভাবনা অসত্য হলেও তা তো প্রমাণ করা যাবে না। আর প্রমাণ করা যেতে পারে শুধুমাত্র তখন, যদি যা ভাবছি, তা সত্যি হয়।

ল্যরা ॥ তোমার সন্দেহ করার কি কোনো সঙ্গত কারণ আছে ?

ক্যাপ্টেন ॥ হ্যাঁ আছে—না নেই।

ল্যরা ॥ আমার ধারণা, আমাকে অপরাধী প্রমাণ করাই তোমার উদ্দেশ্য, যাতে করে আমায় বিদায় দিতে পারো। কেননা, তাহলে বার্থার ওপর কেবলমাত্র তোমার একলারই অধিকার থাকবে। কিন্তু তুমি আমাকে ও ফাঁদে ফেলতে পারবে না।

ক্যাপ্টেন ॥ তুমি কী মনে করো যদি আমি তোমার অপরাধ সম্পর্কে সুনিশ্চিত হই, তাহলে অপরের সন্তানের দায়িত্ব আমি গ্রহণ করবো ? তা-ই মনে করো নাকি ?

ল্যরা ॥ না—আমি ভালো করেই জানি, তুমি গ্রহণ করবে না। যাক্, এখন আমার কাছে পুরোপুরি স্পষ্ট হয়ে উঠলো, এই-যে একটু আগে বললে, তুমি আমায় ক্ষমা করবে, কথাটা নেহাৎ মিথ্যা।

ক্যাপ্টেন ॥ (উঠে দাঁড়ালেন)। ল্যরা—আমায় বাঁচাও। আমার বুদ্ধি লোপ পাইয়ে দিও না। আমি কি বলতে চাচ্ছি, তুমি তা বুঝতে পারছো বলে আমি বিশ্বাস করতে পারছি নে...বার্থা যদি আমার সন্তান না হয়, তাহলে তার ওপর আমার কোনো অধিকারই থাকে না, আর আমি তা চাই-ও না। তোমার উদ্দেশ্য কিন্তু ঠিক সেটাই। তাই না ? কিম্বা হয়তো তোমার লক্ষ্য আরো, আরো দূরে...হয়তো আরো কিছুর প্রতি নিবদ্ধ। তুমি বার্থাকে তোমার কর্তৃত্বাধীনে চাও আর সেই সঙ্গে চাও আমি তোমার ভরণপোষণের ভার বহন করি।

ল্যরা ॥ আমার কর্তৃত্বাধীনে—হ্যাঁ—তাই। কর্তৃত্বের—ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষাই যদি না হবে তা হলে এত সব জীবনমরণ লড়াই কিসের জন্য ?

ক্যাপ্টেন ॥ আমি—যে-লোক পরলোকের জীবন সম্পর্কে বিশ্বাসহীন—আমার কাছে আমার সন্তানই আমার পরলোকের জীবন। অনন্তজীবন সম্পর্কে আমি যে ধারণা পোষণ করি, বার্থা তারই মূর্ত রূপ—সম্ভবতঃ সে-ই একমাত্র আমার কল্পলোকের প্রতিমা, ইহজীবনের সাথে যার কিছু সাদৃশ্য রয়েছে। তুমি যদি আমার এই অনুভূতি এই কল্পনা, চূর্ণ করে দাও, তাহলে তুমি আমাকে করবে হত্যা।

ল্যরা ॥ তুমি বলতে পারো, আমরা অনেকদিন আগেই পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিইনি কেন ?

ক্যাপ্টেন ॥ কারণ, বার্থা আমাদের দু'জনাকে একসাথে বেঁধে রেখেছিল। আর সেই বাঁধন আজ শিকলে পরিণত হয়েছে। কিন্তু তা কি করে হলো ? কি করে হলো ? কথাটা আমি অতীতে কোনদিন চিন্তা করে দেখি নি। কিন্তু এখন অতীত দিনের স্মৃতি মাথা তুলছে—আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাচ্ছে...হ্যাঁ, বিচারকের আসনে বসে সে বুঝি বিচার করছে—দণ্ড দিচ্ছে। ...তোমার মনে পড়ে, আমাদের বিয়ের পর দু'বছর আমাদের কোনো সন্তান হয় নি। কেন হয় নি, তা তুমি-ই সবার চেয়ে ভালো জানো। আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম—মৃত্যুর দোরে পেঁাছে গিয়েছিলাম। একদিন কিছুক্ষণের জন্য আমার জ্বরটা ছেড়ে নিয়েছিল, ঠিক তখন বাইরে থেকে —বৈঠকখানার ভেতর থেকে তোমাদের কথাবার্তা ভেসে এলো আমার কানে। তুমি আর এটর্নি, আমার টাকাকড়ি বিষয় সম্পত্তি কি আছে, তাই নিয়ে সেদিন আলোচনা করছিলে। এটর্নি তোমায় বলেছিলেন, তোমার কোনো সন্তান নেই সুতরাং, তুমি কিছুরই উত্তরাধিকারী হবে না। আর, তারপর তিনি তোমায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন, যে-করেই-হোক তুমি সন্তান সম্ভবা কি-না ? তুমি কি জবাব দিয়েছিলে তা শুনতে পাইনি। আমি সেরে উঠলাম—এবং আমাদের সন্তান হলো।—কে এই সন্তানের পিতা ?

ল্যরা ॥ তুমি।

ক্যাপ্টেন ॥ না—আমি তার পিতা নই। ...এখানে একটা পাপকে কবর দেয়া হয়েছে। তা থেকে এখন ভ্যাপসা গন্ধ বেরুচ্ছে। কী নারকীয়, কী বীভৎস পাপ। কৃষ্ণাঙ্গদের দাসত্বের শৃংখল থেকে মুক্তির প্রশ্নে তোমরা—মেয়েরা কতই না দরদ দেখিয়েছিলে অথচ শেতাঙ্গরা এখনও রয়েছে দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ। আমি তোমার জন্য, তোমার সন্তানের জন্য, তোমার মা এবং তোমার চাকরবাকরদের জন্য খেটেছি—গোলামী করেছি ; আমার পদোন্নতি, আমার জীবনরে প্রতিষ্ঠাকে বিসর্জন দিয়েছি। কতই-না যাতনা সয়েছি—তোমার প্রাপ্য শাস্তি ভোগ করেছি আমি—কত বিনিদ্র রজনী কেটে গেছে —তোমার, তোমাদের জন্য উৎকণ্ঠায় কতই-না বিধ্বস্ত হয়েছি আমি ;

দুশ্চিন্তায়, দুশ্চিন্তায় মাথার কালো চুল সাদা হয়ে গেছে। কিন্তু কেন? কেন?—কেননা, আমি চেয়েছিলাম, তোমার নিরুদ্বিগ্ন জীবন যাপন, ব্যস্ত করে' বুড়ো বয়সে তোমার সন্তানের মধ্যে আবার ফিরে পাও জীবন-যাপনের ছন্দ। আমি কোনো অভিযোগ না করে এতকিছু সহ্য করেছি, কেননা, আমি নিজেকে মনে করতাম বার্থার পিতা।...এটা একটা জঘণ্যতম ডাকাতি—বর্বরতম—এটা দাসত্বের একটা নিষ্ঠুরতম রূপ। আমি সুদীর্ঘ সতেরো বছর যাবৎ সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করে চলেছি...আর তুমি রয়ে গেলে নিরপরাধ। আমার এতসব দুর্ভোগের তুমি কী দিয়ে ক্ষতিপূরণ করবে?

ল্যরা ॥ তুমি এখন পুরোপুরি পাগল হয়ে গেছো।

ক্যাপ্টেন ॥ (বসলেন) তুমি তা-ই আশা করো। তোমার পাপ গোপন করার চেষ্টা আমি লক্ষ্য করেছি। তোমার বিমর্ষের কারণ কি বুঝতে না পেরে তোমার জন্য আমার দুঃখ হতো।...তোমার দুষ্ট বিবেককে কতদিন না আদর সোহাগ করে' আমি শান্ত করেছি ; আর তখন শুধু এই কথাই ভাবতাম, তোমার মনের কোনো রুগ্ন চিন্তাকে আমি দূর করতে চেষ্টা করছি। ঘুমন্ত অবস্থায় তোমাকে কেঁদে উঠতে, জোরে জোরে কথা বলতে আমি শুনেছি ; কিন্তু তুমি কি বলছো তা যাতে শুনতে না হয়, সেজন্য কানে আঙুল দিয়ে থেকেছি। হ্যাঁ, হঠাৎ মনে পড়ে গেলো।—বার্থার গত জন্মদিনের আগের রাতে—তখন রাত দুটো থেকে তিনটে হবে, আমি বসে বসে বই পড়ছিলাম, হঠাৎ কানে এলো একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ, মনে হলো কে যেন টুঁটি টিপে তোমায় মেরে ফেলতে চেষ্টা করছে আর তুমি চেঁচাচ্ছো : "না, না, আমার কাছে এসো না না, আমার কাছে এসো না।" আমি ঘরের দেয়ালে খুব জোরে জোরে ঘা মেরে দুম্‌দাম্‌ শব্দ করতে লাগলাম ; কেননা, আমি চাইনি আরো কিছু আমার কানে আসে। বহুদিন থেকেই আমার মনে সন্দেহ ছিল, কিন্তু সেই সন্দেহের নিশ্চিত প্রমাণ শোনার সাহস ছিল না আমার। তোমারই জন্য আমি এত কিছু সহ্য করেছি।...কিন্তু এখন তুমি আমার জন্য কি করতে চাও?

ল্যরা ॥ আমার আর করার কি আছে? আমি ঈশ্বরের নামে, যা কিছু পূতপবিত্র তাঁদের নামে শপথ করে বলছি, তুমি-ই বার্থার পিতা।

ক্যাপ্টেন ॥ ওসব বলে কোনো লাভই নেই। কারণ, তুমি কতবার নিজেই বলেছো, সন্তানের জন্য মাতা যে-কোনো পাপ করতে পারে এবং করাও উচিত। আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি—আমাদের অতীতের সুখী দিনগুলির দোহাই দিয়ে বলছি—আমি তোমার কাছে মিনতি করছি—অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর কোনো আহত ব্যক্তি, মৃত্যু বরণ করার জন্য যেমন করে চূড়ান্ত আঘাত পেতে মিনতি জানায়, তেমনি করে মিনতি করছি, আমায় সব কথা খুলে

বো। তুমি দেখতে পাচ্ছো না, আমি কত অসহায়—শিশুর মতো অসহায়—তুমি কি শুনতে পাচ্ছো না, শিশু যেমন করে মায়ের কাছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে, আমিও ঠিক তেমনি করে কাঁদছি। তুমি একবারটি ভুলে যেতে চেষ্টা করো আমি একজন বয়স্ক পুরুষ মানুষ, ভুলে যেতে চেষ্টা করো, আমি একজন সৈনিক, যে সৈনিক একটি মাত্র মুখের কথায় পশু ও মানুষ উভয়কে বশে আনতে পারে। আমি তোমার কাছে শুধু এই প্রার্থনা করছি, আমার পানে সমবেদনার দৃষ্টি নিয়ে তাকাও, যেমন করে কোনো অসুস্থ লোকের পানে মানুষ তাকায়। আমি সমস্ত কর্তৃত্ব ত্যাগ করছি—আমি ভিক্ষা চাচ্ছি তোমার অনুকম্পা—তোমার কাছে প্রার্থনা করছি, আমায় বেঁচে থাকতে দাও।

ল্যরা ॥ (ল্যরা ক্যাপ্টেনের কাছে এগিয়ে এসে তাঁর কপালে হাত রাখলেন)। এ-কী দেখছি! মানুষটা যে কাঁদছে!

ক্যাপ্টেন ॥ হ্যাঁ—আমি কাঁদছি। পুরুষ মানুষ তবু আমি কাঁদছি। কিন্তু ঠিক তোমাদেরই মতো, পুরুষ মানুষেরও কি চোখ নেই? তার কি হাত পা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নেই? পুরুষ মানুষের কি পছন্দ অপছন্দ নেই—তার কি হৃদয়াবেগ নেই? একই খাদ্য খেয়ে সে কি জীবন ধারণ করে না, একই অস্ত্র দ্বারা সেও কি আহত হয় না, গ্রীষ্মকালে সে কি গরম অনুভব করে না আর শীত-কালে ঠিক মেয়েদের মতই তাদের হাড়ও কি ঠাণ্ডায় জমে যায় না? তোমরা আমাদের গায়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে খোঁচা মারলে আমাদের দেহ থেকে রক্ত পাত কি হয় না? তোমরা কাতুকুতু দিলে আমরা কি হেসে লুটোপুটি খাই নে? তোমরা বিষ খাওয়ালে আমরা মারা যাইনে? আর, তাই যদি হয়, তাহলে পুরুষ মানুষ অভিযোগ করবে না কেন—একজন সৈনিক কাঁদবে না কেন?—কারণ কাঁদাটা পুরুষোচিত নয়, তাই না? পুরুষোচিত নয় কেন?

ল্যরা ॥ ভালো তাহলে কাঁদো বাছা আমার। কাঁদলে তোমার মাকে আবার কাছে পাবে। তোমার কি মনে পড়ে, তোমার জীবনে আমার প্রথম আগমন তোমার দ্বিতীয় জননী রূপে। মনে পড়ে? তোমার দেহের আকার ছিল বেশ বড়ো আর সেই দেহে শক্তিও ছিল প্রচুর কিন্তু তোমার মেরুদণ্ড শক্ত ছিল না। তুমি ছিলে যেন একটি বিরাটাকার খোকা। তুমি ছিলে যেন অনাগত যুগের একটি মানুষ—কিংবা এই দুনিয়ার কাছে তুমি বুঝি অনভিপ্রেত।

ক্যাপ্টেন ॥ হ্যাঁ তুমি ঠিকই বলেছো। আমার বাবা ও মা চাননি যে, তাঁদের কোনো সন্তান হোক। তাই একটা অভাব নিয়ে—আমার নিজস্ব ইচ্ছাশক্তি ছাড়াই আমি ভূমিষ্ঠ হই। তারপর তুমি আর আমি যখন একাত্মতায় পরিণত হলাম, তোমার ইচ্ছা শক্তির প্রভাবে নিজেকে খুব শক্তিশালী বলে অনুভব করতে

লাগলাম। আর তাই তোমাকে বসিয়ে দিলাম বাড়ীর কর্তৃত্বের আসনে। আমি—যে-লোক তার অধীনস্থ অশ্বারোহী বাহিনীর ওপর হুকুম চালাতে অভ্যস্ত—সেই আমি-ই হলাম কিনা হুকুমবরদার। দিনে দিনে আমি হয়ে পড়লাম তোমারই সত্তার একাংশ—তোমার অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার কথা ভেবে ভেবে তোমায় সমীহ করতে শুরু করলাম। আর, তুমি যখন কথা বলতে নির্বোধ ছোট্ট খোকাটির মত হা করে তা গিলতাম।

ল্যরা ॥ হ্যাঁ, ব্যাপারটা সেই রকমই ছিল বটে ; এবং সেই জন্যই, তুমি যেন আমার সন্তান, এ-কথা ভেবেই তোমাকে আমি ভালবাসতাম। তুমি হয়তো লক্ষ্য করার অবকাশ পাওনি, সেই সময়টায় আমার যেমন ঘৃণা বোধ হতো, যখন, তুমি আমার শয্যাপাশে আসতে ভিন্নতর আবেগ নিয়ে, প্রেমিকবেশে... তোমার আলিঙ্গনাবদ্ধের আনন্দ উবে যেতো আর নিজেকে মনে হতো পাপাচারী—ঘৃণায় সারা গা রি রি করে উঠতো। জননী অঙ্কশায়িনীতে রূপান্তরিত...ছিঃ ছিঃ কী ঘেন্না !

ক্যাপ্টেন ॥ হ্যাঁ, আমি লক্ষ্য করতাম কিন্তু বুঝতে পারতাম না। আর, কি করে যেন আমার মনে এমনি একটা ধারণা জন্মেছিল যে, তুমি আমার পুরুষত্ব -হীনতাকে ঘৃণা করো। তাই আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই, তোমাকে—মেয়ে মানুষকে পুরুষত্ব দিয়েই জয় করবো।

ল্যরা ॥ ভুলটা তোমার ঐ জায়গাতেই হয়েছে। শোনো, মা ছিলো তোমার বন্ধু। কিন্তু যখন তাকে ভাবলে মেয়েমানুষ—সে হয়ে পড়লো তোমার শত্রু। পুরুষ আর নারী—এই দু'য়ের মধ্যে প্রেম আনে সংঘর্ষ, বিরোধ আর শত্রুতা। আমি তোমার কাছে আত্মদান করেছি, এমন ভুল ধারণা তুমি করো না। বরং যা আমি চেয়েছি, তা-ই আমি আদায় করে নিয়েছি। তবে জানতাম, একটি বিষয়ে ছিল তোমার কর্তৃত্ব—আমি, তা অনুভব করেছি আর আমি চাইতাম, তুমিও তা অনুভব করো।

ক্যাপ্টেন ॥ সব সময়েই তোমারই তো ছিল কর্তৃত্ব। আমি যখন জেগে থাকতাম তুমি আমায় করতে পারতে সম্মোহিত, আমার দৃষ্টিশক্তি শ্রবণশক্তি দু'ই-ই হতো বিলুপ্ত —তোমার হুকুম পালন করা ছাড়া আর কোনো বোধ আমার থাকতো না। একটা কাঁচা আলু আমার হাতে দিয়ে তুমি আমাকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে নিতে পারতে, ওটা একটা পীচফল। তোমার যতসব অর্থহীন খেয়ালকে প্রতিভার বহিঃপ্রকাশ বলে আমাকে দিয়ে প্রশংসা করিয়ে নিতে পারতে। তুমি আমাকে দিয়ে যে কোনো পাপ, যে কোনো অপকর্ম—তোমার যা খুশী তাই করিয়ে নিতে পারতে। কিন্তু সাধারণ বোধ ও বুদ্ধির ছিল তোমার অভাব—আমার নির্দেশ, আমার উপদেশ গ্রাহ্য না করে তুমি সব সময়েই তোমার নিজের খেয়াল খুশী মতো কাজ

করেছো। অবশেষে যেদিন আমার ঘুম পুরোপুরি ভাঙলো সেদিন থেকে উপলব্ধি করতে লাগলাম কোথায় কি ঘটছে ; আর লক্ষ্য করলাম, আমার মানমর্যাদা বিলুপ্তির পথে। তখন চারদিকের অবমাননা আমি ভুলতে চেষ্টা করতে লাগলাম কোনো একটা সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে'—কোনো একটা বিরাট অথবা মহৎ কাজ, কোনো একটা আবিষ্কার কিংবা—আত্মহত্যা করে। আমি যুদ্ধে যেতে চেয়েছিলাম কিন্তু অনুমতি পাইনি। তখন বিজ্ঞানের সাধনায় আত্মনিয়োগ করলাম। আর, আজ যখন আমার সাধনার ফল লাভ করার জন্য হাত প্রসারিত করতে চলেছি, তুমি আমার হাত দু'টি কেটে ফেলে দিলে। আমি আজ মানমর্যাদাহীন—কলঙ্কিত... আমি আর বেঁচে থাকতে চাইনে। কেননা, মানসম্মান হারিয়ে কোনো পুরুষ মানুষই বেঁচে থাকতে পারে না।

ল্যরা ॥ কিন্তু মেয়ে মানুষ পারে!

ক্যাপ্টেন ॥ হ্যাঁ, পারে—কেননা, তার সন্তান আছে কিন্তু পুরুষের নেই। আমরা এই দু'জনা—আর এই দুনিয়ায় আমাদের মতো আরও অনেকে—আমরা, তুমি আর আমি ঠিক শিশুদের মতো কতকগুলো উদ্ভট কল্পনা, অবাস্তব আদর্শ, আজগুবী ধারণা আর মোহকে আঁকড়ে ধরে থেকে আমাদের অজান্তে, চেতনাহীন জীবনযাপন করে চলেছিলাম। অবশেষে একদিন আমরা জেগে উঠলাম। জেগে উঠলাম, ভালই হলো। কিন্তু জেগে উঠে দেখি, আমাদের পাগুলো রয়েছে মাথার বালিশের ওপর আর আমাদের ঘুম থেকে জাগিয়েছে এমন একটি লোক যে লোক নিজেই ঘুমন্ত অবস্থায় হেঁটে বেড়ায়। মেয়েমানুষ যখন বুড়ী হয় যখন সে আর মেয়েমানুষ বলে গণ্য হয় না, তাদের থুতনিতে চুল গজায়। আর পুরুষ মানুষ যখন বুড়ো হয়, পুরুষ মানুষের সংজ্ঞা থেকে সে যখন বাতিল হয়ে যায়, আমি কিন্তু ভেবে পাইনে, তখন তার কি গজায়! ক-ক্-র-কা-আ আওয়াজ করে মোরগের ডাক ওরা ডেকেছিল বটে তবে ওরা ঠিক মোরগ নয়—খাসি-করা মোরগ। আর ওদের ডাকে সাড়া দিয়েছিল মুরগীর মোটা মোটা ছানাগুলো, যারা ছিলো এতো বাচ্চা যে তখনও ওড়বার পাখা গজায় নি। বুঝলে না, ঠিক তেমনি—আমাদের জীবনে যখন সূর্যোদয় হওয়াই উচিত ছিল, তাকিয়ে দেখি, আমরা পড়ে রয়েছি জ্যোৎস্নাপ্লাবিত ধ্বংসস্তূপের মধ্যে—ঠিক যেমনটি ঘটেছিল সেই পুরাকালে। সত্যিকারভাবে ঘুম ভাঙে নি। ওটা ছিল ভোরবেলাকার একটু তন্দ্রা আর তার সাথে এলোমেলো স্বপ্ন।

ল্যরা ॥ শোনো, তোমার লেখক হওয়া উচিত ছিল—গ্রন্থকার অথবা কবি হতে পারতে।

ক্যাপ্টেন ॥ কে জানে, কি হতে পারতাম।

ল্যরা ॥ আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে। আরও কিছু উদ্ভট খেয়াল যদি থেকে থাকে, আগামীকাল অবধি জমা রাখো।

ক্যাপ্টেন ॥ আর একটিমাত্র কথা—বাস্তব ব্যাপার সংক্রান্ত। তুমি কি আমাকে ঘৃণা করো?

ল্যরা ॥ হ্যাঁ, সময় সময় ঘৃণা করি—যখন দেখি, তুমি পুরুষমানুষ।

ক্যাপ্টেন ॥ এ বিদ্বেষ বিজাতীয় বিদ্বেষের সমগোত্রীয়। একথা যদি সত্যি হয় যে, আমরা—এই মানুষ জাতটা লেজহীন বানর অর্থাৎ উল্লুকের বংশধর, তাহলে পুরুষ ও নারী, এরা এসেছে উল্লুক জাতের দু'টি আলাদা প্রজাতি থেকে। পুরুষ ও নারী—তুমি আর আমি একরকম নই। কি বলো, একরকম?

ল্যরা ॥ কথাটা কি?—তুমি কী বলতে চাও?

ক্যাপ্টেন ॥ আমি এখন বুঝতে পাচ্ছি, এই লড়াইয়ে আমাদের দুজনের একজনকে মরতেই হবে।

ল্যরা ॥ সে একজন, কে?

ক্যাপ্টেন ॥ দু'জনার মধ্যে যে দুর্বলতর, সে ছাড়া আর কে হতে পারে?

ল্যরা ॥ আর যিনি সবলতর ন্যায়ের পাল্লা বুঝি তাঁরই দিকে?

ক্যাপ্টেন ॥ হ্যাঁ, যারা সবলতর ন্যায়ের পাল্লা সবসময়েই তাদের দিকেই তো ঝুঁকে রয়েছে। আর তার কারণ হচ্ছে, ক্ষমতা তাদেরই করায়ত্ত।

ল্যরা ॥ তাহলে আমারই জিত্।

ক্যাপ্টেন ॥ কেন? তুমি কি বলতে চাও, তুমি-ই ক্ষমতার অধিকারী?

ল্যরা ॥ হ্যাঁ—এবং আইনগত ক্ষমতা।—দেখতেই পাবে আগামী কাল যখন তোমার তত্ত্বাবধানের জন্য তোমার একজন অভিভাবক নিযুক্ত করা হবে।

ক্যাপ্টেন ॥ অভিভাবক?

ল্যরা ॥ হ্যাঁ। আমি তোমাকে একজন অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে রেখে, আর সেই সঙ্গে তোমার উদ্ভট উদ্ভট খেয়াল আর বাজে বকুনি শোনার দায় থেকে মুক্ত হয়ে, বার্থাকে মানুষ করার দায়িত্ব নিজের হাতে নেবো।

ক্যাপ্টেন ॥ আমি বিদায় হবার পর তার লেখাপড়ার ব্যয় কে বহন করবে?

ল্যরা ॥ তোমার পেনশন।

ক্যাপ্টেন ॥ (মারমুখো হয়ে ল্যরার পানে এগিয়ে গিয়ে)। কি করে, কোন্ যুক্তিতে তুমি আমায় অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে রাখতে চাও?—বলো, তোমায় বলতে হবে।

ল্যরা ॥ (একটা চিঠি ক্যাপ্টেনের সামনে ধরলেন)। এই চিঠির সাহায্যে। এই

চিঠির ভর্সাণককরা একটি নকল সরকারের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে আর সংশ্লিষ্ট দফতরের হাতে সেটা এখন রয়েছে।

ক্যাপ্টেন ॥ ওটা কোন্‌ চিঠি ?

ল্যরা ॥ (ক্যাপ্টেনের চোখের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে পেছনতে পেছনতে ল্যরা ডান হাতি দরজার কাছে গেলেন)। তোমার। তোমার নিজের হাতের লেখা। ডাক্তারের কাছে লেখা তোমার নিজের মুখের স্বীকৃতি যে, তুমি পাগল। (ক্যাপ্টেন নিস্তব্ধ হয়ে ল্যরার দিকে তাকিয়ে রইলেন)।

ল্যরা ॥ পিতা হিসেবে এবং পরিবারের প্রতিপালকরূপে বিধি নির্যন্ত্রিত তোমার দায়িত্ব তুমি পুরোপুরি পালন করেছো—আর এ দায়িত্ব পালন করা, দুর্ভাগ্যবশতঃ অপরিহার্য ছিল। তোমার আর কোনো প্রয়োজন নেই... সুতরাং তোমাকে সরে পড়তেই হবে। আজ তুমি এ সত্য উপলব্ধি করেছো যে, আমার ইচ্ছাশক্তি যেমন প্রচণ্ড তেমনি আমার বুদ্ধি প্রখর। কিন্তু তুমি তা মেনে নিয়ে ঘর সংসার করতে চাও না, সুতরাং এ সংসার থেকে তোমাকে দূর করে দিতেই হবে।

(ক্যাপ্টেন টেবিলের কাছে গেলেন, জলন্ত বাতিটা হাতে তুলে নিয়ে ল্যরাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারলেন কিন্তু ইতিমধ্যেই ল্যরা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেছেন।)

তৃতীয় অংক

(মঞ্চদৃশ্য : অবিকল প্রথম অংক ও দ্বিতীয় অংকের মতোই। বাঁ পাশের কোনার দরজার গায়ে একটা চেয়ার ঠেস দিয়ে পথ বন্ধ করা হয়েছে। মঞ্চের ওপর রয়েছে শুধু ল্যরা ও মারগ্রেট। দোতলার ঘর থেকে ক্যাপ্টেনের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে—তিনি দোতলার ঘরের মেঝেতে অস্থির চিত্তে পায়চারি করছেন)

ল্যরা ॥ (মারগ্রেটকে লক্ষ্য করে)। উনি কি তোমাকেই চাবিগুলো দিয়েছেন ?

মারগ্রেট ॥ আমাকে দিয়েছেন ? না। হে ঈশ্বর, তুমি-ই আমার সহায়। নোয়ড ক্যাপ্টেনের কাপড় জামা রোদে শুকোতে দিচ্ছিলো আর অমনি আমি তাঁর জামার পকেট থেকে চাবিগুলো বের করে নিয়েছি।

ল্যরা ॥ ও, তাহলে আজকের কাজের পালা নোয়ড-এর।

মারগ্রেট ॥ হ্যাঁ, আজ নোয়ড-এরই পালা।

ল্যারা ॥ চাবিগুলো আমায় দাও।

মারগ্রেট ॥ দিচ্ছি। কিন্তু কাজটা একেবারে পুরোপুরি চুরি। কান পেতে শুনুন—ক্যাপ্টেন কেমন সামনে পেছনে পায়চারি করছেন—এগুতে এগুতে ঐ সমুখ পানে আসছেন...ঐ আবার পিছিয়ে যাচ্ছেন...ঐ আবার সমুখ পানে...ঐ ঐ আবার পেছন পানে...

ল্যারা ॥ দরজার খিল বেশ ভালো করে এঁটে দেয়া আছে তো।

মারগ্রেট ॥ হ্যাঁ আছে। সম্পূর্ণ নিরাপদ—আপনার দুর্ভাবনা করার কিছু নেই।

ল্যারা ॥ (লেখার ডেস্কের ঢাকনা খুলে পাশে বসলেন। মারগ্রেট ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।) মারগ্রেট, নিজেকে সংযত করো। নিজেদের অধিকার বজায় রাখতে হলে, বর্তমানে সবচেয়ে বড়ো কাজ হলো, ধৈর্য্য ধারণ করা। (পেছন দিককার বাঁ হাত দরজায় মৃদু আঘাতের শব্দ।) কে? কে?

মারগ্রেট ॥ (হল কামরায় ঢোকার দরজাটা খুললো) নোয়ড এসেছে।

ল্যারা ॥ ওকে ভেতরে আসতে বলো।

নোয়ড ॥ (প্রবেশ) কর্ণেল একটা চিঠি দিয়েছেন।

ল্যারা ॥ দেখি, দাও আমায়। (ল্যারা চিঠিটা পড়লো) ওঃ এই ব্যাপার। শিকার-করা থলে থেকে, আর, ক্যাপ্টেনের সবকটি বন্দুক থেকে তুমি কার্টিজগুলো বের করে নিয়েছো,—তা-ই না নোয়ড?

নোয়ড ॥ আপনি যা হুকুম করেছেন, আমি ঠিক তাই করেছি।

ল্যারা ॥ তা'হলে তুমি বাইরে একটু অপেক্ষা করো। ইতিমধ্যে আমি কর্ণেলের চিঠির জবাবটা লিখে ফেলি।

(নোয়ড বাইরে বেরিয়ে গেলো। ল্যারা চিঠি লিখতে বসলেন। হঠাৎ দোতলা থেকে করাত দিয়ে কাঠ কাটার আওয়াজ শোনা যেতে লাগলো।)

মারগ্রেট ॥ শুনুন, শুনুন। ক্যাপ্টেন ওখানে কি কাণ্ড ঘটাচ্ছেন।

ল্যারা ॥ আমি লিখছি, এখন কথা বলো না।

মারগ্রেট ॥ (আপন মনে বিড় বিড় করে) হে ঈশ্বর, তুমি আমাদের সাহায্য করো—আমাদের সবারই ওপর তোমার করুণা বর্ষণ করো। কে জানে, এ-র শেষ পরিণতি কী?

ল্যারা ॥ (চিঠি লেখা শেষ করে এবং একটা খামের ভেতর চিঠিটা পুরে খামের ওপর ঠিকানা লিখলেন। তারপর মারগ্রেটের হাতে চিঠিটা দিলেন) এই নাও মারগ্রেট। নোয়ডকে দিয়ে এসো। সাবধান, এ সম্পর্কে একটু টুঁ শব্দও যেন আমার মায়ের কানে না যায়। বুঝেছো?

(মারগ্রেট চিঠিটা হাতে নিয়ে হলকামরায় যাবার দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলো। ল্যারা লেখার ডেস্ক-এর কয়েকটা দেরাজ টেনে টেনে খুলে চিঠি, কাগজপত্র ইত্যাদি বের করে' চোখ বুলিয়ে মনে মনে পড়তে লাগলেন...পাদরীর প্রবেশ। তিনি একটি চেয়ার টেনে নিয়ে ল্যারার পাশে বসলেন)

পাদরী ॥ শুভসন্ধ্যা, বোন। সারাটা দিন আমি বাইরে বাইরে ছিলাম। এই মাত্র বাড়ীতে ফিরেছি। শুনলাম, তোমার নাকি খুবই মানসিক যন্ত্রণায় দিন কাটছে।

ল্যারা ॥ হ্যাঁ ভাই। একটানা চব্বিশ ঘন্টা এমন যন্ত্রণায় আমার জীবনে কখনও দিন কাটে নি।

পাদরী ॥ কিন্তু তা সত্ত্বেও তোমায় দেখে তো তেমন কিছু খারাপ মনে হচ্ছে না।

ল্যারা ॥ হয়তো হচ্ছে না—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। কিন্তু একবার কল্পনা করো তো, কী সর্বনাশ ঘটতে পারতো!

পাদরী ॥ তা আমাকে সব কথা খুলে বলো। ব্যাপারটা শুরু হলো কি করে? আমি শুধু গুজব শুনেছি—হরেক রকম গুজব।

ল্যারা ॥ বার্থার তিনি পিতা নন, এই উদ্ভট ধারণা থেকে এ-র শুরু আর এ-র সমাপ্তি আমার মুখ লক্ষ্য করে জলন্ত বাতি ছুঁড়ে মারতে।

পাদরী ॥ কি সাংঘাতিক কথা! এ যে একেবারে পুরোপুরি উন্মাদ। এখন আমাদের কি করণীয়?

ল্যারা ॥ আবার যাতে এমনি ধারা মারপিট করার সুযোগ না পায় তারই চেষ্টা করতে হবে। ডাক্তার পাগলাগারদ থেকে পাগলকে বেঁধে রাখার জ্যাকেট আনানোর ব্যবস্থা করেছেন। ইতিমধ্যে আমি কর্ণেলকে চিঠি লিখে সব কিছু খুলে বলেছি। আর, এখন আমি এই বিলগুলো আর হিসাব-পত্র পরীক্ষা করে দেখছি। সব অগোছালো—যা-ইচ্ছা-তাই করে রেখেছেন।

পাদরী ॥ কী দুর্দৈব। কিন্তু আমার সব সময়েই আশঙ্কা ছিল, এমনটি ঘটবে। আগুন আর পানির সংযোগ ঘটলে, পরিণামে বিস্ফোরণ হবেই। (ল্যারা আর একটি দেরাজ টেনে খুললেন)। দেখি, দেখি দেরাজে ওটা কি?

ল্যারা ॥ এই দেখো, রাজ্যের জিনিষ জমা করে রেখেছে।

পাদরী ॥ (দেরাজটা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখতে দেখতে বললেন) হায় বিধি! এটা তোমার সেই পুরোনো পুতুল—আর এই যে তোমার নামকরণ করার সময়কার টুপি—এটা বার্থার খেলনা, ঘর্ ঘর্ করে শব্দ করে।... এ গুলো তোমারই লেখা চিঠি...আর এটি লকেট...(অশ্রু সজল চোখ দুটি

বন্ধুলোক) ক্যাপ্টেন তোমায় খুবই ভালবাসে ল্যরা...খুবই ভালবাসে ...আমি এ ধরনের কোনো জিনিষই কোনদিন যত্ন করে তুলে রাখিনি।

ল্যরা ॥ আমার ধারণা উনি এক কালে আমায় ভালবাসতেন...কিন্তু সময় ...সময় কত কিছুকেই বদলে দেয়।

পাদরী ॥ ঐ যে প্রকান্ড দলীলটা—ওটা কিসের দলীল? ওঃ তোমার কবরের জায়গার চুক্তিনামা। হ্যাঁ—পাগলাগারদের চেয়ে বরং কবরই ভালো। ল্যরা আমায় সত্যি করে বলো তো। এই সব কান্ডকারখানার জন্য তুমি কি কোন প্রকারেই দায়ী? দায়ী কি-না?

ল্যরা ॥ আমি? কারু যদি মাথা খারাপ হয়, তার জন্য আমাকে কি করে দায়ী করা চলে?

পাদরী ॥ আরে না, না—আমি কিছু বলছি নে।—যে-যাই-বলুক, জানো তো, তোমাতে আমাতে রক্তের সম্পর্ক—আর রক্তের ঘনত্ব পানির ঘনত্বের চাইতে বেশী।

ল্যরা ॥ ঠিক কী কথাটা বলার দুঃসাহসে তুমি মেতেছো, বলতো?

পাদরী ॥ (ল্যরার চোখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে) বলো—তুমি আমায় বলো!...

ল্যরা ॥ কী?

পাদরী ॥ আমায় বলো...তুমি কি এ-কথা অস্বীকার করতে পারো—তুমি আসলে যা চাও, তা হচ্ছে: মেয়ের ওপর তোমার ষোল আনা কর্তৃত্ব আর তাকে মানুষ করার একক অধিকার।

ল্যরা ॥ আমি ঠিক বুঝতে পারছি নে, তুমি কি বলতে চাও।

পাদরী ॥ (ল্যরার ধৃষ্টতায় বিস্মিত হয়ে) তোমায় প্রশংসা না করে পারছি নে।

ল্যরা ॥ আমায়? হুঁম্।

পাদরী ॥ শেষ পর্যন্ত আমাকে হতে হবে তাঁর—ঐ যুক্তিবাদীর অভিভাবক। সত্যি কথা বলতে কি, আমি তাঁকে আমাদের পারিবারিক চারণ ভূমির আগাছা বলেই বরাবর গণ্য করে এসেছি।

ল্যরা ॥ (হঠাৎ খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলেন। তক্ষুণি তাড়াতাড়ি করে হাসি থামালেন। তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন) তোমার দুঃসাহস তো কম নয়। তার স্ত্রীর মুখের ওপর তুমি এমন কথা বলতে পারলে?

পাদরী ॥ ল্যরা তুমি শক্ত মেয়ে। অবিশ্বাস্যরকম শক্ত। ঠিক ফাঁদে-পড়া শেয়া-লের মতো, নিজেকে ধরা দেয়ার চাইতে বরং তুমি ছিঁড়ে ফেলবে নিজের পা দাঁত দিয়ে কেটে। ঠিক ঘাগী চোরের মতো, তোমার দুস্কার্যের কোনো সহযোগী নয়। আয়নায় তোমার নিজের চেহারাটা একবার দেখো। সে সাহস তোমার হবে না।

ল্যরা ॥ আমি কখনও আয়না ব্যবহার করি না।

পাদরী ॥ করো না—কেননা, করতে সাহসে কুলোয় না। তোমার অপরাধের সাক্ষ্য দেবে এমন এক ফোঁটা রক্ত নেই—বিষের কোনো চিহ্ন নেই। একটি নির্দোষ হত্যা, আইন যার নাগাল পায় না। মনে রেখো—একটি অজ্ঞাত অপরাধ—অজ্ঞাত—নির্জ্ঞাত অপরাধ। অতি চতুর পরিকল্পনা—চরমতম দক্ষ হাতের মার। শুনতে পাচ্ছো, দোতলায় সে কি কাণ্ডটা করেছে। ল্যেরা সাবধান। যদি সে কখনও ছাড়া পায়, করাত দিয়ে কেটে তোমায় দু'খণ্ড করবে।

ল্যেরা ॥ তুমি এমন বাচালের মতো কথা বলছো যে, মনে হয়, তোমার বিবেক বুদ্ধি পীড়িত। তুমি যদি পারো, বেশ তো, বলো, আমি অপরাধী।

পাদরী ॥ না, আমি পারি নে।

ল্যেরা ॥ দেখলে তো, তুমি পারো না। অতএব আমি নির্দোষ। এখন তুমি তোমার প্রতিপাল্যের তত্ত্বাবধান করতে শুরু করো—আর, আমার নিজের দায়, আমি নিজেই সামলাবো। এই যে ডাক্তার? (ল্যেরা উঠে দাঁড়িয়ে ডাক্তারকে অভিবাদন করলেন) স্বাগতম্ ডাঃ উস্‌টারমার্ক। অন্ততঃ আপনি আমায় সাহায্য করবেন। কি বলেন, করবেন না? নিশ্চয়ই করবেন। কি বলেন? কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, আপনার করার মতো তেমন কিছু আর কাজ নেই। দোতলায় ঘরে উনি কি করছেন, কান পেতে শুনুন ডাক্তার! শুনতে পাচ্ছেন না? এবার বিশ্বাস হলো তো!

ডাক্তার ॥ হ্যাঁ, আমি এখন স্পষ্ট বুঝতে পাচ্ছি, একটা হিংস্র অপরাধ করা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এই অপরাধটা করা হয়েছে, হঠাৎ রাগের মাথায়, না, মস্তিষ্ক বিকৃতির দরুন?

পাদরী ॥ হঠাৎ এইভাবে রাগে ফেটে পড়ার প্রশ্নটা না হয় থাক্, কিন্তু আপনি স্বীকার করতে বাধ্য, কতগুলো অনড় ধারণা উনি পোষণ করেন।

ডাক্তার ॥ কিন্তু পাদরী সাহেব, আপনার ধারণাগুলোতো আরও অনড়।

পাদরী ॥ আধ্যাত্মিক বিষয় সংক্রান্ত যে-সব মতামত আমি পোষণ করি, তা যেমন সুদৃঢ় তেমনি সঙ্গতিপূর্ণ।

ডাক্তার ॥ আমরা কে কী ধারণা পোষণ করি, ওসব কথা এখন থাক্। (ল্যেরাকে লক্ষ্য করে) ম্যাডাম, আপনার স্বামী কি অপরাধ করেছেন, তা স্থির করার ভার আপনার ওপরই বর্তায়। তাঁর জেল-জরিমানা হওয়া উচিত অথবা তাঁকে পাঠানো হবে পাগলাগারদে—এ প্রশ্ন মীমাংসার ভার আপনারই। কী আপনার মতামত, বলুন।

ল্যেরা ॥ আমি এখন কিছু বলতে পারছিনে।

ডাক্তার ॥ তাহলে বোঝা যাচ্ছে, আপনার ও আপনার পরিবারের জন্য কোন্ ব্যবস্থাটা সর্বোত্তম, সে সম্পর্কে আপনার কোন সুনির্দিষ্ট মতামত নেই। —পাদরী সাহেব, আপনি কি বলেন ?

পাদরী ॥ যে-পথেই সমস্যার সমাধান করুন-না-কেন একটা কেলেঙ্কারী হতে বাধ্য...চট্ করে একটা সিদ্ধান্ত নেয়া খুব সহজ নয়।

ল্যরা ॥ কিন্তু ধরুন, আঘাত করতে চেষ্টা করেছিলেন, এই দায়ে অভিযুক্ত করলে, তিনি যদি জরিমানা দিয়ে নিষ্কৃতি পান ? আর তাহলে, হয়তো আবার হামলা চালাবেন।

ডাক্তার ॥ আর, তাঁর যদি জেল হয়, খুব বেশী দিনের জেল হবে না। সংশ্লিষ্ট সবারই পক্ষে কোন ব্যবস্থাটা সর্বোত্তম, তা বিচার-বিবেচনা করলে শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তেই আমাদের আসতে হয় : অবিলম্বে তাঁকে পাগল বলে ঘোষণা করা। আচ্ছা, নার্স কোথায় ?

ল্যরা ॥ নার্স ? কেন ?

ডাক্তার ॥ নার্সই পাগলকে-বেঁধে রাখার সেই জ্যাকেটটা আপনার স্বামীকে পরাবে—অবশ্য তার আগে আপনার স্বামীর সাথে আমার একবার আলাপ করতে হবে। কিন্তু আমি না-বলা পর্যন্ত নার্স যেন জ্যাকেটটা তাঁকে না পরায়। জ্যাকেটের পোটলাটা সঙ্গে করে এনে বাইরে রেখেছি। (তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে হল কামরায় গেলেন। বেশ বড় একটা পোটলা হাতে করে আবার ঘরে ফিরে এলেন) দয়া করে বলুন না নার্সকে এখানে আসতে।

(ল্যরা ঘণ্টার সহিত বাঁধা দড়ি ধরে নাড়া দিলেন)

পাদরী ॥ য়্যাঁ...কী ভয়ংকর ! কী ভয়ংকর !

(মারগ্রেটের প্রবেশ)

ডাক্তার ॥ (পোটলা খুলে ফেলে জ্যাকেটটা বের করলেন) আমি কি বলছি, মন দিয়ে শুনুন। ক্যাপ্টেন সাহেবের পুনরায় হিংস্রতায় মেতে ওঠা বন্ধ করা দরকার, তা হলে এই জ্যাকেটটা পেছন দিক থেকে আলগোছে ক্যাপ্টেন সাহেবের গায়ে আপনি পরিয়ে দেবেন।—কিন্তু সাবধান, আপনি কি করছেন তা যেন তিনি টের না পান। এ-ই দেখছেন তো আস্তিন দুটো অস্বাভাবিক রকম লম্বা। তাঁর নড়াচড়া বন্ধ করার জন্যই এ দুটো এতো লম্বা করা হয়েছে। তারপর একটা গিরো দিয়ে এই আস্তিন দুটো পিঠের ওপর বাঁধবেন। আর, এখানে দেখুন, চমড়ার দুটো ফিতে রয়েছে—এ দুটোকে এই ছোট্ট দুটো বগ্লসের ভেতর ঢুকিয়ে দেবেন ; আর তারপর, আপনার সুবিধামত চেয়ার অথবা সোফার পিঠে বেঁধে ফেলবেন। আচ্ছা, এখন বলুন আপনার কি মনে হয়, আপনি পারবেন ?

মারগ্রেট ॥ না ডাক্তার সাহেব ; আমি পারবো না। কস্মিনকালে এ কাজ আমি করতে পারবো না।

ল্যারা ॥ ডাক্তার, কেন আপনি নিজেই তো করতে পারেন।

ডাক্তার ॥ অসুবিধা আছে—ক্যাপ্টেন আমায় বিশ্বাস করেন না। এ কাজের জন্য সত্যিকার উপযুক্ত ব্যক্তি আপনি নিজে ; কিন্তু আপনার ওপরও তাঁর খুব একটা বিশ্বাস নেই।

(ল্যারা মুখ বিকৃতি করলেন)

ডাক্তার ॥ পাদরী সাহেব, হয়তো আপনি...

পাদরী ॥ না, না, না...আমায় ক্ষমা করুন, আমি পারবো না...

(পেছনের দরজায় মৃদু ধাক্কার শব্দ এবং সঙ্গে সঙ্গে নোয়ড-এর প্রবেশ)

ল্যারা ॥ আমার চিঠি ওঁকে দিয়েছো ?

নোয়ড ॥ দিয়েছি, ম্যাডাম।

ডাক্তার ॥ বাঁচা গেলো। এ-ই যে নোয়ড তুমি। শোনো। ক্যাপ্টেন সাহেব মানসিক রোগে ভুগছেন, এবাড়ীতে কি সব কাণ্ড ঘটছে, তুমি তো সবই জানো। আমি আশা করি তোমার অসুস্থ ক্যাপ্টেন সাহেবের সেবা-যত্নে তুমি আমাদের সাহায্য করবে।

নোয়ড ॥ ক্যাপ্টেন সাহেবের জন্য যদি আমার কিছু করার থাকে, আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন ডাক্তার সাহেব, আমি তা নিশ্চয়ই করবো।

ডাক্তার ॥ আমি বলছিলাম কি, এই জ্যাকেটটা তুমি তাঁর গায়ে পরিয়ে দেবে।

মারগ্রেট ॥ না—নোয়ড তাঁর গায়ে হাত ছোঁয়াবে, এ আমি হতে দেবো না। নোয়ডকে দিয়ে তাঁর দেহে কোনো আঘাত দেয়া চলবে না। বরং আমি নিজেই জ্যাকেটটা পরিয়ে দেবো—আস্তে—আস্তে খুব মোলায়েম হাতে আমি পরাতে পারবো। তবে নোয়ডকে ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে—আমার যদি কোনো সাহায্যের দরকার হয়, নোয়ড তখন আমাকে সাহায্য করবে...হ্যাঁ, নোয়ড তা পারবে।

(বাম পাশের দেয়ালের দরজায় হঠাৎ খুব জোরে জোরে আঘাতের শব্দ)

ডাক্তার ॥ ঐ তিনি আসছেন। জ্যাকেটটা সরিয়ে ফেলুন—ঐ চেয়ারটার ওপর রেখে আপনার শালটা দিয়ে ঢেকে রাখুন। এখন আপনারা সবাই সরে পড়ুন। পাদরী সাহেব আর আমিই তাঁকে সামলাবো। তাড়াতাড়ি করুন, তাড়াতাড়ি করুন। দরজাটা দু'এক মিনিটের বেশী আর টিকে থাকতে পারবে না। সরে পড়ুন, সরে পড়ুন।

মার্গ্রেট ॥ (ডান হাতি দরজা দিয়ে প্রস্থান) হে যীশু, আমাদের সবাইকে সাহায্য করো, সাহায্য করো আমাদের সবাইকে।

(নারা তাড়াতাড়ি করে লেখার ডেস্কে চাবি দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন ডান হাতি দরজা দিয়ে। নোরড পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলো। হঠাৎ দেয়াল-ঢাকা-কাগজ দিয়ে মোড়া দরজাটা এতো বেগে খুলে গেলো য, যে-চেয়ারটা পথ রোধ করার জন্য দরজার গায়ে ঠেস্ দিয়ে রাখা হয়েছিল, সেই চেয়ারটা তীব্রবেগে ছিটকে পড়লো, আর তালাটা ছুটে এসে পড়লো মেঝেতে। আর বগলে এক বান্ডিল বই নিয়ে ঘরে ঢুকলেন ক্যাপ্টেন।)

ক্যাপ্টেন ॥ (বড় টেবিলটার ওপর বইগুলো স্তূপীকৃত করে রাখলেন।) এই যে এখানে—এই বইগুলোর প্রত্যেকটিতে—সমস্ত ঘটনা আপনারা পড়ে দেখতে পারেন। অতএব, যে-যাই-বলুক, আমি যে একেবারে পাগল নই, তা বুঝলেন তো! এই যে, ওডিসি কাব্যের প্রথম সর্গের ২১৫ নং চরণ, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬—উপসালা কৃত অনুবাদ পড়ে দেখুন। টেলিমেকাস বলছে এথিনিকে: "আমার মা দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে বলেন বটে ওডিসিয়ুস আমার পিতা, কিন্তু আমি নিজে নিশ্চিত হতে পারি নে; কেননা, কোনো লোকই আজ পর্যন্ত জানে না তার জন্মের উৎস।" নারী জগতের অপূর্ব পুণ্যবতী মহিলা পেনিলোপ—তাঁর সম্পর্কে টেলিমেকাস ঐ একই সন্দেহ পোষণ করতো। ভারী চমৎকার ব্যাপার। তাই না? আর, এই যে এখানে (স্তূপীকৃত বই থেকে ক্যাপ্টেন আর একটা বই হাতে তুলে নিলেন)... এখানে আমরা পাচ্ছি ভবিষ্যদ্বক্তা এজিকীল-এর বাণী: "নির্বোধ লোকটি বললে, 'তাকিয়ে দেখো, এই যে ইনি আমার পিতা', কিন্তু কে বলতে পারে, কার কটিদেশ তাকে জন্ম দিয়েছে।" বেশ পরিষ্কার করে বলা হয়েছে, তাই না?—এখন দেখা যাক্, এই বইটা কি বলে...(টেবিলের ওপর থেকে আর-একখানা বই হাতে তুলে নিলেন) মারজ্‌লিয়াকভ্‌-এর লেখা 'রুশ সাহিত্যের ইতিহাস'। (ক্যাপ্টেন পড়তে লাগলেন) "রুশদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি আলেকজেন্ডার পুশকিন অসহ্য যন্ত্রণা ভুগে ভুগে মৃত্যুবরণ করেন। দ্বন্দ্বযুদ্ধের সময় যে বুলেটটি তাঁর বুকের ভেতর ঢুকেছিল তারই দরুন অসহ্য যন্ত্রণা তাঁকে ভুগতে হয়েছে, এ কথা না বলে বরং ঐ যন্ত্রণার জন্য দায়ী করা যেতে পারে, বিদেশে প্রচারিত তাঁর স্ত্রীর ব্যাভিচারের গুজবকে। পুশকিন মৃত্যুর পূর্বক্ষণে, মৃত্যুশয্যায় কসম খেয়ে বলেছিলেন, তাঁর স্ত্রী নিষ্পাপ।" —গাধা—নিরেট গাধা! ও কথা কি করে তিনি কসম খেয়ে বলতে পারলেন! যাই হোক, আপনারা দেখছেন তো আমি বইপত্র পড়ি। —আরে জোনাস্, আপনি এখানে?—আর, ডাক্তার তো থাকবেনই!...

একজন ইংরেজ মহিলা একজন আইরিশ ভদ্রলোকের বিরুদ্ধে এই অভি-যোগ করেছিলেন যে, ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীর মুখে জ্বলন্ত বাতি ছুঁড়ে মারতেন। এ-কথার যে-জবাব ইংরেজ মহিলাটিকে আমি দিয়েছিলাম, তা কি আপনাদের কাছে কোনদিন বলেছি? শুনুন তবে। জলন্ত বাতি ছুঁড়ে মারার খবর ঐ ইংরেজ মহিলার কাছ থেকে শুনে আমি তাঁর কথার পিঠে বললাম, "হায় ঈশ্বর! —আশ্চর্য এই মেয়েমানুষরা"—আমার কথা শুনে মহিলাটি তোতলাতে তোতলাতে বললেন, "মেয়েমানুষরা?" বল-লাম তাঁকে "কেন ঠিকই তো।" তারপর বললাম আমি তাঁকে "পরি-স্থিতি যখন এমন শোচনীয় পর্যায়ে নেমে আসে যে, একটি মেয়েকে যে পুরুষটি ভালবাসে, পুজো করে সে-ই কিনা একটা জ্বলন্ত বাতি হাতে তুলে নিয়ে মেয়েটির মুখে ছুঁড়ে মারে, তখন এ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যেতে পারে যে..."

পাদরী ॥ কী সম্পর্কে নিশ্চিত?

ক্যাপ্টেন ॥ কোনো কিছু সম্পর্কেই নয়। আমরা কোনো বিষয়েই কখনও নিশ্চিত হতে পারি নে। আমরা শুধু বিশ্বাস করতে পারি। কি, জোনাস তাই না? যদি আমরা বিশ্বাস করি, তাহলেই আমাদের পরিত্রাণ। হ্যাঁ, তা হলেই আমাদের পরিত্রাণ!—কিন্তু না, আমার অভিজ্ঞতা ভিন্নতর—জীবন অভিশপ্ত হতে পারে বিশ্বাস করার ফলে। এই শিক্ষা আমি লাভ করেছি।

ডাক্তার ॥ ক্যাপ্টেন!

ক্যাপ্টেন ॥ চুপ করুন! আপনাকে আমার বলার কিছুই নেই। ঐ ঘরগুলোর মধ্যে বসে তৈরী-করা যতসব বাজে গুজব আর তার প্রচারণা আমি আপনার কাছ থেকে শুনতে চাইনে। (ক্যাপ্টেন আঙুল তুলে অন্যান্য ঘরগুলোর দিকে ইশারা করে দেখালেন) বুঝতে পারছেন, আমি বলতে চাই?—ঐ ঘরগুলোর মধ্যে বসে!—আচ্ছা, জোনাস, বলুন তো, আপনি কি নিশ্চিত যে, আপনার সন্তানদের আপনি পিতা? আমার যেন মনে পড়ছে, আপনার বাড়ীতে এক সময় একজন সুপুরুষ মাস্টার মশাই থাকতেন—তাঁর সম্পর্কে মানুষ এটা ওটা নানা কথা বলতো।

পাদরী ॥ য়্যাডলফ্, আপনি কি বলছেন, সাবধান!

ক্যাপ্টেন ॥ প্রবাদ আছে যে, অসতী নারীর স্বামীর মাথায় শিং গজায়। আপনি যদি আপনার মাথায় পরচুলাটা একটু ওঠান আর যদি দেখেন আপনার মাথায় গজিয়ে উঠছে দুটো গ্যাঁজ, আমি তাতে মোটে বিস্মিত হবো না। কসম খেয়ে বলছি, আমি স্পষ্ট দেখছি, জোনাসের চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে আসছে। আচ্ছা!—আচ্ছা!—অবশ্য সবটাই ছিলো শুধু গুজব। তবে

পুরুষদের মাত্রাটা সত্যিই ছিলো খুব-উ-বু বেশী। কিন্তু তবু—আমরা—বিবাহিত পুরুষেরা একাধারে উজবুক বনে' বসে রয়েছি। ডাক্তার, আপনি কি আমার সাথে একমত নন? আপনার বিবাহিত শয্যা সঙ্গিনীটির সম্পর্কে খবরাখবর কি? আপনার বাড়ীতে কি আপনার একজন সহকারী বাস করতেন না? একটু দাঁড়ান, আমি মনে করতে চেষ্টা করছি...তাঁর নাম...(ফিস্ ফিস্ করে ডাক্তারের কানে কানে নামটা বললেন) হ্যাঁ, এ আমি কী দেখছি। ডাক্তারেরও চেহারা যে ফ্যাকাসে হয়ে আসছে। কিন্তু এতে আপনি ঘাবড়াবেন না। আপনার তিনি ইহলোকে আর নেই—তাঁকে কবর দেয়া হয়েছে; আর, যা ঘটে গেছে তা তো আর পাল্টানো যাবে না। আমি আপনার সহকারী সেই ভদ্রলোককে চিনতাম—ভালো কথা মনে পড়েছে—তিনি এখন রয়েছেন...ডাক্তার, তাকান, আমার দিকে তাকান...না, না সোজাসুজি আমার চোখের পানে তাকান। তিনি এখন বিশেষ অশ্বারোহী বাহিনীর মেজর। খোদার কসম, আমি বিশ্বাস না করে পারছি নে, ডাক্তারের মাথাতেও শিং রয়েছে।

ডাক্তার ॥ ক্যাপ্টেন সাহেব, আলোচনার বিষয়টা দয়া করে পাল্টান। (পাদরী ও ডাক্তার উভয়কে লক্ষ্য করে) দেখুন, দেখুন—মাথায় শিং গজানোর কথাটা বলা শুরু করতেই অমনি উনি অন্য কোনো প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ করতে চান।

পাদরী ॥ ম্যাডলফ, আপনার মনে কি এ-কথা কোন দিন জাগে নি যে, মানসিক দিক থেকে আপনি সুস্থ নন?

ক্যাপ্টেন ॥ হ্যাঁ, আমি তা খুব ভালো করেই জানি। কিন্তু আমিও যদি কোন দিন সুযোগ পেতাম, আপনার ঐ সুদক্ষ মস্তিষ্কের ওপর হাত চালানোর, তা হলে চট্ করে আপনাকেও আমি ঘায়েল করে দিতে পারতাম।—হ্যাঁ, আমি পাগল। কিন্তু কি করে পাগল হলাম? এ প্রশ্নটা নিয়ে অবশ্য অপনার কোনো মাথা ব্যথা নেই এবং কারুরই নেই। (ফটোগ্রাফের ম্যালবামটা বড় টেবিলটার ওপর থেকে নিলেন) হে ঈশ্বর। ঐ যে আমার সন্তান। আমার? কিন্তু কি করে আমরা নিশ্চিত হতে পারি? আমি আপনাদের বলছি শুনুন, নিশ্চিত হতে হলে কি করা দরকার...প্রথমতঃ বিয়ে করুন যাতে সমাজে আপনারা স্বীকৃতি পান; এই পালা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীকে তালাক দিন; আর, প্রেমিক আর উপপত্নী রূপে আপনারা দুজনা বাস করতে থাকুন। তারপর দত্তক নিন। এই পন্থায় অন্ততঃ আপনি নিশ্চিত হতে পারবেন যে, ছেলেমেয়েরা আপনার দত্তক সন্তান। আপনি কি মনে করেন না, এটাই সঠিক পথ? কিন্তু এখন এসব কিছুই আমার কোনো কাজে আসবে না। যে-পন্থাই হোক-না

কেন, এখন আর কোন-কিছুই আমার কাজে আসতে পারে না। বুঝলেন? এখন—এখন—যখন, আপনারা, মৃত্যুর ওপারের জীবন সম্পর্কে আমার পোষিত ধারণাকে ডাকাতি করে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছেন। আমার বেঁচে থাকার যেখানে কোনো অবলম্বন নেই; সেখানে আমার কাছে বিজ্ঞান আর দর্শনের কি মূল্য থাকতে পারে? মানমর্যাদাহীন জীবনের কি কোনো প্রয়োজন আছে? আমার ডান হাত, আমার মস্তিষ্কের অর্ধাংশ আর আমার মেরুদণ্ডের অর্ধাংশ কেটে কলম করে অপর একটা পরিবারের গাছের সঙ্গে জোড়া দিয়েছিলাম—আমি ভেবেছিলাম, তারা একত্রে বেড়ে উঠবে আর তারা দু'টিতে মিলে আরও সুসম্পূর্ণ, আরও নিখুঁত একটি গাছে পরিণত হবে। কিন্তু কে যেন তার ওপর ছুরি চালিয়ে দিলে—জোড়কলমের ঠিক নিচে কেটে দু'ফাঁক করলে—তাই আমি এখন গাছের আধখানা। কিন্তু বাকি আধখানা, যাতে রয়েছে আমার ডান হাত আর আমার অর্ধেক মস্তিষ্ক, সেই বাকি আধ-খানার বাড়বাড়ন্ত অব্যাহত রয়েছে। আর, এদিকে আমি—শুকিয়ে যাচ্ছি—মরতে চলেছি...কারণ, আমি দান করেছিলাম আমার উত্তমতর অংশটা। এখন আমি আর এক মুহূর্তও বাঁচতে চাইনে। আমাকে নিয়ে আপনাদের যা-ইচ্ছা তাই আপনারা করতে পারেন—আমার জীবন শেষ হয়ে এসেছে।

(ডাক্তার পাদরীর কানে-কানে কি-যেন বললেন। তারপর তাঁরা দুজনা ডান দিকের ঘরে চলে গেলে বার্থা ঘরে ঢুকলো। বড় টেবিলটার পাশে একটা চেয়ারে ক্যাপ্টেন বসলেন। তিনি নুইয়ে পড়েছেন—একেবারে ভেঙ্গে পড়েছেন)

বার্থা ॥ (ক্যাপ্টেনের কাছে গেলো)। বাবা, আপনি কি অসুস্থ?

ক্যাপ্টেন ॥ (চোখ তুলে তাকালেন। চটে গেছেন)। আমি—অসুস্থ?

বার্থা ॥ আপনি জানেন, আপনি কি করেছেন? আপনি কি বুঝতে পারছেন না, মায়ের গায়ে আপনি বাতি ছুঁড়ে মেরেছেন?

ক্যাপ্টেন ॥ আমি ছুঁড়েছি? আমি?

বার্থা ॥ হ্যাঁ, আপনি—আপনি ছুঁড়েছেন। ধরুন, যদি তিনি জখম হতেন?

ক্যাপ্টেন ॥ জখম হলে, তাতে কি এসে যেতো?

বার্থা ॥ অমন কথা যদি বলেন, তা হলে আপনি আমার বাবা নন।

ক্যাপ্টেন ॥ এ কি বলছো তুমি? আমি তোমার বাবা নই? তুমি কি করে জানলে? এ কথা তোমায় কে বলেছে? তা হলে কে তোমার বাবা? কে সে?

বার্থা ॥ আমি জানি, আপনি কিছুতেই হতে পারেন না আমার বাবা।

ক্যাপ্টেন ॥ তুমি বলেই চলেছো, আমি তোমার বাবা নই। কে তাহলে তোমার

বাবা ? কে সে ? দেখা যাচ্ছে, তুমি অনেক খবর জানো। কে তোমায় এ কথা জানিয়েছে ? আর, আমাকে এ কথা শোনার জন্য বেঁচে থাকতে হবে—আমার আপন সন্তান আমার মুখের ওপর বলছে আমি তার বাবা নই—এ কথা শোনার জন্য বেঁচে থাকতে হবে। কিন্তু বার্থা, তুমি কি বোঝো না, তুমি এ কথা বললে সেই সঙ্গে তুমি তোমার মাকেও করো অপমান। তুমি কি বুঝতে পারছো না, যা বলছো, তা যদি সত্যি হয়, তোমার মায়ের মুখ পুড়বে।

বার্থা ॥ আমি চাই নে যে, আপনি আমার মায়ের সম্পর্কে কেন খারাপ কথা বলেন। বুঝলেন ?

ক্যাপ্টেন ॥ হ্যাঁ, আমার বিরুদ্ধে তোমরা সবাই মিলে জোট বাঁধো। আর বরাবর তো তাই তোমরা করেও চলছো...

বার্থা ॥ বাবা

ক্যাপ্টেন ॥ আমাকে আর কখনও ও সম্বোধন করো না।

বার্থা ॥ (ভেঙ্গে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো)। বাবা ! বাবা !

ক্যাপ্টেন ॥ বার্থা, মানিক আমার...তুমি আমারই মেয়ে। তাই না ? হ্যাঁ, হ্যাঁ—তুমি আর কারু মেয়ে হতেই পারো না। তুমি আমার তুমি আমারই মেয়ে।

রোগ-ব্যাধি-মড়ক যেমন হাওয়ায় ভেসে আসে ঠিক তেমনি আমি যা যা বললাম সবই অসুস্থ মনের বিকার ছাড়া আর কিছুই নয়...আমার পানে তাকাও—দেখি, দেখি তোমার চোখের মণিতে আমার আত্মাকে। কিন্তু ওখানে যে তোমার মায়ের আত্মাকেও আমি দেখতে পাচ্ছি ! তোমার রয়েছে দুটো আত্মা—তার একটি দিয়ে তুমি আমায় ভালোবাসো আর দ্বিতীয়টি দিয়ে তুমি করো আমায় ঘৃণা।—কিন্তু আমি চাই, তুমি শুধু আমাকেই ভালোবাসো। মাত্র একটি আত্মাই তোমার থাকা দরকার—নইলে তুমি কোনদিনই শান্তি পাবে না—আমিও পাবো না। তুমি, আমার মানস সন্তান—তোমার থাকবে একটিমাত্র মন ; একটি মাত্র ইচ্ছাশক্তি—আর আমার ইচ্ছাশক্তিটাই তোমার সে ইচ্ছাশক্তি।

বার্থা ॥ আমি তা চাইনে। আমি চাই নিজস্ব সত্তা গড়ে তুলতে।

ক্যাপ্টেন ॥ আমি তা হতে দেবো না। আমি নরখাদক। এই দেখো—আমি তোমায় গিলে ফেলবো। তোমার মা আমায় গিলে খেতে চেয়েছিলো—কিন্তু তাকে আমি দেবো না আমায় খেয়ে ফেলতে। রোমানদের সেই যে কৃষি-দেবতা স্যাটার্ণ, এক এক করে নিজের সন্তানদের খেয়ে ফেলেছিলো, কারণ এক ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল যে, সে না খেলে তার সন্তানরাই তাকে খেয়ে ফেলবে—আমি—আমি সেই স্যাটার্ণ। এখন প্রশ্নটা দাঁড়ালো

আমি খাবো, না, আমাকে খেয়ে ফেলবে। আমি যদি তোমাকে খেয়ে না ফেলি, তুমি আমায় খেয়ে ফেলবে। আর ঐ তো তুমি আমাকে লক্ষ্য করে ইতিমধ্যেই দাঁত বের করেছো! কিন্তু ভয় পেয়ো না মানিক আমার। আমি কোনদিনই তোমার গায়ে হাত তুলবো না। (দেয়ালের গায়ে যেখানে হরেকরকম অস্ত্র ঝুলছে সেখান থেকে ক্যাপ্টেন একটা পিস্তল হাতে তুলে নিলেন।)

বার্থা ॥ (ভয় পেয়ে ছুটে পালাতে চেষ্টা করলো) রক্ষা করো! মা, ওমা! আমায় বাঁচাও, বাবা আমায় মেরে ফেল্লেন...

মারগ্রেট ॥ (ছুটে এলো) মিঃ য়্যাডলফ! এ-কী!

ক্যাপ্টেন ॥ (পিস্তলটা পরীক্ষা করার পর মারগ্রেটের দিকে তাকিয়ে বললেন) তুমি কি কার্টিজগুলো সরিয়েছো?

মারগ্রেট ॥ হ্যাঁ। আমি পরিস্কার করার সময় সরিয়েছি। কিন্তু আপনি যদি শান্ত হয়ে এখানে বসেন, কার্টিজগুলো আপনাকে আমি দেবো।

(ক্যাপ্টেনের হাত ধরে মারগ্রেট তাঁকে চেয়ারে বসালো। ক্যাপ্টেন চেয়ারে বসে রইলো। নিঃসাড়, নিস্তেজ। মারগ্রেট চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে সেই জ্যাকেটটা হাত বাড়িয়ে নিলে আর বার্থা ডান হাতি দরজা দিয়ে সরে পড়লো।)

মারগ্রেট ॥ মিঃ য়্যাডলফ আপনার কি মনে পড়ে, যখন আপনি আমার আদুরে সেই ছোট্ট খোকাটি ছিলেন আর আমি রোজ রাতে জামাকাপড় দিয়ে আপনাকে ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে বাইবেল থেকে প'ড়ে প'ড়ে শুনতাম, "ঈশ্বর, যিনি ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের খুবই ভালোবাসেন।" মনে পড়ে? আচ্ছা আপনার কি মনে পড়ে, সেই যে আমি রোজ রাতে উঠে আপনার খাবার জন্য পানি নিয়ে আসতাম?...আপনার কি মনে পড়ে, কোনো কোনো রাতে দুঃস্বপ্ন দেখে আপনার চোখে যখন ঘুম আসতো না, আমি বাতি জ্বালাতাম আর আপনাকে কেমন সুন্দর সুন্দর রূপকথা শোনাতাম? মনে পড়ে?

ক্যাপ্টেন ॥ মারগ্রেট থেমো না—বলো, আমার সাথে কথা বলো—এতে আমার যন্ত্রণার উপশম হয়—তোমার কথা আমাকে বলো।

মারগ্রেট ॥ বেশ তো বলছি—কিন্তু আমি যা বলবো, তা আপনাকে মন দিয়ে শুনতে হবে। আচ্ছা, আপনার কি মনে পড়ে, সেই যে রান্নাঘরের বড়ো ছুরিটা একদিন হাতে পেয়ে আপনি জিদ্ ধরেছিলেন, তাই দিয়ে কাঠ কেটে নৌকো তৈরী করবেন; আর ছুরিটা আপনার হাতে দেখে আমি কেমন মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে কেড়ে নিয়েছিলাম। সেই ছেলেবেলায় আপনার এই ধারণা ছিল যে, কোন্ কাজটায় আপনার ভালো হবে, তা আমরা

কেউ-ই বুঝি নে। আমি আপনাকে বলেছিলাম, 'ঐ সাপটা আমাকে দাও নইলে এক্ষুণি তোমাকে ছোবল মারবে।' আর অমনি আপনি ছুরিটা ফেলে দিয়েছিলেন। (ক্যাপ্টেনের হাত থেকে মারগ্রেট পিস্তলটা সরিয়ে ফেললে)...মনে পড়ে কি, সেই ছেলেবেলায় কতদিন-না আমি আপনাকে শাসিয়েছি, খোকা জামাকাপড় পরো ; আর আপনি বলতেন, না পরবো না। তখন আমি আপনাকে আদর সোহাগ করে ভুলাতাম আর বলতাম, 'আমি কথা দিচ্ছি, তোমায় সোনার জামা বানিয়ে দেবো—যা পরলে একেবারে রাজপুত্তুর'। তারপর সবুজ রঙের পশমের তৈরী আপনার ছোট্ট পোষাকটি আপনার সামনে ধ'রে বলতাম, "নাও, জামার হাতায় তোমার হাত ঢোকাও—দুটো হাতই" ; আর তারপর আমি বলতাম, "চুপচাপ বসে থাকো—তোমার জামার পিঠের বোতামগুলো আমি না লাগানো পর্যন্ত একটুও নড়ো না—একটু না। (ইত্যবসরে মারগ্রেট পাগলকে বেঁধে রাখার সেই জ্যাকেট ক্যাপ্টেনকে পরিয়ে দিয়েছে।) তারপর আমি বলতাম, "খোকা, এখন উঠে দাঁড়াও—মেঝেতে এপাশে ওপাশে হাঁটো, দেখি, পোষাকটা তোমায় কেমন মানিয়েছে।..." (ক্যাপ্টেনকে ধরে সোফার কাছে নিয়ে গেলো) তারপর বলতাম, "এখন তোমায় শুতে যেতে হবে।"

ক্যাপ্টেন ॥ কি বলছো তুমি ? গায়ে রাজ্যের জামাকাপড় পরেই আমি শুতে যাবো ? (জ্যাকেটটা খুলে ফেলতে চেষ্টা করলেন।) ওরে ও প্রবঞ্চক, ওরে ও ডাইনী। কে কবে ভাবতে পেরেছিল যে, তুমি এতোবড়ো ধড়িবাজ। (সোফার ওপর শুয়ে পড়লেন) ফাঁদে বন্দী করেছে—ঘায়েল করেছে—সর্বকিছু কেড়ে নিয়েছে... ওরা আমায় মরতে দেবে না।

মারগ্রেট ॥ মিঃ য়্যাডলার আমায় ক্ষমা করুন। দয়া করে আমায় ক্ষমা করুন... কিন্তু ঐ বাচ্চা মেয়েটিকে আপনি হত্যা করবেন, সে সুযোগ আপনাকে আমি দিতে পারি নে।

ক্যাপ্টেন ॥ কেন আমাকে হত্যা করতে দিলে না ? জীবন—সে তো নরক ! আর মৃত্যু—সেই-তো স্বর্গরাজ্য...আর, শিশুরা—স্বর্গ তো তাদেরই।

মারগ্রেট ॥ পরলোক সম্পর্কে—মৃত্যুর ওপারের জীবন সম্পর্কে আপনি কী জানেন ?

ক্যাপ্টেন ॥ এ-ই একটি ব্যাপারই, ওই ওপারের জীবন সম্পর্কেই আমরা জানি—এপারের জীবন সম্পর্কে কিছুই আমরা জানি নে।...ওহ্, একেবারে শুরু থেকে যদি সর্বকিছু শুধু আমাদের জানা থাকতো !

মারগ্রেট ॥ মিঃ য়্যাডলাফ আপনার দুর্বিনীত অন্তরকে অবনমিত করুন। এখনও হয়তো সময় আছে ; ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন, তাঁর করুণা যেন আপনার ওপর বর্ষিত হয়। সেই-যে, সেই চোরকে যখন ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা হচ্ছিলো, মানবত্রাতা যীশু তাকে বলেছিলেন, "আজ তুমি

স্বর্গে আমার সাথে থাকবে।"—ভেবে দেখন, চোরের জীবনের সেই চরম ক্ষণ তখনও প্রভুর দয়া বর্ষণের দ্বার বন্ধ হয়ে যায় নি।

ক্যাপ্টেন ॥ বুড়ো দাঁড়কাক, মরা লাশের লোভে ইতিমধ্যেই তুমি কা কা কা করে ডাকতে শুরু করেছো। (মারগ্রেট তার জামার পকেট থেকে স্তোত্রগ্রন্থ বের করলো।)

ক্যাপ্টেন ॥ (ডাকলেন)। নোয়ড ? কোথায় তুমি ? নোয়ড ? (নোয়ড-এর প্রবেশ।)

ক্যাপ্টেন ॥ এই বুড়ীকে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দাও। মন্ত্র প'ড়ে ও আমার দেহপিঞ্জর থেকে আমার প্রাণকে বের করে নিতে চায়। জানলা দিয়ে ওকে ছুঁড়ে ফেলে দাও। কিংবা চিমনীর ফোকাল দিয়ে নীচে ফেলে দাও! বুড়ীকে দূর করার জন্য তোমার যা খুশী তা-ই করো—আমার কোনটাতেই আপত্তি নেই। আমি শুধু চাই ও দূর হোক।

নোয়ড ॥ (মারগ্রেটের দিকে একবার তাকালো)। ক্যাপ্টেন! ঈশ্বর আপনাকে রক্ষা করুন। আর, এ প্রার্থনা আমি আন্তরিকভাবে করছি—কিন্তু আমি তো ও কাজটা করতে পারবো না—কিছুতেই পারবো না। যদি পুরুষ মানুষ হতো আর তাদের সংখ্যা যদি হতো পুরো আধডজন...কিন্তু এক-জন মেয়ে মানুষ...না, না, না!

ক্যাপ্টেন ॥ তা'হলে তুমি বলতে চাও, একজন মেয়েমানুষের সাথে মোকাবেলা করতে তুমি পারো না ?

নোয়ড ॥ মোকাবিলা করতে? নিশ্চয়ই পারি।...কিন্তু যখন তার গায়ে হাত তোলার প্রশ্ন ওঠে...আহ্, সে যে একেবারে আলাদা ব্যাপার...

ক্যাপ্টেন ॥ কেন, তা আলাদা কেন ? তারা কি আমার গায়ে হাত তোলে নি ?

নোয়ড ॥ হ্যাঁ, তুলেছে। কিন্তু ক্যাপ্টেন সাহেব, আমি তা কিছুতেই পারি নে। আপনি যদি আমাকে বলেন, পাদরী সাহেবের গায়ে হাত তুলতে—এ যেন ঠিক তেমনি একটি ব্যাপার। এই বোধটা আপনার অস্থিমজ্জা-রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে—এ যেন আমার ধর্ম। না, না, মেয়েমানুষের গায়ে আমি হাত তুলতে পারবো না।

(ল্যরার প্রবেশ। তিনি নোয়ডকে ঘর থেকে চলে যেতে ইশারা করলেন। নোয়ড ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।)

ক্যাপ্টেন ॥ ওম্‌ফেল! ওম্‌ফেল! তুমি হাতে নিয়েছো গদা আর হারকিউলিস উলের সুতো কাটছে তোমার জন্য।

ল্যরা ॥ (সোফার কাছে এগিয়ে গিয়ে) এ্যাডলফ্! আমার পানে তাকাও! তুমি কি সত্যি সত্যি মনে করো আমি তোমার শত্রু ?

ক্যাপ্টেন ॥ হ্যাঁ—আমি তা-ই মনে করি। তোমরা সবাই আমার শত্রু—এই বিশ্বাস আমি পোষণ করি। আমার মা—তিনি চান নি আমাকে এই

পৃথিবীতে আসতে, কেননা, তিনি জানতেন তাতে প্রসব বেদনা তাঁকে সইতে হবে।—আমার সেই মা—তিনি শুষে নিয়েছিলেন ভ্রূণাবস্থায় আমার জীবনের প্রথম জীবাণু থেকে প্রাণশক্তি—তিনি করেছেন আমাকে বেমানান—দুনিয়ার সাথে খাপ খাওয়াতে অপারগ—আমার মা, তাই তো তিনি আমার শত্রু। আমার বোনও আমার শত্রু ছিলেন, কেনন তিনি আমাকে তাঁর কাছে নতি স্বীকার করতে জোর করে বাধ্য করেছিলেন। যে-মেয়েকে আমি প্রথম আলিঙ্গন করি, সে-ও ছিল আমার শত্রু—কারণ, আমার প্রেম নিবেদনের বিনিময়ে সেই মেয়ে আমাকে রোগে ভুগিয়েছে পুরো দশটি বছর। তুমি ও আমি—এ দু'জনার মধ্যে একজনকে যখন বেছে নিতে হলো আমার কন্যাকে, দেখা গেলো, আমার কন্যা—সে-ও আমার শত্রু। আর তুমি, আমার পত্নী, তুমি—তুমিও আমার শত্রু—তুমি বরাবরই আমার হওয়া পর্যন্ত আমার উপর তোমার কর্তৃত্বকে তুমি হাতছাড়া করো নি।

লারা ॥ আমি যা করেছি বলে তোমার ধারণা জন্মেছে, তা' ঠিক নয়—আমি স্বপ্নেও কোনদিন চিন্তা করি নি, তোমার ওপর কর্তৃত্ব করতে। তবে আমি অস্বীকার করি নে, তোমার পথ থেকে তোমাকে সরিয়ে নিয়ে আসার একটা অস্পষ্ট প্রবণতা আমার মনে ছিল না।—আমি যা করেছি তাতে তুমি যদি একটা পরিকল্পিত ফন্দীর মতো কিছু লক্ষ্য করে থাকো, তাহলে তা আমার অজ্ঞাতেই ঘটেছে। কি ঘটেছে-না-ঘটেছে তা নিয়ে আমি কোন-দিনই মাথা ঘামাই নি—তুমি নিজেই যে পথ রচনা করেছিলে সেই পথ বয়েই ঘটনাবলী চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে। ঈশ্বরের চোখে এবং আমার বিবেকের কাছে আমি যদি নির্দোষ বলে সাব্যস্ত না-ও হই, তবু আমি নিজেকে মনে করবো, আমি নির্দোষ। তুমি আমার বুকের ওপর একটা পাথরের মত চেপে বসেছিলে আর পিষে পিষে আমায় মেরে ফেলতে যাচ্ছিলে। অবশেষে আমি সেই অসহ্য পাষাণভার ছুঁড়ে ফেলে দিতে চেষ্টা করেছি। যা ঘটেছে, তা এ-ই। আর, না-বুঝে আমি যদি তোমায় আঘাত করে থাকি, তোমার কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

ক্যাপ্টেন ॥ শুনতে তো সবই বেশ বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়। কিন্তু তাতে আমার কি ফায়দা হচ্ছে? আচ্ছা, অপরাধটা ঘটলো কোথায়? সম্ভবতঃ আমাদের আত্মিক—পতিপত্নীর নিষ্কাম প্রেমের সম্পর্কের মধ্যেই অপরাধটা নিহিত। একদা পুরুষ কোনো মেয়েকে বিয়ে করতো প্রেমের জন্য। কিন্তু এ জমানায় ব্যবসায়ী অথবা পেশাদার মেয়েমানুষের সাথে পুরুষমানুষ অংশীদারী ব্যবসার দলিল করে—অথবা বলা যেতে পারে, একজন রক্ষিতার সাথে শয়ন এবং আহারে অংশ গ্রহণ করে। আর, তারপর সেই অংশীদারের সাথে করে অবৈধ যৌন সহবাস। কিংবা তার সেই রক্ষিতার ওপর কল-

শেষের ছাপ মেরে দেয়। কিন্তু এ-র ফলে, ভালবাসা? তার কী ঘটে? —ভোগানুভূতি-সঞ্জাত, বলিষ্ঠ ভালবাসা? তার কি পরিণতি ঘটে? পরি-ণতি? মৃত্যু! ভালবাসা যায় মরে। আর, এই অংশীদারী ভালবাসা—থেকে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে তার ভাগ্যে কী ঘটে?—ঐ সন্তানকে যিনি গর্ভে ধারণ করেন, এই অংশীদারী ভালবাসায় তিনি-ই পাওনাদার বলে গণ্য; অথচ দুই অংশীদারের মধ্যে—পারস্পরিক কোনো বাঁধনের বালাই নেই—এই অংশীদারী ভালবাসা থেকে জাত সন্তানের পরিণাম কি দাঁড়ায়? আর, যখন সর্বনাশ নেমে আসে—ব্যবসায় যখন পতন ঘটে, তখন ক্ষতির বোঝা কাকে বহন করতে হয়? আত্মিক সন্তানের দৈহিক পিতা কে?

ল্যরা ॥ আমি স্পষ্ট ক'রে জানিয়ে দিচ্ছি, আমাদের সন্তান সম্পর্কে তোমার সন্দেহ সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন।

ক্যাপ্টেন ॥ সেই জন্যই তো এটা এতো ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে। আমার সন্দেহের যদি অন্ততঃ কিছুটা ভিত্তি থাকতো, তাহলে ধরা-ছোঁয়া-যায় এমন একটা কিছু বাস্তব অবলম্বন পাওয়া যেতো—জেনে শুনে একটা কিছু উপেক্ষা করছি—এমন একটা সুযোগ পাওয়া যেতো।...কিন্তু এখন? এখন শুধু ছায়া ছাড়া আর কিছুই নেই। ঘন বন জঙ্গলের অন্তরালে সেই ছায়া নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে আর মাথা বের ক'রে হাসছে উপহাসের অট্টহাসি। এ যেন হাওয়ার সাথে যুদ্ধ করা—যেন গুলিহীন টোটা ছুঁড়ে নকল যুদ্ধ করা। একটা ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক বাস্তব পরিস্থিতি মানুষের মনে প্রতি-রোধ করার প্রেরণা আনে—তার দেহের শিরা উপশিরাগুলোকে টান-টান করে তোলে আর তার অন্তর্নিহিত শক্তি সক্রিয় হয়ে ওঠে...কিন্তু আমার সব চিন্তা বাষ্পে রূপান্তরিত হয়ে উবে যাচ্ছে। আমার মস্তিষ্ক শূন্য-গর্ভ চিন্তাগুলোকে পিষে চূর্ণ করে চলেছে আর চূর্ণ করতে করতে অবশেষে আগুন জ্বলে উঠছে মস্তিষ্কে।...একটা বালিশ নিয়ে এসে আমার মাথার নীচে দাও। আমি ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছি—একটা কিছু আমার পায়ে চাপা দাও। বড্ড শীত পাচ্ছে—ঠাণ্ডায় মরে গেলাম।

(ল্যরা তার গায়ের শাল খুলে নিয়ে ক্যাপ্টেনের গা ঢেকে দিলেন। মারগ্রেট বালিশ আনতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।)

ল্যরা ॥ মানিক আমার, দাও, আমার হাতে তোমার হাত দাও।

ক্যাপ্টেন ॥ আমার হাত। কেমন্ হাত? কোন্ হাত? যে-হাত তুমি বেঁধে রেখেছো?...ওম্‌ফেল!...ওম্‌ফেল! ওম্‌ফেল! কিন্তু আমি স্পষ্ট অনু-ভব করছি, তোমার শাল আমার ঠোঁট দুটোকে স্পর্শ করছে। ঠিক্ তোমার হাতেরই মতো তুল্‌তুলে—। ঠিক্ তোমার হাতেরই মতো গরম তোমার

শালখানা। বয়স যখন তোমার কম ছিল—যখন তুমি ছিলে তরুণী, তোমার বয়সের চন্দনের সেই ভ্যানিলার সুগন্ধ আমি আজ পাচ্ছি, তোমার এই শালে।...ল্যরা, তুমি যখন তরুণী ছিলে, তুমি আর আমি বেড়াতে যেতাম বনে। আর সেই বনে ফুটে থাকতো থোকা থোকা, প্রিম্‌রোজ ফুল—পাখীরা গাইতো গান—আঃ কী চমৎকার। ল্যরা, অতীতের দিনগুলির পানে একবার ফিরে তাকাও—কী সুন্দরই না ছিলো আমাদের সেই দিনগুলো—আর আজ তাদের কী পরিণতি ঘটেছে!...তুমি চাও নি যে এমনটি ঘটুক—আমি—আমিও চাই নি, তবু যা' ঘটবার তাই ঘটলো।...কে সে—যে আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে?

ল্যরা ॥ ঈশ্বর—একমাত্র তিনিই।

ক্যাপ্টেন ॥ তাহলে সে-ঈশ্বর যুদ্ধ ও সংঘর্ষের দেবতা, এটাই তাঁর পরিচয়। অথবা একালের পরিভাষায় আমার বলা উচিত তিনি সংঘর্ষের দেবী! আমার গায়ের ওপর বেড়ালটা শুয়ে রয়েছে—এটাকে সরিয়ে ফেলো—সরিয়ে ফেলো (মারগ্রেট বালিশ হাতে করে ঘরে ঢুকলো। বালিশটা ক্যাপ্টেনের মাথার নিচে রেখে শালটা সরিয়ে ফেললে) আমার সামরিক জামাটা নিয়ে এসো। আমায় ওটা দিয়ে ঢেকে দাও। (মারগ্রেট কাপড়জামা রাখার আলনার কাছে গেলো। ক্যাপ্টেনের সামরিক জামাটা নিয়ে এসে জামাটা দিয়ে তাঁর গা ঢেকে দিলে।) হায়, ওম্‌ফেল, আমার দুর্ভেদ্য সিংহের চামড়া, আমার কাছ থেকে তুমি ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করেছো! ওম্‌ফেল! ওম্‌ফেল!—বিশ্বাসঘাতিনী নারী!...শান্তিই তোমার কাম্য—এই ভান ক'রে তুমি শুরু করে দিয়েছো আমাকে নিরস্ত্র করতে...জাগো, জাগো হার্কিউলিস—ওরা তোমার গদা তোমার হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়ার আগেই ওঠো, জাগো। ছলনাময়ী নারী। আমি জানি চক্‌চকে চুমকীর তৈরী একটা বাজে জিনিস এই অজুহাতে তোমরা আমাদের বর্ম চোরের মতো গোপনে সরিয়ে ফেলতে চেষ্টা করবে। কিন্তু না, না। আমি বলছি... ওটা লোহা—চুমকি দিয়ে তৈরী হবার আগে, সেকালে লোহা দিয়েই তৈরী হতো। পুরাকালে কামররা লোহা পিটিয়ে বর্ম তৈরী করতো আর এখন বর্ম তৈরী করে মেয়ে-দর্জিরা। ওম্‌ফেল! ওম্‌ফেল! যে-দুর্বলতা বিশ্বাসঘাতকতার নিরাপদ দুর্গে আশ্রয় নিয়েছে সেই দুর্বলতার কাছে প্রচণ্ডতর শক্তি হার মেনেছে। তোমার ওপর অভিসম্পাৎ নেমে আসুক—শয়তানের রক্ষিতা! আমি অভিশাপ দিচ্ছি, গোটা নারী জাতি জাহান্নামে যাক্‌! (ল্যরার মুখে থুথু নিক্ষেপ করার জন্য ক্যাপ্টেন উঠতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না—সোফায় আবার ঢলে পড়লেন) মারগ্রেট, তুমি আমায় এ কেমন বালিশ দিয়েছো? এযে খুব শক্ত, আর বড্ড ঠাণ্ডা—বড্ড

ঠাণ্ডা। এদিকে এসো। আমার পাশে এই চেয়ারে বসো...হ্যাঁ ঐ চেয়ারে। তোমার কোলে আমার মাথা রাখতে দাও। হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে। আহ্ কি সুন্দর, আহ্ কি আরাম, কী গরম। আমার দেহের ওপর নুইয়ে পড়ো, যাতে করে তোমার বুকের স্পর্শ পাই। মেয়েমানুষের বুকে ঘুমিয়ে পড়া —আহ্ কী অপূর্ব! আর সে মেয়েমানুষ জননী-ই হোক কিংবা প্রণয়িনী-ই হোক...কিন্তু সবচেয়ে অপূর্ব আনন্দ মায়ের বুকে ঘুমিয়ে পড়া।

ল্যারা ॥ য়্যাডলফ, তোমার মেয়েকে কি তুমি দেখতে চাও? দেখবে তাকে?

ক্যাপ্টেন ॥ আমার মেয়ে? পুরুষ মানুষের তো কোনো সন্তান নেই—শুধু মেয়েরাই সন্তান প্রসব করে—আর সেই জন্যই আমরা যখন নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করি, ভবিষ্যতটা তাদেরই করতলগত থাকে।—ঈশ্বর, তুমি শিশুদের ছেলেমেয়েদের এতো ভালোবাসো...

ক্যাপ্টেন ॥ শোনো, শোনো ক্যাপ্টেন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছেন।

ক্যাপ্টেন ॥ না, না ঈশ্বরের কাছে নয়—তোমার কাছে প্রার্থনা করছি...আমায় ঘুম পাড়িয়ে দাও।—আমি ক্লান্ত—বড্ড ক্লান্ত। বিদায়—শুভরজনী মারগ্রেট। নারী জাতের মধ্যে তুমিই পুণ্যময়ী। (ক্যাপ্টেন কয়েক মুহূর্তের জন্য উঠে বসলেন—পরক্ষণেই মারগ্রেটের কোলে তাঁর মাথা ঢলে পড়লো আর সঙ্গে সঙ্গে অসহ্য যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠলেন। ল্যরা ডানহাতি দরজার কাছে গিয়ে ডাক্তারকে ডাকলেন। ডাকার সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার ও পাদরী ঘরে ঢুকলেন।)

ল্যারা ॥ ডাক্তার একটা ব্যবস্থা করুন—হয়তো এখনও সময় আছে। য়্যাঁ, কই, নিঃশ্বাস তো আর পড়ছে না।

ডাক্তার ॥ (ক্যাপ্টেনের নাড়ী দেখলেন) হঠাৎ সন্যাসরোগের আক্রামণ!

পাদরী ॥ মারা গেছেন?

ডাক্তার ॥ না। এখনও তাঁর জীবন ফিরে আসতে পারে—আবার জেগে উঠতে পারেন।...কিন্তু সেই জাগরণ যে কী ধরনের হবে, তা আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব নয়।

পাদরী ॥ মরলেই আসে বিচারের...

ডাক্তার ॥ থাক্। বিচার করে রায় দেয়া—কোনো অভিযোগ আনা—আসুন, এসব থেকে এখন আমরা বিরত থাকি। পাদরী সাহেব, আপনি—যিনি বিশ্বাস করেন ঈশ্বর একজন আছেন এবং তিনি মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেন—আপনাকেই এ ব্যাপারটা ঈশ্বরের কাছে ব্যাখ্যা করার ভার নিতে হবে।

মারগ্রেট ॥ পাদরী সাহেব, শুনুন, ক্যাপ্টেনের মুখ থেকে উচ্চারিত সর্বশেষ কথাগুলি ছিল, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা।

পাদরী ॥ (ল্যরাকে লক্ষ্য করে)। মারগ্রেট যা বলছে, তা সত্যি?

ল্যারা ॥ হ্যাঁ সত্যি।

ডাক্তার ॥ অ-ই যদি হয়ে থাকে—আর আমি এক্ষেত্রে এমন একজন ব্যক্তি সত্যি তিনি প্রার্থনা করেছেন কি করেন নি, তা-ও যেমন জানি নে, তেমনি তাঁর রোগ সম্পর্কেও জানি নে কিছুই—সুতরাং আমার বিদায়বাণী এখানে অচল। পাদরী সাহেব, আপনি এখন দেখুন কি করতে পারেন।

ল্যারা ॥ অ: উস্টারবার্ক, এই মৃত্যুক্ষণে আপনার বক্তব্য কি শুধু এই ক'টি কথা বলেই শেষ হয়ে গেলো?

ডাক্তার ॥ হ্যাঁ, আর কিছু বলার নেই। আমি যা জানি, সবই বলেছি। এখন বলতে দিন ঈশ্বরকে—যিনি সঠিক বিচার করতে সক্ষম।

মার্থা ॥ (জল হাতে দরজা দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এলো) মা, মা, মা।

ল্যারা ॥ আমার মেয়ে। আমার বুকের ধন।

পাদরী ॥ আমেন।

প্রথম নাটক শেষ

মিস জুলি

পাত্র-পাত্রী

মিস্ জুলী/বয়স ২৫ বছর

জীন/খানসামা ও জামাকাপড় তত্ত্বাবধানের ভারপ্রাপ্ত ভৃত্য। বয়স ৩০ বছর।

ক্রিসটিন/রাঁধুনী। বয়স ৩৫ বছর।

[স্থান : কাউন্টের রান্নাঘর।

কাল : উত্তরায়ণান্ত রাতের পূর্ববর্তী রাত]

মঞ্চ নির্দেশ

[বেশ বড়সড় একটা রান্নাঘর। ভেতরের দিকের ছাদ ও চারপাশের দেয়াল লেস ও ঝালর দিয়ে মোড়ানো। ঘরের পেছন দিকের দেয়াল সামান্য একটু কোনাকুনিভাবে মঞ্চের বাঁ দিক থেকে ডান দিক পানে তির্যক রেখায় মঞ্চের ওপর দিয়ে আড়াআড়ি চলে গেছে। ডান দিকের দেয়ালে দু'টি তাক আছে। সেই তাক দু'টিতে রয়েছে তামা, লোহা, টিন ও অন্যান্য ধাতুর তৈরী বাসনকোসন। তাকগুলো লতাপাতা ফুল আঁকা রঙীন কাগজে মোড়ানো। তাকগুলো থেকে একটু দূরে বাঁ দিকে একটা প্রকাণ্ড খিলানযুক্ত প্রবেশপথের চারভাগের তিনভাগ দেখা যাচ্ছে। সেই প্রবেশপথে রয়েছে দু'টি কাঁচের দরজা। কাঁচের দরজার ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে একটি জলের ফোয়ারার সাথে কিউপিড-এর (Cupid) একটি মূর্তি এবং ফুটন্ত লাইলাক ফুলের ঝোপ ও লম বার্ডির ঝাউ গাছের কয়েকটি মাথা। ডানদিকে দেখা যাচ্ছে মস্তবড়ো একটা উনুনের কোণা। উনুনের সামনের দিকটা চক্‌চকে ইঁটের তৈরি। উনুনের মাথারও কিছুটা অংশ দেখা যাচ্ছে। বাঁ দিকে দেখা যাচ্ছে, সাদা পাইন কাঠের তৈরি চাকরদের খাবার টেবিলের এক প্রান্ত। টেবিলটার চারপাশে কয়েকটি চেয়ার রয়েছে। ব্যারুচ বৃক্ষের ডাল-পালা দিয়ে উনুনটি সাজানো আর জুনিপার-এর পল্লব মেঝেতে ছড়ানো। টেবিলের ওপর মসলা রাখার একটা মস্ত বড়ো জাপানী বয়ম—বয়মটি ফুটন্ত লাইলাক ফুলে ভর্তি। একটা বরফের বাক্স—একটা রান্নাঘরের টেবিল আর নোংরা জল রাখার একটা পাত্রও দেখা যাচ্ছে। দরজার মাথায় সাবেক-কালের একটা বড়ো ঘণ্টা—দরজার ডান পাশে এ-ঘরে ও-ঘরে কথা বলার একটা নল। মঞ্চের উপর দিকে যাবার দরজা এবং নিচের দিকে ক্রিসটিনের ঘরে যাবার দরজাও রয়েছে। কিন্তু কোনো দরজাই দেখা যাচ্ছে না, কেবলমাত্র জীনের ঘরে (মঞ্চের উপর দিকে) প্রবেশ করার দরজাটাই পুরোপুরি দেখা যাচ্ছে। ক্রিসটিন উনুনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সে কড়াইয়ে কি যেন একটা ভাজতে

খুবই ব্যস্ত। সে হালকা রংয়ের সুতোর তৈরি পোষাক এবং রান্না-করার ম্যাপ্রন পরে রয়েছে। জীন প্রবেশ করলো। তার পরণে চাকরের পোষাক। গোড়ালিতে নাল লাগানো ঘোড়ায় চড়ার এক-জোড়া প্রকাণ্ড বুটজুতো হাতে করে জীন এলো। জুতো জোড়া জীন মেঝেতে এমন এক জায়গায় রাখলো যাতে করে দর্শকদের সবাই জুতো জোড়া পুরোপুরি দেখতে পায়।]

জীন ॥ মিস জুলী আবার পাগলামী শুরু করেছেন। একেবারে বদ্ধ পাগল।

ক্রিসটিন ॥ কে? ও তুমি! ঘুরে ফিরে আবার এখানে!

জীন ॥ কাউন্টের সাথে স্টেশনে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে ফিরে এসে গেলাম গোলবাড়ির দিকে। ঢুকে পড়লাম ভেতরে আর এই এক পাক নেচে এখানে এলাম। গোলাবাড়ীতে ঢুকেই দেখি কি, নাচের আসর—আসরের মূলে নাচুনী মিস জুলী। কাউন্টের বাগানের চৌকিদারকে তাঁর জুড়ী করে নিয়ে নেচে নেচে তিনি-ই আসর পরিচালনা করছেন। কিন্তু যেই আমার পানে দৃষ্টি পড়া, অমনি ঝড়ের বেগে ছুটে এলেন। আর এসেই বললেন, এ-র পরের ওয়ালস্ নাচটা আমার সাথে তুমি নাচবে, এসো। ব্যস্ সেই যে তিনি আমাকে জুড়ী করে ওয়ালস্ নাচ শুরু করলেন, তো করলেনই—নেচেই চলেছি। বাবা, জীবনে আর-এমনটি কখনও দেখি নি। মিস জুলী পাগল, বদ্ধ পাগল।

ক্রিসটিন ॥ মিস জুলী চিরটাকালই খেপাটে। আর এইযে দিন পনের আগে বিয়ের সম্বন্ধটা ভেঙ্গে গেল, তাতেই খেপামিটা আরো বেড়ে গেছে।

জীন ॥ কিন্তু বলতো, বিয়েটা ভেঙ্গে গেল কেন? আমার তো মনে হয়, ছেলেটা খুবই ভালো।—ধরো, যদি তার অঢেল পয়সা না-ও থেকে থাকে, তবু ...মরুকগে যতো সব...এই অভিজাতদের—এই জাতটার সবারই মাথায় রাজ্যের যতো সব উদ্ভট খেয়াল। (টেবিলের এক পাশে বসে পড়লো) আচ্ছা শোনো তো, এটা কি তোমার কাছে একটা আশ্চর্য ব্যাপার মনে হয় না—মিস জুলীর মত একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা—তিনি কিনা বাপের সাথে আত্মীয়বাড়ী বেড়াতে না গিয়ে চাকরবাকরদের সাথে বাড়ীতে থাকাই বেশী পছন্দ করলেন!

ক্রিসটিন ॥ আমার ধারণা তাঁর ঐ বাগদত্ত পাত্রটির সাথে বিয়েটা ভেঙ্গে যাওয়াতে মিস জুলী কেমন যেন একটা বোঘোরে পড়ে গেছেন।

জীন ॥ অবশ্য তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তবে আমি বাজী রেখে একথা বলতে পারি, এই পাত্রটি এমন একজন ব্যক্তি যিনি নিজের পায়ে দাঁড়ানোর সামর্থ রাখেন। ক্রিসটিন, যা ঘটেছে—পুরো ঘটনাটা তুমি কিছু জানো

নাকি? আমি কিন্তু শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নিজ চোখে সব দেখেছি। তবে আমি যে দেখেছি, একথা কিন্তু কেউ জানে না।

ক্রিসটিন ॥ না, না তুমি অমনি অমনি বলছো। তুমি দেখেছো?—সত্যি দেখেছো?

জীন ॥ হ্যাঁ। সত্যিই আমি দেখেছি। ওঁরা দুজনা সেদিন বিকেলে গিয়েছিলেন আস্তাবলে। আস্তাবলের উঠোনে মিস জুলী তাঁর বাগদত্ত পাত্রটিকে "ট্রেনিং" দেবার চেষ্টা করছিলেন। "ট্রেনিং" কথাটা আমার মুখের কথা নয়—মিস জুলীরই কথা, ওটাকে নাকি 'ট্রেনিং' দেয়া বলে। মিস জুলী কি কাণ্ডটা করেছিলেন, কিছু অনুমান করতে পেরেছো? তবে বলি শোনো। ঘোড়ায় চড়ার সময় শ্রীমতী জুলী যে চাবুকটি ব্যবহার করেন, তাঁর সেই সখের চাবুকটি হাতে করে ধরে শ্রীমানকে দিয়ে তা উল্লম্ফন করাচ্ছিলেন—ঠিক যেমন করে মানুষ কুকুরকে লাফানোর ট্রেনিং দেয়। আর শ্রীমানের উল্লম্ফনের সাথে সাথে শ্রীমতী প্রতিবারেই তাঁর চাবুকটি দিয়ে শ্রীমানকে সপাং করে' একটা করে বাড়ি মারছিলেন। একবার—দু'বার, কিন্তু তিনবারের বার শ্রীমান শ্রীমতীর হাত থেকে চাবুকটি কেড়ে নিয়ে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে ছুড়ে ফেললেন আর সেইদিনই তিনি এবাড়ী থেকে নিলেন বিদায়।

ক্রিসটিন ॥ ওঃ এই কাণ্ড ঘটেছিল? এ-যে আমি সাত পুরুষেও কখনো...

জীন ॥ হ্যাঁ, এ-ই কাণ্ডই ঘটেছিল...কিন্তু থাক এখন ও কথা। হ্যাঁ, ক্রিসটিন তোমার ভাঁড়ারে ভাল খাবার কিছু আছে?

ক্রিসটিন ॥ (কড়াই থেকে খাবার তুলে নিয়ে প্লেটে রেখে প্লেটটা জীনের সামনে রাখলো।) বাছুরের মাংসের ফালি থেকে আমি কেটে রেখেছিলাম কিড্‌নির এই টুকরোটা।

জীন ॥ (খাবার শুঁকে দেখলো) বাঃ চমৎকার। এটাই তো আমার সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য।...(খাবারটা গরম আছে কি-না হাত দিয়ে দেখলো) কিন্তু তুমি তো এটা গরম করে দাওনি।

ক্রিসটিন ॥ তোমাকে একটা কথা না বলে পারছি নে—কাউন্ট নিজেকে খুব একজন রুচিবাগীশ বলে জাহির করতে গিয়ে যেমন সবচাইতে খুঁত খুঁত করেন, তুমি দেখছি তার চাইতেও বেশী খুঁত খুঁতে। (জীনের মাথার চুলে আঙুল চালিয়ে আদর করতে লাগলো)।

জীন ॥ (বিরক্ত হয়ে) আহ্‌ করো কি? চুল টেনো না। চুলে কেউ হাত দিলে আমার কেমন যেন গাটা সির্‌সির্‌ করে—আমি সহ্য করতে পারিনে।

ক্রিসটিন ॥ সেকি! তুমি কি জান না আমি তোমায় ভালবাসি। আর তাইতেই তো এমনি করে চুলে আঙুল চালিয়ে তোমায় আদর করছি।—এ কথাটাও কি তোমায় ভেঙ্গে বোঝাতে হবে?

জীন ॥ (খেতে শুরু করলো। ক্রিসটিন একটা মদের বোতলের ছিপি খুললো।) বীয়ার! ২১শে জুনের আগের রাত উৎসবের রাত—উত্তরায়ণান্ত রাতের আগের রাত। এই উৎসবের রাতে বীয়ার! ছোঃ! রেখে দাও তোমার বীয়ার। ওর চাইতে অনেক ভাল মাল আমার কাছে আছে। (টেবিলের দেরাজ টেনে লাল মদের একটা বোতল বের করলো—বোতলটার গায়ে একটা হলুদ রংয়ের লেবেল আঁটা।) এই দেখো হলুদ রংয়ের লেবেল। দেখেছো? যাও, এখন একটা গ্লাস নিয়ে এসো তো! শোনো, মদ যখন নির্জলা খাবে সবসময়ে মনে রাখবে—গ্লাসের সঙ্গে একটা স্টু—মলও থাকবে।

ক্রিসটিন ॥ (চুলোর কাছে গেলো। চুলোর ওপর একটা কড়াই চাপালো। তারপর একটা গ্লাস এনে জীনকে দিলো) যে মেয়ে তোমাকে স্বামী বলে বরণ করবে, হে করুণাময় ঈশ্বর, তুমি তার দিকে একটু নেক নজর রেখো। তোমার মত অকারণে মানুষকে এত ব্যতিব্যস্ত করতে আমি আর কাউকে দেখি নি।

জীন ॥ বাজে বকো না। আমার মতো একজন মনভোলানো পুরুষ পেলে তুমি বর্তে যাও। আর আমি জানি, যদি কেউ আমাকে তোমার মনের মানুষ বলে, তুমি দুঃখিত না হয়ে বরং খুশীই হবে। (এক চুমুক মদ খেলো) অপূর্ব! অতি উপাদেয়। (দুহাত দিয়ে গ্লাসটা ধরে হাতের তাপ দিয়ে গরম করতে করতে বললে) ডিজনের দোকান থেকে এটা কনেছিলাম—এক লিটার চার ফ্রাঙ্ক দিয়ে, সরাসরি পিপে থেকে ঢেলে নেয়া মাল—এক লিটার চার ফ্রাঙ্ক, তাও আবার আবগারী ট্যাক্স বাদ দিয়ে। কিন্তু তোমার ঐ চুলোয় চাপিয়েছো বলোতো, কি বিশ্রী দুর্গন্ধ!

ক্রিসটিন ॥ মিস জুলীর কুকুর ডায়নার জন্য তিনি রাঁধতে বলেছেন, ঐ পেত্নীদের খাদ্যটা।

জীন ॥ ক্রিসটিন, কথাবার্তা বলবার সময় বাক্যে বচনে তোমার আরও একটু সতর্ক হওয়া উচিত।—কিন্তু এটা আমার ভাল লাগছে না, আজ এই উৎসবের রাতে ঐ হতভাগা কুকুরটার জন্য কেন তোমায় বসে বসে উনুন ঠেলতে হবে! ওর কোন অসুখ-বিসুখ করেছে নাকি?

ক্রিসটিন ॥ হ্যাঁ অসুখই করেছে। দারোয়ানের ঐ খেঁকি কুকুরটার সাথে লটঘট করে' এখন পড়েছে বিপদে—পেটে এসেছে বাচ্চা! আর, মিস জুলী এই কাণ্ডটায় বড়ই খাপ্পা হয়েছেন।—বুঝলে না!

জীন ॥ মেয়েটি কোন কোন বিষয়ে বড্ড দাম্ভিক, আবার কোন কোন ব্যাপারে বিন্দুমাত্র অহঙ্কার নেই, ঠিক তাঁর মায়ের মতন। ওঁর মা কাউন্টেস, যখন বেঁচেছিলেন, আমি দেখেছি, রান্নাঘরেই বলো আর আস্তাবলেই বলো, সংসারের কাজ দেখাশোনার ব্যাপারে একেবারে যেন গেরস্ত ঘরের

শিল্পী। কিন্তু যখন গাড়ীতে চাপতেন, কিছুতেই এক ঘোড়ার গাড়ীতে চাপতেন না, অন্ততঃ দুটো ঘোড়া জুততে হতো। জামার হাতের কাফ দুটো হয়ত থাকতো ময়লা কিন্তু জামার প্রতিটি বোতামে একটি করে টিকলি আঁটা চাই। আর মিস জুলীর কথা কী বলবো? তাঁর আত্ম-সম্মান বোধেরই অভাব রয়েছে। নিজের পদমর্যাদার কোন খেয়াল নেই। যদি বলি তাঁর মার্জিত রুচির অভাব রয়েছে তাহলে খুব বেশী অন্যায় বলা হবে না। এই দেখো না, একটু আগে যখন তিনি গোলাবাড়ীতে নাচছিলেন, কি কাণ্ডটাই-না করলেন। মিস আন্না চৌকিদারকে জুড়ী করে নিয়ে নাচছিল—মিস জুলী চট্ করে চৌকিদারকে আন্নার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে নাচতে শুরু করলেন চৌকিদারের সাথে—একটু ইতঃস্ততভাবও দেখালেন না। আমরা কি অমন একটা কাণ্ড করতে পারতাম? না, কিছুতেই পারতাম না। কিন্তু এই অভিজাতরা, এই বড় লোকরা যখন সাধারণ লোকের মত চলাফেরা করতে চেষ্টা করে, তারা এই ধরনের কাণ্ডই করে থাকে। একেবারে ইতর বনে যায়।...তবে...মিস জুলী সুন্দরী বটে! যাকে বলে নিখুঁত সুন্দরী।...কাঁধ দুটি আ হা হা... আর কি সুঠাম ওঁর...

ক্রিসটিন ॥ বন্ধ করো তোমার যতসব বাজে কথা! ক্লারা তাঁর দেহের শ্রীছাঁদের কথা কী বলে তা কি আমি জানি নে? আর তুমি তো জানো, ক্লারাই তাঁকে জামাকাপড় পরায়—এ কাজের ভার তারই ওপর।

জীন ॥ ওঃ—ক্লারা! তোমরা মেয়েরা একজন আর একজনকে হিংসে করো, কিন্তু আমি আর মিস জুলী দুজনা ঘোড়ায় চড়ে কি বেড়াতে যাই নে... আমি তার সাথে কি নাচি নে?—ক্লারা বললেই হলো!

ক্রিসটিন ॥ জীন শোনো। আমার হাতের কাজ শেষ হলে, আমরা দুজনা আজ একটু নাচবো, কি বলো?

জীন ॥ বেশ তো। নিশ্চয়ই। আপত্তি কি?

ক্রিসটিন ॥ কথা দিলে তো?

জীন ॥ কসম খেয়ে বলতে হবে নাকি? যখন আমি বলি, কোন কাজ করবো, আমি তা করবোই।—যাক্, যে-খাবারটা দিয়েছিলে, পরম উপাদেয়, অশেষ ধন্যবাদ। (মদের বোতলের ছিপি, একটা তৃপ্তির ভাব মুখে ফুটিয়ে তুলে, বন্ধ করলো)

মিস জুলী ॥ (হঠাৎ দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো। আর দরজার বাইরের কাকে যেন বললে) আমি এক্ষুণি ফিরে আসছি—তুমি ওখানটায় একটু অপেক্ষা করো...

(জীন তাড়াতাড়ি করে টেবিলের দেরাজে বোতলটা রেখে দিয়ে বিনীত ভাবে উঠে দাঁড়ালো। মিস জুলী ঘরে ঢুকে আয়নাটার পাশে ক্রিসটিনের কাছে গেলো।)

মিস জুলী ॥ এই-যে ক্রিসটিন—তৈরী হয়েছে? (ক্রিসটিন ইশারা করলো, জীনের উপস্থিতি।)

জীন ॥ (মেয়েদের প্রতি পুরুষোচিত মুরুব্বীয়ানা স্বরের ভঙ্গিতে) মহিলাদ্বয়ের বুঝি কোন গোপন ব্যাপার আছে?

মিস জুলী ॥ (হাতের রুমাল দিয়ে জীনের গালে মৃদু আঘাত করে) অতো কৌতূহল ভাল নয়।

জীন ॥ আহ্ কি চমৎকার সুগন্ধ!—এটা ভায়োলেট ফুলের গন্ধ।

মিস জুলী ॥ (ছিনালীর ভঙ্গিতে), হ্যাঁ! তুমি তো দেখছি, বড্ড ডেঁপো! কোন্ গন্ধটা কোন্ ফুলের তা-ও বিচার করার তুমি বুঝি একজন বিশেষজ্ঞ! অবশ্য নাচে তুমি পাকা ওস্তাদ! নাও—এদিকে আর নজর দিও না, এখন সরে পড়ো।

জীন ॥ (বেহায়াপনার ভঙ্গিতে অথচ বিনয়ের ভান করে।) কালকের উত্তরায়ণান্ত রাতের উৎসব উপলক্ষে আপনারা দুই মহিলা মিলে কি মতলব আঁটছেন, বলুন তো। ডাইনীদের 'পানি পড়া'-র মত কোন মন্ত্রপূত পানা চোলাই করছেন নাকি? আর সেই পানার সাহায্যে বুঝি নিজেদের ভবিষ্যৎ—আপনাদের ভাগ্যগ্রহ আপনাদের ভাগ্যে কি লিখে রেখেছে, তা জানতে চান বুঝি? ওরই সাহায্যে আপনাদের মনের মানুষদেরও বুঝি একনজর দেখে নিতে চান?

মিস জুলী ॥ (কটু স্বরে) তা দেখতে হলে তোমার ও চোখ দিয়ে হবে না—আরো সুন্দর চোখ দরকার। (ক্রিসটিনের প্রতি) একটা ছোট্ট বোতলে এটা ঢেলে ফেলো, তারপর ছিপিটা ভালো করে এঁটে দাও।—নাও, এসো জীন, আমার সঙ্গে একপাক স্কটিশী নাচ নাচবো, এসো।

জীন ॥ (ইতঃস্তত করে) আপনাকে আমি অসম্মান করতে চাইনে, কিন্তু এ নাচটা আমি ক্রিসটিনের সাথে নাচবো বলে কথা দিয়েছি।...

মিস জুলী ॥ বেশ তো, এ-র পরের নাচটা সে না হয় তোমার সাথে নাচবে। ক্রিসটিন, তুমি কি বলো? জীনকে কিছুক্ষণের জন্য তুমি আমাকে ধার দাও। কি বলো, ধার দেবে না?

ক্রিসটিন ॥ এতে আমার কিছু বলা সাজে না। (জীন-এর প্রতি) মিস জুলী যদি খুশী হন, তোমার না বলা উচিত হবে না। জীন, যাও—মিস জুলী তোমায় যে সম্মান দেখাচ্ছেন, তাতে তোমার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত!

জীন ॥ মিস্ জুলী, আপনি যদি আমায় খোলাখুলি সব কথা বলতে অনুমতি দেন—আর যদি কোন অপরাধ না নেন, তাহলে শুনুন—আমার ধারণা একই জুটীর সাথে একবারের বেশী নাচা, আপনার পক্ষে খুব বুদ্ধিমানের কাজ হবে না...বিশেষ করে' এ বাড়ীর লোকজন কদর্থ করতে, বাজে কথা কল্পনা করতে বড় বেশী পটু...

মিস জুলী ॥ (রেগে ওঠে) তুমি কি বলতে চাও ? কদর্থ ? কী ধরনের কদর্থ ? তুমি যা বলতে চাও, সোজা কথায় তার মানেটা কি ?

জীন ॥ (আজ্ঞাধীন চাকরের ভঙ্গিতে) মিস জুলী, যেহেতু আপনি কথাটা বুঝেও বুঝতে অস্বীকার করছেন, আমাকে খোলাখুলি করে' বলতে হচ্ছে। আপনাদের বাড়ীর আরো সব চাকর থাকতে, তাদের সবাইকে বাদ দিয়ে মাত্র একজনাকে তাদের ভেতর থেকে বেছে নেয়া—শুধু তাকেই পছন্দ করাটা ভালো দেখায় না। এ সম্মান পাবার আশা তারাও তো করে।...

মিস জুলী ॥ বেছে নেয়া ? পছন্দ করা ? অবাক কাণ্ড! কী সব উদ্ভট ধারণা! আমি—এ বাড়ীর কর্ত্রী—আমি, তাদের নাচে যোগদান করে তাদের ধন্য করি, তাদের সম্মান বাড়াই, বুঝলে!...আমার যখন নাচবার ইচ্ছা জাগে, আমি এমন একজন জুটীর সাথে নাচতে চাই, যার নাচের জ্ঞানবিদ্যা আছে--যে নাচতে জানে। এমন কারু সাথে নাচতে চাই নে, যার সাথে নাচতে আমায় দেখতে বিশ্রী, একটা কিম্ভুত কিমাকার দেখাবে।

জীন ॥ মিস্ জুলী, আপনি যা চান, তাই হবে। আমি আপনার হুকুমের চাকর।

মিস জুলী ॥ (খোশামোদের স্বরে) আমি হুকুম করছি এভাবে কথাটা নিওনা। আজ আমরা উৎসব করছি। সবাই মিলে এই উৎসবের রাতে আমরা ফুর্তি করতে চাই। আজ সবারই মনে আনন্দ। আজ সবারই পরিচয় তারা মানুষ—একমাত্র পরিচয় তারা মানুষ। এখানে ছোট বড়-র ভেদাভেদ নেই—এসো, তোমার বাহুতে আমার বাহু জড়িয়ে নাও। ক্রিসটিন তোমার কোন ভয় নেই, তোমার মনের মানুষকে তোমার কাছ থেকে কেড়ে নেবো না।

(জীন হাত বাড়িয়ে দিলে, মিস জুলী তার বাহুতে নিজের বাহু জড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেলো।)

[জীন ও জুলী বেরিয়ে যাওয়ার পর নির্বাক অভিনয়ের দৃশ্য। মঞ্চে কেবল মাত্র ক্রিসটিন। এই দৃশ্যে ক্রিসটিনকে এমনভাবে অভিনয় করতে হবে যেন মঞ্চ ও গোটা প্রেক্ষাগৃহে একমাত্র সে ছাড়া দ্বিতীয় কোন মানুষ নেই। যখনই সে প্রয়োজন মনে করবে দর্শকদের দিকে পেছন

ফিরে দাঁড়াবে। তখন সে দর্শকদের দিকে ভুলেও তাকাবে না। দর্শকরা অধৈর্য হয়ে পড়তে পারে, এই ভয়ে ক্রিসটিন যেন কিছুতেই আত্মহত্যা না করে। ঘর থেকে বেহালার ক্ষীণ সুর ভেসে আসবে। ক্রিসটিন তাই শুনবে। সুরটা নাচের। জীন টেবিলের যে-জায়গাটায় বসেছিল সেই জায়গাটা পরিষ্কার করতে করতে এবং গামলার পানিতে থালা বাসন হাতা খুন্তি ইত্যাদি ধুতে ধুতে ক্রিসটিন সেই বেহালার সুরের সাথে সুর মিলিয়ে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে গুনগুন করে গান গাইবে। থালাবাসন হাতা-খুন্তি ধোয়ার পর ঝাড়ন দিয়ে মুছেই ভাল করে শুকিয়ে নিয়ে আলমারিতে (Cupboard) তুলে রাখবে। তারপর গায়ের অ্যাপ্রনটা খুলে ফেলবে। দেরাজ থেকে একটা ছোট আয়না বের করে টেবিলের ওপর একটা চাটনির বয়মের গায়ে ঠেস দিয়ে সেই আয়নাটাকে দাঁড় করিয়ে রাখবে। এরপর ক্রিসটিন একটা মোমবাতি জ্বালাবে, একটা মাথার কাঁটা গরম করবে। সেই গরম কাঁটা দিয়ে কপালের ওপরে ঝুলেপড়া কেশগুচ্ছ কুঞ্চিত করবে। তারপর ক্রিসটিন দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বেহালার বাজনা শুনবে। সেখান থেকে ফিরে আবার টেবিলের কাছে আসবে। সেখানে তার নজরে পড়বে মিস জুলীর ভুল করে ফেলে-যাওয়া রুমালখানা। রুমালটা হাতে নিয়ে নাক সিঁটকাবে। তারপর টেবিলের ওপর রেখে হাতের তালু দিয়ে পাট করবে এবং খুব মনোযোগ দিয়ে ভাঁজ করবে।)

জীন ॥ (একলা ঢুকলো) পাগল, আস্ত একটা পাগল। আহ্ মরি! নাচের কি ঢং!! মানুষ এমনি করে নাচে? দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে সবাই মিস জুলীকে ভেংচি কাটছে... ক্রিসটিন বলতো তাঁর কী হয়েছে?

ক্রিসটিন ॥ তার এখন মাসিকের সময়—আর ও মেয়ে সব সময়েই ঐ কেমন এক সৃষ্টি-ছাড়া। কিন্তু তুমি এখন আমার সাথে নাচবে না?

জীন ॥ তোমাকে যে অমন করে ফেলে চলে গেলাম, আমার ওপর রাগ করো নিতো?

ক্রিসটিন ॥ না, না, না, রাগ করবো কেন? তুমি কি আজও জানো না, ও ধরনের ছোটখাটো ব্যাপারে আমি রাগ করিনে। আর আমি তো জানি, আমার স্থান তোমার বুকের কোন্ জায়গায়...

জীন ॥ (বাহু দিয়ে ক্রিসটিনের কোমর জড়িয়ে ধরলো) ক্রিসটিন তুমি সত্যি বুদ্ধিমতী মেয়ে—তুমি ভাল বৌ হবে।

মিস জুলী ॥ (প্রবেশ। মুখে ছিল তার বিরক্তির ভাব, জীন ও ক্রিসটিনকে অন্তরঙ্গ অবস্থায় দেখে সেই বিরক্তির সঙ্গে যুক্ত হলো বিস্ময়। জোর

করে কণ্ঠস্বরে কৃত্রিম সৌজন্য বজায় রেখে সে বললে) ওগো সুন্দর তরুণ যুবক, তুমি তো দেখছি হাড়বজ্জাত—তোমার নাচের জুটীকে ফেলে পালিয়ে এলে !

জীন ॥ আপনি যা বললেন, ঘটনাটা তার ঠিক বিপরীত মিস জুলী—আমি বরং ফিরে এসেছি তার কাছে যাকে আমি ফেলে গিয়েছিলাম।

মিস জুলী ॥ (জীনকে ঘায়েল করার কৌশল মিস জুলী পাল্টালো।) তুমি তো জানো, তোমার মত সুন্দর নাচ আর কেউ নাচতে জানে না। কিন্তু আজকের এই উৎসবের দিনে তুমি আরদালির পোষাক পরে রয়েছো কেন ? খুলে ফেল ও পোষাক, এক্ষুণি এই মুহূর্তে।

জীন । বেশ। তাহলে কিন্তু আপনাকে দয়া করে একটু বাইরে যেতে হবে মিস জুলী। আমার কালো কোটটা ঐ ওখানে ঝুলানো রয়েছে। (সে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বাঁদিক পানে পা বাড়ালো।)

মিস জুলী ॥ আমি এখানে রয়েছি বলে তুমি সঙ্কোচ বোধ করছো ? এতে সঙ্কোচের কি আছে ? শুধু কোটটা পাল্টানো তো !—বেশ, তোমার ঘরে গিয়ে কোটটা পাল্টে চলে এসো।...আর না হয়, তুমি এখানেই পাল্টাতে পারো, আমি পেছন ফিরে দাঁড়াবো এক্ষুনি।

জীন ॥ মিস জুলী আমার অপরাধ নেবেন না, আমি এক্ষুণি আসছি। (সে তার ঘরে গেল, ঘরটি বাঁদিক পানে। সে পোষাক পাল্টাতে লাগলো। পাল্টাতে গিয়ে হাত নাড়াচাড়া করছে স্পষ্ট দেখা গেল।)

মিস জুলী ॥ (ক্রিসটিনকে বললে।) ক্রিসটিন সত্যি করে বলতো, ও কি তোমার মনের মানুষ ? ওর তুমি খুব অন্তরঙ্গ বলে মনে হচ্ছে।

ক্রিসটিন ॥ মনের মানুষ ? তা আপনি যদি ওকে আমার মনের মানুষ বলতে চান, বলতে পারেন। আমরা একে বলি, বাগ্‌দান।

মিস জুলী ॥ ও, তোমরা একে বাগদান বলো ?

ক্রিসটিন ॥ মিস জুলী, এই হালেই তো আপনি নিজে বাগদত্তা ছিলেন—বাগদান কাকে বলে তা তো আপনি জানেন...

মিস জুলী ॥ হ্যাঁ জানি। কিন্তু আমরা যথাবিধি নিয়ম মোতাবেক বাগদান অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছিলাম।

ক্রিসটিন ॥ করেছিলেন বটে, কিন্তু তার ফলাফল—শূন্য।

[জীনের পুনঃ প্রবেশ। সে কালো কোট পরেছে আর তার হাতে রয়েছে একটি টুপি]

মিস জুলী ॥ (সপ্রশংস দৃষ্টিতে জীবনে পানে তাকয়ে বললে) ত্রেস্‌ জেন্‌-তিল্‌ ম'সিয়ে জীন। ত্রেস্‌ জেন্‌তিল্‌।

জীন ॥ হুউস হুউলেজ প্লেইস্যানটার মাদাম !

৬—

মিস জুলী ॥ এভ্‌ হুউস হুউলেজ পারলার ফ্রান্‌কাইস ? কোথায় শিখেছো তুমি ?

জীন ॥ সুইজারল্যান্ডে। সেখানে লিউকারণে-এর একটা খুব বড় হোটেলে যখন স্টুয়ার্ডের কাজ করতাম তখন শিখেছি।

মিস জুলী ॥ এই কালো কোটে তোমাকে সত্যিকার একজন ভদ্রলোকের মত দেখাচ্ছে। অপূর্ব ! কী সুন্দর !

জীন ॥ ও, আপনি আমাকে নিয়ে মস্করা করছেন।

মিস জুলী ॥ (মর্মাহত হয়ে) তেমাকে নিয়ে মস্করা ?

জীন ॥ আমার মতো একজন লোককে আপনি সত্যি-সত্যি প্রশংসা করতে পারেন, ঐ কথা বিশ্বাস করতে আমায় বারণ করছে আমার চরিত্রের সহজাত বিনয়,—এবং সেই জন্যই আপনার সম্পর্কে আমার এ ধারণা করার দুঃসাহস হয়েছে যে, আপনি শুধু শুধু অতিশয়োক্তি করছেন অথবা সাদামাটা কথায় বলতে গেলে যাকে বলা হয়, আপনি মস্করা করছেন।

মিস জুলী ॥ তোমার কথায় এমন সুনিপুণ শব্দ প্রয়োগ কোথায় শিখেছো ? নিশ্চয়ই তুমি অনেক থিয়েটার দেখেছো।

জিন ॥ হ্যাঁ, তা দেখেছি বটে। বহু দেশ আমি ঘুরেছি।

মিস জুলী ॥ কিন্তু তোমার জন্ম তো এই কাছাকাছি কোথাও, তাই না ?

জীন ॥ আমার বাবা গাঁয়ের জমাদার সাহেবের খামারে কাজ করতেন—এই কাছেই, বেশী দূরে নয়। আমার মনে পড়ে, আপনি তখন ছোট্ট, আপনাকে আমি দেখেছি। কিন্তু আপনি আমার দিকে কখনো ফিরেও তাকান নি।

মিস জুলী ॥ মনে পড়ে, সত্যি ?

জীন ॥ হ্যাঁ,—বিশেষ করে একটা দিনের ঘটনা...না, না, না আমি আপনাকে তা বলতে পারবো না।

মিস জুলী ॥ বলতে পারবে না ! কেন ? না, না বলো, বলো—এ-ই তো বলবার সময়...

জীন ॥ না, না, সত্যি বলছি, আমি বলতে পারবো না। থাক্‌। এখন নয়। আজ নয়। আর-এক দিন—অন্য এক দিন...

মিস জুলী ॥ অন্য একদিনের আবির্ভাব হয়তো আর ঘটবেই না। ঘটনাটা কি খুবই রোমাঞ্চকর ?

জীন ॥ না, রোমাঞ্চকর মোটেই নয়, তবে আমি যেন একটু অস্বস্তি বোধ করছি। তাকিয়ে দেখুন ওর দিকে (আঙুল দিয়ে ক্রিসটিনকে দেখালো। চুলোর পাশে চেয়ারে বস ক্রিসটিন ঘুমুচ্ছে।)

মিস জুলী ॥ বৌ হিসেবে ও কিন্তু খুবই ভালো বৌ হবে, কি বলো ! ঘুমুলে নাকও ডাকে বুঝি ?

জীন ॥ না, নাক ডাকে না—তবে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কথা বলে।

মিস জুলী ॥ (তীব্র ব্যঙ্গস্বরে) তুমি জানলে কি করে।

জীন ॥ (বাহাদুরি দেখানোর স্বরে) আমি ওকে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কথা বলতে শুনেছি। (নিস্তব্ধতা...দুজনাই এসে অপরের চোখের পানে তাকিয়ে রইল।)

মিস জুলী ॥ তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বসো।

জীন ॥ আপনার সামনে তো আমি বসতে পারি নে।

মিস জুলী ॥ যদি আমি হুকুম করি।

জীন ॥ আমি সে হুকুম তামিল করবো।

মিস জুলী ॥ বেশ, আমি হুকুম করছি বসো।—না, দাঁড়াও, গলাটা শুকিয়ে গেছে, আগে আমার জন্য এক গ্লাস, যা-হোক কিছু নিয়ে এসো।

জীন ॥ আমি তো জানি নে, বরফের বাক্সে কি আছে, না-আছে। সম্ভবতঃ বিয়ার ছাড়া আর কিছু নেই।

মিস জুলী ॥ বিয়ার এমন কোন বাজে জিনিষ নয়—আর আমার রুচি এত সাদাসিধা যে, মদের চইতে বিয়ারই আমি বেশী পছন্দ করি।

জীন ॥ (বরফের বাক্স থেকে বিয়ারের একটা বোতল বের করলে। ছিপি খুললে। তারপর কাব্যারড্-এর কাছে গেল। একটা গ্লাস ও প্লেট বের করলে। প্লেটের ওপর গ্লাস ও বিয়ারের বোতলটা রেখে দু' হাতে প্লেটটা ধরে নিয়ে এসে রাখলো মিস জুলীর সামনে।) আজ্ঞা করুন।

মিস জুলী ॥ ধন্যবাদ। তুমিও একটু খাবে না?

জীন ॥ বিয়ার আমি তেমন পছন্দ করি নে। তবে আপনি পীড়া পীড়ি করছেন...

মিস জুলী ॥ পীড়াপীড়ি? আমি ভেবেছিলাম, একজন মেয়ে যখন বিয়ার খায়, পুরুষ মানুষের তাকে যে সঙ্গ দেয়া উচিত, এই সাধারণ ভদ্রতাজ্ঞানটুকু তোমার আছে।

জীন ॥ মিস জুলী আপনি ঠিক কথাই বলেছেন (আর-একটা বিয়ারের বোতলের ছিপি খুলে। কাব্যারড্ থেকে একটা গ্লাস বের করে তাতে বিয়ার ঢাললো।)

মিস জুলী ॥ নাও এখন আমার স্বাস্থ্য কামনা করে' খেতে শুরু করো (জীন ইতঃস্তত করলে) বুড়ো খোকা! এতো লাজুক তুমি!

জীন ॥ (হাঁটু গেড়ে বসে মদের গ্লাসটা হাতে করে উপর পানে তুললো, তারপর রগড় করে যথারীতি স্বাস্থ্য কামনা করলো।) আমার সম্রাজ্ঞী এবং কর্ত্রীর উদ্দেশ্যে।

মিস জুলী ॥ সাবাস। আমার স্বাস্থ্য কামনা পর্বের বাকি অবিস্মরণীয় অনুষ্ঠানটি এবার—এই নাও আমার পদচুম্বন করো।

(জীন প্রথমটায় ইতঃস্তত করলে। তারপর সব সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে পুরুষের ভঙ্গিতে মিস জুলীর পা হাতে তুলে নিয়ে মৃদু চুম্বন দিলে।)

মিস জুলী ॥ চমৎকার। তোমার অভিনেতা হওয়া উচিত ছিল।

জীন ॥ (উঠে দাঁড়ালো) মিস জুলী আর নয়, এ পালা এখন শেষ করুন... হঠাৎ কেউ এসে পড়তে পারে ; আর আমাদের হাতে নাতে ধরে ফেলবে।

মিস জুলী ॥ আসুক না কেউ—কি আসে যায় তাতে ?

জীন ॥ কেউ এসে দেখে ফেললে কলঙ্ক রটাবে ; সেই জন্যই বলছি। কেন, একটু আগে আপনি নিজ কানে শোনেন নি, ওখানে ওরা কি সবি বলাবলি করছিল...

মিস জুলী ॥ কি বলছিল ওরা ? বলো না, কি বলছিল ওরা। কিন্তু দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? বসো।

জীন ॥ (বসলো) মিস জুলী, আপনার অনুভূতিতে আমি কোনো আঘাত দিতে চাইনে—কিন্তু ওরা এমন সব বিশ্রী কথা বলেছ...এমন সব...ওরা... কি বলবো...ওরা এমন একটা সন্দেহ করে বসেছে যে...সন্দেহটা কি তা নিশ্চয়ই আপনি বুঝতে পারছেন...মিস জুলী, আপনি তো ছোট্ট খুকীটি নন...ধরুন আপনিই যদি দেখেন, একজন মহিলা আর একজন পুরুষ মানুষ, সঙ্গে আর তৃতীয় প্রাণী নেই—তারা দুটিতে মিলে মদ খাচ্ছে—আর বিশেষ করে সেই পুরুষ মানুষটি বাড়ীর চাকর এবং গভীর রাতে—আপনি-ই যদি এমন একটা কান্ড ঘটতে দেখেন, তাহলে...

মিস জুলী ॥ তাহলে কী ? তাছাড়া, আমরা দুটিতে তো একলা নই, তৃতীয় ব্যক্তি তো এখানে রয়েছে—ঐ তো ক্রিসটিন রয়েছে।

জীন ॥ হ্যাঁ রয়েছে বটে তবে ঘুমিয়ে রয়েছে।

মিস জুলী ॥ আমি ওকে ঘুম থেকে জাগাবো (দাঁড়ালো) ও ক্রিসটিন, তুমি কি ঘুমিয়ে পড়েছো ? ক্রিসটিন শুনেছো।

ক্রিসটিন ॥ (গভীর ঘুমে নিমগ্ন) ব্লা-ব্লা-ব্লা-ব্ল...

মিস জুলী ॥ ও ক্রিসটিন, শুনছো—ঘুমে একেবারে বেহুঁশ।

ক্রিসটিন ॥ (ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই বললে) কাউন্টের জুতো পালিশ করা হয়ে গেছে—কফি রেখে দাও—এই এক মিনিটের মধ্যেই করে দিচ্ছি—দেরি হবে না—এক মিনিট —খোঁ-ও-ও-খিঁশ্-শ্—খোঁ-ও-ও-খিঁশ্-শ...(ক্রিসটিনের নাক ডাকার শব্দ)।

মিস জুলী ॥ (ক্রিসটিনের নাক মলে দিলে) ওঠো—ওঠে পড়ো।

জীন ॥ (কঠোর স্বরে) মানুষ ঘুমুলে তাকে বিরক্ত করতে নেই।

মিস জুলী ॥ (তীক্ষ্ন স্বরে) কি বললে ?

জীন ॥ যে-লোককে সারাটা দিন আগুনের পাশে বসে উনুন ঠেলতে হয়, রাতে তার বিশ্রাম নেয়ার অধিকার আছে। তাছাড়া ঘুমন্ত লোকের প্রতি একটা শ্রদ্ধার ভাব থাকা উচিত।

মিস জুলী ॥ (গলার স্বর পরিবর্তন করে) তুমি যে এভাবে চিন্তা করো এতে তোমার সুবিবেচনারই পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। এতে তোমাকে প্রশংসাই করতে হয়। ধন্যবাদ (জীনের পানে হাত বাড়ালো।) এসো, আমার সঙ্গে বাইরে এসো। চলো দু'জনায় কয়েকটা লাইল্যাক ফুল তুলি গে...

(ক্রিসটিন ঘুম থেকে উঠে দাঁড়ালো আর ঘুমে টলতে টলতে বাঁ হাত পানে তার শোবার ঘরে গেল।)

জীন ॥ আপনার সাথে আমায় যেতে বলছেন ?

মিস জুলী ॥ হ্যাঁ আমার সাথে।

জীন ॥ না, তা হতে পারে না। কিছুতেই হতে পারে না।

মিস জুলী ॥ আমি ঠিক বুঝতে পারছিনে, তুমি মনে মনে কি ভাবছো...তুমি বুঝি ভাবছো, আমি তোমার...তাই বুঝি ভাবছো ? না ?

জীন ॥ না না আমি ভাবছি যে...লোকজন তাই ভাবছে।

মিস জুলী ॥ কি বললে ? আমার বাড়ীর গোলামের আমি প্রেমে পড়েছি ?

জীন ॥ আমি সেজন্য গর্ববোধ করছিনে...তবে এ ধরনের ঘটনা অনেক ঘটেছে...এবং দুনিয়ায় কারুরই কাছে পবিত্রতা বলে কোনো বস্তুর অস্তিত্ব নেই।

মিস জুলী ॥ (টিপ্পনী কেটে) তুমি একজন অভিজাত শ্রেণীর লোকের মত কথা বলছো।

জীন ॥ হ্যাঁ, আমি একজন অভিজাতই বটে।

মিস জুলী ॥ আর আমি ?—আমি কি নিজেকে নীচে নামিয়ে নিয়ে চলেছি ?

জীন ॥ মিস জুলী, আমার কথাটা রাখুন—নিজেকে নীচে নামাবেন না। কোন লোকই বিশ্বাস করবে না, সব মানুষই বলবে, আপনার অধঃপতন হয়েছে।

মিস জুলী ॥ আমি মানুষের প্রতি তোমার চাইতে অনেক উচ্চ ধারণা পোষণ করি। এসো, চলে এসো। দেখাই যাক, তোমার না আমার, কার ধারণাটা ঠিক। চলো এসো। (জীনের প্রতি এমনভাবে তাকালো যেন তাকে চ্যালেঞ্জ করছো)

মিস জুলী ॥ হয়তো তাই। কিন্তু তুমিও কম অদ্ভুত নও। আর বলতে গেলে, বিশ্বসংসারে সবকিছু অদ্ভুত। এ-ই জীবন—এ-ই মানুষ—সব-কিছুই যেন ময়লা পানির গাঁজলা, যেন পাতলা পিচ্ছিল এঁটেল মাটি, নিরন্তর উপরে উপরে ভাসছে—ভেসে ভেসে চলেছে—তারপর যাচ্ছে ডুবে ডুবে যাচ্ছে একেবারে অতলে। শোনো, আমার মনে পড়ে গেলো একটা

স্বপ্নের কথা—যে স্বপ্নটা আমি প্রায়ই দেখে থাকি : আমি যেন খুব উঁচু একটা থামের মাথায় বসে রয়েছি। নীচে নামবার কোনরকম পথই পাচ্ছিনে। নীচের দিকে যেই তাকাই অমনি বোঁ বোঁ করে মাথা ঘুরতে থাকে। অথচ আমাকে নীচে নামতেই হবে। কিন্তু নীচে লাফিয়ে পড়বো, এ সাহস আমার নেই। আর সেই থামের মাথায় এমন একটা কিছু অবলম্বনও নেই, যা দুহাতে ধরে বসে থাকবো—সেই ত্রিশঙ্কু অবস্থায় আমি মনে মনে কামনা করে চলেছি, আমি যেন সেখান থেকে নীচে পড়ে যাই, কিন্তু কিছুতেই পড়ছি না...আমি কিন্তু ওদিকে স্পষ্ট অনুভব করছি, নীচে না নাবা পর্যন্ত, মাটি স্পর্শ না করা পর্যন্ত আমার মনে কিছুতেই শান্তি আসবে না...আর সেই থামের মাথা থেকে একবার যদি মাটিতে নামতে পারি, আমি তখন স্পষ্ট বুঝতে পাচ্ছিলাম, আমার মন চাইবে মাটি চাপা দিয়ে আমাকে কবর দেয়া হোক। মানুষের মনে যে এমন ইচ্ছা জাগে, কখনো তুমি শুনেছো ?

জীন ॥ না। কিন্তু আমি সাধারণতঃ এই স্বপ্নটা দেখে থাকি : আমি যেন একটা গভীর বনে খুব উঁচু একটা গাছের নীচে শুয়ে রয়েছি। আমার মনে একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা : গাছটার একেবারে মগডালে ওঠার, আর মগডালে বসে সূর্যের আলোয় উজ্জ্বল প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখার—এবং সেই সঙ্গে মগডালের পাখীর বাসা থেকে সোনার ডিম চুরি করার ইচ্ছাও আমার মনে রয়েছে। আমি গাছটায় উঠতে শুরু করলাম—উঠছি—আরো উঠছি—কিন্তু গাছের গুঁড়িটার বেড় খুব বড়ো আর বড্ড পিচ্ছিল—সবচেয়ে নীচের ডালগুলোও এতো উঁচুতে যে কী বলবো। কিন্তু আমি জানি, যদি আমি প্রথম ডালটা অবধি উঠতে পারি, মই বেয়ে ওঠার মতো অতি সহজে আমি মগডালে পেঁছিতে পারবো। আজ পর্যন্ত আমি গাছটার মগডালে উঠতে পারিনি কিন্তু আমি উঠবোই—যদি সেই ওঠাটা শুধু আমার স্বপ্নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে তবু আমি উঠবোই।

মিস জুলী ॥ আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমার সাথে স্বপ্ন নিয়ে গল্প করছি, কি আশ্চর্য...নাও, ঢের হয়েছে, এসো এখন। অন্য কোথাও নয়—এ-ই বাগানে, এসো (মিস জুলী হাত বাড়িয়ে দিলে, দুজনা বাহুতে বাহু জড়িয়ে দরজার দিকে পা বাড়ালো)

জীন ॥ মিস জুলী, জানেন তো, এই উত্তরায়ণান্ত পর্বের রাতে নয়টি ফুলের,—অবশ্য ফোটা ফুল হওয়া চাই—৯টি ফুলের স্বপ্ন সত্য হবে। (দরজার কাছে যেতেই দু'জনা থমকে দাঁড়ালো, জীন হঠাৎ তার ডান হাত দিয়ে একটা চোখ ঢাকলো।)

মিস জুলী ॥ দেখি, তোমার চোখে কি পড়লো ?

জীন ॥ না, ও কিছু নয়...সামান্য এক কণা ধুলো পড়েছে—এক্ষুণি সেরে যাবে।

মিস জুলী ॥ আমার জামার আস্তিনটার ঘসা লেগে তোমার চোখে—এ-ই আস্তিনেরই ধুলো। বসে পড়ো, আমি ধুলোটা বের করে দিচ্ছি। (জীনের হাত ধরে চেয়ারের কাছে নিয়ে এলো। চেয়ারের ওপর বসিয়ে দিল, মাথাটা হাত দিয়ে পেছন পানে একটু ঠেলে দিলে, তারপর নিজের রুমালের সরু ডগা দিয়ে জীনের চোখ থেকে ধুলো বের করতে লেগো।) নড়ো না, চুপ করে বসে থাকো। আহ্, নড়ো না, বলছি (জীনের হাতে একটা থাপড় মারলে।) যা বলছি শোনো, নড়ো না—তাই তো, বিরাট, প্রকান্ড, এতো বড় শক্ত মানুষটাও দেখছি, রীতিমত কাঁপছে। (জীনের বাহুর পেশী টিপে দেখলে।) এমন শক্ত পেশী যার সে মানুষও কাঁপে!

জীন ॥ (তাকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করে।) মিস জুলী।

মিস জুলী ॥ আজ্ঞা করুন মঁসিয়ে জীন।

জীন ॥ ক্ষান্ত দিন। জে নি সুইস কুয়ান হোম্মি!

মিস জুলী ॥ রাখো তোমার ও সব বকুনি। চুপ করে বসে থাকবে কি না বলো—নড়ো না—এই পেয়ে গেছি—এই দেখো বের করে ফেলেছি। নাও, এখন আমার হাতে চুমু খাও আর বলো, "ধন্যবাদ আপনাকে।"

জীন ॥ (চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালো) মিস জুলী, দয়া করে আমার একটা কথা শুনবেন—ক্রিসটিন তার ঘরে ঘুমুতে গেছে—আমি যা বলছি, শুনুন।

মিস জুলী ॥ আগে আমার হাতে চুমু দাও।

জীন ॥ বেশ, দিচ্ছি—কিন্তু নিন্দার জন্য দায়ী থাকবেন আপনি।

মিস জুলী ॥ নিন্দা! কেন, কি হয়েছে?

জীন ॥ কেন? আপনি ছোট্ট খুকীটি নন। আপনার বয়স ২৫ বছর; তাই না? আপনি জানেন না, আগুন নিয়ে খেলা করা খুবই বিপজ্জনক?

মিস জুলী ॥ আগুন আমায় পোড়াতে পারে না—আমি অদাহ্য।

জীন ॥ (গম্ভীর স্বরে) না, আপনি অদাহ্য নন। আর যদি হনও, বিপদ থেকে খুব বেশী দূরে আপনি দাঁড়িয়ে নেই—এক্ষুণি হয়তো আপনার হাতের দেয়া আগুনে বারুদের স্তূপ দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে।

মিস জুলী ॥ ও বুঝেছি, তোমার নিজের কথা বলছো।

জীন ॥ হ্যাঁ নিজের কথাই বলছি। আর নিজের কথা বলছি এই জন্য যে, আমি জীন-ই হই, আর যা-ই হই না কেন, আমি একজন পুরুষ মানুষ এবং আমি যুবকও।

মিস জুলী ॥ উপরন্তু মনভোলানো কার্তিকের মতো চেহারা...কী আকাশচুম্বী দম্ভ! যেন ডন জুয়ানের আবার আবির্ভাব ঘটেছে—দ্বিতীয় ডন জুয়ান।

অথবা সাক্ষাৎ জোসেফ। কসম খেয়ে বলছি, আমার মনে হচ্ছে, তুমি দ্বিতীয় জোসেফ।

জীন ॥ তাই মনে করেন নাকি? সত্যি মনে করেন?

মিস জুলী ॥ হ্যাঁ, তোমাকে আমার যেন তাই মনে হচ্ছে।

(জীন বুক ফুলিয়ে জুলীর কাছে গেলো আর তাকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গণ করতে ও চুমু খেতে চেষ্টা করলো)

মিস জুলী ॥ (জীনের কান মলে দিলে আর সঙ্গে সঙ্গে বললো।) এই করে তোমাকে ভদ্র আচরণ শিক্ষা দেয়া হলো।

জীন ॥ এটা কি ঠাট্টা—না, সত্যি সত্যি অন্তর থেকেই বলছেন?

মিস জুলী ॥ আন্তরিকভাবেই বলছি।

জীন ॥ তাই যদি হয়ে থাকে, তাহলে এ-ই এক মুহূর্ত আগে আপনি যা করছেন, তা-ও আন্তরিকভাবেই করেছেন। আপনার খেলাও বড় বেশী আন্তরিকভাবে আপনি করে থাকেন, আর বিপদটা সেখানেই। আর পারছিনে, খেলতে খেলতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি—বড্ড ক্লান্ত। এখন দয়া করে রেহাই দিন।—আমায় ক্ষমা করুন— অনেক কাজ পড়ে আছে, আমায় যেতে দিন। কাউন্টের জুতো পালিশ করতে হবে। তিনি ফিরে আসার আগেই সব ঠিকঠাক করে রাখতে হবে। (এক জোড়া জুতো হাতে তুলে নিলে।)

মিস জুলী ॥ রেখে দাও জুতো।

জীন ॥ না। এটাই আমার কাজ আর এ কাজের জন্যই আমাকে মাইনে দেয়া হয়। আপনার খেলার সাথী হবার জন্য আমাকে মাইনে করে রাখা হয়নি। আর মাইনে দিলেও ঐ কাজ করা আমার দ্বারা সম্ভব নয়...আমি নিজেকে ও ধরণের কাজের চেয়ে, আপনার খেলার সাথী হবার চেয়ে অনেক উচ্চতর কাজের যোগ্য মনে করি।

মিস জুলী ॥ তুমি দাম্ভিক।

জীন ॥ হ্যাঁ, কোন কোন ব্যাপারে, তবে সব ব্যাপারে নয়।

মিস জুলী ॥ তুমি কখনো কারো সাথে প্রেম করেছো?

জীন ॥ ঐ শব্দটা আমরা ব্যবহার করি না। তবে বহু মেয়ে আমার মন কেড়েছে।—একবার তো একটা কাণ্ডই ঘটে গেল—আমি একদম অসুস্থ হয়ে পড়লাম; কেননা, যাকে আমি চাই, তাকে পাওয়া কিছুতেই সম্ভব ছিল না। রীতিমত অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম, যেমন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন আরব্য উপন্যাসের শাহজাদা, যিনি শুধু প্রেমেরই জন্য আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছিলেন—না পারতেন ঘুমুতে, না পারতেন খেতে।

মিস জুলী ॥ সে মেয়েটি কে? (জীন নিরুত্তর) কে সে মেয়েটি?

জীন ॥ জোরজবরদস্তি করে তার নাম আমার মুখ থেকে বের করতে পারবেন না।

মিস জুলী ॥ আমি যদি তোমার আপনজনা হিসেবে—বন্ধু হিসেবে জিজ্ঞাসা করি। ...কে সে মেয়ে?

জীন ॥ সে মেয়ে—আপনি।

মিস জুলী ॥ (বসে পড়লো) অদ্ভুত কাণ্ড।

জীন ॥ হ্যাঁ, আপনি তা বলতে পারেন। অদ্ভুত—অস্বাভাবিক কাণ্ডই বটে।—কিছুক্ষণ আগে আমি যে ঘটনাটি বলতে আপত্তি করেছিলাম; এখন শুনুন—সব কিছুই বলবো আপনাকে।...আপনারা যে দুনিয়ায় বাস করেন সেই উপরতলার দুনিয়াটা নিচুতলার মানুষের দৃষ্টিতে কি রকমটি দেখায় বলতে পারেন? না, আপনি তা জানেন না।—ঠিক যেন বাজ পাখি—বাজ পাখির পিঠের দিকটা দেখার সুযোগ বড়-একটা ঘটে না, কেননা সব সময়েই সে আকাশে খুব উঁচুতে উড়ে বেড়ায়।...আমার বাবার ছোট্ট একটা কুঁড়ে ঘর, সেটাই ছিল আমাদের বাড়ী। আমরা সাত ভাই আর এক বোন থাকতাম সেই বাড়ীতে। হ্যাঁ আমাদের একটা শুয়োরও ছিল—ধু ধু মাঠ, গাছপালার নাম নিশানা নেই, সেই ধু ধু মাঠে শুয়োরটা চরে বেড়াতো। আমাদের কুঁড়ে ঘরের জানালা দিয়ে আমি চেয়ে চেয়ে দেখতাম, কাউন্টের বাগানের উঁচু দেয়ালে আর দেয়াল ছাড়িয়ে উঁচু উঁচু আপেলের গাছগুলো। আমার মনে হতো, ওটাই যেন স্বর্গের উদ্যান, নন্দনকানন, গার্ডেন অব্ ইডেন আর সেই নন্দন কাননকে যেন আগুনের তলোয়ার হাতে করে পাহারা দিচ্ছে শত শত দুর্ধর্ষ দেবদূত। কিন্তু সেই দেবদূতদের উপস্থিতি সত্ত্বেও আমি এবং পাড়ার কয়েকটি ছেলে-আমরা নন্দন কাননের গাছে ওঠবার পথ আবিষ্কার করেছিলাম...এ সব শুনে আমার প্রতি আপনার ঘৃণা হচ্ছে, তাই না?

মিস জুলী ॥ কি যে বলো! ঘৃণা? ছোট ছোট ছেলেরা তো আপেল চুরি করেই।

জীন ॥ এখন আপনি এ কথা বলছেন বটে। কিন্তু তবু আপনি আমাকে ঘৃণা না করে পারেন না।...হ্যাঁ, তারপর শুনুন—একদিন আমি সেই স্বর্গোদ্যানে আমার মায়ের সাথে পেঁয়াজের ক্ষেত নিড়াতে গিয়েছিলাম। শাক-সবজির বাগানের পাশে জ্যাসমিন গাছের ছায়ার আড়ালে একটা টার্কিশ প্যাভিলিয়ন ছিল, আপনার মনে আছে? আর প্যাভিলিয়নটা ছিল লতানো ফুলের গাছ দিয়ে ঢাকা। ওটা কি, ও ঘরটা দিয়ে কি হয়, আমি কিছুই বুঝতে পারি নি—কিন্তু অমন সুন্দর ঘর জীবনে আর কখনও দেখি নি।...আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখতাম, লোকজন ভেতরে যাচ্ছে। ফিরে আসছে। একদিন নজরে পড়লো, দরজাটা খোলা। আমি চুপি-চুপি ভেতরে ঢুকে পড়লাম—দেয়ালে রাজা বাদশাদের বড় বড় ছবি টাঙানো

আর জানালাগুলোকে ট্যাসল্‌ লাগানো লাল রঙের পর্দা ঝুলছে। এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, আমার সেদিনের, সেই মুহূর্তের মনের... আমি যেন...(সে লাইল্যাক ফুলের একটা কাঁচ ডাল ভেঙে নিয়ে মিস জুলীর নাকের কাছে ধরলে।) কিন্তু আমি কোনো রাজপ্রসাদের ভেতরে কোনদিন ঢুকিনি, আর গীর্জার চাইতে সুন্দরতর বাড়ীও জীবনে কখনো দেখিনি ; এই প্যাভিলিয়নের ভেতরটা দেখে সেদিন আমার মনে হয়েছিল, দুনিয়ায় এ-র জুড়ি নেই...এর পর থেকে সারাদিনে যত কথাই চিন্তা করতাম, সব কথা বাদ দিয়ে বার বার আমার মনে এই প্যাভিলিয়নটার কথাই জাগতো...ধীরে ধীরে আমার মনে একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠলো—যে করে হোক একদিন ঐ ঘরে ঢুকে ওখানকার সমস্ত আনন্দ, সৌন্দর্য, বিস্ময় খুব ভাল করে উপভোগ করতে হবে।—অবশেষে একদিন চুরি করে ভেতরে ঢুকে পড়লাম। চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। মুগ্ধ হয়ে গেলাম। এমন সময়ে হঠাৎ মনে হলে কে যেন আসছে—পায়ের শব্দ পেলাম। ভদ্রলোকদের জন্য ঐ ঘর থেকে বাইরে বেরুবার ছিল একটি মাত্রই পথ। কিন্তু আমার জন্য ছিল আরও একটা।—তাছাড়া ঐ দ্বিতীয় পথটি দিয়ে বেরিয়ে পড়া ছাড়া তখন আমার গত্যন্তরও ছিল না...(মিস জুলী লাইল্যাক ফুলের যে কাঁচ ডালটা জীনের হাত থেকে নিয়েছিল, সেটা তার হাত থেকে টেবিলের ওপর পড়ে গেল অথবা সে আস্তে টেবিলের ওপর রাখলো।)

জীন ॥ ...আমি পড়ি-তো-মরি করে ছুটতে লাগলাম—রাজবেরি গাছের ঝোপে আছাড় খেয়ে স্ট্রবেরি-র বাগান পেরিয়ে দিকবিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে দৌড়তে দৌড়তে একেবারে পৌঁছে গেলাম গোলাপ বাগানের চত্বরে। সেখানে একটি মূর্তি আমার নজরে পড়লো। আমি তাকিয়ে রইলাম তার দিকে—পরণে ফ্যাকাশে লাল রঙের পোষাক আর তার পায়ে ছিল সাদা মোজা। বলুন তো কে? আপনি। আমি তাড়াতাড়ি করে কতগুলো আগাছার আড়ালে গিয়ে সেখানেই শুয়ে পড়লাম। একবার চিন্তা করে দেখুন—আমি শুয়ে রয়েছি কাঁটায়-ভরা বুনো লতাপাতার ঝোপের নিচে, স্যাঁতস্যাঁতে কাদামাখা মাটিতে, সারা দেহে অসংখ্য কাঁটা বিঁধছে।—সেখানে শুয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে আপনাকে দেখতে লাগলাম। আপনি গোলাপ-বাগানে পায়চারি করছেন। আপনাকে দেখতে দেখতে সেদিন আমার মনে এই কথাটা জেগেছিল : ধর্মগ্রন্থে লেখা আছে, একজন চোরের পক্ষেও স্বর্গে প্রবেশের অধিকার লাভ এবং ফেরেশতাদের সঙ্গে বাস করার সৌভাগ্য অর্জন করা মোটেই অসম্ভব নয়, বরং ষোলআনা সম্ভব।—এ কথা যদি সত্যি হয় তাহলে ঈশ্বরের এই পৃথিবীতে একজন গরীব

চাষীর ছেলের পক্ষে কাউন্টের প্রাসাদের পার্কে প্রবেশ করা আর কাউন্টের মেয়ের সাথে খেলা করা অসম্ভব বলে বিবেচিত হবে কেন ?

মিস জুলী ॥ (চোখে মুখে বেদনা ফুটে উঠলো ব্যথিত স্বরে) সব গরীব লোকের ছেলেমেয়েরাই কি ঠিক এমনিভাবে চিন্তা করে—তোমার মনে সেদিন যে-সব কথা জেগেছিল, তোমার কি ধারণা, প্রত্যেকটি গরীব ছেলেমেয়ের, তাদের সবারই মনে ও-সব কথা জাগে ?

জীন ॥ (প্রথমে ইতঃস্তত করলে, তারপর সুদৃঢ় প্রত্যয়ের স্বরে বললে) প্রত্যেকটি গরীব ছেলেমেয়ে ? তারা কি সবাই...হ্যাঁ—নিশ্চয়ই তাদের সবারই এ সব কথা মনে জাগে।

মিস জুলী ॥ গরীবদের জীবনে খুবই কষ্ট, তাই না ?

জীন ॥ উহু। মিস জুলী। উহু। কাউন্ট পত্নীর সোফায় একটি কুকুরেরও শোবার সুযোগ আছে—সম্ভ্রান্ত ঘরের একজন তরুণীর হাতের আঙুলের সোহাগ পাবার অধিকার তাঁদের আস্তাবলের একটি ঘোড়ারও আছে—কিন্তু একজন ভৃত্যের...(গলার স্বরে পরিবর্তন করলো) হ্যাঁ, অবশ্য ভৃত্যদের মধ্যে ভিন্ন ধাতুতে গড়া মানুষ কেউ কেউ আছে তারা পথের সব বাধা পায়ে দলে পৃথিবীতে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়—কিন্তু এটা নিত্যকার ঘটনা নয়—তারা ব্যতিক্রম। যাকগে। সেই ঝোপের নিচে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকার পর আমি ছুটে গিয়ে কাপড়-জামা সমেত পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। পুকুর থেকে আমাকে টেনে তুলে বাবা আমায় সেদিন বেদম মেরেছিলেন। কিন্তু ঠিক তার পরের রবিবারে বাবা আর তাঁর সাথে বাড়ীর সবাই দাদির বাড়ী গেলেন বেড়াতে। আমি তাঁদের সঙ্গে না গিয়ে বাড়ীতেই থেকে গেলাম। গরম পানি আর সাবান দিয়ে খুব ভাল করে গোসল করে নিয়ে আমার সবচেয়ে সুন্দর পোষাকটা পরে গির্জায় গেলাম। আমি জানতাম, গির্জায় গেলে আপনার দেখা পাবই। গির্জায় আপনাকে দেখলাম। তারপর আত্মহত্যা করবো, এই সংকল্প নিয়ে বাড়ী ফিরলাম।...কিন্তু আমি কুৎসিৎভাবে মরতে চাই নি সেদিন, আমি কামনা করেছিলাম সৌন্দর্যে ভরা মৃত্যু—বিনা কষ্টে আরামের মৃত্যু। হঠাৎ আমার খেয়াল হলো, তাইতো আমি শুয়ে রয়েছি অলডার গাছের নিচে—মনে পড়লো, এখানে শুয়ে ঘুমোনো খুব বিপজ্জনক। আমাদের বাড়ীতে ছিল প্রকাণ্ড একটা অলডার গাছ—তখন তাতে সবেমাত্র ফুল ফুটতে শুরু করেছে। আমি গাছ থেকে ফুলগুলো তুলে জই রাখার বড় বাক্সটায় ফুলের একটা বিছানা পাতলাম। কখনও আপনি লক্ষ্য করেছেন কি, জই কেমন মসৃণ আর সিল্কের মত কেমন নরম ? এতো নরম যে স্পর্শ করলে মনে হয়, যেন মানুষের দেহের চামড়া।

আমি বাক্সের ঢাকনা বন্ধ করে দিয়ে চোখ বুজে শুয়ে পড়লাম। ধীরে ধীরে গভীর ঘুম এলো। যখন আমার ঘুম ভাঙলো, আমি অসুস্থ বোধ করতে লাগলাম—খুবই অসুস্থ। কিন্তু আপনি তো সাক্ষাৎ দেখতেই পাচ্ছেন—মিস জুলি। সত্যি কথা বলতে কি, আমার মন যে তখন কি চেয়েছিল, আমার পক্ষে বলা কঠিন।...আপনাকে কোন দিন আমি পেতে পারি, এমন দুরাশা আমার মনে অবশ্য জাগে নি—কিন্তু সমাজের যে-স্তরে আমার জন্ম সেই স্তরের ঊর্ধ্বে বিরাজিত আমার হৃদয়ের সদা-উদ্বিত নিরাশার প্রতি-মূর্তি রূপে আপনি সেদিন আমার সামনে মূর্ত হয়ে উঠেছিলেন।

মিস জুলী ॥ সত্যি, তুমি নিজেকে খুব চমৎকার ভাষায় প্রকাশ করতে পারো। তুমি কখনও স্কুলে লেখাপড়া করেছো ?

জীন ॥ মাত্র দিন কয়েক। তবে আমি অনেক নভেল পড়েছি। থিয়েটারও খুব দেখেছি। তাছাড়া শিক্ষিত ভদ্রলোকদের আলাপ-আলোচনা শোনার সৌভাগ্য আমার ঘটেছে আর আমার বেশীর ভাগ শিক্ষাদীক্ষা তাঁদের কাছ থেকেই।

মিস জুলী ॥ আমরা যখন নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই শোনো বুঝি ?

জীন ॥ নিশ্চয়ই। আর আমি অনেক অনেক কিছু শুনেছি যখন আপনাদের জুড়িগাড়ীর পেছনে বসে থেকেছি, আপনাদের নৌকাবিহারের সময় যখন আমাকে দাঁড় টানতে হয়েছে। মিস জুলী, একদিন নৌকায় সেই যে আপনি আপনার এক বান্ধবীর সঙ্গে আলাপ করছিলেন...

মিস জুলী ॥ কি আলাপ করছিলাম ? কী শুনেছো ?

জীন ॥ না না সে কথা আমি আপনার সামনে উচ্চারণ করতে পারবো না।... কিন্তু আমি না বলে পারছি নে, আপনার মুখে ঐ সব কথা শুনে আমি হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলাম না, ঐ জাতের শব্দগুলো আপনি শিখলেন কোত্থেকে ? যাক গে। ছোট লোক আর বড়লোকের পার্থক্যটা মানুষ যত বড় করে দেখে থাকে, বাস্তবে পার্থক্যটা সম্ভবতঃ তত বড় নয়।

মিস জুলী ॥ নির্লজ্জ কোথাকার ! বাগদত্তা অবস্থায় আমরা তোমাদের মতো কাণ্ডকারখানা করি নে।

জীন ॥ (সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে) সত্যি ? যা বলছেন তার যথার্থতা সম্পর্কে আপনি নিশ্চিত ? দেখুন মিস জুলী, নিজেকে বড় বেশী নিষ্পাপ বলে জাহির করে কোন ফায়দা হবে না...

মিস জুলী ॥ আমি যাকে আমার প্রেম অর্পণ করেছিলাম, শেষকালে দেখা গেল, লোকটা ইতর।

জীন ॥ সব ঘটনা ঘটে যখন শেষ হয়, যখন সব কিছু চুকে মুকে যায় তখন আপনারা বরাবরই এ ধরনের কথা বলে থাকেন।

মিস জুলী ॥ বরাবর ?

জীন ॥ হ্যাঁ বরাবর—অন্ততঃ আমি তাই মনে করি। কেননা, আপনার এই সর্বশেষ ঘটনার পূর্বেও ঠিক একই পরিস্থিতিতে একই রকম ঘটনার বিবরণ শুনেছি।

মিস জুলী ॥ কী রকম পরিস্থিতি ?

জীন ॥ ঠিক এমনটিই—এই সর্বশেষটির মতই।

মিস জুলী ॥ চুপ করো। আমি আর তোমার কোন কথা শুনতে চাই নে।

জীন ॥ আশ্চর্য! ভদ্রমহিলা আর কোনো কথা শুনতে চান না। ভালো। আচ্ছা আমি এখন অনুমতি চাচ্ছি—আমায় যেতে দিন, আমি ঘুমোবো।

মিস জুলী ॥ (নরম সুরে) ঘুমোতে যাবে ? এতো রাতে ? উত্তরায়ণান্তের আগের রাতে ঘুমোবে কি ?

জীন ॥ হ্যাঁ ঘুমোবো। ঐ যতো সব বাজে লোকের সাথে নাচার আমার কোনো আগ্রহ নেই।

মিস জুলী ॥ যাও তো, আমাদের বজরার চাবিটা নিয়ে এসো। হ্রদে কিছুক্ষণ আমাকে নৌকাবিহার করাও। বজরায় বসে ভোর বেল সূর্য-ওঠা দেখার আমার শখ জেগেছে।

জীন ॥ এটা কি সুবিবেচনার কাজ হবে ?

মিস জুলী ॥ তোমার কথা শুনে মনে হয়, তোমার সুনাম নষ্ট হবে বলে তুমি যেন ভয় পেয়েছো!

জীন ॥ ভয় পাবো না কেন? আমি দশের কাছে খেলো হতে চাইনে। আর, যখন আমি যা-হোক-একটা-কিছু করে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়ানোর আশা করছি ঠিক সেই সময়টায় একটা বদনাম নিয়ে চাকরি থেকে বিতাড়িত হওয়া আমি কাম্য মনে করিনে। তাছাড়া আমি মনে মনে অনুভব করি, ক্রিসটিন-এর প্রতিও আমার একটা দায়িত্ব রয়েছে।

মিস জুলী ॥ উঃ আবার সেই ক্রিসটিন।

জীন ॥ হ্যাঁ। তবে সে একা নয়—আপনিও আমার মনে রয়েছেন। মিস জুলী, আমার কথা শুনুন—ঘুমোতে যান।

মিস জুলী ॥ তোমার হুকুম আমায় তামিল করতে হবে নাকি ?

জীন ॥ হ্যাঁ, তবে মাত্র একটি বার। আমি মিনতি করছি—আপনার নিজের মঙ্গলের জন্যই। দুপুর রাত কখন পেরিয়ে গেছে। বেশী রাত জাগলে দেহে উত্তেজনা দেখা দেয়, মনে নেশা জাগে, মানুষকে বেপরওয়া করে তোলে। যান. ঘুমান গে! তাছাড়া, আমার শুনতে যদি ভুল না হয়ে

থাকে...কান পেতে শুনুন...বাড়ীর লোকজন এদিক পানেই আসছে—তারা এসেই আমাকে খুঁজবে...আর তারা যদি আমাদের দু'জনাকে এখানে দেখে, আপনার মুখে কালি পড়বে।

(জনতা এগিয়ে আসছে, তাদের গান শোনা যাচ্ছে।)

[বন থেকে বেরিয়ে এলো দুটি রাঙা বৌ ট্রিডিরিডি—রাল্লা ট্রিডিরিডি-রা। একটি বউয়ের ছোট্ট পা গেছে ভিজে ট্রিডিরিডি-রাল্লা-লা। তারা শুধু বলে টাকা টাকা টাকা ট্রিডিরিডি-রাল্লা ট্রিডিরিডি-রা। কিন্তু হায় কানা কড়িও নেই তাদের কাছে ট্রিডিরিডি-রাল্লা-লা। তোমার দেয়া আঙটি ফিরিয়ে দিলাম তোমায় ট্রিডিরিডি-রাল্লা ট্রিডিরিডি-রা। আর-একজন নতুন মানুষ পড়েছে নজরে আমার ট্রিডিরিডি-রল্লা-লা।]

মিস জুলী ॥ আমি এখানকার সবাইকে চিনি—আমি ওদের ভালবাসি, ওরাও আমায় ভালবাসে। ওদের আসতে দাও—তারপর দেখো, কি হয়।

জীন ॥ না মিস জুলী, ওরা আপনাকে ভালবাসে না। ওরা আপনার দেয়া অন্ন গ্রহণ করে বটে কিন্তু আপনার পেছনে থু থু ফেলে। আমি যা বলছি বিশ্বাস করুন। কান পেতে শুনুন। ওরা কী গাইছে, দয়া করে শুনুন। না, না, না আমার অনুরোধ, শুনবেন না।

মিস জুলী ॥ (কান পেতে শুনতে লাগলো।) ওটা ওরা কী গান গাচ্ছে ?

জীন ॥ ওটা একটা অশ্লীল প্যারডি। আপনাকে আর আমাকে নিয়ে রচনা করেছে।

মিস জুলী ॥ লজ্জাকর ! নির্লজ্জ ! কী প্রতারণা।

জীন ॥ ঐ জাতের লোকগুলো চিরটাকাল ভীরু। ইতরদের সঙ্গে লড়তে গেলে একমাত্র করণীয় হচ্ছে ওদের কাছ থেকে আপনাদের নিজেদের মান ইজ্জত রক্ষা করা।

মিস জুলী ॥ পালিয়ে যাওয়া ? কিন্তু কোথায় পালাবো ? আমরা এখান থেকে বের হতে গেলেই ওদের সামনে পড়বো আর ক্রিসটিনের ঘরেও তো যেতে পারি নে।...

জীন ॥ বেশ, তা হলে আমার ঘরেই চলুন। আমার ঘরেই যেতে হবে—আর কোনো দ্বিতীয় পথ নেই। আর, আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন। আমি আপনার বন্ধু। বিশ্বস্ত, অকৃত্রিম।

মিস জুলী ॥ কিন্তু ধরো—ধরো তারা যদি তোমার ঘরে ঢুকে তোমায় খোঁজ করে।

জীন ॥ আমি দরজা বন্ধ করে খিল এঁটে দেবো। তারা যদি দরজা ভাঙতে চেষ্টা করে, আমি গুলি করবো। চলে আসুন (হাঁটু গেড়ে বসে জীন মিনতি করলো।) দয়া করে চলে আসুন।

মিস জুলী ॥ (অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে) তুমি আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করো।

জীন ॥ আমি কসম খেয়ে বলছি। (মিস জুলী তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে বাঁ পাশ পানে জীনের ঘরে ঢুকলো। জীনও উত্তেজিতভাবে তার পেছনে পেছনে গেল।)

(কাউন্টের খামারের লোকজন পরবের দিনের জন্য তুলে রাখা ভাল ভাল পোষাক পরে প্রবেশ করলো। তাদের মাথার টুপিতেও হ্যাটে ফুল গোঁজা। একজন বেহালা বাজিয়ে এই জনতাকে পরিচালিত করছে। বেহালা বাদকটিই মূল গায়েন। জনতা বিয়ারের একটি ছোট পিপা আর ব্রান্ডির সোরাই টেবিলের ওপর রাখলো। সোরাই ও পিপাটি তাজা সবুজ পাতা দিয়ে তৈরী মালা দিয়ে সাজানো। তারপর তারা রান্না ঘর থেকে গ্লাস নিয়ে তাতে মদ ঢেলে খেতে লাগলো। এরপর তারা একে অপরের হাত ধরে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে নাচতে শুরু করলো। আর সেই সঙ্গে 'বন থেকে বেরিয়ে এল দুটি রাঙা বউ' গানটির সুর ভাঁজতে লাগলো। নাচ শেষ হবার পর ঐ গানটি গাইতে গাইতে তারা বেরিয়ে গেল।

মিস জুলী জীনের ঘর থেকে একলা বেরিয়ে এলো। সে দেখলো, জনতা রান্নাঘর তছনছ করে চলে গেছে। হতাশা ও বিরক্তিতে নিজের দুই করতল চেপে ধরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর পাউডার-পাফ বের করে নিজের মুখে পাউডার মাখালো।)

জীন ॥ (বাহাদুরির ভাব চোখে মুখে ফুটিয়ে প্রবেশ করলে।) দেখলেন তো সব? কী গান গাইলে শুনলেন তো? আপনি কি মনে করেন, এ-র পরেও আপনার এ বাড়ীতে বাস করা চলে?

মিস জুলী ॥ না। আমার মনে হয় না আমি আর এ বাড়ীতে থাকতে পারি। কিন্তু এখন আমরা কি করি বল তো!

জীন ॥ এখান থেকে বেরিয়ে পড়তে হবে—চলে যেতে হবে—এখান থেকে বহু-দূর দেশে...

মিস জুলী ॥ চল যেতে হবে তা তো বুঝলাম, কিন্তু কোথায়?

জীন ॥ সুইজারল্যান্ডে—ইতালীতে—হ্রদের দেশ ইতালীতে...আপনি কখনো সেখানে গেছেন?

মিস জুলী ॥ না। কিন্তু জায়গাটা কি খুব সুন্দর?

জীন ॥ আহ! চিরবসন্ত—কমলালেবুর বাগান—জলপাইয়ের বাগান। আহাহ্।

মিস জুলী ॥ ধরো, গেলাম সেখানে, কিন্তু আমরা করবো কি?

জীন ॥ আমি হোটেলের ব্যবসা করবো—প্রথম শ্রেণীর হোটেল—তার সব কিছুই প্রথম শ্রেণীর এবং কেবলমাত্র বিশেষ শ্রেণীর মহামান্য অতিথিদের জন্য।

মিস জুলী ॥ হোটেল ?

জীন ॥ খুবই ফূর্তির ব্যবসা—আমায় বিশ্বাস করুন। সব সময়েই নতুন নতুন মানুষ, নতুন নতুন ভাষা—ক্লান্ত অথবা বিরক্ত হবার কোনো সুযোগই আপনার ঘটবে না...এটা ওটা হরেক রকম বৈচিত্র লেগেই রয়েছে—হাতে কাজ নেই, ফাঁক ফাঁকা লাগছে, কী করি—এ দুর্ভাবনা মুহূর্তের জন্যও পোহাতে হবে না। কেননা, হোটেলে বৈচিত্রের ঠাসবুনানী। দিন রাত ঘণ্টা বাজছে—ট্রেনের হুইসিল হরদম শুনছেন—বাস আসছে, গাড়ী যাচ্ছে; গাড়ী আসছে, বাস যাচ্ছে, আর দিন রাত চব্বিশ ঘণ্টা ঝন ঝন করে টাকা বাজছে। একেই বলে জীবন, কথাট আপনাকে বলে রাখছি।

মিস জুলী ॥ হ্যাঁ একেই বলে জীবন। কিন্তু আমার ব্যবস্থা কি হবে ?

জীন ॥ আপনি বাড়ীর কর্ত্রী হবেন—হোটেলের সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ—হোটেলের অলংকার। আপনার ঐ সুন্দর চোখের চাহনি, আপনার অপূর্ব ঢঙ, আপনার মার্জিত রুচি—কি আর বলবো, একেবারে পয়লা দিন থেকেই হোটেল ব্যবসায়ে আমাদের সাফল্য সুনিশ্চিত। বিরাট সাফল্য। আপনি রাণীর মতন অফিস ঘরে বসে থাকবেন। কলিং বেল-এর ইলেট্রিক বোতাম টিপবেন আর আপনার দাসরা ছুটোছুটি করবে। অতিথিরা লাইন বেঁধে আপনার সিংহাসনের সামনে এসে দাঁড়াবে—ভীতি-মিশ্রিত শ্রদ্ধা আপনাকে নিবেদন করবে। হোটেল থেকে যখন পাওনার বিল অতিথিদের হাতে দেয়া হয়, তখন তারা কেমন ঘাবড়ে যায়, সে সম্পর্কে আপনার কোন ধারণা নেই। আমি বিলের কাপিতে নুন ছিটিয়ে দেবো আর আপনি আপনার গাঢ় মিষ্টি হাসি হেসে তাতে চিনি মিশিয়ে দেবেন...আহ্‌। দয়া করে চলুন, আমরা এখান থেকে পালিয়ে যাই। (পকেট থেকে একটা টাইম-টেবিল বের করলে।) আর দেরি নয় শেষ রাতের এই ট্রেনটাতেই চলুন। ৬টা ৩০ মিনিটে আমরা মালমু পেঁছিবো, সকাল ৮টা ৪০ মিনিটে হামবুর্গ—২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ফ্রাঙ্কফোর্ট ও ব্রাসেস্‌ল্‌-এ। আর আমরা সেন্ট গোথার্ড হয়ে কোমো-তে যাবো। দাঁড়ান টাইম টেবিলটা ভাল করে দেখে নি—হ্যাঁ, তিন দিন। কোমো-তে পেঁছিবো তিন দিনে।

মিস জুলী ॥ খুব ভাল প্রস্তাব। কিন্তু জীন তুমি আমায় সাহস দাও। বলো, তুমি আমায় ভালবাসো। এসো, আমার বাহুতে তোমার বাহু জড়াও।

জীন ॥ (ইতঃস্তত করলে) আমি চাই বটে কিন্তু আমার সাহসে কুলোচ্ছে না... এই বাড়ীতেই আবার...না না আর সাহসে কুলোচ্ছে না। আমি যে আপনাকে ভালবাসি, আপনার তো এখন তা আর অজানা নেই—আপনার আর সন্দেহ করার কি এখনও কোনো কারণ আছে ? কি বলেন মিস জুলী, এখনও সন্দেহ করার কোনো কারণ আছে ?

মিস জুলী ॥ (কণ্ঠস্বরে সত্যিকার মায়ীসুলভ অনুভূতির স্পন্দন) মিস জুলী! আমায় মিস জুলী বলছো কেন? বলো, শুধু জুলী। আমাদের দুজনার মধ্যে এখন আর কোনো বেড়া থাকতে পারে না। ডাকো, আমায় জুলী বলে ডাকো।

জীন ॥ (করুণ স্বরে) আমি তা পারি নে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই বাড়ীতে আছি, আপনার আর আমার মাঝে একটা প্রকাণ্ড বেড়া থাকবেই। এ বাড়ীর ঐতিহ্য এবং স্বয়ং কাউন্ট। শুনুন মিস জুলী। কাউন্ট! আমার জীবনে আপনার বাবা কাউন্ট যে ভীতির উদ্রেক করেন, বিশ্বাস করুন, দুনিয়ার কেনো মানুষের সাথেই তার তুলনা হয় না। ধরুন, আপনাদের বাড়ীর একটা চেয়ারের ওপর তাঁর হাতের এক জোড়া দস্তানা পড়ে আছে। ব্যস। ঐ দস্তানা জোড়ার ওপর আমার নজর পড়তেই আমার মনের গোলামটা জেগে ওঠে—আমি ভয়ে কুঁচকে যাই।...দোতালায় বেল টিপে তিনি আমায় ডাকছেন—ঐ বেল টেপার শব্দ শোনার সাথে সাথে ঠিক যেন একটা আতঙ্কিত ঘোড়ার মতো ভয়ে আমার মাথা তাঁর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে। এই যে তাঁর বুটজুতো জোড়া বুক ফুলিয়ে টান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, জুতো জোড়ার দিকে নজর পড়তেই আতঙ্কে আমার মেরুদণ্ড হিম হয়ে আসছে (জুতো জোড়ায় জীন লাথি মারলো)। কুসংস্কার, হীনমন্যতা, দেশাচার, প্রথা—শিশুকাল থেকে এরা আমায় পিষে মারছে।—অবশ্য এদের হাত থেকে অনায়াসে নিজেকে উদ্ধার করা যেতে পারে।...আর তার জন্য আর কিছুই করতে হবে না, শুধু এই দেশ থেকে একটা স্বাধীন প্রজাতন্ত্রে চলে যেতে হবে, আর সেখানে গেলেই আপনি দেখতে পাবেন, তারা আমার এই কুলির পোষাকের কতখানি সম্মান দেয়।...হ্যাঁ তারা আমার সামনে মাথা নোয়াবে, আমায়—এই কুলিকে হাত তুলে অভিবাদন করবে। কিন্তু এদেশে তা হবার জো নেই। অপরের পায়ের কাছে মাথা নুইয়ে চলার জন্য আমার জন্ম হয় নি—আমার মধ্যে সত্যিকার বস্তু আছে—আমার আছে শক্ত মেরুদণ্ড...গাছের প্রথম ডালটা ধরবার যদি কোনদিন সুযোগ পাই, আপনি দেখবেন, আমি একেবারে মগডালে উঠে পড়েছি। আজ আমি একজন গোলাম কিন্তু সামনের বছরেই দেখবেন, আমি নিজের একটা ব্যবসা শুরু করে দিয়েছি, আর, আজ থেকে দশ বছর পর দেখবেন, আমি প্রচুর ধনসম্পদের মালিক হ'নে কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করতে চলেছি। অবসর গ্রহণ করার পর আমি রুমানিয়ায় গিয়ে বসবাস করবো—চেষ্টা করে দেখবো একটা খেতাব জোগাড় করা যায় কি করে।...আমার কথাটা মন দিয়ে শুনুন, আমার জীবনের শেষ পর্যায়ে হয়তো কাউন্ট খেতাবে আমি ভূষিত হবো।

মিস জুলী ॥ বাঃ চমৎকার। খুবই খুশীর কথা!

জীন ॥ হ্যাঁ, রুমানিয়াতে টাকা দিয়ে খেতাব কেনা যায়। তা হলে বুঝতে পারছেন, আপনি শেষ পর্যন্ত কাউন্টেস হবেন। মিস জুলী—আমার কাউন্টেস।

মিস জুলী ॥ এ সব কথা শোনার এখন আমার কোন আগ্রহ নেই। খেতাব, পদবী, মান সম্মান সবকিছু পেছনে ফেলে আমি চলে যাচ্ছি। তুমি শুধু আমায় বলো, তুমি আমায় ভালবাসো...যদি তুমি আমায় ভাল-না-বাসো তা'হলে তা'হলে...তা'হলে আমার কী গতি হবে!

জীন ॥ আপনাকে আমি ভালবাসি—এ কথা বলবো—হাজার বার বলবো, কিন্তু এখন নয়—পরে। এ বাড়ীতে নয়, এখন নয়—পরে বলবো। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা, এখন আমাদের ভাবপ্রবণতার সময় নয়—ভাবপ্রবণতাকে প্রশ্রয় দিলে সবকিছু ভণ্ডুল হবে। এখন ধীর স্থির চিত্তে, প্রশান্ত মনে বিচক্ষণ ব্যক্তিদের মত ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের চিন্তাভাবনা করতে হবে। (একটা সিগার পকেট থেকে বের করলে, সিগারের গোড়াটা দাঁত দিয়ে একটু কেটে নিয়ে সিগারটা ধরালো।) আসুন, আপনি ঐ চেয়ারটায় বসুন, আমি এখানে বসছি।...শুনুন, ব্যাপারটা নিয়ে এখন এমন নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে আলাপ আলোচনা করতে হবে যেন আমাদের দুজনার মধ্যে কোনো ঘটনাই ঘটে নি।

মিস জুলী ॥ (হতাশার স্বরে) হায় ভগবান, তোমার বুকে অনুভূতি বলে কি কোন পদার্থ নেই।

জীন ॥ কী বললেন, অনুভূতি! আমার অনুভূতি নেই? এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আমার মতো অনুভূতি আর কোনো মানুষেরই নেই। কিন্তু এখন আমাকে সব অনুভূতিকে সংযত করতে হবে।

মিস জুলী ॥ এইতো কয়েক মিনিট আগে আমার পায়ের এই চটি জোড়ায় তুমি চুমু খেয়েছো—আর এখন...

জীন ॥ (রূঢ় স্বরে) সে তখনকার কথা, কিন্তু এখন আমাদের অন্য বিষয় চিন্তা করতে হবে।

মিস জুলী ॥ আমার সাথে এমন নিষ্ঠুরের মতো কথা বলো না।

জীন ॥ আমি মোটেই নিষ্ঠুরের মতো কথা বলছি নে, শুধু একজন বিচক্ষণ ব্যক্তির মতো কথা বলছি। একটা ভুল আমরা করে ফেলেছি, কিন্তু ভুলের সংখ্যা আর বাড়ানো উচিত নয়। যে কোনো মুহূর্তে কাউন্ট বাড়ীতে ফিরে আসতে পারেন। কিন্তু তিনি আসার পূর্বে আমাদের ভবিষ্যতের সবকিছু ব্যবস্থা ঠিক করে ফেলতে হবে। মিস জুলী, এখন বলুন

আমার প্রস্তাব সম্পর্কে আপনার কী মত? আপনি কি তা অনুমোদন করেন?

মিস জুলী ॥ আমার একটা প্রশ্নের জবাব দাও : হোটেলের মতো একটা বিরাট ব্যবসায় হাত দেয়ার মূলধন কি তোমার আছে?

জীন ॥ (সিগার দাঁতে চেপে) আমার মূলধন আছে কি-না, জানতে চান? হ্যাঁ, আছে বৈকি। হোটেল ব্যবসায়ে আমার ট্রেনিং আছে, প্রচুর অভিজ্ঞতা আছে, আর আছে দেশবিদেশের ভাষার সঙ্গে পরিচয়। আপনি কি মনে করেন না, এগুলো অত্যন্ত মূল্যবান মূলধন।

মিস জুলী ॥ কিন্তু এগুলো দিয়ে রেলওয়ের একখানা টিকেটও তো কেনা যায় না। কেনা যায়?

জীন ॥ (দাঁতে চেপে ধরে সিগারটা কামড়াতে লাগলো।) কথাটা ঠিক, আর সেই জন্যই আমি একজন অংশীদার মনে মনে খুঁজছি, যিনি হোটেলের জন্য প্রয়োজনীয় নগদ টাকাটা দিতে সক্ষম।

মিস জুলী ॥ এতো তাড়াতাড়ি তুমি সে লোক পাচ্ছো কোথায়?

জীন ॥ আপনার এ প্রশ্নের জবাবেই তো আসে আপনার প্রসঙ্গ—যদি আপনি আমার ব্যবসায়ে অংশীদার হতে রাজী হন...

মিস জুলী ॥ না, আমি অংশীদার হতে রাজী নই...আর তাছাড়া আমার নিজের কোনো টাকাও নেই। (কয়েক মুহূর্ত নিস্তব্ধতা বিরাজ করলো।)

জীন ॥ তাহলে সম্পূর্ণ পরিকল্পনাটাই বাদ দিতে হয়।

মিস জুলী ॥ হ্যাঁ, তাই...

জীন ॥ তাহলে...যেমনটি বরাবর আছে সবকিছু ঠিক তেমনি থেকে যাচ্ছে।

মিস জুলী ॥ তুমি কি মনে করো, তোমার রক্ষিতা হিসেবে আমি এই বাড়ীতে বাস করবো? তুমি কি মনে করো, এ বাড়ীর চাকরবাকর আঙুল তুলে আমাকে দেখিয়ে টিটকারী দেবে, আর মুখ বুঁজে আমি তাই মেনে নেবো? তুমি কি মনে করো, আমাদের আজকের ঘটনার পর আমার বাবাকে আমি মুখ দেখাতে পারবো? না, কিছুতেই পারবো না। তুমি আমায় এ বাড়ী থেকে যেখানে-হোক নিয়ে যাও—এই লজ্জা, এই অবমাননা থেকে আমায় উদ্ধার করো। হায় ভগবান আমি এ কি করলাম! হায় ভগবান...(কাঁদতে লাগলো।)

জীন ॥ বুঝেছি—এখন আপনি তাহলে এই সুরে গান গাওয়া শুরু করলেন। কাঁদছেন কেন? আপনি কী এমন কাজ করেছেন?—আপনার পূর্বে অসংখ্য মেয়ে যে কাজ করেছে, আপনি তাই করেছেন...

মিস জুলী ॥ (হাত পা ছুঁড়ে তীক্ষ্ন আর্তনাদ করতে করতে) আর তুমি তাই

এখন আমায় ঘৃণা করছো। উঃ আমি কোন্ অতল গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছি—কতো নীচে নেমে চলেছি...

জীন ॥ হ্যাঁ নীচেই নামুন—আরও নীচে নামুন—নামতে নামতে যখন আমার পর্যায়ে নেমে আসবেন, তখন আমি আপনার হাত ধরে আবার আপনাকে উপরে তুলবো।

মিস জুলী ॥ কী সে ভয়াবহ শক্তি যা আমাকে তোমার কাছে টেনে নিয়েছিল ? এ-কে কী বলবো ? সবলের প্রতি দুর্বলের আকর্ষণ ? অথবা ক্ষয়িষ্ণু সমাজের মানুষের উঠতি সমাজের মানুষের প্রতি আকর্ষণ ? কিংবা এরই নাম প্রেম ? মানুষ যাকে প্রেম বলে, এ কী তা-ই ? প্রেম কী বস্তু তা কি তুমি জানো ?

জীন ॥ আমি জানি কি-না জিজ্ঞাসা করছেন ? আপনি নিশ্চিত হতে পারেন, প্রেম কি বস্তু তা আমি উত্তমরূপে অবগত আছি। আপনি কি মনে করেন, আপনার ঘটনা ঘটে নি ?

মিস জুলী ॥ ছিঃ মানুষ কি এভাবে কথা বলে ! আর এসব বিশ্রী কথা !

জীন ॥ আমি যে এইভাবেই মানুষ হয়েছি—আর, এটাই আমার পরিচয়। রাখুন, আর বাড়াবাড়ি করবেন না—শালীনতা, শোভনতার ভান করে অভিনয় করা বন্ধ করুন। এখন আপনি আমার চেয়ে চুল পরিমাণ উঁচুতে নন—আসুন—আমার প্রিয়তম সুন্দরী আসুন। আপনাকে এক গ্লাস বিশেষ ব্র্যান্ডের মাল দিয়ে আপ্যায়িত করার অনুমতি আমায় দিন (জীন টেবিলের ড্রয়ার খুলে মদের বোতল বের করলে, তারপর দুটো গ্লাসে মদ ঢাললে। ইতিপূর্বে যে-মদটা জীন খেয়েছিল এটা সেই মদই।)

মিস জুলী ॥ এ মদ পেলে কোথায় ?

জীন ॥ মদের ভাঁড়ার ঘর থেকে নিয়েছি।

মিস জুলী ॥ আমার বাবার সেই বিশেষ ব্র্যান্ডের মদ ?

জীন ॥ তাঁর জামাতার সম্মানের জন্য এই ব্র্যান্ডটাই তো দরকার।

মিস জুলী ॥ তুমি খাও এই দামী মদ, আর আমি কাউন্টের মেয়ে খাই কি-না বিয়ার !

জীন ॥ এতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, আপনার রুচি আমার মতো উন্নত নয়।

মিস জুলী ॥ তুমি চোর।

জীন ॥ আপনি নিশ্চয়ই আমায় ধরিয়ে দেবেন না—কি বলেন ? ধরিয়ে দেবেন ?

মিস জুলী ॥ হে ভগবান, শেষ পর্যন্ত চোরেরও ভাগীদার হলাম !—আর, নিজেরই বাড়ীতে। আমি কি কোনো নেশার ঘোরে জ্ঞান হারিয়েছি ? আমি কি এই উত্তরায়ণান্ত রাতে স্বপ্ন দেখেছি ? এই কৌতুকোচ্ছল এবং নির্মল ও পবিত্র আনন্দোৎসবের রাতে আমি কী স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছি ?

জীন ॥ (বিদ্রূপের স্বরে) হুঁ, পবিত্রই বটে।

মিস জুলী ॥ (পায়চারি করতে করতে অস্থির চিত্তে বললে) দুনিয়ায় আমার চেয়ে হতভাগিনী কি আর কেউ আছে ?

জীন ॥ আপনার জীবনের এতবড় একটা বিজয়ের পর নিজেকে কেন হতভাগিনী বলে মনে করলেন ? ক্রিসটিনের কথা একবার ভেবে দেখুন—আপনি কি মনে করেন না, তারও হৃদয় আছে, অনুভূতি আছে ?

মিস জুলী ॥ হ্যাঁ, একদিন আমি তা মনে করতাম বটে কিন্তু আজ আর তা মনে করি না। না—যে বাঁদী সে চিরকালই বাঁদী, তার আর অন্য কোন পরিচয় নেই।

জীন ॥ হ্যাঁ, যে বেশ্যা, সে চিরকালই বেশ্যা, তার আর অন্য কোন পরিচয় নেই।

মিস জুলী ॥ (হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে হাত দুটি মুষ্টিবন্ধ করলে।) ভগবান, আমার এই এই দুঃখের জীবন শেষ করে দাও। এই নোংরা পাঁক থেকে আমায় তোমার কাছে টেনে নাও। আমি এই পাঁকে তলিয়ে যাচ্ছি। দয়াময়, আমায় রক্ষা করো, আমায় বাঁচাও।

জীন ॥ আপনার জন্য সত্যি আমার দুঃখ হচ্ছে। ...আমি যখন কাউন্টের বাগানের পেঁয়াজ ক্ষেতে শুয়ে গোলাপের বাগানে আপনাকে পায়চারি করতে দেখেছিলাম, তখন আমি...হ্যাঁ কথাটা এখন আপনাকে বলতে আর আপত্তি নেই...আপনাকে গোলাপের বাগানে দেখে আমার মনে সেই নোংরা চিন্তাই জেগেছিল, কোন সুন্দরী মেয়েকে দেখলে ছেলেদের মনে যে-চিন্তা স্বভাবতঃ জাগে।

মিস জুলী ॥ আর তুমি—তুমি না আমার জন্য মরতে চেয়েছিলে ?

জীন ॥ ওঃ আপনি সেই আমাদের বাড়ীর জই রাখার বড় বাক্সটার ভেতরে শুয়ে মরার কথা বলছেন ? আমি ওটা একটা ভান করেছিলাম।

মিস জুলী ॥ তাহলে স্বীকার করো, তুমি মিথ্যা বলেছো !

জীন ॥ (জীনের চোখ দুটো ঘুমে বন্ধ হয়ে আসছে) না, ঠিক মিথ্যা নয়। আমি একবার কোন একটা খবরের কাগজে পড়েছিলাম, একজন ভদ্রলোকের বাড়ীতে চিমনি পরিষ্কার করার জন্য একটি চাকর ছিল। সে একদিন করেছে কি-না, চিমনিতে জালানোর জন্য যে বাক্সে কাঠ রাখা হতো, মনের দুঃখে সেই বাক্সের ভেতর ঘুমোতে গেল। আর বাক্সটা নাকি সে লাইলাক ফুলে ভরিয়ে দিয়েছিল—তার এতসব কাণ্ড করার হেতু হচ্ছে, নিজের সন্তানদের সে ভরণপোষণ দিতো না বলে আদালতে তার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছিল।

মিস জুলী ॥ ওঃ তাহলে তোমার চরিত্র সেই লোকটার মতই...

জীন ॥ আমাকে তখন নজড়ে-পড়ার মত কিছু একটা করতে হয়েছিল—কেননা,

আড়ম্বর আর জাঁকজমক মেয়েদের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়—এ দিয়েই মেয়েদের ঘায়েল করা যায়।

মিস জুলী ॥ ইতর।

জীন ॥ নোংরা।

মিস জুলী ॥ বাজপাখির পিঠের দিকটা এবার দেখেছো—তাই না?

জীন ॥ না, ঠিক পিঠের দিকটা নয়।

মিস জুলী ॥ গাছের মগডালে ওঠার প্রথম ডালটা বুঝি আমি?

জীন ॥ কিন্তু ডালটা পচা।

মিস জুলী ॥ আর আমি হোটেলের সাইনবোর্ড?

জীন ॥ হ্যাঁ, আর এই শর্মা হচ্ছে হোটেল।

মিস জুলী ॥ ...ডেস্কের পাশে চেয়ারে বসে খরিদ্দারদের আকর্ষণ করবো মন কাড়বো, তাদের বিলের ভুল হিসাব দেব, ন্যায্য পাওনার চাইতে বেশী টাকা আদায় করবো...

জীন ॥ না, না না ও দায়িত্বটা আমার...

মিস জুলী ॥ তুমি কি মনে কর, মানুষের আত্মা এতো নিচু, এত কদর্য...

জীন ॥ আত্মা ধুয়ে পরিষ্কার করে নিন। কেন—ধুয়ে পরিষ্কার করে নিচ্ছেন না কেন?

মিস জুলী ॥ তুমি গোলাম। তুমি বাড়ীর চাকর। আমি যখন তোমার সাথে কথা বলবো, তুমি উঠে দাঁড়াবে।

জীন ॥ আর আপনি—বাড়ীর চাকরের বেশ্যা—গোলামের গণিকা—কথা বলবেন না, মুখ বন্ধ করুন—বেরিয়ে যান এখান থেকে। আপনার মুখে কি সাজে, আমাকে অভদ্র নোংরা বলে ভৎসনা করা! আজ রাতে আপনি যেমন অশ্লীল ব্যবহার করেছেন, আমাদের শ্রেণীর কোনো মেয়ে তা কল্পনাও করতে পারে না। আপনি কি মনে করেন, আমাদের চাকরশ্রেণীর কোন মেয়ে পারতো, আপনি যেমন করে আজ নির্লজ্জের মত একজন পুরুষকে ধরতে মেতে উঠেছিলেন। আপনি যেভাবে একজন পুরুষের কাছে দেহ বিলিয়ে দিলেন, আমাদের শ্রেণীর কোনো মেয়েকে কি কখনও দেখেছেন অমন নির্লজ্জ হতে? অমন অশ্লীল আচরণ আমি দেখেছি শুধু জন্তুদের আর বেশ্যাদের মধ্যে।

মিস জুলী ॥ (ভেঙ্গে পড়লো।) ঠিকই বলেছো। আমায় পাথর ছুঁড়ে হত্যা করো—আমায় পায়ের তলায় পিষে মেরে ফেলো—তা-ই আমার প্রাপ্য—তা-ই আমার উচিত শাস্তি।—আমি হতভাগিনী। কিন্তু তুমি আমায় সাহায্য করো—যদি কোনো পথ থেকে থাকে, আমায় এ পাঁক থেকে উদ্ধার করো।

জীন ॥ (নরম স্বরে) নিজেকে খাটো করা হবে যদি আমি অস্বীকার করি, আপনার আজকের রাতের পদস্খলনে আমার কোনই অবদান নেই। কিন্তু আপনি কি সত্যি সত্যি চিন্তা করতে পারেন, আপনি নিজে যদি প্রলুব্ধ না করতেন, যদি আমন্ত্রণ না করতেন, তাহলে আমার শ্রেণীভুক্ত কোন লোক আপনার দিকে নজর দিতে সাহস পেতো? আপনার সেই মিনতিপূর্ণ আবেদনের সুখস্মৃতি—আমার দেহমনের সেই পুলক এখনও আমার রক্তে অনুরণিত হচ্ছে।

মিস জুলী ॥ এবং সেজন্য তুমি মনে মনে গর্ব অনুভব করছো!

জীন ॥ কেন করবো না?—অবশ্য আমি স্বীকার করছি, এতো সহজে বিজয়মাল্য আমার করায়ত্ত হয়েছে যে, বিজয়ের প্রকৃত উত্তেজনা অনুভব করতে পারিনি।

মিস জুলী ॥ নিষ্ঠুরের মতো বকেই চলেছো!

জীন ॥ (চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালো।) না, বরং আমি যা বলেছি তার জন্য আপনার কাছে ক্ষমাভিক্ষা চাচ্ছি। আমি কোন অসহায় লোককে আঘাত করি না আর সে লোক যদি মেয়েলোক হয়, তাহলে তো কথাই নেই। ঠিক তার পালকগুলোর মতো বাজপাখির পিঠটাও ধূসর রংয়ের—এ অভিজ্ঞতাটা এবার হলো। আমি অস্বীকার করতে চাই নে, সত্যি সত্যি আমি মনে মনে খুশী হয়েছি এই তথ্য আবিষ্কার করে যে, নিচু থেকে বাজপাখির পিঠের রংয়ের কথা ভেবে বৃথাই পুলকিত হয়ে উঠতাম—আদতে ওটা নেহাৎ বাজে, তুচ্ছ। রমণীয় গাত্রবর্ণ আদতে পাউডার, পালিশ করা নখের মাথা ময়লায় ভরা; সুগন্ধ মাখা রুমাল নোংরায় মাখামাখি হতে পারে...অপরদিকে আমি আঘাত পেয়েছি একথা অনুধাবন করে যে, আমি যা পাওয়ার জন্য মেতে উঠেছিলাম বস্তুতঃ পক্ষে তা অসার ও কৃত্রিম ...আপনি আপনার রাধুনির চাইতে অনেক নিচে নেমে গেছেন দেখে সত্যি আমি বেদনা অনুভব করছি—শরৎকালে গাছের পাতা বৃষ্টির তোড়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে মাটিতে পড়ে কাদায় মাখামাখি হতে দেখলে মানুষ যেমন দুঃখ পায়, তেমনি আমার মনও দুঃখে ভরে গেছে।

মিস জুলী ॥ তুমি এমনভাবে কথা বলছো যেন তুমি ইতিমধ্যেই আমার চেয়ে অনেক উঁচু দরের মানুষ বনে গেছো।

জীন ॥ হ্যাঁ বনে গেছি তো। আপনি ভেবে দেখুন, আমি আপনাকে একজন কাউন্টেস বানাতে পারি—কিন্তু আপনি আমাকে কি একজন কাউন্ট করে দিতে পারেন?

মিস জুলী ॥ তুমি চোর কিন্তু আমি চোর নই।

জীন ॥ চোরের চাইতেও নিকৃষ্টতর জীব দুনিয়ায় আছে। শুধু নিকৃষ্টতর নয়—নিকৃষ্টতম। তা ছাড়া আমি এই বাড়ীতেই চাকরি করি, তাই কার্যতঃ

আমি এই পরিবারেরই একজন সভ্য অর্থাৎ এই পরিবারেরই অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং পাকাপাকা বেরীফলে গাছগুলো যখন নুইয়ে পড়ে তখন দু'-চারটা বেরী ফল গাছ থেকে পেড়ে যদি খাই তাহলে তাকে চুরি করা বলা যেতে পারে না।...(জীনের প্রণয়াবেগ আবার মাথা চাড়া দিলে) মিস জুলী, আপনি অনন্যা মহীয়সী নারী—আর আমি।—আপনার স্থান আমার চেয়ে অনেক অনেক উচ্চে। আপনি একটা সাময়িক নেশার প্রভাবে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। আর এখন আপনি আপনার ভুলকে চাপা দিতে চাচ্ছেন এই আত্মপ্রবঞ্চনা করে যে, আপনি আমায় ভালবাসেন। কিন্তু সত্যি আপনি আমায় ভালবাসেন না। আমার প্রতি একটা দৈহিক আকর্ষণ হয়তো আপনি অনুভব করেছেন। কিন্তু তাই যদি ঘটে থাকে তাহলে আপনার ভালবাসা আমার ভালবাসার চেয়ে কোন অংশে উচ্চ স্তরের নয়। কিন্তু আমি আপনার সাথে পশুধর্ম চরিতার্থ করে তৃপ্ত নই। আর আমি জানি, আপনার অন্তরে আমি কোনদিনই ভালবাসা উজ্জীবিত করতে পারবো না।

মিস জুলী ॥ তুমি সে সম্পর্কে নিশ্চিত ?

জীন ॥ আপনি কি বলতে চান, আমি পারবো ?—হ্যাঁ, আপনাকে আমি ভালবাসতে পারবো—ভালবাসতে যে পারবো তাতে সন্দেহ নেই। আপনি সুন্দরী—মার্জিত (এগিয়ে এসে জুলীর হাত ধরলো)...আপনি যখন নিজের সত্তায় ফিরে আসেন তখন আপনি শালীন, রুচিবান, মনোহর, সুন্দর। আর আমার ধারণা, আপনার সান্নিধ্যে এসে যদি কোন পুরুষের একবার পদস্খলন হয়, তাহলে আপনাকে সারা জীবন সে ভাল-না-বেসে পারবে না। (বাহু দিয়ে মিস জুলীর কোমর জড়িয়ে ধরলো) আপনি উগ্র মসলা মেশানো গরম মদ—মসলা মেশানো ঝাঁঝালো মদ—আর আপনার একটি চুম্বন (মিস জুলীর কোমর বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরে জীন তাকে রান্না ঘর থেকে বাইরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে। মিস জুলী নম্রভাবে জীনের বাহু বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিলে।)

মিস জুলী ॥ আমাকে যেতে দাও। এই পন্থায় তুমি আমাকে কোনদিনই জয় করতে পারবে না।

জীন ॥ তাহলে কোন্ পন্থায় ? আপনি বলছেন, এ পন্থায় নয়। আদর সোহাগ করে, প্রেমের কথা বলে—ভবিষ্যতের কথা গভীরভাবে চিন্তা করে—আপনাকে লজ্জা অপমান থেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করে আপনার মন পাবো না, আপনাকে জয় করতে পারবো না। তাহলে কোন্ পন্থায় ?

মিস জুলী ॥ কোন্ পন্থায় ? তুমি জিজ্ঞাসা করছো, কোন্ পন্থায় ? আমি আমি জানি নে...কথাটা চিন্তা করেও দেখি নি। আমি তোমায় ঘৃণা

করি। ইঁদুরকে মানুষ যেমন ঘৃণা করে ঠিক তেমনি তোমায় ঘৃণা করি। কিন্তু তোমাকে এড়ানোর আমার ক্ষমতা নেই।

জীন ॥ তাহলে আমার সাথে পালিয়ে যেতে রাজী হোন।

মিস জুলী ॥ (সোজা হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়ালো।) পালাবো? হ্যাঁ, এখান থেকে আমাদের চলে যেতেই হবে। কিন্তু আমি যে বড্ড ক্লান্ত। আমায় এক গ্লাস মদ দাও। (জীন জুলীকে এক গ্লাস মদ দিলে।)

মিস জুলী ॥ (নিজের হাতের ঘড়িটা দেখলো।) কিন্তু পালাবার আগে আমাদের একটু আলোচনা করা দরকার—এখনও কিছুটা সময় আছে। (গ্লাসের মদ শেষ করে জীনের দিকে খালি গ্লাসটা এগিয়ে দিলে আর-এক গ্লাস মদের জন্য।)

জীন ॥ বেশী মদ খাবেন না। হয়তো মাতাল হয়ে পড়বেন।

মিস জুলী ॥ তাতে কি আসে যায়?

জীন ॥ কি বললেন, তাতে কি আসে যায়? মদ খেয়ে মাতাল হওয়া তো ছোট-লোকমী।...হ্যাঁ, আপনি আমায় কি যেন বলতে চাচ্ছিলেন?

মিস জুলী ॥ এখান থেকে আমাদের চলে যেতেই হবে। কিন্তু তার আগে আমাদের আলাপ করা দরকার। অর্থাৎ আমি কিছু বলতে চাই। এ পর্যন্ত যা বলার তা একা তুমিই বলেছো। তুমি তোমার অতীত জীবনের কথা আমায় বলেছো। এখন আমি আমার জীবনের কথা তোমায় বলবো। তাহলে আমরা পরস্পরকে জানতে পারবো। এ বাড়ী ছেড়ে আমাদের যাত্রা করার পূর্বে পরস্পরের পরিচয় ভাল করে জানা দরকার।

জীন ॥ এক মিনিট অপেক্ষা করুন। আমায় ক্ষমা করবেন, আমি একটা কথা বলতে চাই। আপনি কি মনে করেন না, আপনার জীবনের সব গোপন কথা আমার কাছে প্রকাশ করার পর একথা ভেবে আপনার আফসোস হবে, কেন কথাগুলো প্রকাশ করলেন।

মিস জুলী ॥ তুমি কি আমার বন্ধু নও?

জীন ॥ হ্যাঁ, ধরতে গেলে বন্ধু বৈকি।...তবে আমার ওপর খুব বেশী বিশ্বাস স্থাপন করবেন না।

মিস জুলী ॥ তুমি যা বলো, তা তোমার মনের কথা নয়। তাছাড়া, আমার জীবনের গোপন কথা সবাই জানে। শোনো, আমার মা অভিজাত ঘরের মেয়ে ছিলেন না। তিনি সাধারণ পরিবারের মেয়ে। তাঁর সমকালীন যুগের ধ্যানধারণা অনুযায়ী তিনি মানুষ হয়েছিলেন। সে যুগের বাণী ছিল পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার—নারীর বন্ধন মুক্তি ইত্যাদি ইত্যাদি। বিবাহকে তিনি ঘৃণার চোখে দেখতেন। তাই যখন আমার বাবা তাঁর

কাছে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন, মা সাফ্ জানিয়ে দিলেন তিনি কোনদিনই কোন পুরুষের স্ত্রী হবেন না।—কিন্তু তবু মা বাবাকে বিয়ে করেন। আমি পৃথিবীতে এসেছি বটে তবে শুনেছি আমার মায়ের ঘোরতর অনিচ্ছা ছিলো। তাই আমার জন্মের পর মা আমাকে প্রকৃতির সন্তানরূপে মানুষ করেন। উপরন্তু একটি ছেলেকে যে-সব বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হয় তার সব কিছুই আমায় শেখানো হয়—যাতে করে দুনিয়ার কাছে একথাই প্রমাণ করা যেতে পারে যে, একজন পুরুষ আর মেয়েতে গুণাগুণ আর দক্ষতায় কোন পার্থক্য নেই। আমাকে ছেলের পোষাক পরানো হতো, ঘোড়াকে কি করে বাগ মানাতে হয় সে শিক্ষাও দেয়া হয়েছিল। কিন্তু গোশালায় যেতে দেয়া হয় নি। ঘোড়াকে পরিচর্যা করা, লাগাম লাগানো, জিন বাঁধা, ঘোড়ায় চড়ে শিকার করতে যাওয়া সবকিছুই আমায় শেখানো হয়েছে। —এমন কি, খামার বাড়ীর কাজও আমায় করতে হয়েছে। খামার বাড়ীর পুরুষদের রাঁধাবাড়া, বাসন মাজা ইত্যাদি বাড়ীর যাবতীয় মেয়েলী কাজ করতে হতো আর চাকরানীদের দিয়ে খামার বাড়ীর কাজ করানো হতো। আর এ-র শেষ পরিণাম দাঁড়ালো এই যে, আমাদের ঘর-সংসার বিষয় সম্পত্তি ছারখার হয়ে গেলো। আমাদের গোটা অঞ্চলের সবারই আমরা হাসির পাত্রে পরিণত হলাম।—অবশেষে আমার বাবা তাঁর নির্লিপ্ততা ঝেড়ে ফেল-লেন। তিনি মায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। এ-র পর থেকে আমার বাবার ইচ্ছা অনুযায়ী সংসারের সব কাজ কাম চলতে লাগলো। কিন্তু মা অসুস্থ হয়ে পড়লেন, তবে অসুখটা কী তা আমি আজ পর্যন্ত জানতে পারি নি। তাঁর প্রায়ই খিঁচুনি হতো—তিনি চিলেকোঠায় দরজা বন্ধ করে শুয়ে থাকতেন অথবা একা একা থাকতেন বাগানে—কখনও কখনও সারা রাত বাইরে কাটাতেন। তারপর হলো সেই সর্বনাশা অগ্নিকাণ্ড। তুমি তো সে কথা শুনেছো। আমাদের বাড়ী, আস্তাবল, গোশালা গোলা-বাড়ি সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে গেলো। একটা সন্দেহজনক পরিস্থিতিতে এই আগুন লেগেছিল, যা থেকে সবাই অনুমান করেছিল, কেউ আগুন লাগিয়েছিল। এই সর্বনাশটা ঘটেছিল, ইন্সুরেন্সের ত্রৈমাসিক প্রিমিয়াম দেয়ার শেষ তারিখ উত্তীর্ণ হবার পরদিন। বাবা যথাসময়েই একজন লোক মারফত প্রিমিয়াম পাঠিয়েছিলেন বটে কিন্তু লোকটির অবহেলা অথবা উদাসীনতার দরুণ প্রিমিয়াম জমা দেয়ার নির্দিষ্ট সময়ের পরে সে ইন্সুরেন্স অফিসে পেঁছায়। (মিস জুলী গ্লাসে মদ ঢেলে খেতে লাগলো।)

জীন ॥ আর মদ খাবেন না।

মিস জুলী ॥ আমি কাকে পরোয়া করি?—শোন, আমাদের বাড়ীঘর তো সব পুড়ে গেলো। ঘোড়ার গাড়ীর ভেতরে হাত পা গুটিয়ে শুয়ে ঘুমোনো

ছাড়া আমাদের ঘুমোবার দ্বিতীয় কোন জায়গা ছিল না। আমার বাবা মরিয়া হয়ে উঠলেন। আবার নতুন করে সংসার পত্তন করার টাকা কোত্থেকে যোগাড় করা যেতে পারে, তিনি ভেবে কুলকিনারা পাচ্ছিলেন না। তখন মা বাবার কাছে প্রস্তাব করলেন, মায়ের একজন পুরনো বন্ধুর কাছ থেকে টাকা ধার করা যেতে পারে। আমাদের গ্রাম থেকে সেই ভদ্রলোকের বাড়ী খুব বেশী দূরে নয়, তিনি ইঁটের কারবার করেন, মায়ের যৌবনকালে তাঁর সাথে মায়ের পরিচয় ছিল। বাবা মায়ের সেই বন্ধুর কাছ থেকে টাকা ধার পেলেন এবং বিনা সুদে। বাবা তো অবাক। ঘরসংসার আবার নতুন করে গড়ে তোলা হলো (মিস জুলী আবার মদ খেলেন।) আচ্ছা, তুমি বলো তো সেই সর্বনাশা আগুন কে লাগিয়েছিল ?

জীন ॥ কাউন্টেস—আপনার মা।

মিস জুলী ॥ আচ্ছা, বেলা তো ইঁটের কারবারী সেই ভদ্রলোকটি কে ?

জীন ॥ আপনার মায়ের প্রেমিক।

মিস জুলী ॥ আচ্ছা এবার বলো তো টাকাটা কার ?

জীন ॥ এক মিনিট অপেক্ষা করুন।...না...আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি নে।

মিস জুলী ॥ টাকাটা আমার মায়ের।

জীন ॥ অর্থাৎ আপনার বাবার—কাউন্টের টাকা। অবশ্য টাকাটা যদি আপনার বাবা বিয়ের যৌতুক স্বরূপ আপনার মাকে না দিয়ে থাকেন।

মিস জুলী ॥ না, সে সব কিছু নয়। মায়ের নিজের সামান্য কিছু টাকা ছিল। আমার বাবার হাতে সে-টাকা আমার মা দিতে চান নি। তাই টাকাটা মা তাঁর বন্ধুর কাছে জমা রেখেছিলেন।

জীন ॥ আর, আপনার মায়ের সেই বন্ধু টাকাটা নিজের কাজে লাগালেন, তাই না ?

মিস জুলী ॥ হ্যাঁ ঠিক তাই। টাকাটা তিনি নিজের ভোগে লাগিয়েছিলেন। আমার বাবা এসব কথা জানতে পেরেছিলেন। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের করতে পারেন নি—মায়ের প্রেমিককে উচিত শিক্ষা দিতে পারেন নি।—টাকাটা যে তাঁর স্ত্রীর, একথা বাবা প্রমাণ করবেন কি করে? যাক গে, এখন শোনো বাবা মাকে বাদ দিয়ে নিজের হাতে আমাদের সংসারের সর্বময় কর্তৃত্বের ভার নিয়েছিলেন—বাড়ীর কর্তার আসনে বসেছিলেন, মা যেন তারই প্রতিশোধ নিলেন। অগ্নিকাণ্ডের পর বাবার মনের অবস্থা এমনই হয়েছিল যে, আর-একটু হলে তিনি হয়তো আত্মহত্যাই করতেন। আর, করতেনই বা বলি কেন, একটা গুজব উঠে-ছিল, তিনি নাকি আত্মহত্যা করতে চেষ্টাও করেছিলেন কিন্তু বেঁচে গেছেন।...যাহোক, বাবা নতুন করে জীবন শুরু করলেন, আর নিজের

আচরণের খেশারত মাকে দিতে হলো। তুমি হয়তো কল্পনাও করতে পারবে না, এ-র পর পুরো পাঁচটি বছর আমার কি হালে কেটেছে: পুরুষ জাতকে ঘৃণা করতে, তাদের বিশ্বাস না করতে মা আমার শিক্ষা দেন। তোমায় তো একটু আগেই বলেছি মা নিজে পুরুষ জাতকে ঘৃণা করতেন। আমি জীবনে কোন পুরুষের দাসী হবো না, তিনি আমার কাছে এই অঙ্গীকার আদায় করে নেন...

জীন ॥ আর, অঙ্গীকার করার পর আপনি সানন্দে সরকারী উকিলকে বিয়ে করার জন্য তাঁর বাগদত্তা হয়ে পূর্ব রাগে মেতে ওঠেন।

মিস জুলী ॥ হ্যাঁ, তবে তাঁর দাসী হতে নয়, তাঁকে আমার দাস করতে।

জীন ॥ আর তিনি আপনাকে প্রত্যাখ্যান করেন।

মিস জুলী ॥ তিনি হয়তো প্রত্যাখ্যান করতেন। তবে তোমার ঘাবড়ানোর কোন কারণ নেই, সে সুযোগ আমি তাঁকে দিই নি। তাঁর ওপর আমার বিরক্তি এসে গিয়েছিল...

জীন ॥ আস্তাবলের আঙ্গিনায় আপনি তাঁকে নিয়ে কি কাণ্ড করেছিলেন, আমি স্বচক্ষে তা দেখেছি।

মিস জুলী ॥ কি দেখেছো তুমি ?

জীন ॥ ঠিক যে কাণ্ডটি ঘটেছিল তাই দেখেছি—দেখেছি, তিনি কি করে বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিয়ে চলে গেলেন।

মিস জুলী ॥ মিথ্যা কথা। তিনি ভাঙ্গেন নি—আমি সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিয়েছি। তিনি বুঝি তোমায় বলেছেন, তিনি সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিয়েছেন ?—লোকটা ইতর।

জীন ॥ আমি তাঁকে ইতর বলতে পারি নে। মিস জুলী, আপনি পুরুষ জাতকে ঘৃণা করেন ?

মিস জুলী ॥ হ্যাঁ আমি ঘৃণা করি। পুরুষ জাতটার প্রায় সবাইকেই। তবে মাঝে মাঝে যখন আমার মনে দুর্বলতা মাথা তোলে...উহু...ছিঃ ছিঃ কী লজ্জা।

জীন ॥ আপনি আমাকেও ঘৃণা করেন ?

মিস জুলী ॥ তোমায় যে কতখানি ঘৃণা করি, তার সীমাপরিসীমা নেই। পশুকে মানুষ যেভাবে জবাই করে তোমাকে ঠিক তেমনি আমি জবাই করতে চাই।

জীন ॥ পাগলা কুকুরকে মানুষ যেভাবে গুলি করে হত্যা করে ঠিক তেমনি—তাই না ?

মিস জুলী ॥ যথার্থ বলেছো।

জীন ॥ কিন্তু এখানে গুলি করার বন্দুক নেই আর কোন কুকুরও নেই—তাহলে এখন আমাদের কি করা উচিত ?

মিস জুলী ॥ তুমি এখান থেকে চলে যাও।

জীন ॥ তারপর দুজনা আমৃত্যু বিরহজ্বালায় পুড়ে মরি—এই তো আপনার ইচ্ছে ?

মিস ॥ না, তা নয়—মাত্র দিন কয়েক, ধরো, এক সপ্তাহ অর্থাৎ যে-কটা দিন পারা যায় আমরা বেঁচে থাকবো...তারপর...তারপর—মৃত্যু—

জীন ॥ মৃত্যু ? কী উদ্ভট কথা! না, না, না—তার চাইতে হোটেল ব্যবসা ঢের ভালো।

মিস জুলী ॥ (নিজের চিন্তায় নিমগ্ন, জীন কি বললে তা তার কানে গেলো না।) ...সুন্দর নামটি লেক কোমো—বারটা মাস আকাশে সূর্য—রোদে ঝল্‌মল্ করছে—ক্রিস্‌ম্যাস আসে তবু লরেল গাছগুলোয় সবুজ পাতার বাহার, আর লাল টুকটুকে—কাঁচা সোনা রঙের কমলালেবু—

জীন ॥ লেক কোমোর কথা বলছেন ? সেটা তো একটা জলা জায়গা! বারটা মাস সেখানে বৃষ্টি। আর কমলা লেবুর কথা বলছিলেন না ? কিন্তু মুদির দোকান ছাড়া আর কোথাও তো আমি কমলালেবু সেখানে কখনও দেখি নি। তবে বিদেশীদের পক্ষে জায়গাটা আকর্ষণীয়। প্রেমিক প্রেমিকাদের থাকবার জন্য প্রচুর ভিলা আছে—ভাড়া পাওয়া যায়। আর ভিলা ভাড়া দেয়ার ব্যবসাটা খুব লাভজনক। কেন লাভজনক তা আপনাকে বুঝিয়ে বলছি। প্রেমিক প্রেমিকাদের ভিলা ভাড়া নিতে হলে, ছ'মাসের জন্য ভাড়া নেয়ার চুক্তিপত্রে সই করতে হয়। কিন্তু তারা কেউই তিন সপ্তাহের চেয়ে বেশী দিন থাকে না।

মিস জুলী ॥ (সরল মনে) মাত্র তিন সপ্তাহ কেন ?

জীন ॥ কারণ, তিন সপ্তাহের মধ্যেই প্রেমিক প্রেমিকাদের মন কষাকষি শুরু হয়। কিন্তু ভাড়াটা পুরো ছ মাসের বুঝিয়ে দিতেই হয়। তারপর সেই বাড়ীটা আবার অন্য প্রেমিক প্রেমিকাকে ভাড়া দেয়া হয়—এমনি করে একের পর এক চলতেই থাকে। আর, এর শেষ নেই। কেননা, দুনিয়ায় চিরটাকাল পুরুষ আর মেয়ে প্রেমে পড়বেই, যদিও তাদের প্রেম বেশী দিন স্থায়ী হয় না।

মিস জুলী ॥ তাহলে তুমি আমার সাথে মরতে চাও না ?

জীন ॥ আপনার সাথে বলে নয়—আমি আদৌ মরতে চাইনে। বেঁচে থাকার আমার যে একটা অদম্য কামনা আছে তা নয়, তবে আমি আত্মহত্যা করতে চাইনে, কেননা আত্মহত্যা করা ঈশ্বরের চোখে মহাপাপ—যে-ঈশ্বর দিয়েছেন আমায় এই জীবন।

মিস জুলী ॥ তুমি ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিশ্বাস করো ?

জীন ॥ নিশ্চয়ই করি। আমি প্রতি রবিবারে গির্জায় যাই।...কিন্তু সত্যি বলছি, আমি আর পারছি নে। বড্ড ক্লান্ত। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে। আমি ঘুমোতে চললাম।

মিস জুলী ॥ কী বললে, কী বললে ঘুমোতে যাবে ? তুমি বুঝি মনে করেছো, 'যাক্‌ সব ল্যাঠা চুকে গেল, এখন নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোতে যাই।' তুমি কি জানো না, যদি কোনো পুরুষ মানুষ কোন মেয়েকে উপভোগ করে, তাহলে সেই মেয়ের কাছে সে ঋণী হয়ে থাকে।

জীন ॥ (মানিব্যাগ পকেট থেকে বের করে টেবিলের ওপর একটা টাকা ছুঁড়ে ফেললে।) এই নিন। আমি আর আপনার কাছে এক কানা কড়িও ঋণী নই।

মিস জুলী ॥ (অপমানটা গায়ে না মাখার ভান করে বললে) আইন অনুযায়ী তোমার কী শাস্তি প্রাপ্য তা তুমি জানো ?

জীন ॥ এটা অত্যন্ত গর্হিত আইন, যে আইনে সেই মেয়েটির শাস্তির কোন বিধান নেই, যে-মেয়েটি নিরীহ পুরুষটিকে এ কাজে প্রলুব্ধ করে।

মিস জুলী ॥ শোনো, দুজনা বিদেশে চলে যাওয়া, তারপর সেখানে আমরা বিয়ে করার পর তালাকের ব্যবস্থা করা—এ ছাড়া অন্য কোন পথ আছে বলে কি তুমি মনে করো ?

জীন ॥ ধরুন, আমি যদি এ ধরনের অবমাননাকর বিবাহে রাজী না হই ?

মিস জুলী ॥ অবমাননাকর ?

জীন ॥ হ্যাঁ, আমার দিক থেকে তো বটেই। কেননা, আপনি ভেবে দেখুন, আপনার বংশের চেয়ে আমার বংশ অনেক বেশী সম্মানী, অনেক বেশী নিষ্কলঙ্ক। ঘরে আগুন লাগানোর মতো অপরাধপ্রবণতা আমার বংশে নেই—

মিস জুলী ॥ তোমার বংশের যে নেই, কি করে তুমি নিশ্চিত হতে পারো ?

জীন ॥ নিশ্চিত হতে যে পারিনে, এটাই বা আপনি প্রমাণ করতে পারেন কি করে ? আমাদের পূর্বপুরুষের কোন রেজিস্টার নেই—যা কিছু আছে পুলিশের রেকর্ডে। শুনুন, আপনার ড্রইংরুমের টেবিলে একটি বই ছিল, তার ভেতর আমি দেখেছি আপনাদের কুলজীনামা। আপনি কি জানেন, আপনাদের বংশের প্রথম পূর্ব পুরুষ কে ? কলওয়ালা—ময়দা পেষার কলের মালিক ছিলেন তিনি। ডেনমার্কের যুদ্ধের সময় তিনি তাঁর স্ত্রীকে রাজার সাথে এক রাতের জন্য শুতে দিয়েছিলেন—আমার কোনো পূর্ব-পুরুষ এ ধরনের কাজ করেন নি। স্বীকার করি আমার কোনো বংশ তালিকা নেই। তবে আমার একটা বিশেষ সুবিধাও রয়েছে।—নিজেকে

প্রথম পুরুষ ধরে আমার একটি বংশ তালিকা শুরু করার সুযোগ আমার আছে।

মিস জুলী ॥ আমার হৃদয় তোমার কাছে উন্মুক্ত করে', একজন ছোটলোকের কাছে মনের সব কথা ব্যক্ত করে—আমার বংশের সম্মানকে ক্ষুন্ন করে তার কি আমি প্রতিদান পেলাম!

জীন ॥ আপনি বলতে চাচ্ছেন, আপনি আপনার বংশের সম্মান ক্ষুন্ন করেছেন! ...কিন্তু আপনাকে তো আমি আগেই সতর্ক করে দিয়েছিলাম।—এখন ঠেলা বুঝুন।—কোন লোকেরই মদ খাওয়া উচিত নয়। কেননা, মদ খেলেই মানুষ বকতে শুরু করে। আর কোনো লোকেরই কখনও খুব বেশী কথা বলা উচিত নয়।

মিস জুলী ॥ ওহ্! কী ভুলই করেছি! অনুতাপে পুড়ে মরছি! যদি গোপন কথাগুলো বলতাম—অন্ততঃ তুমি আমায় ভালবাসতে।

জীন ॥ এই শেষবারের মতো আমি জিজ্ঞেস করছি।—বলুন, আমাকে এখন কি করতে হবে—আপনি কী চান? আপনি কি চান, আমি কেঁদে বুক ভাসিয়ে দিই? ঘোড়ায় চড়ার যে-চাবুকটা আপনার আছে তার ওপর আমি উল্লম্ফন করি—এই কি আপনি চান? আপনি কি চান, আপনাকে নিয়ে তিন সপ্তাহের জন্য লেক কোমাতে পালিয়ে যাই—বলুন, এটাই কি আপনার ইচ্ছে?...বলুন, বলুন, আমাকে কী করতে হবে—কী চান আপনি। নাঃ আর পারা যায় না। অসহ্য হয়ে উঠছে। তবে জানি, মেয়েদের ব্যাপারে নাক গলালে এ দুর্ভোগ পোহাতেই হবে! মিস জুলী, শুনুন, আমি বুঝতে পারছি, আপনি দারুন মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছেন—কিন্তু আপনি মানুষটা যে কী, তা আমি বুঝতে পারছি নে। আপনাদের মতো অদ্ভুত ধ্যানধারণা আমাদের শ্রেণীর লোকের নেই—আপনারা যেমন তীব্রভাবে ঘৃণা করতে পারেন, আমরা তা পারি নে। আমাদের কাছে প্রেম একটা নিছক আমোদ প্রমোদ, একটা স্রেফ খেলা ছাড়া আর কিছুই নয়—সারাদিন খাটুনীর পর, কাজকাম শেষ করে আমরা প্রেম প্রেম খেলা করি। আপনাদের যেমন সারাদিন সারারাত প্রেম করার মতো হাতে সময় ও সুযোগ আছে, আমাদের তা নেই! কিন্তু আমার ধারণা আপনি অসুস্থ। হ্যাঁ, নিশ্চয় আপনি অসুস্থ।

মিস জুলী ॥ তোমার উচিত, আমার সাথে সদয় ব্যবহার করা। মানুষ যেমন মানুষের সাথে ব্যহার করে ঠিক তেমনি ব্যবহার তোমার কাছে আমি কামনা করি। আমিও যে মানুষ!—আমাকে মানুষ জ্ঞান করে কথা বলো।

জীন ॥ বলবো—যদি আপনি মানুষের মত আচরণ করেন। আপনি আমার

মুখে থুথু ফেলেন, কিন্তু আমি যখন পাল্টা থুথু ফেলি, আপনি তখন আপত্তি করে বসেন।

মিস জুলী ॥ উঃ তুমি আমায় বাঁচাও—আমায় বাঁচাও—বলো, বলো আমায় কি করতে হবে—দয়া করে বলো, আমায় কোথায় যেতে হবে ?

জীন ॥ হায় ভগবান, আমি যদি জানতাম আপনাকে কোথায় যেতে হবে, কী করতে হবে !

মিস জুলী ॥ আমি একটা অস্ত উম্মাদের মত কাজ করেছি...কিন্তু এ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার কি কোন পথই নেই ?

জীন ॥ আছে। এখানে, এই বাড়ীতেই থাকুন আর মনের সব দুশ্চিন্তা ঝেড়ে মুছে ফেলুন। আমাদের ব্যাপারটা এ বাড়ীর কাকপক্ষীও জানে না।

মিস জুলী ॥ না, তা আমি পারিনে। এ বাড়ীর সবাই জানে। ক্রিস্টিন জানে।

জীন ॥ না, না, কেউ কিছু জানে না। আর আজ আপনার আমার যে-কাণ্ডটা ঘটে গেলো, কেউ তা বিশ্বাসও করবে না।

মিস জুলী ॥ (কিছুক্ষণ ইতঃস্তত করে) কিন্তু—কিন্তু আবার যদি ঘটে।

জীন ॥ হ্যাঁ, তা ঘটতে পারে বৈকি।

মিস জুলী ॥ আর তার ফলে যদি শেষপর্যন্ত আমি অন্তঃস্বত্তা—এসব ঘটনার পরিণামটা ভেবে দেখেছো কি ?

জীন ॥ পরিণাম ! আপনি জিজ্ঞেস করছেন, পরিণাম সম্বন্ধে ভেবে দেখেছি কি-না ? না, ও কথাটা আদৌ আমার মনে জাগে নি।—হ্যাঁ, তাহলে এখন একটিমাত্র পথই খোলা আছে।—আপনাকে এই বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে হবে এবং এক্ষুণি। আমি যদি আপনার সঙ্গে এখন যাই, সবাই সন্দেহ করবে। সুতরাং আপনাকে একাই যেতে হবে।—যান এ বাড়ী ছেড়ে এক্ষুণি চলে যান—কোথায় যাবেন সেটা কোন প্রশ্নই নয়।

মিস জুলী ॥ আমি—একা—কিন্তু কোথায় ? না, আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়।

জীন ॥ না, আপনাকে যেতেই হবে। আর, শুনুন, কাউন্ট ফিরে আসার আগেই আপনাকে এ বাড়ী ছাড়তে হবে। আপনি যদি এ বাড়ীতে থাকেন তাহলে ভবিষ্যতে কি ঘটবে—না—ঘটবে, তা আপনিও জানেন, আমিও জানি। দুজনারই একবার মাথা মোড়ানো হয়ে গেছে।—একবার ভুল করার পর সেই ভুল এখন আমাদের পক্ষে আবার করা অতি সহজেই সম্ভব, কেননা, দুজনারই মাথা মোড়ানো তো হয়েই গেছে।...এ সব ব্যাপারে যতই দিন যায়, মানুষ ততই বেপরওয়া হয়, তারপর একদিন হাতে-নাতে ধরা পড়ে। সেইজন্যই আপনাকে অনুরোধ করছি, এ বাড়ী ছেড়ে চলে যান। পরে আপনি সব কথা খুলে কাউন্টকে চিঠি লিখতে পারেন। তবে আপনার কাণ্ডটা যে আমার সঙ্গে ঘটেছে চিঠিতে তা উল্লেখ করবেন

না—আমার নামটা গোপন রাখবেন। কাউন্ট নিশ্চয়ই আমাকে সন্দেহ করবেন না—আর, লোকটি কে, তা জানার জন্য তিনি যে খুব একটা উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়বেন, তাও মনে হয় না।

মিস জুলী ॥ হ্যাঁ, আমি এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাবো, কিন্তু তোমাকেও আমার সঙ্গে যেতে হবে...

জীন ॥ আপনি কি খেপে গেছেন? একেবারে বদ্ধ পাগল মেয়ে। মিস জুলী তাঁর বাড়ীর চাকরের সাথে পালিয়ে গেছেন—খবরের কাগজওয়ালারা সংবাদটা লুফে নেবে—যে-দিন আমরা পালাবো সেই দিনেরই খবরের কাগজে ফলাও করে খবরটা বেরুবে। কাউন্ট এ আঘাত সহ্য কবতে পারবেন না।

মিস জুলী ॥ না, যেতে আমি পারবো না, কিন্তু এ বাড়ীতে থাকাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তুমি কি একটা পথ বাতলাতে পারো না? উঃ। আমি ক্লান্ত—বড্ড ক্লান্ত।—আর অনুরোধ নয়, তুমি আমায় হুকুম করো এখান থেকে চলে যেতে। আমার চলার শক্তি নেই, তুমি আমায় সচল করো। আমার চিন্তা করার শক্তি লোপ পেয়েছে—নিজে থেকে কোন কিছু করার মত বল-শক্তি আর আমার নেই।

জীন ॥ এখন তো বুঝতে পারছেন, আপনি কতো দুঃখী—কতো বড় হত-ভাগিনী। বুঝতে পারছেন না?—আচ্ছা বলুন তো, আপনাদের শ্রেণীর মানুষগুলো অপরের ওপর কর্তৃত্ব ফলাতে সব সময়েই অতো বেশী জেদী কেন? আপনারা নাক উঁচু করে, আত্মগরিমায় খট্‌মট্ করে উদ্ধত ভঙ্গিতে চলাফেরা করেন, যেন সৃষ্টির আপনারাই প্রভু।—বেশ, আপনার কথাই মেনে নিলাম। এখন থেকে আপনাকে হুকুমই করবো।—যান্, এক্ষুণি দোতলায় উঠে আপনার ঘরে গিয়ে কাপড় চোপড় পাল্টে সেজে গুজে নিন। তারপর, বিদেশে যাওয়ার জন্য বেশ মোটা হাতে টাকা পয়সা ব্যাগে পুরে দোতলা থেকে নিচ তলায় এই রান্নাঘরে নেমে আসুন। যান্।

মিস জুলী ॥ (ফিস্ ফিস্ করে বললে) আমার সঙ্গে তুমিও দোতলায় এসো।

জীন ॥ আপনার ঘরে? এ-রই মধ্যে! আবার? আবার ভূতটা মাথায় চেপেছে? (জীন কয়েক সেকেণ্ড ইতঃস্তত করলো।) না—না। আমি হুকুম করছি, এক্ষুণি যান্। (জীন মিস জুলীর হাত ধরে দরজার দিকে এগোতে লাগলো।)

মিস জুলী ॥ (দরজার দিকে যেতে যেতে বললে) জীন, তুমি আমার সাথে ভদ্র-ভাবে কথা বলো না কেন?

জীন ॥ হুকুমের স্বরটা সবসময়েই রূঢ় হয়।—এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পাচ্ছেন, যারা হুকুম তামিল করে তাদের কাছে এটা কেমন উপভোগ্য!

[জুলীর প্রস্থান। জীন এক সেকেন্ড চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে। তারপর টেবিলের ওপর বসে পকেট থেকে একটা নোটবই আর পেন্সিল বের করলে। সংখ্যাগুলো মাঝে মাঝে আওড়াতে লাগলো। সে যে কতগুলো সংখ্যা উচ্চারণ করছে তা স্পষ্ট বোঝা যাবে। তবে সবটাই মূক-অভিনয়। ক্রিসটিন প্রবেশ না করা পর্যন্ত জীন অভিনয় করে চলবে—অংকগুলো আওড়াতে থাকবো।—গির্জায় উপাসনা করতে যাওয়ার পোষাক পরে ক্রিসটিনের প্রবেশ। তার হাতে রয়েছে জীনের পরার জন্য একটা সাদা রঙের টাই আর কলার সমেত একটা ডিক্‌ই অর্থাৎ সার্টের সামনের দিকটা]

ক্রিসটিন ॥ হায় ভগবান একী। আমার রান্নাঘরের এ কি অবস্থা। এ প্রলয়-কান্ড ঘটলো কি করে ?

জীন ॥ সবই মিস জুলীর কান্ড। তিনিই উৎসব মিছিলের সবাইকে এখানে ডেকে এনেছিলেন।...তোমার ন্যাকামী রাখো—তুমি কি একথা আমাকে বোঝাতে চাও যে, এমন অঘোরে তুমি ঘুমোচ্ছিলে যে মিছিলের হট্টগোল মোটেই তুমি শুনতে পাওনি !

ক্রিসটিন ॥ সত্যি কিছু শুনি নি। আমি মরা কাঠের মত ঘুমোচ্ছিলাম।

জীন ॥ দেখছি তুমি যে গির্জায় যাওয়ার পোষাক পরে একেবারে প্রস্তুত হয়ে এসেছো !

ক্রিসটিন ॥ আসবোই তো, এক শ'বার আসবো। মনে নেই ? তুমি কথা দিয়েছিলে আজ গির্জায় উপাসনা করতে যাবে আমার সাথে—বলো, কথা দাও নি ?

জীন ॥ হ্যাঁ, দিয়েছি বৈকি—কথা দিয়েছিলাম তো।—কে বলছে, দিই নি ?—তা বেশ। আমার পোষাকও এনেছো, ভালই করেছো। তা হলে গির্জায় যাবার জন্য আমরা এখন তৈরী হয়ে নি—কি বলো !

[জীন চেয়ারে বসলো। ক্রিসটিন তাকে পরাতে লাগলো টাই, কলার এবং সেই সার্টটা—ডিক্‌ই। চুপচাপ বসে রইল আর ক্রিসটিন মুখ বুঁজে আপন মনে তাকে পোশাক পরাতে লাগলো—কারুরই মুখে কোনো সাড়া শব্দ নেই।]

জীন ॥ (ঘুম জড়ানো স্বরে বললে) আজ গির্জায় বাইবেলের কোন্ অংশটা পড়া হবে ?

ক্রিসটিন ॥ আমার ধারণা, জন দি ব্যাপটিস্ট-এর শিরচ্ছেদ করার অংশটা।

জীন ॥ তা হলে তো দেখছি পাদরী সাহেবের আজকের বক্তৃতাটা খুবই লম্বা হবে।—উঃ আর পারি নে—উঃ তুমি আমার দম আটকে দিচ্ছো—নাঃ আর পারি নে—ঘুম পাচ্ছে—আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

ক্রিসটিন ॥ আজ সারারাত কি করছিলে? চোখের কোলে কালি পড়েছে, গোটা মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে!

জীন ॥ সারারাত এখানে বসে মিস জুলীর সাথে আলাপ করছিলাম।

ক্রিসটিন ॥ মিস জুলী—ঐ মেয়েটার কোনো শালীনতা জ্ঞান নেই। (দুজনাই চুপচাপ)

জীন ॥ আচ্ছা ক্রিসটিন, তুমি কি মনে করো না—

ক্রিসটিন ॥ **কী মনে করি?**

জীন ॥ এটা কি একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়?—বিশেষ করে, তোমার মনে যখন কথাটা জেগেছে যে, মিস জুলী...

ক্রিসটিন ॥ ব্যাপারটা এমন কী, যাকে তুমি অস্বাভাবিক বলছো?

জীন ॥ তুমিই বলো, ব্যাপারটা কী নয়? ব্যাপারটা সব কিছুই।
(কিছুক্ষণ দুজনাই চুপচাপ।)

ক্রিসটিন ॥ (টেবিলের ওপর রয়েছে মদের গ্লাসগুলো। একটা গ্লাসে কিছুটা মদ এখনও রয়েছে। ক্রিসটিন গ্লাসগুলোর দিকে তাকিয়ে বললে) তোমরা দুজনা নিশ্চয়ই একসঙ্গে বসে মদ খাও নি? কি বলো, খেয়েছো?

জীন ॥ হ্যাঁ খেয়েছি।

ক্রিসটিন ॥ তোমার নিজের আচরণের জন্য তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত। চোখ তোলো। সোজাসুজি আমার চোখের পানে তাকাও। (জীন ক্রিসটিনের সন্দেহকে সত্যে পরিণত করলে) এ-ও কি সম্ভব! এমন কাণ্ড কি কখনো ঘটতে পারে?

জীন ॥ (কয়েক সেকেণ্ড চিন্তা করলে তারপর বললে) হ্যাঁ, তাই ঘটেছে।

ক্রিসটিন ॥ কী! মরে গেলেও আমি একথা বিশ্বাস করতে পারতাম না। না, কিছুতেই পারিতাম না। ছিঃ ছিঃ। ধিক্ তোমায়—শত ধিক্ তোমায়।

জীন ॥ তার প্রতি তোমার ঈর্ষা হচ্ছে নাকি? সত্যি, ঈর্ষা হচ্ছে?

ক্রিসটিন ॥ না। তার প্রতি ঈর্ষা নয়। আমি যদি ক্লারা কিংবা সোফির মত মেয়ে হতাম, নখ দিয়ে তোমার চোখ উপড়ে ফেলতাম। হ্যাঁ, হ্যাঁ আমার মনে তেমনি আক্রোশই জেগেছে।—তবে আমি তোমায় ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারবো না, কেন আমার মন এমন খেপে গেছে? ছিঃ ছিঃ কি লজ্জা, কী নোংরা।

জীন ॥ এ কাণ্ডের জন্য মিস জুলীর প্রতি তোমার কি ঘৃণা হচ্ছে?

ক্রিসটিন ॥ না—তোমাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করতে ইচ্ছে করছে। কী ঘেন্নার কাজ! ছিঃ ছিঃ কী ঘেন্না।—মেয়েটির জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে। সত্যি কথা বলতে কি, আমি এ বাড়ীতে আর থাকতে চাই নে।—যাদের

বাড়ীতে আমি চাকরি করবো, তাঁদের প্রতি আমার মনে একটা সমীহভাব থাকবে, এটাই আমার কাম্য।

জীন ॥ কি কারণে তাঁদের জন্য আমাদের মনে সমীহভাব রাখতে হবে?

ক্রিসটিন ॥ তুমি তো বেশ জানা-শোনা লোক—তোমার প্রশ্নের জবাব তুমি-ই দাও। যে-সব লোক ভদ্র ব্যবহার করে না, তাদের বাড়ীতে তুমি নিশ্চয়ই চাকরি করতে চাও না। বলো, চাও? জবাব দাও, চাও তাদের বাড়ীতে চাকরি করতে?...আমার ধারণা, এটা আত্ম সম্মানের পক্ষে হানিকর। হ্যাঁ, এ-ই আমার ধারণা।

জীন ॥ তা বটে। তবে একথাটা তোমার মনের স্বস্তির জন্য জেনে রাখা ভালো আমাদের চাইতে তাঁরা মানুষ হিসেবে এক বিন্দু পরিমাণও উঁচু দরের মানুষ নন।

ক্রিসটিন ॥ না—আমি ও দৃষ্টিভঙ্গী থেকে প্রশ্নটা বিবেচনা করছি নে। তাঁরা যদি আমাদের চাইতে উঁচু দরের মানুষ না-ই হবেন তবে তাঁদের মত হওয়ার জন্য আমরা যা বাস্তবে আছি তার চাইতে আরও বড়ো হতে এতো চেষ্টা করি, কিসের গরজে? কাউন্টের কথাটা একপ্রকার চিন্তা করে দেখো—তাঁর কথাটা একবার ভেবে দেখো—জীবনে তিনি কতো দুঃখই না পেয়েছেন!—না, এ বাড়ীতে আমি আর থাকবো না।...বিশেষ করে তোমার মত লোকের সাথে।...মিস জুলীর ঘটনাটা যদি সেই সদরের সরকারী উকিল অথবা তোমার চাইতে কিছুটা উঁচু শ্রেণীর লোকের সাথে ঘটতো...

জীন ॥ সে কি কথা!

ক্রিসটিন ॥ হ্যাঁ, আমি উচিত কথাই বলছি, তোমার শ্রেণীর লোকের মধ্যে মানুষ হিসেবে হয়তো তোমার স্থান বেশ উঁচুতে, কিন্তু তাই বলে উঁচু শ্রেণী আর নিচু শ্রেণীর পার্থক্যটা তো তুমি অস্বীকার করতে পারো না—ওটা বাস্তব সত্য...না, না, আমি কিছুতেই মিস জুলীর সাথে তোমার কান্ডটাতে সায় দিতে পারবো না।—মিস জুলী—যাঁর এতো আত্মমর্যাদা-বোধ, মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে যিনি নিজের পদমর্যাদা সম্বন্ধে এতো সচেতন...কথাটা আমি ভাবতেও পারছিনে। এ কথা চিন্তাতেও আসে না যে, তাঁর মতো মেয়ে কোন পরপুরুষকে দেহ দান করতে পারে—বিশেষ করে তোমার মত একজন লোককে। মিস জুলী সেই মেয়ে, যিনি তাঁর মাদী কুকুর ডায়নাকে দারওয়ানের মর্দা খেঁকি কুকুরটার পেছনে ঘুর ঘুর করতে দেখে বেচারী ডায়নাকে গুলি করতে যাচ্ছিলেন...কথাটা একবার চিন্তা করে দেখো—মিস জুলী নিজের পদমর্যাদা সম্পর্কে কতোখানি সচেতন। কিন্তু আমি এ বাড়ীতে আর থাকবো না—আগামী ২৪শে অক্টোবর এ বাড়ী ছেড়ে চলে যবো।

জীন ॥ তারপর কি করবে ?

ক্রিস্টিন ॥ প্রশ্নটা যখন তুমি তুললেই কথাটা তাহলে তোমায় বলেই ফেলি—কোথাও কোন একটা কাজকর্মের চেষ্টায় এখন থেকেই লেগে পড়ো, কেননা আমাদের বিয়ের আর দেরি করা চলে না।

জীন ॥ তা তো হলো, কিন্তু কী ধরনের কাজের চেষ্টা দেখবো ? বিয়ে করলে এমন কোঠা বাড়ীতে তো আর থাকতে পারবো না।

ক্রিসটীন ॥ হ্যাঁ, তা আমি জানি। কিন্তু তুমি কোন বড়লোকের বাড়ীতে চৌকিদার অথবা কোন অফিসে দারওয়ানের কাজ তো পেতে পারো। আমি বলি, তুমি কোন সরকারী অফিসেই চাকরির চেষ্টা করো। সরকারী অফিসে মাইনে বেশী দেয় না বটে তবে চাকরির নিরাপত্তা আছে। তাছাড়া, তুমি মারা যাবার পর তোমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা পেনশন পাবে।

জীন ॥ (মুখ বিকৃতি করে) যা বলেছো, ভালই বলেছো। কিন্তু বর্তমানে আমি আমার ভবিষ্যত সম্পর্কে মনে মনে যে পরিকল্পনা করেছি আমার সেই পরিকল্পনায়—আমি মরে গেলে আমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা কিসে লাভবান হবে, এ সব চিন্তাভাবনার কোন স্থান আমি দিই নি। তোমায় বলতে আমার বাধা নেই, তুমি যেমনটি চিন্তা করেছো, আমার আকাঙ্ক্ষা তার চাইতে কিছুটা উঁচু স্তরের।

ক্রিসটিন ॥ তোমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে, ভালো কথা! কিন্তু তোমার কতকগুলো দায়িত্বও তো আছে! দায়িত্বের কথা ভুলে যেও না।

জীন ॥ দায়িত্বের কথা বলে আমার মেজাজ খারাপ করে দিও না। আমার কি কর্তব্য তা আমি জানি। (হঠাৎ কান খাড়া করে বাইরের কি যেন শব্দ শুনলো।) যাকগে, ভবিষ্যতে কি করা যাবে না-যাবে তা চিন্তা করার প্রচুর সময় আমাদের হাতে আছে। যাও, তৈরি হয়ে নাও—এখন গির্জায় যেতে হবে।

ক্রিসটিন ॥ ওপরতলায় ও কার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে ?

জীন ॥ কি করে বলবো ? সম্ভবতঃ ক্লারা।

ক্রিসটিন ॥ (প্রস্থান করতে করতে বললে) আমার ধারণা, এটা কাউন্টের পায়ের শব্দ নয়। তোমার কি মনে হয় ? তিনি বাড়ীতে এলেন অথচ কেউ জানতে পারলো না—কি করে তা হতে পারে ?

জীন ॥ (ভীত-সন্ত্রস্ত কণ্ঠে) কাউন্ট ? না—না—আমার কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না কাউন্ট এসেছেন। তিনি এলে নিশ্চয়ই গেটের ঘন্টা বাজতো দরজা খোলার জন্য।

ক্রিসটিন ॥ ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করুন...সাত জন্মে এমন ঘটনার কথা শুনি নি। (প্রস্থান)

(ভোর হয়েছে, পার্কের গাছের মাথায় সূর্যকিরণ পড়েছে। সূর্যের আলো ধীরে ধীরে জানালার ভেতর দিয়ে তেরছা হয়ে ঘরে ঢুকছে। জীন দরজার কাছে গিয়ে জুলীকে ইশারা করে ডাকলে।)

মিস জুলী ॥ (ঘরে ঢুকলো। বিদেশে যাত্রা করার পোষাক তার পরনে। তোয়ালে দিয়ে ঢাকা পাখির একটা ছোট খাঁচা তার হাতে। চেয়ারের ওপর খাঁচাটা সে রাখলো।) চলো, আমি তৈরি।

জীন ॥ আস্তে। ক্রিসটিন ঘুম থেকে উঠেছে।

মিস জুলী ॥ (বিষম ঘাবড়ে গেলো। এ-র পর থেকে তার ঘাবড়ানো ভাব একটানা চলতে থাকবে।) সে কি কিছু সন্দেহ করেছে?

জীন ॥ সন্দেহ করবে কেন? সে তো কিছুই জানে না।—ঈশ্বর একমাত্র তুমিই সত্য। কিন্তু এ কী চেহারা আপনার হয়েছে?

মিস জুলী ॥ চেহারা? কেন, কি হয়েছে?

জীন ॥ আপনার মুখ ফ্যাকাশে—রক্তশূন্য—কালচে-নীল—যেন মড়া...আর আমার অপরাধ নেবেন না, আপনি ভালো করে মুখও ধোন নি।

মিস জুলী ॥ দাঁড়াও। তাহলে মুখটা ধুয়ে নিতে হচ্ছে। (মুখ ধোয়ার গামলার কাছে গিয়ে ভালো করে হাত-মুখ ধুয়ে নিলে।) আমাকে একটা তোয়ালে দাও তো।—দেখেছো? সূর্য উঠে গেছে।

জীন ॥ ...আর এখন ভূতটাও ছেড়ে পালাবে।

মিস জুলী ॥ ঠিকই বলেছো। আজ রাতে ভূতগুলো এসে খুব ঘোরাঘুরি করেছে। কিন্তু শোনো জীন, তুমি এখন নিশ্চিন্ত মনে আমার সাথে বেরিয়ে পড়তে পারো—আমাদের যতো টাকা দরকার সে পরিমাণ টাকা আমার কাছে আছে।

জীন ॥ (বিশ্বাস করতে পারলে না। তাই ইতঃস্তত কণ্ঠে বললে) এ-তো টাকা আছে?

মিস জুলী ॥ হ্যাঁ, ব্যবসা শুরু করার জন্য যতো টাকা দরকার তা আছে।...দয়া করে তুমি আমার সঙ্গে চলো। আমি একলা যেতে পারবো না।... তুমিই একবার কল্পনা করে দেখো, গুমোট-ভরা ট্রেনে আমি একলা বসে আছি-আর মানুষগুলো গোগ্রাসে আমার দিকে তাকাচ্ছে...তার ওপর এক স্টেশনে ট্রেন থামলো তো থামলোই ছাড়বার আর নামটি নেই। ওদিকে দ্রুত বেগে ছুটবার জন্য আমি করছি ছটফট্, মনের অবস্থাটা এমন যে, পারি তো পাখায় ভর করে উড়ে যাই...না, না, না একলা যেতে আমি পারবো না—কিছুতেই পারবো না!—তা ছাড়া ট্রেনে একলা বসে বসে আমার অতীত দিনের সবকথা মনে পড়বে—মনে পড়বে সেই ছেলেবেলার উত্তরায়ণান্তের দিনগুলি—সেই ফুলের স্তবক আর মালা, ব্যারুচ গাছের পাতা আর

লাইলাক দিয়ে সাজানো সেই গির্জা—সেই ভোজউৎসব আর বাড়ীতে আত্মীয়-স্বজনের ভিড় সেই বন্ধু-বান্ধবের হৈ-হুল্লোড় ; বিকেল বেলায় পার্কে গান-বাজনা, নাচ, হরেক রকম খেলা আর নানা জাতের ফুলের মেলা... উহু! অতীতকে অস্বীকার করতে যতই চেষ্টা করো না কেন, স্মৃতির বোঝা তোমায় বহন করতেই হবে। স্মৃতি তোমার পেছনে পেছনে ধাওয়া করবেই এবং পাকড়াও করবে তোমাকে...তারপর আসবে তীব্র অনুতাপ আর বিবেকের দংশন।

জীন ॥ আমি আপনার সঙ্গে যাবো। কিন্তু আর দেরি করলে সবকিছু ভেস্তে যাবে। আমাদের খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে। এক সেকেণ্ড সময়ও নষ্ট করা চলবে না।

মিস জুলী ॥ বেশ তো তাড়াতাড়ি করো। কাপড়জামা পরে তৈরি হয়ে নাও। (পাখির খাঁচাটা চেয়ার থেকে তুলে হাতে নিলে।)

জীন ॥ কিন্তু সঙ্গে লটবহর নেয়া চলবে না। নিলে বাড়ী থেকে পা বাড়াতে না-বাড়াতেই আমরা ধরা পড়ে যাবো।

মিস জুলী ॥ না—কিছুই সঙ্গে নেয়া উচিত হবে না—শুধু ট্রেনের কামরার মধ্যে যেটুকু মাল নেয়া যায়, সেটুকু মালই সঙ্গে নেবো।

জীন ॥ (তার হ্যাটটা নেয়ার জন্য এগোতেই পাখির খাঁচাটা নজরে পড়লো। খাঁচাটার দিকে জীন কট্‌মট্‌ করে তাকালো।) ওতে কি রয়েছে? ওটা কি নিয়েছেন?

মিস জুলী ॥ আমার সেই ছোট্ট ময়না পাখিটা।...ওকে ফেলে আমি যেতে পারবো না।

জীন ॥ আচ্ছা কাণ্ড তো! এতো জিনিস থাকতে একটা পাখির খাঁচা আমাদের সঙ্গে নিতে হবে। নিশ্চয়ই আপনার মাথা পুরোপুরি বিগড়ে গেছে। (জুলীর হাত থেকে জীন খাঁচাটা কেড়ে নিতে চেষ্টা করলো।) ফেলে দিন খাঁচাটা।

মিস জুলী ॥ আমার বাড়ী থেকে আমি এই একটি মাত্র প্রাণীকে সঙ্গে নিচ্ছি—ডায়না আমার সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করার পর থেকে এই একটি মাত্র প্রাণী এ বাড়ীতে আছে যে নাকি আমায় সত্যি ভালোবাসে।...তুমি নির্দয় হয়ো না। দয়া করে একে সঙ্গে নিতে দাও।

জীন ॥ আমি আপনাকে বলছি, ফেলে দিন আপনার ঐ খাঁচা। আর শুনুন, অতো জোরে কথা বলবেন না—ক্রিসটিন হয়তো আমাদের কথা শুনে ফেলবে।

মিস জুলী ॥ না।—একে আমি অপর আর-কারো হাতে তুলে দিতে পারবো না। বরং তুমি যদি একে মেরে ফেলো, সে-ও ভালো।

জীন ॥ দিন, তাহলে পাখিটা আমার হাতে দিন। আমি এক কোণে দাঁড় থেকে ওর মুণ্ডটা আলাদা করে দিচ্ছি।

মিস জুলী ॥ কিন্তু দয়া করে দেখো, ও যেন কষ্ট না পায়—না, না...তুমি ওকে মেরে ফেলবে...আমি পারবো না...

জীন ॥ কিন্তু আমি পারবো—আর কি করে ওর জান নিতে হয়, তা আমি জানি ...দিন, পাখিটাকে আমায় দিন।

মিস জুলী ॥ (খাঁচার ভেতর থেকে পাখিটা বের করে ওর মুখে চুমু খেলো।) ও আমার সোনামানিক, তোমার মাকে ছেড়ে তুমি কি সত্যি চলে যাবে? তোমাকে মরতেই হবে? এ ছাড়া কি আর অন্য কোন পথ নেই?

জীন ॥ এখন অভিনয় করার সময় নয়—জীবন-মরণের প্রশ্ন এখন—আপনার নিজের ভবিষ্যতের প্রশ্ন...তাড়াতাড়ি করুন। (মিস জুলীর কাছ থেকে পাখিটাকে জীন কেড়ে নিলে। রান্নার মাংস টুকরো করার টেবিলের কাছ গিয়ে টেবিলের ওপর থেকে কুড়োলটা হাতে তুলে নিলে। মিস জুলী মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়ালো।) পাখি শিকার করা না শিখে আপনার উচিত ছিল, কি করে মুরগির ছানার গলা কাটতে হয়, এ বিদ্যাটা শেখা।... (জীন কুড়োল দিয়ে এক কোপে পাখিটার গলা কেটে ফেললে।)

...সামান্য একটু রক্ত—আশা করি, এ দেখে আপনি মূর্চ্ছা যাবেন না।

মিস জুলী ॥ (আর্তনাদ করে উঠলো) আমি আর এ জীবন রাখবো না। তুমি আমাকেও মেরে ফেলো। এতো নিষ্ঠুর তুমি! নিরীহ নিরপরাধ ছোট্ট একটি পাখির ছানার নিজ হাতে জান কেড়ে নিলে, কিন্তু হাতটা একবার কাঁপলো না! ওহ—তুমি ঘৃণ্য—তোমায় আমি ঘৃণা করি। তোমার আর আমার সে-সম্পর্ক চুকে গেলো—রক্তের ছোপ লেগেছে তাতে। হায়, কী দারুণ অভিশপ্ত ছিল সেই দিনটি যেদিন আমি মায়ের গর্ভে প্রথম এসেছিলাম—ঘৃণায় আমার অন্তরাত্মা ভরে উঠেছে, শত মুখে আজ আমি অভিশাপ দিচ্ছি সেই দিনটিকে, যেদিন আমি মায়ের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলাম।

জীন ॥ অভিশাপ দেয়া বন্ধ করুন—ওতে কোন ফল হয় না। চলুন, আমরা এখান থেকে বিদায় হই।

মিস জুলী ॥ [অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেন কোন অদৃশ্য শক্তির আকর্ষণে জুলী সেই টেবিলটার দিকে এগোতে লাগলো] না, এখন যাবো না—যাবার জন্য আমি এখনও তৈরী হই নি। আমি এখন যেতে পারবো না—আগে আমাকে আমার পাখির কাটা মুণ্ডটা দেখতে দাও...(এগোতে এগোতে হঠাৎ জুলী থামলো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কান-খাড়া করে কি যেন শুনতে লাগলো। কিন্তু তার দৃষ্টি স্থিরভাবে নিবদ্ধ টেবিল এবং টেবিলের ওপর

রাখা কুড়োলটার প্রতি।) তোমার বদ্ধমূল ধারণা, আমি রক্ত দেখতে ভয় পাই —আমি খুব দুর্বল—তাই না?—শোনো, আমার ইচ্ছে হচ্ছে, আমি তোমারও রক্ত দেখি, ঐ কুড়োল দিয়ে তোমার মাথা দু'ফাঁক করে তোমার মগজ দেখার ইচ্ছা জেগেছে আমার।...তোমাদের গোটা পুরুষ জাতটাকে যদি দেখতে পেতাম তারা সবাই নিজেদের রক্তে নিজেরাই স্নান করছে, ঠিক আমার ঐ ছোট্ট পাখিটার মত, তাহলে আমার মনের সাধ মিটতো...; আমার কি ইচ্ছে হচ্ছে জানো, তোমার মাথার খুলিটা নিয়ে তাতে মদ ভরে ভরে খাই—তোমার বুকের খাঁজে গরম রক্তে আমার এই পা ধুয়ে যদি আনন্দোৎসব করতে পারতাম—যদি তোমার হৃৎপিণ্ডের কাবাব বানিয়ে খেতে পারতাম!—তুমি ভেবেছো, আমি দুর্বল!—তোমার ধারণা, যেহেতু আমার জরায়ু তোমার বীর্যের জন্য আকুল হয়ে উঠেছিল, অতএব তোমাকে আমি ভালবাসি! তুমি ভেবেছো, তোমার সন্তানকে আমার হৃৎপিণ্ডের আড়ালে বহন করার আকাঙ্ক্ষা আমার মনে জেগেছে! তোমার ধারণা, তোমার সন্তানকে আমার গর্ভে ধারণ করার, আমার দেহের রক্ত দিয়ে তাকে পরিপুষ্ট করে তোলার, তার নামে তোমার নামের পদবী যুক্ত করার আকাঙ্ক্ষা জেগেছে আমার মনে!! হ্যাঁ, ভালো কথা মনে পড়েছে, তোমার পুরো নামটা না কি? তোমার নামের পদবীটা কি, তা আজ পর্যন্ত শুনিনি।—আমার মনে হয়, তোমার হয়তো কোন পদবী নেই...তাহলে তো বেশ ভালোই হতো, তোমার সাথে আমার বিয়ে হলে মিস জুলীর নতুন নামকরণ হতো মিসেস দারওয়ান অথবা মিসেস চৌকিদার।—তুমি! তুমি পথের কুকুর। তোমার জামায় রয়েছে এ বাড়ীর গোলামদের ছাপ মারা কলার—আমাদের পরিবারের স্মারক-চিহ্ন তোমার জামার বোতামে—তুমি, তুমি আমাদের গোলাম, এ বাড়ীর ভৃত্য, নফর। আমারই বাড়ীর রাঁধুনীর সাথে ভাগাভাগি করে তোমার সঙ্গে আমার প্রেম করতে হবে—আমারই চাকরানীর আমি প্রতিদ্বন্দ্বী!—ওঃ ওঃ ওহ্!—তুমি ভেবেছো, আমি ভীরু! তুমি ভেবেছো, আমি পালিয়ে যাবার জন্য অধীর হয়ে উঠেছি! না না আমি এ বাড়ী ছেড়ে যাবো না—পরিণাম যা-ই হোক আমি তার মোকাবিলা করবো। বাবা বাড়ী ফিরে এলে যখন দেখবেন তাঁর আলমারির তালা ভাঙ্গা, টাকা পয়সা সব লুট হয়ে গেছে অমনি তিনি ঘণ্টা বাজাবেন। পর পর দু'বার ঘণ্টা বাজাবেন, জীনকে বাড়ীর চাকরকে ডাকবার ওটাই সঙ্কেত—পর পর দু'বার ঘণ্টা বাজানো। তারপর তিনি জীনকে শেরিফের কাছে পাঠাবেন।...আর তখন আমি বাবাকে সমস্ত ঘটনা সবিস্তারে বলবো। মন খুলে সব কথা তাঁকে বলার পর আমার বুক থেকে পাষাণভার নেমে যাবে—কী স্বস্তিই না পাবো! ওহ্ যদি একদিন, এই মুহূর্তে বুকের

পাষাণভারটা নামাতে পারতাম।—আমার সব কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে—সেই আঘাতে বাবার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে—তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বেন...আর সেই সঙ্গে আমাদের বংশধরও চিরদিনের জন্য লোপ পাবে। ব্যাস, সব হাঙ্গামা চুকে গিয়ে তখন আসবে শান্তি—চির শান্তি—অনন্ত শান্তি। ...আর পুরুষানুক্রমে ব্যবহৃত আমাদের পরিবারের বংশমর্যাদার নিদর্শন, এই বংশের তকমাটি বাবার কাফনের সঙ্গে মাটি চাপা দেয়া হবে—একটি অভিজাত বংশের নাম-নিশানা চিরদিনের জন্য মুছে যাবে। কিন্তু ওদিকে গোলামের বংশধররা এতিমখানায় বড়তে থাকবে, সেখানেই তারা মানুষ হবে, তারপর বস্তিজীবনের কুকীর্তিতে মেতে উঠবে আর সর্বশেষে জেলখানায় কয়েদির জীবন...

জীন ॥ এখন আপনার দেহের রাজকীয় রক্ত কথা বলতে শুরু করেছে। মারহাবা মিস জুলী।—আপনাদের বংশের সেই আদিপুরুষ কলওয়ালার কঙ্কালটা আপনাদের পারিবারিক সিন্দুকে হেফাজত করে রাখতে দয়া করে যেন ভুলবেন না।

(গির্জায় যাবার পোষাক পরে এবং হাতে এক কপি বাইবেল নিয়ে ক্রিসটিনের প্রবেশ।)

মিস জুলী ॥ (ছুটে ক্রিসটিনের কাছে গিয়ে তাকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলে যেন জুলী তার কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করছে।) ক্রিসটিন আমায় বাঁচাও—এই লোকটির কবল থেকে আমায় রক্ষা করো।

ক্রিসটিন ॥ (উদাসীন ও অবিচল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এবং তারপর উদাস কণ্ঠে বললে) পবিত্র রবিবারের ভোর বেলায় একি দৃশ্য! (গলাকাটা পাখিটা সেই টেবিলটার ওপর পড়ে রয়েছে। ক্রিসটিনের নজরে পড়তেই সে বললে) এসব কী বিশ্রী কাণ্ডকারখানা করেছেন আপনি?— এসব করার মানেটা কী? আর, আপনি এমন আর্তনাদই বা করছেন কেন? এতো হৈচৈ করারই বা কারণ কি?

মিস জুলী ॥ তুমিও নারী—তুমি আমার বন্ধু। এ লোকটি অতি বদ, পাজীর পাঝাড়া—হাড়বজ্জাত —একে চিনে রাখো।

জীন ॥ (কিছুটা ভীত ও বিব্রত স্বরে বললে) আপনারা দুই মহিলা আলাপ করছেন, আমি এই ফাঁকে দাড়িটা কামিয়ে আসি। (বাঁ হাত পানে তার ঘর। জীন তার ঘরে গেলো।)

মিস জুলী ॥ আমার ব্যাপারটা তোমাকে বোঝাতে চাই। আমি চাই, তুমি আমার কথাগুলো অন্ততঃ একটু শোনো...

ক্রিসটিন ॥ না। আমি সাফ আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি, এসব কাণ্ডকারখানা বোঝাবার মত মগজ আমার মাথায় নেই। আপনি কোথায় যাবার মতলব

এঁটেছেন? ট্রেনে চেপে দূরে কোথাও যাওয়ার পোষাক পরেছেন আবার জীনকেও দেখছি, মাথায় জ্যাট পরেছে...ব্যাপার কি? এ সব কি হচ্ছে?

মিস জুলী ॥ ক্রিসটিন, আমি যা বলতে চাই, দয়া করে শোনো। তোমাকে শুনতেই হবে। আর বিশ্বাস করো, আমি তোমায় সব কথা খুলে বলবো।

ক্রিসটিন ॥ না, আমি শুনতে চাইনে, আমি কোনকিছুই জানতে চাইনে...

মিস জুলী ॥ না তা হবে না—তোমাকে শুনতেই হবে...

ক্রিসটিন ॥ কী শুনতে হবে? কার সম্পর্কে—কী কথা শুনতে হবে? জীনকে নিয়ে শোনাতে চান?— ও কথাটা নিয়ে আমি মোটেই মাথা ঘামাতে চাইনে—ওতে নাক গলানোর আমার কোন দরকার নেই। কিন্তু আপনি যদি ভেবে থাকেন, তাকে প্রলুব্ধ করবেন আপনার সাথে পালিয়ে যেতে তাহলে আমি তৎক্ষণাৎ তা বন্ধ করে দেবো।

মিস জুলী ॥ (রীতিমত ভয় পেয়ে) ক্রিসটিন শান্ত হতে চেষ্টা করো—আমি যা বলতে চাই দয়া করে শোনো। এ বাড়ীতে আর আমার থাকা সম্ভব নয়—জীনও আর এ বাড়ীতে কিছুতেই থাকতে পারে না—সুতরাং আমাদের দু'জনাকেই চলে যেতে হবে।

ক্রিসটিন ॥ হুঁ, হুঁ।

মিস জুলী ॥ (মুখে এক ঝলক হাসি ভেসে উঠলো।) পেয়েছি—পেয়েছি—ভালো বুদ্ধি মাথায় এসেছে। আচ্ছা ক্রিসটিন, ধরো আমরা তিন জনাই যদি এ বাড়ী ছেড়ে কোন দূর দেশে চলে যাই—আমরা তিন জনা এক সাথে।—তিন জনাই যদি যাই সুইজারল্যান্ডে আর সেখানে গিয়ে হোটেলের ব্যবসা শুরু করি—শুনছো, যথেষ্ট টাকা আমার কাছে আছে...(মিস জুলী তার হ্যান্ডব্যাগটা ক্রিসটিনের চোখের সামনে তুলে ধরে দোলাতে লাগলো।)... জীন আর আমি দু'জনা হোটেলের কারবারটা চালাবো তুমি রান্না ঘরের ভার নেবে। একেবারে সোনায় সোহাগা—তাই না?—কথা দাও, তুমি যাবে! তোমায় যেতেই হবে—চলো তুমি আমাদের সঙ্গে—চলোই নয়! গেলে দেখবে, সবকিছু ঠিক্‌ঠাক হয়ে গেছে। যাবে তো? বলো, হ্যাঁ যাবো। (দুই বাহু দিয়ে ক্রিসটিনকে জড়িয়ে ধরে সোহাগ করে তার পিঠ থাবড়ালো।)

ক্রিসটিন ॥ (মুখে বিরক্তির ভাব এবং চিন্তান্বিত।) হুঁ, হুঁ।

মিস জুলী ॥ (এক নিঃশ্বাসে—তড়তড় করে সাগ্রহে ও সোৎসাহে বললে) তুমি এতো বড়ো পৃথিবীর কোথাও কখনও যাওনি। ক্রিসটিন, এবার বেরিয়ে পড়ো—দুনিয়াটা দেখো। তোমার ধারণা নেই ট্রেনে চড়ে ভ্রমণ করা, সে কী মজার ব্যাপার। সব সময়েই নতুন দেশ। প্রথমতঃ হামবুর্গে গিয়ে আমরা নামবো—সেখানে চিড়িয়াখানা দেখতে যাবো। আমি বলে রাখলাম

চিড়িয়াখানা দেখে তুমি খুব খুশী হবে।...তারপর যখন আমরা মুানিখে পৌঁছোবো, দেখতে যাবো যাদুঘর। সেই যাদুঘরে রুবেনস, র‍্যাফেল এবং আরও কতো বিশ্ববিখ্যাত শিল্পীর অমর কীর্তি তুমি দেখতে পাবে।...আচ্ছা মুানিখ-এর নাম নিশ্চয়ই শুনেছো। শোনো নি?—ঐ মুানিখেই তো রাজা লুডউইগ বাস করতেন—সেই রাজা লুডউইগ-এর কথা আমি বলছি, যিনি পাগল হয়েছিলেন...হ্যাঁ, তারপর তুমি তাঁর দুর্গগুলো দেখতে যাবে—দুর্গগুলো এখনও রয়েছে। চমৎকার দেখতে, কী সুন্দর—ঠিক যেন রূপকথার দুর্গ। মুানিখ থেকে সুইজারল্যান্ড খুব বেশী দূরে নয়—কাছেই। হ্যাঁ, আলপ্‌স্‌ পর্বতের কথা তো এখনও তোমায় বলি-ই নি। তুমি কল্পনা করতে পারো—গ্রীষ্মকালের মাঝামাঝি সময়—তবুও আলপ্‌স বরফে ঢাকা!—আর সেখানে কমলালেবুর চাষ হয়।—আরও দেখতে পাবে, সেখানে জলপাই গাছের চিরসবুজ পাতা। চোখ জুড়িয়ে যাবে।

[বাম দিক থেকে জীনের প্রবেশ। বাম হাত আর দাঁত দিয়ে ক্ষুর শাণ দেয়া চামড়া কামড়ে ধরে সে ক্ষুর শাণ দিতে দিতে শুনতে লাগলো মিস জুলী ও ক্রিস্টিনের আলাপ। জীন ক্ষুর শাণ দিতে দিতে তাদের আলাপ শুনছে আর তার চোখে মুখে যেন একটা আনন্দ, একটা পুলক ফুটে উঠছে। এবং মাঝে মাঝে মাথা দুলিয়ে তাদের কথায় সে সায় দিচ্ছে।]

মিস জুলী ॥ (সাগ্রহে ও পরম উৎসাহের সাথে এবং তড়বড় করে বলতে লাগলো।) সুইজারল্যান্ডে পৌঁছেই আমরা একটা হোটেল কিনবো। আমি হিসাব-পত্র দেখবো আর জীন নেবে অতিথিদের ভার। বাজারহাট করা, চিঠিপত্র লেখার দায়িত্বও থাকবে তার ওপর।...চব্বিশ ঘণ্টা ব্যস্ত সমস্ত, দিন রাত হৈ চৈ—সে এক এলাহী কাণ্ড।...ঘণ্টায় ঘণ্টায় ট্রেনের হুইসিল শুনতে পাবে আর বাস বোঝাই যাত্রী আসবে হোটেলে...অতিথিদের ঘর থেকে বেজে উঠবে ঘণ্টা আর তার আওয়াজ থামতে না-থামতেই তুমি শুনতে পাবে ডাইনিং রুমের ঘণ্টাও বাজছে। অতিথিদের বিল আমি-ই তৈরি করবো আর কি করে সেই বিলে হিসাবের হেরফের করতে হয়, তা-ও আমার জানা আছে।...তুমি তো জানো না, পর্যটকদের সামনে যখন হোটেলের বিল পেশ করা হয় তখন তা দেখে তাদের চোখ তড়াক করে কপাল ওঠে।...আর তুমি—তুমি হবে রান্নাঘরের কর্ত্রী। অবশ্য তোমাকে নিজ হাতে চুলো ঠেলতে হবে না। তবে তোমাকে সব সময়েই ভালো পোষাক পরিচ্ছদ পরে খুব ফিট্‌ফাট্‌ হয়ে থাকতে হবে যাতে করে হোটেলের অতিথিদের চোখের সামনে নিজেকে বেশ আকর্ষণীয় করে তুলে ধরতে পারো। তাদের সামনে তুমি চট্‌পট্‌ ঘোড়াফেরা করবে আর তোমার পটলচেরা চোখের চাহনি—

না, না, না আমি তোমায় তোষামোদ করছিনে—আর তোমার ঐ চাহনি! তোমার ঐ চাহনি-ই হয়তো এক শুভদিনে তোমায় একজন স্বামী জুটিয়ে দেবে। আর তোমার সেই স্বামীটি হয়তো একজন ধনী ইংরেজও হতে পারেন। না হবারই বা কী কারণ থাকতে পারে? ইংরেজদের (টেনে টেনে বললে) ওদের জাতের পুরুষদের ঘায়েল করা খুবই সহজ...হ্যাঁ আমরা দু এক বছর হোটেলের ব্যবসা করার পর লেক কোমোর ধারে আমাদের নিজেদের একটা ভিলা তৈরি করবো...অবশ্য কোমো-তে বৃষ্টিটা খুব বেশী হয় কিন্তু...(মিস জুলীর গলার তেজ একটু কমে এলো)...খুব বেশী বৃষ্টি হয় বটে তবে মাঝে মাঝে নিশ্চয়ই রোদও ওঠে।—বৃষ্টি বৃষ্টি সব সময়েই একটা বিসন্ন আবহাওয়া—কিন্তু তাতে কি আসে-যায়? ভালো না লাগলেই লেক কোমো থেকে আমরা বাড়ীতে চলে আসবো, আর ইচ্ছে হলেই আবার সেখানে ফিরে যাবো... (কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো।)... বাড়ীতে যেতে পারি অথবা অন্য কোথাও যাওয়া যেতে পারে...

ক্রিসটিন ॥ মিস জুলী, আপনি কি সত্যি এসব কথা বিশ্বাস করেন?

মিস জুলী ॥ (হঠাৎ যেন ভেঙ্গে পড়লেন।)...আমি? আমি বিশ্বাস করি কি-না, জানতে চাও?

ক্রিসটিন ॥ হ্যাঁ, তাই জানতে চাই।

মিস জুলী ॥ কি জানি। বিশ্বাস করি কি-না, তা আমি জানি না।...না, না, আমার কোন কিছুতেই আর বিশ্বাস নেই (মিস জুলী নির্জীব হয়ে এলো—সে বেঞ্চিতে বসে পড়লো—দু'হাত দিয়ে নুইয়ে পড়া নিজের মাথাটা ধরলে, তারপর টেবিলের ওপর মাথাটা যেন ঢলে পড়লো) আমি কিছুই বিশ্বাস করি নে, কোন কিছুই বিশ্বাস করি না।

ক্রিসটিন ॥ (বাম দিকে মুখ ফিরিয়ে জীন যেখানটায় দাঁড়িয়ে আছে সেইদিক পানে এগোতে এগোতে বললে) ও বুঝেছি, তুমি তাহলে এ বাড়ী থেকে পালিয়ে যাচ্ছো—তাই না?

জীন ॥ (মনমরা হয়ে এবং বেকার মতো ক্রিসটিনের মুখের পানে তাকিয়ে হাতের ক্ষুরটা টেবিলের ওপর রাখলো।) পালিয়ে যাচ্ছি? পালানো শব্দটা বড্ডো রূঢ়—ওটা এখানে ব্যবহার করো না। মিস জুলী কি পরিকল্পনা করছেন, তোমায় তো বলেছেন।...সারা রাত তিনি জেগেছেন, তাই এখন খুবই ক্লান্ত...কিন্তু তাঁর পরিকল্পনাটা বেশ সাফল্যের সাথে কার্যকরী করা যেতে পারে।

ক্রিসটিন ॥ শোনো। আমি যা জিজ্ঞেস করছি তার জবাব দাও। আমি সেই হোটেলের রাঁধুনী হবো, এটাই কি তুমি মনে মনে ঠিক করেছো?

জীন ॥ (তীক্ষ্ম কণ্ঠে) তোমার কর্ত্রীর বক্তব্য সম্পর্কে যথাবিধি আদবের সাথে তোমার কথা বলা উচিত। যা বললাম, বুঝতে পেরেছো? না, পারো নি?

ক্রিস্টিন ॥ কর্ত্রী? কি বললে, কর্ত্রী?

জীন ॥ হ্যাঁ কর্ত্রী।

ক্রিস্টিন ॥ হাঃ হাঃ হাঃ—শোনো শোনো—তোমরা সবাই এই শ্রীমানের কথা শোনো।

জীন ॥ হ্যাঁ, আমি যা বললাম—তোমার কর্ত্রীর সাথে বেয়াদবী না-করা তোমার অবশ্য কর্তব্য।—আমার কথা কান পেতে শোনো আর নিজের জিবটা একটু সংযত করো—বেশী বকো না। মনে রেখো, মিস জুলী তোমার কর্ত্রী। আর যে-ব্যাপারটার জন্য আজ তুমি মিস জুলীকে হেনস্থা করছো, সেই ব্যাপারটাই একদিন তোমার মনে তোমার নিজের প্রতি ঘৃণা জন্মিয়ে দেবে।

ক্রিস্টিন ॥ আমার নিজের প্রতি সব সময়েই আমার এতো বেশী সম্মানবোধ রয়েছে যে...

জীন ॥ ...অন্যকে অসম্মান করার অধিকার তোমার আছে!

ক্রিস্টিন ॥ ...আমার সামাজিক মর্যাদার চেয়ে নিম্নতর স্তরে আমি কখনও নিজেকে নামাই নি। কেউ বলতে পারবে না, কাউন্টের বাড়ীর রাঁধুনী আস্তাবলের সহিসের সাথে অথবা এ বাড়ীর শুয়োর চরায় যে-লোকটি তার সাথে কোনদিন নটঘট করেছে; না, কেউ পারবে না—কারো সাধ্য নেই এমন কথা বলতে পারে।

জীন ॥ ভালো বলেছো—তুমি ভাগ্যবতী, তাই আমার মতো একজন চমৎকার পুরুষকে পাকড়াও করতে পেরেছো।

ক্রিস্টিন ॥ চমৎকার পুরুষই বটে! তাইতেই তো সে কাউন্টের আস্তাবল থেকে জই চুরি করে বিক্রি করে।

জীন ॥ জই চুরি করে বিক্রি করার কথা তো তুমি বলবেই! কেননা, তুমি মুদির কাছ থেকে মোটা হাতে দস্তুরি আদায় করো আর তোমার বাঁ হাতের রোজগারটা হয়, এ বাড়ীতে যে মাংস দেয় সেই কসাই-এর কাছ থেকে।

ক্রিস্টিন ॥ তুমি কি বলছো আমি বুঝতে পারছি নি...

জীন ॥ আর তুমি—তুমি, যাদের চাকরি করছো তাদের পরিবারের প্রতি তুমি কোনো শ্রদ্ধা পোষণ করো না। ক্রিস্টিন। কাউন্টের বাড়ীর রাঁধুনী। তুমি। তুমি শ্রদ্ধা পোষণ করো না তোমার মনিবের পরিবারের প্রতি!

ক্রিস্টিন ॥ তুমি এখন আমার সঙ্গে গির্জায় যাবে না? তোমার আজকের রাতের বিরাট বিজয়ের পর গির্জায় পাদ্রী সাহেবের একটা উচ্চাঙ্গের বক্তৃতা তোমার ভালই লাগবে।

জীন ॥ না। আজ আমি গির্জায় যাবো না।...তুমি আজ একাই যাও আর শোনো, সেখানে গিয়ে নিজের দোষ-ত্রুটি-পাপ পাদ্রী সাহেবের কাছে স্বীকার করবে।

ক্রিসটিন ॥ হ্যাঁ, আমি তাই করবো বলেই মনস্থ করেছি। আর আমাদের দুজনার জন্যেই দু'হাত ভরে কৃপা নিয়ে ফিরে আসবো। মানবত্রাতা যীশু আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে কতো কষ্ট কতো দুঃখ ভোগ না করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত মৃত্যু বরণ করেছেন ক্রুশ বিদ্ধ হয়ে। আমরা যদি হৃদয়ে অনুতাপ ও বিশ্বাস নিয়ে তাঁর কাছে যেতে পারি, আমাদের সমস্ত পাপ তিনি নিজে নিয়ে নেবেন।

জীন ॥ মুদির দোকানের তোমার সেই ছোট্ট জুয়োচুরিটাও ?

জুলী ॥ (হঠাৎ টেবিল থেকে মাথা তুলে বললে) ক্রিসটিন, তুমি কি ওসব কথা বিশ্বাস করো ?

ক্রিসটিন ॥ সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করি। আমি এখন এখানে দাঁড়িয়ে আছি, এটা যেমন আমার কাছে সত্য, ঠিক তেমনি ঐ বিশ্বাসও আমার কাছে সত্য। আমি যখন ছোট্ট শিশু তখন প্রথম এই বিশ্বাস আমার মনে জন্ম নেয় আর সেই থেকে একে আমি লালন করে চলেছি।...মিস জুলী শুনুন, পাপের পরিমাণ যত বেশী, প্রভুর কৃপার পরিমাণ তার চাইতে ঢের বেশী।

মিস জুলী ॥ তোমার মত অটল বিশ্বাস যদি আমার থাকতো। ওহ্, যদি আমার...

ক্রিসটিন ॥ কিন্তু মিস জুলী শুনুন, ঈশ্বরের বিশেষ কৃপা ব্যতিরেকে বিশ্বাস আপনার করায়ত্ত হবে না, আর সে কৃপাও সব লোকের ওপর বর্ষিত হয় না।

মিস জুলী ॥ কিন্তু কার ওপর বর্ষিত হয় ?

ক্রিসটিন ॥ মিস জুলী, কৃপাময়ের কৃপার ওটাই তো দুর্জ্ঞেয় রহস্য। আর, ঈশ্বরের চোখে গরীব বড়লোকের কোন ভেদাভেদ নেই। এ দুনিয়ায় যে-ব্যক্তি সবার পেছনে পড়ে রয়েছে তাঁর রাজ্যে তারই আসন সর্বপ্রথমে হবে।

মিস জুলী ॥ তাহলে তো দেখছি, সকলের পেছনের লোকটির প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব রয়েছে। কি বলো ক্রিসটিন, তাই না ?

ক্রিসটিন ॥ (আপন মনে বলেই চললো।)... আর, একজন ধনী ব্যক্তির স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করার চাইতে একটি সুঁচের গায়ের ছিদ্র দিয়ে একটি উট হেঁটে চলে যাওয়া অনেক বেশী সহজ। বুঝলেন মিস জুলী, এই হচ্ছে বিধির বিধান।—কিন্তু এখন আমি চললাম।—একলাই যাবো—পথে একবার

থেমে আস্তাবলের সহিসকে বলে যাবো, সে যেন কাউকে এখন কোন সাড়া না দেয়...কাউন্ট বাড়ী ফেরার পূর্বে যাতে এখান থেকে কেউ সরে পড়তে না পারে। গুডবাই। (ক্রিস্টিনের প্রস্থান)।

জীন ॥ যেন একটা আস্ত মাদী কুকুর।

মিস জুলী ॥ (উদাস স্বরে) রাখো ওসব কথা। তুমি কি কোন পথ বাৎলাতে পারো? এ-র একটা চূড়ান্ত সমাধানের কোন পথ কি নেই?

জীন ॥ (গভীরভাবে চিন্তা করে বললে) না—কোন সমাধান আমি খুঁজে পাচ্ছি নে।

মিস জুলী ॥ ধরো তুমি জীন না হয়ে যদি মিস জুলী হতে তাহলে তুমি এখন কি করতে?

জীন ॥ আমি যদি মিস জুলী হতাম? দাঁড়ান, একটু চিন্তা করে দেখি।—একজন যুবতী—সম্ভ্রান্ত ঘরের, উচ্চ বংশের মেয়ে—তাঁর পতন হয়েছে—না।—কি করা যেতে পারে বুঝে উঠতে পারছি নে।—কিছুই মাথায় আসছে না—একটু দাঁড়ান...হ্যাঁ, পেয়েছি...সমাধানের পথ পেয়েছি।

মিস জুলী ॥ (ক্ষুরটা হাতে তুলে নিয়ে একটা ইঙ্গিতপূর্ণ অঙ্গভঙ্গি করলে) তোমার মতে সমাধানের পথ এ-ই এটা, তাই না?

জীন ॥ হ্যাঁ,...তবে আমি এ কাজ কিছুতেই করবো না। আমি করবো না—কারণ আমাদের দুজনার মধ্যে একটা পার্থক্য আছে।

মিস জুলী ॥ তুমি বলতে চাও—যেহেতু তুমি পুরুষ আর আমি নারী? হলেই বা তুমি পুরুষ আর আমি নারী, কিন্তু এ ব্যাপারে পার্থক্যটা কোথায়?

জীন ॥ পুরুষ আর নারীর মধ্যে যে পার্থক্য—এ ব্যাপারেও সেই একই পার্থক্য—

মিস জুলী ॥ (ক্ষুরটা হাতে ধরে রেখে বললে) এই ক্ষুর দিয়ে সব সমস্যার শেষ করে দিতে চাই...কিন্তু আমি পারবো না—আমার বাবাও পারেন না। —আর তিনি পারেন নি কখন, যখন পারা তাঁর নেহাৎ উচিত ছিল।

জীন ॥ না— এ কাজ তাঁর করা কিছুতেই উচিত হতো না। কারণ সর্বপ্রথম তাঁর করণীয় ছিল প্রতিশোধ নেয়া।

মিস জুলী ॥ আর আমার মা এখন আমার মাধ্যমে আর-একবার তাঁর প্রতিশোধ নিচ্ছেন।

জীন ॥ মিস জুলী, আপনি আপনার বাবাকে কি কখনও ভালবেসেছেন? ভালবেসেছেন?

মিস জুলী ॥ হ্যাঁ, আমি ভালবাসতাম—ভালবেসেছি—প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছি—কিন্তু আমার মনে হয়, সেই সঙ্গে আমি তাঁকে সত্যি সত্যি ঘৃণাও করেছি...কিন্তু ঘৃণা করেছি আমার অজান্তে...বাবাকে যে ঘৃণা করছি, সে-সম্পর্কে আমি সচেতন ছিলাম না। আমি আমার স্বজাতি—নারী

জাতিকে যাতে ঘৃণার চোখে দেখি, সেই নীতি অনুসরণ করে বাবা আমাকে মানুষ করেছেন—অর্ধেক নারী অর্ধেক নর রূপে বাবা আমায় গড়ে তুলেছেন। আমার এই পরিণামের জন্য কাকে দায়ী করবো? বাবাকে? মাকে? অথবা আমার নিজেকে? কাকে? নিজেকে? কিন্তু আমার নিজস্ব কোন স্বতন্ত্র সত্তা কি আছে? এমন কিছুই নেই যাকে আমি আমার নিজস্ব বলে দাবী করতে পারি। আমার এমন একটিও ধ্যানধারণা নেই যা আমার বাবা আমার মনে গ্রথিত করে দেন নি। আমার মধ্যে এমন একটিও আসক্তি কিংবা আবেগ নেই যা আমি মায়ের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাই নি। ...আর আমার ঐ সর্বশেষ ধারণাটা—মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ নেই, সব মানুষ সমান—এই ধারণা আমি লাভ করেছি আমার বাগদত্তা সেই উকিলটার কাছ থেকে...আর সেই জন্যই তো আমি তাকে দুর্বৃত্ত ও ইতর বলে এতো গালাগাল করি।—আমাকে কি করে দায়ী করা যেতে পারে আমার কোন অপরাধের জন্য?—ক্রিসটিন একটু আগে যে কাণ্ডটি করছিল ব্যাপারটা যেন তাই—সব অপরাধের বোঝা যীশু খৃষ্টের মাথায় চাপিয়ে দেয়া।...তবে আমার বাবা আমায় যে সুশিক্ষা দিয়েছেন, তারই প্রভাব যীশু খৃষ্ট সম্পর্কে আমি প্রচুর গর্ববোধ করি এবং তাঁর সম্পর্কে আমি অত্যধিক সচেতনও।...কিন্তু বিত্তবানরা স্বর্গে প্রবেশ করতে পারবে না—এ কথাটা ডাহা মিথ্যা। আর তাহলে ক্রিসটিনও স্বর্গে প্রবেশ করতে পারবে না, কারণ সে-ও তো ব্যাংকে টাকা জমিয়েছে।—কিন্তু থাক্ ও সব কথা। প্রশ্ন হচ্ছে আমার এই দশার জন্য কাকে দোষী করা যায়? কে দায়ী?—কিন্তু দায়ী যাকেই করা হোক না কেন, তাতেই বা কি এসে যায়? যতো কিছুই বলি না কেন, শেষ পর্যন্ত আমার অপ-রাধের বোঝা আমাকেই টানতে হবে—আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমাকেই করতে হবে।

জীন ॥ তা সত্যি, তবে (হঠাৎ দুবার ঘণ্টা বেজে উঠতেই জীনের কথা বন্ধ হয়ে গেল। মিস জুলী লাফিয়ে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। জীন তাড়া-তাড়ি গায়ের কোটটা পাল্টে নিলে।) কাউন্ট ফিরে এসেছেন। কিন্তু যদি ক্রিসটিন...(এ ঘরে ও-ঘরে কথা বলার জন্য যে নলটি রান্না ঘরে আছে, জীন সেই নলটার কাছে ছুটে গিয়ে কাউন্টের কথা শুনতে লাগলো)

মিস জুলী ॥ বাবা কি ইতিমধ্যে তালা ভাঙ্গা আলমারিটা দেখে ফেলেছেন?

জীন ॥ জী হুজুর—আমি, আমি জীন। জী হুজুর—আচ্ছা, এই এক্ষুণি—হ্যাঁ, এই এক্ষুণি হুজুর। আধ ঘণ্টা? ঠিক আছে হুজুর—আধ ঘণ্টা।

মিস জুলী ॥ (ভীষণ উত্তেজিত) বাবা কি বললেন? তোমার ঈশ্বরের দোহাই বলো, বলো বাবা কি বললেন?

জীন ॥ আধ ঘণ্টার মধ্যে তাঁর বুটজুতো জোড়া আর কফি নিয়ে তাঁর ঘরে যেতে বললেন।

মিস জুলী ॥ তাহলে আরও আধ ঘণ্টা সময় পাওয়া গেল।...উঃ আমি বড্ডো ক্লান্ত...কোন কিছু করার মতো বল শক্তি আমার দেহ মনে আর নেই, এমন কি, একটু যে অনুতাপ করবো, সে বোধও লুপ্ত হয়েছে। এ বাড়ী থেকে পালিয়ে যাওয়া অথবা এ বাড়ীতেই থাকা—বেঁচে থাকা অথবা মরা—কোন কিছুই আমার দ্বারা আর সম্ভব নয়। —দয়া করে তুমি আমায় সাহায্য করো—যা-হোক-কিছু-একটা করার জন্য তুমি আমায় হুকুম করো—পোষা কুকুরের মতো আমি তোমার হুকুম তামিল করবো...আমার এই সর্ব শেষ অনুরোধটুকু রাখো—শেষবারের মতো আমার এই উপকারটা করো। আমাকে—আমার সম্মান বাঁচাও, বাবার সুনাম রক্ষা করো। তুমি তো বোঝো, আমার মন এখন কি বলছে—এখন আমার কি করা উচিত ...কিন্তু আমি তা করার মতো মনের বল পাচ্ছিনে...আমার ওপর তোমার ইচ্ছা শক্তি প্রয়োগ করো আর, এখন আমার যা করা উচিত, তা করতে তুমি আমায় বাধ্য করো।

জীন ॥ আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছিনে এমনটি ঘটলো কেন—আমার ইচ্ছা-শক্তি যেন লোপ পেয়েছে। কেন এমন ঘটলো—ব্যাপারটা ঠিক অনুধাবন করতে পারছিনে।...এই কোটটা গায়ে দেয়ার পর আপনাকে কোন হুকুম করা আমার পক্ষে যেন অসম্ভব।—তারপর এই মুহূর্তে—কাউন্ট আমার সাথে কথা বলার পর মুহূর্তে—আমি—আমি—হ্যাঁ আমি—আমি আপনাকে কথাটা ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারছিনে...কিন্তু...হ্যাঁ, গৃহভৃত্যের যে ঘৃণ্য সত্তাটি আমার অস্তিত্বের সাথে একাকার হয়ে মিশে রয়েছে...এই মুহূর্তে কাউন্ট যদি এখানে, এই রান্না ঘরে আসেন আর এসে যদি আপনার গলাটা কেটে ফেলতে আমায় হুকুম করেন, তাহলে, আমার মনে হয়, আমি একটুও ইতঃস্তত না করে কাউন্টের হুকুম তামিল করবো।

মীস জুলী ॥ তুমি কি মনে মনে ভাবতে পারো না, তুমি আর জীন নও—তুমি কাউন্ট আর আমি জুলী নই, আমি জীন। এই তো কিছুক্ষণ পূর্বে আমার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে কি চমৎকার অভিনয় করলে—ঠিক যেন অভিজাত বংশীয় একজন যুবক। অচ্ছা, তুমি অনেক থিয়েটার দিখেছো তো। কিন্তু থিয়েটার দলে কোনদিন দেখো নি কি, সম্মোহনকারীর খেলা? (জীন মাথা দুলিয়ে জানালো, সে দেখেছে।) সম্মোহনকারী বলেন, ঝাঁটাটা মেঝে থেকে তুলে হাতে নাও আর অমনি সম্মোহিত ব্যক্তিটি

ঝাঁটাটা হাতে তুলে নেয়। তারপর সম্মোহনকারী হুকুম করেন, ঝাঁট দাও—ব্যস লোকটি ঝাঁট দিতে শুরু করে...

জীন ॥ কিন্তু ঐ লোকটিকে সম্মোহনকারী প্রথমে ঘুম পাড়িয়ে নেয়।

মিস জুলী ॥ (ভাবাবিষ্ট স্বরে) আমিও জেগে নেই—আমিও তো ঘুমিয়ে রয়েছি—গোটা ঘরটাকে যেন আমার মনে হচ্ছে ধোঁয়া আর ধুলোর একখানা মেঘ, আর তুমি যেন একটা লম্বাগলা উনুন এবং উনুনটা দেখতে যেন কালো রংয়ের পোষাক পরা আর তার মাথায় একটা উঁচু টুপি চাপানো মানুষের মতো। ঘরের চিমনির আগুনে হলদে রজন পোড়ালে যেমন জ্বলজ্বল করে ঠিক তেমনি তোমার চোখ দুটি জ্বলজ্বল করছে—তোমার মুখটা যেন মানুষের মুখ নয়—একথাবা সাদা ছাই...(সূর্যের রশ্মি আড়াআড়ি-ভাবে ঘরে ঢুকে জীনের চোখেমুখে গায়ে পড়েছে।) ...আহ্‌ সূর্যের তাপ—গরমটা কী আরাম!...(মিস জুলী হাতে হাত ঘষতে লাগলো যেন উনুনের সামনে বসে হাত গরম করছে।) সূর্যের আলোয় ঘর আলোময় হয়ে উঠেছে—আহ্‌ কি সুন্দর, কী শান্তি!

জীন ॥ (জীন ক্ষুরটা তুলে নিয়ে মিস জুলীর হাতে দিলে) এটা ঝাঁটা—নিন, ঝাঁটাটা হাতে নিন। এখনও আকাশে আলো আছে—সন্ধ্যা এখনও হয়নি—এই আলো থাকতে থকাতে গোলা বাড়িতে চলে যান—আর...(মিস জুলীর কানে কানে ফিস ফিস করে কি যেন বললো)

মিস জুলী ॥ (যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলো।) ধন্যবাদ। আমি চললাম—বিশ্রাম করবো এবার—চিরবিশ্রাম।...কিন্তু যাবার আগে তুমি আমায় আশ্বাস দাও, এই দুনিয়ায় যাদের স্থান প্রথম সারিতে তারাও পেতে পারে প্রভুর কৃপা। যদি তুমি এ কথাটা বিশ্বাস না-ও করো, তবু বলো, হ্যাঁ তারাও কৃপা পেতে পারে।

জীন ॥ যাদের স্থান প্রথম সারিতে? না—আমি ও কথা বলতে পারবো না।...কিন্তু মিস জুলী, একটু অপেক্ষা করুন...দাঁড়ান হ্যাঁ জবাবটা পেয়ে গেছি। যেহেতু আপনি আর প্রথম সারির বলে গণ্য নন, অতএব আপনি এই দুনিয়ায় এখন সর্ব শেষ সারির মানুষেরই এক জন।

মিস জুলী ॥ তুমি ঠিক বলেছো। আমি এখন সর্বশেষ সারিরই লোক—আমার স্থান সবারই নিচে।—কিন্তু কে যেন আমায় পেছন থেকে টেনে ধরছে—তুমি আবার হুকুম করো—আমাকে যেতে আদেশ করো।

জীন ॥ না—আপনাকে আমি আবার হুকুম করতে পারবো না—পারবো না—

মিস জুলী ॥ এ দুনিয়ার সর্ব প্রথম সারির মানুষের স্থানও দুনিয়ায় হবে সর্বশেষে...

জীন ॥ অতো চিন্তা করবেন না। চিন্তা করা বন্ধ করুন। আপনি আমার বল শক্তি কেড়ে নিচ্ছেন—আপনি আমাকে তীরতে পরিণত করছেন... ও কিসের শব্দ!—আমার মনে হলো কে যেন ঘণ্টা বাজাচ্ছে। আচ্ছা এক কাজ করলে হয় না? ঘণ্টার আওয়াজ আসার নলের মুখটা কাগজ ঠেসে ঠেসে বন্ধ করে দি-ই, কি বলেন?...আপনি হয়তো ভাবছেন, একটা ঘণ্টার শব্দে এতো ভয়! হ্যাঁ, ভয় বৈকি?—কিন্তু এ তো শুধু একটি ঘণ্টা নয়, সেই ঘণ্টার পেছনে একজন ব্যক্তি রয়েছেন—ঘণ্টার পেছনে রয়েছে একটি হাত—যে হাতটি ঘণ্টাটাকে নাড়া দেয়, আর সেই হাতটিকে আবার চালিত করে আর-একটি বস্তু।—কিন্তু আপনি তো আপনার কানে তালা লাগাতে পারেন না—না, পারেন না—আপনাকে শুনতেই হবে—কানে ঘণ্টার আওয়াজ আসবেই—আর সেই আওয়াজ ক্রমেই বাড়বে—আরও বাড়বে—বেড়েই চলবে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি সাড়া না দেন—কিন্তু তখন দেখা যাবে, সাড়া দিতে খুবই দেরি হয়ে গেছে। এবং ইতিমধ্যে সেই দৃশ্যে শেরিফ করবেন প্রবেশ—আর তারপর...

(জোরে জোরে দু'বার জরুরী সঙ্কেতের ঘণ্টা বাজলো।)

জীন ॥ (ভয়ে মুষড়ে পড়লো। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললে) কী বীভৎস এই ঘণ্টার শব্দ।...কিন্তু এ-র পরিসমাপ্তির এই একটিমাত্রই পথ খোলা রয়েছে।—যান—আপনি যান। (মিস জুলী ক্ষুরটা হাতে নিয়ে দরজা দিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে বেরিয়ে গেলো।)

যবনিকা

সবল মেয়ে

একাঙ্কিকা

পাত্র-পাত্রী

মিসেস এক্স/বিবাহিতা অভিনেত্রী
মিস ওয়াই/অবিবাহিত অভিনেত্রী
কফিখানার জনৈক পরিচারিকা

[মঞ্চ নির্দেশ : একটি কফিখানার এক কোনায় মেয়েদের জন্য আলাদা জায়গার ব্যবস্থা রয়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, পেটা লোহার তৈরী দুখানা টেবিল, লাল রংয়ের পশমী গেলাপ পরানো একটি সোফা এবং কয়েকটি চেয়ার। মিস ওয়াই একটি টেবিলের পাশে বসে রয়েছেন। তাঁর সামনে একটি মদের বোতল। বোতলের অর্ধেক মদ আগেই খাওয়া হয়ে গেছে—বোতলের অর্ধেকটা খালি। তিনি একটা সচিত্র পত্রিকা পড়ছিলেন। সেটা রেখে দিয়ে টেবিল থেকে আর একটি পত্রিকা হাতে তুলে নিলেন। মিসেস এক্স ঢুকলেন। তিনি শীতের পোষাক পরেছেন—মাথায় টুপি ও ওভারকোটও রয়েছে। চমৎকার নক্সা-কাটা মেয়েদের বাজার-করা একটি জাপানী থলে তাঁর কাঁধে ঝোলানো।]

মিসেস এক্স ॥ খবর কি এমেলী! ভালো তো! কিন্তু এ কি!—কাল বড় দিন, ক্রিসম্যাস আর এই কফিখানায়, আজকের দিনে একা একা বসে রয়েছো—অলক্ষুণে চিরকুমারদের মতো...

(মিস ওয়াই পত্রিকা থেকে চোখ তুলে মিসেস এক্স-কে মাথা দুলিয়ে আদাব করলেন তারপর আবার পড়া শুরু করলেন।)

মিসেস এক্স ॥ শোনো এমেলী, তোমায় এখানে একা একা বসে থাকতে দেখে সত্যি আমার খুব কষ্ট হচ্ছে—ক্রিসম্যাসের আগের দিন—বছরের এমন একটি পর্বের দিন আর কফিখানায় তুমি বসে রয়েছ একা, সঙ্গীহীন। প্যারীর একটি রেস্তোরাঁয় একটি বিয়ের মজলিশে আমি একবার দেখেছিলাম, কনেটি বসে বসে একটা কমিক পত্রিকা পড়ছে আর বরটি মেহমানদের সাথে খেলছে বিলিয়ার্ডস। সেদিন যেমন বিশ্রী লেগেছিল, তোমায় দেখে তেমনি বিশ্রী লাগছে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ বিয়ের রাতে বরকনে কিনা...সেদিন আমার মনে হয়েছিল...শুরুতে যেখানে এ কাণ্ড, সে বিয়ের অবস্থাটা কী দাঁড়াবে, আর তার শেষ পরিণতি-ই-বা কী ঘটবে! বিয়ের রাতে বর খেলছে বিলিয়ার্ডস আর কনে পড়ছে কমিক পত্রিকা!—একবার ভেবে দেখো তো ব্যাপারটা কি!—কিন্তু ও ব্যাপারের সাথে তোমার অবস্থাটার একটা পার্থক্য আছে। তোমারও কি তাই মনে হয় না?

(পরিচারিকা এক পেয়ালা চকোলেট নিয়ে এলো। পেয়ালাটা মিসেস এক্স-এর সামনে রেখে চলে গেল।)

মিসেস এক্স ॥ আমার ধারণা, জানো, এমেলী! তাকে যদি তুমি বিয়ে করতে, আমার মনে হয়, তোমার মঙ্গলই হতো...তোমার হয়তো মনে আছে, সেই শুরু থেকেই তোমায় অনুরোধ করেছিলাম, তাকে ক্ষমা করো। মনে নেই? তুমি আজ তার স্ত্রী হতে, তোমার নিজের একটি সংসার হতো... মনে করে দেখো তো গত বছরের ক্রিসম্যাসের সেই দিনগুলি—তোমার বাগদত্ত ভদ্র লোকটির বাবা মা-র সাথে তাঁদের গ্রামের বাড়ীতে পরবের দিন ক'টি কী আমোদেই না কাটিয়েছো! ঘর গৃহস্থালীর জীবন—পঞ্চমুখে তুমি তার করেছিলে সেদিন প্রশংসা, আর সেই জীবন লাভের আকাঙ্ক্ষায় থিয়েটার থেকে বিদায় নিতেও চেয়েছিলে। সত্যি এমেলী, যতো-কিছুই-বলো নিজের একটি সংসার—এ-র চেয়ে আর উত্তম কিছু হতে পারে না। সর্বোত্তম হচ্ছে থিয়েটার আর তার পরেরটাই সংসার!...আর, ছেলেমেয়ে সে-যে কী আনন্দ...কিন্তু থাক্, তুমি তা তো বুঝতে পারবে না।

(মিস ওয়াই তাচ্ছিল্য ভাব দেখালেন)

মিসেস এক্স ॥ (কয়েক চামচ চকোলেট খেলেন। তারপর সেই বাজার-করা থলেটা খুলে কয়েকটি ক্রিসম্যাসের উপহার-সামগ্রী বের করলেন।)—এই যে—আমার বাচ্চাদের জন্য আমি কি কি কিনেছি, তোমায় দেখাচ্ছি। (একটা পুতুল দেখালেন) এই এটা দেখো—এটা লিসার জন্য।...দেখতে পাচ্ছো, পুতুলটা কেমন চোখ ঘুরোচ্ছে আর হাত দুটো এপাশ ওপাশ করছে? দেখো দেখো। দেখেছো?—এই খেলার বন্দুকটা কিনেছি আমার সন্তান মাজার জন্য। (খেলার বন্দুকে গুলি ভরে মিস ওয়াইকে নিশানা করলেন।)

(মিস ওয়াই ভয় পাবার ভঙ্গি করলেন।)

মিসেস এক্স ॥ তুমি ভয় পেলে নাকি? তুমি ভেবেছো বুঝি তোমায় আমি গুলি করবো? না, না তা ভাবো নি। সত্যি, তাই ভেবেছো নাকি? সত্যি? —আমি কসম খেয়ে বলতে পারি, তোমার ভয় হয়েছিল আমি তোমায় গুলি করবো। কিন্তু তুমি যদি আমায় গুলি করতে চাও, আমি মোটেই আশ্চর্য হবো না। যা-ই বলো, আমি-ই তোমার কাঁটা হয়েছিলাম আর আমি এ-ও জানি, তুমি তা কোনদিন ভুলতে পারবো না...যদিও আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ। গ্রান্ড থিয়েটার থেকে তোমায় তাড়িয়ে দেয়ার আমি ষড়যন্ত্র করেছিলাম—এ বিশ্বাস তুমি এখনও মনে মনে পোষণ করো। করো না? কিন্তু আমি ষড়যন্ত্র করি নি। তোমার যা ইচ্ছে তুমি ভাবতে পারো, কিন্তু তোমায় তাড়ানোর ব্যাপারের সাথে আমার কোন সম্পর্ক ছিল না। আমি অবশ্য জানি, আমি যত-কিছুই বলি নে কেন, তুমি তখন বিশ্বাস করবে না—গ্রান্ড থিয়েটার থেকে তোমায় তাড়ানোর জন্য আমি-ই দায়ী, এ বিশ্বাস

তোমার কিছুতেই টলবে না। (ব্যাগ থেকে এক জোড়া ফুল তোলা শোবার ঘরের ব্যবহারের চটি জুতো বের করলেন।) এই চটিজোড়া আমার কর্তার। দেখছো, এই ফুলগুলো আমি নিজে তুলেছি—টিউলিপস দিয়ে বুনেছি। জানো এমেলী, টিউলিপস আমার দু'চোখের বিষ—দু'চোখে দেখতে পারি নে কিন্তু আমার স্বামী রত্নটি—ও'র সবটাতেই টিউলিপস চাই...

(মিস ওয়াই পত্রিকা থেকে চোখ তুলে উৎসুক আর বিদ্রূপাত্মক দৃষ্টিতে তাকালেন)

মিসেস এক্স ॥ (চটিজোড়ার একপাটিতে হাতের তলা গলিয়ে দিলেন) দেখেছো, আমার স্বামী বরের পা কতটুকু! খুব ছোট! না? তুমি যদি দেখতে কী সুন্দর হাঁটার ঢং! চটিজুতো পরে হাঁটতে তাকে কখনো দেখো নি, তাই না?

(মিস ওয়াই হো হো করে হেসে উঠলেন।)

মিসেস এক্স ॥ আচ্ছা তোমায় আমি দেখাচ্ছি। (টেবিলের ওপর চটিজোড়া রেখে তার ভেতর হাত গলিয়ে দিয়ে হাঁটা দেখালেন।)

(মিস ওয়াই আবার হো হো করে হেসে উঠলেন।)

মিসেস এক্স ॥ আর উনি যখন রাগেন, এমনি করে পা ঠোকেন আর বলেন, "যতো সব জাহান্নামী! এই উজবুক চাকরানিগুলো কি করে কফি তৈরী করতে হয় সারা জীবনে শিখতে পারবে না। দেখো দেখো বেকুফগুলোর কাণ্ড দেখো—বাতির ফিতে যে কি করে কাটতে হয়, তাও জানে না।" আর ঘরের মেঝে পরিস্কার করার সময় ও'র পায়ে যখন ঠাণ্ডা লাগে উনি চিৎকার করে বলেন, ওরে বাবা শীতে জমে গেলাম—হতচ্ছাড়া গাঁড়লগুলো উনুনের আগুন নিবিয়ে ফেলেছে! (এক পাটি চটির তলা দিয়ে ওপর পাটি চটির উপরের দিকটা ঘষতে লাগলেন।)

(মিস ওয়াই হিঃ হিঃ হিঃ করে বিদ্রূপের হাসি হাসলেন।)

মিসেস এক্স ॥ উনি বাইরে থেকে বাড়ীতে ফেরবার পর সে আর এক কাণ্ড! চটি কই, চটি কই? খুঁজে খুঁজে হয়রান। কিন্তু পাবেন কি করে। দুষ্টু মেরী আলমারির ভেতর লুকিয়ে রেখেছে!...ছিঃ ছিঃ ছিঃ কী লজ্জা! আমি বসে বসে আমার নিজের স্বামীকে নিয়ে তামাসা করছি। সত্যি, উনি খুব ভালো লোক। আমার স্বামীটি সত্যি বড্ডো ভালো মানুষ।... এমেলী, ঠিক অমনি একটি চমৎকার স্বামী যদি তুমি পেতে খুব ভালো হতো।—সে কি হাসছো কেন? এতে হাসবার কি আছে? কি হোলো তোমার? হাসছো? কেন?—আর সবচেয়ে বড়ো কথা উনি আমার প্রতি বিশ্বস্ত—হ্যাঁ আমি জানি বিশ্বস্ত। নিজ মুখে একথা আমায় বলেছেন...

অমন নাক সিটকে, ভেংচি মেরে হাসছো কেন? উনি আমায় নিজে নিজে বলেছেন, নরওয়েতে যখন আমি বেড়াতে গিয়েছিলাম ফ্রিডরীক ওঁকে পটাতে চেষ্টা করেছিলো...তুমি কল্পনা করতে পারো এমন বেহায়াপনা? (কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন।) আমি তার চোখ দুটো উপড়ে ফেলতাম...আমি যখন বাড়ীতে থাকি, হতভাগী তখন আমার স্বামীর কাছে এলে ...সত্যি আমি তাই করতাম—চোখ দুটো উপড়ে ফেলতাম (আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন।) আমার ভাগ্য ভালো অন্যের মুখ থেকে কেলেংকারীর গুজব শোনবার আগেই স্বয়ং বব-এর মুখ থেকে কথাটা শুনেছি।...(আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন) কিন্তু জানো এমেলী, একা ফ্রিডরীক নয়। সত্যি আমি ঠিক বুঝতে পারিনে, মেয়েগুলো আমার স্বামীর জন্য এতো পাগল কেন? তাদের নিশ্চয়ই এই ধারণা যে, শিল্পীদের থিয়েটারে কাজ দেয়ার ব্যাপারে ওঁর কর্তৃত্ব আছে, কেননা উনি সরকারী বোর্ডের একজন সদস্য। ...যদি দেখি, তুমিও ওঁকে ফুসলিয়ে পটাতে চেষ্টা করছো, আমি কিন্তু তাতে মোটেই আশ্চর্য হবো না। আমি তোমায় কোনদিনই বিশ্বাস করিনি—করবোও না।...কিন্তু এখন আমি নিশ্চিত, তোমার সম্পর্কে ওঁর মনে আর কোন মোহ নেই। কিন্তু বরাবর আমি লক্ষ্য করেছি, তোমার কাজ কামে সব সময়েই ওঁর বিরুদ্ধে যেন একটা আক্রোশ ফুটে ওঠে। (কিছুক্ষণ চুপচাপ—দুজনাই কেমন যেন বিব্রত। মিসেস এক্স আবার বলতে শুরু করেন।) এমেলী, আজ বিকেলেই আমাদের বাড়ীতে একবার বেড়াতে এসো না, আসবে? তোমার মনে যে কোন রাগ নেই, অন্ততঃ আমার বিরুদ্ধে কোন আক্রোশ নেই, এই সন্দেহটা পরিষ্কার করার জন্য আসবে একবার আমাদের বাড়ীতে?... আমি তোমায় কথাটা ঠিক বোঝাতে পারবো না, কিন্তু কেন জানি আমার মনে হচ্ছে, বন্ধুর সাথে মনোমালিন্য—ব্যাপারটা খুবই বিশ্রী—বিশেষ করে তোমার সাথে।...সেই সময়টায় তোমার পথের আমি কাঁটা হয়েছিলাম—তারই জন্যই কি? (মৃদু স্বরে)...কিংবা...না আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি নে...সত্যিকার কারণটা কী... কি কারণে...আঃ (কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন।) (মিস ওয়াই উৎসুকভাবে একাগ্র দৃষ্টিতে মিসেস এক্স-এর দিকে তাকিয়ে রইলেন।)

মিসেস এক্স ॥ (দুঃখভারাক্রান্ত স্বরে) আমাদের দু'জনার সম্পর্কটা কেমন-যেন অদ্ভুত ছিল। ...প্রথম যেদিন আমাদের পরিচয় হয়, আমি তোমায় দেখে ভয় পেয়েছিলাম। এতো ভয় পেয়েছিলাম যে, তোমাকে চোখের আড়াল করতে সাহস পাইনি। যখন যেখানে গেছি, সব সময়েই আমি তোমার ঠিক পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। ...তোমাকে শত্রু করতে আমার সাহসে কুলোয়নি,

তাই তোমার সাথে বন্ধুত্ব করেছি। কিন্তু যখনই তুমি আমাদের বাড়ীতে আসতে, সংসারের শান্তি নষ্ট হতো। আমার স্বামী তোমার উপস্থিতি সহ্য করতে পারতেন না আর তা দেখে আমি অশোয়াস্তি বোধ করতাম। অশোয়াস্তিটা কি ধরনের জানো? এ ধরো যেমন, তুমি একটা জামা পরেছো কিন্তু জামাটা তোমার গায়ে ফিট করে নি। তোমাকে একটু স্নেহ-ভালবাসার চোখে যাতে তিনি দেখেন তার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, কিন্তু তাঁকে কিছুতেই টলাতে পারি নি। তারপর যেদিন তুমি তোমার বাগদানের কথা ঘোষণা করলে ঠিক সেইদিন থেকে তোমার সাথে ব্যবহারে তাঁর পরিবর্তন ঘটলো—তোমাদের দু'জনার মধ্যে গড়ে উঠলো প্রচণ্ড বন্ধুত্ব। বাগদান হয়ে গেছে, সুতরাং তুমি নিরাপদ, তোমার আর কোন ভয় নেই—এই নিশ্চিন্ত মনোভাব তোমায় সাহসী করে তুললে আমার স্বামীর সাথে ব্যবহারে তোমার সত্যিকার অনুভূতি ব্যক্ত করতে শুরু করলে। কিন্তু তারপর কী-যে ঘটলো কিছুই বুঝতে পারছিনে...কই, আমার মনে তো কোন ঈর্ষা জাগে নি। —সত্যি আমি এখনও ভেবে আশ্চর্য হই, কোন ঈর্ষাই আমার মনে জাগে নি। পবিত্র দীক্ষাদানোৎসবের দিনটির কথা এখনও নিশ্চয়ই আমার মনে পড়ে। তুমি ধর্মমাতা হয়েছিলে আর আমি অনেক বলে কয়ে ওঁকে বাধ্য করেছিলাম, তোমায় চুমু খেতে। উনি যখন তোমায় চুমু খেলেন তুমি হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলে—শরমে মরে গিয়েছিলে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি তখন ব্যাপারটার দিকে মোটেই নজর দিইনি—কথাটা নিয়ে তখন কোন চিন্তাও করিনি। ঐ চুমু খাওয়ার ঘটনাটা নিয়ে এই আজকের মুহূর্তের আগে পর্যন্ত আমি কখনও মাথাই ঘামাই নি।...কিন্তু এখন এই মুহূর্তে...(অস্থির হয়ে পড়লেন। ধড়মড় করে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন।) কিন্তু তুমি কোন কথা বলছো না কেন? এ পর্যন্ত একটি শব্দও উচ্চারণ করলে না—কেন? তুমি আমাকে এখানে বসিয়ে আমাকেই শুধু বকাচ্ছো—আমি বকেই চলেছি। আর তুমি মুখ বন্ধ করে বসে রয়েছো। গুটিপোকায় রেশমের আঁশগুলো যেমন জড়িয়ে থাকে তেমনি আমার মনে জড়িয়ে-থাকা চিন্তার আঁশগুলো টেনে টেনে বাইরে বের করে আনছো...হ্যাঁ আমার মনের চিন্তাগুলো। এমন কি, আমার মনের সন্দেহগুলো পর্যন্ত।...আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞেস করি, বাগদানটা ভেঙ্গে দিলে কেন? আর তারপর থেকে আমাদের বাড়ীতে আসা বন্ধ করলে কেন? আজ রাতে একবার এসো না আমাদের বাড়ীতে। (মিস ওয়াই মুখ খুলতে যাচ্ছিলেন।)

মিসেস এক্স ॥ কোন কথা বলো না। তোমায় কোন কথা বলতে হবে না। বলার দরকারও নেই। এখন আমার কাছে সব পরিষ্কার হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এটাই

কারণ হ্যাঁ এটাই—এই কারণেই ...হ্যাঁ ঠিক এটাই। যোগ বিয়োগে এখন হিসাব ঠিক হয়ে গেছে।—এবার আমি জবাব পেয়েছি। ...ছি ছি : কী ঘেন্না। এক টেবিলে আর কখনও আমি তোমার সাথে বসবো না। (তাঁর জিনিষপত্র নিয়ে অন্য একটি টেবিলে গিয়ে বসলেন।)...ও'র চটিজুতোর টিউলিপস-এর ফুল আমায় তুলতে হয়েছে যেহেতু তুমি টিউলিপস পছন্দ করো...তোমারই জন্য (চটিজোড়া মেঝেতে ছুঁড়ে ফেললেন।) —তোমারই জন্য গরমের ছুটি মায়লার হ্রদে কাটাতে হয়েছে—তুমি সমুদ্র পছন্দ করো না সেই জন্যই। আমার ছেলের নাম রাখা হয়েছে ইস্‌কিল—এ-ও তোমারই জন্য কেননা, তোমার বাবার নাম ছিল ইস্‌কিল। তুমি যে-রং পছন্দ করো, সেই রঙের জামাকাপড় আমায় পরতে হয়, তুমি যে-সব লেখকদের পছন্দ করো তাদের লেখা বই পড়তে আমি বাধ্য হই। সেই সব খাবারই আমায় খেতে হয়, যেগুলো তুমি পছন্দ করো। যেমন তুমি চকোলেট ভালোবাসো তাই আমাকেও খেতে হয় চকোলেট...তোমারই জন্য...ভগবান...চিন্তা করতেও আতংকে হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে...উঃ কী ভয়ঙ্কর! আমার যা কিছু সব তোমার কাছ থেকেই এসেছে—যা কিছু সব—এমন কি আমার প্রেমাবেগ, কামনা-বাসনা সব সব। তোমার আত্মা আমার ভেতর ঢুকে গেছে যেমন একটি আপেলের মধ্যে একটি পোকা ঢোকে ঠিক তেমনি—আপেলটিকে খুঁড়ে খুঁড়ে খায় আর তার ভেতরে ঢুকবার পথ তৈরি করে। খুঁড়ে খুঁড়ে খেয়ে খেয়ে চলে পোকাটি, আর শেষ পর্যন্ত বাইরে আপেলের শুধু খোলসটি পড়ে থাকে আর ভেতরে থাকে কতকগুলো কালো কালো ধুলোকাদা। তোমার কাছ থেকে আমি পালিয়ে যেতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারি নি। তুমি আমায় জাদু করেছো, সম্মোহিত করেছো,—সাপ যেমন সম্মোহিত করে ঠিক তেমনি তোমার কালো চোখ দুটি আমায় সম্মোহিত করেছে...যতবারই চেষ্টা করি, আমি পাখির মত উড়ে পালিয়ে যাবো, কে যেন আমায় টেনে ধরে মাটিতে নামিয়ে আনে।—আমার পা দুটি যেন শক্ত করে বাঁধা, আমি যেন অগাধ জলে শুয়ে রয়েছি, ভেসে থাকতে আপ্রাণ চেষ্টা করছি কিন্তু আরও বেশী করে যেন তলিয়ে যাচ্ছি। তলিয়ে যাচ্ছি জলের আরও নিচে, আরও নিচে —আর শেষে অগাধ জলের একেবারে তলায় যখন যাই, পেঁছে তখন দেখি, তুমি সেখানে একটা বিরাটাকার কাঁকড়ায় রূপান্তরিত হয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছো—তোমার তীক্ষ্ণ নখর দিয়ে আমাকে ধরবার জন্য অপেক্ষা করছো। আমার দশা এখন সত্যি ঠিক তাই, অগাধ জলের তলায় ডুবে রয়েছি আর আমার দিকে প্রসারিত বিরাটাকার কাঁকড়ার ঐ তীক্ষ্ণ নখর।

আমার গা রি-রি করে তোমায় দেখলে, তোমায় আমি ঘৃণা করি, ঘৃণা

র্কার...আর তুমি—তুমি। সাড়া নেই, শব্দ নেই নির্বাক হয়ে শুধু বসে রয়েছো আমার সামনে—নিষ্প্রাণ, নির্লিপ্ত, অনুভূতিহীন। আজ অমাবস্যা হোক, আর পূর্ণিমা হোক তোমার কিছুই এসে যায় না, ক্রিসমাস হোক অথবা নববর্ষ হোক তুমি নির্লিপ্ত—তোমার আশপাশের মানুষরা সুখী অথবা অসুখী দু-ই-ই তোমার কাছে সমান। তুমি ঘৃণাও করতে জানো না, ভালবাসতেও জানো না। অনুভূতিহীন বক পাখি যেমন ইঁদুরের গর্তের পানে তাকিয়ে থাকে, তুমি সেই বকের মতই তাকিয়ে থাকো—তোমার শিকারকে চেনবার, তাকে ধরবার ক্ষমতা তোমার নেই—তুমি শুধু জানো, কি করে গর্তে, কি করে ঘরের কোনায় নিজের মুখ লুকিয়ে রেখে হাতের শিকারকে ক্লান্তিতে নিঃশেষ করে ফেলতে হয়। এই যে রেস্তোরাঁর এই কোনায় তুমি বসে থাকো, তুমি হয়তো জানো, এই কোণাটাকে লোকে বলে ইঁদুর ধরার ফাঁদ—এই নামটি তারা দিয়েছে, তোমাকেই সম্মান দেখানোর জন্যে। তুমি এখানে বসে বসে খবরের কাগজ পড়ছো স্রেফ এই মতলবে যে, দেখাই যাক না, আজকের কাগজে কারোও দুর্ভাগ্যের খবর পাওয়া যায় কি না। কোথায় কার কপাল ভেঙ্গেছে, কোথায় কার সর্বনাশ ঘটেছে,—অথবা থিয়েটার থেকে কার চাকরি গেছে,—এই ধরণের যতো সব অমঙ্গলের খবর খুঁটে তুমি পড়ছো। তুমি এখানে ওঁত পেতে বসে রয়েছো তোমার শিকার ধরার জন্য—জাহাজডুবির সময় নাবিকরা যেমন দাঁও মারার মতলব আঁটে ঠিক তেমনি...এখানে বসে বসে তুমি তোমার ভক্তদের অর্ঘ পেয়ে ধন্য হচ্ছো। কিন্তু বেচারী এমেলী, তুমি কি জানো, যতই অর্ঘ পাওনা কেন, আমি সত্যি তোমার জন্য দুঃখিত। কেননা আমি জানি তুমি হতভাগী—তুমি দুঃখী। শিকারীর হাতে জখম হবার পর বনের পশুর যা দশা হয়, তুমিও ঠিক তেমনি দুঃখী—আর জখমের যন্ত্রণায় আক্রোশ ও বিদ্বেষে তোমার বুক ভরে ভরে গেছে। আমি জানি, তোমার ওপর আমার রাগ করা উচিত কিন্তু তবু রাগ করতে পারছিনে, কারণ যতো অপরাধই তুমি করো না কেন, আমি বুঝে নিয়েছি, তুমি আমার চেয়ে দুর্বল, আমার মতো তোমার মেরুদণ্ড শক্ত নয়।...বরের সাথে তোমার কেলেংকারী—ওটা নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে চাইনি...ওতে আমার সত্যি কোন ক্ষতি হয় নি...আমার চকোলেট খাবার অভ্যাসটা যদি তোমারই সুবাদে হয়ে থাকে, অথবা তুমি না হয়ে অন্য কারো প্রভাব যদি থেকে থাকে আমার এই অভ্যাসটার পেছনে, কী এসে যায় তাতে?...(এক চামচ চকোলেট খেয়ে সহজ সাধারণ স্বরে বলতে লাগলেন) তাছাড়া চকোলেট স্বাস্থ্যকর পানীয়।...ফ্যাশন করে পোষাক পরার কৌশলটা যদি তুমি আমায় শিখিয়ে থাকো—ভালই করেছো। এর ফলে আমি স্বামীর কাছ থেকে বেশী করে আদর

সোহাগ পাচ্ছি। এতে আমার হয়েছে লাভ, আর তোমার হয়েছে ক্ষতি। সত্যি কথা বলতে কি, চারদিকে দেখে শুনে, বিচার বিবেচনা করে আমার ধারণা হয়েছে, আমার স্বামী তোমার হাত ছাড়া হয়ে গেছে, তুমি তাঁকে হারিয়েছো। তবে এ-কথাও জানি, তোমার ইচ্ছা ছিলো, আমি আমার স্বামীকে ত্যাগ করি—তুমি যেমন করেছো। অবশ্য এখন তুমি সেজন্য অনুতপ্ত। শোনো, আমি কিন্তু রাজী নই, আমার স্বামীকে ত্যাগ করতে। বুঝলে এমেলী, আমাদের একতরফা বিচার করা—স্বার্থপর হওয়া উচিত নয়। সব কথার শেষ কথা হচ্ছে, এখন, এই মুহূর্তে তোমার চেয়ে আমি সত্যি সবল চিত্তের মেয়ে।...তুমি কোনদিন আমার কাছে কিছু নাও নি, কিন্তু তুমি আমাকে অনেককিছু দিয়েছ। প্রবাদবাক্যের সেই চোরের কাহিনী জানো তো! ঠিক তেমনি অভিজ্ঞতা আমি অর্জন করেছি: "তুমি যখন ঘুম থেকে জেগে উঠলে, তোমার হারানো সম্পদের মালিক বনে গেলাম আমি।" সেই চোরের কাহিনী! কিন্তু বলতো, তুমি যা স্পর্শ করেছো, তাই বন্ধ্যা ও শূন্যে পরিণত হয়েছে কেন? তোমার টিউলিপস আর তোমার প্রেমাবেগ পুরুষের ভালবাসাকে ধরে রাখার পক্ষে যথেষ্ট নয়, এটা আজ প্রমাণিত সত্য—কিন্তু আমি পুরুষের ভালবাসাকে ধরে রাখতে পেরেছি। তুমি যে গ্রন্থকারদের কাছ থেকে জীবনের পাঠ নিয়েছো, তাঁরা তোমায় জীবন যাপনের আর্ট শিক্ষা দিতে পারেন নি। কিন্তু আমি সে শিক্ষা লাভ করেছি। যদিও তোমার বাবার নাম ছিলো ইস্রাকিল, কিন্তু ইস্রাকিল নামে কোন বাচ্চাকে গর্ভে ধারণ করার সৌভাগ্য তোমার হয় নি। ...তুমি সারাক্ষণ মুখ বন্ধ করে রয়েছো কেন? মনে হচ্ছে যেন, অনন্তকালের জন্য ঠোঁট দুটিকে সীল করে বন্ধ করা হয়েছে! আমি স্বীকার করছি, তোমার এই নীরবতাকে একদা আমি শক্তির লক্ষণ বলে মনে করতাম। কিন্তু হয়তো তা নয়। বলবার মতো তোমার কিছু নেই, তাই তুমি সম্ভবত: নীরব—সম্ভবতঃ তোমার চিন্তাশক্তিরই অভাব রয়েছে। (মেঝো থেকে চটি জোড়া তুললেন।) আমি এখন বাড়ী যাচ্ছি—টিউলিপস-ও সঙ্গে করে নিচ্ছি। তো-মা-র টিউলিপস। অন্যের কাছ থেকে শিক্ষা নিতে তুমি পারো নি। মাথা নত করতে, বিনয়ী হতে তুমি পারো নি। তাই শুকনো নল খাগড়ার মতো তুমি ভেঙ্গে গেলে, আর আমি বেঁচে রইলাম। তুমি আমায় অনেক কিছু শিখিয়েছো এমেলী, আর সে জন্য আমি তোমায় ধন্যবাদ দিচ্ছি। আমার ধন্যবাদ নাও, কেননা, আমার স্বামীকে তুমি শিখিয়েছো কি করে ভালবাসতে হয়। আমার স্বামীকে ভালবাসতে আমি এখন বাড়ী চললাম এমেলী। (প্রস্থান)

যবনিকা

বন্ধন

বিয়োগান্তক একাঙ্কিকা

পাত্র-পাত্রী

জজ/বয়স ২৫ বছর
পাদরী/বয়স ৬০ বছর
ব্যারন/বয়স ৪২ বছর
ব্যারন-পত্নী/বয়স ৪০ বছর
আলেকজান্ডার একলান্ড
ইমানুয়েল ভিকবার্গ
কার্ল জোহান শ্যোবার্গ
এরিক অট্টো বোমান
এরেন ফ্রিড শ্যোডরবার্গ
ওলফ এন্ডারসন অবুভিক
কার্ল পিটার এন্ডারসন অববার্গা
এক্সেল ভ্যালিন
এন্ডারসন এরিক রুথ
ভেন অসকার আরলিন
অগাস্ট আলেকজান্ডার ভাস
লুডভিগ উসটম্যান
কোর্টের কেরানি
শেরীফ
কনস্টবল
এটর্নি
এলেকজেন্ডারসন/জনৈক গৃহস্থ
আলমা জনসন/ঝি
গোয়ালিনি
এলেকজেন্ডারের খামারের কিষাণ
ছেলে মেয়ে বুড়ো যুবক যুবতী দর্শকবৃন্দ

[মঞ্চ নির্দেশ : পাড়া-গাঁ। একটি হলঘর। এই হলঘরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অধিবেশন বসে। পেছন দিকে একটি দরজা এবং দরজার দু'পাশে দু'টি জানালা। জানলা দিয়ে গির্জার উঠোন আর ঘণ্টাঘর দেখা যাচ্ছে। ঘরটির বাঁ দিকে দরজা, ডান পাশে জজের আসন। প্লাটফরমের ওপর একটি উঁচু ডেস্ক। ডেস্কটির গায়ে এক জোড়া দাঁড়ি এবং ইনসাফের প্রতীক একটি তরবারি খোদাই করা ও সোনালী রঙে সেটা গিল্টি করা। ডেস্কটির দু'পাশে বারজন জুরির জন্য চেয়ার ও টেবিল। দর্শকদের জন্য হলটির মধ্যস্থলে কয়েকটি বেঞ্চ। দেয়ালটিতে সারি সারি তাক। তাকগুলির দরজা বন্ধ। দরজাগুলিতে সরকার কর্তৃক প্রচারিত স্থানীয় বাজারদর, নানাবিধ সরকারী ইশতেহার, বুলেটিন ইত্যাদি টাঙানো।

সুইডেনের একটি গ্রামে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের ঘটনা।]

শেরীফ ॥ আচ্ছা, তুমি কখনো আদালতের এই গ্রীষ্মকালীন সেশনে এতো ভিড় দেখেছো ?

কনস্টবল ॥ না, গত পনেরো বছরে এমন দেখি নি ; বছর পনেরো আগে সেই বিখ্যাত অলডার লেকের খুনের মামলার পর আর এমন ভিড় দেখি নি।

শেরীফ ॥ সেই জোড়া খুনের মামলার মতই এ মামলাটা চাঞ্চল্যকার—। তোমার বাপমা দু'জনা যেন এক সঙ্গে খুন হয়েছে—এমনিই চাঞ্চল্যকর এই মামলাটি ; বুঝলে। ব্যারন ও ব্যারন-পত্নী—দুজনা দু'জনাকে তালাক দিচ্ছে—এটাই তো একটা কেলেঙ্কারীর ব্যাপার। এ-র ওপর আবার তাদের দুজনার দুই পরিবারের সম্পত্তি, জায়গা জমি নিয়ে পরস্পর লাঠালাঠি—ভেবে দেখো, মামলাটা কী তোলপাড় সৃষ্টি করবে। তারপর বাকি থাকছে তাঁদের সন্তানটির অভিভাবকত্ব নিয়ে মামলা—যে মামলার রায় স্বয়ং বাদশা সোলেমানও দিতে পারবেন না।

কনস্টবল ॥ কিন্তু প্রকৃত ব্যাপারটা কি ? এক এক লোক এক এক কথা বলছে। তবে দু'জনার মধ্যে একজন অবশ্যই দোষী—সত্যি, তাই না ?

শেরীফ ॥ কিন্তু প্রবাদ আছে—যখন দু'জন লোক ঝগড়া করে, বুঝতে হবে দু'জনারই দোষ আছে। কিন্তু এমনও হতে পারে, দু'জনার মধ্যে এক-

জনাই দোষী। ধরো, আমার বাড়ীতে যে, শুজারটি আছে, বাড়ীর সবাই বলে, আমি যখন বাড়ীতে থাকি নে, ও বেটি নাকি গোটা বাড়ীটায় ছুটো-ছুটি করে আর নিজে নিজেই ঝগড়া করে। কিন্তু আজকের এই মামলাটা তো একটা সাধারণ ঝগড়া নয়, এটা একটা ষোল আনা ফৌজদারী মামলা —মানুষের জীবনটা যেমন একটা ব্যাপার ঠিক তেমনি একটা প্রকাণ্ড মামলা। এ ধরনের মামলায় সাধারণত দেখা যায়, একপক্ষ আসামী আর অপর পক্ষ ফরিয়াদী অর্থাৎ একজন অন্যায় করেছে আর দ্বিতীয়জনের ওপর অন্যায়টি করা হয়েছে। কিন্তু এই মামলায় কে যে প্রকৃত অপরাধী তা বলা শক্ত, কেননা, দুপক্ষই বাদী আবার দুপক্ষই বিবাদী।

কনস্টবল ॥ সত্যি, আমরা এক বিচিত্র জামানায় বাস করছি। দেখে শুনে মনে হয়, এ যামানার মেয়ের সব ক্ষেপে গেছে। আমার স্ত্রী উঠতে বসতে বলে, দুনিয়ায় যদি ইনসাফ বলে কোন বস্তু থাকতো, পুরুষদেরও অর্থাৎ আমারও গর্ভে সন্তান ধারণ করা উচিত ছিল। আমার স্ত্রীর কথা থেকে মনে হয় ঈশ্বর যখন মানুষকে সৃষ্টি করেছিলেন, কি যে তিনি সৃষ্টি করছেন, তা যেন তিনি নিজেই জানতেন না। তারপর আমার স্ত্রী লম্বা বক্তৃতা ঝেড়ে আমায় বোঝায় সে-ও মানুষ—আমি যেন তার বক্তৃতা শোনার আগে জানতামই না যে মানুষ—আমি যেন তাকে কখনও বলেছি, না তুমি মানুষ নও!—কাণ্ড দেখো!...ওঁর অভিযোগ, আমার বাঁদীগিরি করতে করতে জীবনে ঘেন্না ধরে গেছে অথচ সত্যি ব্যাপারটা হচ্ছে, আমাকেই তার গোলামী করতে হচ্ছে।

শেরীফ ॥ তাই নাকি? ওঃ তাহলে তুমিও বাড়ীতে একই রোগে ভুগেছো! আমার স্ত্রী জমিদারের কাছারী বাড়ী থেকে খবরের কাগজ নিয়ে আসে আর বসে বসে পড়ে। কাগজ পড়তে পড়তে হয়তো একদিন আমায় পড়ে শোনায় অমুক শহরের একটি তরুণী রাজমিস্ত্রির পেশা নিয়েছে—এটা যেন একটা মস্তবড় খবর। আর-একদিন হয়তো বললে, একটা খবর শোনো: একজন বুড়ী তার অসুস্থ স্বামীকে খুব এক চোট নিয়েছে—বেদম মেরেছে। আমি মাথামুণ্ডু ছাই কিছুই বুঝতে পারি নে, এসব খবর পড়ে পড়ে আমায় শোনানোর অর্থ কি? কিন্তু আমার মনে হয়, আমি যেহেতু পুরুষ মানুষ তাই আমার ওপর আমার স্ত্রীর একটা আক্রোশ রয়েছে।

কনস্টবল ॥ সত্যি, যত সব অদ্ভুত কাণ্ড। (শেরীফকে এক চিমটি নস্যি দিলে।) কদিন থেকে আবহাওয়াটা খুব সুন্দর যাচ্ছে। রাই ক্ষেতের দিকে তাকালে মনে হয়, ক্ষেতগুলোতে যেন পশমের কম্বল বিছানো রয়েছে। রাতে তুষার পাত এবার খুব তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়েছে।

শেরীফ ॥ আমার ক্ষেতে ফসলের কোন বালাই নেই। দশের যা সুবছর আমার তা

কুবছর। ট্যাক্স না দেয়ার জন্য কারো ওপর যে পরওয়ানা জারী করবো, এ সুযোগ এবার পাবো না, মালামাল ক্রোক করারও মওকা জুটবে না। আজ কোর্টে যে ভ্রাম্যমাণ নতুন জজটি বসবেন, তাঁকে তুমি চেনো ?

কনস্টবল ॥ না। তবে শুনেছি, বয়স অল্প, ছেলে মানুষ। সবেমাত্র আইন-পরীক্ষা পাশ করেছে আর জজ হিসেবে চাকরির আজকেই তাঁর প্রথম দিন।

শেরীফ ॥ আমি শুনেছি, ভদ্রলোক নাকি একটু বেশী মাত্রায় ধার্মিক...হুম্।

কনস্টবল ॥ আদালতের অধিবেশনের উদ্বোধন উপলক্ষে গির্জায় বরাবরই উপাসনার সময়টা যেন খুব বেশী নেয়া হচ্ছে। এখনও উপাসনা ভাংলো না...

শেরীফ ॥ (জজের ডেস্কের ওপর একটা বড় সাইজের বাইবেল রাখলো আর জুরীদের ডেস্কের ওপর ছোট ছোট সাইজের বারটি বাইবেল রাখলো।) না আর দেরি হবে না, এখুনি উপাসনা চলছে।

কনেস্টবল ॥ আমাদের এই পাদরী একবার নসিহত শুরু করলে আর থামতে পারেন না। অবাক কাণ্ড (কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলতে শুরু করলো।) ব্যারন আর ব্যারন-পত্নী ওঁরা নিজেরা কি কোর্টে আজ উপস্থিত হবেন ?

শেরীফ ॥ স্বামী স্ত্রী দুজনাই কোর্টে আসবেন নাকি ? তা যদি আসেন, একটা হুলুস্থুল কাণ্ড হবে। (গির্জার ঘণ্টা বাজার শব্দ শোনা গেল।) ঘণ্টা বাজছে, উপাসনা শেষ হলো। ঝাড়ন নিয়ে টেবিলটা পরিষ্কার করে এসো। ব্যস, তাহলেই আমাদের কাজ হয়ে গেল।

কনস্টবল ॥ দোয়াতে তো কালি দেয়া হয়েছে, তাই না ?

ব্যারন ॥ (ব্যারনের প্রবেশ। চাপা গলায় স্ত্রীকে বললেন) বেশ, তা হলে ঐ কথাই ঠিক হলো—এক বছরের জন্য আমরা আলাদাভাবে থাকার প্রশ্নে যে-সব শর্ত তোমাতে আমাতে ঠিক করলাম, আমরা দু'জনা পুরোপুরি তা মেনে চলবো, কি বলো ? কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে, কোর্টের ভেতরে আমরা যেন কোন কেলেঙ্কারী, ঝগড়া ঝাঁটি না করি।

ব্যারন-পত্নী ॥ এই সব উৎসুক চাষাভুষোর সামনে আমাদের দাম্পত্যজীবনের খুঁটিনাটি সব কথা আমি বলবো, এই কি তোমার ধারণা নাকি ?

ব্যারন ॥ হ্যাঁ তাই তো বলি। শোনো চূড়ান্ত তালাক ঘোষণা করার পূর্বপর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়টায় আমাদের সন্তানটি থাকবে তোমার কাছে তবে তারও দু'একটি শর্ত আছে, যেমন ধরো, আমার যখন ইচ্ছে হবে তখন তাকে আমার সঙ্গে দেখা করতে তোমায় পাঠাতে হবে। উপরন্তু আমি তাকে যে-ধরনের আর যে-ধারায় লেখা পড়া শেখাতে চাই, তাকে ঠিক সেই ধারাতেই লেখা পড়া শেখাতে হবে। অবশ্য তুমি এতে রাজী হয়েছো।

ব্যারন-পত্নী ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ সব ঠিক আছে।

ব্যারন ॥ না, না, আরও শর্ত আছে। মাঝের এই এক বৎসর তোমার ভরণ-পোষণ আর আমাদের ছেলের লেখাপড়ার খরচ বাবদ জমিদারীর নীট আয় থেকে তোমাকে আমি তিন হাজার গিনি দেবো।

ব্যারন পত্নী ॥ আমি রাজী।

ব্যারন ॥ ব্যস, আমার আর-কিছু বলবার নেই। আমি এখন খুশী মনে তোমায় বিদায় সম্ভাষণ জানাতে পারি। আমরা পরস্পরকে তালাক দিচ্ছি কেন, তা শুধু তুমি আর আমি জানি। আমাদের ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে কথাটা দুনিয়ার সবারই কাছ থেকে গোপন রাখা উচিত। আর, ছেলের মুখের দিকে তাকিয়েই আমি তোমায় অনুরোধ করছি, মামলার এটা ওটা ফ্যাকড়া তুলে আদালতে লড়াই করো না, কারণ তাতে করে ছেলের বাপ-মায়ের নামে কলঙ্ক লেপন করা হবে। কে জানে, যখন সে বড় হবে, তার বাপ মায়ের দাম্পত্যজীবনে ছাড়াছাড়ি হয়েছিল, এজন্য হয়তো তাকে ভুগতে হবে!

ব্যারন-পত্নী ॥ ছেলেকে যদি আমার কাছে থাকতে দেয়া হয়, তা হলে আর আমি এ মামলায় কোন আপত্তি তুলবো না।

ব্যারন ॥ ও প্রশ্ন নিয়ে আর কোন তর্ক নেই। এখন এসো, আমাদের দুজনার মধ্যে কি ঘটেছে না-ঘটেছে সে-সব কথা বাদ দিয়ে আমাদের ছেলের কিসে মঙ্গল হয়, সে দিকেই আমাদের সমগ্র দৃষ্টি দিই। আরও একটা কথা মনে রেখো, ছেলের অভিভাবকত্ব নিয়ে যদি এখন আমরা কোর্টে মারামারি করি, আমাদের দুজনার মধ্যে কে অভিভাবক হবার বেশী উপযুক্ত এ নিয়ে যদি তর্কাতর্কি করি, জজ সাহেব হয়তো আমাদের দুজনার কাছ থেকে ছেলেকে ছিনিয়ে নিয়ে কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের হাতে ছেলের অভিভাবকত্ব অর্পণ করবেন। আর তখন ঐ ছেলে বাপ মা দু'জন-কেই ঘৃণা করবে।

ব্যারন-পত্নী ॥ না, জজ সাহেব তা করতে পারেন না।

ব্যারন ॥ হ্যাঁ, পারেন। আইনের বিধান তাই। আর তুমি, আমি সবাই আইনের অধীন।

ব্যারন-পত্নী ॥ এ আইন, আহম্মকের আইন।

ব্যারন ॥ হয়ত তাই। কিন্তু এটাই আইন।

ব্যারন-পত্নী ॥ এ কি উদ্ভট আইন! তা কি করে হতে পারে? এ আইন আমি কিছুতেই মানতে পারিনে।

ব্যারন ॥ কিন্তু মানামানির প্রশ্ন তো আর ওঠে না। তুমি তো স্বীকারই করেছো, কোর্টে আমরা কেউ কাকে চ্যালেঞ্জ করবো না। অতীতে আমরা কোনদিনই কোন প্রশ্নে একমত হতে পারি নি। কিন্তু এখন আমরা

একটি বিষয়ে একমত হয়েছি—আমরা পরস্পরের বিরুদ্ধে কোনরকম বিদ্বেষ পোষণ না করে বিবাহ বিচ্ছেদ করবো। (শেরীফকে বললেন) এখানে এই আদালত ঘরের ভেতরে স্ত্রীকে কি বসতে দেয়া হবে ?

শেরীফ ॥ নিশ্চয়ই ; হ্যাঁ বসবেন বৈকি। এগিয়ে আসুন। (ব্যারন তাঁর স্ত্রীকে বাঁ-হাতি দরজার পাশে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলেন। তারপর দরজা পেরিয়ে নিজে পেছনে গিয়ে বসলেন। এটর্নি, ঝি, গোয়ালিনি এবং খামারের কৃষাণের প্রবেশ।)

এটর্নি ॥ (ঝিকে লক্ষ্য করে) শোনো, তুমি-ই যে চুরি করেছো, এতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই...কিন্তু তোমার মনিব এলেকজেন্ডারসন যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার চুরির একজন সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারছে, তুমি নির্দোষ। কিন্তু যেহেতু দু'জন সাক্ষীর সামনে তোমার মনিব তোমায় চোর বলেছে, সুতরাং সে তোমার ওপর মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করার অপরাধে অপরাধী। এখন ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে—তুমি ফরিয়াদী আর সে আসামী। আর এই উপদেশটা হরদম মনে রাখবে—অভিযুক্ত ব্যক্তির সব প্রথম কর্তব্য হচ্ছে, অপরাধ অস্বীকার করা।

ঝি ॥ কিন্তু আপনি যে এই মাত্র বললেন, অপরাধ আমি করি নি, অপরাধ করেছে আমার মনিব এলেকজেন্ডারসন।

এটর্নি ॥ তুমি অপরাধী, কারণ তুমি চুরি করেছো। কিন্তু যেহেতু তুমি উকিল নিয়োগ করেছো, আমার এখন কর্তব্য হচ্ছে, তোমাকে নির্দোষ প্রমাণ করা আর তোমার মনিবকে শাস্তি দেয়া। তাই তোমায় আবার বলছি, এই শেষবারের মতো তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি, জজের সামনে তোমার অপরাধ অস্বীকার করবে। (সাক্ষীদের প্রতি) এখন তোমরা শোনো। তোমরা কি সম্পর্কে সাক্ষী দিতে এসেছো ? আমি যা বলছি, মনোযোগ দিয়ে শোনো। যারা সুদক্ষ সাক্ষী তারা মামলা প্রমাণের জন্য যেটুকু বলা দরকার, শুধুমাত্র সেই কথাটি আঁকড়ে ধরে থাকে। তাই তোমাদের সব সময়ে মনে রাখতে হবে আলমা জনসন চুরি করেছে, কি করেনি—এটা প্রশ্ন নয়, প্রশ্নটা হচ্ছে, আলমা জনসন চুরি করেছে, এ কথা এলেকজেন্ডার-সন বলেছে কি না ? আদালত এ প্রশ্নেরই ফয়সালা করবে। কথাটা ভালো করে বুঝতে চেষ্টা করো—এলেকজেন্ডারসন যা বলেছে, তা প্রমাণ করার আইনসম্মত কোন অধিকার তার নেই, কিন্তু আমাদের আছে। আইনের বিধানটা এমন বেমওকা কেন, তা ভগবানই জানে। যা হোক, ও কথা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামানোর দরকার নেই। শোনো, গম্ভীর হয়ে বাইবেল স্পর্শ করে সব কথা বলবে।

গোয়ার্লিন ॥ হায় ভগবান, আমার বড্ড ভয় পাচ্ছে...কি বলতে যে কি বলে ফেলবো।

কিষাণ ॥ আমি বলবার পর তুমি বলবে, তা হলে আর তোমাকে কোন কথা বলতে বানিয়ে বলতে হবে না।

(জজ ও পাদরী প্রবেশ)

জজ ॥ গির্জায় আপনি যে আজ বক্তৃতা দিয়েছেন—খুবই সুন্দর। আপনাকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

পাদরী ॥ না জজ সাহেব, অমন করে বলতে নেই।

জজ ॥ আপনি হয়তো জানেন, জীবনে আজ এই প্রথম বিচারকের সামনে আমি বসতে চলেছি। আমি খোলা মনে বলছি, জীবিকা হিসেবে জজের চাকরি নিতে আমার গোড়াতে ভয় ছিল। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি এ চাকরি নিয়েছি বলতে গেলে। এটা আমার ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। দেখুন, আমাদের আইনগুলো ত্রুটিপূর্ণ, আমাদের বিচার-প্রতিষ্ঠান-গুলো যেমনটি হওয়া উচিত, তেমন নয় আর মানব চরিত্র এমন মিথ্যা এবং ভণ্ডামীতে পূর্ণ যে আমি অনেক সময় ভেবে পাইনে—এই ধরনের পরিস্থিতিতে কোনো বিচারক সৎ ও সুদৃঢ় মতামত দেয়ার সাহস পেতে পারে! আর আজ আপনি আপনার বক্তৃতায় আমার মনে সেই পুরোনো সংশয় আবার জাগিয়ে দিয়েছেন।

পাদরী ॥ বিবেকবানের মত কাজ করা আমাদের জন্মগত ও স্বাভাবিক কর্তব্য। কিন্তু কিছুতেই ভাবপ্রবণ হওয়া উচিত নয়। আর, এ জমানায় দুনিয়ার প্রত্যেকটি বিষয় এমন ত্রুটিপূর্ণ যে, বিচারকদের রায় একেবারে ত্রুটিশূন্য হবে—এটা আমরা কিছুতেই আশা করতে পারি নে।

জজ ॥ আপনার কথা হয়তো সত্যি, কিন্তু তবু আমি যখন কোন মামলার বিচার করতে গিয়ে দেখবো একটি মানুষের ভাগ্য আমার মতামতের ওপর নির্ভর করছে তখন আমার পক্ষে কিছুতেই ভোলা সম্ভব হবে না, কী প্রচণ্ড দায়িত্ব আমার ওপর দেয়া হয়েছে ; বিশেষ করে, আমার রায় যখন একটি পরিবারের ভবিষ্যত বংশধরদের ওপর ক্রিয়া করবে। ব্যারন আর তাঁর স্ত্রীর তালাকের মামলাটা আমায় ভাবিয়ে দিয়েছে। এই মামলা সম্পর্কে আপনার মতামতটা আমার জানা দরকার। কারণ, যাজক বোর্ডের বড় কর্তা হিসেবে আপনারই হাত দিয়ে তালাকের মামলার আগাম নোটিশ তাঁদের দুজনার কাছে গেছে।—আপনার মতে তাঁদের পরস্পরের সম্পর্কটা-ই বা কেমন, আর কে কত খানি অপরাধী, যদি আমায় জানাতেন।

পাদরী ॥ অর্থাৎ আমাকে বিচারকের আসনে বসিয়ে মামলাটার রায় আপনি আমাকেই দিতে বলছেন। ...অথবা আমার বক্তব্য অনুযায়ী মামলাটার

রায় দিতে চান, তাই না? আমি আপনাকে এ মামলা সম্পর্কে শুধু এইটুকু সাহায্য করতে পারি—যাজক বোর্ডের কার্যবিবরণী আপনার সামনে পেশ করতে পারি।

জজ ॥ যাজক বোর্ডের কার্যবিবরণী আমি পড়েছি। ঐ কার্যবিবরণীতে যা লেখা আছে ত আপনার কাছে জানতে চাইনে, আপনি কি জানেন তাই বলুন।

পাদরী ॥ ব্যারন এবং তাঁর পত্নী দু'জনাই আমার কাছে আলাদা আলাদা ভাবে পরস্পরের বিরুদ্ধে গোপন যে-সব অভিযোগ করেছেন, আমি তা প্রকাশ করতে পারিনে—তা আমার কাছে চিরকাল গোপনই থাকবে। তা ছাড়া, আমি কি করে জানবো, তাঁদের দু'জনার মধ্যে কে সত্যি বলছেন আর কে মিথ্যা বলেছেন? তাঁদের দু'জনাকে যা বলেছি, আপনাকেও সেই কথা বলছি, "একজনার চেয়ে আর-এক জনাকে বেশী বিশ্বাস করার কোন সঙ্গত কারণ আমি খুঁজে পাইনে।"

জজ ॥ কিন্তু আপনাদের সামনে তাঁরা যখন জবানবন্দী দেন, সেই শুনানী থেকে পরস্পরের অপরাধ সম্পর্কে নিশ্চয়ই আপনার একটা ধারণা হয়েছে।

পাদরী ॥ ব্যারনের জবানবন্দী যখন শুনছিলাম তখন এক রকম ধারণা হয়েছিল, তারপর ব্যারন-পত্নীর জবানবন্দী যখন শুনলাম তখন আবার অন্যরকম ধারণা হলো। তা হলে দেখছেন তো, আমার পক্ষে কোন সুনির্দিষ্ট অথবা চূড়ান্ত মতামত এ বিষয়ে দেয়া সম্ভব নয়।

জজ ॥ কিন্তু দেখুন, আমি—হ্যাঁ কি ঘটেছে না-ঘটেছে কোন কিছুই আমার জানা নেই, অথচ চূড়ান্ত মতামত আমাকেই দিতে হবে।

পাদরী ॥ জজদের এই বিরাট দায়িত্বই বহন করতে হয়। আমি এত বড় দায়িত্বের কাজ জীবনে নেব না।

জজ ॥ আচ্ছা, এমন সাক্ষী সাবুদ কি পাওয়া যায় না, যারা ঘটনাটা সম্পর্কে কোর্টে সব কথা বলতে পারে।

পাদরী ॥ না। ব্যারন আর ব্যারন-পত্নী এঁদের দু'জনার কেউ কোন দিন প্রকাশ্যে—লোকের সামনে পরস্পরের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করে নি। তাছাড়া, ধরুন, দু'জনা মিথ্যা সাক্ষী যদি হাজির করা যায়, তা হলে তারা আকাট্য প্রমাণ পেশ করে কে অপরাধী কোর্টকে স্পষ্ট জানিয়ে দেবে—মিথ্যা সাক্ষীরা কি-না করতে পারে। আপনি কি মনে করেন বাড়ীর চাকর বাকরের গালগল্প, ঈর্ষাপরায়ণ প্রতিবেশীদের বাজে কথা অথবা যত সব বিদ্বেষান্ধ, প্রতিহিংসাপরায়ণ এবং অসূয়াপূর্ণ ষড়যন্ত্রকারী আত্মীয়ের বক্তব্যের ওপর নির্ভর করে আমি কোন বিষয়ে কখনও কোন সিদ্ধান্ত নেবো? কিছুতেই নেব না।

জজ ॥ মানুষের প্রতি আপনার বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই, দেখছি।

পাদরী ॥ সুদীর্ঘ ষাট বছরের আমার এই জীবন আর আমি চল্লিশ বছর যাবত মানুষের অন্তর হেফাজত করে চলেছি—সুদীর্ঘ দিনের এই অভিজ্ঞতার পর মানুষের প্রতি বিশ্বাস আর থাকতে পারে কি করে? আদি পাপ যেমন আমাদের সহজাত তেমনি কৌশলে সত্যকে এড়িয়ে যাওয়া মানবপ্রকৃতির মধ্যেই নিহিত রয়েছে। এবং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, আমরা সবাই মিথ্যাবাদী। শিশুকালে গুরুজনের শাস্তির ভয়ে আমরা মিথ্যা কথা বলি, যখন বয়স হয়, যখন বড় হই নিজেদের স্বার্থে নিজেদের প্রয়োজনে, আত্মরক্ষার্থে আমরা মিথ্যা কথা বলি। আমি এমন লোকও দেখেছি, যিনি পত্নীর এই মামলায় কে যে সত্যবাদী আর কে যে মিথ্যাবাদী নির্ণয় করা আপনার পক্ষে সত্যি খুবই কঠিন হবে। আগে থেকে কোন একপেশে ধারণার বশবর্তী হয়ে মামলাটা সম্পর্কে কোন রায় দিতে চেষ্টা করবেন না, এই আমার অনুরোধ। আমি নিজে সদ্য-বিবাহিত তাই আমার ভয়, রমণীর সুন্দর মুখ হয়ত আপনার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। ব্যারণ-পত্নী তরুণী, সুন্দরী এবং সন্তানের মাতা কিন্তু বেচারী হতভাগিনী। এই সুন্দরী হতভাগিনীর প্রতি আপনার বিশেষ অনুকম্পা দেখানোর আকাঙ্ক্ষা আছে বৈকি! অপর দিকে আবার সম্প্রতি আপনি সন্তানের পিতা হয়েছেন। সুতরাং পিতার সঙ্গে তাঁর একমাত্র সন্তানের ছাড়াছাড়ি হতে যাচ্ছে, এ কথা ভেবে হয়ত আপনি বিচলিতও হতে পারেন। দু'পক্ষের কোন পক্ষেরই প্রতি যাতে দুর্বলতা বশতঃ ঢলে না পড়েন, সেদিকে দয়া করে সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন। কেননা, একপক্ষের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন অপর পক্ষের প্রতি নির্মমতা হতে পারে।

জজ ॥ কিন্তু একটা প্রশ্ন আছে এবং তার দরুণ ব্যাপারটা আমার পক্ষে সহজ হতে পারে। আর প্রশ্নটা হচ্ছে, ওঁরা দু'পক্ষই একটি বিষয়ে এক মত হয়েছেন।

পাদরী ॥ ওসব কথার ওপর খুব বেশী আস্থা রাখবেন না। মামলা মকদ্দমায় সবাই ও রকম বলে থাকে। কিন্তু আদালতের সামনে যখন তারা এসে দাঁড়ায়, শুরু হয় কুরুক্ষেত্র। এই মামলার শুনানীর সময় যেইমাত্র এক-পক্ষের মুখ থেকে একটা বেফাঁস কথা বেরিয়ে যাবে আর অমনি শুরু হবে প্রলয় কাণ্ড। এই-যে জুরিরা আসছেন।...আমি চললাম। অবশ্য একেবারে চলে যাচ্ছি নে—এখানেই আদালতগৃহে থাকবো। তবে এই এজলাসে নয়—একটু আড়ালে।

(১২ জন জুরির প্রবেশ। তাঁরা নিজেদের আসনে বসলেন। শেরিফ আদালত-গৃহের কোনার একটা দরজা খুলে ঘণ্টা বাজিয়ে

বাদী ও বিবাদীদের ডাকলেন। জজ আসন গ্রহণ করলেন। দর্শকরা ভিড় করে আদালত-গৃহের মধ্যে প্রবেশ করলো।)

জজ ॥ ফৌজদারী দণ্ডবিধির একাদশ অনুচ্ছেদের পঞ্চম, ষষ্ঠ ও অষ্টম ধারা অনুযায়ী আমি আদালতের উদ্বোধন ঘোষণা করছি। (কোর্টের কেরানির কানে কানে দু'একটি কথা বলে জুরিদের দিকে তাকিয়ে বললেন।) জুরির মহোদয়গণ দয়া করে আপনারা যদি শপথ গ্রহণ…
(জুরিরা সবাই উঠে দাঁড়ালেন এবং প্রত্যেকেই তাঁদের সামনের ডেস্কের ওপর রাখা বাইবেলের ওপর হাত রাখলেন, তারপর সবাই একসঙ্গে নিজ নিজ নাম উচ্চারণ করলেন।)

আমি, আলেকজেন্ডার একলান্ড।
আমি, ইমানুয়েল ভিকবার্গ।
আমি, কার্ল-জোহান শ্যোবারগ্।
আমি এরিক অট্টো বেমান।
আমি, এরেন ফ্রিড শ্যোডারবারগ্।
আমি, ওলফ এন্ডারসন অব্ ভিক।
আমি, কার্ল পিটার এন্ডারসন অব্ বার্গা।
আমি, এক্সেল ভ্যালিন।
আমি, এন্ডারস এরিক রুথ।
আমি, ভেন অস্কার আরলিন।
আমি, অগাস্ট আলেকজেন্ডার ভাস।
আমি, লুডভিগ উস্ট্ম্যান।

(সবাই একসঙ্গে ধীরে ধীরে, মৃদুস্বরে এবং সুর করে টেনে টেনে বলতে লাগলেন।) আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি এবং ঈশ্বরকে সাক্ষী রাখিয়া ও প্রভুর পবিত্র গ্রন্থের উপর হাত রাখিয়া শপথ গ্রহণ করিতেছি যে, আমার সর্বোত্তম বিচারবুদ্ধি ও বিবেক অনুযায়ী, ধনী ও গরিবের মধ্যে কোন তারতম্য না করিয়া, সকল ক্ষেত্রে সুবিবেচনা সহকারে ও ঈশ্বরের বিধান মোতাবেক এবং সুইডেন রাজ্যের বিধিবদ্ধ আইনের নির্দেশ অনুসরণ করিয়া আমি মামলার বিচার করিব। (অপেক্ষাকৃত উচ্চস্বরে গলার আওয়াজ বাড়িয়ে দিয়ে)—আইনের অপব্যাখ্যা অথবা বিকৃত ব্যাখ্যা করিব না—নিকট অথবা দূর আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব কিংবা ঈর্ষা অথবা শত্রুতার কথা মনে করিয়া অন্যায়কে সমর্থন করিব না ; ভয়ে অথবা লোভে পড়িয়া, কোন উপহার লইয়া কিংবা ঘুষ খাইয়া অথবা অন্য কোনভাবে বাদী ও বিবাদীর নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করিয়া নিরাপরাধীকে অপরাধী কিংবা অপরাধীকে নিরা-

পরাধ বলিয়া রায় প্রদান করিব না। (গলার স্বর আরও উচ্চতর করে) উপরন্তু মামলার রায় প্রকাশিত হইবার পর অথবা প্রকাশিত হইবার পূর্বে এই মামলায় যাহারা বাদী অথবা বিবাদী তাহাদের নিকট আত্মীয় কিংবা অন্য কোন তৃতীয় ব্যক্তির নিকট মামলার শুনানীর গোপন অংশ কদাপি প্রকাশ করিব না। মামলার যে-অংশের শুনানী রুদ্ধ দ্বার কক্ষে অনুষ্ঠিত হইবে, একজন প্রকৃত সৎ ও সাধু জুরির হিসেবে আমি উহা বিশ্বাসঘাতকতা, অপকৌশল অথবা চাতুরীর আশ্রয় লইয়া কদাচ প্রকাশ করিব না—বিশ্বস্ততার সহিত উহা গোপন রাখিব।...(কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর) আমার জীবন ও আত্মার দোহাই হে ঈশ্বর আমাকে করুণা করুন। (জুরিররা নিজ নিজ আসনে বসলেন।)

জজ ॥ (শেরিফের প্রতি) আলমা জনসন ও এলেকজেন্ডারসনের মামলার বাদী বিবাদীকে ডাকুন।

(শেরিফ বাদী বিবাদীকে ডাকলেন। এলেকজেন্ডারসন, ঝি, এর্টার্নি, খামারের কিষাণ, গেয়র্লিন প্রবেশ করলো।)

শেরিফ ॥ (চিৎকার করে বললেন।) এলেকজেন্ডারসন ও আলমা জনসন।

এর্টার্নি ॥ আমি নিজেকে এর্টার্নিরূপে মহামান্য আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হবার প্রার্থনা করছি। ফরিয়াদিনী আলমা জনসনের পক্ষে এই মামলায় আমি এর্টার্নি নিযুক্ত হয়েছি।

জজ ॥ (নথিপত্র পরীক্ষা করে বললেন।) ঝি আলমা জনসন তার প্রাক্তন মনিব এলেকজেন্ডারসনের বিরুদ্ধে ফৌজদারী দণ্ডবিধির ষোড়শ অনুচ্ছেদের অষ্টম ধারা অনুযায়ী মামলা দায়ের করেছে। শাস্তি ছয় মাস জেল অথবা জরিমানা। ঝি-এর অভিযোগ হচ্ছে উক্ত এলেকজেন্ডারসন আলমা জনসনকে প্রমাণ সাবুদ ব্যতীত চোর বলেছে। ঝি-কে চোর বলার সমর্থনে এলেকজেন্ডারসন কোন প্রমাণ উপস্থিত করে নি অথবা চোর বলে অভিযোগ করার পর তার বিরুদ্ধে চুরির মামলা দায়ের করে নি। আলেকজেন্ডারসন, আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পর্কে আপনার কি বক্তব্য আছে, বলুন।

এলেকজেন্ডারসন ॥ আমি তাকে হাতে-নাতে ধরে ফেলেছিলাম বলে আমি তাকে চোর বলেছি।

জজ ॥ তাকে চুরি করতে দেখেছে এমন কোন লোক আপনার সাক্ষী আছে?

এলেকজেন্ডারসন ॥ না। আমি সাধারণতঃ একাই ঘোরাফিরা করি, তাই ঝি চুরি করার সময় আমার সঙ্গে কেউ ছিল না, যাকে আমি সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত করতে পারি।

জজ ॥ মেয়েটির বিরুদ্ধে আপনি মামলা দায়ের করলেন না, কেন?

এলেকজেন্ডারসন ॥ কারণ আমি মামলা মকদ্দমায় বিশ্বাস করি নে। আর তাছাড়া, আমাদের মত যারা গেরস্থ মনিব তারা বাড়ীর চরিত্রচামারি নিয়ে হাঙ্গামা করতে অভ্যস্ত নয়। কারণ প্রথমতঃ হচ্ছে এ ধরনের চরিত্রচামারি আকসারই হয়ে থাকে আর দ্বিতীয়তঃ মামলা মকদ্দমা করে ঝি চাকরদের ভবিষ্যত জীবনের ক্ষতি করা আমরা পছন্দ করি নে।

জজ ॥ আলমা জনসন তোমার কি বক্তব্য বলো।

আলমা জনসন ॥ আমি...হ্যাঁ...আমি...

এটর্নি ॥ (ঝি-কে লক্ষ্য করে।) তুমি কিছু বলো না। (জজকে লক্ষ্য করে) আলমা জনসন এ মামলায় আসামী নয়, সে ফরিয়াদী। তাই সে আদালতকে অনুরোধ করছে, এলেকজেন্ডারসন তার নামে যে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, সাক্ষীদের জবানী থেকে তার প্রমাণ আদালত শ্রবণ করুন।

জজ ॥ যেহেতু এলেকজেন্ডারসন নিজ মুখে স্বীকার করেছেন, ঝি-কে তিনি চোর বলেছেন, সুতরাং সাক্ষীর আর কোন প্রয়োজন নেই। এখন আমার বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে, আলমা জনসন চুরির অপরাধে সত্যি অপরাধী কি-না। কারণ, তাকে বলার যদি সত্যি সত্যি কোন যুক্তি থেকে থাকে তাহলে, এই মামলার রায়ে এলেকজেন্ডারসনের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের গুরুত্ব অনেকখানি লাঘব হবে।

এটর্নি ॥ আদালত এইমাত্র যে মন্তব্য করলেন তার প্রতিবাদ করার জন্য আমি অনুমতি প্রার্থনা করছি। ফৌজদারী দণ্ডবিধির ষোড়শ অনুচ্ছেদের ত্রয়োদশ ধারা অনুযায়ী কোন ব্যক্তি যদি অপর কোন ব্যক্তির নামে অপবাদ আরোপের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়, তাহলে তার অপবাদ রটানোর যৌক্তিকতা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে আদালতের সামনে সাক্ষী উপস্থিত করা বিধিবহির্ভূত।

জজ ॥ এই মামলার বাদী বিবাদী সাক্ষী ও দর্শকদের আদালত-গৃহ থেকে বাইরে যেতে আমি অনুরোধ করছি। (জজ এবং জুররা ও কর্মচারীরা ব্যতীত আর সবাই বেরিয়ে গেলো।)

জজ ॥ এলেকজেন্ডারসনকে আপনারা কেমন লোক মনে করেন? তাঁর কথা কি বিশ্বাসযোগ্য?

জুরিরা ॥ (সমস্বরে) হ্যাঁ, এলেকজেন্ডারসনের কথা অবশ্যই বিশ্বাস করা যেতে পারে।

জজ ॥ আলমা জনসনের সৎ মেয়ে বলে কি সুনাম আছে?

বোমান ॥ ছিঁচকে চুরির অপরাধে আমি তাকে গত বছর আমার বাড়ীর চাকরি থেকে বিদায় দিয়েছি।

জজ ॥ কিন্তু আমার রায়ে এলেকজেন্ডারসনকে শাস্তি ভোগ করতে হবে—তাকে

জরিমানা দিতে হবে। এ ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। ওঁর অবস্থা কেমন? গরীব?

উস্‌টম্যান ॥ সরকারের পাওনা ট্যাক্স বেচারা এখনও পরিশোধ করতে পারেন নি। গত বছর ওঁর জমিতে আবাদও মোটেই ভাল হয় নি। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, জরিমানা দেয়া তাঁর পক্ষে খুবই কঠিন হবে।

জজ ॥ কিন্তু এ মামলার বিচার আপাততঃ স্থগিত রাখার কোন আইনসঙ্গত যুক্তি তো আমি খুঁজে পাচ্ছি নে। এলেকজেন্ডারসনকে আদালতে সাফাই সাক্ষী উপস্থিত করার অনুমতি আইন এ মামলায় দিচ্ছে না, সুতরাং মামলাটিতে কোন জটিলতা নেই—একটা সাদামাটা মামলা। আর কারো কিছু বলবার আছে? আমার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আপনাদের কোন আপত্তি আছে?

একলান্ড ॥ আইনের মারপ্যাঁচ ছেড়ে দিয়ে আমি সাধারণভাবে একটা কথা বলতে চাই···এ ধরনের একটি মামলা—যে-মামলাটিতে এক পক্ষ শুধু নির্দোষ নয় বরং সে ক্ষতিগ্রস্ত অথচ তাকেই শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে আর দ্বিতীয় পক্ষ করলো চুরি কিন্তু চোর হওয়া সত্ত্বেও তার তথাকথিত মানমর্যাদা এবং সুনাম সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হলো। এ ধরনের মামলার সমাজদেহে বিষময় ফল হতে পারে। মানুষ তার প্রতিবেশী, তার আশ-পাশের মানুষের প্রতি এই ধরনের মামলার ফলে অনুকম্পা দেখাতে ইতঃস্তত করবে আর সমাজে মামলাবাজী বেড়ে যাবে।

জজ ॥ তা হয়তো যাবে। কিন্তু সরকারী নথিপত্রে আপনাদের দশের এই সব মতামতকে তো আর স্থান দেয়া যায় না—আইন অনুযায়ী বিচার আমাকে করতেই হবে। এবং সেজন্যই জুরি মহোদয়গণ আপনাদের শুধু আমি একটি প্রশ্নই করতে চাই—ফৌজদারী দণ্ডবিধির ষোড়শ অনুচ্ছেদের ত্রয়োদশ ধারা অনুযায়ী আলেকজেন্ডারসন অপরাধী অথবা অপরাধী নয়।

জুরিগণ ॥ (সমস্বরে) অপরাধী।

জজ ॥ (শেরিফকে বললেন।) এই মামলার বাদী বিবাদী এবং সাক্ষীদের ডাকুন। (শেরিফ বাদী বিবাদীকে ডাকলেন। তাঁরা, সাক্ষীরা এবং দর্শকবৃন্দ প্রবেশ করলেন। দর্শকরা তাঁদের আসনে বসলেন।)

জজ ॥ আলমা জনসন বনাম আলেকজেন্ডারসনের মামলায় ফরিয়াদিনী আলমা জনসনের নামে অপবাদ আরোপ করার অপরাধে আলেকজেন্ডারসনকে একশত স্বর্ণমুদ্রা জরিমানা করে শাস্তি দেয়া হলো।

এলেকজেন্ডারসন ॥ কিন্তু আমি স্বচক্ষে দেখেছি—চুরি করার সময় আমি তাকে হাতে-নাতে ধরেছি। মানুষ উদারতা দেখালে তার বুঝি এই ফল হয়!

এটর্নি ॥ (আলমা জনসনকে বললেন।) কী দেখলে তো! শুধু ঘটনা অস্বীকার

করো আর ঘাড় বাঁকিয়ে পড়ে যাও, ব্যস মামলায় জিত। এলেকজেন্ডারসন একটা আস্ত বোকা তাই লড়লো না। আমি যদি তার এটর্নি হতাম আর তার পক্ষ হয়ে তোমার বিরুদ্ধে যদি এই মামলায় লড়তাম, তা হলে আমি চট করে তোমার সাক্ষীদের চ্যালেঞ্জ করে বসতাম আর সঙ্গে সঙ্গে তাদের কথায় আপত্তি দিতাম—ব্যস তোমার মামলার বারটা বেজে যেতো। নাও, চলো এখন বাইরে যাই—দেনা-পাওনা মিটিয়ে দাও। (এটর্নী, আলমা জনসন এবং তার সাক্ষীরা চলে গেল)

এলেকজেন্ডারসন ॥ (শেরিফকে বললেন।) কি বলেন আপনি? এখন নিশ্চয়ই আমাকে আলমা জনসনকে তর সচ্চরিত্রের একটা প্রশংসাপত্র দিতে হবে আর তাতে ঈশ্বরের নামে শপথ করে লিখতে হবে, সে খুবই সৎ এবং বিশ্বাসযোগ্য।

শেরিফ ॥ ওসব কথা নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে চাই নে।

এলেকজেন্ডারসন ॥ (কনষ্টবলকে বললেন।) এই জরিমানা দিতে গিয়ে আমার বিষয়সম্পত্তি সব কিছুই আমাকে হারাতে হবে। কে কবে ভাবতে পেরেছিল যে, ইনসাফের এটাই সংজ্ঞা—চোর হয় পুরস্কৃত আর যে-ব্যক্তির চুরি হয় তাকে খেতে হয় বেত্রাঘাত।...জাহান্নামে যাক...চলো এক পেয়ালা কফি আর তার সাথে খানিকটা কড়া কিছু খাওয়া যাক। ···ওঃ, আচ্ছা ফাঁক পেলেই চলে আসবে, কেমন?

কনষ্টবল ॥ তুমি যাও। আমি এ-ই এলাম বলে। কিন্তু দেখো, এখানে গোলমাল করো না।

এলেকজেন্ডারসন ॥ রাখো তোমার ওসব কথা! আমি গোলমাল করবোই। আর তাতে যদি আমায় তিন মাস জেল খাটতে হয়, তাও করবো।

কনষ্টবল ॥ আহা চুপ করো না—গোলমাল করো না—তুমি যাও, আমি আসছি।

জজ ॥ (শেরিফকে বললেন।) ব্যারন স্প্রেঙ্গেল আর তাঁর স্ত্রী, যাঁর কুমারী নাম ছিল মিস মালমবার্গ তাঁদের তালাকের মামলার দু'পক্ষকেই ডাকুন।

শেরিফ ॥ (চিৎকার করে ডাকলেন।) ব্যারন স্প্রেঙ্গেল এবং তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী মালবার্গ হাজির। (ব্যারন ও ব্যারন-পত্নীর প্রবেশ।)

জজ ॥ ব্যারন স্প্রেঙ্গেল কর্তৃক তাঁর বিবাহিত পত্নীর বিরুদ্ধে আনীত মামলায় ব্যারন স্প্রেঙ্গেল এইমর্মে আর্জি করেছেন যে, তিনি তাঁদের দাম্পত্য জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটাতে চান এবং আদালতকে অনুরোধ করেছেন, যেহেতু যাজক বোর্ডের সতর্কবাণীর কোন সুফল হয় নি, সুতরাং এক বৎসরকাল আহার ও শয়নে স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার অধিকার দেয়া হোক। এই অনুরোধ প্রসঙ্গে ব্যারন-পত্নীর কোন বক্তব্য আছে?

ব্যারন-পত্নী ॥ আলাদা থাকার প্রশ্নে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু আমার

একটি শর্ত আছে। আর, এই শর্তটা আমার দাবীও বটে। আমাদের সন্তান আমার কাছে থাকবে।

জজ ॥ এই ধরনের মামলার বিচারের পূর্বে উভয় পক্ষের নিজেদের মধ্যে সম্পাদিত কোন শর্ত আইনের চোখে গ্রাহ্য নয়। সন্তান সম্পর্কে কি ব্যবস্থা হবে, আদালতই তা নির্ধারণ করবে।

ব্যারন-পত্নী ॥ এ-তো বড় তাজ্জব ব্যাপার।

জজ ॥ আর সন্তানের প্রশ্নটি রয়েছে বলেই আদালতের কাছে এখন সবচেয়ে জরুরী বিষয় হচ্ছে আদালতকে জানতে হবে, দু'পক্ষের মধ্যে কোন্ পক্ষ মনোমালিন্যের জন্য দায়ী—যে-মনোমালিন্যের দরুন আদালতের সামনে এই মামলাটি আজ উপস্থিত হয়েছে। যাজকবোর্ডের নথিপত্র ও বিবরণী থেকে দেখা যায়, স্ত্রী নিজেই স্বীকার করেছেন, মাঝে মাঝে তিনি ঝগড়াঝাঁটি করেন এবং কড়া মেজাজও দেখিয়ে থাকেন, অপরদিকে স্বামীর প্রদত্ত জবানীতে তাঁর নিজের অসৎ চরিত্র অথবা স্ত্রীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার কোন স্বীকৃতি নেই। অতএব দেখা যাচ্ছে ব্যারন-পত্নী নিজের দোষ নিজ মুখেই স্বীকার···

ব্যারন-পত্নী ॥ মিথ্যা কথা।

জজ ॥ যাজক বোর্ডের নথিতে লিপিবদ্ধ বিবরণী—স্বয়ং প্রধান যাজক এবং আটজন পরম বিশ্বাসী ব্যক্তি যার সাক্ষী, কি করে আমি তা অবিশ্বাস করতে পারি ?

ব্যারন-পত্নী ॥ বোর্ডের বিবরণী মিথ্যা।

জজ ॥ এজলাসে দাঁড়িয়ে এমন মন্তব্য আদালতের পক্ষে অবমাননাকর। সাবধানে কথা বলুন।

ব্যারন ॥ আদালতের কাছে আমি একটি কথা নিবেদন করতে চাই—কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে আমি স্বেচ্ছায় ওঁর হাতে আমাদের সন্তানকে অর্পণ করতে রাজী হয়েছি।

জজ ॥ আমি কিছুক্ষণ আগে যে-কথাটি বলেছি তার পুনরাবৃত্তি করছি—সন্তানের প্রশ্নটি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়ার এখতিয়ার একমাত্র আদালতের—বাদী ও বিবাদীর মতামতের এ ব্যাপারে কোন মূল্যই নেই। যা হোক, ব্যারন-পত্নী শুনুন, আপনাদের দাম্পত্য জীবনে মনোমালিন্যের সূত্রপাত আপনারই দোষে ঘটেছে—এ কথা আপনি অস্বীকার করছেন, কেমন ?

ব্যারন-পত্নী ॥ হ্যাঁ আমি অস্বীকার করছি, আর এক হাতে কখনও তালি বাজে না—এক পক্ষের দোষে ঝগড়া হয় না, দু'পক্ষেরই দোষ থাকে।

জজ ॥ এটা ঝগড়া নয়—এটা আদালতের মামলা—এখানে বিধিবদ্ধ আইনের খেলাফের প্রশ্ন জড়িত। আর সব দেখেশুনে আমার মনে হচ্ছে, ব্যারন-

পত্নী খোলাখুলি তাঁর ঝগড়াটে স্বভাব আর হঠকারী ব্যবহারের পরিচয় দিয়েছেন।

ব্যারন-পত্নী ॥ আপনি আমার স্বামীকে জানেন না, তাই এমন কথা বলছেন।

জজ ॥ আপনার যা বক্তব্য দয়া করে আপনি খোলাখুলি সব বলুন। বাঁকা কথার ওপর ভিত্তি করে আমি রায় দিতে পারি নে—সাফ্ সাফ্ সব কথা শুনতে চাই।

ব্যারন ॥ বেশ, তাহলে আমি আদালত থেকে এ মামলা তুলে নেয়ার জন্য আর্জি পেশ করতে চাই। অন্য পন্থাই আমায় গ্রহণ করতে হবে তালাক নেয়ার জন্য।

জজ ॥ না তা হয় না। এ মামলা বিধিবদ্ধ আদালতের নথিভুক্ত হয়ে গেছে। সুতরাং আদালতকে এ-র চূড়ান্ত বিচার করতে হবে।...ব্যারন-পত্নী, আপনি তাহলে বলতে চান যে, আপনাদের মনোমালিন্যের জন্য ব্যারনই দায়ী! বেশ। কিন্তু আপনি এ-কথা কি প্রমাণ করতে পারবেন ?

ব্যারন-পত্নী ॥ হ্যাঁ প্রমাণ করতে পারবো।

জজ ॥ ভালো কথা। প্রমাণ করুন। কিন্তু একটা কথা মনে রাখবেন, ব্যারন পিতা, সুতরাং পিতার দায়িত্ববোধের প্রশ্ন এসে পড়তে পারে আর তা থেকে জমিদারী ও সম্পত্তির ওপর তাঁর অধিকারের প্রশ্নও দেখা দিতে পারে।

ব্যারন-পত্নী ॥ সে অধিকার উনি অনেকবার হারিয়েছেন। আমাকে আহার নিদ্রা থেকে যতবার তিনি বঞ্চিত করেছেন, ততবার তিনি অধিকার হারিয়েছেন।

ব্যারন ॥ আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, আমি কখনও ওঁকে ওর ঘুম থেকে বঞ্চিত করিনি। আমি শুধু ওঁকে বেশী বেলা অবধি ঘুমোতে বারন করি, কেননা সারা সকালটা ঘুমিয়ে থেকে ঘরসংসারের কাজে উনি অবহেলা করেন আর ছেলেরও যত্ন নেয়া সম্ভব হয় না। আর, আহারের কথা তো ওঠেই না। খাওয়া-দাওয়ার পাট তো সম্পূর্ণরূপে ওঁরই এখতিয়ারে—ওঁরই হাতে তো সব কিছু। তবে বৃথা ব্যয়বহুল কতগুলো বড়োয়ালি সামাজিক অনুষ্ঠান, আমাদের সংসারের আয়ে যা পোষায় না, আমি সেগুলোতে আপত্তি করে থাকি।

ব্যারন-পত্নী ॥ অসুস্থ হয়ে আমি বিছানায় পড়ে থাকি—কিন্তু উনি ডাক্তার ডাকতে রাজী হন না।

ব্যারন ॥ ওঁর ঠিক জিদ অনুযায়ী যদি কোন কাজ করা হয়, অমনি উনি অসুস্থ হয়ে পড়েন—এটাই তাঁর স্বভাব। কিন্তু কিছুক্ষণ পর আপনা থেকেই নির্ঘাত সে অসুস্থতা ভালো হয়ে যায়। একবার আমি শহর থেকে বড় ডাক্তার এনেছিলাম। তিনি এসে রোগীকে পরীক্ষা করে বলেছিলেন অসুখ বিসুখ

কিছু নেই—অসুখের ভান। তার পর আবার যখন ওঁর অসুখ হলো, আমি আর ডাক্তার ডাকি নি। অসুখটা হবার অবশ্য একটা কারণ ঘটেছিল—উনি যে দামে আমাদের নতুন আয়নাটা কিনতে চেয়েছিলেন, আয়নাটার দাম নিয়েছিল তার চেয়ে পঞ্চাশ টাকা কম।

জজ ॥ এমন একটা গুরুতর মামলার বিচারে এ ধরনের বাজে ব্যাপার ধর্তব্যের মধ্যে নয়। মানোমালিন্যের পেছনে নিশ্চয়ই কোন গূঢ় কারণ রয়েছে।

ব্যারন-পত্নী ॥ সন্তানের শিক্ষা ও লালন পালনের কর্তৃত্ব মায়ের হাতে ছেড়ে দিতে যখন কোন পিতা অস্বীকার করেন, সে ক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রীর মনোমালিন্যের গূঢ় কারণ অনুসন্ধান করতে তো খুব বেশী বেগ পাওয়ার কথা নয়।

ব্যারন ॥ ছেলেকে দেখা শোনা করার জন্য উনি একজন চাকরানি রেখেছিলেন, আর বরাবর দেখা গেছে, উনি যখনই নিজ হাতে ছেলের সেবাযত্ন করার চেষ্টা করেছেন কিছু-না-কিছু একটা ফ্যাসাদ বাধিয়ে ফেলেছেন। এই হলো ওঁর প্রথম কীর্তি। আর দু' নম্বর হচ্ছে, ছেলেকে উনি ঠিক মেয়ের মতো ক'রে মানুষ করতে চেষ্টা করছেন। ছেলের চার বছর পর্যন্ত তাকে মেয়ের পোষাক পরাতেন। আরো কাণ্ড দেখুন, আমাদের ছেলের বয়স এখন আট বছর কিন্তু ঠিক মেয়েদের মতো লম্বা লম্বা চুল ওর মাথায়। আর ছেলেকে উনি পুতুল নিয়ে খেলা করা, সেলাই করা, ক্রুশের কাজ করা—যতসব মেয়েলীপনা শেখাচ্ছেন। এ সবই ছেলের স্বাভাবিক মানসিক স্ফুরণ এবং পুরুষোচিত চরিত্র গঠনের অন্তরায় বলে আমি মনে করি। আবার অপরদিকে খামারের কিষাণ আর বাড়ীর চাকর বাকরের মেয়েদের বেটাছেলের মতন মাথার চুল ছোট ছোট করে কেটে দিয়ে আর ছেলেদের পোষাক পরিয়ে তাদের সেই সব কাজ করতে উনি দেন, যেগুলো একান্তভাবে ছেলেদের কাজ। সত্যি কথা বলতে কি, যখন থেকে আমি লক্ষ্য করেছি, ওঁর মধ্যে রয়েছে ফৌজদারী দণ্ডবিধির আঠার অনুচ্ছেদে বর্ণিত মনোবিকার আর বিকৃত প্রবণতার লক্ষণ, তখন থেকে আমি ছেলেকে লালন-পালন করার কর্তৃত্ব আমার নিজ হাতে নিয়েছি।

ব্যারন-পত্নী ॥ কিন্তু তবু তুমি ছেলেকে তার মায়ের কর্তৃত্বাধীনে দিতে রাজী রয়েছো ?

ব্যারন ॥ হ্যাঁ। কেননা, মায়ের কাছ থেকে ছেলেকে কেড়ে নেবো, এতো নিষ্ঠুর আমি নই। তাছাড়া, মা তাঁর চালচলন শোধরাবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন। উপরন্তু ছেলেকে যে আমি তার মায়ের হেফাজতে দেবো, তারও একটা আবার শর্ত আছে। আর তা হচ্ছে, শর্তটি দেশের আইনের বিরোধী হবে না, আর ও নিয়ে আদালতে কোন আপিল চলবে না। কিন্তু এখন

দেখা যাচ্ছে, অভিযোগ আর পাল্টা অভিযোগ শুরু হয়েছে, তাই আমি আমার মত পরিবর্তন করছি। মত পরিবর্তনের আরও কারণ আছে —আমি ছিলাম বাদী কিন্তু এখন দেখছি, আমি এ মামলার বিবাদী।

ব্যারন-পত্নী ॥ এই মানুষটি ঠিক এইভাবেই তার প্রতিজ্ঞা বরাবর পালন করে এসেছে।

ব্যারন ॥ যখনই আমি কোন শর্তাধীন প্রতিজ্ঞা করেছি, অপর পক্ষ যতদিন সেই শর্ত ভাঙেনি, আমিও আমার প্রতিজ্ঞার কখনও খেলাপ করিনি।

ব্যারন-পত্নী ॥ আরও একটা কথা আছে, যখন আমাদের বিয়ে হয়, উনি আমায় কথা দিয়েছিলেন, সব বিষয়েই আমার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বজায় থাকবে।

ব্যারন ॥ হ্যাঁ, আমি কথা দিয়েছিলাম ; তবে এই শর্তাধীনে যে, সাধারণ শালীনতার আইন যেন লঙ্ঘন করা না হয়। কিন্তু আমার স্ত্রীর আপত্তিকর কার্যকলাপ যখন সীমা ছাড়িয়ে গেলো, আর তার উচ্ছৃঙ্খলতা যখন স্বাধীনতার স্থান দখল করলো এবং আমর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠলো, সে তার সীমা ছাড়িয়ে বহু দূরে চলে গেছে—তখন আমি তার ওপর আমার শুভ ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে তাকে প্রভাবিত করতে চেষ্টা করেছি।

ব্যারন-পত্নী ॥ আর তারপর থেকে বীভৎস ঈর্ষার আগুনে সে আমায় জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করেছে। বেশী কিছু দরকার পড়ে না, দু'জনার একসঙ্গে বাস দুঃসহ করে তুলতে একমাত্র ঐ ঈর্ষাই যথেষ্ট। ব্যাপারটা আরও জঘন্য করে তোলার জন্য তিনি এতো নিচে নেমে গেছেন যে, আমার ডাক্তারকেও তিনি ঈর্ষা করেন।

ব্যারন ॥ এই তথাকথিত ঈর্ষার ব্যাখ্যা আমি আদালতের কাছে পেশ করতে চাই। একজন কুখ্যাত ও বিশ্বনিন্দুক লোকের কাছে চিকিৎসা না করিয়ে, উপরন্তু ও'র রোগটির চিকিৎসা যেখানে অঙ্গ মালিশ করিয়ে নেয়া, কোন মেয়েকে দিয়ে সেই অঙ্গ মালিশের ব্যবস্থা করতে ও'কে আমি অনুরোধ করেছিলাম। তাছাড়া অঙ্গ মালিশের কাজটা তো মেয়েদের দিয়ে করানোই রেওয়াজ। এই তথাকথিত ঈর্ষার প্রসঙ্গে ও'র মনে হয়ত আরও একটা কথা জেগেছে—আমাদের জমিদারীর ম্যানেজারকে একদিন আমি ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বলেছিলাম, কেননা তিনি আমাদের ড্রইংরুমে সিগারেট খেয়েছিলেন আর আমার স্ত্রীকেও একটি সিগারেট খেতে দিয়ে আপ্যায়িত করেছিলেন।

ব্যারন-পত্নী ॥ আমরা পরস্পরের কলঙ্ক রটাতে আর আমাদের দাম্পত্যজীবনের গোপন কথা প্রকাশ করতে যখন শুরু করেছি তখন আর ঢাক ঢাক গুড়গুড় করে লাভ কি? রেখে ঢেকে না বলে পুরোপুরি সব কথা—ষোল আনা সত্য আমি খোলাখুলি বলতে চাই। ব্যারন ব্যভিচারের অপরাধে অপরাধী। এটাই কি যথেষ্ট নয়, আমার ছেলেকে লালন পালন করার সে অযোগ্য?

জজ ॥ ব্যারন-পত্নী, আপনি এ অভিযোগের প্রমাণ দিতে পারেন? (ব্যারন-পত্নী এক বাণ্ডিলে চিঠি বিজের হাতে দিলেন। জজ কয়েকটি চিঠির ওপর চোখ বুলোলেন।) এ ঘটনা কতদিনের?

ব্যারন-পত্নী ॥ এক বছর আগের।

জজ ॥ বিধিবদ্ধ আইন অনুযায়ী এ মামলা দায়ের করার তারিখ অবশ্য পেরিয়ে গেছে। কিন্তু ঘটনার গতিপ্রকৃতি স্বামীকে বেশ খানিকটা অসুবিধায় ফেলেছে, যার ফলে তিনি যৌথ সম্পত্তির স্বীয় অংশের অধিকার এবং সন্তানের ওপর কর্তৃত্ব হয়ত হারাতে পারেন। বিবাহের সময় উচ্চারিত অঙ্গীকার তিনি লঙ্ঘন করেছেন—এ কথা কি ব্যারন স্বীকার করেন?

ব্যারন ॥ হ্যাঁ আমি স্বীকার করছি এবং সেজন্য আমি অনুতপ্ত ও লজ্জিত। কিন্তু কোন পরিস্থিতিতে আমি অপরাধ করেছি তাও বিবেচ্য। কিন্তু যে-পরিস্থিতিতে অপরাধটা ঘটেছে, বিচার করলে দেখা যাবে, পরিস্থিতি-টাই আমার অপরাধের জন্য বহুলাংশে দায়ী। আমার পত্নী ইচ্ছে ক'রে—মনে মনে বুদ্ধি পাকিয়ে আমায় ব্রহ্মচারীর জীবন যাপন করতে বাধ্য করেছে—আমাকে রীতিমত অপমান করেছে। কিন্তু কেন? কি আমার অপরাধ? আমার অপরাধ শুধু এই যে, আমি অতি ভদ্রভাবে তার কাছে শুধু সেই-টুকুই চেয়েছিলাম, যে-টুকু আমার দাম্পত্য জীবনে পাবার অধিকার দেশের আইন আমাকে দিয়েছে। আমি কতো করে বলেছি, কতো করে মিনতি করেছি—চেয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, কিন্তু দাম্পত্য জীবনের প্রাপ্য অধিকার আমাকে ভোগ করতে দেয় নি। আমায় ইচ্ছে করে বঞ্চিত করেছে—রাজী হয় নি। তার ব্যভিচার আমাদের দাম্পত্য জীবনকে কলুষিত করেছে। গোড়ার দিকে ক্ষমতার লোভে সে দেহ বিক্রি করতো, পরে অর্থের বিনিময়ে দেহ বিক্রি করতে শুরু করে। শেষ পর্যন্ত আমি আমার দাম্পত্য জীবনের বাইরে অপর নারীর সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে বাধ্য হই এবং আমার স্ত্রীর অজান্তে তা হয় নি—খোলাখুলি সে আমাকে অনুমতি দিয়েছিল।

জজ ॥ ব্যারন-পত্নী, আপনি অনুমতি দিয়েছিলেন?

ব্যারন-পত্নী ॥ না, উনি যা বলছেন, তা সত্যি নয়। আমি দাবী করছি, ব্যারণ প্রমাণ করুন।

ব্যারন ॥ আমার একমাত্র সাক্ষী হচ্ছেন আমার স্ত্রী; আর তিনি যদি অস্বীকার করেন তা হলে আমাকে বলতেই হবে, না আমি প্রমাণ দিতে পারবো না।

জজ ॥ প্রমাণ করতে না পারলেই যে ঘটনা মিথ্যা, তার কোন মানে নেই। যা-হোক, দেশের প্রচলিত আইন এ ধরনের কারবার অনুমোদন করে না। এটা দেশের আইনের বিরোধী—নৈতিকতার বিরোধী। এবং আইনের

চোখে স্ত্রীর সম্মতিতে অথবা অসম্মতিতে স্বামীর পর নারীগমন—এ দু'য়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। সুতরাং ব্যারন, আমি এ পর্যন্ত যা শুনলাম তা আপনার অনুকূলে যাচ্ছে না।

ব্যারন-পত্নী ॥ লজ্জিত ও অনুতপ্ত ব্যারন তাঁর অপরাধ যেহেতু স্বীকার করেছেন, অতএব আমি আর বিবাদী নই, এখন আমি বাদী। বাদী হিসেবে আমি আদালতকে অনুরোধ করছি এ মামলার রায় দেয়ার এখন ব্যবস্থা করা হোক, কেননা আর সাক্ষী সাবুদের কোন প্রয়োজন নেই।

জজ ॥ এই আদালতের জজ হিসেবে আমি এখন জানতে চাই, নিজের পক্ষ সমর্থনে ব্যারনের কি বলার আছে ; অন্ততঃ তিনি যে কাজটা করেছেন, তার পেছনে তিনি কোন যুক্তি খাড়া করতে চান কি-না ?

ব্যারন ॥ আমি যে ব্যভিচার করেছি, আমি যে অপরাধী—এ কথা তো আমি স্বীকার করেছি। আর অনন্যোপায় হয়ে, বাস্তব পরিস্থিতির কঠোর চাপে পড়ে ব্যভিচার করতে বাধ্য হয়েছি। তাও বলেছি। দশ বৎসর বিবাহিত জীবন যাপনের পর হঠাৎ আমার দাম্পত্য জীবনের অধিকার থেকে আমার স্ত্রী আমায় বঞ্চিত করেন। আর, আমার স্ত্রীর ষোলআনা সম্মতিতে আমি অপরাধ করেছি, আদালতে একথাও জানিয়েছি। যা হোক, এখন আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি, এতো সব কিছু করা হয়েছিল, আমাকে ফাঁদে ফেলার জন্য, আমাকে অপরাধী সাব্যস্ত করার জন্য। কিন্তু আমার ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে আমার বক্তব্যের এখানেই ইতি করতে পারি যে, আমাকে আরও কিছু বলতে হবে...

ব্যারন-পত্নী ॥ (নিজের অজান্তে চিৎকার করে উঠলেন।) কি বলবে...

ব্যারন ॥ দাম্পত্য জীবনের পবিত্র শপথ লংঘনের অপরাধ আমি করেছি বটে, কিন্তু তার জন্য প্রকৃত দায়ী হচ্ছে আমার পত্নীর ব্যভিচার।

জজ ॥ ব্যারন স্প্রেঙ্গল, আপনার পত্নী যে ব্যভিচারিণী ছিলেন—এ-র কি কোন প্রমাণ আপনার কাছে আছে ?

ব্যারন ॥ না। আমার কাছে যে-সব দলীল প্রমাণ ছিল, আমাদের পরিবারের সম্মান রক্ষার জন্য আমি নষ্ট করে ফেলেছি। কিন্তু আমার ধারণা, আমার স্ত্রী নিজ মুখে আমার কাছে একদা যে-অপরাধ স্বীকার করেছেন, এখনও তা স্বীকার করবেন।

জজ ॥ ব্যারন-পত্নী, আপনার দাম্পত্য-জীবনের পবিত্র অঙ্গীকার আপনি লংঘন করেছেন ? বলুন হাঁ কি না ? আর যদি করেই থাকেন তাহলে ব্যারনের চরিত্র স্খলনের পূর্বে না পরে করেছেন ? যদি পরে করে থাকেন, তাহলে কি ধরে নেয়া যেতে পারে যে, ব্যারনের ব্যভিচারই আপনাকে বিপথগামী করেছে ?

ব্যারন-পত্নী ॥ না, আমি ব্যভিচার করিনি।

জজ ॥ আপনার বিরুদ্ধে উত্থাপিত এই অভিযোগ সম্পর্কে আপনি যে নির্দোষ হলফ করে এ-কথা আপনি বলতে রাজী আছেন ?

ব্যারন-পত্নী ॥ হ্যাঁ, আমি রাজী আছি।

ব্যারণ ॥ ভগবান রক্ষা করো। না না। শপথ গ্রহণ করতে দেয়া হবে না। না না আমার অনুরোধ, মিথ্যা শপথ গ্রহণ করে মহাপাপের ভাগী আমি তাঁকে হতে দেব না।

জজ ॥ আমি আপনাকে পুনরায় জিজ্ঞেস করছি—আপনি শপথ গ্রহণ করতে রাজী আছেন ?

ব্যারন-পত্নী ॥ হ্যাঁ।

ব্যারন ॥ আদালতকে আমি একটি কথা নিবেদন করতে চাই। উনি বাদী। সুতরাং আইনের বিধান অনুযায়ী সম্ভবতঃ তাঁর শপথ নেয়ার কোন প্রয়োজন পড়ে না।

জজ ॥ যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি ওঁর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ রাখবেন ততক্ষণ পর্যন্ত উনি এই আদালতে বিবাদী বলে গণ্য হবেন। জুরির মহোদয়গণের মতামত আমি জানতে চাই।

ভিকবার্গ ॥ ব্যারন-পত্নী এই মামলার এক পক্ষ আর অপর পক্ষ হচ্ছেন ব্যারন। একটি মামলার এক পক্ষ যিনি তিনি তো নিজের সাফাই সাক্ষী নিজে দিতে পারেন না।

আর্নলিন ॥ কিন্তু আমার মত হচ্ছে, ব্যারন-পত্নীকে যদি হলফ করে সাক্ষী দেয়ার অধিকার দেয়া হয়, তাহলে ব্যারনকেও সে অধিকার দিতে হবে। কিন্তু একটি শপথের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আর একটি শপথ গ্রহণ আইনের খেলাপ। সুতরাং এ মামলার সব ব্যাপারই অন্ধকারে থেকে যাচ্ছে।

ডাস ॥ কিন্তু এখানে মামলার সাক্ষী হিসেবে তো শপথ গ্রহণের প্রশ্ন উঠছে না—প্রশ্নটা হচ্ছে, মামলার একটি পক্ষ শপথ গ্রহণ করে সে-যে নির্দোষ, তাই প্রমাণ করতে চাচ্ছে।

রুদ্ধ ॥ তাহলে ঐ প্রশ্নটারই আগে ফয়সালা করা হোক।

ডালিন ॥ দুই পক্ষের উপস্থিতিতে তো আমরা ও প্রশ্নের মীমাংসা করতে পারি নে। দশের সামনে জুরীরা এভাবে নিজেদের মধ্যে মতামত বিনিময় করতে পারে না।

শুভারবার্গ ॥ জুরীদের আলোচনা করার অবাধ অধিকার রয়েছে এবং আইনে গোপনে আলোচনা করার কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

জজ ॥ এতো সব বিভিন্ন মতামত থেকে মামলার সুরাহা করার মতো কোন পথ আমার পক্ষে খুঁজে পাওয়া মুসকিল। কিন্তু দেখা যাচ্ছে,

ব্যারনের অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে কিন্তু ব্যারন-পত্নীর অপরাধের এখনও প্রমাণ পাওয়া যায় নি। আমি ব্যারন-পত্নীকে নির্দেশ দিচ্ছি, তিনি শপথ গ্রহণ করে বলুন, তিনি নির্দোষ।

ব্যারন-পত্নী ॥ আমি প্রস্তুত।

জজ ॥ দাঁড়ান। একটু অপেক্ষা করুন। ব্যারন, আপনাকে যদি সময় দেয়া হয়, আপনি কোন সাক্ষী উপস্থিত করতে অথবা আপনার বক্তব্যের সমর্থনে কোন প্রমাণ আদালতের সামনে পেশ করতে পারেন ?

ব্যারন ॥ না, আমি পারবো না আর আমার তা ইচ্ছাও নয়। আমার কেলেঙ্কারী সারা দুনিয়ায় জানা-জানি হোক, এ আমি চাইনে।

জজ ॥ আদালতের কাজ কিছুক্ষণের জন্য এখন বন্ধ রইল। ইতিমধ্যে আমি যাজক বোর্ডের চেয়ারম্যানের সাথে মমলাটা সম্পর্কে একটু আলাপ করতে চাই।

(জজ এজলাশ থেকে উঠে বেরিয়ে গেলেন। ফিস্‌ফিস্‌ করে জুরীরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগলেন। ব্যারন ও ব্যারন-পত্নী নিজেদের আসনে বসে রইলেন। মামলাটা নিয়ে দর্শকরা আলাপে মেতে উঠলো।)

ব্যারন ॥ (পত্নীকে) মিথ্যা কসম খেতে তোমার সঙ্কোচ হবে না ?

ব্যারন-পত্নী ॥ আমার সন্তানের শুভাশুভের প্রশ্ন যেখানে জড়িত, সেখানে কোন কিছুতেই আমার সঙ্কোচ নেই।

ব্যারন ॥ কিন্তু ধরো, যদি আমার হাতে প্রমাণ থেকে থাকে।

ব্যারন-পত্নী ॥ কিন্তু তোমার কাছে তো কোন প্রমাণ নেই।

ব্যারন ॥ চিঠিগুলো পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে বটে তবে সার্টিফায়েড কপি আমার কাছে আছে।

ব্যারন-পত্নী ॥ আমায় ভয় দেখানোর জন্য তুমি মিথ্যে করে বলছো।

ব্যারন ॥ আমার সন্তানকে কি গভীরভাবে ভালবাসি আর আমার সন্তানের খাতিরে তার মায়ের সম্মান বাঁচাতে আমার আগ্রহ কতখানি তা আমি তোমাকে বুঝিয়ে দিতে চাই।...আমার নিজের জন্য ভাববার আর কিছু নেই, আমার ভরাডুবি হয়ে গেছে।...প্রমাণ চাচ্ছিলে ? এই নাও দেখো। ...আশা করি, তুমি আর অকৃতজ্ঞ হবে না। (এক বাণ্ডিল চিঠি তাঁর হাতে দিলেন।)

ব্যারন-পত্নী ॥ তুমি যে মিথ্যাবাদী তা আমি বরাবরই জানতাম। কিন্তু তুমি যে এতো নীচ, চিঠিগুলো নকল করে রেখেছো—এতো নীচে নামতে পারো, ভাবতেও পারি নি।

ব্যারন ॥ এই তোমার কৃতজ্ঞতা ! বেশ, এবার দুজনারই ভরাডুবি, কেমন ?

ব্যারন-পত্নী ॥ হ্যাঁ, তাই হোক। দু'জনারই সর্বনাশ—তাতে আর কিছু হোক আর না-হোক অন্ততঃ এই দ্বন্দ্বের চূড়ান্ত ফয়সালা হবে।

ব্যারন ॥ তুমি কি মনে করো, বাপ মা দু'জনাকেই হারিয়ে আমাদের সন্তান যখন দুনিয়ায় আপনজনা বলতে আর কাউকে খুঁজে পাবে না, সেই অবস্থাটা কি তার পক্ষে মঙ্গলজনক হবে?

ব্যারন-পত্নী ॥ না, তেমন ঘটনা কখনো ঘটবে না।

ব্যারন ॥ তোমার এই যে উদ্ভট আত্মম্ভরিতা যার ফলে তুমি মনে করো, দুনিয়ার সকল মানুষের এবং দেশের আইনের উর্ধে তোমার স্থান—এই আত্মম্ভরিতাই তোমাকে প্ররোচিত করেছে আমার সাথে দ্বন্দ্ব বাঁধাতে—যার ফলে অন্য-আর কেউ নয়, একমাত্র আমাদের সন্তানই হবে ক্ষতিগ্রস্ত। কী ভেবে তুমি আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আজ এনেছো? বুঝতে পারছো না, এ অভিযোগের জবাব না দিয়ে আমি পারি নে? অভিযোগ আনবার সময় ছেলের কথা তোমার একবারও মনে জাগে নি। হুম। শুধু প্রতিহিংসাই তোমার জেগেছে। কিন্তু কেন এই প্রতিহিংসা। তোমার গোপন পাপ আমি ধরে ফেলেছি, সেই জন্যই কি?

ব্যারন-পত্নী ॥ ছেলের কথা বলছো। এই ইতর লোকগুলোর সামনে আমার সুনামের ওপর এই যে একটু আগে কলঙ্ক লেপন করলে, ছেলের কথা কি তখন তোমার মনে জেগেছিলো?

ব্যারন ॥ যথেষ্ট হয়েছে। রক্তপিপাসু বন্যজন্তুর মতো আমরা পরস্পর কামড়াকামড়ি করেছি—এই লোকগুলোর সামনে আমরা দুজনা নির্লজ্জের মতো উলঙ্গ হয়ে ধেই ধেই করে নেচেছি—আমাদের এই অধঃপতন দেখে ওরা খুশীতে বগল বাজাচ্ছে। তুমি তো জানো, এরা কেউ আমাদের বন্ধু নয়। এখন থেকে আমাদের সন্তান আর তার বাবা-মা-র সম্পর্কে মাথা উঁচু করে কোন কথা বলতে পারবে না। যখন তার নিজস্ব জীবন শুরু হবে, বাবা-মা-র কোন সৎ উপদেশ তার কোন কাজে আসবে না। সে দেখবে তার বাড়ী, তার বাপ-মা সমাজে একঘরে—বুড়ো বাপ মা নিজেদের বাড়ীতে নিঃসঙ্গ ও ঘৃণ্য জীবন যাপন করছে। তারপর এমন একদিন আসবে, যেদিন সে-ও আমাদের দিকে পিঠ ফেরাবে।

ব্যারন-পত্নী ॥ তাহলে তুমি এখন কি করতে বলো?

ব্যারন ॥ চলো এখান থেকে আমরা পালিয়ে চলে যাই—বিষয়সম্পত্তি বিক্রি করে বিদেশে চলে যাই।

ব্যারন-পত্নী ॥ অর্থাৎ আবার নতুন করে দু'জনা লাঠালাঠি শুরু করি। তোমার প্রস্তাবে সায় দিলে শেষ পর্যন্ত তার ফলাফল কি হবে, তা আমি ভালো

করেই জানি। দু-এক সপ্তাহ তিনি নিরেট মেষশাবকটি হয়ে থাকবেন, আর তারপর আবার আমায় গালাগালি শুরু করবে।

ব্যারন ॥ ভালো করে চিন্তা করে দেখো। আমাদের ভাগ্য এখন এঁদের হাতে ঝুলছে—এ মামলার রায়ের ওপর আমাদের ভাগ্য নির্ভর করছে।...তুমি পাদ্রিকে একটু আগে মিথ্যাবাদী বলেছো, তিনি যে তোমার সম্পর্কে কোন ভালো কথা বলবেন, তুমি কিছুতেই তা আশা করতে পারো না। আর, আমাকে তো খৃষ্টান বলেই মনে করে না, সুতরাং আমাকে দয়া দেখাবে, এমন আশা করতে পারিনে। আমার কি মনে হচ্ছে জানো, বনে পালিয়ে গিয়ে প্রকাণ্ড একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকি আর পাথরে মাথা ঠুকি। ছিঃ ছিঃ লজ্জায় আমি মরে যাচ্ছি।

ব্যারন-পত্নী ॥ তুমি ঠিকই বলেছো। পাদরী আমাদের দু'জনার কাউকেই পছন্দ করে না। তুমি যা বললে, পাদ্রি হয়তো তাই করবে।...তার সাথে তোমার একটু আলাপ করা উচিত।

ব্যারন ॥ কোন কথা নিয়ে আলাপ করবো? আমাদের দু'জনার মিটমাট?

ব্যারন-পত্নী ॥ যা তুমি ভালো বোঝো। মিটমাট! কিন্তু সে স্তর কি পেরিয়ে যায় নি? ভালো করে ভেবে দেখো, মিটমাটের স্তর পেরিয়ে গেছে কি-না? ...এলেকজেন্ডারসন ওখানে কি করছে—সারাক্ষণ চোরের মতো আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। ঐ লোকটাকে দেখলে আমার ভয় করে।

ব্যারন ॥ কেন? এলেকজেন্ডারসন তো বেশ ভালো লোক।

ব্যারন-পত্নী ॥ তোমার কাছে ভালো লোক হতে পারে কিন্তু আমার কাছে নয়। আমি এ-র আগেও ওর ঐ চোরের মত তাকানো দেখেছি।...যাও, এখন একবার পাদরীর সঙ্গে দেখা করে এসো।...কিন্তু দাঁড়াও তুমি আমায় ধরো, কেন জানি আমার খুব ভয় করছে।

ব্যারন ॥ কেন? কিসের ভয়? ভয়ের কি আছে?

ব্যারন-পত্নী ॥ জানি নে। সবাইকে দেখেই ভয় হচ্ছে—সবকিছুতেই ভয় হচ্ছে।

ব্যারন ॥ আমাকে দেখেও ভয় পাচ্ছো? তাই না?

ব্যারন-পত্নী ॥ না। তোমাকে দেখে আর ভয় হচ্ছে না। আমার মনে হচ্ছে, আমাদের দুজনাকে যেন একটা কারখানার ভেতর জোর করে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আর সেখানে মিলের চাকায় আমাদের পরনের জামা কাপড় জড়িয়ে গেছে।...আর হিংসুকে লোকগুলো আমাদের দেখছে আর হাসছে। —কী কাণ্ডই করেছি আমরা! রাগ আর বিদ্বেষে অন্ধ হয়ে এ কি কাণ্ড করলাম আমরা! একবার চিন্তা করে দেখো, ব্যারন আর ব্যারন-পত্নী দু-জনা উলঙ্গ হয়ে সামনা সামনি দাঁড়িয়ে পরস্পরকে চাবুক মারছে আর ঐ

ইতরলোকগুলো খুশীতে বাগ্‌বাগ্‌ হয়ে তাই দেখছে।... উঃ আমার মনে হচ্ছে আমি যেন সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি। (জামার বোতাম দিলেন।

ব্যারন ॥ শান্ত হও প্রিয়া। যে-কথা আমি তোমাকে এর আগে বহুবার বলেছি, সে-কথা বলবার উপযুক্ত স্থান এই আদালতগৃহ নয়। তবু বলি শোন। দুনিয়ায় তোমার মাত্র একজনই বন্ধু আছে আর তোমার গৃহও আছে মাত্র একটি।...আমরা নতুন করে জীবন শুরু করতে পারি।...একমাত্র ঈশ্বরই জানেন...না, না আমরা পারি নে।...না, না, তা আর হয় না। সীমা ছাড়িয়ে এগিয়ে গেছি...এখানেই এর শেষ।...আর পরস্পরের বিরুদ্ধে সর্বশেষ যে-অভিযোগ দুটি—হ্যাঁ, আমি আশা করি, এ-ই সর্বশেষ অভিযোগ। কিন্তু এর অনিবার্য পরিণতিকে তো বাধা দেয়া যাবে না—তা ঘটবেই।...না না ...আমরা দুজনাই জীবন দেবতার শত্রু।... আমি যদি আমাদের সন্তানকে তোমার কাছে রাখার সুযোগ তোমাকে দে-ই...তুমি হয়তো আবার বিয়ে করতে পারো—এতক্ষণ কথাটা মনে জাগে নি। হ্যাঁ, তখন আমার সন্তানের ভদ্রলোক হবেন, সৎবাপ, আর আমার স্বচক্ষে দেখতে হবে আমার স্ত্রী ও সন্তান একজন তৃতীয় ব্যক্তির সঙ্গে বাস করছে, ঘোরাফেরা করছে...আর আমাকেও হয়তো দেখা যাবে কোন লোকের রক্ষিতার বাহুলগ্ন হয়ে বেড়াতে বেরিয়েছি। না—না—হয় তুমি, নয় আমি! দুজনার একজনকে শাস্তি ভোগ করতেই হবে। হয় তুমি, নয় আমি!

ব্যারন-পত্নী ॥ তোমাকেই শাস্তি ভোগ করতে হবে। আমি যদি ছেলেকে তোমার কাছে থাকতে দি-ই, তুমি হয়ত আবার বিয়ে করবে আর আমাকে দেখতে হবে, কোথাকার একটি মেয়ে আমার সন্তানের মা। উঃ কথাটা চিন্তা করলেও খুন করার জন্য আমার রক্ত টগ্‌বগ্‌ করে ওঠে। —আমার সন্তানের সৎ মা!

ব্যারন ॥ একথা তোমার আগেই চিন্তা করা উচিত ছিল। কিন্তু আমি যখন তোমার ভালবাসা পাবার জন্য কাঙালের মতো মিনতি করেছিলাম, তুমি একবারটিও আমার পানে ফিরে তাকাও নি—ভেবেছিলে একমাত্র তোমাকে ছাড়া দুনিয়ার আর কাউকে আমি ভালবাসতে পারিনে।

ব্যারন-পত্নী ॥ তোমার কি মনে হয়, আমি তোমায় কোনদিন ভালবেসেছি?

ব্যারন ॥ হ্যাঁ, একবার ভালবেসেছিলে; সেই তখন, আমি যখন তোমায় বাদ দিয়ে অন্য মেয়ের সঙ্গে প্রেম করেছিলাম। তখন আমার প্রতি তোমার প্রেম যেন উচ্চতর স্তরে উঠে মহীয়ান হয়েছিল।...আর আমার প্রতি তুমি তখন যে ঘৃণার ভান করতে তা দেখে তোমাকে ভোগ করার আমার বাসনা

দুর্নিবার হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আমি ব্যভিচার করার পর আমার প্রতি তোমার শ্রদ্ধা শতগুণ বেড়ে গিয়েছিল। আমার পুরুষত্ব অথবা আমার ব্যভিচার—এই দুয়ের মধ্যে কোনটি যে তোমাকে মুগ্ধ করেছিল তা আমি ঠিক জানি নে, তবে আমার ধারণা এ দু'টোই তোমাকে সমান মুগ্ধ করেছিল। নিশ্চয়ই দুইই—আমার পুরুষত্ব আর আমার ব্যভিচার। কেননা দুনিয়ায় তোমার মতো রসিকা নারী আমি আর দু'টি দেখি নি। আমার দুর্ভাগ্য, তুমি আমার বিবাহিত স্ত্রী হয়েছিলে। স্ত্রী না হয়ে তুমি যদি আমার রক্ষিতা হতে তা হলে তুমি আমাকে তোমার গোলামে পরিণত করতে পারতে—তখন যতই আমি দেখতাম আমাকে ছাড়া তুমি আরও দশজনার সাথে ঢলাঢলি করছো, তোমার প্রতি আমার প্রেম তীব্রতর হয়ে উঠতো।

ব্যারন-পত্নী ॥ হ্যাঁ আমি জানি, তোমার প্রেম সব সময়েই ইন্দ্রিয়গত।

ব্যারন ॥ যা ইন্দ্রিয়গত তাই আধ্যাত্মিক, যা আধ্যাত্মিক তাই ইন্দ্রিয়গত। তোমার প্রতি আমার যে দুর্বলতা তা দেখেই তোমার ধারণা হয়েছিল, তুমি আমার চেয়ে সবল—তোমার মেরুদণ্ড খুব শক্ত। অথচ ব্যাপারটা ঠিক উল্টো। তোমার প্রতি আমার যে-দুর্বলতা, ওটাই হচ্ছে মূল উৎস যা থেকে আমার অনুভূতি তার সকল শক্তি অর্জন করে। তোমার মেরুদণ্ড আমার চেয়ে শক্ত নয়, আসলে তুমি আমার চেয়ে অনেক বেশী নির্দয়, বর্বর ও বিদ্বেষ পরায়ণ।

ব্যারন-পত্নী ॥ হ্যাঁ তোমার মেরুদণ্ড শক্তই বটে। তুমি—যে-লোক প্রতি দুই মিনিটে তার মতামত বদলায়, যে-লোক জানে না, তার মন কি চায়—তার মেরুদণ্ড শক্তই বটে।

ব্যারন ॥ ভুল বলছো। আমার মন কি চায়, তা আমি ভালো করেই জানি। কিন্তু আমার মনে পাশাপাশি বাস করে ভালবাসা আর ঘৃণা। এই মুহূর্তে আমি হয়ত তোমাকে ভালবাসবো, আর পর মুহূর্তেই তোমাকে ঘৃণা করতে শুরু করবো।

ব্যারন-পত্নী ॥ কিন্তু আমাদের সন্তানের কথা তুমি চিন্তা করেছো কি?

ব্যারন ॥ শুধু চিন্তা করেছি, তা নয়, সারাটা জীবন চিন্তা করবো। কিন্তু সারাটা জীবন কেন চিন্তা করবো তা কি ঠাওর করতে পারছো? কারণ, সন্তান আমাদের প্রেমের মূর্ত প্রতীক। তোমার আর আমার সুন্দরতম মুহূর্তগুলির স্মৃতিচিহ্ন সে—আমাদের দু'জনার আত্মার মিলনের সে সেতু, আমাদের সন্তান সেই কেন্দ্রবিন্দু যেখানে আমরা আমাদের অজানতে একাত্মায় পরিণত হয়েছি...এবং সেই জন্যই যদিও তালাকের পর আমরা দু'জনা আলাদা হয়ে যাবো বটে, কিন্তু তালাক আমাদের বিচ্ছেদ ঘটাতে পারবে না। উঃ কি বলবো! তোমায় যতো তীব্রভাবে আমি ঘৃণা করতে

চাই, ঠিক ততখানি যদি ঘৃণা করতে পারতাম। (জজ ও পাদরীর কথা বলতে বলতে প্রবেশ। মঞ্চে প্রবেশ করতে করতে মাঝ পথে তাঁরা দাঁড়ালেন।)

জজ ॥ এখন আমি বুঝতে পারছি, এই মামলায় সঠিক সিদ্ধান্তে আসা আর ন্যায় বিচার করা সত্যি একটা অসম্ভব ব্যাপার। আমার মনে হচ্ছে, ইনসাফ সম্পর্কে যে ধারণা বর্তমানে আমরা পোষণ করি, দেশের আইন তার থেকে বহু শতাব্দী পেছনে পড়ে আছে। এই আইন আমায় বাধ্য করেছে এলেকজেন্ডারসনকে দণ্ড দিতে—জরিমানা করতে, যদিও সে নির্দোষ; আর ঐ স্ত্রী লোকটি—চরিত্র অপরাধে যে-অপরাধী তাকে নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের রায় দিয়ে আমি মামলার বিচার শেষ করলাম। এই তালাকের মামলার পেছনের প্রকৃত ঘটনা কি, তা কিছুই বুঝতে পারছিনে। আমার বিবেকের কাছে কৈফিয়ত দিতে পারি এমন একটি রায় দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

পাদরী ॥ কিন্তু রায় তো আপনাকে দিতেই হবে।

জজ ॥ না, আমি পারবো না। আমি এই জজের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে অন্য কোন পেশা গ্রহণ করবো।

পাদরী ॥ ছিঃ তাতে শুধু একটা কেলেঙ্কারি হবে আর দুনিয়ার লোকের কাছে আপনি হাসির পাত্র হবেন। উপরন্তু অন্যকোন চাকরি ও পেশার দরজাও আপনার জন্য বন্ধ হয়ে যাবে। এখন কোনরকম করে কাজ চালিয়ে যান। কয়েক বছর জজিয়াতী করার পর আপনি বুঝতে পারবেন, মানুষের অদৃষ্টকে ডিমের খোসার মতো চূর্ণ করে ফেলা কতো সহজ। তাছাড়া, আপনি যদি মনে করে থাকেন, এ মামলায় অপনি নির্লিপ্ত থাকতে চান তাহলে জুরিদের সুযোগ দিন যাতে করে তাঁদের ভোটে আপনার হার হয়—আর তখন দায়িত্বটা তাঁদের ওপরই বর্তাবে।

জজ ॥ হ্যাঁ, এ একটা পথ আছে বটে। আমার দৃঢ় ধারণা জুরিরা আমার মতামতের ঠিক উল্টো মতই দেবে। এই মামলা সম্পর্কে আমি একটা সিদ্ধান্তে পেঁাছেছি। অবশ্য যুক্তি তর্ক দিয়ে নয়, কতকটা স্বতঃলব্ধ জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্তটায় পেঁাছেছি। সুতরাং নিশ্চিন্তভাবে বলা সম্ভব নয়, আমার সিদ্ধান্তটি সঠিক।...আপনি যে বুদ্ধিটা দিলেন, সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

শেরিফ ॥ (এতক্ষণ এলেকজেন্ডারসনের সাথে আলাপ করছিল। এখন জজের কাছে গেলো) আমি শেরিফ হিসেবে আদালতের কাছে নিবেদন করতে চাই, এই মামলায় এলেকজেন্ডারসন ব্যারন-পত্নীর বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে।

জজ ॥ ব্যারন-পত্নীর ব্যভিচারের প্রশ্নে সে সাক্ষী দেবে?

শেরিফ ॥ হ্যাঁ, তাই দেবে।

জজ ॥ (পাদরীকে বললেন।) এই সাক্ষী থেকে মামলাটার হয়তো কিছুটা সুরাহা হতে পারে।

পাদরী ॥ এ রকম আরও অনেক সূত্র হয়তো চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে কি করে যে সেগুলো ধরে আদালতের সামনে হাজির করা যেতে পারে, তা যদি আপনার জানা থাকতো!

জজ ॥ কিন্তু যা-ই বলুন, ব্যাপারটা কী বেদনাদায়ক!—দুটি মানব সন্তান যারা একদা পরস্পরকে ভালোবাসতো তারা আজ এইভাবে ভালোবাসার বাঁধন ছিঁড়ে আলাদা হয়ে যাচ্ছে। এ যেন দুটি প্রাণকে বধ করার জন্য কসাই-খানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

পাদরী ॥ জজ সাহেব, এ-ই তো ভালোবাসার সংজ্ঞা।

জজ ॥ তাহলে ঘৃণার সংজ্ঞা কি?

পাদরী ॥ ঘৃণা হচ্ছে, জামার ভেতরের আস্তর।

(জজ জুরিদের কাছে গিয়ে তাঁদের সাথে আলাপ করতে লাগলেন।)

ব্যারন-পত্নী ॥ (পাদরীর কাছে গিয়ে বললেন।) পাদরী সাহেব, আমাদের সাহায্য করুন, দয়া করে সাহায্য করুন।

পাদরী ॥ আমি ধর্মীয় যাজক, সুতরাং আমি এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারিনে, এবং করা উচিত নয়। আর আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে, আমি আপনাকে সাবধান করে দিয়েছিলাম—মনে আছে আমি বলেছিলাম এইসব গুরুতর বিষয় নিয়ে খেলা করবেন না। জবাবে আমি বলেছিলেন, তালাক নেয়া, এটা আবার এমন কি গুরুতর ব্যাপার? বেশতো, যান এখন, তালাক নিন। আইন আপনাকে কোন বাধা দেবে না—সুতরাং আইনকে দোষী করবেন না। যান, তালাক নিন।

জজ ॥ (আসনে বসলেন।) আদালতের কাজ শুরু হচ্ছে—শেরিফ ভিবার্গের আবেদনে আদালত জানাতে পেরেছেন, ব্যারন-পত্নীর বিরুদ্ধে একজন লোক সাক্ষী দেবে আর সে বলতে চায়, ব্যারন-পত্নীর বিরুদ্ধে উত্থাপিত ব্যভিচারের অভিযোগ সত্য। সাক্ষী এলেকজেন্ডারসন।

এলেকজেন্ডারসন ॥ আমি হুজুরের সম্মুখে হাজির হয়েছি।

জজ ॥ কি করে তুমি তোমার অভিযোগ প্রমাণ করতে পারো?

এলেকজেন্ডারসন ॥ আমি ঘটনা ঘটতে দেখেছি।

ব্যারন-পত্নী ॥ মিথ্যা কথা বলছে। প্রমাণ করুক সে।

এলেকজেন্ডারসন ॥ প্রমাণ করবো কি? আমি তো এখন সাক্ষী।

ব্যারন-পত্নী ॥ তোমার মুখের কথা তো প্রমাণ নয়। হলেই বা তুমি সাক্ষী, তাতে কি? প্রমাণ করো।

এলেকজেন্ডারসন ॥ ওঃ তাহলে দেখছি, যে সাক্ষী হবে, তাকে সমর্থন করার জন্য আর-দু'জন সাক্ষীর দরকার পড়বে—আবার সে দু'জনার জন্য আর-এক জোড়া সাক্ষী আনতে হবে।

ব্যারন-পত্নী ॥ হ্যাঁ, তাই আনতে হবে। মূল সাক্ষী যে মিথ্যা বলছে না—এর যেখানে কোন নিশ্চয়তা নেই সেখানে আরো দু'জোড়া সাক্ষী আনতে হবে।

ব্যারন ॥ (এগিয়ে এলেন) এলেকজেন্ডারসনের সাক্ষীর কোন দরকার পড়বে না। আদালতের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করছি কতকগুলো চিঠি আমায় পেশ করতে দেয়া হোক—এই চিঠিগুলিই ব্যারন-পত্নীর বিবাহিত জীবনের ব্যভিচার সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করবে।—এগুলি হচ্ছে, মূল চিঠি আর এদের নকলগুলো বিবাদীর কাছে আছে।

ব্যারন-পত্নী ॥ (আঁতকে উঠলেন কিন্তু তক্ষুণি সামলে নিলেন।)

জজ ॥ (ব্যারন-পত্নীকে লক্ষ্য করে বললেন।) কিছুক্ষণ আগে আপনি হলপ করতে চেয়েছিলেন যে, আপনি নির্দোষ।

ব্যারন-পত্নী ॥ কিন্তু আমি তো হলপ করি নি।—যা হোক, এখন ব্যারন ও আমি, আমরা দু'জনাই সমান অপরাধী—আমরা তাই বলতে চাই। ব্যস, শোধবোধ।

জজ ॥ অপরাধ দ্বারা অপরাধ শোধবোধ আইন অনুমোদন করে না। প্রত্যেকেরই অপরাধের গুরুত্ব আলাদা আলাদাভাবে হিসেব করা হবে।

ব্যারন-পত্নী ॥ তাহলে আমি আদালতে এক্ষুনি একটি মামলা দায়ের করছি—ব্যারন আমার যৌতুকের টাকা যা তা' করে উড়িয়ে দিয়েছে, সেই টাকা আমি দাবী করছি।

জজ ॥ ব্যারন যদি তাঁর স্ত্রীর যৌতুকের টাকা অপব্যয় করে উড়িয়ে দিয়ে থাকেন, তাহলে এখুনি তার হিসেব-নিকেশ করা খুবই যুক্তিসঙ্গত।

ব্যারন ॥ ওঁর সঙ্গে যখন আমার বিয়ে হয়, উনি ছ'হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ সঙ্গে করে এনেছিলেন। এ কাগজের কোন গ্রাহক তখন খুঁজে পাওয়া যায় নি, তারপর সেগুলো মূল্যহীন হয়ে পড়ে। যখন বিয়ে হয়, উনি টেলিগ্রাফ অফিসে কাজ করতেন এবং স্বামীর টাকায় নিজের ভরণ-পোষণ চালাতে অস্বীকার করেন। আমরা বিয়ের সময় পরস্পর এই শর্ত করি নিজ নিজ রোজগারে নিজদের ভরণ-পোষণ চালাবো। ওঁর-ই ইচ্ছানুযায়ী এ শর্ত করা হয়। কিন্তু বিয়ের পর ওঁর চাকরি চলে যায় আর তার পর থেকে ওঁর ভরণ-পোষণের যাবতীয় ব্যয় আমি বহন করেছি। আমি অবশ্য এজন্য কোনদিন কোন আপত্তি তুলি নি। কিন্তু এখন যেহেতু উনি আমার কাছে যৌতুকের টাকার দাবী তুলছেন সুতরাং আদালতের

কাছে আমিও পাল্টা আর্জি পেশ করতে চাই : আমার পাওনা টাকা উনি এখন আমাকে ফেরৎ দিন। মোট হিসাবে আমার পাওনা টাকার পরিমাণ দাঁড়ায় পঁয়ত্রিশ হাজার। আমাদের বিবাহিত জীবনকালে ঘর-গেরস্তালীতে যে-পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে, এই পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা তার তিন ভাগের একভাগ।— মোট খরচের তিন ভাগের মধ্যে দু'ভাগের দায়িত্ব আমি নিলাম—বাকি একভাগ ওঁর।

জজ ॥ এই চুক্তি কি কাগজে কলমে লেখা-পড়া করা হয়েছিল ? আর যদি হয়ে থাকে সে-কাগজ কি আপনার কাছে আছে ?

ব্যারন ॥ না। এটা একটা মৌখিক চুক্তি।

জজ ॥ ব্যারন-পত্নী, আপনার কাছে কি এমন কোন কাগজ-পাতি আছে, যা থেকে আপনি প্রমাণ করতে পারেন, আপনার যৌতুকের টাকা ব্যারনের হাতে দিয়েছিলেন ?

ব্যারন-পত্নী ॥ আমি যখন দিয়েছিলাম, তখন কল্পনাও করতে পারি নি, ওঁর কাছ থেকে আবার একটা রসিদ নেয়া দরকার। আমি ধরে নিয়েছিলাম, একজন মানী লোকের সঙ্গে আমি কারবার করছি।

জজ ॥ তাহলে এ-ব্যাপারে বিচার করার দায়িত্ব আদালত গ্রহণ করতে পারে না। জুরি মহোদয়গণ আপনারা দয়া করে পাশের ঘরে যান এবং নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে আপনাদের কি রায় ঠিক করুন...

(জুরিরা এবং জজ সাহেব বাঁ পাশের দরজা দিয়ে বের হয়ে গেলেন)

এলেকজেন্ডারসন ॥ (শেরিফকে লক্ষ্য করে) এ-রই নাম বুঝি বিচার ? আমি এ-র মাথা-মুণ্ড কিছুই বুঝতে পারি নে—আমার বুদ্ধির অগম্য।

শেরিফ ॥ শোনো, ভালো চাও তো সোজা এখন বাড়ী বলে রওয়ানা হও, নইলে ম্যাজিস্ট্রেট-এর আদালতে সেই চাষীটির ভাগ্যে যা ঘটেছিল, তোমারও ভাগ্যে তা-ই ঘটবে।...তুমি জানো কি ঘটেছিল ?

এলেকজেন্ডারসন ॥ না জানি নে।

শেরিফ ॥ আদালতে সে গিয়েছিল দর্শক হিসেবে—একটা মামলায় সাক্ষী দেয়ার জন্য তাকে টেনে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দেয়া হলো সাক্ষীর কাঠগড়ায় —আর শেষ পর্যন্ত কুঁড়েটি বেত খেয়ে আদালত থেকে বাড়ী ফিরলো।

এলেকজেন্ডারসন ॥ যতো সব জাহান্নামী কাণ্ড ! আমাকে বেত মারতে দেবো, সে বান্দা আমি নই। চল্লাম (প্রস্থান।) (ব্যারন-পত্নীর কাছে ব্যারন এগিয়ে গেলেন।)

ব্যারন-পত্নী ॥ আমার কাছে কাছে থাকতে তোমার খুব ভালো লাগছে—কাছ ছাড়া হতে পারছো না, তাই না ?

ব্যারন ॥ আমি তোমায় ছুরি মেরেছি, তোমার বুকে ছুরি বসিয়ে দিয়েছি, আর আমার বুক থেকে রক্ত ঝরছে—কেন না, তোমার রক্ত আমারই রক্ত...

ব্যারন-পত্নী ॥ হ্যাঁ, তবে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ কি করে প্রমাণ করতে হয়, সে কৌশলটা তোমার বেশ ভালো জানা আছে।

ব্যারন ॥ না, অভিযোগ নয়, পাল্টা অভিযোগ বলো। তোমার এই বেপরওয়াভাব—তোমার এই সাহস, এটা হতাশ ব্যক্তির সাহস—এ সাহস ফাঁসীর আসামীর সাহস। আর এই বেপরওয়াভাবটা যেইমাত্র কেটে যাবে, অমনি তুমি ভেঙ্গে পড়বে।...তখন আর, তোমার পাপ আমার ঘাড়ে চাপানোর এবং বুক থাবড়ে হাহুতাস করার সুযোগ থাকবে না...তোমার বিবেকের তখন দংশন শুরু হবে। তুমি কি জানো, কেন আমি আত্মহত্যা করিনি?

ব্যারন-পত্নী ॥ সাহসের অভাবে করো নি।

ব্যারন ॥ না, নরকের আগুনের ভয়ে নয়—ও সব আমি বিশ্বাস করিনে। আমি আত্মহত্যা করি নি, কেন না, আমায় একটা কথা ভাবতে হয়েছে, আদালত যদি আমাদের ছেলেকে তোমার কাছে থাকবারই রায় দেয়, তুমি তো মোটে আর পাঁচ বছর জীবিত থাকবে...(ব্যারন-পত্নী চমকে উঠে ব্যারনের মুখের পানে তকালেন।) ডাক্তার সেই কথাই আমায় বলেছেন। আর, তখন ছেলেটির দেখাশোনা করার জন্য বাপ মা কেউ থাকবে না। একবার ভেবে দেখো, এই দুনিয়ায় তখন সে একা।

ব্যারন-পত্নী ॥ (ক্ষিপ্ত স্বরে।) পাঁচ বছর! মিথ্যা কথা।

ব্যারন ॥ পাঁচ বছর! পাঁচ বছর পর তুমি চাও আর না-চাও, ছেলে আমার কাছেই থাকবে।

ব্যারন-পত্নী ॥ না, তা কিছুতেই হতে পারে না। আমাদের পরিবার তোমার বিরুদ্ধে মামলা করে ছেলেকে তাদের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। আমার মরার পরেও আমার ইচ্ছা টিকে থাকবে।

ব্যারন ॥ জানি, পাপ নিজেকে টিকিয়ে রাখে। খুবই সত্যি কথা, পাপের মৃত্যু নেই। কিন্তু তুমি আমার একটা কথার জবাব দাও তো, ছেলেকে আমার কাছে রাখতে তোমার এতো আপত্তি কেন? তুমি জানো, ছেলে আমাকে চায়, তবু তুমি ছেলেকে তার বাপের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বেচারাকে বঞ্চিত করতে চাও কেন? ঈর্ষা ও প্রতিহিংসায় তুমি ক্ষেপে গেছো। তাই বুঝি ছেলেকে তুমি এইভাবে শাস্তি দিতে চাও? (ব্যারন-পত্নী কোন জবাব দিলেন না।) তুমি জানো, পাদ্রি সাহেবকে আমি কি বলেছি? আমি তাঁকে বলেছি, ছেলের প্রকৃত জন্মদাতা কে, সে সম্পর্কে তোমার মনে হয়তো সন্দেহ আছে, আর ছেলেকে আমার কাছে থাকতে দিতে তোমার আপত্তির কারণটাও সম্ভবতঃ তাই। একটা মিথ্যা ধারণাকে ভিত্তি করে

আমি আমার স্বপ্নসৌধ গড়ে তুলি, তুমি তা চাও না। পাদ্রিকে আমি এ-কথা বলেছি...আমার কথার জবাবে পাদরী বলেছিলেন, "না, এমন মহৎ কোন ইচ্ছা তিনি পোষণ করেন, আমি তা মনে করি নে।"—ছেলেকে তুমি আমার কছে রাখতে দেবে না, এই দুর্দান্ত জিদ্ কেন যে তোমায় পেয়ে বসেছে, তুমি তা নিজেও হয়তো জান না, তাই না? কিন্তু আমার মনে হয়, আমরা দু'জনাই যে ছেলের ওপর নিজ নিজ অধিকার অটুট রাখতে এতো উতল হয়ে উঠেছি তার কারণ হচ্ছে, দুনিয়ায় আমাদের অস্তিত্বকে আমরা টিকিয়ে রাখতে চাই—মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকার সংগ্রাম এটা। তোমার দেহ আর আমার আত্মা এই দু'টি জিনিষে গড়ে উঠেছে আমাদের সন্তান। আর, আত্মা অবিনশ্বর, তুমি তাকে ধ্বংস করতে পারবে না। তোমার সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত মুহূর্তে তুমি ঐ ছেলের মধ্যে আমাকে ফিরে পাবে আমার চিন্তা তোমার সামনে মূর্ত হয়ে উঠবে ঐ ছেলের মাধ্যমে, আমার রুচি, আমার স্বভাব, আমার বাসনা, আমার অনুভূতি তুমি প্রত্যক্ষ করবে ঐ ছেলেতে...অবশেষে একদিন তাকেও ঘৃণা করতে শুরু করবে ঠিক যেমন আজ তুমি আমাকে ঘৃণা করছো। ভবিষ্যতের সেই সব কথা ভেবে সত্যি আমার ভয় হচ্ছে।

ব্যারন-পত্নী ॥ তোমার কি এখনও ধারণা, আদালতের রায়ে ছেলে আমি-ই পাবো?

ব্যারন ॥ তুমি মেয়েছেলে, তার ওপর তুমি মা; সুতরাং এই মামলার বিচার করতে যারা বসেছেন তাঁদের চোখে তোমার একটা বিশেষ স্থান আছে বৈকি। যদিও ইনসাফ চোখ বুঁজে পাশার দান ফেলে তবু তাতে সব সময়েই একটু এ-দিক ও-দিক করা হয়।

ব্যারন-পত্নী ॥ কি আশ্চর্য, আমাদের ছাড়াছাড়ি হতে চলেছে, তুমি আমার প্রশংসা করছো। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে, তুমি আমায় যতখানি ঘৃণা করার ভান করো, আসলে অতখানি ঘৃণা করো না।

ব্যারন ॥ সত্যি কথা বলতে কি, আসলে তোমায় আমি তেমন ঘৃণা করি নে, আমি ঘৃণা করি আমার নিজের অসম্মান আর লজ্জাকে। কিন্তু কেন? কেন এই দুরন্ত ঘৃণা? এ-র কারণ সম্ভবতঃ—আমি ভুলে গিয়েছিলাম, তোমার বয়স চল্লিশ বছর হতে চলেছে এবং একটা বেটাছেলে বেটাছেলে ভাব তোমর মধ্যে শিকড় গাড়ছে। তোমার চুমুতে তোমার আলিঙ্গনে যেন পুরুষ মানুষের স্পর্শ, আর তাতে আমার গা ঘিন্ ঘিন্ করে।

ব্যারন-পত্নী ॥ কথাটা হয়তো সত্যি। কারণ, একটা কথা তোমায় আমি কখনো বলিনি—আমার জীবনের সবচেয়ে বড়ো দুঃখ হচ্ছে, আমি কেন পুরুষ মানুষ হয়ে জন্মালাম না।

ব্যারন ॥ আর তোমার সেই দুঃখ পাল্টা আমার জীবনে নিয়ে এসেছে প্রচণ্ড দুঃখ। প্রকৃতি তোমার সাথে প্রতারণা করেছে আর তুমি এখন প্রকৃতির প্রতারণার প্রতিশোধ নিচ্ছো, তোমার ছেলেকে মেয়ের মতো করে মানুষ করে। তুমি আমার কাছে একটা অঙ্গীকার করবে ?

ব্যারন-পত্নী ॥ তুমি কি আমার কাছে একটা অঙ্গীকার করবে ?

ব্যারন ॥ অঙ্গীকার করে লাভ কি ? তুমি তো জানো, আমরা কোন দিনই আমাদের কোন কথা রাখি নে।

ব্যারন-পত্নী ॥ হ্যাঁ ঠিক বলেছো। না, আর অঙ্গীকার করে দরকার নেই।

ব্যারন ॥ আমার একটা প্রশ্নের সত্য জবাব দেবে ?

ব্যারন-পত্নী ॥ আমি যদি সত্যি কথা বলি, তবু তুমি ভাববে আমি মিথ্যা বলছি।

ব্যারন ॥ হ্যাঁ, তাই ভাববো।

ব্যারন-পত্নী ॥ তুমি এখন বুঝতে পেরেছো তো, তোমার আমার সম্পর্ক চুকে গেছে—চিরদিনের জন্য চুকে গেছে।

ব্যারন ॥ চিরদিনের জন্য ? কিন্তু আমরা একদিন শপথ গ্রহণ করেছিলাম, অনন্তকাল আমরা পরস্পরকে ভাল বাসবো।

ব্যারন-পত্নী ॥ এমন একটা শপথ গ্রহণ করতে বাধ্য হওয়া—ছিঃ ছিঃ কি লজ্জার কথা !

ব্যারন ॥ এ কী কথা বলছো তুমি ? বিবাহ একটি বন্ধন। তাই না ? যদিও বন্ধনটা ভিন্ন প্রকৃতির।

ব্যারন-পত্নী ॥ কোন প্রকার বন্ধনই আমি বরদাশ্ত করতে পারি নে।

ব্যারন ॥ তোমার কি ধারণা, আমরা বিয়ের বাঁধনে বাঁধা না পড়লেই ভালো হতো ?

ব্যারন-পত্নী ॥ আমার পক্ষে ভালই হতো।

ব্যারন ॥ কিন্তু তা হলে তো তখন আমার ওপর তোমার কোন কর্তৃত্ব চলতো না।

ব্যারন-পত্নী ॥ তোমারও চলতো না।

ব্যারন ॥ তাহলে কথাটা কি দাঁড়ালো জানো ? ভগ্নাংশ থেকে আরও কিছুটা বাদ দিলে যা দাঁড়ায় ব্যাপারটা ঠিক অমনি। সুতরাং দোষটা আইনের নয় অথবা আমাদেরও নয়, কিংবা আর কারুরও নয়। তবু দোষটার ভাগী আমাদেরই হতে হচ্ছে। (শেরিফ ব্যারন ও ব্যারন-পত্নীর পানে এগিয়ে এলো।) এখুনি রায় দেয়া হবে...বিদায় প্রিয়া...বিদায়...

ব্যারন-পত্নী ॥ হ্যাঁ বিদায়...বিদায়...

ব্যারন ॥ এই পরস্পর ছাড়াছাড়ি কী নিদারুণ...কিন্তু এক সঙ্গে বাস করাও অসম্ভব। যাই হোক, আমাদের স্বপ্নের এবার অবসান ঘটলো।

ব্যারন-পত্নী ॥ অবসান ঘটলে তো ভালই হতো...কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, স্বপ্নবোধ বোধ হয় সবে মাত্র শুরু হলো।

শেরিফ ॥ জজ ও জুরিরা রায় দেয়ার জন্য যখন নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবেন, বাদীবিবাদীকে তখন আদালত গৃহের বাইরে যেতে হবে।

ব্যারন-পত্নী ॥ (ব্যারনকে বললেন।) সব কিছু চুকে যাবার আগে আমি তোমায় একটা কথা বলতে চাই। শোনো, আমাদের দু'জনার কাছ থেকেই ছেলেকে কেড়ে নিয়ে কোন তৃতীয় ব্যক্তির কাছে রাখার রায় হয়তো আদালত দেবে। এক কাজ করো, তুমি গাড়ী করে এক্ষুণি বাড়ী চলে যাও আর তোমার মায়ের কাছে ছেলেকে রেখে এসো। তারপর আমরা দু'জনা ছেলেকে নিয়ে এখানে থেকে কোন দূর দেশে পালিয়ে যাবো, কেমন ?

ব্যারন ॥ বুঝেছি, তুমি আমাকে আবার নাচাতে চাচ্ছো।

ব্যারন-পত্নী ॥ না না না, তা নয়। আমি আর তোমার কথা ভাবছি নে, আমার নিজের সম্পর্কেও কিছু ভাবছি নে—প্রতিহিংসার কথাও একদম ভুলে গেছি। যে-করে হোক তুমি ছেলেকে বাঁচাও—শুনছো—দয়া করে ছেলেকে বাঁচাও...

ব্যারন ॥ তুমি যা বলছো, আমি তা করবো।...হয় তো তুমি আমার সাথে প্রতারণা করছো...প্রতারণা করতে চাও, বয়ে গেলো।...যা বলছো, করবো। (ব্যারন দ্রুত পদে বেরিয়ে গেলেন। তাঁর পেছনে পেছনে ব্যারন-পত্নীও বেরিয়ে গেলন। জুরিরা এবং জজ সাহব ঢুকলেন এবং যার যার আসনে বসলেন।)

জজ ॥ আমি এই মামলার নথিপত্র দেখে ও সাক্ষী সাবুদের জবানবন্দী শুনে একটা মতামতে পেঁৗছেছি। জুরি মহোদয়দের অনুরোধ করছি, আমি রায় দেয়ার আগে তাঁদের মতামত দয়া করে আমায় জানান। আমার নিজের মত হচ্ছে, ছেলেকে তার মায়ের কাছে রাখাই যুক্তিসঙ্গত। স্বামী ও স্ত্রী দুজনারই দোষে তাঁদের ছাড়াছাড়ি হতে চলেছে—দুজনাই সমান দোষী। বাপের চেয়ে স্বভাবতঃই ছেলেরা মায়ের কাছে বেশী আদর-যত্নে থাকে। (জুরিরা চুপ করে রইলেন।)

একলান্ড ॥ দেশের চলতি আইন অনুযায়ী স্ত্রীর মর্যাদা স্বামীর মর্যাদার ওপর নির্ভর করে—উল্টোটা নয়।

ভিকবার্গ ॥ আর স্বামী হচ্ছে স্ত্রীর আইনসম্মত অভিভাবক।

শ্যোবার্গ ॥ বিবাহের মন্ত্র—যার দ্বারা বিবাহ বন্ধন সুসম্পন্ন হয়—সেই মন্ত্রেরই নির্দেশ হচ্ছে স্ত্রী হবে স্বামীর দাসীতুল্য। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে পুরুষ মানুষ মেয়েদের চেয়ে পদমর্যাদায় উচ্চতর।

বোমান ॥ আর বাপের ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী সন্তানরা মানুষ হবে—এটাই বিধান।

শ্যোডারবার্গ ॥ সুতরাং এ থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হচ্ছে, সন্তানরা বাপের কাছেই থাকবে—মায়ের কাছে নয়।

এন্ডারসন অব্‌ ভিক্‌ ॥ কিন্তু মামলায় দেখা যাচ্ছে, স্ত্রী ও স্বামী দুজনাই সমান অপরাধী আর এই মামলা সম্পর্কে যে-সব তথ্য ও খবর আদালতের সামনে পেশ করা হয়েছে তা বিবেচনা করলে—আমার মতে—স্বামী ও স্ত্রী দুজনাই ছেলেকে লালন পালন করার অনুপযুক্ত—ছেলেকে তাদের দু'জনার কাছ থেকেই দূরে রাখতে হবে।

এন্ডারসন অব্‌ বার্গা ॥ ওলফ এন্ডারসন যা বললেন, আমারও সেই একই মত্‌। এ ধরনের মামলায় জজ সাহেবরা সন্তানের লালন পালন ও বিষয় সম্পত্তি দেখা শোনা করার জন্য দু'জন গণ্যমান্য লোক নিযুক্ত করেন। আর বিষয়-সম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত আয় দ্বারা স্বামী, স্ত্রী ও সন্তানদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেয়া হয়ে থাকে।

ভ্যালিন ॥ তাই যদি করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, তাহলে আমি প্রস্তাব করছি, আলেকজেন্ডার একল্যান্ড আর এরেনফ্রিড শ্যোডারবার্গ—এঁদের দুজনাকে ছেলের গার্জিয়েন করা হোক। ধর্মপরায়ণ, বিশ্বস্ত, এবং বিশ্বাস ও আচার ব্যবহারে খাঁটি খৃস্টান হিসেবে এঁদের দুজনার খুব সুনাম আছে।

রুধ ॥ বাপ মায়ের কাছ থেকে ছেলেকে সরিয়ে রাখার যে-প্রস্তাব ওলফ এন্ডারসন অব্‌ ভিক আদালতের সামনে রেখেছেন আমি তা সমর্থন করছি আর এক্সেল ভ্যালিন যে-দুজনাকে গার্জিয়েন নিযুক্ত করার কথা বললেন, আমিও মনে করি তাঁরা সত্যি যোগ্যতম ব্যক্তি—এমন খাঁটি খৃস্টানী চরিত্রের মানুষই দরকার ছেলেটির যথাযথ লালন পালনের জন্য।

আর্লিন ॥ জুরি রুথ যা বললেন, আমি তা সমর্থন করছি।

ভাস্‌ ॥ আমিও সমর্থন করছি।

ওস্টম্যান ॥ আমিও সমর্থন করছি।

জজ ॥ জুরি মহোদয়গণের মধ্য থেকে অধিকাংশ জুরি এই মামলায় আমার মতামতের বিপরীত মতামত দিয়েছেন, সুতরাং আপনারা এখন ভোটাভুটি করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আদালতের সামনে পেশ করুন। কিন্তু তার আগে আমি আপনাদের সবাইকে একটি কথা জিজ্ঞেস করছি : ওলফ এন্ডারসন এই যে প্রস্তাবটি আদালতের সামনে রেখেছেন—বাপ মা দুজনার কাছ থেকেই ছেলেকে ছিনিয়ে নিয়ে আলাদা রাখতে হবে—আপনারা সবাই কি এটা সমর্থন করেন ?

জুরিগণ ॥ (সমস্বরে) হ্যাঁ, সমর্থন করি।

জজ ॥ প্রস্তাবটি সমর্থন করেন না, এমন যদি কেউ আপনাদের ভেতর থেকে থাকেন, তিনি দয়া করে হাত তুলুন। (জুরিরা চুপ চাপ, কেউ হাত

তুললেন না।) জুরিদের সিদ্ধান্ত এ মামলায় আমার সিদ্ধান্তকে কার্যতঃ নাকচ করে দিলে। যা হোক, রায়ে আমি আমার মতামতটাও লিপিবদ্ধ করে রাখবো—আমি মনে করি, বাপ মা দু'জনার কাছ থেকেই ছেলেকে ছিনিয়ে নেয়া নিষ্ঠুর।—ব্যারন আর ব্যারন-পত্নীর সম্পর্কে আমার রায় হচ্ছে, তাঁরা দুজনা পুরো এক বছর আলাদা বাস করবেন—এক সাথে আহার এবং এক বিছানায় শয়ন থেকে বিরত থাকবেন, এই এক বছরে আদালতের এই রায়ের খেলাপ করলে তাঁদের কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। (শেরিফকে বললেন, বাদী ও বিবাদীকে ডাকুন।)

(ব্যারন-পত্নীর প্রবেশ। মামলার দর্শকরাও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে এলেন।)

জজ ॥ ব্যারন স্প্রেঙ্গেল আসেন নি ?

ব্যারন-পত্নী ॥ এক্ষুণি আসবেন।

জজ ॥ (গম্ভীর স্বরে) আদালতে যিনি অনুপস্থিত একমাত্র তিনিই দেবেন কৈফিয়ত। এই আদালতের রায় আমি এখন ঘোষণা করছি : স্প্রেঙ্গেল বনাম স্প্রেঙ্গেল মামলার স্বামী ও স্ত্রী আহার ও শয়নে পুরো এক বছর আদালত জীবন যাপন করবেন। এবং তাঁদের সন্তানকে বাপ মার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে এসে তার লালন পালন ও শিক্ষার দায়িত্ব দু'জন গার্জিয়েনের ওপর ন্যস্ত করা হবে। জুরি মহোদয়গণের মধ্য থেকে দু'জনকে—আলেকজেণ্ডার একল্যাণ্ড এবং এরেনফ্রিড্ শ্যোডারবার্গকে আদালত সন্তানের গার্জিয়েন নিযুক্ত করেছে।

(ব্যারন-পত্নী আর্তনাদ করে মেঝেতে ঢলে পড়লেন। শেরিফ ও কনস্টবল ধরাধরি করে তাঁকে মেঝে থেকে তুলে চেয়ারে বসিয়ে দিলে। দর্শকরা পালাতে লাগলো। ব্যারন প্রবেশ করলেন। তিনি একেবারে ভেঙ্গে পড়েছেন।)

ব্যারন ॥ হুজুর, আমি বাইরে ছিলাম। এইমাত্র আদালতের রায় শুনলাম। হুজুর, এই রায়ে আমার আপত্তি আছে।—আইনগত প্রশ্নে এই রায়ের বিরুদ্ধে আমি আপত্তি উত্থাপন করছি। আর জুরিদের সম্পর্কেও আমার আপত্তি আছে। এঁরা সবাই ব্যক্তিগতভাবে আমার শত্রু। আর আদালত আলেকজেণ্ডার একলাণ্ড ও এরেনফ্রিড্ শ্যোডেরবার্গ এই যে দু'জনকে গার্জিয়ান নিযুক্ত করেছে, এঁদের কেউ-ই আর্থিক দিক থেকে সচ্ছল নন, অথচ আইনের বিধান অনুযায়ী গার্জিয়ান হতে হলে তাঁর আর্থিক সচ্ছলতা থাকতে হবে। উপরন্তু মাননীয় জজ সাহেব, আপনার বিরুদ্ধেও আমার অভিযোগ আছে। হুজুর আপনি আইনের বিধান যথাযথ অনুধাবন করতে সক্ষম হন নি তাই ভুল বিচার করেছেন। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রথমে যে-ব্যক্তি বিবাহবন্ধনের পবিত্রতা বিনষ্ট করে, দ্বিতীয়জনার অনুরূপ অপ-

রাধের জন্য সেই প্রথম ব্যক্তিই আইনের চোখে দায়ী—কিন্তু আপনি আইনের এই বিধানটির প্রতি নজর দেন নি। সুতরাং ও মামলায় স্বামী-স্ত্রী দুজনই একই অপরাধে অপরাধী বলে গণ্য হতে এবং একইরকম শাস্তি পেতে পারে না।

জজ ॥ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায়ের বিরুদ্ধে যদি কারো কোন আপত্তি থেকে থাকে, তাহলে তিনি এই রায়ের বিরুদ্ধে, আইনানুযায়ী বিধিবদ্ধ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উচ্চতর আদালতে আপীল করতে পারেন—জুরির মহোদয়গণ, আপনারা এখন দয়া করে চলুন—স্থানীয় লোকপরিষদের এসেসরদের বিরুদ্ধে যে-মামলাটার বিচার বাকি রয়েছে তার তথ্য সংগ্রহ করতে এখন যাজকের বাসভবনে আমাদের যেতে হবে।...

(পেছনের দরজা দিয়ে জজ এবং জুরিরা চলে গেলেন। বাদবাকি দর্শকরাও প্রস্থান করলেন। মঞ্চে শুধুমাত্র ব্যারন আর ব্যারন-পত্নী রয়ে গেলেন। ব্যারন-পত্নী চেয়ারে বসলেন।)

ব্যারন-পত্নী ॥ এমাইল কোথায় ?

ব্যারন ॥ সেখানে ও নেই।

ব্যারন-পত্নী ॥ তুমি মিথ্যা কথা বলছো।

ব্যারন ॥ (কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন) হ্যাঁ, মিথ্যা কথা বলেছি। আমি ছেলেকে আমার মায়ের কাছে নিয়ে যাই নি, কেননা আমি তাঁর ওপর নির্ভর করতে সাহস পাইনে। আমি তাকে পাদরীর বাড়ীতে রেখে এসেছি।

ব্যারন-পত্নী ॥ পাদরীর কাছে।

ব্যারন ॥ তোমার একমাত্র নির্ভরযোগ্য শত্রু। হ্যাঁ, তাই। তাঁকে ছাড়া আর কাকে আমি বিশ্বাস করতে পারি ? আর আমি তাকে পাদরীর কাছে রেখে এসেছি আরও একটি কারণে—কিছুক্ষণ আগে তোমার চোখের দিকে তাকিয়ে আমি লক্ষ্য করেছি, তোমার ঐ চোখ বলছে, তুমি নিজের আর ছেলের দুজনারই জীবন শেষ করার কথা মনে মনে চিন্তা করছো...

ব্যারন-পত্নী ॥ তুমি তা লক্ষ্য করেছো ?

ব্যারন ॥ যাক ! যা ঘটে গেল, এ সম্পর্কে এখন কি বলতে চাও, বলো।

ব্যারন-পত্নী ॥ কি বলবো ! কিছুই বুঝতে পারছি নে।...আমি বড্ড ক্লান্ত... আঘাতের ব্যথা পাবার মতো বোধ শক্তি আর আমার নেই।...আমার বুকে ছুরি বসান হয়েছে...কিন্তু এই ছুরির আঘাতে যেন একটা শান্তি, যেন কেমন একটা আরাম বোধ করছি।

ব্যারন ॥ এ-র পর কি ঘটতে যাচ্ছে, তুমি তা মোটেই চিন্তা করছো না। এ-র পর থেকে তোমার ছেলেকে মানুষ করবে কে জান ? দু'জন চাষা। সেই চাষা দু'জনার অজ্ঞতা, তাদের চাষাড়ে ধ্যান ধারণা, অমার্জিত চালচলন

ছেলের জীবন শেষ করে দেবে। পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ায় তার দম বন্ধ হয়ে আসবে, চাষাদের ধ্যান ধারণা তার মগজে চেপে বসবে, যত-সব ধর্মীয় কুসংস্কারে তার দৃষ্টি আচ্ছন্ন হবে—তাকে শেখানো হবে নিজের বাপমাকে ঘৃণা করতে...

ব্যারন-পত্নী ॥ থামো, থামো। আর বলো না, আমি পাগল হয়ে যাবো। আমার বুকের ধন এমাইল, সে বাস করবে চাষীদের বৌ-ঝির সাথে। চাষীদের বৌ-ঝি, যারা নোংরার হদ্দ, স্নান করতেও জানে না, যারা বিছানায় উকুন, মাথা আচড়ানো নোংরা চিরুনী জীবনে পরিস্কার করে না...এমাইল ... এমাইল...না, না এ হতে পারে না।

ব্যারন ॥ কিন্তু ঘটনা তো তাই—হতে পারে না বলে বাস্তবকে তো আর অস্বীকার করা যায় না—এ-র জন্য কিন্তু আর কেউ দায়ী নয়—দায়ী তুমি নিজে।

ব্যারন-পত্নী ॥ আমি দায়ী ?—হ্যাঁ, দায়ী আমি। কিন্তু আমার স্রষ্টা তো আমি নিজে নই। আমার মনের পাপকে কি আমি নিজে সৃষ্টি করেছি ? আমার অন্তরে ঘৃণা আর উচ্ছৃঙ্খল বাসনার বীজ কি আমি নিজে বপন করেছি ? না, আমি করি নি। এই সব পাপের সাথে সংগ্রাম ক'রে তাদের পরাভূত করার মতো ইচ্ছাশক্তি ও ক্ষমতা আমার কাছ থেকে কে হরণ করে নিয়েছে ? বলো, কে আমায় এমন দুর্বল করেছে ?—আমার নিজের পানে আমি এখন তাকিয়ে দেখে বুঝতে পারছি, আমি সবারই অনুকম্পা পাবার যোগ্য। তুমি কি মনে করো বলো ? আমি অনুকম্পার পাত্র নই ?

ব্যারন ॥ হ্যাঁ, আমিও তাই মনে করি। আমরা দুজনাই অনুকম্পার পাত্র। যে-পাথরে বাধা পেয়ে বিবাহবন্ধন টুটে যায়, তাকে এড়াতে আমরা চেষ্টা করেছি এবং সেই জন্যই বিয়ে না করেও স্বামী স্ত্রীরূপে বাস করতে আমরা সিদ্ধান্ত করেছিলাম। কিন্তু তবু আমরা ঝগড়া করেছি। আর, তার কারণ হচ্ছে—মানব জীবনের সব চেয়ে বড়ো সম্পদ, মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ, সেই সম্পদের আমরা কোন মূল্য দিই নি। যা হোক, অবশেষে আমরা বিয়ে করলাম। কিন্তু সেখানেও আমরা আইন ও সমাজকে বোকা বানাতে চেষ্টা করেছি। ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি মেনে যথারীতি বিয়ে না ক'রে আমার সিভিল ম্যারেজ করলাম। আর, দাম্পত্য জীবনের শর্ত করা হলো : আমরা কেউ কারো অধীন হবো না, সম্পূর্ণ স্বাধীন জীবন যাপন করবো, নিজেদের টাকা পয়সার আলাদা আলাদা হিসাবপত্র থাকবে, কেউ কারো ওপর কর্তৃত্ব খাটাতে চেষ্টা করবো না, কিন্তু তবু আমরা সেই পুরানো পাথরেই আবার ঠোক্কর খেলাম। বিবাহের কোন অনুষ্ঠান করা হলো না, উপরন্তু দাম্পত্য জীবনের শর্তাবলীর নতুনতর চুক্তি করা হলো,

তবু দাম্পত্য জীবনের বন্ধন টুটে গেল, ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। আমি তোমার ব্যভিচার ক্ষমা ক'রে দু'জনা একসঙ্গে বাস করেছি এবং আমরা এই শর্ত করেছিলাম, আমাদের যার যেমন ইচ্ছা নিজেদের জীবন যাপন করবো—আপোষে সেই যে ছাড়াছাড়ি, এ-র একমাত্র কারণ ছিল আমাদের সন্তান—তারই মুখের দিকে তাকিয়ে আমরা সেই যার যেমন ইচ্ছা —ছাড়াছাড়ি জীবন যাপনের ব্যবস্থা করেছিলাম। কিন্তু আমার বন্ধুর উপপত্নীকে নিজের স্ত্রী বলে অন্যান্য বন্ধুর সামনে উপস্থিত করা, দিনে দিনে আমার কাছে অসহ্যই হয়ে উঠলো—আমি ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। অবশেষে যা ঘটবার তাই ঘটলো, চিরদিনের জন্য ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। আচ্ছা তুমি জানো, বলতে পারো, কার বিরুদ্ধে আমরা সংগ্রাম করে চলেছি? তুমি হয়তো বলবে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কিন্তু আমি বললো, প্রকৃতি-ই আমাদের দুজনার মনে পরস্পরের প্রতি ঘৃণাকে উজ্জীবিত করেছে, ঠিক যেমন আমাদের মনে পরস্পরের প্রতি প্রেমকে উদ্দীপিত করেছিল। আর, এখন যে-কটা দিন আমরা বেঁচে থাকবো পরস্পরকে শুধু দুঃখের আগুনে দগ্ধ করার অভিশপ্ত জীবন যাপন করে চলবো।...উচ্চতর আদালতে নতুন করে আবার মামলা শুরু হবে, মামলার এই পাল্টা শুনানীর সময় যাজকবোর্ডের মতামত জানতে চাওয়া হবে, তার পর উচ্চতর আদালত রায় দেবে। আর সব শেষে আমার দরখাস্ত বিবেচনা করা হবে। ছেলের অভিভাবকত্বের দাবীসম্বলিত আমার সেই দরখাস্ত এবং তোমার আপত্তি উত্থাপিত ও পাল্টা মামলা দায়ের—সংক্ষেপে, একটি ফাঁসীর মঞ্চ থেকে আর একটি ফাঁসীর মঞ্চে আমাদের যেতে হবে অথচ কোন দয়ালু জল্লাদের সাক্ষাৎ আমাদের ভাগ্যে জুটবে না। বিষয়সম্পত্তি ভেসে যাবে, আর্থিক দিক থেকে দেউলিয়া হতে হবে, সন্তানের লেখা পড়া উচ্ছন্নে যাবে। এত কিছু দুঃখের বোঝা টানার চাইতে আমাদের এই অভিশপ্ত জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটানোই কি ভালো নয়? কিন্তু না, আমাদের ঐ সন্তানই আমাদের ধরে রেখেছে, তারই জন্য মরতে পারবো না।...অ্যাঁ তুমি কাঁদছো—কিন্তু আমার চোখে কান্না আসে না।...সত্যি তুমি হতভাগ্য, তোমাকে আবার তোমার মায়ের কাছে যেতে হবে—সেই মা যাঁর আশ্রয় তুমি খুশী মনে ত্যাগ করেছিলে, নিজের একটি সংসার, নিজের একটি বাড়ী পেয়েছিলে, সব ছেড়ে ছুড়ে মায়ের আশ্রয়ে যেতে হবে তোমাকে।...মায়ের বাড়ী স্বামীর বাড়ীর চাইতে হয়তো অনেক খারাপ মনে হবে তোমার কাছে...কিন্তু উপায় নেই... এক বছর, দু'বছর, তিন বছর, বহু বছর...কতো বছর আমরা এই দুঃখের বোঝা মাথায় নিয়ে বেঁচে থাকবো কে জানে? তুমি বলতে পারো, কত বছর?

ব্যারন-পত্নী ॥ আমি কিছুতেই আমার মায়ের কাছে ফিরে যাবো না। আমি পথে পথে ঘুরে বেড়াবো, বনে বনে ঘুরবো—নিজেকে লুকিয়ে রাখার কোন জায়গা খুঁজে বের করবো। আর সেখানে বসে আর্তনাদ করবো, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ফরিয়াদ করে আর্তনাদ করবো, যে-ঈশ্বর প্রেমকে, এই শয়তান প্রেমকে পৃথিবীতে প্রবেশ করার অনুমতি দিয়েছে, যে-ঈশ্বর এই দুনিয়ায় সেই শয়তানকে পাঠিয়েছে, মানব জাতিকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারতে, সেই ঈশ্বরের বিরুদ্ধে।...আর যখন রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে আসবে আমি পাদরীর গোলাঘরের পাশে গিয়ে শুয়ে পড়বো, আমার ছেলের কাছাকাছি শুয়ে ঘুমানোর জন্যই রাত করে পাদরীর গোলাঘরের পাশে শুতে যাবো।

ব্যারন ॥ তোমার কি মনে হয়, আজ রাতে তুমি ঘুমুতে পারবে? পারবে?

যবনিকা

বন্ধু ও বান্ধবী

পাত্র-পাত্রী

এক্সেল ম্যালবার্গ—শিল্পী

বার্থা ম্যালবার্গ—কুমারী নাম আলান্ড/এক্সেলের স্ত্রী এবং শিল্পী

ম্যাবেল—শিল্পী দম্পতির বন্ধু

উইল্‌মার (গাগা)—লেখক

ডাক্তার উস্‌টারমার্‌ক্

মিসেস হল্‌—ডাঃ উস্‌টারমার্‌কের প্রথম পক্ষের স্ত্রী

এমেলী হল্‌ } মিসেস হলের দ্বিতীয় পক্ষের
থেরেসী হল্‌ } স্বামী তাঁর এই কন্যাদ্বয়ের পিতা

লেফ্‌টেন্যান্ট কার্ল স্টার্‌ক্

মিসেস স্টার্‌ক্—লেফ্‌টেন্যান্ট কার্লের স্ত্রী

চাকরানি

পুরুষ মডেল

দু'জন কুলি

[মঞ্চ নির্দেশ : প্যারী শহরে একটি বাড়ীর দোতলায় চিত্রশিল্পীর একটি স্টুডিও। ঘরটির একটি কাঁচের দরজা আছে—সেই দরজা দিয়ে বাগানে যাওয়া যায়। ঘরের পেছন দিকে মস্ত বড়ো একটা জানালা। এবং পাশের ঘরে যাবার জন্য একটা দরজা আছে। দেয়ালে ঝোলানো ছবি, বর্ম, পোষাক-পরিচ্ছদ, নানা ধরনের নকশা, প্লাসটার আর প্যারীর তৈরী মূর্তি, অলংকরণের ফলক ইত্যাদি। বাঁদিকে একটি দরজা এক্সেলের ঘরে যাবার। ঘরটির মাঝামাঝি জায়গায়, সামান্য একটু ডানদিক ঘেঁসে একটি প্লাট-ফরম। এই প্লাটফরমটি মডেলের ব্যবহারের জন্য তৈরী। বাম পাশে একটি ইজল্ এবং ছবি আঁকার অন্যান্য সাজসরঞ্জাম। একটি সোফা। বৈঠকখানায় ব্যবহার উপযোগী একটি প্রকাণ্ড স্টোভ—স্টোভটির দরজা কাঁচের। সেই কাঁচের দরজা দিয়ে জলন্ত কয়লা দেখা যাচ্ছে। ছাদ থেকে একটি বাতি ঝুলছে। কাল : ১৮৮০—১৮৯০ সনের মধ্যে যে-কোন সময়]

এক্সেল ॥ (বসে বসে ইজল্ দিয়ে ক্যানভাসে ছবি আঁকছে) তুমিও তাহলে প্যারীতে এলে দেখছি।

ডাক্তার ॥ দুনিয়ার সবকিছুকেই প্যারী টেনে কাছে নিয়ে আসে—এ যেন ঠিক পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের মত। যাক তাহলে শেষতক বিয়ে করলে? এখন বেশ সুখী, কি বলো?

এক্সেল ॥ হ্যাঁ তা তা...বলতে গেলে, তা কিছুটা সুখী বৈকি।

ডাক্তার ॥ কি বললে?

এক্সেল ॥ তুমিই বলো না...তুমি বিপত্নীক, তুমি-ই আমায় বলো। বিপত্নীক, অতএব বিয়ে তুমি করেছিলে। তুমি বলো, বিবাহিতা জীবন কেমনতর?

ডাক্তার ॥ মেয়েদের দিক থেকে চমৎকার।

এক্সেল ॥ আর পুরুষের দিক থেকে—তোমার দিক থেকে?

ডাক্তার ॥ এই যেমন কুমীরের ভয়ে জলে বাস। কিন্তু বোঝই তো, আপোষ-মীমাংসা ছাড়া গতি নেই। যতদিন পর্যন্ত পেরেছি, আমাদের দাম্পত্য-জীবনে আমরা তা-ই করেছি।

এক্সেল ॥ আচ্ছা, তোমাদের আপোষ-মীমাংসার ধরনটা কেমন ছিলো?

ডাক্তার ॥ ধরন আবার কি? আমি-ই সব সময়ে হার মেনে আপোষ করতাম।

এক্সেল ॥ তুমি?

ডাক্তার ॥ হ্যাঁ, আমি-ই। জানি, তুমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারবে না, আমার মত লোক...

এক্সেল ॥ না, না, আমি বিশ্বাস করতে পারছি নে...তোমার মতো লোক... না, আমি বিশ্বাস করিনে—কিন্তু...আচ্ছা একটা কথা, মেয়েদের তুমি তেমন বিশ্বাস করো না, তাই না?

ডাক্তার ॥ না...সত্যি আমি মোটেই বিশ্বাস করি নে। কিন্তু আমি ওদের ভাল-বাসি। এক্সেল। হ্যাঁ, ভালবাসো বটে, তবে তোমার নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে।

ডাক্তার ॥ তা সত্যি—আমার নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকেই বটে। কিন্তু তুমি তোমার স্ত্রীকে কি রকম ভালবাসো?

এক্সেল ॥ শোনো, আমরা নিজেদের মধ্যে একটা শর্ত করে নিয়েছি—আমরা দু'জনা পরস্পর মিতা।—প্রেমের চাইতে বন্ধুত্ব ঢের ভালো, আর অনেক বেশী স্থায়ী। আমাদের শর্ত—সে আমার বান্ধবী আর আমি তার বন্ধু।

ডাক্তার ॥ হুম্—বার্থা ছবিও আঁকে, তাই না? কেমন আঁকে? ভালো?

এক্সেল ॥ চলন সই।

ডাক্তার ॥ আমার স্ত্রী আর আমি। আমাদের দুজনার এক কালে খুব বন্ধুত্ব ছিলো, ঝগড়াঝাটিও আমরা করতাম...তোমার এখানে যেন কারা ঐ আসছেন... ওঃ তাই তো, কার্ল আর তাঁর স্ত্রী আসছেন।

এক্সেল ॥ (আসন থেকে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো) বার্থা এখন বাড়ীতে নেই আর ওঁরা এলেন। কী দুর্দৈব! (লেফ্‌টেন্যান্ট কার্ল স্টার্‌ক্‌ আর তাঁর স্ত্রী প্রবেশ করলেন।) আঃ! আসুন, আসুন। সারা দুনিয়ার সব জায়গা থেকে লোকজনের মিলনক্ষেত্র যেন এই বাড়ীটি। মিসেস স্টার্‌ক্‌ কেমন আছেন, ভালো তো? এতটা পথ ভ্রমনের পরেও আপনাকে বেশ ফিট্‌ফাট্‌ দেখা যাচ্ছে।

মিসেস স্টার্‌ক্‌ ॥ ধন্যবাদ। আমাদের এই ভ্রমনটা সত্যি সত্যি আনন্দের হয়েছে। কিন্তু বার্থা কোথায়?

কার্ল ॥ তাই তো, তোমার স্ত্রী কোথায়?

এক্সেল ॥ বার্থা গেছে একাডেমী জুরীমেনে। তবে আমি আশা করছি, এক্ষুণি সে আসবে। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? আপনারা বসুন। (মিঃ ও মিসেস স্টার্‌ক্‌কে ডাক্তার আদাব করলেন।)

কার্ল ॥ না, এখন আর বসবো না। ধন্যবাদ। আমরা আগেই ঠিক করেছি, যেতে যেতে এক মিনিটের জন্য থেমে এ বাড়ীতে একবারটি ঢু দিয়ে

এক নজর দেখে চলে যাবো। আপনাদের কেমন চলছে। তবে আমরা আবার সামনের শনিবারে আসছি—পহেলা মে তারিখে।

এস্ত্রেল ॥ নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। আপনারা আমাদের চিঠি আর নেমন্তন্নপত্র পেয়েছিলেন ?

মিসেস স্টার্‌ক্‌ ॥ পেয়েছি বৈকি ! আমরা যখন হামবুর্গে, তখন চিঠিটা ঘুরে ফিরে আমাদের হাতে পৌঁছোয়। কিন্তু বার্থা এখন কি করছে ?

এস্ত্রেল ॥ সে ছবি আঁকছে—আমি যেমন আঁকি সে-ও তেমনি ছবি আঁকে। তার মডেল এক্ষুণি আসবে—আমি তারই জন্য অপেক্ষা করছি। আমি ভাবছি ...সত্যি কথা বলতে কি, মডেল আসবে কি-না...তাই আপনাদের বসতে বলতে ইতঃস্তত করছি।

কার্ল ॥ আপনি কি মনে করেন, আমরা খুব লাজুক ?

মিসেস স্টার্‌ক্‌ ॥ (ইতঃস্তত করে বললেন) বার্থার এই মডেল নিশ্চয়ই ও ধরনের মডেল নয়—এই যারা কাপড় ফেলে দিয়ে উলঙ্গ হয়।

এস্ত্রেল ॥ কি বলছেন আপনি ? হ্যাঁ, উলঙ্গ হয় বৈকি।

কার্ল ॥ বেটা ছেলে মডেল ! ছিঃ ছিঃ। না। না, আমার স্ত্রীকে আমি কিছুতেই এমন কাণ্ড করতে দিতে রাজী হবো না। একজন মেয়ে একা একটি উলঙ্গ লোকের সামনে...ছিঃ ছিঃ

এস্ত্রেল ॥ কার্ল, আপনার কুসংস্কার এখনও কাটে নি দেখছি।

কার্ল ॥ যাই বলুন—আমি এ কথা, বলবোই...

মিসেস স্টার্‌ক্‌ ॥ ছিঃ ছিঃ কী লজ্জা।

ডাক্তার ॥ ঠিকই বলেছেন। লজ্জার কথাই বটে।

এস্ত্রেল ॥ আমি অবশ্য বলছিনে ব্যাপারটা আমার পছন্দসই। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত আমার একটি মেয়ে মডেল রাখাতে কোনো আপত্তি উঠছে না বার্থার বেলায় কেন তাতে...

মিসেস স্টার্‌ক্‌ ॥ ও-যে মেয়ে...পার্থক্যটা তো সেখানেই...

এস্ত্রেল ॥ পার্থক্য ?

মিসেস স্টার্‌ক্‌ ॥ হ্যাঁ—এটা তো একটা আলাদা ব্যাপার। যদিও পুরুষ আর মেয়েদের মধ্যে কোনও বিষয়ে আলাদা কিছু নেই কিন্তু তবু একটা পার্থক্যও তো আছে।

(দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ)

এস্ত্রেল ॥ মডেল এসেছে।

মিসেস স্টার্‌ক্‌ ॥ আমরা তা হলে এখন আসি। আপনাদের মঙ্গল কামনা করি। আবার দেখা হবে। বার্থাকে আমার শুভেচ্ছা জানাবেন।

এক্সেল ॥ আদাব। তাহলে আসুন। আপনারা এতো সাজন্ক! আশা করি আবার দেখা হবে।

কার্ল ও ডাক্তার ॥ এক্সেল, আদাব। তাহলে আসি।

কার্ল ॥ (এক্সেলকে বললেন) বার্থা আর মডেল দু'জনা একেবারে নির্বিবলিতে অবশ্যাই নয়, আপনিও সেখানে নিশ্চয়ই উপস্থিত থাকবেন।

এক্সেল ॥ না। কিন্তু এ প্রশ্ন করছেন কেন?

কার্ল ॥ (মাথা মেলাতে দোলাতে প্রস্থান) মরুক গে!

এক্সেল ॥ (সবাই চলে গেল। এক্সেল একা। ছবি আঁকতে লাগলো। দরজার আবার কড়া নাড়ার শব্দ।) ভেতরে আসুন। (মডেলের প্রবেশ) আপনি আবার ফিরে এলেন, কিন্তু আমার স্ত্রী তো এখনও আসেন নি।

মডেল ॥ কিন্তু বারোটা যে বাজতে চললো, এখুনি আমার আবার আর-এক জায়গায় মডেলের কাজে যেতে হবে।

এক্সেল ॥ তাই তো, তাইতো...ভারি অন্যায়...কিন্তু...হুম্...আমার মনে হয় একাডেমীতে এমন কিছু একটা ঘটেছে যার দরুন সে আসতে পারছে না...আপনাকে কতো করে ফি দেয়া হয়?

মডেল ॥ যেমন রেট—এই পাঁচ ফ্রাঙ্ক করে।

এক্সেল ॥ (মানিব্যাগ বের করে মডেলকে পাঁচ ফ্রাঙ্ক দিলেন।) এই নিন। কিন্তু আপনি মিনিট কয়েক অপেক্ষা করলে ভালো হতো। পারবেন কি অপেক্ষা করতে?

মডেল ॥ হ্যাঁ, আপনি যদি বলেন, তা হলে...

এক্সেল ॥ হ্যাঁ, যদি পারেন, একটু বসুন। (মডেল পর্দার আড়ালে চলে গেল। এক্সেল মঞ্চে একা। সে শিশ দিতে লাগলো আর ছবি এঁকে চললো। বার্থা ঘরে ঢুকলো) এই যে এসো—তোমার খবর কি? এতো দেরি হলো কেন?

বার্থা ॥ দেরি?

এক্সেল ॥ তোমার মডেল তোমার জন্য বসে আছে।

বার্থা ॥ মডেল? কেন, সে কি আজ আবার এসেছে নাকি?

এক্সেল ॥ তুমি তো তাকে এগারটার সময় আসতে বলেছিলে।

বার্থা ॥ বলেছিলাম নাকি? না, বলি নি তো। সে কি তাই বললে, আমি আসতে বলেছি?

এক্সেল ॥ হ্যাঁ, তাই তো বললে। গত কালও তুমি বলেছিলে আসতে।

বার্থা ॥ হয়তো বলেছিলাম। কিন্তু জানো ব্যাপার কি ঘটেছে, অধ্যাপক আমাদের কিছুতেই ছাড়তে চাচ্ছিলেন না। একাডেমীর এবারের সেশন শেষ হতে চলেছে...জানো তো, এই সময়টায় সবাই একটু ব্যস্ত হয়ে পড়ে... এক্সেল, তুমি আমার ওপর রাগ করেছো, তাই না?

এক্সেল ॥ রাগ করেছি! না। কিন্তু এবার নিয়ে দু'বার এই কাণ্ড ঘটলো। কোন কাজ হয় না, অথচ তার পাওনা পাঁচ ফ্রাঙ্ক করে তাকে দিতে হচ্ছে।

বার্থা ॥ অধ্যাপক ছাড়তে চান না, এর জন্য কি আমি দায়ী? আমি দোষী হলাম কি করে? তুমি সব সময় শুধু আমায় বকো। আমি ইচ্ছে করে কখনও...

এক্সেল ॥ বকলাম কখন?

বার্থা ॥ কি বললে? বকো নি?

এক্সেল ॥ না, না, না বার্কিন...তবে দেরি করে এলে তাই...ভেবেছিলাম ইচ্ছে করে দেরি করেছো, না তোমার দোষ নেই, তুমি আমায় ক্ষমা করো।

বার্থা ॥ যাক্ গে, ও নিয়ে আর মাথা ঘামিয়ে কাজ নেই। কিন্তু মডেলকে টাকা দিলে কোত্থেকে?—টাকা দিয়েছো?

এক্সেল ॥ হ্যাঁ দিয়েছি—আমি ভুলেই গিয়েছিলাম, গাগা আমার কাছে কুড়ি ফ্রাঙ্ক ধার করেছিল, সে আজ ফেরৎ দিয়েছে।

বার্থা ॥ (হিসেবের খাতা নিয়ে এলো) ওঃ তাই! সে ধার শোধ করেছে? তা হলে হিসেবের খাতায় উসুল করে রাখি। হিসেবের খাতা নির্ভুল রাখা উচিত। টাকাটা তোমার, সুতরাং ও টাকা তুমি যেভাবে ইচ্ছা অবশ্য খরচ করতে পারো। কিন্তু তোমার টাকা পয়সা, হিসেবপত্র রাখার দায়িত্ব যেহেতু তুমি আমাকে দিয়েছে তাই—(বার্থা লিখতে লাগলো) "উসুল: পনেরো ফ্রাঙ্ক—মডেলের মজুরী দেয়া হলো পাঁচ ফ্রাঙ্ক।" ব্যস, লিখে রাখলাম।

এক্সেল ॥ আঃ ভুল করলে...তোমায় লিখতে হবে, উসুল কুড়ি ফ্রাঙ্ক।

বার্থা ॥ কিন্তু এখানে তো মাত্র পনেরো ফ্রাঙ্ক আছে।

এক্সেল ॥ হ্যাঁ পনেরো ফ্রাঙ্ক আছে বটে কিন্তু গাগার কাছ থেকে আমি ফেরৎ পেয়েছি তো কুড়ি ফ্রাঙ্ক।

বার্থা ॥ কিন্তু এই টেবিলের ওপর মাত্র পনেরো ফ্রাঙ্ক আছে, তুমি কি তা অস্বীকার করতে পারো?

এক্সেল ॥ না, না না আমি তা বলছি নে, টেবিলের ওপর মাত্র পনেরো ফ্রাঙ্কই আছে বটে কিন্তু আমি পেয়েছি...

বার্থা ॥ সব সময়েই তুমি শুধু ঝগড়া করো।

এক্সেল ॥ ঝগড়া করছি, তাই নাকি? তোমার মডেল তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।

বার্থা ॥ ওঃ অপেক্ষা করছে? দয়া করে তুমি একটু সাহায্য করো—একটু গুছিয়ে গাছিয়ে দাও।

এক্সেল ॥ (প্লাটফরম্‌টা ঠিকঠাক করে দিয়ে পর্দার পেছনে অপেক্ষামাণ মডেলকে হেঁকে বললে) শুনছেন, আপনি জামাকাপড় খুলে ফেলেন নি ? খুলেছেন ?
মডেল ॥ এক সেকেন্ড স্যার—এই খুলছি।
বার্থা ॥ (দরজা বন্ধ করে দিয়ে ঘরের চুলোর আগুনে কয়েক টুকরো কাঠ ফেলে দিলে) এক্সেল তোমাকে এখন ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে হবে।
এক্সেল ॥ (দাঁড়িয়ে রইল) বার্থা।
বার্থা ॥ বলো।
এক্সেল ॥ এ ব্যাপারটা কি না করলেই নয় ?—এই...এই উলঙ্গ মডেল ?
বার্থা ॥ হ্যাঁ উলঙ্গ মডেলই দরকার।
এক্সেল ॥ হুম্—ও।
বার্থা ॥ দরকার কি-না, দু'জনা আলোচনা করে এ প্রশ্নের তো আমরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছি।
এক্সেল ॥ হ্যাঁ নিয়েছি বটে কিন্তু তবু আমি এটাকে একটা অতি জঘন্য ব্যাপার মনে না করে পারছি নে।
(বাঁ হাতি দরজা দিয়ে এক্সেল বেরিয়ে গেল)
বার্থা ॥ (ব্রাশ ও প্যালিট্ নিয়ে বসলো তারপর পর্দার দিকে তাকিয়ে মডেলকে জিজ্ঞেস করলে) আপনি প্রস্তুত হয়েছেন ?
মডেল ॥ হ্যাঁ, আমি প্রস্তুত।
বার্থা ॥ তাহলে আমরা কাজ শুরু করি। (কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে রইল।) হ্যাঁ শুরু করা যাক্। (দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ) কে কড়া নাড়ে ? এখানে আমার মডেল রয়েছে।
ম্যাবেল ॥ (ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে) আমি—ম্যাবেল। আমি চিত্রপ্রদর্শনী থেকে আসছি, তোমার খবর আছে।
বার্থা ॥ প্রদর্শনী থেকে ? (মডেলকে বললে) আপনার জামা কাপড় পরুন। আজ আমাদের কাজ বন্ধ রাখতে হবে। এক্সেল শুনছো, চিত্র প্রদর্শনী থেকে ম্যাবেল খবর নিয়ে এসেছে।
(এক্সেল ঘরে ঢুকলো। বার্থা দরজা খুলে দিলে। ম্যাবেল ও উইলমার গাগা ঘরে এলো।)
উইলমার ॥ খবর কি ? সবাই ভালো তো ! কাল থেকে জুরিরা বসবেন। বার্থা, এই তোমার রঙীন খড়ি। (পকেট থেকে একটা প্যাকেট বের করে বার্থার হাতে দিলে।)
বার্থা ॥ ধন্যবাদ গাগা। কত দাম নিয়েছে ? আমার ধারণা, এটা কিনতে মোটা টাকাই লেগেছে।
উইলমার ॥ না, না, এমন বেশী কিছু দাম নয়—সামান্য।

বার্থা ॥ তা- হলে...কাল থেকে জুরিরা প্রদর্শনীর ছবির বিচার শুরু করবে... এক্সেল, শুনেছো তো ?

এক্সেল ॥ হ্যাঁ শুনেছি।

বার্থা ॥ এক্সেল, তুমি আমার সত্যিকার একটা উপকার করবে ? বলো, করবে ?

এক্সেল ॥ আমার সাধ্যানুযায়ী তোমার উপকার করতে আমি সব সময়েই রাজী।

বার্থা ॥ সত্যি রাজী আছো ? আচ্ছা...তাহলে শোন...তোমার সাথে মিঃ রোবে-এর পরিচয় আছে, তাই না ?

এক্সেল ॥ হ্যাঁ, ভিয়েনায় তার সাথে আমার দেখা হয়েছিল আর আমাদের দু'জনার বেশ বন্ধুত্বও গড়ে উঠেছিল।

বার্থা ॥ তুমি হয়তো জানো, উনিও একজন জুরি।

এক্সেল ॥ বেশ তো, তাতে কি হয়েছে ?

বার্থা ॥ আমি জানতাম তুমি রাগ করবে। আমি জানি, তুমি রেগে যাবে।

এক্সেল ॥ তুমি যদি জানোই আমি রেগে যাবো, দয়া করে আমায় রাগিও না।

বার্থা ॥ (জড়িয়ে ধরে আদর করে বললে) তোমার স্ত্রীর জন্য তুমি কি একটু ত্যাগ স্বীকার করতে পারো না ? বলো, পারো না।

এক্সেল ॥ না, আমি ভিক্ষা চাইতে পারবো না—না, আমি পারবো না।

বার্থা ॥ আমি তোমার জন্য ভিক্ষা চাইতে বলছিনে, তোমার আঁকা ছবি তো প্রদর্শনীতে স্থান পাবেই—আমার আঁকা ছবির জন্য বলছি, তোমার স্ত্রীর ছবির জন্য।

এক্সেল ॥ না, আমাকে এ অনুরোধ করো না।

বার্থা ॥ আমি কি তোমার কাছে কিছুই চাইতে পারি নে ?

এক্সেল ॥ হ্যাঁ চাইতে পারো এমন সব জিনিষ, যাতে আমার নীতি বিসর্জন দেয়ার প্রশ্ন ওঠে না।

বার্থা ॥ নীতি নয়—তোমার পুরুষালী অহঙ্কার।

এক্সেল ॥ তা তুমি বলতে পারো।

বার্থা ॥ কিন্তু তোমার কোন উপকার করার জন্য যদি মেয়েমানুষ হিসেবে আমার অহঙ্কারকে বিসর্জন দিতে হয়, আমি তা অবশ্যই দেবো।

এক্সেল ॥ মেয়ে মানুষের অহঙ্কার বলে কোন বস্তু নেই।

বার্থা ॥ এক্সেল !

এক্সেল ॥ আমায় ক্ষমা করো, আমায় ক্ষমা করো।

বার্থা ॥ আমি স্পষ্টই অনুভব করছি, তুমি আমায় ঈর্ষা করো। আমি বুঝে নিয়েছি, তুমি চাও না—আমার আঁকা কোন ছবি প্রদর্শনীতে স্থান পায়।

এক্সেল ॥ প্রদর্শনীর জন্য তোমার আঁকা ছবি যদি নেয়া হয়, এর চেয়ে বড়ো আনন্দের বিষয় আমার জীবনে আর কিছু হতে পারে না।

বার্থা ॥ কিন্তু ধরো, আমার ছবি গৃহীত হলো আর তোমার ছবি নেয়া হলো না, তাঁরা তোমার ছবি বাদ দিলেন, তাতেও কি তুমি খুশী থাকবে?

এক্সেল ॥ তোমার প্রশ্নের জবাব দিতে হলে আরও ভালো করে চিন্তা করা দরকার। (সে ডান হাত নিজের বুকের ওপর রাখলো।) তেমন যদি ঘটে অর্থাৎ তোমার ছবি যদি নেয়া হয় আর আমার ছবি বাদ দেয়া হয়, তাহলে আমি নিশ্চয়ই অস্বস্তি বোধ করবো। সত্যি বলছি, বড্ড খারাপ লাগবে। কেননা, আমি তোমার চেয়ে ভালো চিত্রকর তো বটেই, তাছাড়া...

বার্থা ॥ তাছাড়া কি—বলো—তাছাড়া আমি মেয়ে মানুষ, তাই না?

এক্সেল ॥ হ্যাঁ, সেটাও একটা কারণ বটে। ব্যাপারটা কেমন যেনো একটু অদ্ভুত রকমের মনে হচ্ছে—তবু না বলে পারছি নে। আমার মনে হচ্ছে, এটা তোমার যেনো অনধিকার প্রবেশ—চুপচাপ চুলোর পাশে বসে আগুন তাপাতে তাপাতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলে আর এদিকে যুদ্ধ শেষ হবার পর লুটের মালে ভাগ বসালে...মনের কথাগুলো তোমায় বলে ফেললাম—আমায় ক্ষমা করো বার্থা। কিন্তু যা বললাম, সত্যি ওটাই আমার মনের কথা।

বার্থা ॥ দেখলে তো, তোমাদের জাতের অর্থাৎ পুরুষ জাতের অন্যান্যদের সাথে তোমার কোন পার্থক্য নেই—বিন্দুমাত্র পার্থক্য নেই।

এক্সেল ॥ অন্য পুরুষের সঙ্গে কোন পার্থক্য নেই, তাই না? তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।

বার্থা ॥ ইদানীং তুমি নিজেকে খুব বড়ো ভাবছো। আগে কখনো তোমার এ ভাব দেখিনি।

এক্সেল ॥ যেহেতু আমি সত্যি বড়ো, তাই নিজেকে বড়ো ভাবছি। তোমরা—এই মেয়েরা পুরুষদের নকল না করে এমন একটা কিছু করো যা পুরুষ মানুষ আজ পর্যন্ত করে নি, কি বলো, তবে তো বুঝবো...

বার্থা ॥ কি? কি বলছো তুমি? তোমার লজ্জা শরম নেই?

উইলমার ॥ আহা থামো, ছিঃ চুপ করো সবাই। তোমার ভগবানের দোহাই বার্থা উত্তেজিত হয়ো না। (বার্থার মুখের পানে উইলমার আড় চোখে তাকালো এবং বার্থা তার চাহনির অর্থ অনুধাবন করলো।)

বার্থা ॥ (মনোভাব একেবারে পাল্টে নিয়ে—) এক্সেল, বাজে কথা রাখো—এসো বন্ধু হিসেবে একটু কথা আলোচনা করা যাক। আমায় এক মিনিট সময় দাও—আমার একটা কথা শোনো। তুমি কি মনে করো, তোমার বাড়ীতে—হ্যাঁ এ বাড়ী তোমারই—আমার অবস্থান খুব প্রীতিপ্রদ? তুমি আমার ভরণ-পোষণের ব্যয় নির্বাহ করো, একাডেমী জুলিয়েন-এ আমার ছবি আঁকা শেখার খরচ বহন করো অথচ নিজের শিক্ষার জন্য খরচ করার সামর্থ তোমার নেই। তুমি কি মনে করো, এই যে তুমি শুধু ড্রইংগুলো করে

করে তোমার প্রতিভাকে, শুকিয়ে মারছো—পেইন্টিং করার সুযোগ এই যে বড় একটা তোমার ভাগ্যে ঘটে না—তুমি কি মনে করো, এতে আমি দুঃখ পাইনে ? তোমার নিজের জন্য একটি মডেল রাখবার সঙ্গতি তোমার নেই অথচ আমার জন্য মডেল রেখেছো আর তার জন্য তুমি খরচ করছো প্রতি ঘণ্টায় পাঁচ ফ্রাঙ্ক করে।...তুমি নিজেকে নিজে জানো না, তুমি জানো না তুমি কতো ভালো, কতো মহৎ, কতো বড় ত্যাগী। আর, তুমি বুঝতে পারো না—তোমার কোন ধারণাই নেই আমি কতো দুঃখ পাই যখন দেখি আমারই জন্য তোমার প্রতিভা শুকিয়ে শুকিয়ে নিঃশেষ হচ্ছে। এক্সেল, আমার মানসিক অবস্থা সম্পর্কে তোমার কোন ধারণা নেই। তোমার আমি কে ? কি অধিকারে আমি এ বাড়িতে বাস করছি ? যখন আমি এ সব কথা ভাবি, লজ্জায় মাথা কাটা যায়।

এক্সেল ॥ কি ? কি বললে ? কি বললে ?...তুমি কি আমার স্ত্রী নও ?

বার্থা ॥ হ্যাঁ স্ত্রী বটে, কিন্তু...

এক্সেল ॥ কিন্তু ? কিন্তু কি ?

বার্থা ॥ কিন্তু তুমি আমায় প্রতিপালন করছো।

এক্সেল ॥ তুমি কি মনে করো তোমার তত্ত্বাবধান করা, তোমায় প্রতিপালন করা আমার উচিৎ নয় ?

বার্থা ॥ অবশ্য, এ যাবৎ কাল মেয়েদের দাম্পত্য জীবনে তাই ঘটেছে বটে ; কিন্তু আমাদের বেলায় আমরা তা ঘটতে দেবো না। আমরা পরস্পর বন্ধু—সাথীরূপে মিত রূপে জীবন যাপন করবো।

এক্সেল ॥ কী বেকার মতন কথাবার্তা। স্বামী নিজের স্ত্রীর তত্ত্বাবধান করবে না ?

বার্থা ॥ না, আমি তা চাই নে। এক্সেল, শোনো, এ ব্যাপারে আমি তোমার সাহায্য চাই। যেভাবে চলেছে, যতদিন এইভাবে চলতে থাকবে, আমি তোমার সমকক্ষ বলে স্বীকৃতি পাবো না। কিন্তু আমি তোমার সমকক্ষ বলে গণ্য হতে পারি যদি তুমি নিজেকে একবারটি ছোটো করো—যদি শুধু একবারটি মাথাটা একটু নীচু করো। ছবির বিচারকমণ্ডলীর একজন সভ্যের কাছে কারো জন্য তদ্বির করা—এ কাজ যে শুধু একা তুমিই করবে, তা নয়, আরও অনেকে এ কাজ করবে। আর তোমার নিজের জন্য যদি তুমি একটা করতে সেটা অবশ্য হতো অন্য ব্যাপার—কিন্তু তা তো নয়, আমার জন্য—আমার জন্য একটু তদ্বির করবে।...শোনো, তোমায় আমি আবার অনুরোধ করছি—যথাশক্তি অনুরোধ করছি—আমার এই নিম্নতর পদমর্যাদা থেকে আমায় উপরে টেনে তোলো—আমাকে তোমার সমকক্ষ করো—আমি চিরদিন তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো। তোমার ও আমার

পদমর্যাদার তারতম্যের কথা তুলে আর কোনো দিন তোমায় বিরক্ত করবো না, এক্সেল, আর কোনদিন তোমায় বিরক্ত করবো না।

এক্সেল ॥ দয়া করে তুমি আমায় অনুরোধ করো না। তুমি তো জানো, আমি কতো দুর্বল।

বার্থা ॥ (এক্সেলকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললে—) না না আমি তোমায় অনুরোধ করবো—আমার প্রার্থনা যতক্ষণ তুমি পূরণ না করছো, আমি তোমায় অনুরোধ করবো। অতো অহঙ্কারী হয়ো না। সাধারণ মানুষের মত হও—এই নাও, হলো! (এক্সেলকে বার্থা চুমু খেলো)

এক্সেল ॥ (উইল্‌মারকে লক্ষ্য করে) গা গা, তুমি কি বলো—তুমি কি মনে করো না, মেয়ে জাতটা দুর্দান্ত অত্যাচারী?

উইল্‌মার ॥ (অস্বস্তিবোধ করে বললে) হ্যাঁ বিশেষ করে যখন তারা বশ্যতা স্বীকার করে নেয়।

বার্থা ॥ আকাশ তাহলে আবার মেঘমুক্ত হলো? কি বলো, এক্সেল? তুমি তদ্বির করবে তো? কেমন, রাজী? ব্যস—তাহলে তোমার কালো কোটটা গায়ে চাপিয়ে নাও। তারপর তুমি বাড়ীতে ফিরে এলে আমরা বাইরে গিয়ে রাতের খাবারটা খাবো।

এক্সেল ॥ তুমি কি করে নিশ্চয় করে বলতে পারো যে, রোবে এখন বাড়ীতে আছে এবং সে আমার সাথে দেখা করতে আপত্তি করবে না?

বার্থা ॥ তুমি কি মনে করো, আমি নিশ্চিত না-হয়েই তোমায় অনুরোধ করছি।

এক্সেল ॥ বার্থা, দেখছি তুমি ষড়যন্ত্রে ওস্তাদ।

বার্থা ॥ (পাশের ছোট্ট কুঠরি থেকে একটা কালো কোট নিয়ে এলো) কোন একটা কাজ উদ্ধার করতে হলে, ষড়যন্ত্র করতে হয় বৈকি! এই নাও তোমার কালো কোট। গায়ে চাপিয়ে বেরিয়ে পড়ো।

এক্সেল ॥ কিন্তু এ যে এক উদ্ভট কাণ্ড। আমি গিয়ে তাঁকে কী বলবো বলো তো!

বার্থা ॥ হুঁম—পথে যেতে যেতে মনে মনে একটা কিছু আবিষ্কার করে ফেলো। তাঁকে বলবে যে, তোমার স্ত্রী...না, না...তাঁকে বলবে, শীগ্‌গিরই—এই অল্পদিনের মধ্যে তোমার একটি সন্তান...

এক্সেল ॥ বার্থা তোমার লজ্জা শরমের বালাই নেই।

বার্থা ॥ বেশ, তাহলে তাঁকে বলো, তুমি তাঁর একটা খেতাবের ব্যবস্থা করে দিতে পারো।

এক্সেল ॥ তোমার কথা শুনে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি—কি বলছো তুমি?

বার্থা ॥ তাহলে যা ভালো বোঝো, তাই তুমি বলো। নাও, কাছে এসো তোমার

চুলটা আঁচড়ে পরিপাটি করে দিই, যাতে করে চেহারাটা বেশ দেখবার মত হয়। তাঁর স্ত্রীকে তুমি চেনো ?

এক্সেল ॥ না, তাঁর সাথে কখনও দেখা হয় নি।

বার্থা ॥ (হাত চালিয়ে জোরে জোরে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে) তাঁর সঙ্গে দেখা করে তোমার আলাপ জমাতে হবে। আমি জানি, তাঁর স্বামীর ওপর তাঁর প্রভাব রয়েছে। কিন্তু ভদ্রমহিলা মেয়েদের মোটেই আমল দিতে চায় না।

এক্সেল ॥ আমার চুল নিয়ে করছো কি ?

বার্থা ॥ আজকাল ভদ্রলোকরা যে-ভাবে সিঁথি কাটে ঠিক তেমনি সিঁথি করে দিচ্ছি।

এক্সেল ॥ কিন্তু আমি ও ধরনের সিঁথি কাটা পছন্দ করিনে।

বার্থা ॥ ব্যস্, এবার ঠিক হয়েছে, চমৎকার দেখাচ্ছে। শোনো আমি তোমায় যা যা বলছি ঠিক তেমনি তেমনি করবে বুঝলে ? (নক্সাকাটা একটি আলমারির কাছে বার্থা গেলো। আলমারিটা থেকে ছোট্ট একটি বাক্স বের করলে। বাক্সে রয়েছে পবিত্র দেবী এনীর প্রতীক চিহ্ন। এক্সেল-এর কোটের ভাঁজে ঐ প্রতীক চিহ্ন আটকানোর চেষ্টা করতে লাগলো কিন্তু এক্সেল বাধা দিলে)

এক্সেল ॥ বার্থা ঢের হয়েছে। রাখো। বড় বেশী বাড়াবাড়ি করছো। আমি কখনো জামায় কোনো সম্মান চিহ্ন ব্যবহার করি নে।

বার্থা ॥ কিন্তু তুমি এ সম্মান চিহ্ন গ্রহণ করেছিলে—করো নি ?

এক্সেল ॥ হ্যাঁ। এটা আমি ফেরৎ দিই নি বটে তবে কখনো ব্যবহার করিনি।

বার্থা ॥ তুমি কি এমন কোনো রাজনৈতিক দলের সভ্য যে-দলের নীতি হচ্ছে কোনরূপ সম্মানসূচক চিহ্ন বা পদকাদি গ্রহণ না-করা।

এক্সেল ॥ না, তেমন কোন রাজনৈতিক দলের আমি সভ্য নই বটে, তবে আমাদের কয়েক বন্ধুর একটি দল আছে—এই দলের আমরা সবাই প্রতিজ্ঞা করেছি, আমাদের প্রতিভার স্বাক্ষর জামার বুকে এঁকে ঘুরে না বেড়ানো।

বার্থা ॥ কিন্তু তাঁরা চিত্রপ্রদর্শনীর কর্মক। তাদের প্রদত্ত পদক গ্রহণ করতে তো আপত্তি করেন নি।

এক্সেল ॥ কিন্তু আমরা কেউ কোটের কলারে তা ব্যবহার করি নে।

বার্থা ॥ গাগা, এ সম্পর্কে তোমার কি বক্তব্য ?

উইলমার ॥ যতদিন পর্যন্ত প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ খেতাব ও পদকের রেওয়াজ প্রচলিত আছে, ততদিন পর্যন্ত তোমার প্রাপ্ত পদক বুকে না-ঝুলিয়ে সমাজে চলা-ফেরা করা উচিত নয়। খুব কম লোকই আছে, তোমার এ কাজ যারা পছন্দ করবে। আমি বলি তোমার পছন্দ না হয়, পদক নিও না ; কিন্তু ভিন্ন মত যারা পোষণ করে তাদের তো আমি বারণ করতে পারিনে।

এক্সেল ॥ কিন্তু যখন আমার সহকর্মীরা, যাঁরা আমার চেয়েও প্রতিভাসম্পন্ন, আমার চেয়েও যোগ্যতর, তাঁদের যখন প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ পদক দেয়া হয় না, তখন আমি নিজে বুকে পদক ঝুলিয়ে তাদেরকে ছোটো করি না কি?

বার্থা ॥ কিন্তু ওভারকোটের নিচে তোমার পদক ঝোলানো থাকে—কেউ তো আর তা দেখতে পায় না, তাই তারা জানতেও পারে না, তোমার জামায় পদক আছে-কিনা, সুতরাং অন্য কোন শিল্পীকে ছোটো করার প্রশ্ন ওঠে না।

উইলমার ॥ বার্থা ঠিক বলেছে। ওভারকোটের নিচেই তো তুমি পদক পরো। অতএব তুমি তো ওটা দশের সামনে জাহির করছো না।

এক্সেল ॥ তুমি দেখছি, জেজুইট খৃস্টানদের মতো কথা বলছো। —কেউ যদি তোমায় তার আঙুল ধরতে দেয়, তাহলে তার গোটা হাতটা ধরে ফেলা তো মুহূর্তের মধ্যেই সম্ভব।

(পশুলোমের কোট ও টুপি পরে ম্যাবেল-এর প্রবেশ।)

বার্থা ॥ ম্যাবেল এসেছে। এসো, এসো ম্যাবেল। বসো। আমাদের এই বিতর্কের তুমি একটা বিচার করে দাও।

ম্যাবেল ॥ বার্থা, ভালো তো? এক্সেল, কেমন আছো? গাগা তোমার খবর কি? তোমাদের বিতর্ক। কি, কি নিয়ে তর্ক হচ্ছে?

বার্থা ॥ এক্সেল তার জামায় তার পদক পরতে চায় না। কারণ, সে তার সহকর্মীদের—অন্যান্য শিল্পীদের অনুভূতিতে আঘাত দিতে চায় না।

ম্যাবেল ॥ এটা খুবই স্বাভাবিক। কেননা, স্ত্রীর অনুভূতির চাইতে সাথীদের, বন্ধুশিল্পীদের অনুভূতি বেশী বিবেচ্য।—আর, অনেকে এটাই স্বাভাবিক নিয়ম বলে মনে করে।

(একটি টেবেলের পাশের একটি চেয়ারে সে বসে পড়লো। পকেট থেকে তামাকের থলে বের করলে এবং হাত দিয়ে পাকিয়ে একটি সিগারেট তৈরী করতে লাগলে।)

বার্থা ॥ (এক্সেলের কোটের 'বাটন হোল'-এ পদকের 'রিবন'টা বেঁধে দিলো আর পদকটা রেখে দিলো বাক্সে।) কারো মনে কোন আঘাত না দিয়েও এক্সেল ইচ্ছে করলে আমার উপকার করতে পারে। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, সে আমার উপকার না করে বরং হয়ত অপকারই করবে।

এক্সেল ॥ বার্থা, বার্থা তুমি আমায় একদম পাগল না করে ছাড়বে না।...অবশ্য রিবন বাঁধাকে আমি অন্যায় মনে করি নে, কেননা রিবন পরবো না, এমন কোন প্রতিজ্ঞা আমরা করি নি। তবে আমরা যে-সব নীতি মেনে চলতে

প্রতিজ্ঞাবন্ধ, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, নিজের কোন কাজ বাগানোর জন্য এ-সব ব্যবহার করা অখেলোয়াড়ী মনোভাবের নিদর্শন।

বার্থা ॥ বুঝেছি, তুমি বলতে চাও, এটা পুরুষোচিত কাজ নয়, তাই না? কিন্তু তুমি তো নিজের কোন কাজ বাগাতে যাচ্ছো না, তুমি এখন যাচ্ছো আমার কাজে।

ম্যাবেল ॥ এক্লেল শোনো, যে-মেয়ে নিজের জীবনকে তোমার হাতে সমর্পণ করেছে, তার হয়ে কোন কাজ করা তোমার অন্যতম কর্তব্য।

এক্লেল ॥ আমি সহজবুদ্ধিতেই বুঝতে পারছি, তুমি যা বলছো তা মিথ্যা। অবশ্য তোমার কথার যথাযথ জবাব দেবার মতো সময় এখন আমার হাতে নেই। কিন্তু দেবার মতো জবাব আছে। ব্যাপারটা কি জানো? আমি বসে বসে নিবিষ্ট চিত্তে নিজের কাজ করে চলেছি। আর তোমরা জাল ফেলে চারদিক থেকে আমায় ঘিরতে চেষ্টা করছো। আমি বেশ বুঝতে পারছি, তোমরা জাল ফেলেছো, আমি সে জাল পা দিয়ে দূরে ছুড়ে ফেলতে চেষ্টা করছি আর আমার পা তাতে আটকে যাচ্ছে। কিন্তু শোনো, আমার হাত দু'টো কাজ থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা একটু সবুর করো। হাত দু'টো মুক্ত হলেই আমি ছুরি এনে তোমাদের জাল কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলবো। —হ্যাঁ ভালো কথা—কী বিষয় নিয়ে না আমরা আলোচনা করছিলাম? ও হ্যাঁ মনে পড়েছে—একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার দেখা করতে হবে। কই, আমার দস্তানা, আমার ওভার কোট —দেখি দাও তো। গুড বাই বার্থা, গুড বাই। —এই যা আমি তো ঠিকানা ভুলে গেছি—রোবে-এর ঠিকানাটা না কি?

উইল্‌মার, ম্যাবেল ও বার্থা (এক সঙ্গে সুর করে বললে) ৬৫ নং রু দ্য মারট্যার।

এক্লেল ॥ ও খুব কাছেই তো।

বার্থা ॥ হ্যাঁ, রাস্তার ঐ মোড়টায়। তুমি যাচ্ছো, ধন্যবাদ এক্লেল। আমার জন্য এই যে ত্যাগ স্বীকার করছো এ-টা কি খুব বেশী ভারি মনে হচ্ছে?

এক্লেল ॥ ভারি মনে হচ্ছে কি-না জানি নে, তবে আমি শুধু একটি কথাই বলতে চাই: তোমাদের কথাবার্তায় আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি—এখন বাইরে গিয়ে খোলা বাতাসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে চাই। গুড বাই। (প্রস্থান।)

ম্যাবেল ॥ এক্লেল-এর জন্য সত্যি আমার দুঃখ হয়। —তোমরা হয়তো জানো না, প্রদর্শনী এক্লেল-এর ছবি প্রত্যাখ্যান করেছে।...

বার্থা ॥ আর, আমার ছবি?

ম্যাবেল ॥ তোমার ছবির এখনও বিচার হয় নি। তোমার নামের আদি অক্ষর ফরাসী বানান অনুযায়ী বর্ণমালার শেষের দিকে। তাই তোমার ছবি এখনও বিচারকদের সামনে আসে নি।

বার্থা ॥ তা হলে এখনও আমার আশা আছে।

ম্যাবেল ॥ হ্যাঁ, তোমার আশা আছে কিন্তু এক্সেল-এর কম্ম সারা।

উইল্লমার ॥ এবার এ বাড়ীতে একটা কাণ্ডই ঘটবে।

বার্থা ॥ এক্সেল-এর ছবি ওঁরা প্রত্যাখ্যান করেছেন, তুমি জানলে কি করবে ?

ম্যাবেল ॥ আমার সঙ্গে একজনের দেখা হয়েছিল, তিনি সব খবর রাখেন। তিনি-ই বললেন। এখানে আসতে আসতে ভাবছিলাম, গিয়ে হয়তো দেখবো তোমাদের এ বাড়ীতে একটা হৈ চৈ শুরু হয়েছে। ভাগ্য ভালো, খবরটা এখনও তার কানে পেঁছায় নি।

বার্থা ॥ না, এখনও পেঁছায় নি। কিন্তু ম্যাবেল তোমার কি সত্যি মনে হয় এক্সেল মিঃ রৌবে-এর সঙ্গে দেখা না করে মিসেস রৌবে-এর সঙ্গে দেখা করবে ?

ম্যাবেল ॥ মিঃ রৌবে-এর সাথে সে দেখা করতে যাবে কেন ? মিঃ রৌবে-এর তো এ ব্যাপারে কোনো কিছু করার নেই। 'নারী চিত্রশিল্পীদের অধিকার সংরক্ষণ সমিতি'র চেয়ারম্যান হচ্ছেন মিসেস রৌবে।

বার্থা ॥ আমার ছবি তাহলে এখনও বিচারাধীন আছে—এখনও বাদ পড়ে নি, তাই না ?

ম্যাবেল ॥ হ্যাঁ, বিচারাধীন আছে। তোমার জন্য এক্সেল-এর এই তদ্বিরের ফলাফল খুবই ভালো হতে পারে। এক্সেল তার ছবির জন্য যে-পদকটা পেয়েছে, ওটা রুশ দেশের। আর তুমি হয়তো জানো না, বর্তমানে এই ফ্রান্সে রুশ দেশের খুব সম্মান। কিন্তু সত্যি এক্সেল-এর জন্য আমার দুঃখ হয়।

বার্থা ॥ দুঃখ ? কেন, কিসের দুঃখ ? প্রদর্শনী গৃহের দেয়ালে এতো জায়গা নেই যে, সবারই ছবির স্থান সেখানে হতে পারে! আর তাছাড়া সব সময়েই মেয়ে শিল্পীদের ছবিই বেশী করে বাদ দেয়া হয়—পুরুষ-শিল্পীদেরও কিছু কিছু ছবি বাদ দেয়া উচিত, যাতে করে তারা অনুভব করতে পারে, কারো আঁকা ছবি প্রদর্শনী থেকে বাদ পড়লে, সেই শিল্পীর বুকে কতখানি বাজে। কিন্তু শোনো, আমার ছবি যদি প্রদর্শনীতে গৃহীত হয়, তা হলে তুমি দেখো, নির্ঘাৎ শুনবে, লোকে বলাবলি করছে, আমার হয়ে ও-ছবি এক্সেলই এঁকেছে—সে আমায় হাতে ধরে আঁকা শিখিয়েছে—আমার চিত্র-শিক্ষকের মাইনে জুগিয়েছে, আরও কতো কি শুনবে। কিন্তু এসবই তো বানোয়াট—সব মিথ্যে। তাই এসব কথায় আমি মোটেই কান দিতে চাই নে।

উইল্লমার ॥ যাক্, এবার প্রদর্শনীতে এমন একটা কিছু দেখবার সৌভাগ্য হবে যেটাকে সাধারণ থেকে ব্যতিক্রম বলা যেতে পারে।

বার্থা ॥ না, না, ব্যতিক্রম কেন হতে যাবে? আমার ছবি যদি গৃহীত হয়, তাহলে তাকে একটা স্বাভাবিক ব্যাপারই বলতে হবে। কিন্তু কথাটা চিন্তা করতেই আমার কেমন যেন ভয় পাচ্ছে। কেন জানি আমার মনে হচ্ছে, আমার ছবি যে-মুহূর্তে প্রদর্শনীতে স্থান পাবে, সেই মুহূর্ত থেকে এক্রেল ও আমার মধ্যে যে-রকম সম্পর্ক এতদিন চলে আসছে তা আর থাকবে না—ব্যতিক্রম ঘটবে।

ম্যাবেল ॥ আমি তো বলি সেই মুহূর্ত থেকে একটা আদর্শ সম্পর্ক শুরু হবে—স্বামী ও স্ত্রীর সমপদমর্যাদার সম্পর্কই তো দাম্পত্য জীবনের আদর্শ সম্পর্ক।

উইল্লমার ॥ আমিও তাই মনে করি। আর তোমার পক্ষে ব্যাপারটা শুভই হবে। তুমি তোমার আঁকা ছবি বিক্রি করতে শুরু করবে আর নিজের দায়দাবী নিজেই মেটাতে সক্ষম হবে।

বার্থা ॥ তা তো আমি মেটাবই। দেখা যাক কি হয়...(চাকরানির প্রবেশ। বার্থার হাতে সবুজ রংয়ের একটি খাম দিয়ে চলে গেলো।)

বার্থা ॥ এইতো—সবুজ খামের চিঠি—এক্রেল-এর নামে এসেছে। তার ছবি বাদ পড়েছে—এটা সেই চিঠিই বটে। উঃ কী সাংঘাতিক খবর। যা হোক, এক্রেল-এর ভাগ্যে যা ঘটেছে, আমারও ভাগ্যে যদি তাই ঘটে তা হলে এক্রেল-এর এই সবুজ রংয়ের চিঠি আমার সান্ত্বনার খোরাক হবে।

ম্যাবেল ॥ কিন্তু ধরো, তোমার ভাগ্যে যদি ভালোটাই ঘটে, তোমার ছবি যদি গৃহীত হয়, তা হলে? (বার্থা নিরুত্তর।) কি কথা বলছো না যে। তা'হলে কিছুই তোমার বলার নেই, না?

বার্থা ॥ না, কিছুই আমার বলার নেই।

ম্যাবেল ॥ কারণ, সেক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর মর্যাদা আর সমান-সমান থাকবে না, তুমি তোমার স্বামীর চেয়ে বড়ো বলে প্রমাণিত হবে।

বার্থা ॥ বড়ো? স্বামীর চেয়ে স্ত্রী মর্যাদায় বড়ো। ম্যা বলো কি।

উইল্লমার ॥ হ্যাঁ সেই যুগই এসেছে, যখন এমনি ধারা উদাহরণ স্থাপন করা দরকার।

ম্যাবেল ॥ (বার্থাকে জিজ্ঞেস করলে) সকালবেলা আজ নাস্তা খেয়েছো? খেতে বেশ রুচি হয়েছিল?

বার্থা ॥ হ্যাঁ হয়েছিল বৈকি।

উইল্লমার ॥ (ম্যাবেলকে জিজ্ঞেস করলে) ম্যাবেল তুমি আমার বইয়ের সমালোচনা কবে করবে?

ম্যাবেল ॥ আজকালের মধ্যেই লিখবো।

উইল্লমার ॥ খারাপ কিছু নিশ্চয়ই লিখবে না, ভালই লিখবে, আমি আশা করি।

ম্যাবেল ॥ আমিও তাই আশা করছি। কিন্তু বার্থা, এক্সেল-এর হাতে ঐ চিঠি-খানা তুমি কখন দিতে চাও ?

বার্থা ॥ আমি সেই কথাই ভাবছি। এক্সেল-এর সাথে মিসেস রোবে-এর যদি এখন দেখা না হয়ে থাকে, আমার জন্য সুপারিশ করার সুযোগ যদি সে না পেয়ে থাকে, তা হলে এই চিঠি পাওয়ার পর সে আর কিছুতেই ও পথে পা বাড়াবে না।

ম্যাবেল ॥ (চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন) এক্সেল এতো বাজে লোক যে তোমার ওপর প্রতিশোধ নেবে—এ আমি ধারণা করতে পারিনে।

বার্থা ॥ বাজে লোক কি ভালো লোক, এসব প্রশ্ন তো এখানে ওঠে না। আমি তাকে এই মাত্র যেখানে পাঠালাম, সেখানে সে গেছে কেন ? আমি তার স্ত্রী বলে। দুনিয়ার আর কারুর জন্য সে যেতে রাজী হতো না।

ম্যাবেল ॥ যদি আর-কারুর জন্য যেতে রাজী হতো, তুমি কি তা পছন্দ করতে ? বলো, পছন্দ করতে ?

বার্থা ॥ এক্সেল হয়ত এখুনি ফিরবে। সে ফেরার আগেই তোমাদের এখান থেকে সরে পড়া উচিত। গুড্‌বাই।

ম্যাবেল ॥ আমিও ঠিক এই কথাই ভাবছিলাম। গুড্‌বাই বার্থা।

বার্থা ॥ হ্যাঁ তোমরা এখন যাও। গুড্‌বাই। (চাকরানির প্রবেশ। সে বললে, মিসেস হল এসেছেন।)

বার্থা ॥ মিসেস হল্। মিসেস হল্ কে ? চিনতে পারছি না তো। (চাকরানি চলে গেলো।)

ম্যাবেল ও উইল্লমার ॥ গুড্‌বাই বার্থা (উভয়ের প্রস্থান।)

মিসেস হল্। (জাঁকালো চকমকে পোষাক কিন্তু ফিটফাট্ করে পরা নয়, অগো-ছালো করে পরা—যেন প্রণয়ী সন্ধানকারিনী নারী—এমনি ধরনের বেশবাসে মিসেস হলের প্রবেশ।) আমার ঠিক মনে পড়ে না, আপনার সাথে আলাপ করার সৌভাগ্য কখনও হয়েছে কিনা ...আপনি মিসেস ম্যালবার্গ, আপনার কুমারী নাম আলান্ড—কি, ঠিক বলছি তো !

বার্থা ॥ হ্যাঁ ঠিকই বলছেন। বসুন, বসুন।

মিসেস হল্ ॥ আমার নাম হল্। ওঃ ভগবান—আমি বড্ড ক্লান্ত। এ সিঁড়ি থেকে ও সিঁড়ি দৌড়াদৌড়ি করতে করতে হাঁপিয়ে পড়েছি (মুখ হা করে শ্বাস নিতে লাগলো) উঃ আর পারিনে—মনে হচ্ছে হয়তো এক্ষুণি মূর্চ্ছা যাবো।

বার্থা ॥ বলুন, আমি আপনার কি সাহায্য করতে পারি ?

মিসস হল্ ॥ আচ্ছা, আপনি ডাঃ উসটারমার্ককে চেনেন ?

বার্থা ॥ হ্যাঁ চিনি বৈকি। তিনি আমার একজন পুরনো বন্ধু।

মিসেস হল্ ॥ আপনার পুরনো বন্ধু ? তাই নাকি ? বেশ, বেশ। শুনুন মিসেস য়্যালবার্গ, ওঁর সাথে আমার বিয়ে হয়েছিল, তারপর আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। আমি তাঁর একদা স্ত্রী ছিলাম, এখন তালাক হয়ে গেছে।

বার্থা ॥ কই, একথা তো তিনি কোনদিন আমায় বলেন নি।

মিসেস হল্। এসব কথা কেউ কোনদিন কাউকে বলে না।

বার্থা ॥ তিনি তো আমায় বলেছেন, তাঁর স্ত্রী মারা গেছে—তিনি মৃতদার।

মিসেস হল্ ॥ এ ঘটনা যখন ঘটে তখন আপনি ছেলেমানুষ ছিলেন। আর আমার ধারণা, তিনি চান না কথাটা জানাজানি হোক।

বার্থা ॥ কী কাণ্ড! ...অথচ ভেবে দেখুন, আমার বরাবরের ধারণা মিঃ উসটার-মার্ক একজন সত্যিকার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি।

মিসেস হল্ ॥ হ্যাঁ, তিনি সতিকারই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। আমি জোর করে বলতে পারি, তিনি একজন উঁচুদরের ভদ্রলোক।

বার্থা ॥ কিন্তু এসব কথা বলার জন্যই এই-যে আপনি এখানে এসেছেন—বলুন তো এ-র কারণ কি ?

মিসেস হল্ ॥ মিসেস য়্যালবার্গ, একটু সবুর করুন। বলছি, সব কথাই বলছি, আর বললেই আপনি বুঝতে পারবেন। আপনি কি আমাদের সমিতির সভ্য নন ?

বার্থা ॥ নিশ্চয়ই।

মিসেস হল্ ॥ আমি তা জানতাম। একটু দাঁড়ান, বলছি।

বার্থা ॥ আপনার গর্ভে মিঃ উসটারমার্কের কি কোনো ছেলেমেয়ে হয়েছিল ?

মিসেস হল্ ॥ হ্যাঁ দু'টি হয়েছে। দু'টিই মেয়ে।

বার্থা ॥ সন্তান হয়েছে ? তাহলে তো প্রশ্নটা অন্যরকম দাঁড়ায়। আর তিনি আপনার ভরণপোষণের কোনরকম ব্যবস্থা না করে আপনাকে তালাক দিয়ে দিলেন ?

মিসেস হল্ ॥ একটু সবুর করুন, সব কথাই বলছি। ভরণপোষণের জন্য বছরে সামান্য কয়েকটি করে টাকা দেন, কিন্তু তাতে শুধু বাড়ী ভাড়াটাও কুলোয় না। মেয়েরা এখন বড় হয়েছে, তাদের নিজেদের এখন ঘরসংসার পাততে হবে—আর তিনি আমায় লিখেছেন, তাঁর আর সামর্থ নেই—তিনি একে-বারে পথে বসেছেন, তাই এতদিন যে-পরিমাণ টাকা আমায় দিতেন, এখন থেকে তার অর্ধেকের চেয়ে এক কানাকড়িও বেশী দিতে পারবেন না।

কী সাংঘাতিক কথা বললেন তো।—মেয়েরা বড় হয়েছে ; তাদের ঘর সংসার পাততে হবে আর ঠিক এই সময়ে অর্ধেক টাকা...

বার্থা ॥ না, না, কিছু একটা ব্যবস্থা আমাদের করতেই হবে। দু'চারদিনের মধ্যেই তিনি আমাদের সাথে দেখা করতে এখানে আসবেন। কিন্তু মিসেস হল্ আপনি নিশ্চয়ই জানেন, দেশের আইন আপনারই সপক্ষে—ন্যায্য টাকা আপনাকে দেয়ার জন্য আদালত তাঁকে বাধ্য করতে পারে। দিতে তিনি বাধ্য হবেন। বুঝলেন তো। কিন্তু পুরুষরা ভাবে কি ?—ছেলে মেয়ে জন্ম দিয়েই সব দায় থেকে খালাস। সন্তানদের দুনিয়ায় নিয়ে আসার পর সন্তান ও মা দুজনাকে ত্যাগ করলেই হলো ? আপনার ঠিকানাটা আমায় দিন তো। ডাক্তার উসটারমার্ক এবার আসুন, মজাটা টের পাবেন।

মিসেস হল্ ॥ (ভিজিটিং কার্ড বার্থার হাতে দিলেন।) মিসেস ম্যালবার্গ আপনাকে আমার একটা কাজ করতে যদি বলি, কিছু মনে করবেন না তো ?

বার্থা ॥ আপনি আমার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারেন। আমি এক্ষুণি আমাদের সমিতির সেক্রেটারীর কাছে লিখে দিচ্ছি।

মিসেস হল্ ॥ আপনি সত্যি খুব দয়ালু। কিন্তু সেক্রেটারীর কাছে লেখার আগে আমার একটা অনুরোধ রাখতে পারবেন ? আমি এবং বেচারী মেয়ে দু'টি, আমাদের তিন প্রাণীর এবার পথে দাঁড়ানো ছাড়া আর উপায় নেই। মিসেস ম্যালবার্গ, আমায় সামান্য কিছু পয়সা ধার দিতে পারবেন ? বেশী নয়, এই গোটা কুড়ি ক্রাঙ্ক।

বার্থা ॥ না, মিসেস হল্, পারবো না। এক কানা কড়িও আমার হাতে নেই। আমার ব্যক্তিগত যাবতীয় খরচের জন্য আমার স্বামীর ওপর আমাকে নির্ভর করতে হয়। আর এই নির্ভরশীলতা যে কবে শেষ হবে, তা জানি নে। তরুণ বয়সে অপরের দানের ওপর নির্ভর করে জীবন যাপন করা খুবই বেদনাদায়ক।...তবে আশা করছি, সুদিন হয়তো আমার শীগ্গিরই আসবে।

মিসেস হল্ ॥ মিসেস ম্যালবার্গ দয়া করে অস্বীকার করবেন না, আমাকে কুড়ি ক্রাঙ্ক ধার দিতেই হবে। না দিলে আমার মহা সর্বনাশ হবে। আপনার ভগবানের দোহাই, অস্বীকার করবেন না।

বার্থা ॥ সত্যি কি খুব বিপদে পড়েছেন না-কি ?

মিসেস হল্ ॥ এ কথা জিজ্ঞেস করার কি কোন প্রয়োজন আছে ?

বার্থা ॥ আমার কাছে যে সামান্য কয় ক্রাঙ্ক আছে তা থেকেই আপনাকে আমি ধার দেবো। (আলমারীর কাছে গেলো।) কুড়ি—চল্লিশ—ষাট—আশি—বাকি

কুড়ি ক্রাঙ্ক গেলো কোথায় ? কিসে খরচ করেছি ? কই, মনে পড়ে না তো। হ্যাঁ, হ্যাঁ মনে পড়েছে—সকাল বেলা বন্ধুদের নাস্তা খাওয়ানো বাবদ...না, না হিসেবের খাতায় লেখা দরকার (খাতায় লিখতে লাগলো) প্যাইন্ট : কুড়ি, বাজে খরচ : কুড়ি—ব্যস্।

মিসেস হল্ ॥ ধন্যবাদ মিসেস ম্যালবার্গ, ধন্যবাদ।

বার্থা ॥ আর আমি আপনার জন্য সময় নষ্ট করতে পারবো না। আপনি এখন আসুন। গুডবাই। শুনুন মিসেস হল্, আপনাকে জানিয়ে রাখছি, আমার ওপর আপনি নির্ভর করতে পারেন।

মিসেস হল্ ॥ (কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করে) আর একটি কথা বলার আছে।

বার্থা ॥ না, আর না—এখন আপনি যান।

মিসেস হল্ ॥ এই এক মুহূর্ত—আমি বলতে যাচ্ছিলাম কি...যাক্‌গে তাহলে চলি। (প্রস্থান।)

(মঞ্চের ওপর বার্থার কয়েক মুহূর্ত একলা অবস্থান। এক্সেল-এর প্রবেশ। তাড়াতাড়ি করে বার্থা সবুজ খামখানা তার জামার পকেটে লুকিয়ে ফেললে।)

বার্থা ॥ এতো তাড়াতাড়ি ফিরে এলে ? মিঃ রোবে না মিসেস রোবে, কার সঙ্গে দেখা হলো ?

এক্সেল ॥ মিঃ রোবে-এর সাথে দেখা হয় নি—মিসেস-এর সাথে দেখা হয়েছে। গিয়ে ভালই করেছি। বার্থা, আমার অভিনন্দন নাও। তোমার পেইন্টিং গৃহীত হয়েছে।

বার্থা ॥ সত্যি ? না, না। সত্যি বলছো ? আর তোমার পেইন্টিং ?

এক্সেল ॥ আমারটার এখনো বিবেচনা হয় নি। তবে আমারটাও যে গৃহীত হবে, তাতে সন্দেহ নেই।

বার্থা ॥ তোমার কি তাই মনে হয় ?

এক্সেল ॥ নিশ্চয়ই গৃহীত হবে।

বার্থা ॥ আমার ছবি প্রদর্শনীতে গৃহীত হয়েছে। কী আনন্দ কী আনন্দ। কিন্তু তুমি তো আমায় অভিনন্দন জানালে না ?

এক্সেল ॥ অভিনন্দন জানিয়েছি তো ! বাড়ীতে ঢুকেই তো বলেছি, আমার অভিনন্দন নাও। বলিনি ? তাছাড়া কাণ্ডটাই বা এমন কী ঘটেছে। প্রদর্শনীতে ছবি গৃহীত হওয়া খুব এমন কঠিন নয়। এটা পুরোপুরি অদৃষ্টের ওপর নির্ভর করে। তোমার নামের আদি অক্ষর কী তার ওপরই অনেকখানি নির্ভর করে। 'ও' অক্ষরের তালিকায় তোমার নাম লেখা হয়েছে। আজ তারা 'এম' অক্ষর থেকে বিচার শুরু করেছিল, কাজেই তোমার নাম তাড়াতাড়ি এসে পড়েছে।

বার্থা ॥ তুমি তাহলে বুঝি বলতে চাও, যেহেতু আমার নামের আদি অক্ষর "ও" তাই আমার পেইন্টিং গৃহীত হয়েছে।

এক্সেল ॥ না, একমাত্র সে কারণে নয়।

বার্থা ॥ তোমার পেইন্টিং যদি গৃহীত না হয়, তাহলে কি বুঝতে হবে তোমার নামের আদি অক্ষর 'এ.ই' সেইজন্যেই গৃহীত হয় নি।

এক্সেল ॥ না, একমাত্র সেটাই কারণ নয়, তবে অন্যান্য কারণের মধ্যে সেটাকেও একটা ধরতে হবে।

বার্থা ॥ দেখো, মানুষ তোমায় যতো উদার, যতো ভালো বলে, তুমি কিন্তু আদতে তা নও। তুমি হিংসুটে।

এক্সেল ॥ আমি হিংসুটে হতে যাবো কি কারণে, আমার ছবি গৃহীত হবে কি-না সে বিচার তো এখনও হয় নি।

বার্থা ॥ কিন্তু বিচার যদি হয়ে গিয়ে থাকে ?

এক্সেল ॥ ওটা কি ?

(বার্থা সবুজ খামের চিঠিখানা এক্সেলের হাতে দিলে। এক্সেলের বুক কেঁপে উঠলো। সে বসে বসে পড়লো।)

এক্সেল ॥ এটা কি ? (বুকে বল সঞ্চয় করে চিঠিটা পড়লো।) এমন ব্যাপার ঘটবে আমি কল্পনাও করতে পারিনি। এ যেন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত।

বার্থা ॥ তোমার এই মনের অবস্থায় আমার উচিত, তোমার মনে বল যোগানো।

এক্সেল ॥ বার্থা, দেখছি তোমার মনে একটা ঈর্ষাপূর্ণ আনন্দ জেগেছে। আর আমি অনুভব করছি তোমার প্রচণ্ড ঘৃণা যেন আমার মনে মাথা তুলছে।

বার্থা ॥ আমার ছবি গৃহীত হয়েছে, তাই সম্ভবতঃ জেগেছে আমার মনে আনন্দ। কিন্তু যদি কোন মেয়ের ভাগ্যে এমন ঘটে যে, যে-পুরুষের সাথে তার জীবন বাঁধা পড়েছে, সেই পুরুষ তার স্ত্রীর সাফল্যে সুখী নয়, তাহলে ঐ স্ত্রীর পক্ষেও স্বামীর দুঃখে দুঃখী হওয়া সম্ভব নয়।

এক্সেল ॥ ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি নে, কিন্তু কেন জানি আমার মনে হচ্ছে ঠিক এই মুহূর্ত থেকে আমরা যেন পরস্পরের শত্রু বনে গেছি। আমাদের দাম্পত্য জীবনের মাঝখানে পরস্পরের প্রতিষ্ঠার লড়াই মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। এর পর থেকে তোমার-আমার সম্পর্কে বন্ধুসুলভ হৃদয়তা কোনদিনই আর স্থান পাবে না।

বার্থা ॥ তোমার চেয়ে যোগ্যতর লোকের সাহায্য সহজ চিত্তে মেনে নেয়া কি তোমার পক্ষে খুবই কঠিন ?

এক্সেল ॥ তুমি আমার চেয়ে যোগ্যতর নও।

বার্থা ॥ ছবির বিচারকমণ্ডলীর রায় কিন্তু তাই।

এঙ্গেল ॥ বিচারকমণ্ডলী ? কিন্তু তোমার জেনে রাখা ভালো, তোমার পেইন্টিং আমার পেইন্টিং-এর চেয়ে নিম্নস্তরের।

বার্থা ॥ তুমি সত্যি তাই মনে করো না কি ?

এঙ্গেল ॥ হ্যাঁ, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাছাড়া, আমার চেয়ে তুমি অনেক বেশী অনুকূল আবহাওয়ায় কাজ করেছো। উপরন্তু তোমাকে বসে বসে ফরমাশী ছবি আঁকতে হয় নি ; একাডেমীতে গিয়ে ক্লাস করার, কাজ শেখার সুযোগ পেয়েছো ; নিজস্ব মডেলেরও সুযোগ পেয়েছো, এবং তুমি মেয়ে মানুষ।

বার্থা ॥ হ্যাঁ, এখন আমাকে এসব কথা তো শুনতেই হবে—তুমি আমার ভরণ-পোষণ করছো, তোমার ওপরই আমি জীবন চালাচ্ছি।

এঙ্গেল ॥ কথাটা তো মিথ্যে নয়। তবে বাইরের কে আর জানতে যাচ্ছে বলো। জানি তো শুধু তুমি আর আমি। অবশ্য তুমি যদি বাইরের সবাইকে বলে বেড়াও। তা হলে তারা জানবেই তো।

বার্থা ॥ কারো অজানা নেই—সবাই জানে। কিন্তু আমার একটা কথার জবাব দাও। তোমার কোন সাথী, কোন পুরুষ বন্ধু যদি আমার মতো সম্মান পায়, যদি তার ছবি প্রদর্শনীতে গৃহীত হয়, তা হলে নিশ্চয়ই তুমি মনে দুঃখ পাও না, কিন্তু কেন ?

এঙ্গেল ॥ তোমার প্রশ্নের জবাব দিতে হলে আমায় একটু ভেবে দেখতে হবে। ...শোনো, আমরা—পুরুষরা তোমাদের অর্থাৎ মেয়েদের কখনও প্রকৃত সমালোচকের দৃষ্টি দিয়ে বিচার করে দেখিনি। শুধু আমাদের অনুভূতি দিয়ে তোমাদের বিচার করেছি। সেই জন্যই তোমার আমার—আমাদের পরস্পরের মর্যাদার প্রশ্ন নিয়ে কোন দিনই মাথা ঘামাই নি। কিন্তু এখন বাস্তব জীবনে এই আঘাত পেয়ে বুঝতে পারছি, তুমি-আমি দু'জনার মিতা-রূপে, সাথীরূপে, বন্ধুরূপে জীবনযাপন সম্ভব নয়—এখানে তোমার বাস করারও কোন মানে হয় না। আমার একজন সাথী অথবা আমার একজন পুরুষ বন্ধু আমার প্রতিদ্বন্দ্বী বটে তবে সে বিশ্বস্ত—তাকে বন্ধুভাবাপন্ন শত্রু বলা যেতে পারে। আমরা পুরুষরা যখন শত্রুর সাথে যুদ্ধ করছিলাম তুমি ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে ছিলে আর তারপর যখন যুদ্ধের মাল ভাগাভাগির সময় এলো তুমি এসে পংক্তিতে বসে পড়লে যেন প্রাপ্ত মালে তোমার সমান হক্ রয়েছে।

বার্থা ॥ এ কথা বলতে লজ্জা করলো না ? কোন যুদ্ধে মেয়েদের অংশ গ্রহণ করতে তোমরা কখনও সুযোগ দিয়েছো ? বলো, দিয়েছো ?

এঙ্গেল ॥ সুযোগ তোমদের সব সময়ে ছিলো এবং রয়েছেও কিন্তু তোমরা নিজেরা কখনও সুযোগ চাও নি অথবা চাইবার মতো যোগ্যতা অর্জন

করো নি। এই যে আমাদের পেশা—পেইন্টিং—এতে তোমরা এখন নাক গলাচ্ছো কিন্তু এই বিদ্যার টেকনিকের সর্বাঙ্গীন উন্নতি, উৎকর্ষ সাধনের সকল কৃতিত্ব পুরুষের প্রাপ্য। তোমরা তখন কোথায় ছিলে? তোমরা তো এই পেশায় এসেছো ইদানীং, হালে—অনেক পরে। কোন আর্ট একাডেমীতে ঘন্টায় দশ ফ্রাঙ্ক করে জমা দিয়ে পুরুষের আঁকা শত শতাব্দীর প্রাচীন পেইন্টিং দেখে তোমরা অনুশীলন করছো, আর এবাবদে যে-পয়সাটা খরচ করছো, পুরুষের শ্রমই সেই পয়সার জন্মদাতা।

বার্থা ॥ এবার সবকিছু ফাঁস হয়ে গেছে, এক্সেল তুমি উঁচু মনের লোক নও।

এক্সেল ॥ কবে আমি উঁচু মনের লোক ছিলাম?...হ্যাঁ, তা তুমি বলতে পারো, উঁচু মনের লোক ততদিন ছিলাম, যতদিন আমি নিজেকে পুরনো জুতোর মতো তোমায় ব্যবহার করতে দিয়েছি। কিন্তু এখন তুমি আমার চেয়ে উঁচুতে স্থান পেয়েছো, সুতরাং আমার উঁচু মনের পরিচয় দেয়া আর সম্ভব নয়। পেইন্টিং-এর নেশা এখন থেকে আমায় ত্যাগ করতে হবে, আমার জীবনের সাধনা ও স্বপ্নকে বিসর্জন দিতে হবে—কেবলমাত্র ফরমাশী ছবি আঁকা ছাড়া আর কোন দিকে নজর দেয়া চলবে না।

বার্থা ॥ না, শুধু ফরমাশী ছবি আঁকতে হবে কেন? আমার আঁকা ছবি বিক্রি শুরু হলেই, আমার নিজের ভার আমি নিজে বহন করতে সক্ষম হবো।

এক্সেল ॥ কিন্তু আমরা এ কী ধরনের সম্পর্কে বাঁধা পড়েছি? স্বামী-স্ত্রীর স্বার্থের মিলন সাধনই বিবাহ-বন্ধনের লক্ষ্য, কিন্তু আমাদের দাম্পত্য জীবনের সৌধ গড়ে উঠেছে পরস্পরের স্বার্থের সংঘর্ষকে ভিত্তি করে।

বার্থা ॥ বসে বসে আপনা মনে যতো ইচ্ছা রাজ্যের বাজে চিন্তা করো গে, আমার ক্ষিদে পেয়েছে, আমি খেতে চললাম। তুমি খাবে না? চলো।

এক্সেল ॥ না। আমার এই হতাশাকে নিয়ে আমি এখন একা একা থাকতে চাই।

বার্থা ॥ কিন্তু আমার সৌভাগ্যকে উদযাপন করার জন্য লোকের সাহচর্য আমার দরকার। ভালো কথা, তোমায় বলতে ভুলে গেছি। আজ বিকেলে আমাদের এখানে একটা মজলিশের ব্যবস্থা করা হয়েছে, কিন্তু দেখছি ওটা বাদ দিতে হবে, কেননা তুমি দুঃখে খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছো।

এক্সেল ॥ মজলিশটা আমার পক্ষে খুব প্রীতিপদ হবে না, তবে ওটা আর এখন বাদ দেয়া যায় না। যাদের নেমন্তন্ন করেছো, আসুক তারা।

বার্থা ॥ (বাইরে বেরুবার কাপড় জামা পরতে পরতে) কিন্তু মজলিশে তোমাকেও তো থাকতে হবে, নইলে তারা ভাববে তাদের সামনে যেতে তুমি ভয় পাচ্ছো।

এক্সেল ॥ আমি থাকবো বৈকি। তুমি কিছু ভেবো না। কিন্তু বাইরে যাওয়ার আগে কিছু টাকা আমাকে দিয়ে যাও।

বার্থা ॥ টাকা তো নেই।

এঞ্জেল ॥ টাকা নেই?

বার্থা ॥ না। সব টাকা খরচ হয়ে গেছে।

এঞ্জেল ॥ তাহলে তুমি আমাকে দশ ফ্রাঙ্ক ধার দাও।

বার্থা ॥ (মনিব্যাগ বের করলে) দশ ফ্রাঙ্ক? দেখি, হ্যাঁ আছে। এই নাও। এখন চলো, হোটেলে খেতে চলো। (এঞ্জেল নিরুত্তর।) চুপ করে রইলে কেন। তুমি যদি হোটলে না যাও, সবাই কী ভাববে বলো তো?

এঞ্জেল ॥ পরাজিত সিংহকে তোমার বিজয়ী রথের চাকার সাথে বেঁধে তুমি যাবে হোটেলে।...পরাজিত সিংহের ভূমিকায় অভিনয় করতে...না আমি তা পারিনে। বিকেলের মজলিশে কী ধরনের ভূমিকায় আমায় অভিনয় করতে হবে, তা চিন্তা করার জন্য আমায় এখন কিছুক্ষণ একা একা থাকতে দাও।

বার্থা ॥ বেশ, গুড্‌বাই।

এঞ্জেল ॥ গুড্‌বাই বার্থা। তোমায় একটা অনুরোধ করতে পারি।

বার্থা ॥ কি? বলো।

এঞ্জেল ॥ মদ খেয়ে মাতাল হয়ে বাড়ীতে ফিরো না। অন্যান্য দিন যাই করো না কেন আজকে তোমার মাতাল হওয়া উচিত হবে না।

বার্থা ॥ বাড়ীতে আমি কি অবস্থায় ফিরি, না-ফিরি সে নিয়ে তোমার মাথা ঘামানোর দরকার নেই।

এঞ্জেল ॥ হ্যাঁ, আছে। তোমার সম্পর্কে আমার একটা দায়িত্ব আছে, কেননা তুমি আমার স্ত্রী—তুমি আমার নাম ধারণ করো। তা ছাড়া, মেয়ে মানুষের মদ খেয়ে মাতাল হওয়া—এ আমি কিছুতেই বরদাশ্‌ত করতে পারি নে।

বার্থা ॥ পুরুষ মাতাল হলে বরদাশ্‌ত্ করতে পারো, কিন্তু মেয়েদের বেলায় পারো না কেন?

এঞ্জেল ॥ কেন? কেননা, তোমরা মেয়েরা ঘোমটা ফেলে দিয়ে পুরুষের সামনে দাঁড়াত লজ্জা পাও।

বার্থা ॥ গুড্‌বই। জানি, কথা বলতে তুমি ওস্তাদ...তাহলে তুমি যাবে না? (প্রস্থান।)

এঞ্জেল ॥ (চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে গায়ের জামাটা পাল্টে আর একটা জামা পরলো।) না।

দ্বিতীয় অঙ্ক

(মঞ্চ নির্দেশ—প্রথম অঙ্কে যেমন ছিল, ঠিক তেমনি। ঘরের মাঝখানে একটি বড় টেবিল, টেবিলের চারপাশে চেয়ার সাজানো। টেবিলের উপর কাগজ দোয়াত কলম এবং সভাপতির হাতুড়ি। এঞ্জেল বসে বসে ছবি আঁকছে। ম্যাবেল তার পাশে বসে সিগারেট টানছে।)

এঞ্জেল ॥ তাদের খাওয়া তা হলে শেষ হয়েছে—এখন বুঝি কফি খাচ্ছে? খুব মদ খাওয়া হয়েছে, তাই না?

ম্যাবেল ॥ হ্যাঁ, বাধা নেশায় বুঁদ হয়ে যেভাবে দম্ভ দেখাচ্ছিলো...কি যে বিশ্রী, তোমায় কি বলবো।

এঞ্জেল ॥ ম্যাবেল, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, সত্যি করে বলো তো। তুমি আমার বন্ধু কি-না?

ম্যাবেল ॥ কেন, এ প্রশ্ন কেন? আমি জানি নে।

এঞ্জেল ॥ তোমার ওপর কি আমি নির্ভর করতে পারি?

ম্যাবেল ॥ না পারো না।

এঞ্জেল ॥ কেন?

ম্যাবেল ॥ কারণ, আমার তাই মনে হয়।

এঞ্জেল ॥ ম্যাবেল শোনো,...তোমার মনটা পুরুষের মনের মতো। তাই তোমার সাথে যুক্তিতর্ক দিয়ে আলাপ-আলোচনা করা চলে।...কিন্তু আমায় বলো তো, মেয়ে জাতটা নিজেরা কেমন অনুভব করে? তাদের অনুভবটা কি খুবই ভয়ঙ্কর?

ম্যাবেল ॥ (ঠাট্টার স্বরে) নিশ্চয়ই। ঠিক যেন নিগ্রোর অনুভবের মতো।

এঞ্জেল ॥ মজার ব্যাপার তো। শোনো ম্যাবেল, ন্যায়, নীতি, সততার প্রতি আমার একটা আন্তরিক দুর্বলতা রয়েছে।

ম্যাবেল ॥ আমি জানি, তুমি একজন স্বাপ্নিক। তাই জীবনে সফলতা অর্জন তোমার পক্ষে সম্ভব হবে না।

এঞ্জেল ॥ কিন্তু তোমার পক্ষে তা সম্ভব হবে, কেননা, কোন কিছুর প্রতি-ই তোমার কোন অনুভূতি নেই, তাই না?

ম্যাবেল ॥ ঠিকই বলেছো।

এঞ্জেল ॥ ম্যাবেল, পুরুষের ভালোবাসা পাবার আকাঙ্ক্ষা তোমার মনে কি কখনও জাগে নি?

ম্যাবেল ॥ কী বোকার মতো কথা বলছো।
এস্ত্রেল ॥ কোন পুরুষকে তুমি কখনও ভালোবাসো নি?
ম্যাবেল ॥ না। পুরুষই তো বড় একটা নজরে পড়ে না।
এস্ত্রেল ॥ ঠিকই বলেছো, কিন্তু আমাকেও পুরুষ মানুষ বলে কি মনে হয় না?
ম্যাবেল ॥ তোমাকে?—না।
এস্ত্রেল ॥ কিন্তু আমার ধারণা ছিলো, আমাকে পুরুষ মানুষ বলেই তোমার মনে হয়।
ম্যাবেল ॥ তুমি নিজেকে পুরুষ মানুষ বলে মনে করো নাকি? একজন মেয়ে মানুষের জন্য তুমি অহোরাত্র খেটে মরছো আর মেয়ে মানুষের পোষাক পরে ঘোরাফেরা...
এস্ত্রেল ॥ আমি মেয়ে মানুষের পোষাক পরি?
ম্যাবেল ॥ তুমি গলা-খোলা জামা গায়ে দাও আর তোমার স্ত্রী উঁচু কলারের জামা দেয় গায়ে, ছেলেদের মতো মাথার চুল ছাঁটে। এস্ত্রেল, আর বেশী দেরি নেই। শীগগিরই দেখবে, সে তোমার প্যান্ট পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।
এস্ত্রেল ॥ থামো, বোকার মতো যা তা বলো না।
ম্যাবেল ॥ আর তোমার নিজের বাড়ীতে তোমার নিজের অবস্থানটা কি করুণ, ভাবো তো। ভিখিরির মতো তার কাছ থেকে তোমায় টাকা চেয়ে নিতে হয়। নিজেকে তুমি সমর্পণ করেছো তার অভিভাবকত্বাধীনে। না, তুমি পুরুষ মানুষ নও। এবং নও বলেই সে নিজের কার্য উদ্ধার করতে তোমার সঙ্গে ঘর করছে।
এস্ত্রেল ॥ জানি, তুমি বার্থাকে ঘৃণা করো। কিন্তু তার বিরুদ্ধে তোমার আক্রোশের কারণ কি?
ম্যাবেল ॥ কারণ যে কি, তা জানি নে, কিন্তু সম্ভবত তোমারই মতো ন্যায়, নীতি ও সততার প্রতি আমারও একটা দুর্বলতা আছে।
এস্ত্রেল ॥ আচ্ছা সত্য করে বলো তো, জীবনের এই সব আদর্শবাদে তুমি কি বিশ্বাস করো না?
ম্যাবেল ॥ সব সময়ে করি নে, মাঝে মাঝে করি। কিন্তু এ জামানায় কোন আদর্শবাদে বিশ্বাস করার কোন প্রশ্ন ওঠে কি? মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, অতীত জমানাই ছিলো ভালো। মা হিসেবে সংসারে আমাদের একটা উঁচু স্থান ও সম্মান ছিলো। কেননা, সমাজ ও জাতির প্রতি মা হিসেবে আমাদের ওপর যে-কর্তব্য বর্তায়, সেকালে আমরা তা পালন করতাম। সংসারের গৃহিনী ছিলাম আমরা—আমাদের ছিলো সর্বময় কর্তৃত্ব। এবং নতুন বংশধরদের লালন করার দায়দায়িত্ব পালন করতে সেকালে আমরা লজ্জাবোধ করতাম না। এস্ত্রেল, অনেকক্ষণ বকেছি—এক গ্লাস মদ দাও।

এড্রেল ॥ (মদের বোতল ও গ্লাস আনতে পা বাড়ালো।) তুমি এতো মদ খাও কেন ?

ম্যাবেল ॥ কেন, তা বলতে পারবো না—আমার মনে হয়, আমি যেন সেকেলে মেয়ে...

এড্রেল ॥ তার মানে ?

ম্যাবেল ॥ মানে হচ্ছে—আমার সাধ জাগে এমন একটা পুরুষের দেখা পেতে যে জানে, মেয়ে মানুষকে কি করে শাসন করতে হয়।

এড্রেল ॥ তেমন কোন পুরুষের দেখা পেলে তুমি কি করতে ?

ম্যাবেল ॥ দেখা পেলে আমি তাকে—কি-না তোমরা বলো আজকালকার ভাষায় ? —প্রেম—দেখা পেলে তার সাথে প্রেম করতাম। কিন্তু বলো তো, প্রেম, ভালোবাসা এই সব বড় বড় বুলি—বাগাড়ম্বর কি স্রেফ দমবাজি নয় ?

এড্রেল ॥ তা বটে। কিন্তু এই প্রেম করার ব্যাপারটা বর্তমানে একটা সুগঠিত আন্দোলনের রূপ নিয়েছে।

ম্যাবেল ॥ হ্যাঁ কতো রকম আন্দোলনই না শুরু হয়েছে—কোনটার গতি সামনের দিকে, কোনটার পেছন দিকে। এবং যে-কোন রকম আহাম্মকী অথবা অর্থহীন কোন ব্যাপার নিয়ে শুরু করলেই হলো—ব্যস। কিছুই দরকার হয় না, দরকার হয় শুধু সংখ্যাধিক্য।

এড্রেল ॥ তাই যদি সত্যি হয়, তা হলে তোমরা মেয়েরা অহেতুক হৈচৈ করে নরক গুলজার করেছো।—শীঘ্রই এমন দিন আসবে যখন ঐ নরকে আর বাস করা চলবে না।

ম্যাবেল ॥ আমরা এতো বেশী হৈ চৈ করি যে, তোমাদের মাথা ঘুরতে থাকে। মূল প্রশ্নটাও ঠিক ওখানেই।—যাক্ গে। এড্রেল, এখন থেকে তোমার অবস্থাটা কিছুটা ভালো হবে—বার্থা তার ছবি বিক্রি করতে শুরু করেছে।

এড্রেল ॥ বিক্রি ? বিক্রি করেছে নাকি ?

ম্যাবেল ॥ তুমি কি তা জানো না নাকি ? তার আঁকা সেই আপেল গাছের ছবিটা।

এড্রেল ॥ না, সে তো আমায় কিছু বলে নি। কবে বিক্রি করেছে ?

ম্যাবেল ॥ গতপরশু। আশ্চর্য, তুমি জানো না ? বুঝেছি। আমার ধারণা, বিক্রির টাকাটা তোমার হাতে অকস্মাৎ অর্পণ করে তোমায় হকচাকিয়ে দিতে চায়।

এড্রেল ॥ আমার হাতে ? যত টাকা পয়সা এ সংসারে আসে সব তো তারই হাতে থাকে।

ম্যাবেল ॥ তাই নাকি ? তা হলে, আমার ধারণা...এই তো বার্থা এসে পড়েছে। (বার্থার প্রবেশ)

বার্থা ॥ (ম্যাবেলকে লক্ষ্য করে) গুড ইভিনিং। ওঃ তুমি এখানে চলে এসেছো? পার্টি শেষ না হতেই চলে এলে কেন?

ম্যাবেল ॥ বিরক্তিকর—বড্ডো একঘেঁয়ে লাগছিলো।

বার্থা ॥ অপরের সৌভাগ্যে আনন্দ করা খুব একটা প্রীতিপ্রদ ব্যাপার নয়, কি বলো?

ম্যাবেল ॥ তা বটে।

বার্থা ॥ (এঞ্জেলকে লক্ষ্য করে) আর তুমি এখানে বসে খুব মনোযোগ দিয়ে ছবি আঁকছো, কি বলো?

এঞ্জেল ॥ না, না আমি বসে বসে কড়িকাঠ গুনছি।

বার্থা ॥ দেখি কি আঁকলে। বাঃ মন্দ হয় নি, তবে বাম হাতটা একটু বেশী লম্বা হয়েছে।

এঞ্জেল ॥ তোমার কি তাই মনে হয়?

বার্থা ॥ মনে হয় বলছো কি? চোখ দিয়ে তো দেখাই যাচ্ছে। দেখি ব্রাশটা আমায় দাও। (এঞ্জেল-এর হাত থেকে ব্রাশ কেড়ে নিলে।)

এঞ্জেল ॥ রেখে দাও ব্রাশ। তোমার লজ্জা করে না?

বার্থা ॥ তুমি কি বললে?

এঞ্জেল ॥ (ক্রুদ্ধ স্বরে) বললাম, 'তোমার লজ্জা করে না?' (উঠে দাঁড়ালো) তুমি কি আমাকে ছবি আঁকা শেখাতে চাও?

বার্থা ॥ কেন, চাইবো না কেন?

এঞ্জেল ॥ চাইবে না এই কারণে—আমি তোমাকে ছবি আঁকা শেখাতে পারি—কিন্তু আমাকে কিছু শেখানোর মতো বিদ্যাবুদ্ধি তোমার ঘটে নেই।

বার্থা ॥ আমার মনে হচ্ছে, তোমার স্ত্রীকে তুমি মোটেই সম্মান করতে জানো না। স্ত্রীর প্রতি তোমার কিছুটা সম্মানবোধ থাকা উচিত।

ম্যাবেল ॥ তুমি সেকেলে মেয়েদের মতো কথা বলছো। একেবারে সেকেলে বনে গেলে বার্থা। স্বামী-স্ত্রী দুজনাই যেখানে সমান বলে বিবেচনা করা হয় সেখানে স্ত্রীর প্রতি স্বামী আলাদা সম্মান দেখাবে কেন?

বার্থা ॥ তাই বলে কি তুমি মনে করো, নিজের স্ত্রীর প্রতি কোন স্বামী রূঢ় ব্যবহার করতে পারে?

ম্যাবেল ॥ হ্যাঁ, স্ত্রী যখন তার সাথে নোংরা ব্যবহার করে তখন তার রূঢ় ব্যবহার করার অধিকার জন্মায়।

এঞ্জেল ॥ ঠিক বলেছো। পরস্পর এখন খামচা খামচি করে এ ওর চোখ উপড়ে ফেলো।

ম্যাবেল ॥ না, না, চোখ উপড়ে ফেলার মতো গুরুতর ব্যাপার এটা নয়।

এক্সেল ॥ ও কথা বলো না।—বার্থা তুমি শোনো—এখন থেকে আমাদের সংসারের টাকা পয়সার হিসেবের ব্যাপারে কিছুটা পরিবর্তন দেখা দেবে। তাই আমাদের বর্তমান অবস্থাটা কি তা আমার একটু জানা দরকার। সংসারের রোজকার খরচের হিসেবের খাতাটা তুমি কি একবার দয়া করে দেখাবে?

বার্থা ॥ তোমার ছবি প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, আমার ওপর তারই তুমি প্রতিশোধ তুলছো।

এক্সেল ॥ হিসেবের খাতার সঙ্গে প্রতিশোধের কী সম্পর্ক রয়েছে? প্রদর্শনীতে আমার ছবি গৃহীত হয় নি, তার সাথে হিসেবের খাতার সম্পর্কের কথা ওঠে কি করে? দেখি, আলমারির চাবিটা আমায় দাও।

বার্থা ॥ (পকেটে চাবি খুঁজতে লাগলো) অ্যাঁ। এই তো এই পকেটেই তো ছিলো! আশ্চর্য—এই তো কিছুক্ষণ আগেও তো পকেটে...

এক্সেল ॥ খুঁজে দেখো।

বার্থা ॥ তুমি অমন হুকুমের স্বরে কথা বলছো কেন? অমন মেজাজ আমার ভালো লাগে না।

এক্সেল ॥ চাবি কোথায়? বের করো।

বার্থা ॥ (ঘরের ভেতর এখানে ওখানে খুঁজতে লাগলো) সত্যি তো, এ কি? কিছুই বুঝতে পারছি নে। গেলো কোথায়? না, চাবি ঠিক হারিয়ে গেছে। খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়...আমি নিশ্চয়ই হারিয়ে ফেলেছি।

এক্সেল ॥ সত্যি হারিয়ে গেছে?

বার্থা ॥ হারিয়ে গেছে, তাতে সন্দেহ নেই।

এক্সেল ॥ (দরজার পাশে গিয়ে বাড়ীর চাকরানিকে ডাকলে। চাকরানি এলো।) একজন মিস্ত্রিকে ডেকে আনো তো।

চাকরানি ॥ মিস্ত্রি?

এক্সেল ॥ হ্যাঁ মিস্ত্রি। তালা খোলে যে মিস্ত্রিরা।

চাকরানি ॥ (চাকরানির দিকে বার্থা আড় চোখে তাকালো।) যাচ্ছি, আমি এক্ষুণি ডেকে আনছি। (প্রস্থান।)

এক্সেল ॥ (গায়ের কোট পাল্টানো। বাটনহোল থেকে রিবনটা খুলে টেবিলের ওপর ছুড়ে ফেললে।) ভদ্রমহিলারা আমায় ক্ষমা করবেন।

বার্থা ॥ না না আমরা কিছু মনে করছি নে—কিন্তু তুমি কি বাইরে যাচ্ছো?

এক্সেল ॥ হ্যাঁ বাইরে যাচ্ছি।

বার্থা ॥ আমাদের এখানকার মজলিশে তুমি উপস্থিত থাকবে না?

এক্সেল ॥ না থাকবো না।

বার্থা ॥ কিন্তু মেহমানরা যে তোমায় অভদ্র ভাববে।

এক্স্রেল ॥ ভাবুক গে ! তোমাদের প্যানপ্যানানী শোনার চাইতে ঢের জরুরী কাজ আমার আছে।

বার্থা ॥ (চঞ্চল স্বরে) কোথায় যাচ্ছো তুমি ?

এক্স্রেল ॥ তুমি কোথায় যাও না-যাও, কই আমি তো তোমায় জিজ্ঞেস করি নে। সুতরাং আমি কোথায় যাচ্ছি, তোমায় তা বলার কোন প্রয়োজন আছে আমি মনে করি নে।

বার্থা ॥ তুমি নিশ্চয়ই ভুলে যাও নি, কার্নিভাল শেষ হওয়ার পর আগামী কাল সন্ধ্যায় কয়েকজন ভদ্রলোকের আমাদের এখানে নেমন্তন্ন আছে।

এক্স্রেল ॥ হ্যাঁ, আমরা নেমন্তন করেছিলাম বটে। কাল বিকেলে, তাই না ?

বার্থা ॥ এ নেমন্তন্ন এখন আর বাতিল করা সম্ভব নয়।

বার্থা ॥ নেমন্তন এখন আর বাতিল করা সম্ভব নয়।

ডাঃ উস্টারমার্ক ॥ তারা দু'জনাই আজ এসেছে—আমি তাদেরও কাল নেমন্তন করেছি।

এক্স্রেল ॥ ভালই করেছো।

বার্থা ॥ শোনো, বেশী দেরি করো না, সময় মতো বাড়ীতে ফিরে আসবে বুঝলে। কারণ, তোমার নতুন পোষাকটা গায়ে ফিট্ করলো কি-না, দেখতে হবে।

এক্স্রেল ॥ নতুন পোষাক...হ্যাঁ তাই তো, আমায় যে মেয়েছেলের ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে।

চাকরানি ॥ (প্রবেশ) মিস্ত্রির হাতে কাজ আছে। তবে সে বললে, ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই আসবে।

এক্স্রেল ॥ ওঃ তার হাতে কাজ আছে ? যাক, ইতিমধ্যে হয়তো চাবিটা খুঁজে পাওয়া যাবে।...এখন আমায় যেতে হচ্ছে, গুড বাই !

বার্থা ॥ (নরম সুরে) গুড বাই। ফিরতে খুব বেশী দেরি করো না।
(ম্যাবেল মাথা দুলিয়ে এক্স্রেলকে বিদায় দিলে।)

এক্স্রেল ॥ কতক্ষণে ফিরবো, আমি ঠিক বলতে পরছি নে। গুড্ বাই। (প্রস্থান)।

ম্যাবেল ॥ দেখলে তোমার কর্তা কেমন উদ্ধত !

বার্থা ॥ ওঁর হঠকারী আর ধৃষ্টতার শেষ নেই। শোনো, আমি ওর ঐ উঁচু মাথা এমনভাবে নুইয়ে দেবো যে, আমার পেছনে পেছনে বাছাধনকে হামা-গুড়ি দিয়ে চলতে হবে।

ম্যাবেল ॥ প্রদর্শনীতে তার ছবি গৃহীত হয় নি, তোমার কাছে তার হার হয়েছে। কিন্তু সে তা মেনে নিতে চাচ্ছে না। বার্থা, সত্যি করে বলো তো, তুমি ঐ বেকুফটাকে কোনদিন ভালোবেসেছিলে ?

বার্থা ॥ ভালোবাসা ?—লোকটার মনটা খুব নরম তাই ওকে আমায় ভালো লাগতো। কিন্তু এখন দেখেছি ও একটা আস্ত বেকুফ। এবং যখন দেখি, ও আমার

সাথে রেষারেষি করছে, তখন ও-কে আমার ঘৃণা করতে ইচ্ছা করে। তুমি কি কল্পনা করতে পারো—ইতিমধ্যেই কারা যেন গুজব রটিয়েছে, আমার ছবিটা এক্লেলই এঁকেছে।

ম্যাবেল ॥ ব্যাপার যদি এতদূর গড়িয়ে থাকে, তাহলে পাল্টা তোমারও একটা কড়া ব্যবস্থা করা উচিত।

বার্থা ॥ কি ব্যবস্থা করা যায়, কিছুতেই মাথায় আসছে না।

ম্যাবেল ॥ এ সব ব্যাপারে চট্ করে আমার মাথায় কিন্তু সিদ্ধান্তটা আসে।... দাঁড়াও বলছি...শোন এক কাজ কর তো—প্রদর্শনীর কর্তারা তার যে-ছবিটা বাতিল করেছে, কাল বিকেলে সেই ছবিটা ফেরৎ নিয়ে এসো। তারপর, কাল যে-মেহমানরা তোমার এখানে আসবেন তাঁদের সামনে ছবিটা হাজির করবে, বুঝলে।

বার্থা ॥ না, না, তাতে করে মনে হবে আমি যেন উৎফুল্ল হয়েছি। এটা খুবই নিন্দনীয় মতো কাজ হবে।

ম্যাবেল ॥ তাই নাকি? আচ্ছা ধরো, আমি অথবা গাগা যদি ব্যবস্থাটা করি? আর সেটাই বোধ হয় সবচেয়ে ভালো হয়। এক্লেলের নাম করে আমরা তার ছবিটা আনিয়ে নিতে পারি। আর ছবিটা তো ফেরৎ আনতেই হইবে। তা ছাড়া কে না-জানে, তার ছবি বাদ পড়েছে—কথাটা তো আর এখন গোপন নেই।

বার্থা ॥ না, না। সত্যি আমি...

ম্যাবেল ॥ 'না' বলছো কেন? সে যখন মিথ্যা গুজব রটাচ্ছে, তোমার আত্মপক্ষ সমর্থনের ষোলআনা অধিকার রয়েছে। তুমি নিজে কি মনে কর না, তোমার অধিকার রয়েছে?

বার্থা ॥ তোমরা যদি তেমন ব্যবস্থা করতে পারো, আমার তাতে আপত্তি করার কিছু নেই, কিন্তু আমি নিজে এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র জড়িত হতে চাইনে। আমি চাই, আমি যেনো শপথ করে বলতে পারি আমি নির্দোষ—আমার বিবেক পরিষ্কার।

ম্যাবেল ॥ বেশ তাই হবে। সম্পূর্ণ ব্যাপারটার দায়িত্ব আমি নেবো।

বার্থা ॥ আচ্ছা বলো তো, বাড়ীর হিসেবের খাতা সে দেখতে চাচ্ছে কেন? এর আগে কখনও সে তো দেখতে চায় নি। তোমার কি মনে হয়, তার মনে কোনো মতলব আছে?

ম্যাবেল ॥ নিশ্চয়ই—তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি, মতলব আছে। তুমি তোমার ছবির জন্য যে তিন শ' ক্রাঙ্ক পেয়েছো, হিসেবের খাতায় তা জমা করেছো কি-না, তাই সে দেখতে চায়।

বার্থা ॥ কোন্ ছবির কথা বলছো?

ম্যাবেল ॥ মিসেস রৌবে-এর কাছে যে-ছবিটা তুমি বিক্রি করেছো।
বার্থা ॥ সে কথা তুমি জানলে কি করে ?
ম্যাবেল ॥ কেনো ? দুনিয়ার সবাই জানে।
বার্থা ॥ এল্লেনও কি তা জানে ?
ম্যাবেল ॥ হ্যাঁ জানে। কথায় কথায় হঠাৎ আমি তাকে বলে ফেলেছি। আমি অবশ্য নিশ্চিত ছিলাম, কথাটা সে জানে। সঙ্গে সঙ্গে খবরটা তাকে না দেয়া, তোমার পক্ষে খুব বোকামী হয়েছে।
বার্থা ॥ আমি আমার ছবি বিক্রি করি না-করি, তাতে তার কি যায় আসে ?
ম্যাবেল ॥ সে কি কথা! যায় আসে বৈকি! আমি তো মনে করি, যায় আসে।
বার্থা ॥ বেশ, তাই যদি হয়, তাহলে এখন আমি তাকে সোজাসুজি বলবো, ছবি বিক্রি করার কথা তাকে বলিনি তার ভেঙ্গেপড়া মনকে আরও বেশী করে না ভেঙ্গে দেয়ার জন্য। কেননা প্রদর্শনীতে তার ছবি স্থান না-পাওয়াতে তার মন ভেঙ্গে গেছে।
ম্যাবেল ॥ আইনানুযায়ী কথা বলতে গেলে বলতে হয়, তুমি কি করো না-করো, তাতে তার কিছুই বলবার নেই। কেননা, তোমাদের বিয়ের চুক্তিনামায় এই ধরণের একটা শর্ত লিপিবদ্ধ আছে। সুতরাং তার সঙ্গে কড়া ব্যবহার করার তোমার সঙ্গত কারণ আছে। আর, অন্য-কোনো কারণ থাক্ আর না-থাক্, তোমার কড়া ব্যবহার করা উচিত তাকে দিয়ে একটা উদাহরণ স্থাপন করার জন্য। তাই তোমায় বলে রাখছি, আজ রাতে যদি সে তোমায় নসিহত করতে শুরু করে, তুমিও তোমার অধিকার প্রয়োগ করবে।
বার্থা ॥ কিছু ভেবো না। আমি জানি, তাকে কি করে বাগাতে হয়। কিন্তু আমি ভাবছি, অন্য একটা কথা। উস্টারমার্কের ব্যাপারটা নিয়ে কি করা যায় বলো তো!
ম্যাবেল ॥ উস্টারমার্ক—হ্যাঁ, সে আমার পহেলা নম্বরের দুশমন। তাকে নিয়ে কি করতে হবে, সে ভার আমার ওপর ছেড়ে দাও। বহুদিনের পুরনো একটা ব্যাপারের হিসেব নিকেশ বাকি আছে...আতে আর আমাতে... তুমি কিচ্ছু ভেবো না। তার যা ব্যবস্থা করার তা আমরাই করবো—আইন আমাদের পক্ষেই রয়েছে।
বার্থা ॥ তুমি কি করতে চাও ?
ম্যাবেল ॥ আমরা দু'পক্ষকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেবো।
বার্থা ॥ কথাটা বুঝিয়ে বলো—ঠিক বুঝলাম না।
ম্যাবেল ॥ মিসেস হল্ আর তার মেয়ে দু'জনাকে এখানে আসবার জন্য নেমন্তন্ন করবো। তখন সামনা-সামনি দেখা যাবে উস্টারমার্ক কি করে!
বার্থা ॥ না তা হবে না। আমার বাড়ীতে কোন কেলেঙ্কারী আমি পছন্দ করি নে।

ম্যাবেল ॥ পছন্দ করো না, তার মানে ? এমন একটা সুযোগ কারুরই ছেড়ে দেয়া উচিত নয়। যুদ্ধ করতে যখন নাববে তখন শত্রুকে হত্যা করবে, এটাই নিয়ম—তাকে কিছুটা জখম করে ছেড়ে দেয়া কোন কাজের কথা নয়। আর এটা রীতিমত যুদ্ধ। বুঝলে ? যুদ্ধ।

বার্থা ॥ কিন্তু কথাটা একবার চিন্তা করে দেখ—স্বামী, স্ত্রী, আর তাঁদের দুজন মেয়ে এবং যে-স্বামী তাঁর স্ত্রী ও মেয়ে দুটিকে দীর্ঘ আঠারো বছর দেখে নি...

ম্যাবেল ॥ বেশ তো, এখন দেখা হবে।

বার্থা ॥ ম্যাবেল তুমি তো ভয়ঙ্কর লোক।

ম্যাবেল ॥ ভয়ঙ্কর নই, তোমার চেয়ে কিঞ্চিৎ শক্ত। বিয়ে করার দরুণ তোমার সে সবলতা আর নেই, তুমি বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছো। তোমরা দু'জনা এখন স্বামী-স্ত্রীর মতো বাস করছো—তাই না ?

বার্থা ॥ বোকার মতো কি সব বাজে বকছো !

ম্যাবেল ॥ তুমি এক্সেলকে রাগিয়ে দিয়েছো, তাকে পদদলিত করেছো। কিন্তু জান, সে তোমার পা কামড়ে দিতে পারে। পায়ে যদি কামড় দেয়—তখন কি করবে ?

বার্থা ॥ তোমার কি মনে হয়, এক্সেল কোন একটা কাণ্ড বাধাবে ?

ম্যাবেল ॥ আমার ধারণা সে বাড়ীতে ফেরার পর একটা কিছু কেলেঙ্কারী ঘটাবে।

বার্থা ॥ তুমি কিছু ভেবো না। আমি জানি কি করে তাকে শায়েস্তা করতে হয়।

ম্যাবেল ॥ পারবে ? শায়েস্তা করতে পারবে ? কিন্তু ঐ আলমারীর চাবির ব্যাপারটা —আস্ত বোকামীর কাজ হয়েছে—নেহাৎ বোকামী !

বার্থা ॥ হ্যাঁ, তা হয়েছে বটে। কিন্তু খোলা বাতাসে বাইরে একবার ঘুরে এলে তার মেজাজ ঠিক হয়ে যাবে। বাড়ীতে যখন ফিরবে, দেখবে কেমন ভালো মানুষটি। আমি তো তার ধাত্ চিনি।

চাকরানি ॥ (প্রকাণ্ড একটা পোটলা হাতে করে প্রবেশ) কর্তার জন্য এই পোষাকটি একজন ভদ্রলোক আমার হাতে দিলেন। তাঁর জন্যই নাকি এটা এনেছেন।

বার্থা ॥ বাঃ চমৎকার, দেখি দেখি দাও তো আমায় !

চাকরানি ॥ এটা নিশ্চয়ই আপনার জন্য—দেখছেন না, এটা মেয়েদের পোষাক।

বার্থা ॥ না, না, আমার জন্য নয়—এটা কর্তার জন্যই বটে !

চাকরানি ॥ হায় ভগবান ! কর্তাও স্কার্ট পরবেন নাকি ?

বার্থা ॥ কেন পরবেন না ? আমরা মেয়েরা স্কার্ট পরি না ? (চাকরানিকে বললে) দাও, দাও পোষাকটা দাও দেখি। (চাকরানির প্রস্থান)

(বার্থা পোটলাটা খুলে স্পেনের মেয়েরা যে-পোষাক পরে, ঠিক তেমনি একটি পোষাক বের করলে।)

ম্যাবেল ॥ সাবাস। তোমার মাথায় চমৎকার বুদ্ধিটা খেলেছে। একটা আহ-ম্মককে বোকা বানিয়ে উপভোগ করার মতো মজার ব্যাপার আর নেই।

(উইল্লমারের প্রবেশ। সঙ্গে একটি লোক। লোকটির হাতে একটি বড় প্যাকেট। উইল্লমারের গায়ে কালো টেইল কোট—কোটের কলারের ভাঁজ-করা অংশটা সাদা রংয়ের এবং লাল রংয়ের টাই, বিচক্ষ পরা আর জামার হাতের কাফ্‌টা উল্টানো।)

উইল্লমার ॥ গুড্‌ ঈভ্‌নিং। তুমি একা? এই নাও বার্থা—এই যে মোমবাতি আর এই বোতল। দু'রকম মদই আছে—চার্‌ট্রাইজ ওভার মাউথ। আর এখানে রয়েছে দু'প্যাকেট তামাক। তাছাড়া আর যা যা বলেছো, সবই এনেছি।

বার্থা ॥ গাগা, চমৎকার ছেলে তুমি।

উইল্লমার ॥ আর এই যে ক্যাশ মেমো। সব দাম চুকিয়ে দেয়া হয়েছে।

বার্থা ॥ সব দাম মিটিয়ে দিয়েছো? তা হলে তো আবার তোমার পকেট থেকে দিতে হয়েছে।

উইল্লমার ॥ সে হিসেব করার যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে। নাও, তাড়াতাড়ি করো। আমার ধারণা, বৃদ্ধা মহিলাটি এক্ষুণি এসে পড়বেন।

বার্থা ॥ গাগা, তুমি এক কাজ করো, বোতলের প্যাকেট খুলে ফেল আর আমি শামাদানীতে মোমবাতিগুলো বসিয়ে দিই।

উইল্লমার ॥ আচ্ছা খুলছি।

(বার্থা মোমবাতির প্যাকেট খুলে মোমবাতিগুলো টেবিলের ওপর রাখলো। উইল্লমার বোতলের গায়ে জড়ানো টিস্যু পেপার ছিঁড়ে ফেলতে লাগলো।)

ম্যাবেল ॥ বাঃ তোমরা দু'জনা বেশ ঘরোয়া পরিবেশ সৃষ্টি করলে তো! গাগা শোন, আমার মনে হয়, বিয়ে করলে তুমি একটি আদর্শ স্বামী হবে।

(উইল্লমার বার্থার গলা জড়িয়ে ধরে তার ঘাড়ের পেছন দিকে চুমু খেলো।)

বার্থা ॥ (ঘুরে দাঁড়িয়ে তার মুখে থাপ্পড় মারলে) লজ্জা করে না? বেশরম! তুমি এতো দুঃসাহসী! ফাজিল ছোকরা।

ম্যাবেল ॥ এত বড়ো অপমান তুমি পড়ে পড়ে সহ্য করবে?

উইল্লমার ॥ (রেগে গিয়ে) কি বললে? ফাজিল ছোকরা? তুমি জানো না, আমি কে? তুমি কি ভুলে গেছো, আমি একজন প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন লেখক?

বার্থা ॥ লেখক! অর্থহীন, আবোলতাবোল যত সব বাজে লেখা তুমি লেখ।

উইল্লমার ॥ তোমার সম্পর্কে যখন লিখেছিলাম, কই তখন তো বলো নি, বাজে লেখা?

বার্থা ॥ স্রেফ আমাদের কথোপকথন লিপিবদ্ধ করেছিলে—এর বেশী তো আর কিছু করো নি।

উইল্লমার ॥ সাবধান বার্থা। জান, আমি তোমাকে ধ্বংস করে দিতে পারি।

বার্থা ॥ কী, তুমি আমায় ভয় দেখাচ্ছ? পুঁচকে ইতর! ম্যাবেল তুমি কি বল? এই শয়তানের বাচ্চাটাকে আচ্ছামত পিটিয়ে দেবো?

ম্যাবেল ॥ বার্থা কি বলছো, ভেবে চিন্তে বলো।

উইল্লমার ॥ তাই নাকি...ভেবেছো, আমি তোমার পোষা ছোট্ট কুকুরটি আর আমার গলার লাগাম রয়েছে তোমার হাতে—তাই ভেবেছো, না? কিন্তু ভুলে যেও না, আমিও কামড়াতে পারি।

বার্থা ॥ দেখি, বের করো তো!

উইল্লমার ॥ না, দাঁত দেখাবো না, তবে দাঁতের কামড়ের জ্বালা তোমায় অনুভব করাবো।

বার্থা ॥ ও তাই নাকি? কামড় দেবে? দাও না দেখি।

ম্যাবেল ॥ বার্থা, বাড়াবাড়ি করে পস্তানোর চাইতে তোমার কি একটু নরম হওয়া ভালো নয়?

উইল্লমার ॥ কোন বিবাহিত মেয়ে যদি কোন অবিবাহিত ছেলের কাছ থেকে উপহার সামগ্রী বরাবর নেয়, তাহলে লোকে কি বলাবলি করে, তা কি তুমি জানো শ্রীমতী বার্থা?

বার্থা ॥ উপহার সামগ্রী?

উইল্লমার ॥ গত দু'বৎসর যাবত নানারকম উপহার তুমি আমার কাছ থেকে নিচ্ছো।

বার্থা ॥ উপহার? তোমায় আচ্ছা করে চাবকে দেয়া উচিত, পাজি নচ্ছার কোথাকার। সব সময়ে আমার স্কার্ট ধরে পেছনে পেছনে ঘুর ঘুর করা হয়। তুমি বুঝি মনে করো, তোমার জন্য আমি পথ চেয়ে বসে থাকি, তাই না?

উইল্লমার ॥ (দুই কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে) হয়তো থাকো।

বার্থা ॥ দুঃসাহস তো কম নয়। আমার চরিত্রে কালি মাখাতে চাও...আমার ইজ্জত—

উইল্লমার ॥ ইজ্জত! ভালো বলেছো। তোমার বাড়ীর আসবাবপত্র, ঘরসংসারের যাবতীয় জিনিষ আমার গাঁটের পয়সা দিয়ে আমি দিয়েছি কিনে, আর তুমি তোমার স্বামীর তহবিল থেকে সেই দামগুলো আদায় করে নিজের পকেটে পুরেছো...কী ইজ্জতের কথা!

বার্থা ॥ আমার বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাও—বদমায়েশ।

উইল্লমার ॥ তোমার বাড়ী! বন্ধুর সঙ্গে কথাবার্তায় কায়কারবারে বেশী স্পর্শকাতর হওয়া—খুঁতখুঁতে হওয়া শোভা পায় না। কিন্তু শত্রুর সঙ্গে ছেড়ে

কথা বলতে নেই—তাকে ঘায়েল করার জন্য যা যা দরকার সবই করতে হয়। শোনো, দুঃসাহসিনী বার্থা, শোনো প্রণয়ী সন্ধানকারিনী নারী, আমি আর তোমার বন্ধু নই—শত্রু। বুঝলে, শত্রু। হ্যাঁ, তুমি আমাকে শত্রু বলে ভাবতে পারো। (প্রস্থান)

ম্যাবেল ॥ বার্থা, তোমার নিজের বোকামীর জন্য তুমি নিজেকে ধ্বংস করতে চলেছো। বন্ধুকে শত্রুতে পরিণত করে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে—কী সাংঘাতিক কাণ্ড যে তুমি করে বসলে।

বার্থা ॥ কি করতে পারে সে আমার। তার দুঃসাহস দেখেছো? সে আমাকে চুমু খেলে। সে পুরুষ আর আমি একজন মেয়ে—এ কথা আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার দুঃসাহস তার এলো কোথা থেকে?

ম্যাবেল ॥ এ কথাটা পুরুষদের মনে সব সময়েই জাগরিত থাকে—সব সময়েই তাদের স্মরণ থাকে। বার্থা, তুমি আগুন নিয়ে খেলা করছো।

বার্থা ॥ আগুন নিয়ে খেলা। একজন পুরুষ ও মেয়ে দু'জনা মিতারূপে, বন্ধুরূপে, সাথীরূপে বাস করতে গেলেই কি আগুন জ্বলে উঠবে? আগুন না জ্বালিয়ে কি বন্ধুরূপে বাস করা যায় না?

ম্যাবেল ॥ না। যতদিন নারী ও পুরুষের দু'টি ভিন্ন অস্তিত্ব থাকবে, ততদিন আগুন জ্বলবেই।

বার্থা ॥ তাই যদি হয়, তাহলে এর বিলুপ্তি করা দরকার।

ম্যাবেল ॥ হ্যাঁ তাই করা দরকার...চেষ্টা করে দেখো...

চাকরানি ॥ (প্রবেশ। সে হাসি চাপতে আপ্রাণ চেষ্টা করছে।) বাইরে একজন ভদ্রমহিলা এসেছেন। নাম বললেন, রিচার্ড—রিচার্ডওয়াইলস্ট্রম...

বার্থা ॥ (দরজার পানে এগিয়ে যেতে যেতে) ওঃ রিচার্ড এসেছে।

ম্যাবেল ॥ তাহলে তো আমরা এখন সভা আরম্ভ করতে পারি। কিন্তু তার আগে চেষ্টা করতে হবে যে-জালে তুমি আটকা পড়েছো সেই জালটা থেকে আমরা তোমায় মুক্ত করতে পারি কি-না।

বার্থা ॥ মুক্ত করা? না, জালটা ছিঁড়ে ফেলা?

ম্যাবেল ॥ অথবা জালে আরও বিজড়িত করা।

তৃতীয় অঙ্ক

[মঞ্চ নির্দেশ : দ্বিতীয় অঙ্কের অনুরূপ। ঝুলানো বাতিটা জ্বালানো হয়েছে। স্টুডিওর জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে বাইরে বাগানে জ্যোৎস্না। ঘরের স্টোভটি জ্বালানো হয়েছে। বার্থা একটা

আটপৌরে পোষাক পরে স্পেনিশ মেয়ে-পোষাকটার ওপর ছুঁচের কাজ করছে। চাকরানি একটি গলাবন্ধ বুনছে।]

বার্থা ॥ স্বামীর জন্য প্রতীক্ষা করে বসে থাকা খুব একটা সুখকর ব্যাপার নয়।

চাকরানি ॥ কিন্তু মিসেস ম্যালবার্গ, আপনি কি মনে করেন আপনার প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে বসে থাকাটা আপনার স্বামীর পক্ষে খুবই সুখকর? আজকেই তো এই প্রথম তিনি একলা বের হয়েছেন।

বার্থা ॥ উনি যখন একা একা বাড়ীতে থাকেন, তখন সময় কাটান কি করে?

চাকরানি ॥ ছোট ছোট কাঠের টুকরোতে ছবি আঁকেন।

বার্থা ॥ কাঠের টুকরোতে?

চাকরানি ॥ প্রচুর কাঠের টুকরো এনেছেন, ছবি আঁকার জন্য।

বার্থা ॥ হুম্। আচ্ছা ইভা, আমার একটা প্রশ্নের জবাব দাও তো।...... মিঃ ম্যালবার্গ কি কখনও তোমার প্রতি কোন দুর্বলতা ... এই তোমাকে...

চাকরানি ॥ না। কখনও নয়। তিনি একজন খাঁটি—সত্যিকার ভদ্রলোক।

বার্থা ॥ তুমি যা বলছো তা কি আমি বিশ্বাস করতে পারি?

চাকরানি ॥ (জোর দিয়ে বললে) মিসেস ম্যালবার্গ কি মনে করেন আমি সেই জাতের মেয়ে, যারা...

বার্থা ॥ এখন কটা বাজে?

চাকরানি ॥ সাড়ে এগারটা হবে।

বার্থা ॥ ওঃ তুমি তা হলে শুতে যাও।

চাকরানি ॥ ঘরে এতো সব কঙ্কাল আর এই রাতে একলা আপনার ভয় করবে না?

বার্থা ॥ ভয়? আমি ভয় পাবো?...কে জানি সদর দরজা দিয়ে বাড়ীতে ঢুকলো...ইভা যাও শোওগে, গুড্ নাইট।

চাকরানি ॥ গুডনাইট মিসেস ম্যালবার্গ। আপনিও ঘুমোতে যান। (যে-স্পেনিশ মেয়ে-পোষাকটার ওপর ছুঁচের কাজ করছিল, বার্থা সেই পোষাকটা টেবিলের ওপর রেখে দিলে। সোফায় শুয়ে পড়ে পরনের আটপৌরে পোষাকটার লেসগুলো নাড়াচাড়া করতে লাগলো। তারপর হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে বাতিটা একটু কমিয়ে দিলে, ঘুমের ভান করতে লাগলো। সোফায় গিয়ে আবার শুয়ে পড়লো। কিছুক্ষণ কোন সাড়া শব্দ নেই। এক্সেল ঘরে ঢুকলো।)

এক্সেল ॥ ঘরে কেউ আছে নাকি?—কে শুয়ে?—বার্থা? (বার্থা চুপ করে রইল। এক্সেল সোফার কাছে গেলো।) তুমি ঘুমিয়ে পড়েছো নাকি?

বার্থা ॥ (শান্ত স্বরে) কে, এক্সেল। এসেছো। গুড্ ইভিনিং। শুয়ে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। এমন একটা দুঃস্বপ্ন দেখছিলাম...উঃ...

এক্সেল ॥ তুমি মিথ্যা কথা বলছো। আমি জানলা দিয়ে দেখেছি, তুমি এক্ষুণি সোফায় গিয়ে শুলে। (বার্থা লাফ দিয়ে উঠে বসলো)

এক্সেল ॥ (গম্ভীর স্বরে) রাত দুপুরে এখন তোমার এই লীলাখেলা—রোমাঞ্চকর মিলনান্তক নাটকাভিনয় বন্ধ করো। আমি যা তোমায় বলতে চাই মাথা ঠাণ্ডা করে কান পেতে শোনো। (ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা চেয়ার নিয়ে এসে, এক্সেল সেই চেয়ারে বসলো।)

বার্থা ॥ কি—তুমি আমাকে কি বলতে চাও ?

এক্সেল ॥ বহুকিছু বলার আছে।—কিন্তু আমি শেষ কথাটা থেকে শুরু করবো। আমার সাথে তোমার উপপত্নীর সম্পর্কটার ইতি করতে চাই।

বার্থা ॥ কি বললে! (সোফায় ধপাস করে শুয়ে পড়লো) হায় ভগবান—এ কথা শোনার জন্য আমায় বেঁচে থাকতে হবে ?

এক্সেল ॥ হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর মতো চেঁচামেচি করো না। চেঁচামেচি যদি বন্ধ না করো, আমি তোমার ছুঁচের কাজের ওপর রংগোলানো পানি ঢেলে দেবো।

বার্থা ॥ আমি প্রকাশ্য প্রতিযোগিতায় তোমার চেয়ে অনেক ভালো করেছি, তাই তুমি প্রতিশোধ নিচ্ছো।

এক্সেল ॥ তার সাথে আমার এই বক্তব্যের কোন সম্পর্ক নেই।

বার্থা ॥ তুমি আমায় কখনো ভালোবাসো নি।

এক্সেল ॥ ভালোবেসেছিলাম এবং একমাত্র সে কারণেই তোমাকে বিয়ে করেছিলাম...কিন্তু তুমি আমাকে বিয়ে করেছিলে কেন ? কেননা, তুমি এক বিশ্রী পরিস্থিতিতে জড়িয়ে পড়েছিলে, তা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যই বিয়ে করেছিলে।

বার্থা ॥ ভাগ্যিস আশেপাশে কেউ নেই। যদি থাকতো তাহলে এসব কথা শুনে...

এক্সেল ॥ শুনলে কোন খারাপ হতো বলে তো মনে হয় না। আমি তোমার সাথে মিতা রূপে, বন্ধু হিসেবে, সাথী হিসেবে ব্যবহার করেছি, তোমাকে আমি সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করেছি। তুমি ভালো করেই জানো, তোমার জন্য কিছু কিছু ত্যাগও স্বীকার করেছি...আচ্ছা সেই তালাচাবির মিস্ত্রি এসেছিলো ?

বার্থা ॥ না, সে আসেনি।

এক্সেল ॥ তার আসার আর কোন দরকার নেই। আমি তোমার হিসাবের খাতা দেখেছি।

বার্থা ॥ অ্যাঁ, তাই নাকি? তুমি আমার হিসাবের খাতাতেও নাক গলিয়েছো।

এক্সেল ॥ আমাদের সংসারের হিসাবের খাতার আমরা দু'জনাই সমান মালিক। তুমি তাতে ভুয়া খরচে হিসাব লিখে রেখেছো; আর জমার ঘরে যে পরিমাণ টাকা আয় হয়েছে, সব টাকা জমা করো নি।

বার্থা ॥ কিন্তু তুমি তো জানো, মেয়েদের স্কুলে ছাত্রীদের হিসাবের খাতা লেখা শেখানো হয় না।

এক্সেল ॥ ছেলেদের স্কুলেও তো তা শেখানো হয় না। কিন্তু শিক্ষা বলতে যা বোঝায় সেই শিক্ষালাভ করার সুযোগ তুমি আমার চেয়ে অনেক বেশী পেয়েছো। তুমি সেমিনারীতে শিক্ষালাভ করেছো, আর আমি পড়েছি একটা সাধারণ স্কুলে।

বার্থা ॥ বই পড়ে শিক্ষালাভ করা যায় না।

এক্সেল ॥ তা ঠিক। আমরা প্রকৃত শিক্ষা লাভ করি মায়ের কাছ থেকে। কিন্তু ভাবলে অবাক হতে হয়, মায়েরা তাঁদের মেয়েদের সংজীবন যাপন করার শিক্ষা দেন না...

বার্থা ॥ সং জীবন? কিন্তু আমি তো দেখছি, যতোসব চোর ডাকাত অপরাধী সবাই পুরুষ মানুষ।

এক্সেল ॥ কথাটা ঠিক বললে না বরং তোমার বলা উচিত, অপরাধ করার জন্য যাদের তুমি শাস্তি পেতে দেখো, তারা প্রায় সবাই পুরুষ মানুষ। কিন্তু এই পুরুষরা যে-সব অপরাধের জন্য শাস্তি ভোগ করে, একটু চোখ খুলে তাকালে দেখা যাবে সেই সব অপরাধের শতকরা ৯৯টির পেছনে রয়েছে মেয়েমানুষ অর্থাৎ প্রকৃত দোষী তারাই। কিন্তু থাক্ সে কথা। তোমাকে যা বলছিলাম, সেই কথাতে ফিরে আসা যাক্। তুমি আমাকে মিথ্যা কথা বলেছো, আগাগোড়া মিথ্যা কথা বলেছো, আর শেষ পর্যন্ত আমাকে প্রতারিত করেছো। ঠকিয়েছো। আমাকে ঠকানোর শত-শত নজীর থেকে একটিমাত্র নজীর দিচ্ছি: হোটেলে সকাল বেলাকার নাস্তায় যে খরচ করেছো হিসেবের খাতায় তা লেখো নি আর সে-জায়গায় লিখেছো, ছবি আঁকবার রং কেনা বাবদ খরচ কুড়ি ফ্রাঙ্ক।

বার্থা ॥ না না কুড়ি ফ্রাঙ্ক নয়, রং কিনতে বারো ফ্রাঙ্ক লেগেছে।

এক্সেল ॥ অর্থাৎ তার সোজা অর্থ হচ্ছে, নগদ আট ফ্রাঙ্ক নিজের পকেটে পুরেছো। আর তা ছাড়া তোমার ছবি বিক্রি করে যে-তিন শ' ফ্রাঙ্ক পেয়েছো, হিসেবের খাতায় তা জমা করো নি।

বার্থা ॥ দেশের আইনে স্পষ্ট লেখা রয়েছে: 'যদি কোন নারী তাহার নিজের পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা দ্বারা কিছু অর্জন করে তাহা হইলে সেই অর্জিত সম্পদের একমাত্র অধিকারিণী হইবে উক্ত নারী।'

এক্সেল ॥ তাহলে ভুলবশতঃ নয়, ইচ্ছে করেই তুমি ঐ তিন শ' ফ্রাঙ্ক হিসেবের খাতায় লেখোনি ?

বার্থা ॥ হ্যাঁ তাই বটে।

এক্সেল ॥ শোনো, আমাদের আর ছোটলোকমী করে কাজ নেই। নিজের টাকা পয়সার হিসেবটা তুমি ঠিকই রেখেছো, কিন্তু আমার বেলায় এমন হেলা-ফেলা করে হিসেব রেখেছো যে তা বলে শেষ করা যায় না। যা হোক, বন্ধু হিসেবে আমাকে কি তোমার বলা উচিত ছিল না যে, তোমার একটা ছবি বিক্রি করতে পেরেছো।

বার্থা ॥ ওটা আমার নিজস্ব ব্যাপার। ও নিয়ে তোমার মাথা ঘামানো কেন বাপু !

এক্সেল ॥ আমার মাথা ঘামানো কেন ? হুঃ।—তা হলে দেখা যাচ্ছে, তোমাকে তালাক দেয়া ছাড়া আর অন্য কোন পথ নেই।

বার্থা ॥ তালাক ! তুমি কি মনে করো, 'আমি একজন তালাক-দেয়া স্ত্রী' এই লজ্জাকর পরিচয় আমি মেনে নেবো ! তুমি কি মনে করো, চাকর-চাকরানিকে যে-ভাবে বিদায় করা হয়, তাদের বাক্স পেটরা বেঁধে নিয়ে তারা যে-ভাবে বিদায় নেয়, আমাকে আমার বাড়ী থেকে তেমনিভাবে তুমি তাড়িয়ে দেবে আর আমি তাই মেনে নেবো !

এক্সেল ॥ আমি ইচ্ছে করলে তোমায় রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলতে পারতাম। কিন্তু তোমার প্রতি আমি সদয় হতে চাই। তাই আমি প্রস্তাব করছি, আমাদের বনিবনা হচ্ছে না এই যুক্তিতে এসো আমরা তালাক নিই।

বার্থা ॥ তোমার কথাবার্তার ধরন থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, তুমি কখনও আমাকে ভালবাসোনি।

এক্সেল ॥ আমাকে বিয়ে করার জন্য আমি তোমার কাছে ধর্ণা দিয়েছিলাম ? আমার এই প্রশ্নের জবাব দাও।

বার্থা ॥ বিয়ে করলে আমি তোমাকে ভালবাসবো, এই আশাতে তুমি ধর্ণা দিয়েছিলে।

এক্সেল ॥ আহা, কী শ্রদ্ধেয়, কী পূতপবিত্র আহম্মকী।...আমি তোমাকে প্রতারণার দায়ে অভিযুক্ত করতে পারি। কেননা, তুমি উইল্লমারের কাছ থেকে ঋণ করেছো আর ঋণের টাকাটা আমার ঘাড়ে চাপিয়েছো।

বার্থা ॥ সেই বিচ্ছুটা আবার যতোসব বাজে কথা রটাতে শুরু করেছে।

এক্সেল ॥ সে তোমার কাছে যে-সাড়ে তিন শ' ফ্রাঙ্ক পেতো, তা এই কিছুক্ষণ আগে আমি শোধ করেছি। কিন্তু টাকা পয়সা নিয়ে ছোটলোকমী করা ভালো দেখায় না। এর চেয়ে অনেক গুরুতর প্রশ্ন আজ দেখা দিয়েছে—সেগুলোর ফয়সালা করতে হবে। তুমি ঐ বদমায়েশ উইল্লমারকে আমার

সংসারের বাবদ টাকা খরচ করার সুযোগ দিয়েছো। আর তাকে এই সুযোগ দিয়ে আমার মান ইজ্জত ধুলায় লুটিয়ে দিয়েছো। তার কাছ থেকে যে-টাকা পয়সা নিয়েছো, তা দিয়ে কি করেছো ?

বার্থা ॥ তুমি যা বলছো তার প্রত্যেকটি অক্ষর মিথ্যা।

এক্সেল ॥ সেই টাকা পয়সা দিয়ে খুব আমোদ করেছো, তাই না ?

বার্থা ॥ না। আমি জমিয়েছি। তোমার মতো অপব্যয়ী লোক বুঝবে কি করে টাকা পয়সা জমানো যে কী ব্যাপার !

এক্সেল ॥ হ্যাঁ তুমি মিতব্যয়ী-ই বটে। তোমার পরনের ঐ আটপৌরে পোষাক-টার দাম হচ্ছে দু'শ' ফ্রাঙ্ক আর আমার ড্রেসিং গাউন-এর দাম মাত্র কুড়ি ফ্রাঙ্ক।

বার্থা ॥ তোমার আর কিছু বলবার আছে ?

এক্সেল ॥ না, আর কিছু বলবার নেই—শুধু এই একটি কথা বলবার আছে—শোনো, এখন থেকে তোমার নিজের ব্যয়ভার তোমার নিজেকেই বহন করতে হবে। কাঠের টুকরোর ওপর ছবি আঁকার কাজটা এখন থেকে আর করবো না। আমার রোজগারের টাকা থেকে তুমি আর এক পয়সাও পাবে না।

বার্থা ॥ অর্থাৎ তুমি বলতে চাও : আমাকে প্রলুব্ধ করে আমাকে তোমার স্ত্রীতে পরিণত করার দরুন যে দায়িত্ব তোমার ওপর বর্তেছে, সেই দায়িত্ব থেকে তুমি নিষ্কৃতি পেতে চাও। বেশ, দেখা যাবে, তুমি কতদূর যেতে পারো !

এক্সেল ॥ এখন আমার চোখ খুলেছে। অতীতে যে-সব ঘটনা ঘটেছে, তাদের স্বরূপ এখন আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে এসেছে। আমি এখন বেশ বুঝতে পাচ্ছি, তুমি আমাকে বিয়ে করার জন্য ফাঁদ পেতেছিলে। আমি বেশ বুঝতে পাচ্ছি, তুমি আমাকে প্রলুব্ধ করে বিপথে চালিত করেছো... আমি এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, আমি দুঃসাহসিক প্রণয়ী-সন্ধান-কারিণী নারীর খপ্পরে পড়েছিলাম, যে-নারী হোটেলে আমার ঘরে ঢুকে আমাকে প্রলোভনে ঘায়েল করে আমার টাকা পয়সা হাতানোর ফন্দী এঁটেছিলো। এখন আমার মনে হচ্ছে, তোমাকে বিয়ে করার পর থেকে প্রতিটি মুহূর্তে যেন আমি ব্যভিচারে লিপ্ত রয়েছি। (চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালে।) তুমি আমার দিকে পেছন ফিরে ঐ-যে দাঁড়িয়ে রয়েছো আর আমি এই-যে তোমার কাঁচি-দিয়ে কাটা চুল-ভরা মাথার পেছন দিকটা দেখছি—কিন্তু দেখে কি মনে হচ্ছে জানো ? দেখে মনে হচ্ছে—তুমি—তুমি যেন জুডিথ, তুমি যেন আমাকে তোমার দেহ দান করেছো আমার মাথাটা হাতে-পাবার মতলবে। ঐ যে, ঐ পোষাকটা তুমি আমাকে পরাতে চাও কেন ? আমাকে লোকচক্ষে হেয় করার জন্য। তুমি জানো, এ পোষাকটা পরলে লোক হাসবে, লোকচক্ষে আমি হেয় হবো।...না, না, এই নাও

তোমার ভালোবাসার দাম আমি মিটিয়ে দিচ্ছি—শেকল আমি ছুঁড়ে ফেলে মুক্ত হচ্ছি (বিয়ের আংটি আঙুল থেকে খুলে মাটিতে ছুঁড়ে ফেললে।)
(বার্থা অবাক হয়ে এক্সেলের পানে তাকিয়ে রইল।)

এক্সেল ॥ (হাত দিয়ে কপাল থেকে চুল মাথার পেছন পানে সরিয়ে নিলে।) আমার কপালের পানে তাকাতে তুমি ভয় পাও, কেননা তোমার কপালের চেয়ে আমার কপাল অনেক বেশী উঁচু। আর সেজন্যই তোমাকে ছোটো না করার জন্য, তোমাকে অবজ্ঞা না করার জন্য আমি আমার কপাল চুল দিয়ে ঢেকে রাখি। কিন্তু এখন থেকে দেখবে, আমি তোমায় লোকচক্ষে হেয় করবো। নিজেকে ছোটো করে আমি তোমার পর্যায়ে আমাকে নিয়ে এসেছি, কিন্তু তুমি তাতে সন্তুষ্ট নও। আমার প্রকৃত স্বরূপ এখন আমি তুলে ধরবো। তুমি জানো না, তুমি আমার চেয়ে হীন।

বার্থা ॥ তোমার এইসব বিজাতীয় প্রতিহিংসার কারণ কি জানো? কারণ হচ্ছে তুমি আমার চেয়ে হীনতর।

এক্সেল ॥ আমি তোমার চেয়ে উচ্চতর—এমন কি, যখন তোমার ছবিটি এঁকে দিচ্ছিলাম তখনও তোমার চেয়ে উচ্চতর ছিলাম।

বার্থা ॥ কি বললে? আমার ছবি এঁকে দিচ্ছিলে—কখন?...দ্বিতীয়বার যদি এ-কথা উচ্চারণ করো, তোমার গালে এমন থাপ্পড় মারবো!

এক্সেল ॥ তুমি সবসময়েই বলো পশুবলকে তুমি ঘৃণা করো, কিন্তু কথায় কথায় পশুবলের আশ্রয় নিতে চাও। থাপ্পড় মারতে চাও? এসো, মারো থাপ্পড় দেখি।

বার্থা ॥ তুমি ভেবেছো তোমার সাথে বুঝি আমি পেরে উঠবো না?... (মার-মুখো হয়ে এগিয়ে এলো।)

এক্সেল ॥ (বার্থার দু'হাতের কব্জি এক হাত দিয়ে কঠিনভাবে ধরে বললে) না—তুমি পারবে না। গায়ের জোরের দিক থেকেও আমি যে তোমার চেয়ে বড়ো, একথা এখন স্বীকার করো তো? কি বলো, হার মানবে; না, কি করে হার মানাতে হয় তাই শেখাবো?

বার্থা ॥ তুমি আমার গায়ে হাত তুলতে সাহস পাবে না।

এক্সেল ॥ কেন পাবো না? তবে একটি মাত্র কারণ আছে, যে-জন্য হয়তো পারবো না।

বার্থা ॥ কী কারণ? দয়া করে বলো না, শুনি।

এক্সেল ॥ কারণটা হচ্ছে: তুমি নৈতিক দিক থেকে দায়িত্ববোধহীন।

বার্থা ॥ (হাত ছাড়াতে চেষ্টা করতে লাগলো।) আঃ ছাড়ো, হাত ছাড়ো।

এক্সেল ॥ ক্ষমা চাচ্ছো? বেশ। তা হলে এক কাজ করো—হাঁটু গেড়ে বসো (এক হাত দিয়ে ঘাড় ধরে হাঁটু গেড়ে বসালো) এখন আমার দিকে তাকাও।

তুমি আমার নিচে রয়েছো—নিচ থেকে উপর দিকে, আমার পানে তাকাও। এখন যেখানে রয়েছো ওটাই তোমার প্রকৃত স্থান—ঐ স্থান তুমি নিজে ইচ্ছে করে বেছে নিয়েছো।

বার্থা ॥ এক্সেল, এক্সেল, কে তুমি? আমি তোমায় চিনতে পারছি নে। তুমি কি সেই এক্সেল যে কিরে করে বলেছিল, সে আমাকে ভালোবাসে। তুমি কি সেই এক্সেল যে দু'বাহু দিয়ে আমায় আলিঙ্গনবদ্ধ করে সারা জীবন বুকে জড়িয়ে রাখতে চেয়েছিলো? তুমি কি সেই এক্সেল যে বলেছিলো, আমাকে সমাজে উঁচু করে তুলে ধরবে।

এক্সেল ॥ হ্যাঁ আমি সেই এক্সেলই বটে। তখন আমার মনে বল ছিলো এবং ভেবেছিলাম তোমায় উঁচু করে তুলে ধরার মতো আমি বলবান। কিন্তু ক্লান্ত হয়ে যখনই আমি তোমার কোলে মাথা রেখেছি তুমি দফায় দফায় আমার শক্তি হরণ করেছো—আমি যখনই তোমার পাশে ঘুমিয়েছি, তুমি আমার দেহের রক্ত চুষে চুষে পান করেছো। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখনও আমার দেহে যে-শক্তি অবশিষ্ট আছে। তোমাকে বশে আনতে তা যথেষ্ট। নাও, এখন ওঠো। গালভরা বড়ো বড়ো কথা আর বাজে বকুনি বন্ধ থাক্। তোমার সাথে খুব গুরুতর কথা আলোচনা করার আছে।
(বার্থা উঠে সোফায় বসে কাঁদতে লাগলো।)

এক্সেল ॥ কাঁদছো কেন?

বার্থা ॥ কেন কাঁদছি, জানি নে। সম্ভবতঃ আমি খুব দুর্বল তাই কাঁদছি। (এর পর থেকে বার্থার ব্যবহারের পরিবর্তন তার মূক অভিনয় দ্বারা তাকে ফুটিয়ে তুলতে হবে।)

এক্সেল ॥ এখন বুঝতে পারছো তো, তোমার যা বল শক্তি তা আমারই দান। যে-মুহূর্তে আমার দান আমি ফিরিয়ে নিলাম অমনি তুমি শক্তিশূন্য হয়ে পড়লে। তুমি যেন একটি রবারের বল, আমি হাওয়া দিয়ে বলটি ফুলিয়ে তুলেছিলাম, আর যে-মুহূর্তে হাওয়াটা বের করে দিলাম, অমনি তুমি চুপসে গিয়ে একটা খালি থলে বনে গেলে।

বার্থা ॥ (চোখ না তুলে মাটির দিকে তাকিয়ে) তুমি যা বলছো তা সত্যি কি-না, ঠিক বুঝে উঠতে পারছি নে—কিন্তু আমরা ঝগড়া শুরু করার পর আমার দেহের সব বলশক্তি উবে গেছে...এক্সেল তুমি আমার একটা কথা বিশ্বাস করবে?—আমি এই মুহূর্তে তোমার প্রতি যেমন তীব্র আকর্ষণ অনুভব করছি তেমন ইতিপূর্বে আর কখনও করি নি।

এক্সেল ॥ আকর্ষণটার ধরন কেমন?

বার্থা ॥ আমি তোমায় ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারবো না। আমি ঠিক বুঝতে পারছি নে, এটা প্রেম অথবা অন্য কিছু...কিন্তু...

এঞ্জেল ॥ আচ্ছা প্রেম বলতে তুমি কি বোঝ? আমাকে আর একবার জীবন্ত ভক্ষণ করার আকাঙ্ক্ষার অপর নামই কি তোমার 'প্রেম'? তুমি বলতে চাও, তুমি আমাকে ভালবাসতে শুরু করেছো। কিন্তু আমি যখন তোমার প্রতি সদয় ছিলাম, তখন ভালোবাসোনি কেন? ভালোমানুষ হওয়ার মতো বোকামী আর নেই, সুতরাং এসো আমরা পরস্পরের প্রতি ইতরের মতো ব্যবহার করি। তোমার ইচ্ছাটা কি? ইতরের মতো ব্যবহার করা?

বার্থা ॥ হ্যাঁ। তুমি দুর্বলের মতো ব্যবহার করবে—এটা আমি চাই নে। তার চেয়ে বরং কিছুটা ইতরের মতো ব্যবহার আমি মেনে নেবো।...(সোফা থেকে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো।) এঞ্জেল তুমি আমায় ক্ষমা করো—আমাকে তুমি ছুঁড়ে ফেলে দিও না। এঞ্জেল, তোমার ভালোবাসা আমায় দাও, তুমি আবার ভালোবাসো।

এঞ্জেল ॥ সে দিন আর নেই। গত কাল, এমন কি আজ সকাল পর্যন্ত আমি তোমার জন্য সব কিছু হেলায় বিলিয়ে দিতে পারতাম...কিন্তু দেরি হয়ে গেছে বার্থা।

বার্থা ॥ দেরি হয়ে গেছে—কি করে?

এঞ্জেল ॥ দেরি হয়ে গেছে এই কারণে যে, আজ রাতে আমি সব বাঁধন ছিঁড়ে ফেলেছি—এমন কি চূড়ান্ত বাঁধনটি পর্যন্ত।

বার্থা ॥ (এঞ্জেলের দু'হাত ধরে বললে) কিছু বুঝতে পারছি নে, কি বলতে চাও তুমি?

এঞ্জেল ॥ আমি তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি।

বার্থা ॥ (শিউরে উঠলো।) উঃ।

এঞ্জেল ॥ তোমার বাঁধন থেকে নিষ্কৃতি পাবার এটাই একমাত্র পথ।

বার্থা ॥ (নিজেকে সংযত করে নিলে।) কে সে?

এঞ্জেল ॥ একটি মেয়ে।

(কিছুক্ষণ দু'জনাই চুপচাপ।)

বার্থা ॥ মেয়েটি দেখতে কেমন?

এঞ্জেল ॥ ঠিক একটি মেয়েছেলের মতো—মাথায় লম্বা চুল, বেশ সুডোল। পরিপুষ্ট স্তন ইত্যাদি ইত্যাদি। বিস্তারিত বিবরণ না-ই বা শুনলে।

বার্থা ॥ তুমি কি মনে করো, ঐ ধরনের একটি মেয়ে—ঐ মেয়ে আমার মনে কোন-রূপ ঈর্ষা জাগাতে পারে? কখনই না।

এঞ্জেল ॥ ঐ ধরনের একটি মেয়ে, দু'টি মেয়ে কিংবা ঐ ধরনের যদি এক পাল মেয়ে হয়, তাহলে?

বার্থা ॥ (রুদ্ধ শ্বাস।) আগামী কাল আমাদের বন্ধুদের এখানে নেমন্তন্ন করা হয়েছে। তুমি কি পার্টিটা বন্ধ করে দিয়ে একটা কেলেঙ্কারী করতে চাও ?

এক্সেল ॥ না—আমার প্রতিহিংসা আমাকে ইতরে পরিণত করবে, আমি তা চাইনে। আগামী কাল যথারীতি আমাদের পার্টি হবে, আর পরশু হবে আমাদের ছাড়াছাড়ি।

বার্থা ॥ হ্যাঁ...তোমার ও কাণ্ডের পর আমাদের ছাড়াছাড়ি অপরিহার্য।... গুড নাইট।

(ঘরের ডান পাশের দরজার পানে গেলো।)

এক্সেল ॥ গুড নাইট।

(ঘরের বাম পাশের দরজার পানে গেলো।)

বার্থা ॥ (থমকে দাঁড়িয়ে ডাকলে,) এক্সেল।

এক্সেল ॥ কি ?

বার্থা ॥ না—কিছু নয়।...না, না, শোনো (এক্সেলের দিকে এগিয়ে গেলো—হাত জোড় করে অনুনয় করতে লাগলো।) এক্সেল, তুমি আমায় ভালোবাসো, দয়া করে ভালোবাসো এক্সেল, ভালোবাসো।

এক্সেল ॥ অন্য মেয়ের সাথে ভাগাভাগী করে আমার ভালোবাসা নিতে রাজী আছো ?

বার্থা ॥ আছি। তবে যদি তুমি আমায় ভালোবাসো।

এক্সেল ॥ না, তা আমি পারবো না। তোমার প্রতি আমার আর কোন আকর্ষণ নেই।

বার্থা ॥ দয়া করে আমায় ভালোবাসো। করুণা করো—ভালোবাসো। আমি ভিক্ষা চাচ্ছি, আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করছি। আমার এই আন্তরিকতায় বিন্দুমাত্র খাদ নেই। যদি খাদ থাকতো, তাহলে আমি এখন যেভাবে একজন পুরুষ মানুষের সামনে মাথা হেঁট করে, নিজেকে হেয় করে দাঁড়িয়ে রয়েছি, এমনটি করা কিছুতেই আমার পক্ষে সম্ভব হতো না।

এক্সেল ॥ তোমার প্রতি অনুকম্পা জাগলেও জাগতে পারে, কিন্তু তোমাকে আমি আর ভালোবাসতে পারবো না। তোমার আমার সব সম্পর্ক চুকে গেছে—সব কিছু শেষ হয়েছে।

বার্থা ॥ আমি নারী—আমি তোমার কাছে প্রেম ভিক্ষা চাচ্ছি আর তুমি আমায় দূরে ঠেলে দিচ্ছো।

এক্সেল ॥ কেন দেবো না ? পুরুষ মানুষেরও প্রেম প্রত্যাখ্যান করার অধিকার থাকা দরকার। অবশ্য পুরুষ মানুষ এ অধিকার সম্পর্কে তেমন সচেতন নয়।

বার্থা ॥ একটি মেয়ে একজন পুরুষের কাছে নিজেকে সমর্পণ করছে, আর পুরুষটি তাকে প্রত্যাখ্যান করছে—ব্যাপারটা একবার চিন্তা করে দেখো।

এক্সেল ॥ তুমিও একবার পুরুষদের অবস্থাটা ভেবে দেখো : তোমরা প্রতিদানে আমাদের কিছু না দিয়ে অতি সহজ ভাবে গ্রহণ করো আমরা তোমাদের যা দিই, অথচ এই দেবার অধিকারটুকু পাবার জন্য কতো ধর্ণাই না আমাদের দিতে হয়। যা বললাম তা যদি পুরোপুরি অনুধাবন করতে পেরে থাকো, তাহলে, প্রত্যাখ্যাত হলে মনে কেমন লাগে তা সঠিকভাবে বুঝতে সক্ষম হবে।

বার্থা ॥ (উঠে দাঁড়ালো।) গুড নাইট!...তা হলে তুমি বলতে চাও, কাল বাদ পরশু দিন।

এক্সেল ॥ কাল তা হলে পার্টি হবে? ঐ সিদ্ধান্তটা কি এখনও তুমি ঠিক রাখবে?

বার্থা ॥ হ্যাঁ রাখবো।

এক্সেল ॥ বেশ ভালো। তা হলে ঐ ঠিক রইল, কাল বাদ পরশু দিন, কেমন? (তারা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। দুজনাই নিজ নিজ ঘরের দিকে পা বাড়ালো।)

চতুর্থ অঙ্ক

[মঞ্চনির্দেশ : অবিকল আগের তিনটি অঙ্কের মতো, তবে বাগানে যাবার কাঁচের দরজা খোলা। বাইরে সূর্যের আলো ঝলমল করছে আর স্টুডিও-র ভেতরে রয়েছে বাতির উজ্জ্বল আলো। ডান দিক ও বাম দিকের দরজা খোলা। বাগানে একটি টেবিল দেখা যাচ্ছে—সেই টেবিলের ওপর রয়েছে কয়েকটি বোতল ও গ্লাস। এক্সেল কালো রংয়ের স্যুট পরেছে কিন্তু খেতাবের চিহ্ন রিবণ, পদক কিছুই পরে নি। উঁচু কলার-ওয়ালা সার্ট, বো'ও নেকটাই এবং মাথার চুল কপাল থেকে তুলে পেছন দিকে আঁচড়ানো—এক্সেলের এই সাজসজ্জা। বার্থার পোষাকের রং চিক্‌চিকে কালো—আধখানা বুক পিঠ বের-করা ,এবং গলায় চারকোণা ছাঁটের গার্ডন—গলবন্ধ এবং তার ওপর গলায় একটি রুমাল বাঁধা। বাম দিকের ঘাড়ে জামার ওপর বার্থা একটি ফুলও পরেছে। কার্ল অসামরিক পোষাক পরেছে বটে তবে তার সামরিক পদের রিবণ বুকে ঝুলিয়েছে।

মিসেস হলের কন্যাদ্বয় অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং অত্যধিক বিলাসী পোষাক পরেছে।]

(বাগানের দিক থেকে বার্থা ঘরে ঢুকলো। তার চেহারা ফ্যাকাশে এবং চোখের চারদিকে নীলাভ রেখা পড়েছে। ম্যাবেল ঢুকলো পেছন দিকের দরজা দিয়ে। দু'জনা দু'জনাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলো।)

বার্থা ॥ এসো এসো। তারপর কেমন আছো ? এতো দেরি করে এলে যে।

ম্যাবেল ॥ তোমার খবর কি ?

বার্থা ॥ (উচ্ছ্বসিত এবং সেই সঙ্গে বিস্মিত ভাব প্রকাশ করে) শুনেছো ? গাগা কথা দিয়েছে, সে আসবে।

ম্যাবেল ॥ আসবে জানি। সে অনুতপ্ত এবং তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছে। (বার্থা তার গলবন্ধ হাত দিয়ে ঠিক করে নিলে।) তোমার আজ কি হয়েছে বলো তো ? নিশ্চয়ই খারাপ কিছু একটা ঘটেছে।

বার্থা ॥ কৈ, কী ঘটেছে ! কী বলতে চাও তুমি ?

ম্যাবেল ॥ তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, তুমি যেনো বার্থা নও—তুমি যেনো—তুমি যেনো...

বার্থা ॥ থামো—কী সব বাজে কথা বলছো।

ম্যাবেল ॥ তোমার চোখ দু'টো জ্বলজ্বল করছে—বড্ডো বেশী উজ্জ্বল মনে হচ্ছে। কেন ? বলো তো...এও কি সম্ভব যে তুমি...তোমার গাল দু'টি বিবর্ণ—ফ্যাকাশে—বার্থা...

বার্থা ॥ (অকস্মাৎ) আমার মেহমানদের কাছে আমায় যেতে হচ্ছে।

ম্যাবেল ॥ ভালো কথা, কার্ল এসেছে ? আর, উস্টারমার্ক ?

বার্থা ॥ তারা দু'জনাই বাগানে।

ম্যাবেল ॥ আর, মিসেস হল আর তাঁর মেয়েরা ?

বার্থা ॥ মিসেস হল একটু পরে আসবেন কিন্তু তাঁর মেয়েরা এসেছে। তারা আমার ঘরে বসে আছে।

ম্যাবেল ॥ আমার...আমার আশঙ্কা হচ্ছে, তোমার এই পার্টি হয়তো তেমন জমবে না।

বার্থা ॥ দেখো, নিশ্চয়ই জমবে।

উইলমার ॥ (একটি ফুলের তোড়া হাতে করে প্রবেশ। সে বার্থার দিকে এগিয়ে গিয়ে তার হাতে চুমু খেলো। তারপর ফুলের তোড়াটা তাকে উপহার দিলে।) দয়া করে আমায় ক্ষমা করো। আমার ভালোবাসার দোহাই, আমায় ক্ষমা করো।

বার্থা ॥ না, না, তোমার ভালোবাসা টালোবাসার দোহাই দিতে হবে না... থাক গে ওসব কথা যেতে দাও। আমি ঠিক বুঝতে পারছিনে—কেনো জানি মনে হচ্ছে, আজকের দিনটাতে কারু সাথে শত্রুতা রাখা উচিত হবে না—আজকের দিনটিতে আমি কারু সাথে শত্রুতা রাখতে চাই নে।

(এক্সেল-এর প্রবেশ। বার্থা ও উইল্লমার অস্বোয়াস্তিবোধ করতে লাগলো।)

এক্সেল ॥ (উইল্লমারের দিকে একদম নজর না দিয়ে শুধুমাত্র বার্থাকে লক্ষ্য করে বললে—) তোমাদের আলাপে বাধা দিলাম—ক্ষমা করো...

বার্থা ॥ না, না, বাধা কি বলছো...

এক্সেল ॥ আমি তোমায় শুধু একটি কথা জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিলাম। রাতের খাবারের কি ব্যবস্থা করেছো ?

বার্থা ॥ তুমি যেমনটি বলেছো ঠিক তেমনি ব্যবস্থা করেছি।

এক্সেল ॥ খবরটা নিশ্চিতভাবে জানবার জন্যই তোমায় জিজ্ঞেস করলাম।

য়্যাবেল ॥ তোমায় বড়ো গম্ভীর দেখাচ্ছে—তোমাদের দু'জনাকেই। (বার্থা ও এক্সেল পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করলে। উইল্লমার বাগানের দিকে গেলো।) গাগা শোনো, তোমায় একটা কথা...

(য়্যাবেল উইল্লমারের পেছনে পেছনে বেরিয়ে গেলো।)

এক্সেল ॥ রাতে খাবারের জন্য কি কি পদের ব্যবস্থা করেছো ?

বার্থা ॥ (এক্সেলের দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসলো) গলদা চিংড়ি আর মুরগী।

এক্সেল ॥ (ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না বার্থা কেন হাসলো।) হাসলে কেন ?

বার্থা ॥ তুমি য চিন্তা করছো, তাই মনে পড়লো বলে হাসলাম।

এক্সেল ॥ আমি কি চিন্তা করছি বলো তো !

বার্থা ॥ তুমি চিন্তা করছো—না, না, তুমি কি চিন্তা করছো, আমি তা জানি নে। ...তুমি—তুমি...হয়তো চিন্তা করছো—জুরগারডেনের হোটেলে সেদিন-কার সেই নৈশভোজের কথা, যে নৈশভোজের আমরা আয়োজন করেছিলাম পরস্পর বাগ্দানের অব্যবহিত পরে—বসন্তকালের সে-দিনের সেই বিকেলে তুমি আমার কাছে প্রস্তাব করেছিলে—তার পরেই সেই নৈশভোজ।

এক্সেল ॥ কিন্তু তুমি যেদিন প্রস্তাব করেছিলে, সেদিন...

বার্থা ॥ এক্সেল—আজকের নৈশভোজই আমাদের শেষ নৈশভোজ। আমরা দু'জনা একসাথে...এক্সেল, এ-ই শেষ ! আমাদের জীবনের বসন্তকালটা অতি অল্পক্ষণ স্থায়ী হলো।

এক্সেল ॥ হ্যাঁ খুবই অল্পক্ষণ ...কিন্তু সম্ভবতঃ আবার বসন্তের হাওয়া বইবে।

বার্থা ॥ হ্যাঁ হয়তো বইবে। কিন্তু বইবে তোমার জন্য। হয়তো পথ চলতে চলতে কোন পথে বসন্তের এক ঝলক হাওয়া পাবে তুমি ; তোমার দেহমনে আবার জাগবে পলক শিহরণ।

এক্সেল ॥ ঠিক অমনিভাবে পলক শিহরণের সন্ধান করতে তোমারই বা বাধা কোথায় ?

বার্থা ॥ অর্থাৎ, তুমি কি বলতে চাও, হয়তো কোনদিন সন্ধ্যায় আমরা দু'জনা আবার পথের ধারের কোনো বাতির নিচে পরস্পর প্রেম করার জন্য মিলিত হবো ?

এক্সেল ॥ না, না, আমি সে-কথা বলিনি...বুঝলে না, হয়তো পরবর্তী প্রেমের সম্পর্কটার শর্তাবলী কড়াকড়ি না হয়ে সহজতর হবে।

বার্থা ॥ অর্থাৎ তোমার পক্ষে সহজতর, তাই না ?

এক্সেল ॥ তোমার পক্ষেই-বা হতে বাধা কি ?

বার্থা ॥ খুব ভালো কথা বলেছো।

এক্সেল ॥ থাক্ থাক্ ওসব কথা নিয়ে আলোচনা করে লাভ নেই। ...ভালো কথা, আমরা আজকের নৈশভোজের আলাপ করছিলাম। আমাদের অতিথিদের জন্য ব্যবস্থায় যেনো কোনো ত্রুটি না থাকে, বুঝলে ?

বার্থা ॥ (এক্সেল প্রস্থান করার পর।) হ্যাঁ, আজকের নৈশভোজের আলাপই হচ্ছিল বটে...আজকের নৈশ ভোজ, নৈশ ভোজ...(উত্তেজিতভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।)

(হল্ ভগ্নীদ্বয়ের বাগানের দিক থেকে ঘরে প্রবেশ কিছুক্ষণ পর ডাক্তার উস্টারমার্ক ঘরে ঢুকবে।)

এমেলী ॥ বিশ্রী একঘেঁয়ে—বিরক্তিকর।

থেরেসী ॥ অসহ্য। আমাদের নেমন্তন্ন করে এনে এ বাড়ীর কর্ত্রী যেমন ব্যবহার করছে, তাকে আমি ভদ্র ব্যবহার বলতে পারি নে।

এমেলী ॥ মেয়েদের মধ্যে যে-ভদ্রমহিলাটির মাথার চুল ছোটো করে ছাঁটা, আমার মতে, তাঁর ব্যবহার সত্যি আপত্তিকর। আর উনি-ই তো এ বাড়ীর কর্ত্রী।

থেরেসী ॥ কিন্তু এঁরা বলছেন, একজন লেফ্‌টেন্যান্টও নাকি নিমন্ত্রিতদের মধ্যে আছেন...তিনি নিশ্চয়ই আসবেন...

এমেলী ॥ তাহলে তো বাঁচা যায়। উঃ এই শিল্পীজাতটা—কি আর বলবো। এক-একটা আস্ত গাঁড়োল।

থেরেসী ॥ আস্তে, আস্তে।—দেখছো না, ভদ্রলোক নিশ্চয়ই একজন কূটনীতিক দূত—পোষাকে-আশাকে দেখলে বেশ বোঝা যায়, জাঁদরেল কেউ হবেন। (দু'বোন একটি সোফায় পাশাপাশি বসলো।)

ডাক্তার ॥ [বাগানের দিক থেকে ডাক্তার ঘরে ঢুকলো। স্প্রিংযুক্ত, ডাঁটিহীন চশমা (Prince-nez) দিয়ে মেয়ে দুটিকে দেখতে লাগলো।] ভদ্রমহিলা-দ্বয়, আমায় ক্ষমা করবেন...হুম্...প্যারী শহরে আমাদের দেশের অগুনতি মহিলাকে সব সময়েই দেখতে পাওয়া যায়—আপনারা আমার স্বদেশীয় মনে হচ্ছে—আপনারাও বুঝি শিল্পী? বেশ, বেশ। পেইন্টিং করেন, তাই না?

এমেলী ॥ না, না, আমরা পেইন্টিং করিনে।

ডাক্তার ॥ তা কিছু কিছু নিশ্চয়ই করেন। এই প্যারী শহরে সব মহিলাকেই ছবি আঁকতে দেখা যায়—তাঁদের সবারই এ অভ্যাসটা কমবেশী আছে।

থেরেসী ॥ আমরা ওসবের ধার ধারি নে।

ডাক্তার ॥ কিন্তু আপনাদের খেলা করার অভ্যাস নিশ্চয়ই আছে।

এমেলী ॥ খেলা? তার মানে?

ডাক্তার ॥ অবশ্য আমি তাস খেলার কথা বলছি নে। কিন্তু সব মহিলাই কোন-না-কোন খেলা খেলে থাকেন।

এমেলী ॥ আমার মনে হচ্ছে, আপনি সবেমাত্র গ্রাম থেকে এসেছেন।

ডাক্তার ॥ হ্যাঁ, সবেমাত্র গ্রাম থেকে এসেছি। কিন্তু বলুন, আপনাদের কি কাজে আমি লাগতে পারি?

থেরেসী ॥ মনে কিছু করবেন না, আপনার পরিচয় লাভের সৌভাগ্য তো এখন পর্যন্ত আমাদের হয় নি।

ডাক্তার ॥ আপনারা নিশ্চয়ই সবেমাত্র স্টক্‌হোলম্ থেকে এসেছেন, তাই এ-দেশের রেওয়াজ জানেন না। এদেশে কারু সঙ্গে আলাপ করতে হলে, জামিনদারের প্রয়োজন হয় না।

এমেলী ॥ আমরা কি কোন জামিনদারের কথা বলেছি নাকি?

ডাক্তার ॥ না, তা বলেন নি বটে! কিন্তু বলুন তো, আপনারা কি জানতে চান? ও বুঝেছি। আমি কে, কী আমার পেশা—আমার সম্পর্কে আপনাদের কৌতূহল মেটাতে চান, তাই না? শুনুন—আমি এই পরিবারের একজন পুরানো ডাক্তার আর আমার নাম এন্ডারসন। আশা করি আপনারাও এখন আপনাদের নাম আমায় জানাবেন।...অবশ্য পুরো নাম না-জানালেও চলবে।

থেরেসী ॥ ডাক্তার এন্ডারসন, আমাদের মিস্ হল্ বলে ডাকলেই চলবে।

ডাক্তার ॥ হল্? হুম্। এ নাম তো আগেও শুনেছি—নিশ্চয়ই শুনেছি। মনে কিছু করবেন না, আমায় ক্ষমা করবেন। আপনাদের একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে চাই।...অবশ্য প্রশ্নটি গ্রাম্য ধরনের প্রশ্ন...

এমেলী ॥ বেশ তো, লজ্জার কী আছে? বলুন।

ডাক্তার ॥ আপনাদের বাবা কি জীবিত আছেন?

এমেলী ॥ না, তিনি মারা গেছেন।

ডাক্তার ॥ ওঃ মারা গেছেন। হুম্‌। কিন্তু এর পর আমার দ্বিতীয় প্রশ্নটি না করে পারছি নে। আপনাদের বাবা কি...

থেরেসী ॥ আমাদের বাবা গোথেনবার্গ-এ অগ্নিবীমা কোম্পানীর ডিরেক্টর ছিলেন।

ডাক্তার ॥ তাই নাকি।...আমায় ক্ষমা করবেন...প্যারী শহরটি বড়ই মজার শহর তাই না?

এমেলী ॥ ঠিকই বলেছেন, মজার শহরই বটে।—থেরেসী, আমার গায়ের শালটা কোথায় রাখলাম বলো তো। এ ঘরটায় কেমন ঠাণ্ডা লাগছে। (সোফা থেকে উঠে দাঁড়ালো।)

থেরেসী ॥ বাগানের তাঁবুতে সম্ভবতঃ ফেলে এসেছো। (উঠে দাঁড়ালো।)

ডাক্তার ॥ (উঠে দাঁড়ালো) না, না, আপনারা যাবেন না। আমি যাচ্ছি। তাঁবু থেকে শালটা আমি নিয়ে আসছি। এখানে চুপচাপ বসে থাকুন—চুপ্‌-চাপ্‌ বসে থাকুন—আমি নিয়ে আসছি। (বাগানের দিকে গেলো।)

(একটু পরে মিসেস হলের প্রবেশ। তিনি ঘরের ডান পাশের দরজা দিয়ে ঢুকলেন। অতিশয় উল্লসিত—খুশীতে গাল দু'টি রাঙা। কথাবার্তায় ভরাট গলা।)

এমেলী ॥ এই যে মা এসেছে। আবার সেই-ই মূর্তি ধরেছো। আচ্ছা মা, তুমি এখানে কি করতে এসেছো?

মিসেস হল্‌ ॥ চুপ করো। তোমার যেমন এখানে আসবার অধিকার আছে—আমারও ঠিক তেমনি অধিকার আছে।

থেরেসী ॥ কিন্তু তুমি মদ খেয়েছো কেন? ধরো, যদি কেউ এখন এসে পড়ে?

মিসেস হল ॥ আমি কখন মদ খেলাম? —কী সব বেকুফের মতো কথা বলছো।

এমেলী ॥ ডাক্তার যদি ফিরে এসে তোমায় এখানে এইভাবে দেখে, বলো তো তা হলে কাণ্ডটা কী হবে? চলো, ও ঘরে যাই—ওখানে গিয়ে এক গ্লাস পানি তোমার খাওয়া দরকার।

মিসেস হল্‌ ॥ নিজের মায়ের সঙ্গে মেয়ের ব্যবহারের নমুনা দেখো। মেয়ে হয়ে মাকে বলছে, তুমি মদ খেয়েছো—নিজের মাকে—গর্ভধারিণীকে!

থেরেসী ॥ থামো বকর বকর করো না। চলো শীগগীর চলো। (দু'জনা তাঁকে ধরে পাশের ঘরে নিয়ে গেলো।)

মিসেস হল্‌ ॥ (যেতে যেতে হাত পা ছুঁড়ে বললে) নিজের মায়ের সঙ্গে এমন ব্যবহার।...নিজের মায়ের ওপর তোমার কি কোনো শ্রদ্ধা নেই?

এমেলী ॥ না, খুব বেশী নেই। নাও, তাড়াতাড়ি করো। (তিনজনারই প্রস্থান।)

(বাগানের দিক থেকে এক্সেল ও কার্ল প্রবেশ করলো।)

কার্ল ॥ এক্সেল, আপনাকে আজ দেখে সত্যি খুব শক্ত সমর্থ মনে হচ্ছে—আগের চেয়ে আজ অনেক বেশী পুরুষোচিত আর বলিষ্ঠ মনে হচ্ছে।

এক্সেল ॥ জানেন না বুঝি! —আমি আমার বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করেছি।

কার্ল ॥ সেই গোড়া থেকেই এটা করা উচিত ছিলো—আমি যেমন করেছি।

এক্সেল ॥ আপনি যেমন করেছেন, তার মানে?

কার্ল ॥ হ্যাঁ আমি যেমন করেছি। আমাদের পরিবারের আমি-ই কর্তা—আমিই-প্রভু, গোড়া থেকেই আমি এই ভূমিকা গ্রহণ করেছি। সেই গোড়াতেই আমি স্পষ্ট বুঝে নিয়েছিলাম, এ দায়িত্ব একান্তভাবে আমার ওপরই বর্তায়। এবং তার দুটি কারণও আছে। একটি হচ্ছে: আমি উচ্চতর মেধা ও বুদ্ধির অধিকারী। আর, দ্বিতীয়টি হচ্ছে: কর্তৃত্ব করাই আমার স্বভাব।

এক্সেল ॥ আপনার স্ত্রী কি তা পছন্দ করতেন?

কার্ল ॥ সে-কথা তাকে জিজ্ঞেস করার আমার কোনদিন খেয়াল হয় নি। কিন্তু তার কথাবার্তা আচরণ থেকে যা বোঝা গেছে, তা থেকে আমি নিঃসন্দেহ হয়েছি যে, আমার সেই কর্তার ভূমিকাকে সে পুরোপুরি অনুমোদন করেছে, স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়েছে। যদি কোন মহিলা সত্যিকার কোন পুরুষকে তার স্বামী হিসেবে পায়, তা হলে মেয়েমানুষ হওয়া সত্ত্বেও সে মহিলাকে মানুষ করে গড়ে তোলা যায়।

এক্সেল ॥ কিন্তু আপনি কি মনে করেন না, পরিবারে স্বামী-স্ত্রী দুজনার সমান অধিকার থাকা উচিত।

কার্ল ॥ ক্ষমতা অবিভাজ্য, বুঝলেন! হয় হুকুম করো অথবা হুকুম তামিল করো। হয় আমার স্ত্রী অথবা আমি! এবং আমি মনে করি, আমি-ই হুকুম করার অধিকারী, আর এ অধিকার তাকে মেনে নিতেই হবে।

এক্সেল ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ সবই বুঝলাম...কিন্তু আপনার স্ত্রীর তো নিজস্ব অনেক টাকা পয়সা ছিলো।

কার্ল ॥ একটি কানাকড়িও ছিলো না। আমার সঙ্গে ঘর করতে এসেছিলো, একটিমাত্র বস্তু হাতে করে—বস্তুটি হচ্ছে, সুরুয়া খাবার একটি রুপোর চামচ। আর আমাদের বিয়ের কাবিননামায় সেই চামচটিকে তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে লিখে রাখার দাবী করেছিলো। আমার স্ত্রী যা তা ব্যক্তি নয় বুঝলেন! নিয়ম-নীতি খুব কড়াকড়িভাবে মেনে চলে। নীতিবান মেয়ে! কিন্তু তার মনটা খুবই ভালো। আমার প্রতি সে খুবই সদয় এবং আমিও তার প্রতি। মানুষের বিবাহিত জীবন সত্যি আনন্দের, তাই না? আর আমার স্ত্রীর হাতের রান্না! আহা—চমৎকার!

(হল্ কন্যাদ্বয়ের বাম দিক থেকে প্রবেশ।

এক্সেল ॥ আপনাদের সাথে লেফ্‌টেন্যান্ট স্টারক্-এর পরিচয় করিয়ে দিতে চাই।

কার্ল ॥ বালকদ্বয়—না, না, মহিলাদ্বয়, আপনাদের সাথে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়ে ধন্য হলাম।... (হঠাৎ তার মনে পড়ে, মেয়ে দুটি আগে থেকেই তার পরিচিত। হলুকন্যাদ্বয় বিব্রতবোধ করে এবং বাগানের পাশে চলে যায়।) এ মেয়ে দুটি এখানে এলো কি করে ?

এক্সেল ॥ এ প্রশ্ন করছেন কেন ? এঁরা আমার স্ত্রীর বন্ধু। এই প্রথম এঁরা এ বাড়ীতে এসেছেন, আগে কখনও আসেন নি। আপনি এঁদের চেনেন নাকি ?

কার্ল ॥ হ্যাঁ, কিছুটা চিনি।

এক্সেল ॥ কি বলতে চান বুঝতে পারলাম না।

কার্ল ॥ একদিন রাতে সেন্ট পিটার্সবার্গে আমি এদের খপ্পড়ে পড়েছিলাম।

এক্সেল ॥ একদিন রাতে ?

কার্ল ॥ হ্যাঁ রাতে।

এক্সেল ॥ ভালো করে মনে করে দেখুন, বোধহয় ভুল করছেন।

কার্ল ॥ না, না ভুল করছি নে। সেন্ট পিটার্সবার্গে সবাই এঁদের দু'জনাকে চেনে।

এক্সেল। আর বার্থা আমার বাড়ীতে এমন মেয়ে নিয়ে এসেছে।

বার্থা ॥ (রণমূর্তি নিয়ে প্রবেশ) এ সবের মানে কি, আমি জানতে চাই। তুমি ঐ মেয়ে দুটিকে অপমান করেছো ?

এক্সেল ॥ না। কিন্তু...

বার্থা ॥ তারা কাঁদতে কাঁদতে বাগানে গিয়ে বললে, এখানে তোমরা যারা আছো, সেইসব ভদ্রলোকের সঙ্গে থাকা তাদের পোষাবে না। কি, হয়েছে কি ?

এক্সেল ॥ এই মহিলাদ্বয়কে তুমি চলো ?

বার্থা ॥ তারা আমার বন্ধু। এর চেয়ে আরও বেশী পরিচয় দেয়ার কি কোন প্রয়োজন আছে ?

এক্সেল ॥ না তা নয়, তবে...বুঝলে না, কিন্তু...যদি ---

অস্কার ॥ (বাগানের দিক থেকে এলো।) মাথামুণ্ড কিছুই বুঝছি নে, ব্যাপার কি বলো তো। ঐ বাচ্চা মেয়ে দু'টির সাথে তোমরা কি করেছো, বলো তো। আমি তাঁদের বললাম, আপনাদের গায়ের কোট আমায় দিন, আপনাদের অসুবিধা হচ্ছে, আমি নিচ্ছি কিন্তু কিছুতেই নিতে দিলে না, উপরন্তু অঝোরে তারা কাঁদছে।

কার্ল ॥ (বার্থাকে লক্ষ্য করে) আমি আপনাকে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করতে চাই, এই মেয়ে দুটি কি আপনার বন্ধু ?

বার্থা ॥ হ্যাঁ আমার বন্ধু। কিন্তু এ পরিচয়ে যদি আপনারা সন্তুষ্ট না হন, ডাক্তার উস্‌টারমারক্ মেয়ে দু'টির আরও সঠিক পরিচয় দিয়ে আপনাদের সন্তুষ্ট করতে পারবে বলে আশা করি। কারণ, মেয়ে দুটির ব্যাপারে ডাক্তার উস্‌টারমারকের কিছুটা দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে..

কার্ল ॥ একটা ভুল বোঝাবুঝি থেকে বৃথা তালগোল পাকানো হচ্ছে। আপনারা কি বলতে চান,যেহেতু এই মেয়ে দু'টির সাথে একদিন আমার একটা সম্পর্ক হয়েছিল, তাই আমাকে তাদের সেবার জন্য দুঃসাহসী বীরের ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে ?

বার্থা ॥ মেয়ে দু'টির সাথে সম্পর্ক ? সম্পর্কটা কী ধরনের ? কি বলতে চান, আপনি ?

কার্ল ॥ একটা সাময়িক সম্পর্ক—এ শ্রেণীর মহিলাদের সাথে পুরুষদের সচরাচর যে-ধরনের সম্পর্ক হয়ে থাকে, ঠিক তেমনি।

বার্থা ॥ কি বলছেন আপনি। এ শ্রেণীর মহিলা। মিথ্যা কথা বলছেন।

কার্ল ॥ মিথ্যা কথা বলতে আমি অভ্যস্ত নই।

ডাক্তার ॥ মাথামুণ্ডু ছাই আমি কিছুই বুঝতে পারছি নে। এ মেয়ে দু'টিকে নিয়ে আমার কি করার আছে ?

বার্থা ॥ (বিদ্রূপের স্বরে) তোমার নিজের যে-সন্তানদের তুমি ত্যাগ করেছো, সেই সন্তানদের সম্পর্কে তোমার আর কিছুই করণীয় নেই—এ কথাই কি তুমি বলতে চাও ?

ডাক্তার ॥ এ মেয়ে দুটি আমার সন্তান। কে বললে। এরা আমার সন্তান নয়। কি যে বলছো, কিছুই বুঝতে পারছি নে।

বার্থা ॥ তোমার যে-স্ত্রীকে তুমি তালাক দিয়েছো তারই গর্ভে তোমার এই মেয়ে দু'টির জন্ম...

ডাক্তার ॥ দেখা যাচ্ছে, তুমি যেমন অবিবেচক, তেমনি কৌতূহলী, তাই আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারকে দশের সামনে তুলে ধরতে চাও। ভালো কথা। আমিও দশের সামনে সব কথা খুলে বলবো। তুমি আবিষ্কার করেছো, আমি বিপত্নীক নই—আমার স্ত্রী আমাকে তালাক দিয়েছে। ভালো। এখন শোনো, আজ থেকে কুড়ি বছর পূর্বে আমার বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। সেই বিয়ের কোন সন্তান হয় নি। পরবর্তী কালে আবার একটি বিয়ে করি। আমার এই দ্বিতীয় বিয়ের একটি সন্তান আছে—তার বয়স এখন পাঁচ বছর। এখন বুঝলে তো, এই বয়স্থা মেয়ে দু'টি আমার সন্তান নয়। সব কথা তোমাকে শোনালাম।

বার্থা ॥ কিন্তু তুমি তোমার স্ত্রীকে একেবারে পথে বসিয়েছো...

ডাক্তার ॥ না, একথাও সত্যি নয়। সে ইচ্ছে করে চলে গেছে, অথবা সত্যি কথা বলতে হলে বলতে হয়, সে বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে, সে চলে যাবার পর থেকে আমার আয়ের অর্ধেক টাকা আমি তাকে বরাবর দিয়ে এসেছি। কিন্তু অবশেষে যখন শুনলাম সে...থাক্ আমি আর বলতে চাই নে, ও-কথা না বলাই ভালো। ... তার খরচ আর আমার খরচ—এই দুটো আলাদা সংসারের খরচ যোগাড় করতে আমায় কি পরিশ্রম করতে হয়েছে, কী পরিমাণ ত্যাগস্বীকার করতে হয়েছে, তা যদি তুমি অন্ততঃ কিছুটাও ধারণা করতে পারতে, তাহলে, নিশ্চয়ই তুমি এই অপ্রিয় প্রসঙ্গটা টেনে এনে আমায় বৃথা এভাবে বিব্রত করতে না। কিন্তু ব্যাপারটা কি জানো? তোমাদের প্রকৃতির মেয়েদের স্বভাবই নয়, অতো কিছু তলিয়ে দেখা। এ ব্যাপারটা নিয়ে তোমার মাথা ঘামানোর বিন্দুমাত্র হেতু নেই, তবু তোমার যতোখানি জানা দরকার সবকিছুই তোমায় বললাম।

বার্থা ॥ তোমার প্রথম স্ত্রী তোমাকে ছেড়ে চলে গেলো কেন, জানবার জন্য আমার বড় কৌতূহল হচ্ছে।

ডাক্তার ॥ আমার প্রথম স্ত্রী ছিলো নীচু, হিংসুটে এবং অতি নোংরা মেয়েমানুষ আর আমি তার সাথে ব্যবহারে ছিলাম অতি ভদ্র—আমার মনে হয় না, এসব কথা শুনে তুমি খুশী হবে। তাই ও প্রসঙ্গ থাক। কিন্তু বার্থা একটা কথা ভেবে দেখো। আমি জানি, তোমার মনটা খুব নরম আর বড্ড স্পর্শকাতর—তুমি একবার ভেবে দেখো তো, এই মেয়ে দুটি যদি সত্যি সত্যি আমার নিজের সন্তান হতো—তোমার ও কার্ল, উভয়ের বন্ধু এই মেয়ে দু'টি—তুমি কি কল্পনা করতে পারো, এরা যদি সত্যি আমার সন্তান হতো, তাহলে সুদীর্ঘ আঠারো বছর পর আবার তাদের সাক্ষাৎ লাভ করা, এতে আমার এই বুড়ো মন কতোখানি উল্লসিত হতো! —আঠারো বছর আগে অসুখে বিসুখে যে-বাচ্চাদের বুকে নিয়ে রাতের পর রাত জেগে কাটিয়েছি, তাদের সাথে আবার দেখা হওয়া, এ-যে কী আনন্দ, তুমি কি তা কল্পনা করতে পারো? আর ঐ স্ত্রী লোকটি, তুমি যাকে বলতে চাও আমার প্রথম স্ত্রী, আমার জীবনের প্রথম প্রেয়সী, যার মাধ্যমে আমার জীবনের বাস্তব উপলব্ধি সর্বপ্রথম মূর্ত হবার সুযোগ পেয়েছিলো—কথাটা একবার ভেবে দেখো—সেই স্ত্রীলোকটি তোমার নেমন্তন্ন গ্রহণ করে এখানে এসেছে। চমৎকার একটি রোমাঞ্চকর, মিলনান্তক নাটকের পঞ্চম অঙ্কের অভিনয় দ্বারা আমাদের আপ্যায়িত করার তুমি সুন্দর ব্যবস্থা করেছো। একজন নিরপরাধ লোকের বিরুদ্ধে কী নিদারুণ প্রতিশোধ নেয়ারই না ব্যবস্থা করেছো। ধন্যবাদ। তুমি

আমার পরুরোনো বন্ধু—আমার দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বের প্রতিদান তুমি যে এইভাবে দিলে, ধন্যবাদ জানাই সেজন্য।

বার্থা ॥ প্রতিদান? প্রতিশোধ? হ্যাঁ, হ্যাঁ আমার মনে আছে তোমার ভিজিট ও অষুধের বাবদ আমার কাছে কিছু টাকা তোমার পাওনা আছে।

এস্ত্রেল ও কার্ল ॥ আঃ কি সব বলছো!

বার্থা ॥ আমি ভুলে যাই নি, আমার মনে আছে, আমার মনে আছে—ভিজিট ও অষুধ বাবদ কিছু টাকা তুমি পাবে।

এস্ত্রেল ও কার্ল ॥ ছিঃ ছিঃ ছিঃ কী লজ্জার কথা।

ডাক্তার ॥ আমি চললাম। বার্থা, তোমাকে দেখে আমার লজ্জা হয় (বিদ্রুপের স্বরে।) আমার যে কিছু টাকা পাওনা আছে, একথা তোমার মনে তো থাকবেই—তুমি যে সেই শ্রেণীরই মেয়ে। আমায় ক্ষমা করো, এস্ত্রেল—কথাটা না বলে পারলাম না।

বার্থা ॥ (এস্ত্রেলকে লক্ষ্য করে) আর তুমি সেই শ্রেণীরই পুরুষ, যারা নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে নিজেদের স্ত্রীর অপমান সহ্য করে।

এস্ত্রেল ॥ তোমার নিজস্ব কোন ব্যাপারে আমি হস্তক্ষেপ করতে চাইনে—তুমি নিজে কাউকে অপমান করো অথবা কারু দ্বারা অপমানিত হও, দুই-ই তোমার একান্তভাবে নিজস্ব ব্যাপার; সুতরাং আমার কিছুই করবার নেই। (গীটার ও গানের আওয়াজ বাগানের দিক থেকে ভেসে আসছে।) গায়করা এসে গেছে। যাও, এবার একটু বাগানে যাও—গান বাজনায় মনটা কিছুটা প্রফুল্ল হবে। (বাগানের দিকে সবাই চলে গেলো।)

(মঞ্চের ওপর শুধু ডাক্তার রয়েছেন। বাগান থেকে মৃদু গানের সুর ভেসে আসছে। ডাক্তার পায়চারি করতে করতে ঘরের বাম দিকের দেয়ালের ছবিগুলি দেখতে লাগলেন। ছবিগুলি দেখার জন্য এগোতে এগোতে এস্ত্রেল ঘরের দরজার সামনে আসতেই হঠাৎ ঘরটি থেকে বেরিয়ে এলেন মিসেস হল। তিনি স্খলিতচরণে মঞ্চে ঢুকতে ঢুকতে হঠাৎ থেমে পড়লেন; তারপর একটি চেয়ারে বসলেন। ডাক্তার তাঁকে চেনেন না, কিন্তু তবু মাথা নুইয়ে অভিবাদন করলেন।)

মিসেস হল ॥ গানের সুরটা!—কী গাচ্ছে বলুন তো।

ডাক্তার ॥ ইতালীয়ান—গায়করা ইতালীর অধিবাসী।

মিসেস হল্ ॥ তাই নাকি?...ঠিক্। কোন সন্দেহ নেই, এ ঠিক তারই কণ্ঠ যাকে আমি মন্‌টিকার্লো-তে গাইতে শুনেছিলাম।

ডাক্তার ॥ তা কি করে বলতে পারেন? ইতালীর কতো গায়কই তো আছেন।

মিসেস হল্ ॥ কে আপনি?—আমি নিশ্চিত, এ ভদ্রলোক উস্টারমার্ক্। তিনি ছাড়া এমন চটপট করে উত্তর দিতে কাউকে বড়ো-একটা দেখি নি।

ডাক্তার ॥ (মিসেস হলের প্রতি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বললেন) কী তাজ্জব ব্যাপার!—মূর্তিমান ভীতির চাইতেও এ-যে সাংঘাতিক কান্ড!—হ্যাঁ তুমি ক্যারোলিনা! —তোমার সঙ্গে আমার পুনরায় সাক্ষাৎ... এই অভাবনীয় কান্ডটাকে এড়াতে চেষ্টা করেছি, এর স্বপ্ন দেখেছি—কামনা করেছি পুনরায় সাক্ষাৎ লাভের! সাক্ষাৎ লাভের আশঙ্কায় ভয়ে আঁতকে উঠেছি।—মনে মনে কামনা করেছি, প্রার্থনা করেছি জীবনে আসুক একবার সাক্ষাৎ লাভের সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্তটি আর এসে, আমায় করুক আঘাত। আর, মনে মনে ভেবেছি, সেই আঘাতের পর আমার জীবনে ভয় করার বা শঙ্কিত হবার দুর্ভাবনা আর থাকবে না—সব চুকে যাবে। (পকেট থেকে ছোটো একটা শিশি বের করে, কর্ক দিয়ে শিশির মুখটা চেপে কয়েক ফোঁটা ঔষধ নিজের জিভে ফেললে।) ভয় পেও না—বিষ নয়। আর বিষ এতো কম মাত্রায় লোকে খায় না। এটা আমার হৃদ-রোগের ঔষধ।

মিসেস হল্ ॥ (চোখ-মুখ খিঁচিয়ে) হ্যাঁ, তোমার হৃদয়—তোমার সেই বেয়াড়া হৃদয়—যে হৃদয়ের সাথে সারাটা জীবন তুমি লড়ে চলেছো।

ডাক্তার ॥ কী আশ্চর্য দেখো, দু'জন প্রবীণ লোকের আঠারো বছর পর একবার পরস্পর দেখা হলো আর দেখা হতেই তারা শুরু করলে ঝগড়া।

মিসেস হল্ ॥ ঝগড়া করো তো সব সময়ে তুমি-ই।

ডাক্তার ॥ কার সাথে? নিজের সাথে? কিন্তু শোন, ঝগড়াটা এবার চূড়ান্তভাবে মিটিয়ে ফেলা যাক। দেহে বিন্দুমাত্র শিহরণ না জাগিয়ে তোমার সাথে আমি মুখোমুখি হয়ে বসতে চাই। (একটি চেয়ার নিয়ে এসে কথাটা বলতে বলতে মিসেস হলের মুখোমুখি বসে পড়লো।)

মিসেস হল্ ॥ আমি তো এখন বুড়ো।

ডাক্তার ॥ ঐ পথের আমরা সবাই পথিক।...বার্ধক্য—কথাটা আমরা বইয়ে পড়ি, লোকের মুখ থেকে শুনি, চোখের ওপর দেখি—নিজের দেহে বার্ধক্যের আগমন অনুভব করি—অথচ বার্ধক্য—কথাটা শুনলে ভয়ে আঁতকে উঠতে হয়—কী ভয়ঙ্কর...দেখো, চেয়ে দেখো, আমিও বুড়ো হয়ে পড়ছি।

মিসেস হল্ ॥ কিন্তু তুমি তোমার নতুন জীবনে তো বেশ সুখী!

ডাক্তার ॥ সত্যি কথা বলতে হলে, সেই একই একঘেঁয়েমী...দ্বিতীয়বার নতুন দাম্পত্য জীবন বটে কিন্তু অবিকল সেই পুরাতন।

মিসেস হল্ ॥ বর্তমানের চেয়ে অতীতের দিনগুলি সুন্দর ছিলো, তাই না?

ডাক্তার ॥ না—বর্তমানের চেয়ে সুন্দর ছিলো না। অবিকল এই বর্তমানের দিনগুলির মতই ছিলো আমার অতীতের দিনগুলি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে : অতীতের মত অবিকল বর্তমানের দিনগুলি, এ-কথা স্বীকার করে নিয়েও কি বর্তমানটা আমার কাছে অতীতের চেয়ে সুন্দর মনে হতে পারে না? শোনো, ফুলের মত আমরাও জীবনে মাত্র একবারই ফুটে উঠি, তারপর ফুল থেকে রূপান্তরিত হই বীজে। তারপর সেই বীজ থেকে জন্ম নেয় শস্য...কিন্তু থাক ওসব কথা। তোমার খবর বলো। আজকাল কী ধরনের জীবন-যাপন করছো?

মিসেস হল্ ॥ (নিজেকে অপমানিত বোধ করলেন।) কী ধরনের জীবন-যাপন করছি, এ প্রশ্নের মানে?

ডাক্তার ॥ আমাকে ভুল বুঝো না। আমার প্রশ্নটির মানে হচ্ছে—আমি তোমায় জিজ্ঞেস করতে চাই, তুমি তোমার বর্তমান জীবনে সুখী কি না?... (কতকটা আপন মনে) মেয়েদের সঙ্গে কথা বলার সময় খুবই সতর্কতার সাথে প্রত্যেকটি শব্দ বাছাই করে ব্যবহার করা উচিত।

মিসেস হল্ ॥ আমি সুখী কি-না জানতে চাও?—হুম্।

ডাক্তার ॥ তুমি কোনদিনই সুখী হতে শিখলে না। বয়স যখন কম থাকে—তরুণ বয়সে মানুষ চায় তার জীবনে সবকিছুই প্রথম শ্রেণীর হোক, কিন্তু পরিণত বয়সে তৃতীয় শ্রেণীর জিনিষ পেয়েই তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। ভালো কথা, তুমি মিসেস য়্যাবার্গকে নাকি বলেছো, তোমার মেয়ে দুটির জন্মদাতা আমি?

মিসেস হল ॥ আমি বলেছি? মিথ্যা কথা।

ডাক্তার ॥ কিন্তু সত্যি কথা বলতে তো তুমি এখনও শেখো নি। সেই গোড়ার দিকে—যখন ভালো করে তোমায় বুঝতে পারতাম না—বর্তমানে যতখানি বুঝতে পারি, তোমায় আমি যতখানি চিনি, সেই গোড়ার দিকে যখন তোমায় আমি অতখানি চিনতাম না তখন মিথ্যা কথা বলার জন্য তোমায় আমি তিরস্কার করতাম। কিন্তু এখন বুঝেছি, মিথ্যা কথা বলাটা তোমার স্বভাবগত। তুমি মিথ্যা বলো অথচ তোমার ধারণা তুমি সত্যি-ই বলছো...কী সাংঘাতিক ব্যাপার! যাক্ গে...তুমি এখন এখান থেকে চলে যেতে চাও অথবা তুমি চাও, আমি চলে যাই।...

মিসেস হল্ ॥ (চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন।) আমি চলে যাচ্ছি...(অসাড় দেহ চেয়ারের ওপর এলিয়ে পড়লো আর দু'হাত দিয়ে ধরবার জন্য একটা অবলম্বন খুঁজতে লাগলেন।)

আরায় ॥ সে কি। মদ খেয়ে একদম মাতাল। ছিঃ ছিঃ কি বিশ্রী কাণ্ড...
জঘন্যতম। লজ্জা শরমের বালাই নেই...এর বেলেল্লাপনা দেখে রাগে লজ্জায় আমার কান্না পাচ্ছে...ক্যারোলিনা শুনছো।...না, আমার পক্ষে এ কাণ্ড সহ্য করা কঠিন।

মিসেস হল্ ॥ আমি অসুস্থ।

ডাক্তার ॥ হ্যাঁ জানি, মাত্রাতিরিক্ত মদ খেলেই তুমি অসুস্থ হয়ে পড়ো। কিন্তু তোমার আজকের এখানকার এই কাণ্ড আমায় পাগল না করে ছাড়বে না —সত্যি অসহ্য। মায়ের জীবনকে রক্ষা করার জন্য আমি তার গর্ভের সন্তানকে হত্যা করেছি—আর যখন হত্যা করি, তখন গর্ভে অবস্থিত সেই ভ্রূণের মৃত্যুর বিরুদ্ধে লড়াই-এর যন্ত্রণা আমি অনুভব করেছি —তার ক্ষুদ্র দেহের শিরা উপশিরা ছিঁড়ে কুটি-কুটি করেছি, ভ্রূণের হাড়-হাড্ডির মজ্জা—যা দেখতে মাখনের মতো, আমি তা প্রত্যক্ষ করেছি। কিন্তু আজ—এই মুহূর্তে যে-অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করছি, এমন যন্ত্রণা জীবনে আর-কখনও অনুভব করি নি। সেই যে দিন তুমি আমায় ছেড়ে চলে গেছো, তার পর থেকে আর কোনদিন আজকের মত যন্ত্রণা অনুভব করি নি। সেদিন মনে হয়েছিল, তুমি বিদায় নেয়ার সাথে সাথে যেন আমি হারিয়ে ফেললাম আমার একটা ফুসফুস—যেন মাত্র একটা ফুসফুস দিয়েই বাকি জীবনটা আমাকে শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়ার কাজ চালাতে হবে।...কিন্তু এখন, এই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছে আমি যেন নিশ্বাস নিতে পারছি নে, আমার দম যেন আটকে আসছে।

মিসেস হল ॥ তুমি আমায় একটু সাহায্য করো—এখন থেকে আমায় বাইরে নিয়ে চলো। এখানে বড্ডো গোলমাল। কেন যে মরতে এখানে এসেছিলাম, নিজেই তা বুঝতে পারছি নে। তোমার হাতটা এগিয়ে দাও—আমায় ধরে নিয়ে চলো।

ডাক্তার ॥ (হাত ধরে পেছন দিকে দরজার পানে যেতে যেতে) এমন একদিন ছিলো যেদিন আমি তোমার হাত পাবার জন্য তোমার কাছে অনুরোধ করতাম। আর তুমি যখন আমার হাতে হাত রাখতে, তোমার ঐ নরম তুল-তুলে হাত আমার কাছে পাথরের মত ভারি ঠেকতো। একদিন ঐ হাত দিয়ে তুমি আমার মুখে থাপ্পড় মেরেছিলে—ঐ ছোট্ট নরম তুলতুলে হাত দিয়ে। আর পাল্টা আমি তোমার হাতে চুমু খেয়েছিলাম। কিন্তু সে-হাত এখন শুকিয়ে হাড়হাড্ডি সার হয়েছে—ও হাত থাপ্পড় মারার জন্য আর উদ্যত হয় না। জীবনের সেই আনন্দোচ্ছ্বল দিনগুলি—হায়, কোথায় যেন হারিয়ে গেল। আমার যৌবনের নববধূর মতো আনন্দময় সেই দিনগুলি যে-পথ দিয়ে বিদায় নিলে, তুমিও সেই পথ ধরে চলে গেলে।

মিসেস হল ॥ (যেতে যেতে পাশের ঘরের খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে) আমার কোট কোথায় ?

ডাক্তার ॥ (পাশের ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন।) নিশ্চয়ই হল ঘরে রেখেছো।। উঃ কী ভয়ঙ্কর (একটা সিগার ধরালেন।) হায় যৌবন দেবতা—কোন জাহান্নামে তোমার আবাস। ছলনা—প্রতারণা—নববধূ—প্রেম—জীবনের আনন্দ—পুরাতনপন্থী—আধুনিক—উদারনীতিক—সংরক্ষণশীল— আদর্শবাদ —বাস্তববাদ—স্বভাবধর্ম—ছলনা—প্রতারণা—শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শুধু প্রতারণা।

(এস্ত্রেল, ম্যাবেল, উইল্লমার, লেফটেন্যান্ট এবং মিসেস স্টারকের প্রবেশ।)

মিসেস স্টার্‌ক্‌ ॥ ডাক্তার, আপনি চললেন নাকি ?

ডাক্তার ॥ ক্ষমা করুন—চলে না গিয়ে উপায় নেই। আজকের পার্টিটাকে যে-দুজন অপরিচিতা ভেস্তে দিয়েছে তাদের সনাক্ত করতে আমাদের বাধ্য করা হয়েছে।

মিসেস স্টারক ॥ মেয়ে দু'টির কথা বলছেন, বুঝি ?

কার্ল ॥ হ্যাঁ, কিন্তু ও ব্যাপারে তোমার কিছুই করণীয় নেই। আমি ঠিক বুঝতে পারছি নে, আমার মনে হচ্ছে যেন কোনো শত্রু এখানে ঘোরাফেরা করছে...

মিসেস স্টারক ॥ কার্ল, ঐ তোমার এক খেয়াল—সব সময়েই তুমি চারপাশে শত্রুকে ঘোরাফেরা করতে দেখো।

কার্ল ॥ না, না আমি দেখি নে—আমি তাদের উপস্থিতি অনুভব করি।

মিসেস স্টারক ॥ এক কাজ করো বুঝলে—তুমি আমার কাছে এসো—আমি তোমায় শত্রুর কবল থেকে রক্ষা করবো।

কার্ল ॥ জানি, তুমি আমায় খুব স্নেহ করো।

মিসেস স্টার্‌ক্‌ ॥ কেন করবো না ? তোমার মতো চিন্তাশীল দরদী ক'জন আছে ? (ঠিক সেই মুহূর্তে পেছনের ঘরের দরজা খুলে গেলো এবং একটি পেইন্টিং দুজন কুলি ধরাধরি করে বয়ে নিয়ে এলো। তাদের পেছনে বাড়ীর চাকরানীও ঢুকলো।)

এস্ত্রেল ॥ এ-কি কান্ড। এ-সবের মানে কি ?

চাকরানি ॥ বাড়ীর দারোয়ান বললে, এটা নিয়ে স্টুডিও-তে আসতে, কেননা এটা রাখবার মতো কোন ঘর এ বাড়ীতে নেই।

এস্ত্রেল ॥ যতো সব অনাসৃষ্টি কান্ড। এটা এখান থেকে নিয়ে যাও।

চাকরানি ॥ (বার্থাকে লক্ষ্য করে) কিন্তু স্বয়ং কর্ত্রী তো তাঁর এই পেইন্টিং আনতে বলেছেন। বলেন নি, আপনি মিসেস ম্যালবার্গ ?

বার্থা ॥ কথাটা ঠিক তা নয়। তা ছাড়া, এটা আমার আঁকা ছবি নয়। এটা মিঃ ম্যালবার্গের আঁকা। ছবিটা ওখানটায় রেখে দাও। (ছবিটি যে-কুলি দু'জনা

ঘরে নিয়ে এসেছিল তারা এবং চাকরানি বিদায় নিলে। এক্সেল ছবিটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো) সরে দাঁড়াও এক্সেল—ছবিটা আমাদের দেখতে দাও।
এক্সেল ॥ (সরে দাঁড়ালো।) কোথায় যেনো একটা ভুল হয়ে গেছে।
বার্থা ॥ (হাত পা ছুঁড়ে তীক্ষ্ম চিৎকার করলো।) এ-কি? এ-কি কাণ্ড! নিশ্চয়ই কোথাও ভুল হয়ে গেছে? এ সব কাণ্ডের মানে কি? ছবিটা আমার আঁকাই বটে তবে ওতে যে-নম্বর লেখা রয়েছে, সে নম্বরটা তো এক্সেলের। কী সাংঘাতিক কাণ্ড! (মূর্ছিত হয়ে মেঝেতে ঢলে পড়লো)

(ডাক্তার ও কার্ল ধরাধরি করে বার্থার মূর্ছিত দেহ তার ঘরে নিয়ে গেলো। ঘরটি ডান পাশে। অন্যান্য মেয়েরা তাদের পেছনে পেছনে গেলো।)

ম্যাবেল ॥ এবার তার সময় ঘনিয়ে এসেছে।
মিসেস স্টারক্ ॥ ভগবান রক্ষা করুন। ব্যাপার কী! আহা বেচারা! ডাক্তার উসটারমারক্, আপনি কোন কথা বলছেন না কেন? বলুন, কিছু একটা বলুন। আর এক্সেল আপনি এমন চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছেন যে, দেখলে মনে হয় আপনার বুদ্ধিসুদ্ধি সব কিছু বুঝি লোপ পেয়েছে। (ম্যাবেলের পেছনে পেছনে সে-ও ডান পাশের ঘরে চলে গেলো।) (মঞ্চে রইল শুধু এক্সেল ও উইল্লমার।)
এক্সেল ॥ এ কাণ্ডটা তুমি-ই ঘটিয়েছো।
উইল্লমার ॥ আমি?
এক্সেল ॥ (উইল্লমারের কান ধরলে) হ্যাঁ, তুমি—তুমি। কিন্তু তুমি একা নও—তোমার আরও সঙ্গী আছে। তবে তোমার অংশ গ্রহণ বৃথা যাবে না—তার জন্য তোমার যা পাওনা, তা আমি কড়ায় গণ্ডায় শোধ করবো। (উইল্লমারের কান ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে দরজার কাছে নিয়ে গেলো, তারপর এক পা দিয়ে উইল্লমারকে মারলো একটা লাথি—উইল্লমার টলতে টলতে দরজার বাইরে মাটিতে পড়ে গেলো।) বেরিয়ে যাও নচ্ছার।
উইল্লমার ॥ এর প্রতিশোধ তুমি পাবে।
এক্সেল ॥ আমি অবশ্যই তা আশা করি। (ডাক্তার উসটারমারক ও কার্লের প্রবেশ।)
ডাক্তার ॥ এই পেইন্টিং-এর ব্যাপারটা কী, খুলে বলো তো।
এক্সেল ॥ ছবিটাতে সালফিউরিক এসিডের প্রতিরূপ চিত্রিত করা হয়েছে।
কার্ল ॥ কিন্তু আপনি আমায় সত্য করে বলুন তো, প্রদর্শনীতে আপনার ছবি বাতিল হয়েছে, না, বার্থার ছবি?
এক্সেল ॥ বার্থার আঁকা ছবি আমি প্রদর্শনীতে দাখিল করেছিলাম বলে আমার ছবি বাতিল করে দেয়া হয়। তারপর আমি বার্থার অন্তরঙ্গ বন্ধুর ভূমিকা

পালন করতে গিয়ে কারসাজী করে তার ও আমার ছবির নম্বর পাল্টাপাল্টি করে দি-ই।

ডাক্তার ॥ কিন্তু আরও একটা বিষয় তোমার কাছ থেকে আমাদের জানবার আছে। বার্থা বলে, তুমি আর তাকে ভালোবাসো না।

এক্সেল ॥ সে সত্যি কথাই বলেছে। ব্যাপারটা সত্যি তাই—আগামীকাল আমাদের ছাড়াছাড়ি হবে—তারপর থেকে আমরা যে-যার পথে চলবো।

ডাক্তার ও কার্ল ॥ যে-যার পথে চলবে ?

এক্সেল ॥ হ্যাঁ—যেখানে বাঁধনের কোনো অস্তিত্ব নেই, সেখানে বাঁধন ছেঁড়ার কোনো প্রয়োজন পড়ে না, আপনা হতেই বাঁধন ছিঁড়ে যায়। আমাদের আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো বিয়ে হয় নি। বড়ো জোর বলা যেতে পারে আমরা দু'জনা একসাথে বাস করছিলাম অথবা তার চাইতে খারাপও কিছু হয়তো বলা যেতে পারে।

ডাক্তার ॥ চলো এখান থেকে একটু বাইরে বের হই। এখানকার আবহাওয়া পুতিগন্ধময় হয়ে উঠেছে...

এক্সেল ॥ হ্যাঁ, আমিও বাইরে যেতে চাই...। (মঞ্চের পেছন দিকে তারা যেতে লাগলো।)

ম্যাবেল ॥ সে কি ? আপনারা সবাই চলে যাচ্ছেন !

এক্সেল ॥ তাতে তুমি আশ্চর্য হচ্ছো নাকি ?

ম্যাবেল ॥ আমি তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি ?

এক্সেল ॥ বলো, বলে ফেলো।

ম্যাবেল ॥ তুমি ঘরের ভেতর বার্থার কাছে যাবে না ?

এক্সেল ॥ না।

ম্যাবেল ॥ তুমি তার কি করেছ জান ?

এক্সেল ॥ হ্যাঁ, আমি তার মাথা নিচু করে দিয়েছি। তাকে শিক্ষা দিয়েছি।

ম্যাবেল ॥ আমার নজরেও তা পড়েছে। তার হাতের কব্জি নীল হয়ে গেছে। শোনো, আমার দিকে তাকাও। আমি কোনদিন ভাবতেও পারি নি যে, তোমার ভেতর এমন একটা শক্তি আছে। হে বিজয়ী বীর, তুমি এখন বিজয়-উৎসব পালন করতে পারো।

এক্সেল ॥ এটা একটা অনিশ্চিত বিজয় আর এ বিজয় আমি কামনাও করি নি।

ম্যাবেল ॥ কামনা করো নি—এ সম্পর্কে কি তুমি নিশ্চিত ? (এক্সেলের দিকে এগিয়ে গিয়ে সামনা সামনি দাঁড়িয়ে অতি মৃদু স্বরে বললে—) বার্থা তোমায় ভালোবাসে—তার যোগ্যস্থান কোথায়, তুমি তাকে তো দেখিয়ে দেয়ার পর থেকে সে তোমায় ভালবোসতে শুরু করেছে।

এক্সেল ॥ আমি তা জানি, কিন্তু আমি তাকে আর ভালোবাসি নে।

ম্যাবেল ॥ তার কাছে তুমি এখন যাবে না ?

এক্লেল ॥ না—সবকিছু শেষ হয়ে গেছে (ডাক্তারের হাত ধরে বললো—) চলো ডাক্তার।

ম্যাবেল ॥ বার্থাকে কিছুই কি তোমার বলার নেই।

এক্লেল ॥ না, কিছুই বলার নেই —হ্যাঁ, তাকে জানিয়ে দিও বলবার শুধু একটি কথাই আছে আর কথাটি হচ্ছে, আমি তাকে ঘৃণা করি। হ্যাঁ আমি তাকে ঘৃণা করি।

ম্যাবেল ॥ বন্ধু আমার, গুড্‌বাই।

এক্লেল ॥ শত্রু আমার, গুড্‌বাই।

ম্যাবেল ॥ শত্রু ?

এক্লেল ॥ তুমি বুঝি বলতে চাও, তুমি আমার বন্ধু, তাই না ?

ম্যাবেল ॥ ঠিক বুঝতে পারছি নে, আমি কি বলতে চাই, হয়তো আমি তোমার শত্রু ও মিত্র দুই-ই অথবা আমি শত্রুও নই, মিত্রও নই। আমি একটা জারজ !

এক্লেল ॥ তুমি কি মনে করো না, আমরা সবাই জারজ ?— আমরা, যারা পুরুষ জাতি ও স্ত্রী জাতির মিলন থেকে জন্ম নিই—আমরা, যারা বর্ণসংকর, আমরা সবাই কি জারজ নই ? ...সম্ভবতঃ তোমার নিজস্ব মানসিক ঢং অনুসরণ করে তুমি আমায় ভালোবাসো—হয়তো তুমি আমার প্রেমে পড়েছো এবং সেইজন্যই বার্থা ও আমার ছাড়াছাড়ি তুমি কামনা করেছিলে।

ম্যাবেল ॥ (হাতে একটা সিগারেট পাকাতে পাকাতে) প্রেমে পড়েছি ? বলো কি ? প্রেমে পড়লে মনের অবস্থাটা কেমন হয়, তা জানবার জন্য আমার একটা সত্যিকার কৌতুহল আছে বটে কিন্তু আমার দ্বারা ভালোবাসা কোনোদিনই হবে না—আমি কিছুতেই প্রেমে পড়তে পারবো না। ঐ ব্যাপারে আমার চরিত্রে কোথায় যেন একটা অভাব রয়েছে—প্রেমের ব্যাপারে আমার নিজেকে খাপ খাওয়ানো সম্ভব নয়। তোমাদের দু'জনকে দেখে আমি খুব উপভোগ করেছি। তবে এই উপভোগ করার স্পৃহা কমে এলো যখন আমি সচেতন হলাম প্রেমের ব্যাপারে নিজেকে খাপ খাওয়াতে আমি অপারগ।—কিন্তু সম্ভবতঃ তুমি আমার প্রেমে পড়েছো।

এক্লেল ॥ না। আমি কসম করে বলতে পারি, তোমার প্রেমে আমি পড়ি নি। তুমি আমার কাছে একজন কৌতূহলোদ্দীপক, মজাদার সাথী, মিতা, বন্ধু ছাড়া আর কিছুই নও—তবে অন্যান্য বন্ধুর সাথে পার্থক্য এই যে, এই বন্ধুটি মেয়েদের পোষাক পরে। তুমি যে নারী জাতির অন্তর্ভুক্ত, আমার মনে এমন একটা ধারণা তুমি আজ পর্যন্ত সৃষ্টি করতে পারো নি। আর শোন, পুরুষ ও নারী এই দুই বিপরীত জাতের দুই ব্যক্তির মধ্যে শুধু

প্রেম জন্ম নিতে পারে—এ ছাড়া অন্য কোথাও এর জন্ম সম্ভব নয়।

ম্যাবেল ॥ তুমি যৌন-প্রেমের কথা বলছো।

এক্সেল ॥ যৌন-প্রেম ছাড়া আর অন্য কোনো প্রেম আছে নাকি ?

ম্যাবেল ॥ আমি তা জানি নে। কিন্তু কি বলবো, আমার নিজের প্রতি নিজেরই অনুকম্পা জাগছে।...আর নিজের প্রতি এই অনুকম্পা, না, এই ঘৃণা—এই ভয়ঙ্কর ঘৃণা—হয়তো এই ঘৃণা জাগার কোন সুযোগ পেতো না যদি তোমরা পুরুষরা আমাদের সাথে অর্থাৎ মেয়েদের সাথে প্রেম করতে অতো ইতস্ততঃ না করতে। আমি ঠিক বুঝতে পারছি নে, কি আমি বলতে চাই—যদি তোমরা...হ্যাঁ শব্দটা খুঁজে পেয়েছি—যদি তোমরা অতো বেশী নীতিবাগিশ না হতে।

এক্সেল ॥ কিন্তু আমিও ভেবে পাই নে, তুমি-ই বা কিঞ্চিৎ মধুর কিছুটা অমায়িক, কিছুটা নরম হতে চেষ্টা করো না কেন ? তোমার চালচলনে ব্যবহারে তুমি এমন ভাব দেখাও যে, তোমাকে দেখলে মানুষের মনে হয়, তুমি যেন মেয়ে নও—আস্ত পেনাল কোড্—তুমি যেনো মূর্ত ফৌজদারী আইন।

ম্যাবেল ॥ তুমি কি সত্যি মনে করো, আমার চালচলনে আমাকে দেখতে অমন ভীতিপ্রদ মনে হয় ?

বার্থা ॥ (প্রবেশ করে এক্সেলকে বললে—) তুমি কি এখন এখান থেকে চলে যাবে, ভাবছো ?

এক্সেল ॥ হ্যাঁ, একটু আগে তাই ভেবেছিলাম বটে। কিন্তু এখন মত পাল্টিয়েছি। যাবো না, এখানেই থাকবো।

বার্থা ॥ (মৃদুস্বরে) কি বললে ? তুমি...

এক্সেল ॥ আমার এ বাড়ীতেই আমি থাকবো।

বার্থা ॥ বলো, আমাদের এ বাড়ী।

এক্সেল ॥ না—আমার বাড়ী—আমার আসবাবপত্র দিয়ে সাজানো, আমার এ স্টুডিও-তে আমি থাকবো।

বার্থা ॥ আর আমি ?

এক্সেল ॥ তুমি যা ভালো মনে করো, তাই করবে। কিন্তু তুমি যে-ঝুকি নেবে, সে সম্পর্কে তোমায় আগেই সচেতন হওয়া উচিত। তুমি জানো, এক বছরের জন্য তুমি ও আমি শয়নে ও আহারে পৃথক হয়ে থাকবো—এই মর্মে আমি দরখাস্ত করেছি। অথচ তুমি যদি এ বাড়ীতে থাকো, অর্থাৎ এই এক বছর কালের মধ্যে আমার সাথে দেখা সাক্ষাৎ করো অথবা মেলামেশা করার ফিকিরে থাকো তাহলে তোমায় জেল খাটার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে অথবা তুমি আমার রক্ষিতা, এই পরিচয় দুনিয়ার কাছে তোমায় দিতে হবে। ভেবে দেখো, এ বাড়ীতে তোমার থাকা উচিত কি-না।

বার্থা ॥ আশ্চর্য—আইনের কি এ-ই বিধান না-কি ?

এড্রেল ॥ হ্যাঁ, আইন তা-ই বলে।

বার্থা ॥ তা হলে সোজা কথায় তুমি আমায় বের করে দিচ্ছো।

এড্রেল ॥ না আমি দিচ্ছি না, আইন দিচ্ছে।

বার্থা ॥ কিন্তু তুমি কি মনে করো, এটা আমি খুশী হয়ে মেনে নেবো ?

এড্রেল ॥ না, আমি তা মনে করি নে। জীবন্ত অবস্থায় আমার গায়ের চামড়া তুমি না তোলা পর্যন্ত তুমি খুশী হবে না, এ-কথা আমি জানি।

বার্থা ॥ এড্রেল, ছিঃ অমন করে বলো না। তুমি যদি জানতে আমি তোমায় কতো ভালবাসি।

এড্রেল ॥ তোমার একথা অবিশ্বাস করার তেমন কোনো যুক্তি আমি খুঁজে পাচ্ছি নে—তবে ব্যাপারটা কি জানো, তোমার প্রতি এখন আমার বিন্দুমাত্র আর ভালোবাসা নেই।

বার্থা ॥ (চট্ করে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে—) কারণ তুমি এখন ও-র প্রেমে পড়েছো। (য়্যাবেলের দিকে ইশারা করে কথাটা বললে।)

এড্রেল ॥ না। আমি তোমায় সুদৃঢ়ভাবে বলতে পারি, আমি ও-র প্রেমে পড়ি নি। তুমি স্পষ্ট জেনে রাখো, আমি য়্যাবেলকে কোনদিন ভালোবাসি নি এবং ভবিষ্যতেও কখনও ভালবাসতে পারবো না। কিন্তু কী উদ্ভট আত্ম-গর্ব ! তোমাদের দু'জনা ছাড়া দুনিয়ায় যেন আর কোন মেয়ে—তোমাদের দু'জনার চেয়ে অধিকতর আকর্ষণীয় মেয়ে যেন নেই ?

বার্থা ॥ কিন্তু য়্যাবেল তো তোমার প্রেমে পড়েছে।

এড্রেল ॥ তা হতে পারে। সে ও-দিক পানে যেন কিছুটা ইশারা করেছিলো বলে মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ মনে পড়েছে, সে একদিন বেশ খোলাখুলী কথাটা বলেছিলো।

বার্থা ॥ (পরিবর্তিত ভঙ্গীতে—)তোমার মতো এমন দুর্বিনীত মানুষ আল্লার দুনিয়ায় আমি দু'টি দেখি নি।

এড্রেল ॥ তোমার এ মন্তব্যে আমি মোটেই আশ্চর্য হচ্ছি নে।

বার্থা ॥ (মাথায় হ্যাট ও গায়ে কোট চাপিয়ে—) তুমি এখন আমায় পথে ছুঁড়ে দিতে চাচ্ছো। কি বলো, সত্যি তোমার মতলব তা-ই, নয় কি ?

এড্রেল ॥ হ্যাঁ, পথে অথবা অন্য যেখানে তোমার ইচ্ছা।

বার্থা ॥ (ক্রন্দনস্বরে) তুমি কি মনে করো, কোনো মেয়ে এ ধরনের ব্যবহার সহ্য করতে রাজী হতে পারে ?

এড্রেল ॥ তুমি একদিন আমায় অনুরোধ করেছিলে, তুমি মেয়েমানুষ, এ-কথা যেনো আমি ভুলে যাই। তাই, তুমি যে মেয়েমানুষ, সে কথা আমি ভুলে গেছি।

বার্থা ॥ কিন্তু তোমার মনে রাখা উচিত, যে-মেয়ে তোমার স্ত্রী তার কাছে তুমি ঋণী।—আমার কিছু পাওনা হয়েছে তোমার কাছে, তুমি কি তা স্বীকার করো না ?

এক্সেল ॥ বন্ধু হিসাবে, মিতা হিসাবে, সাথী হিসাবে, আমি যে তোমার সঙ্গ লাভ করেছি, তার দরুন তোমার যে-পাওনা হয়েছে, সেই পাওনাটা কি তুমি শোধ করতে বলছো। জবাব দাও, তোমার কথার অর্থ কি তাই নয়। বিনিয়ুক্ত সম্পত্তি থেকে বাৎসরিক আয়ের একটি প্রতিষ্ঠান—চমৎকার।

বার্থা ॥ হ্যাঁ, তাই।

এক্সেল ॥ এই নাও এখানে এক মাসের আগাম টাকা আছে। (টেবিলের ওপর কতকগুলো নোট রাখলো।)

বার্থা ॥ (নোটগুলো টেবিল থেকে তুলে গুণতে লাগলো।) এখনও তোমার মধ্যে কিছুটা আত্মমর্যাদা বোধ অবশিষ্ট আছে।

ম্যাবেল ॥ বার্থা গুড্‌বাই, আমি চল্লাম।

বার্থা ॥ এক সেকেন্ড দাঁড়াও। তোমার সঙ্গে আমিও যাবো।

ম্যাবেল ॥ না, এখন থেকে তোমার ও আমার ভিন্ন পথ।

বার্থা ॥ কেন ?...এর কারণ কি ?

ম্যাবেল ॥ তোমাকে আমার লজ্জা হয়।

বার্থা ॥ (হতবাক হয়ে—) লজ্জা হয় ?

ম্যাবেল ॥ হ্যাঁ তোমাকে দেখে আমার লজ্জা হয়। গুডবাই। (প্রস্থান।)

বার্থা ॥ কিছুই বুঝতে পারছি নে। গুডবাই। এক্সেল, টাকা ক'টা দিয়েছো বলে তোমায় ধন্যবাদ জানাই।— আমরা বন্ধু, কি বলো ? (এক্সেলের হাত চেপে ধরে দাঁড়িয়ে রইলো।)

এক্সেল ॥ আমার দিক থেকে বলতে হলে বলতে হয়, না, আমরা বন্ধু নই। দয়া করে হাত ছাড়ো নইলে হয়তো আমি ভাবতে শুরু করবো তুমি আবার আমায় প্রলুব্ধ করতে চেষ্টা করছো। (বার্থা হাত ছেড়ে দিয়ে দরজার দিকে পা বাড়ালো।)

এক্সেল ॥ (আপন মনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে—) আমরা দুজনা বন্ধু—সাথী, মিতা—অপূর্ব !

চাকরানি ॥ (বাগানের দিক থেকে মঞ্চে প্রবেশ করলে—) সাহেব, আপনার জন্য মেমসাহেব অপেক্ষা করছেন।

এক্সেল ॥ আমি আসছি—এক্ষুণি আসছি।

বার্থা ॥ ইনি কি তোমার নতুন মিতা ? —তোমার নতুন বান্ধবী ?

এক্সেল ॥ না, না ইনি আমার মিতা নন, বান্ধবী নন। ইনি আমার নাগরী।

বার্থা ॥ এবং ভবিষ্যতের স্ত্রী।

এস্ত্রেল ॥ হয়তো হতে পারে। কারণ, আমার মিতাদের—আমার বান্ধবীদের সাথে আমি ওঠাবসা করতে চাই কাফেতে, কিন্তু বাড়ীতে থাকবে আমার একজন স্ত্রী—এই আমার কামনা। (বার্থাকে ঘরে রেখে সে যেন বাইরে যাচ্ছে—এমনিধারা একটা হাবভাব করলো।) মনে কিছু করো না, কেমন।

বার্থা ॥ আমাদের আবার কি কখনও দেখা সাক্ষাৎ হবে ?

এস্ত্রেল ॥ হবে না কেন ? হবে। তবে কাফেতে। গুড্‌বাই।

(বার্থার প্রস্থান।)

যবনিকা

ঈস্টার

নাটকের পাত্র-পাত্রী

মিসেস হেইয়েণ্ট

ইলিস—মিসেস হেইয়েণ্টের পুত্র ; বি, এ, পাস ; শিক্ষক

ইলিওনোরা—ইলিসের ছোট বোন

ক্রিসটিনা—ইলিসের বাগদত্তা

বেঞ্জামিন—ছাত্র

মিঃ লিন্ডকভিস্ট

প্রথম অঙ্ক

ম্যান্ডি থারস্‌ডে

(গুড্‌ ফ্রাইডের অব্যবহিত পূর্ববর্তী বৃহস্পতিবার।)

[পর্দা ওঠার পূর্বে সঙ্গীত : কনসার্টে হেড্‌ন-এর রচিত "ক্রুশ আবদ্ধ যীশু খৃষ্টের শেষ সপ্তবাণী।"]

(মঞ্চনির্দেশ : একটি বাড়ীর দোতলায় কাঁচের বারান্দা। এই বারান্দা-টিকে একটি ঘরে রূপান্তরিত করে আসবাবপত্র দিয়ে সাজানো হয়েছে। ঘরের মাঝবরাবর পেছন দিকে একটা বড়ো দরজা। দরজাটা দিয়ে তাকালে দেখা যাবে চারদিকে বেড়া দিয়ে ঘেরা ছোট্ট একটি বাগান। বাগানের বেড়ার দরজা রাস্তার ওপর। বাড়ীটি যেমন উঁচু জায়গায়, রাস্তাটিও তেমনি উঁচু। রাস্তার অপর পারে দেখা যাচ্ছে একটি বাগানের কয়েকটি উঁচু গাছের মাথা। রাস্তাটি ঢালু হয়ে শহরের দিকে চলে গেছে। গাছের পাতার রং দেখলেই বোঝা যায় বসন্তকাল এসেছে। গাছগুলোর মাথার ওপর দিয়ে তাকালে দেখা যায়, গির্জার চূড়া আর বড়ো বড়ো বাড়ীর ছাদের কার্ণিশ।

বারান্দার জানালাগুলো মঞ্চের ওপর আড়াআড়িভাবে রয়েছে। জানালার পর্দার কাপড় হলদে রংয়ের এবং কাপড়ে নানারকম ফুলের নকশা আঁকা। ঘরের মাঝবরাবর পেছন দিকের বড়ো দরজাটার ডান পাশে—দরজাটার একটা পাল্লা এবং জানলার মাঝখানে—একটি আয়না ঝোলানো রয়েছে আর তার নিচে একটি ক্যালেন্ডার—তাতে তারিখ দেখা যাচ্ছে।

বড়ো দরজাটার বামদিকে একটি বড়ো আকারের লেখার টেবিল। তার ওপর অনেকগুলো বই, লেখার সাজ-সরঞ্জাম এবং একটি টেলিফোন।

দরজাটার ডানদিকে ডাইনিং টেবিল, চেয়ার এবং একটি স্টোভ—স্টোভটির জানালাগুলো শিরিসের তৈরী—স্টোভের পাশে থালা-বাসনাদি রাখার আলমারি। মঞ্চের পেছন দিকে, বামপাশে সেলাই-এর টেবিল এবং একটি কেরোসিনের বাতি। সেলাই-এর টেবিলের পাশে দুটি আরাম-কেদারা। ছাদ থেকে একটা বাতি ঝুলছে।

বারান্দার দ্ব'পাশেই দরজা রয়েছে। ডান দিকের দরজা দিয়ে বের হলে বাড়ীর সব কটি শোবার ঘরের দিকে যাওয়া যায়। বামদিকে যে দরজাটা রয়েছে, সেই দরজা দিয়ে বের হলে রান্নাঘর পানে যাওয়া যায়। বাইরের রাস্তার ওপর নজর দিলে দেখতে পাওয়া যাবে একটি ল্যাম্পপোস্ট—ল্যাম্পপোস্টে গ্যাসের বাতি। বাতিটি জ্বালানো রয়েছে।

নাটকে বর্ণিত ঘটনার সময় হচ্ছে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণ।

বাম দিক থেকে এক ফালি সূর্য-কিরণ তির্যকভাবে ঘরের ভেতর এসেছে। সেলাই টেবিলের পাশের একটি চেয়ারে সেই সূর্য-কিরণ পড়েছে। সেলাই-টেবিলের পাশের অপর চেয়ারটিকে সূর্যকিরণ স্পর্শ করে নি; আর, ক্রিসটিনা সেই চেয়ারে বসে সদ্য-ধোপা-বাড়ির ধোয়া সাদা ধপ্‌ধপে এক জোড়া রান্নাঘরের পর্দায় ফিতে লাগাচ্ছে।

এলিস মঞ্চে প্রবেশ করলো। গায়ে ওভারকোট কিন্তু ওভার-কোটের বোতাম খোলা। কাগজের একটা প্রকাণ্ড বাণ্ডিল হাতে করে সে ঢুকলো। বাণ্ডিলটা লেখার টেবিলটির ওপর রেখে দিলে।]

ইলিস ॥ গুড্‌ আফটারনুন।

ক্রিসটিন ॥ ওঃ তুমি? ইলিস?

ইলিস ॥ (চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাকালো।) শীতকালের সেই দরজা-জানালা বন্ধ রাখার পাট শেষ হয়েছে—আবার বসন্তকাল এসেছে। ঘরের মেঝে ঘসেমেজে তক্‌তকে করা হয়েছে—ধব্‌ধবে পরিষ্কার পর্দা ঝুলছে—এসেছে আবার বসন্তকাল। খালবিল নদীতে উইলো-র চারাগুলো মাথা তুলছে—বসন্তের আবির্ভাব সর্বত্র সুস্পষ্ট। আঃ বাঁচা গেলো। এই মোটা, পুরু কোটটার ঝামেলা আর পোহাতে হবে না। তুমি বিশ্বাস করতে পারবে না, এই কোটটা কতো ভারি। (কোটটা হাতে নিয়ে তার ওজনটা যে কতো বেশী, ক্রিসটিনাকে ইলিস তা বোঝাতে চেষ্টা করলো মূক অভিনয় করে।) বুঝলে ক্রিসটিনা, আমার এই কোটটা এতো ভারি যে মনে হয়, গোটা শীতকালটার পরিশ্রম আর কষ্ট, দুশ্চিন্তা আর দুঃখ এবং স্কুল ঘরের যতো জঞ্জাল আর ধুলোবালি এই কোটটায় যেন জমা হয়ে রয়েছে। উঃ (বাম পাশের দেয়ালে কোটটা ঝুলিয়ে রাখলো।)

ক্রিসটিনা ॥ তোমার তো এখন ক'দিন ছুটি!

ইলিস ॥ হ্যাঁ, পবিত্র ইস্টার পর্ব।—পুরো পাঁচটি মধুময় দিন—স্বাধীনভাবে চলাফেরা করবো—বুক ভরে' নিঃশ্বাস নেবো; আর ছুটির দিনের আনন্দ জীবনের দুঃখ-যন্ত্রণাকে চাপা দিয়ে রাখবে। কিন্তু দেখেছো, আবার সূর্যের আর্বিভাব ঘটেছে। সেই নবেম্বর মাসে সূর্য বিদায় নিয়েছিলো। তার শেষ বিদায়ের দিনটির কথা আজও আমার স্পষ্ট মনে পড়ে। বড়ো রাস্তার অপর পাড়ে ঐ যে যেখানটায় মদ চোলাই করার বাড়ীটি রয়েছে, সেই বাড়ীটির পেছনে সূর্যঅস্ত গেলো—আজও আমার স্পষ্ট মনে পড়ে। তারপর থেকে কী দুর্দান্ত শীত আর সে শীতের যেন শেষ নেই।

ক্রিসটিনা ॥ (রান্নাঘরের পানে ইশারায় ইলিসের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললে)—চুপ্ করো, চুপ্ করো।

ইলিস ॥ এই তো চুপ করেছি—আমি আর একটি কথাও বলবো না। শীত বিদায় নিয়েছে—প্রাণ ভরে শুধু এই আনন্দটাই উপভোগ করবো। [সূর্যের আলোতে যেন হাত ধুচ্ছে এই ভাবটা প্রকাশ করার জন্য দু'হাত কচলাতে লাগলো।) আমি সূর্যের আলোয় স্নান করবো—শুনছো, আমি আলোর এই ঝর্ণাধারায় নিজেকে ধুয়ে, মুছে পরিস্কার করবো... শীতকালের বিষাদ আর ক্লেদ...

ক্রিসটিনা ॥ চুপ্! চুপ্!!

ইলিস ॥ শোনো, আমার মনে হচ্ছে, আমাদের দুঃখ কষ্টের এবার অবসান ঘটতে চলেছে—এবার আমরা কিছুটা সুখ-শান্তির মুখ দেখবো।

ক্রিসটিনা ॥ হঠাৎ তোমার মনে এমন ধারণা জাগলো কেন?

ইলিস ॥ কেন?—তা জানতে চাও? তাহলে শোনো, এই একটু আগে গির্জার পাশ দিয়ে এখানে আসবার সময় একটা সাদা পায়রা হঠাৎ আমার দিকে উড়ে এলো। তারপর, আমার মাথার ওপর উড়তে উড়তে রাস্তার ওপর পাখা গুটিয়ে নেমে পড়লো। আর নেমে পড়ে পায়রাটা করলো কি, গাছের একটা ছোট্ট ডাল, যে-ডালটা সে তার ঠোঁটে কামড়ে ধরে এনেছিলো, সেই ডালটা ঠিক আমার পায়ের পাতার ওপর ফেলে দিলে।

ক্রিসটিনা ॥ ডালটা কোন্ গাছের ছিলো, লক্ষ্য করেছো কি?

ইলিস ॥ অবশ্য জলপাই গাছের ডাল নয় তবে ও ডালটাও যে-শান্তির প্রতীক, তাতে সন্দেহ নেই। আর সেই জন্যই এখন, এই মুহূর্তে একটা স্বর্গীয়, একটা মহান প্রশান্তি আমি অনুভব করছি।—আচ্ছা, মা কোথায়?

ক্রিসটিনা ॥ (রান্না ঘরের দিকে ইশারা করে দেখালে।) রান্না ঘরে।

ইলিস ॥ (ইলিস চোখ বন্ধ করে খুব আস্তে আস্তে বলতে লাগলো।) শোনো, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, বসন্তকালের আবির্ভাব ঘটেছে। শীতকালের প্রচন্ড ঝড় ঝাপটার আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্য জানালাগুলোর পাশে শক্ত

খুঁটি দিয়ে যে-বেড়া দেয়া হয়েছিল, তা অপসারণ করার শব্দ আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি...তুমি অবাক হয়ো না, সত্যি আমি শুনতে পাচ্ছি। ভাবছো বুঝি, কি করে শুনতে পাচ্ছি? এই তো স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি।... বসন্তকাল এসেছে...মালটানা গাড়ীগুলোর চাকার ক্যাঁচর ক্যাচর শব্দ আবার শোনা যাচ্ছে...কিন্তু বলো তো, ঠিক এই মুহূর্তে আমি কী শুনতে পাচ্ছি? ঐ শোনা যাচ্ছে, দোয়েল পাখী গান ধরেছে। আর, ঐ জাহাজ ঘাটে হাতুড়ির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ছোট ছোট ষ্টীমারগুলোয় নতুন রং লাগানো হয়েছে—নতুন রংয়ের সোঁদা সোঁদা গন্ধ আমার নাকে এসে লাগছে—রংয়ের গন্ধ পাচ্ছি। লাল সীসার গন্ধও নাকে এসে লাগছে!

ক্রিসটিনা ॥ সেই কোন্ মুলুকে জাহাজঘাট আর তুমি এখানে বসে বসে সেখানকার সব গন্ধ পাচ্ছো, আশ্চর্য তো!

ইলিস ॥ সেই কোন্ মুলুকে জাহাজ ঘাট! হ্যাঁ বহু দূরেই বটে—এখান থেকে বহু দূর! কিন্তু আমি তো সেখানে বাস করেছি—এখান থেকে খাড়া উত্তরে—আমাদের পৈত্রিক বাড়ী তো সেখানেই। সেই আমাদের দেশের বাড়ী থেকে কি করে যে আমরা এই নরকতুল্য শহরে এলাম! এই শহরে—যেখানে একে অপরকে ঘৃণা করে! —যেখানে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে মানুষ বাধ্য। জঠরজ্বালা নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে—অন্নের সন্ধানে আমরা সবাই আসতে বাধ্য হয়েছি শহরে। কিন্তু সেই অন্নের পাশাপাশি সদম্ভে দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে রকমারী দুঃখ আর দুর্ভাগ্য: ব্যবসায়ে বাবার অস্থির নীতি আর আমার ছোট বোনটির অসুখ...কিন্তু থাক্ ও প্রসঙ্গ! ভালো কথা, শোনো, জেলখানায় বাবার সাথে দেখা করার অনুমতি মা কি পেয়েছেন?

ক্রিসটিনা ॥ মা আজ জেলখানায় গিয়েছিলেন বলে মনে হয়।

ইলিস ॥ তোমায় তিনি কিছু বলেছেন?

ক্রিসটিনা ॥ না একটি শব্দও না। তবে মায়ের সঙ্গে আমার অন্যান্য বিষয়ে আলাপ হয়েছে।

ইলিস ॥ এই অমঙ্গল থেকে একটা মঙ্গল কিন্তু দেখা দিয়েছে: মামলার রায় বের হওয়ার ফলে অনিশ্চয়তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া গেছে; আর খবরের কাগজগুলো তাঁর সম্পর্কে লেখা বন্ধ করার ফলে একটা বিচিত্র প্রশান্তি বিরাজ করছে। পুরো এক বছর পেরিয়ে গেলো। আর এক বছর পার হলেই তিনি মুক্তি পাবেন। মুক্তি পেলেই আবার আমরা নতুন করে জীবন শুরু করতে পারি, কি বলো?

ক্রিসটিনা ॥ আমি সত্যি তোমার প্রশংসা না করে পারছি নে। তুমি যথেষ্ট করেছো।

ইলিস ॥ না, আমাকে প্রশংসা করার কোন কারণ নেই, প্রশংসা করো না। আমার মধ্যে দোষ ছাড়া, গুণ বলতে কিছুই নেই। এখন তো তুমি সব জানো। আমি আশা করি, তুমি আমায় বিশ্বাস করবে।

ক্রিসটিনা ॥ তোমার নিজের ভুলের জন্য তুমি যদি শাস্তি ভোগ করতে...কিন্তু তা তো নয়, অপরের কাজের জন্য তোমায় দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

ইলিস ॥ তুমি ওটা কি সেলাই করছো ?

ক্রিসটিনা ॥ রান্না ঘরের পর্দা সেলাই করছি।

ইলিস ॥ কিন্তু দেখতে ঠিক যেন বিয়ের কনের ওড়না। সামনের এই শরৎকালে আমাদের বিয়ে—তাই না ক্রিসটিনা !

ক্রিসটিনা ॥ হ্যাঁ তা বটে, তবে এখন গ্রীষ্মকালের কথাটাই চিন্তা করা যাক্।

ইলিস ॥ তুমি ঠিক বলেছো—গ্রীষ্মকাল। (পকেট থেকে একটা ব্যাঙ্কের পাশ বই বের করলো।) এই দেখো ব্যাঙ্কে টাকা রেখে দিয়েছি। স্কুল বন্ধ হলেই আর-এক মুহূর্ত দেরি করবো না, আমরা দুজনা ছুটবো উত্তরাঞ্চলে, আমরা দেশের বাড়ী যাবো—যাবো আমরা সেই মালার হ্রদে, যেখানে আমাদের বাড়ী। যখন শিশু ছিলাম, আমাদের দেশের বাড়ী হাত বাড়িয়ে আমাকে তার বুকের কাছে টেনে নিতো, ঠিক তেমনি আজও হাত বাড়িয়ে বুকের কাছে টেনে নেবে। সেখানে বাতাবি লেবুর গাছটি যেমনটি আগে ছিলো, আজও ঠিক তেমনি আছে, সেই ছোট ছোট নৌকাগুলো সমুদ্রতীরে যেমনটি সাবেককালে বাঁধা থাকতো, আজও ঠিক তেমনি বাঁধা রয়েছে। হায় আজ যদি এখানে, এই শহরে ঐ ধরনের, ঐ মালার হ্রদের মত একটা হ্রদ থাকতো, আর গ্রীষ্মকালে আমি যদি সাঁতার কাটতে পারতাম, তা হলে কী মজাই না হতো! আমাদের পরিবারের এই কলঙ্ক আমার বুকে পাষাণভার চাপিয়ে দিয়েছে, আমার দেহ ও অন্তরাত্মা বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। এই বিষ ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করার জন্য আমার মন উতলা হয়েছে।

ক্রিসটিনা ॥ তোমার বোন ইলিওনোরার কোন খবর পেয়েছো ?

ইলিস ॥ হ্যাঁ পেয়েছি। আহা বেচারী। তার মনে এক দণ্ডের জন্যও শান্তি নেই। তার চিঠিগুলো পড়লে দুঃখে আমার বুক ভেঙ্গে যায়। পাগলাগারদ থেকে ছাড়া পেতে আর বাড়ীতে ফেরার জন্য সে আকুল। কিন্তু পাগলা-গারদের ডিরেক্টর তাকে ছাড়তে রাজী নয়—কেননা সে এমন সব কাণ্ড করে বসে যে তাতে তাকে জেলে যেতে হতে পারে। মাঝে মাঝে বিবেক আমাকে দংশন করে—তাঁকে পাগলাগারদে পাঠানোর পেছনে যে আমারও হাত আছে, এ কথা মনে পড়লে বিবেকের তীব্র দংশন অনুভব করি।

ক্রিসটিনা ॥ ইলিস, সব ব্যাপারেই তুমি নিজেকে অপরাধী মনে করো। কিন্তু তুমি তো ভালো কাজই করেছো। হতভাগিনী মেয়েটির জন্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসাদির ব্যবস্থা করে তার সত্যিকার উপকারই করেছো।

ইলিস ॥ হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছো...আর একথা আমি অস্বীকার করতে পারি না যে, নিজের বাড়ী থেকে দূরে পাগলাগারদে অবস্থান তার মনের শান্তির পক্ষে অনুকূলই হয়েছে। তার বর্তমান মানসিক অবস্থায় সেখানে বাস করাই সকল দিক থেকে তার পক্ষে মঙ্গলজনক। বাড়ীতে থাকতে সে সারাক্ষণ হৈ হৈ করে সর্বত্র অহেতুক নাক গলাতো—দুঃস্বপ্ন দেখলে মানুষের মন যেমন ভেঙ্গে পড়ে, তেমনি তার দুঃখ দেখে আমরা ভেঙ্গে পড়তাম—তার দুঃখ আমাদের সবাইকে নিদারুণ হতাশায় আচ্ছন্ন করতো। সত্যি কথা বলতে কি, তাকে পাগলা গারদে পাঠিয়ে দিয়ে আমি এমন স্বস্তি পেয়েছি যে, এ স্বস্তিকে তুমি আনন্দও বলতে পারো। অবশ্য কথাটা স্বার্থপরের মত শোনাচ্ছে। তাকে এই বাড়ীতে আসতে দেয়া—এর চাইতে এ বাড়ীর বড়ো দুর্ভাগ্য আমার কল্পনায়ও আসে না। আমি যে কেমন বাজে লোক, এ থেকে তুমি অবশ্য অনুমান করতে পারো।

ক্রিসটিনা ॥ না, না, তা নয় বরং এতে তোমার মনুষ্যোচিত পরিচয়ই ফুটে উঠেছে।

ইলিস ॥ হতে পারে। কিন্তু তবু আমি একটা তীব্র বেদনা অনুভব না করে পারি নে—তাকে যে দুঃখ ভোগ করতে হয়েছে তা চিন্তা করলে, আর আমার বাবার মর্মপীড়ার কথা যখনই মনে পড়ে, আমি একটা তীব্র বেদনা অনুভব করি।

ক্রিসটিনা ॥ দুনিয়ায় এমন কতকগুলো মানুষ আছে, যাদের দুঃখ পাওয়াই স্বভাব।

ইলিস ॥ হায় ক্রিসটিনা।...সত্যি চিন্তা করতেও আমার কষ্ট হয়, তোমার ভাগ্য তোমাকে এই পরিবারে টেনে নিয়ে এসেছে—যে-পরিবার সেই শুরু থেকেই অভিশপ্ত।

ক্রিসটিনা ॥ ইলিস, তুমি জানো না, হয় আমাদের পরীক্ষা করার জন্য অথবা শাস্তি দেয়ার জন্য এই সব দুঃখ কষ্ট আমাদের কাছে পাঠানো হয়।

ইলিস ॥ জীবনে এই দুঃখ কষ্টের তাৎপর্য তোমার বিবেচনা অনুযায়ী তুমি যা বুঝতে চাও, বোঝো, আমি অতশত কিছু বুঝি নে। কিন্তু একটি কথা আমি খাঁটি জানি, দুনিয়ায় যদি একজনও নিষ্পাপ ব্যক্তি কেউ থেকে থাকে তাহলে সে-ব্যক্তি তুমি।

ক্রিসটিনা ॥ "সূর্যোদয় নিয়ে আসে অশ্রু, আর রাত্রি নিয়ে আসে আনন্দ।" ইলিস, এই প্রবাদবাক্যের মর্মানুযায়ী আমি তোমার দুঃখ লাঘব করার চেষ্টা করতে চাই।

ইলিস ॥ মায়ের জন্য কি একটা সাদা টাই-এর দরকার আছে? তোমার কি মত?

ক্রিসটিনা ॥ (অস্বস্তিকর স্বরে) তুমি তো এখন আর বাইরে যাবে না, তাই না?

ইলিস ॥ না, আজ রাতে একটা ডিনারে যাবো। পিটার তথ্য দিয়ে তার গবেষণামূলক প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়কে প্রতিষ্ঠিত করেছে, এবার সে ডক্টর উপাধি পাবে। আজ রাতে তাই একটা ডিনার দিচ্ছে।

ক্রিসটিনা ॥ এ ডিনারে শরীক হওয়া তোমার চিন্তা করাও উচিত নয়।

ইলিস ॥ যেহেতু সে নিজেকে অকৃতজ্ঞ ছাত্র বলে প্রমাণিত করেছে, শুধু সেই কারণেই আমার ডিনারে যোগদান করা উচিত নয়—এটা কি কোনো কাজের কথা হলো?

ক্রিসটিনা ॥ তার বিশ্বাসঘাতকতা আমায় স্তম্ভিত করে দিয়েছে। তার বই লিখতে তোমার কাছ থেকে যে-সব মালমসলা সে পেয়েছে, তার স্বীকৃতি দেবে বলে অঙ্গীকার করেছিলো। কিন্তু তোমার বই থেকে বেমালুম চুরি করেছে অথচ কাণ্ডটা দেখো, একবারটি তার উল্লেখ পর্যন্ত করেনি।

ইলিস ॥ হায় ভগবান, এ সব কাণ্ড তো হরহামেশাই হচ্ছে। কিন্তু সে আমার বই থেকে তার বই-এর মালমসলা নিয়েছে, আমি তার সাহায্যে আসতে পেরেছি, এতে আমি কম খুশী নই।

ক্রিসটিনা ॥ সে কি নিজে তোমায় নেমন্তন্ন করেছে?

ইলিস ॥ কথাটা মনে করিয়ে দিয়ে ভালই করেছো। না, সে নেমন্তন্ন করে নি। কিন্তু বড়ই তাজ্জবের ব্যাপার। গত কয়েক বছরে কতবার সে যে বলেছে, এই ডিনারের কথা। তার ডক্টর উপাধির থিসিসটা গৃহীত হলেই সে ডিনারের ব্যবস্থা করবে—কতদিন আমায় বলেছে। সুতরাং অনায়াসে ধরে নেয়া যেতে পারে, আমি নিমন্ত্রিত। আমি আবার পাল্টা এই নেমন্তন্নের কথা সবাইকে বলেছি। এখন যদি ধরে নেয়া হয়, আমি নিমন্ত্রিত হই নি, তা হলে আমার পক্ষে কি ব্যাপারটা লজ্জাকর হবে না? কিন্তু এ নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনো দরকার নেই। এমন ব্যাপার এবারেই প্রথম নয়, আর ভবিষ্যতেও যে এর পুনরাবৃত্তি ঘটবে না, তা-ও নয়। (কিছুক্ষণ দু'জনাই চুপ চাপ)

ক্রিসটিনা ॥ বেঞ্জামিনের আসতে খুব দেরি হচ্ছে। তোমার কি মনে হয়, সে তার পরীক্ষায় পাস করবে?

ইলিস ॥ হ্যাঁ, আমি জোর করে বলতে পারি, সে পাস করবে। আর, লাতিন-এ অনার্স পাবে।

ক্রিসটিনা ॥ বেঞ্জামিন চমৎকার ছেলে, তাই না ?

ইলিস ॥ এমন ভালো ছেলে বড়ো একটা দেখা যায় না। কিন্তু ছেলেটা যেন স্বপ্নদর্শী।—তুমি নিশ্চয়ই জানো, সে আমাদের এখানে বাস করছে কেন।

ক্রিসটিনা ॥ তার এখানে বাস করার কারণ হচ্ছে...

ইলিস ॥ কারণ হচ্ছে কি জানো ? আমার বাবাকে ছেলেটির ট্রাস্টি নিয়োগ করা হয়েছিল। তিনি আরও গন্ডা কয়েক ট্রাস্ট সম্পত্তির টাকা ভেঙেছেন, তেমনি এ ছেলেটিরও টাকা তিনি ভেঙেছেন। ক্রিসটিনা শোনো—এটা আমার পক্ষে একটা কঠিনতম পরীক্ষা—এই সব গরীব, এতিম, যারা স্কুলের মাইনে দিতে পারে না—দশের অবজ্ঞা ও করুণার পাত্রে যারা পরিণত হয়েছে, তাদের মুখোমুখি হয়ে কথা বলা আমার পক্ষে কতখানি বিব্রতকর, তা বলে শেষ কর যায় না। তারা আমার প্রতি কী ধারণা পোষণ করে তা তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো। তাদের দুঃখ দুর্দশার কথা স্মরণ করলে আমি তাদের কোনো অপরাধ, তাদের অনুষ্ঠিত কোনো নির্মম কার্যকলাপ উপেক্ষা না করে পারি নে।

ক্রিসটিনা ॥ তোমার চেয়ে তোমার বাবার আর্থিক অবস্থা ভালো।

ইলিস ॥ হ্যাঁ, তা সত্যি।

ক্রিসটিনা ॥ অতীতের কথা এখন থাক্। এসো আমরা এই আলো ঝলমল গ্রীষ্মকালের কথা আলোচনা করি।

ইলিস ॥ হ্যাঁ, এসো তাই করি ! শোনো, কাল রাতে ছেলেদের গান শুনে আমি ঘুম থেকে জেগে উঠেছিলাম। তারা গাচ্ছিলো—"এই তো আমি এসেছি, আমি সঙ্গে করে এনেছি তোমাদের জন্য আনন্দময় বায়ু হিল্লোল, পল্লী-প্রকৃতিতে এনেছি আনন্দের শিহরণ, পাখীর কণ্ঠে আনন্দের গান। ভুর্জ বৃক্ষ আর বাতাবি লেবুর গাছের সাথে—খালবিল ও হ্রদের সাথে আমার বুক ভরা ভালবাসা নিয়ে তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আবার আমি এসেছি। আমার সেই ছেলেবেলায় তাদের কাছে যে-অনুভূতি নিয়ে আমি আসতাম, সেই অনুভূতি নিয়েই আজ আবার এসেছি..." (ইলিস চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারি করতে লাগলো।) সেই পল্লী প্রকৃতির সাথে কি আর আমার সাক্ষাৎ হবে না ? এই ভয়াবহ শহুরে জীবন, এই শহরের ঐ অভিশপ্ত পর্বত ইবাল—এদের কাছ থেকে অব্যাহতি পেয়ে আবার গেরিজিম-এর দৃশ্যাবলী উপভোগ করার সুযোগ কি জীবনে আর ঘটবে না ? (দরজার কাছে চেয়ারে গিয়ে বসলো।)

ক্রিসটিনা ॥ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই সুযোগ ঘটবে। কেন ঘটবে না ?

ইলিস ॥ কিন্তু আমার গ্রামের সেই ভূর্জবৃক্ষ আর বাতাবি লেবুর গাছ অতীতে যে-অনুভূতি আমার মনে সৃষ্টি করতো, আজও কি সেই একই অনুভূতি সৃষ্টি করতে পারবে ? সেই উজ্জ্বল অনুভূতি কি কালো পর্দায় আবরিত হয় নি, যে-কালো পর্দায় আমাদের জীবন আবরিত ? সেই অশুভ দিনটির আবির্ভাবের পর থেকে (ঘরের এক কোণায় অন্ধকারে রক্ষিত ইজিচেয়ারটির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করলে) যে-কালো পর্দা আচ্ছাদিত করে রেখেছে আমাদের এখানকার সকল নৈসর্গিক আবহাওয়াকে ? তাকিয়ে দেখো, সূর্য অস্ত গেছে।

ক্রিসটিনা ॥ আবার পূব আকাশে দেখা দেবে আর তখন তার অবস্থান দীর্ঘস্থায়ী হবে।

ইলিস ॥ হ্যাঁ ঠিক বলেছো। দিন বড়ো হচ্ছে আর অন্ধকারের অবস্থিতি হ্রাস পাচ্ছে।

ক্রিসটিনা ॥ ইলিস, আমরা আলোর নিকটতর হচ্ছি। আমি সত্যি বলছি ইলিস আমরা আলোর নিকটতর হচ্ছি।

ইলিস ॥ সময় সময় আমারও তাই মনে হয়। যা ঘটে গেছে যখন তা মনে পড়ে, আর আমাদের জীবনের বর্তমান মুহূর্তের সাথে সেই অতীত ঘটনার যখন তুলনা করি, আমি আশান্বিত হয়ে উঠি। গত বছর এই সময় আমি তোমাকে কাছে পাই নি—আমাদের বাগদান ভেঙ্গে দিয়ে তুমি আমায় ছেড়ে চলে গিয়েছিলে। আমার জীবনের সব চাইতে অন্ধকারময় মুহূর্ত বলে সেই সময়টাকে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। তখন প্রতিটি নিঃশ্বাসে যেন আমি মৃত্যুর স্পর্শ অনুভব করেছি। কিন্তু যখন তুমি ফিরে এলে, আমার জীবনকেও যেন আমি ফিরে পেলাম। তোমার মনে পড়ে, কেন তুমি আমায় ছেড়ে চলে গিয়েছিলে ?

ক্রিসটিনা ॥ না মনে পড়ে না। তবে এখন মনে হয়, তোমায় ছেড়ে চলে যাবার তেমন কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিলো না। আমি শুধু মনে মনে তখন অনুভব করেছিলাম, আমার চলে যাওয়া উচিত তাই চলে গিয়েছিলাম—ঘুমন্ত অবস্থায় মানুষ নাকি কখনও কখনও হাঁটে, তেমনি যেন ঘুমন্ত অবস্থায় হেঁটে চলে গিয়েছিলাম। তারপর যে-মুহূর্তে তোমাকে আবার দেখলাম অমনি আমার ঘুম ভেঙ্গে গেলো আর ফিরে পেলাম আমার মনের আনন্দকে।

ইলিস ॥ আর আমাদের কখনও ছাড়াছাড়ি হবে না। তুমি যদি এখন আমায় ছেড়ে চলে যাও, সত্যি করে বলছি, আমি এক মুহূর্তও বাঁচবো না—সঙ্গে সঙ্গে মারা যাবো। পায়ের শব্দ পাচ্ছি। মা আসছেন। মাকে কিছু বলো না। তাঁকে তাঁর মতো থাকতে দাও। তিনি তাঁর নিজের দুনিয়ায়

বাস করছেন—তাঁর ধারণা বাবা একজন শহীদ আর তিনি যাদের সর্বস্বান্ত করেছেন তারা সবাই দুর্বৃত্ত, বদমায়েশ।...

মিসেস হেইয়েল্ট ॥ (মঞ্চের বাম দিকে রান্না ঘর। রান্না ঘর থেকে এলেন। তাঁর গায়ে এপ্রন, তিনি একটা আপেল ফল কাটছেন। খুব সৌহার্দ্যপূর্ণ মেজাজে এবং কতকটা ছেলেমীর স্বরে বললেন—) গুড আফটারনুন, বাছারা। বলো, কি তোমরা খেতে চাও? আপেলের গরম স্যুপ না ঠাণ্ডা স্যুপ?

ঈলিস ॥ ঠাণ্ডা স্যুপই আমার পছন্দ।

মিসেস হেইয়েল্ট ॥ বেশ তাই হবে। তুমি কি পছন্দ করো না-করো সে সম্পর্কে বেশ সচেতন এবং মুখ ফুটে তা বলতেও তোমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু ক্রিসটিনা কক্ষনও কিছু বলে না। ঈলিস তার এই স্বভাবটা তার বাপের কাছ থেকে পেয়েছে। মন তাঁর কখন কি কামনা করে, সে সম্পর্কে ঈলিসের বাবা সব সময়ে বেশ সচেতন। নিজের মনের কথাটা তিনি বেশ স্পষ্ট ধরতে জানেন। কিন্তু মানুষ তা পছন্দ করে না। এবং সেইজন্যই তাঁকে অনেক দুঃখ ভোগ করতে হয়েছে। কিন্তু তাঁর দিন একদিন-না-একদিন আসবে এবং তখন তাঁর ও অন্যান্য সবারই ন্যায্য বিচার হবে। যাক্‌গে, কি না তোমায় বলতে যাচ্ছিলাম! হ্যাঁ, মনে পড়েছে। তুমি শুনেছো কি, লিন্ডকভিস্ট গ্রাম থেকে শহরে এসেছে বাস করতে? লিন্ডকভিস্ট—যে-কয়জন দুর্বৃত্ত, বদমায়েশ আমাদের জানা-শোনার মধ্যে আছে, তাদের মধ্যে এক নম্বরের বদমায়েশ হচ্ছে এই লিন্ডকভিস্ট।

ঈলিস ॥ (উত্তেজিতভাবে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালো।) লিন্ডকভিস্ট এসেছে এখানে?

মিসেস হেইয়েল্ট ॥ হ্যাঁ, এসেছে। আমাদের বাড়ীর সামনের রাস্তাটার ও-পারেই সে থাকে।

ঈলিস ॥ দিন নেই, রাত নেই সব সময়েই তার সাথে আমাদের চোখাচোখি হবে? বলো কি মা? এ কী সহ্য করা যায়?

মিসেস হেইয়েল্ট ॥ দেখি কি করতে পারি। তার সঙ্গে যদি দুটো কথা বলতে পারি, বেশীক্ষণ নয়—একটিবার যদি তার সাথে দুটো কথা বলতে পারি, সে আর কখনও মুখ দেখাবে না—আর কখনও এ পথে চলাফেরা করতে সাহস পাবে না। আমি তার নাড়িনক্ষত্র চিনি।...ভালো কথা ঈলিস, পিটারের ডক্টর উপাধির প্রবন্ধের খবর কি?

ঈলিস ॥ খবর খুব ভালো।

মিসেস হেইয়েল্ট ॥ পিটার যে ভালো করবে, আমি জানতাম। তোমার প্রবন্ধের কতদূর কি হলো? কবে শেষ হবে?

ঈলিস ॥ যতো শীঘ্র পারি, চেষ্টা করছি।

মিসেস হেইয়েল্ট ॥ (বিদ্রূপের সুরে) "যতো শীঘ্র পারি চেষ্টা করছি"—তোমার এই জবাবটা তো সোজা জবাব হলো না—ঘোরালো জবাব হলো। আচ্ছা, বেঞ্জামিনের খবর কি ? সে তার পরীক্ষায় পাস করেছে ?

ঈলিস ॥ এখনও জানতে পারিনি। তবে সে এক্ষুনি এখানে এসে পড়বে।

মিসেস হেইয়েল্ট ॥ বেঞ্জামিনকে আমার তেমন পছন্দ হয় না। তার চাল-চলনে মনে হয়, যেনো সে একজন কেউকেটা। কিন্তু আমরা শীঘ্রই তাকে তার উপযুক্ত স্থান দেখিয়ে দেবো। যা হোক, অন্যান্য ব্যাপারে ছেলেটি মন্দ নয়। হ্যাঁ ভালো কথা, আমি ভুলেই গিয়েছিলাম, ঈলিস, তোমার একটা প্যাকেট এসেছে। (রান্না ঘরে গিয়ে তক্ষুণি প্যাকেটটা হাতে করে ফিরে এলেন।)

ঈলিস ॥ দেখেছো, মা সবদিকে কেমন নজর রাখেন—কোনকিছুই তাঁর নজর এড়ানোর জো নেই—কেমন গোছালো, দেখেছো। মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, তাঁর কথাবার্তায় তিনি যেমন ছেলেমানুষ, আদতে কিন্তু তিনি মোটেই ছেলেমানুষ নন।

মিসেস হেইয়েল্ট ॥ এই যে তোমার প্যাকেট। লীনা সই করে প্যাকেটটা নিয়েছে।

ঈলিস ॥ কেউ বোধ হয়, উপহার পাঠিয়েছে। প্রস্তর ফলকের ঐ বাক্সটি পাওয়ার পর থেকে উপহার সম্পর্কে আমি খুব সতর্ক হয়েছি। (বাক্সটি সে টেবিলের ওপর রাখলো।)

মিসেস হেইয়েল্ট ॥ আমি আবার রান্না ঘরে যাচ্ছি। ঘরের দরজা খুলে রেখেছো, তোমাদের ঠাণ্ডা লাগবে যে।

ঈলিস ॥ না মা, ঠাণ্ডা লাগবে না, কই তেমন ঠাণ্ডা নেই তো।

মিসেস হেইয়েল্ট ॥ ঈলিস, তোমার ওভারকোট ওখানটায় ঝুলিয়ে রেখো না, দেখতে খারাপ দেখায়। আচ্ছা ক্রিসটিনা, আমার পর্দার সেলাই শেষ হতে আর কতো দেরি ?

ক্রিসটিনা ॥ কয়েক মিনিটের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে, মা। আর বেশী দেরি নেই।

মিসেস হেইয়েল্ট ॥ একটা কথা। শোনো, পিটারকে আমার বেশ ভালো লাগে, ছেলেটাকে আমি পছন্দ করি। ঈলিস, আজ রাতে তুমি ডিনারে যাবে না ?

ঈলিস ॥ হ্যাঁ যাবো বৈকি। অবশ্যই যাবো।

মিসেস হেইয়েল্ট ॥ তা হলে তুমি ঠাণ্ডা আপেল স্যুপ-এর কথা বললে কেন ? ডিনারেই যদি যাবে তা হলে আপেলের ঠাণ্ডা স্যুপ তৈরি করতে বললে কেন ? ঈলিস ঐ তোমার এক দোষ। তোমার মন কি চায় না-চায়, সে খবর তুমি রাখো না। কিন্তু পিটার নিজের মনের খবর ঠিক ঠিক রাখে।

দেখো, ঠাণ্ডাটা যদি একটু বাড়ে, দরজাটা বন্ধ করে দিও নইলে সর্দিতে ভুগবে। (ডান পাশের দরজা দিয়ে প্রস্থান।)

ঈলিস ॥ গর্ভধারিণী মা আমার! সব সময়েই পিটারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তোমার কি মনে হয়, পিটারের কথা অতো করে বলে মা তোমাকে বিব্রত করতে চান?

ক্রিসটিনা ॥ আমাকে!

ঈলিস ॥ তুমি জানো না, মেয়েরা বুড়ো হলে এমনিধারা কাণ্ড কারখানা করেন? তাঁরা আজেবাজে চিন্তা করতে শুরু করেন আর যতসব আজগুবি ধারণার প্রশ্রয় দেন।

ক্রিসটিনা ॥ প্যাকেটটায় কি আছে?

ঈলিস ॥ (মোড়কটা ছিঁড়ে ফেললে।) ঈস্টার পর্ব উপলক্ষে ভুর্জ বৃক্ষের একটি ডাল।

ক্রিসটিনা ॥ আচ্ছা এটা কে পাঠালে বলো তো।

ঈলিস ॥ প্রেরক তার নাম লেখে নি। ভুর্জ বৃক্ষের ডাল দিয়ে ঠাণ্ডা করার কোন মানে হয় না। আমি এটা পানিতে চুবিয়ে রাখবো। চুবিয়ে রাখলে সুন্দর সবুজ রং হবে।—"ভুর্জ বৃক্ষ! আমার শৈশবের স্মৃতি বিজড়িত।" —ভালো কথা, গ্রাম থেকে শহরে এসেছে লিন্ডকভিস্ট।

ক্রিসটিনা ॥ লিন্ডকভিস্ট লোকটি কে? তার সাথে তোমার কি সম্পর্ক?

ঈলিস ॥ আমাদের প্রধান পাওনাদার।

ক্রিসটিনা ॥ কিন্তু ঈলিস তুমি তো তার কাছে কোন টাকা ধারো না।

ঈলিস ॥ না না ধারি বৈকি! ঋণটা তো আমাদের পরিবারেরই, আর আমাদেরই তা শোধ করতে হবে। একের দায় সবার দায়—সবার দায় একের দায়। এক কানাকড়ি ঋণ অপরিশোধিত থাকা পর্যন্ত পরিবারের সুনাম ক্ষুন্ন হবে।

ক্রিসটিনা ॥ পরিবারের পদবীর নাম পাল্টে নতুন নাম নিলে পারো।

ঈলিস ॥ ক্রিসটিনা!

ক্রিসটিনা ॥ (পর্দার সেলাই শেষ হয়েছে। সেলাইটা তুলে রাখলো।) কিছু মনে করো না ঈলিস। আমি তোমায় কথাটা বললাম, শুধু তোমায় পরখ করার জন্য।

ঈলিস ॥ কিন্তু তুমি আমার সামনে প্রলোভন তুলে ধরো না। লিন্ডকভিস্ট মোটেই বড়লোক নয়, আর টাকার তার খুব দরকারও। বাবার কাছে যখনই লিন্ডক-ভিস্ট তার পাওনা টাকার জন্য হাত পাতেন, বাবা দেন তাড়া আর বেচারা পালিয়ে যেতে পথ পায় না। অথচ মা সব সময়েই বলে বেড়ান, বাবা সারাটা জীবন প্রতারিত হয়ে চলেছেন।—চলো বাইরে একটু বেড়িয়ে আসি—যাবে?

ক্রিসটিনা ॥ চলো যাই। বাইরে হয়তো এখনও সূর্যের আলো আছে।

ইলিস ॥ ত্রাণকর্তা যিশু আমাদের জন্য স্বয়ং প্রায়শ্চিত্ত করেছেন অথচ আমরা বরাবর আমাদের পাপের খেশারত দিয়ে চলেছি।—এ রহস্যটা কি তোমার কাছে দুর্জ্ঞেয় নয়? কিন্তু মজা দেখো, আমার দুঃখের কেউ ভাগী নেই।

ক্রিসটিনা ॥ যদি ভাগী কেউ থেকে থাকে, তুমি কি তাকে চিনতে পারবে?

ইলিস ॥ নিশ্চয়ই পারবো। কিন্তু চুপ্ করো। বেঞ্জামিন আসছে। তাকিয়ে দেখো তো, ওর মুখ দেখলে কি মনে হয়, ও বেশ সুখী?

ক্রিসটিনা ॥ (পেছনের দরজা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালো।) খুব মনমরা হয়ে হয়ে হাঁটছে। ঝর্ণাটার কাছে দাঁড়ালো। ঝর্ণার পানি দিয়ে চোখ ধুলো...

ইলিস ॥ তাই নাকি? তাহলে বুঝি...

ক্রিসটিনা ॥ চুপ করো—আসতে দাও।

ইলিস ॥ অশ্রুপাত। অশ্রুপাত!

ক্রিসটিনা ॥ অঃ অস্থির হলে কেন? থামো।

(বেঞ্জামিনের প্রবেশ। ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত যুবক। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, সে দুঃখভারাক্রান্ত। একটি পোর্টফলিও এবং খান কয়েক স্কুল পাঠ্য-পুস্তক হাতে নিয়ে সে প্রবেশ করলে।)

ইলিস ॥ বেঞ্জামিন, তোমার লাতিন পরীক্ষা কেমন দিলে?

বেঞ্জামিন ॥ খুব ভালো হয় নি।

ইলিস ॥ তোমার পরীক্ষার খাতাটা আমায় দেখতে দেবে? কি কি ভুল করেছো?

বেঞ্জামিন ॥ উত্ শব্দের প্রত্যয় লিখতে ভুল করেছি। যদিও জানতাম ওটা হবে কৃৎ-প্রত্যয় কিন্তু লিখেছি তদ্ধিত-প্রত্যয়।

ইলিস ॥ তাহলে তুমি পরীক্ষায় ফেল করেছো। কিন্তু তুমি ফেল করলে কি করে?

বেঞ্জামিন ॥ (হালছাড়াভাবে) আমিও ব্যাপারটা বুঝতে পারছি নে। প্রশ্নের জবাবে কি লেখা উচিত, আমি তা জানতাম এবং যথাযথ লিখতেও চেয়েছিলাম কিন্তু শেষ পর্যন্ত খাতায় ভুল লিখলাম। (ডাইনিং টেবিলের পাশের চেয়ারে হতাশ হয়ে বসে পড়লো।)

ইলিস ॥ (লেখার টেবিলের পাশে একটি চেয়ারে বসলো এবং বেঞ্জামিনের পরীক্ষার খাতা দেখতে লাগলো।) হ্যাঁ তুমি তদ্ধিত প্রত্যয়ই লিখেছো বটে। হায় ভগবান!

ক্রিসটিনা ॥ (ধরা গলায় বললে।) সামনের বার নিশ্চয়ই পরীক্ষায় ভালো করবে, ঘাবড়িও না। এই জীবন...এই বেঁচে থাকাটা কষ্টসাধ্য—খুবই কষ্টসাধ্য।

বেঞ্জামিন ॥ যথার্থ বলেছেন, সত্যি কষ্টসাধ্য।

ইলিস ॥ (তিক্ততা মিশ্রিত ও দুঃখভারাক্রান্ত স্বরে) একবারের চেষ্টাতেই জীবনের সাফল্য দেখা দেবে—মানুষ কতো কল্পনাই না করে। আর, তুমি আমার সব চাইতে মেধাবী ছাত্র, পরীক্ষায় তোমার ফল যদি এমন শোচনীয় হয়, তাহলে অন্যান্য ছাত্রদের কাছ থেকে আমি আর কি আশা করতে পারি? শিক্ষক হিসাবে আমার সমস্ত সুনাম এবার নষ্ট হবে। শিক্ষকতা করার সুযোগ থেকে হয়তো অতঃপর আমি বঞ্চিত হবো। আর তা যদি হতে হয়, তা হলে আমার গোটা জীবনটাই ব্যর্থ হবে। (বেঞ্জামিনকে লক্ষ্য করে বললে—) বৃথা মন খারাপ করো না—পরীক্ষায় ফেলের জন্য তুমি দায়ী নও।

ক্রিসটিনা ॥ (যথাসাধ্য শান্ত স্বরে বললে—) ইলিস, মনে বল সঞ্চয় করো—ভগবানের দোহাই, মনে সাহস আনো।

ইলিস ॥ কোত্থেকে সাহস সঞ্চয় করবো?

ক্রিসটিনা ॥ সব সময়ে যেখান থেকে সাহস সঞ্চয় করে থাকো, সেখান থেকে।

ইলিস ॥ পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে—মনে হয়, জীবনের মাধুর্য যেনো উবে গেছে।

ক্রিসটিনা ॥ বিনা অপরাধে দুঃখ ভোগ করার মধ্যে একটা মাধুর্য আছে। অধৈর্যের আগুনে অহেতুক নিজেকে নিক্ষেপ করো না। সাহসের সঙ্গে জীবনযুদ্ধের সম্মুখীন হও। বুঝতে পারছো না, এটা তোমার জীবনের একটা পরীক্ষা—শুধুমাত্র পরীক্ষা। আমার মতে পরীক্ষা ছাড়া আর কিছুই নয়।

ইলিস ॥ বেঞ্জামিনের খাতিরে একটি বছরের দৈর্ঘ্য কি কমানো সম্ভব—৩৬৫ দিনের চাইতে কম করার কি কোনো সুযোগ আছে একটি বছরকে?

ক্রিসটিনা ॥ হ্যাঁ আছে যদি মনকে প্রফুল্ল রাখতে পারা যায়।

ইলিস ॥ (মুচকি হাসি হেসে।) বাচ্চাদের ঐ যে আমরা বলি, খুব লেগেছে? না, ও কিচ্ছু নয়, ফুঁ দাও ভালো হয়ে যাবে।

ক্রিসটিনা ॥ বেশ তো তুমি বাচ্চা বনে যাও, আর আমি তোমায় সান্ত্বনা দেয়ার জন্য বলি, ফুঁ দাও।...তোমার মায়ের কথা একবার চিন্তা করো—কী পাহাড় প্রমাণ দুঃখের বোঝা তিনি বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন।

ইলিস ॥ দাও তোমার হাত দাও—আমি চোখে মুখে অন্ধকার দেখছি। (ক্রিসটিনা হাত বাড়িয়ে দিলে।) সে কি, তুমি কাঁপছো?...

ক্রিসটিনা ॥ কাঁপছি? কই, আমি তো টের পাচ্ছি নে।

ইলিস ॥ তোমার মনের বল নেই, অথচ তুমি আমায় বোঝাতে চাও, খুব তোমার মনের বল।

ক্রিসটিনা ॥ কিন্তু আমি তো কোনো দুর্বলতা অনুভব করি নে।

ইলিস ॥ করো না? তাহলে তোমার মনের বল ও সাহসের কিছুটা ভাগ আমাকে দাও না কেন?

ক্রিসটিনা ॥ দিতে পারি নে, কেননা তোমার মতো উম্মত্ত নেই।

ঈলিস ॥ (জানালা দিয়ে বাইরের পানে তাকিয়ে বললে—) তাকিয়ে দেখো কে আসছে।

ক্রিসটিনা ॥ (জানালার কাছে গিয়ে বাইরের পানে তাকালো, তারপর নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণায় হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো।) সহ্য করা কঠিন। অসহ্য।

ঈলিস ॥ লিণ্ডকভিস্ট—পাওনাদার। তার ইচ্ছা হলেই সে আমাদের আসবাবপত্র ক্রোক করতে পারে। লিণ্ডকভিস্ট—পাওনাদার। গ্রাম থেকে এখানে কি মতলবে এসেছে জানো? মাকড়সা যেমন তার জালে বসে থাকে মাছির দিকে দৃষ্টি স্থির রেখে তেমনি...

ক্রিসটিনা ॥ চলো এখান থেকে আমরা পালিয়ে যাই।

ঈলিস ॥ (চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালো।) না। এখান থেকে আমরা চলে যাবো না। যে-মুহূর্তে তোমার দুর্বলতা দেখা দিয়েছে, ঠিক সেই মুহূর্তে আমার সাহস ফিরে এসেছে। রাস্তার এ মাথায় লিণ্ডকভিস্ট এসে পড়লো। তার শিকারকে সে ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করেছে।

ক্রিসটিনা ॥ ঈলিস, জানালার কাছ থেকে তুমি সরে বসো।

ঈলিস ॥ না। ওকে দেখে এখন আমি খুব আমোদ পাচ্ছি। দেখো, দেখো চোখেমুখে খুশী উপচে পড়ছে—ইতিমধ্যেই ওর শিকারকে যেনো ও পাকড়াও করেছে। এসো লিণ্ডকভিস্ট, এসো। গুণে গুণে সদর দরজার দিকে পা বাড়াচ্ছে। ও লক্ষ্য করেছে বাড়ীর দরজা খোলা আছে আর আমরা এখন বাড়ীতে আছি। একজন লোকের সঙ্গে ওর দেখা হলো। তাকে দাঁড় করিয়ে কি যেনো বলছে। আমাদের সম্পর্কেই নিশ্চয় বলছে।... চোখ তুলে ও তাকাচ্ছে এদিক পানে।

ক্রিসটিনা ॥ তোমার মায়ের সঙ্গে ওর দেখা না হলে বাঁচি। অসাবধানে হয়তো এমন একটা কথা তিনি বলে বসবেন যে, ভদ্রলোক সারা জীবনের জন্য আমাদের শত্রু হয়ে থাকবে। ঈলিস, খুব সাবধান, অমন বিশ্রী কাণ্ড যেনো না ঘটে।

ঈলিস ॥ দেখো, দেখো তার হাতের ছড়ি সে নাচাচ্ছে। ছড়ি নাচিয়ে বোধ হয় এই কথাই বলতে চায়: এবার দয়াধর্মকে আমল না দিয়ে ইনসাফের পতাকা ওড়ানো হবে। সে ওভারকোটের বোতাম খুলছে: বোধ হয় এই কথাই বলতে চায় যে, আমরা অন্ততঃ তার জামাকাপড় কেড়েকুড়ে নিই নি। তার ঠোঁট নড়া দেখে আমি ঠিক বুঝতে পারছি, সে কি বলছে। সে যখন এখানে আসবে আমি তাকে কি বলবো জানো? বলবো: "প্রিয় মহাশয়, আইন আপনার পক্ষে রায় দিয়েছে। বাড়ীর সব আসবাবপত্র আপনি নিয়ে যান। এ সবেরই মালিক আপনি।"

ক্রিসটিনা ॥ হ্যাঁ ঐ কথাই তোমার বলা উচিত।

ইলিস ॥ অ্যাঁ, ও তো এখন হাসছে। প্রাণখোলা হাসি—হাসিতে বিন্দুমাত্র বিদ্বেষ নেই। লিন্ডকভিস্ট বোধ হয়, ততো খারাপ নয়, যদিও তার পাওনা টাকা সে ফেরৎ পেতে চায়। রাস্তার লোকটার সাথে ঐ বিশ্রী বাজে আলাপ থামিয়ে ও কি এখানে—এই ঘরের ভেতর আসতে পারে না? এতো দেরি করছে কেন? আবার ছড়ি নাচাতে শুরু করলো। এই রাক্ষসসুলভ পাওনা-দারদের জাত, এরা সবসময়েই হাতে একটা ছড়ি আর নাল বাঁধানো জুতো পরে। আর হাঁটলে জুতোর খট্‌খট্‌ শব্দ হয়। আর শব্দটা শুনতে ঠিক যেনো শূন্যে চাবুক মারার শব্দের মতো। (ক্রিসটিনার হাত নিয়ে নিজের বুকের ওপর চেপে ধরলে।) আমার হৃৎস্পন্দন তুমি অনুভব করতে পারছো? আমি কান দিয়ে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি, ঠিক যেনো সমুদ্রগামী জাহাজের হৃৎ-স্পন্দন... ঈশ্বরকে ধন্যবাদ লিন্ডকভিস্ট চলে গেলো। ঐ যে তার জুতোর খট্‌খট্‌ শব্দ শোনা যাচ্ছে—ভূর্জবৃক্ষের ডাল যেনো হাওয়ায় খট্‌খট্‌ শব্দ করে জোরে জোরে দুলছে। জুতোর খট্‌খট্‌ শব্দ তুমি শুনতে পাচ্ছো? দেখো দেখো, তাকিয়ে দেখো। লিন্ডকভিস্টের সাথে আমার চোখাচোখি হলো—সে আমায় দেখেছে...(ইলিস রাস্তার দিকে তাকিয়ে মাথা নুইয়ে অভিবাদন করলে।) দেখো দেখো, লিন্ডকভিস্টও মাথা নোয়ালো। সে হাসলো। সে হাত নেড়ে আমায় অভিনন্দন জানালে—আর—(লেখার টেবিলের ওপর ইলিসের অসাড় দেহ নেতিয়ে পড়লো এবং সে কাঁদতে কাঁদতে বললে)—লিন্ডকভিস্ট চলে গেলো...

ক্রিসটিনা ॥ সকল প্রশংসা ঈশ্বরের প্রাপ্য।

ইলিস ॥ (উঠে দাঁড়ালে।) সে চলে গেলো। কিন্তু আবার ফিরে আসবে। চলো আমরা একটু রোদে বেড়াতে যাই।

ক্রিসটিনা ॥ ডিনারে যাবে না? পিটারের ডিনার?

ইলিস ॥ নিমন্ত্রিত না হওয়া পর্যন্ত আমি যাবো না। তাছাড়া সেখানে তারা সবাই আমোদ করবে। আমি গিয়ে সেখানে কি করবো? অবিশ্বস্ত বন্ধু! কি করতে তার সাথে মিলতে যাবো? তাকে বিব্রত হতে দেখলে স্বভাবতঃই আমি ব্যথা পাবো, আর সেই ব্যথা পাবার ফলে সে আমার কাছে যে-অপরাধ করেছে তা বেমালুম ভুলে যাবো।

ক্রিসটিনা ॥ তোমায় ধন্যবাদ জানাই।—তুমি আজ বাড়ীতে আমাদের সঙ্গে থাকবে, তাই তোমায় ধন্যবাদ জানাই।

ইলিস ॥ বাড়ীতে থাকতে আমি ভালোবাসি। তুমি তো তা জানো। চলো একটু বাইরে বেড়িয়ে আসি।

ক্রিসটিনা ॥ এসো, এই পথ দিয়ে বের হই। (ডান দিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলো।)

ঈলিস ॥ (ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বেঞ্জামিনের মাথায় আদর করে মৃদু আঘাত করলে) বুকে সাহস আনো ভাই, সাহস আনো। (বেঞ্জামিন দু'হাত দিয়ে মুখ ঢাকলো।)

ঈলিস ॥ (ডাইনিং টেবিল-এর ওপর থেকে ভূর্জের ডালটা নিয়ে এসে আয়নার পেছনে রাখলে।) পায়রাটি এই যে ডালটা এনেছিলো এটা জলপাইয়ের ডাল নয়—ভূর্জের ডাল। (প্রস্থান।)

(ঈলিওনোরা পেছন দিকের দরজা দিয়ে ঢুকলো। তার বয়স ষোল বছর। পিঠে ঝুলছে মাথার চুলের বিনুনি। হাতে হলুদ রংয়ের ঈস্টার লিলি ফুল। বেঞ্জামিনকে সে দেখেছে কি-না তার হাবভাবে মোটেই বোঝা গেলো না। সাইনবোর্ড থেকে সে আপন মনে একটি ডিক্যানটার বের করে নিয়ে ফুল গাছের টবে পানি দিতে লাগলো। তারপর ডিক্যানটারটা বেঞ্জামিনের মুখোমুখি ডাইনিং টেবিল-এর ওপর রেখে দিয়ে তার দিকে আড় চোখে তাকালো। বেঞ্জামিন মেয়েটির দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো আর সে বেঞ্জামিনের গম্ভীর হাবভাব ভেংচি মেরে নকল করতে লাগলো।)

ঈলিওনোরা ॥ (ঈস্টার লিলি ফুলটার দিকে বেঞ্জামিনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললে—) বলুন তো এটা কি?

বেঞ্জামিন ॥ এটা তো ঈস্টারলিলি। কিন্তু আপনি কে? (একান্ত সরলভাবে ও ছেলেমানুষের মতো হাবভাব করে বেঞ্জামিন কথাগুলো বললে।)

ঈলিওনোরা ॥ (হৃদ্যতাপূর্ণ ও বেদনাক্রান্ত স্বরে বললে—) কিন্তু আপনি কে?

বেঞ্জামিন ॥ (পূর্বের মতো হাবভাব বজায় রেখে বললে—) আমার নাম বেঞ্জামিন। আমি মিসেস হেইয়েস্ট-এর এখানে থাকি।

ঈলিওনোরা ॥ ওঃ আপনি এখানে থাকেন? আমার নাম ঈলিওনোরা—আমি এ বাড়ীর মেয়ে।

বেঞ্জামিন ॥ কী আশ্চর্য। আপনার কথা তো এঁদের মুখে কোনদিন শুনি নি।

ঈলিওনোরা ॥ যে মারা গেছে তার কথা তো আলোচনা করা হয় না।

বেঞ্জামিন ॥ মারা গেছে? আপনি মৃত?

ঈলিওনোরা ॥ হ্যাঁ, আইনানুযায়ী আমি মৃত। কেননা, আমি একটা ভয়ঙ্কর পাপ করেছি।

বেঞ্জামিন ॥ আপনি পাপ করেছেন?

ইলিওনোরা ॥ হ্যাঁ। বিশ্বাস করে আমার কাছে যে-তহবিল রাখা হয়েছিল, আমি সেই তহবিল তসরুফ করেছি। অবশ্য আমার সে অপরাধ মার্জনা করা যেতে পারে। কেননা সেই টাকাটা অবৈধ উপায়ে অর্জিত, সুতরাং তা তো খোয়া যাবেই। কিন্তু আর একটা ব্যাপার আছে। এবং তার মার্জনাও নেই। আমার বাবাকে অপরাধী সাব্যস্ত করে জেলে পাঠানো হয়েছে। তিনি এখন কারাদণ্ড ভোগ করছেন।

বেঞ্জামিন ॥ কী অদ্ভুত আপনার কথাবার্তা আর কী সুন্দর করে আপনি বলতে পারেন। কিন্তু একথা তো কোনদিন শুনিনি যে, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত আমার ধনসম্পত্তি অবৈধ পথে অর্জিত।

ইলিওনোরা ॥ মানবজাতিকে শৃঙ্খলিত করা উচিত নয়—তাকে শৃঙ্খলমুক্ত করতে হবে।

বেঞ্জামিন ॥ বিশেষ সুযোগ নেয়ার দরুন আমার এতদিন যে-মনোদুঃখ ছিলো, তা থেকে আপনি আমায় মুক্ত করলেন।

ইলিওনোরা ॥ আপনি তাহলে বুঝি এ বাড়ীর অভিভাবকত্বাধীনে রয়েছেন।

বেঞ্জামিন ॥ হ্যাঁ। আর, আমার দুর্ভাগ্য, এই গরীবদের ভাত-কাপড় ও আশ্রয়ে আমাকে ততদিন বাস করতে হবে যতদিন না এঁদের ঋণ পরিশোধিত হচ্ছে।

ইলিওনোরা ॥ ছিঃ, রূঢ় কথা বললেন না—যদি বলেন, আমি আপনার কাছ থেকে চলে যাবো। আমি বড্ডো স্পর্শকাতর—কোনরকম দুঃখের কথা আমি সহ্য করতে পারি নে। আর আপনি বলছেন, আমার জন্যই আপনি দুর্ভোগে ভুগছেন।

বেঞ্জামিন ॥ আপনার জন্য নয়, আপনার বাপের জন্য।

ইলিওনোরা ॥ একই কথা। বাবা আর আমাতে কোনো পার্থক্য নেই—আমরা দু'জনা একই ব্যক্তি। (এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে আবার বলতে লাগলো—) আমি খুব অসুস্থ—আমার অসুখ। কিন্তু আপনি এতো বিমর্ষ কেন ?

বেঞ্জামিন ॥ আমি একটা ব্যাপারে নিরাশ হয়েছি।

ইলিওনোরা ॥ কিন্তু তার জন্য দুঃখ করার কি আছে ? শোক আর দুঃখ মানব-জীবনকে প্রজ্ঞাবান করে। আর, দুঃখকে যে ব্যক্তি ঘৃণা করে, তার মৃত্যু অবধারিত। কিন্তু কি কারণে আপনি নিরাশ হয়েছেন ?

বেঞ্জামিন ॥ আমি লাতিনের পরীক্ষায় ফেল করেছি। অথচ আমি ষোলআনা নিশ্চিত ছিলাম, পাশ করবো।

ইলিওনোরা ॥ আপনি ষোলআনা নিশ্চিত ছিলেন ?... এতো নিশ্চিত ছিলেন যে পাশ করার প্রশ্নে বাজি ধরতেও আপনি রাজী ছিলেন, তাই না ?

বেঞ্জামিন ॥ হ্যাঁ, আমি বাজি সত্যি ধরেছি।

ইলিওনোরা ॥ আমারও তাই মনে হয়েছে, আপনি বাজি ধরেছেন। দেখুন, বড়ো বেশী নিশ্চিত ছিলেন কি-না, তাই এমনটি ঘটেছে।

বেঞ্জামিন ॥ আপনি কি মনে করেন বড়ো বেশী নিশ্চিত ছিলাম বলেই ফেল করেছি—ওটাই কারণ ?

ইলিওনোরা ॥ নিশ্চয়ই ওটাই কারণ। মানুষের গর্ব ধ্বংস ডেকে আনে আর উগ্রস্বভাব তার পতন ঘটায়।

বেঞ্জামিন ॥ সামনের পরীক্ষার সময় আপনার এ উপদেশ আমি মনে রাখবো।

ইলিওনোরা ॥ খুব ভালো—বিবেকবান ব্যক্তির মতই কথা বটে। যে-লোকের মন ভেঙ্গে গেছে তার এবং অনুতপ্ত ব্যক্তির ত্যাগ স্বীকার ঈশ্বর সানন্দে গ্রহণ করেন।

বেঞ্জামিন ॥ দেখছি, আপনি ধর্মগত প্রাণ !

ইলিওনোরা ॥ হ্যাঁ, আমি ধর্মগতপ্রাণ।

বেঞ্জামিন ॥ অর্থাৎ আপনি বিশ্বাসী—ঈশ্বর ভক্ত ?

ইলিওনোরা ॥ হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। সুতরাং যে-ঈশ্বরের দানে আমি উপকৃত সেই ঈশ্বরের যদি আপনি বদনাম করেন তাহলে এক টেবিল-এ আপনার সাথে আমি বসবো না।

বেঞ্জামিন ॥ আপনার বয়স কতো ?

ইলিওনোরা ॥ স্থান ও কালের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই—আমি স্থান ও কালের ঊর্ধ্বে। যখন যেখানে আমার ইচ্ছা আমি যেতে পারি, আমি সর্বত্র বিরাজমান। আমি একই সময়ে কারাগারে আমার বাবার সঙ্গে আর স্কুলে আমার ভাইয়ের সঙ্গে বাস করি...আমি আমার মায়ের রান্না ঘরে আর আমেরিকায় আমার বোনের দোকানে একই সময়ে অবস্থান করি। যেদিন তার দোকানে বেশ ভালো বিক্রি হয়, কারবার বেশ ভালো চলে, আমার বোনের সে-দিনের আনন্দ আমি স্পষ্ট উপভোগ করি। যেদিন কেনাবেচায় মন্দা যায়, সেদিন আমার মনটা দুঃখে ভরে ওঠে। কিন্তু সবচেয়ে বেশী দুঃখ পাই যখন দেখি, আমার বোন কোন লোকের ক্ষতি করছে, কাউকে ঠকাচ্ছে। বেঞ্জামিন—আপনার নাম বেঞ্জামিন কেন রাখা হয়েছে জানেন ? আমার বন্ধুদের মধ্যে আপনি সবচেয়ে কম বয়সের, তাই আপনার নাম হচ্ছে বেঞ্জামিন। জানেন, গোটা মানবজাতি আমার বন্ধু। আমার দলের যদি আপনি অন্তর্ভুক্ত হন, তাহলে আপনার জন্যও আমি প্রায়শ্চিত্ত করবো। বলুন, হবেন দলভুক্ত ?

বেঞ্জামিন ॥ আপনি কি বলছেন, আমি ঠিক বুঝতে পারছি নে, তবে আপনার কথার কিছুটা মর্ম যেনো অনুধাবন করতে পারছি। আর, আপনাকে আমি কথা দিচ্ছি, আপনার ইচ্ছাকে আমি অনুসরণ করবো।

ইলিওনোরা ॥ বেশ, মানুষকে বিচার করার প্রবণতা কি ত্যাগ করতে পারবেন? এমন কি, যারা বিচারে অপরাধী বলে সাব্যস্ত হয়েছে, তাদেরও আপনি মনে মনে বিচার করবেন না, পারবেন? এ নীতি পালন করতে পারবেন?

বেঞ্জামিন ॥ কিন্তু কোনো নীতি পালন করতে হলে তা সমর্থনের উপযুক্ত যুক্তি আমার সামনে থাকা দরকার। জানেন, আমি দর্শনশাস্ত্র পড়েছি।

ইলিওনোরা ॥ তাই নাকি? তাহলে কোন প্রখ্যাত দার্শনিকের উদ্ধৃতি দিয়ে একটি বাণীর ব্যাখ্যা করতে দয়া করে আমায় সাহায্য করুন। বাণীটি হচ্ছে: "ন্যায়পরায়ন লোকদের যারা ঘৃণা করে তারা জঘন্য অপরাধে অপরাধী।"

বেঞ্জামিন ॥ কিন্তু ন্যায় শাস্ত্র বলে, কোনো কোনো মানুষের অপরাধ করা নিয়তির লিখন।

ইলিওনোরা ॥ কিন্তু অপরাধ করার অপর নাম হচ্ছে শাস্তি ভোগ করা—অপরাধটাই তো শাস্তি ভোগ।

বেঞ্জামিন ॥ আপনার এই চিন্তাটা প্রগাঢ় তাৎপর্যপূর্ণ। লোকে ভাবতে পারে, এটা কান্ট অথবা শ্যোপেনহাওয়ারের চিন্তা।

ইলিওনোরা ॥ কান্ট ও শ্যোপেনহাওয়ার কে? আমি তাঁদের চিনি নে।

বেঞ্জামিন ॥ আপনি ঐ বাণীটা কোথায় পড়েছেন?

ইলিওনোরা ॥ পবিত্র গ্রন্থ——বাইবেলে।

বেঞ্জামিন ॥ কি বলছেন আপনি? বাইবেলে এমন উক্তি আপনি কোথায় পেলেন?

ইলিওনোরা ॥ হায় কি অজ্ঞ, কি অবহেলিত শিশু আপনি? আমার ইচ্ছা করছে, আপনাকে পড়িয়ে মানুষ করি।

বেঞ্জামিন ॥ আপনি স্বর্গের দেবী।

ইলিওনোরা ॥ কিন্তু আমি আপনার ভেতর খারাপ কিছু দেখছি নে, বরং আমার বিশ্বাস আপনি অতি উত্তম ছেলে। আপনার ল্যাতিনের শিক্ষক কে? তাঁর নাম কি?

বেঞ্জামিন ॥ ডক্টর ম্যালগ্রেন।

ইলিওনোরা ॥ (উঠে দাঁড়ালো) নামটা মনে রাখবো।...উঃ আমার বাবা নির্যাতন ভোগ করছেন। ওরা আমার বাবার সাথে নিষ্ঠুর ব্যবহার করছে। (কান খাড়া করে কি যেন শুনতে লাগলো।) টেলিফোনের তার যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে।

আপনি শুনতে পাচ্ছেন না? নরম, চকচকে তামার তারের মাঝারে মানুষ যখন কোন নিষ্ঠুর বাক্য উচ্চারণ করে, টেলিফোনের ঐ তামার তার তা সহ্য করতে পারে না, তাই যন্ত্রণায় কাতরায়। মানুষ যখন টেলিফোনে তার প্রতিবেশীর নিন্দা করে, টেলিফোনের তার দুঃখে গলে গিয়ে টপ টপ করে চোখের পানি ফেলে, যন্ত্রণায় কাতরায় আর চিৎকার করে বলে, ছিঃ ছিঃ কী লজ্জা। (ঈলিওনোরার গলার স্বর শক্ত হয়ে আসে।) আর, তারা প্রতিবেশীর নিন্দা করে যে-সব কথা বলে—নিন্দা করার সেই পাপ হিসেবের খাতায় লেখা হয়। অবশেষে কেয়ামতের দিন তাদের বিচারের সম্মুখীন হতে হবে।

বেঞ্জামিন ॥ আপনি বড়ো কঠোর।

ঈলিওনোরা ॥ আমি কঠোর? আমি কঠোর? আমি কি করে কঠোর হতে পারি? আমি? আমি? না, না। (স্টোভের কাছে এগিয়ে গিয়ে স্টোভের ঢাকনা খুললে। সেখান থেকে কয়েক টুকরো ছেঁড়া সাদা রংয়ের লেখার কাগজ বের করলে।)

(কাগজের টুকরোগুলো ডাইনিং টেবিলের ওপর সাজাতে লাগলো আর বেঞ্জামিন কাগজগুলোতে কি লেখা আছে দেখার জন্য উঠে দাঁড়ালো।)

ঈলিওনোরা ॥ একটা স্টোভের ভেতরে গোপন জিনিষ রাখার মতো বেকুফী মানুষ কি করে করতে পারে? যেখানেই আমি যাই না কেন, আমি সে বাড়ীর স্টোভের ঢাকনা খুলে দেখবই—কিছুতেই এর নড়চড় হবে না। কিন্তু আমি মানুষের গোপন কথা কোনদিনই ফাঁস করে দিই না। অমন কাজ আমার দ্বারা কিছুতেই সম্ভব নয়। কারণ অমন কাজ করলে আমার বিবেক আমাকে দংশন করবে। (এক টুকরো কাগজের লেখা পড়তে লাগলো।) কী এর মানে হতে পারে? কিছুই তো বুঝতে পারছি নে।

বেঞ্জামিন ॥ ওটা তো ডক্টর পিটারের চিঠি...চিঠিখানা উনি ক্রিসটিনাকে লিখেছেন আর চিঠিখানাতে ক্রিসটিনার সাথে তিনি কখন দেখা করতে চান, তার উল্লেখ রয়েছে। এমনি একখানা চিঠি তিনি ক্রিসটিনাকে লিখবেন, এটা আমি অনেক দিন আগেই অনুমান করেছি।

ঈলিওনোরা ॥ (হাত দিয়ে চিঠিখানা ঢাকলো।) আপনি কি বললেন? অনেক দিন আগেই আপনি কী অনুমান করেছিলেন? বলুন। বলুন কী অনুমান করেছিলেন। আপনি পাপী, দুরাচারী—মনের ভেতর কেবলমাত্র পাপ চিন্তা পোষণ করেন। এই চিঠিতে যা লেখা রয়েছে তাতে ভালো ছাড়া খারাপ কিছু নেই। আমি ক্রিসটিনাকে জানি, খুব ভালো মেয়ে—

সে আমার বৌদি হতে চলেছে। ক্রিসটিনা ও পিটার দু'জনা একসঙ্গে হাত মিলিয়েছে আমার দাদা ইলিসের একটা বিপদ অপসারণ করতে। আপনি সে কথা জানেন না। কিন্তু বেঞ্জামিন, আপনি আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করুন, এ কথাটা গোপন রাখবেন।

বেঞ্জামিন ॥ আমি এ সম্পর্কে আর একটি শব্দও উচ্চারণ করতে সাহস পাবো না। সে দুঃসাহস আমার কিছুতেই হবে না।

ইলিওনোরা ॥ মানুষ যখন নিজেদের গোপন কথা লুকোতে চেষ্টা করে সে খুবই ভুল করে। তারা মনে করে নিজেরা খুব বুদ্ধিমানের মতো কাজ করছে, কিন্তু আসলে বোকামী করে। কিন্তু অন্যের ব্যাপারে আমি নাক গলাতে যাচ্ছি কেন?

বেঞ্জামিন ॥ ঠিকই তো। আপনার এতো কৌতূহল কেন?

ইলিওনোরা ॥ আপনি বুঝতে পারছেন না। এটাই তো আমার রোগ। যে-করে হোক সব কিছুই আমাকে জানতে হবে—আর জানতে না পারলে আমি অস্থির হয়ে উঠি।

বেঞ্জামিন ॥ সব কিছুই আপনার জানা দরকার?

ইলিওনোরা ॥ আমার চরিত্রের এটাই দুর্বলতা—এ দুর্বলতাকে অতিক্রম করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এমন কি স্টারলিং পাখীরা কি বলাবলি করে তাও আমি জানি।

বেঞ্জামিন ॥ স্টারলিং পাখী? স্টারলিং পাখী তো কথা বলতে পারে না।

ইলিওনোরা ॥ আপনি কি কখনও শোনেন নি, স্টারলিং পাখীকে কথা বলতে শেখানো যায়?

বেঞ্জামিন ॥ হ্যাঁ জানি, কথা বলতে শেখানো যায়।

ইলিওনোরা ॥ হ্যাঁ, স্টারলিং কথা বলা শিখতে পারে। এমন কতকগুলো পাখী আছে যারা তোতা পাখীর মতো অপরের মুখের কথা নিজেরা আপনা থেকে নকল করে কথা বলা শেখে। স্টারলিংরা সেই জাতের পাখী। আমাদের অজান্তে এরা চুপ করে বসে বসে শোনে আর আমরা যা যা বলি অবিকল তার পুনরাবৃত্তি করে। অল্প কিছুক্ষণ আগে আমি দুটো স্টারলিং পাখীকে বাড়ীর পাশের ঐ আখরোট গাছে কথা বলতে শুনেছি।

বেঞ্জামিন ॥ আপনি ভারি মজার লোক। আচ্ছা বলুন তো, ওরা কি বলাবলি করছিলো।

ইলিওনোরা ॥ একটি পাখী বললে, "পিটার"। দ্বিতীয়টি বললে, "জুডাস!" প্রথমটি এবার বললে, "আমিও তোমায় বলছি জুডাস।" জবাবে দ্বিতীয়টি বললে, "ফী-ফী-ফী!"—কিন্তু আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমাদের পাশে

ঐ যে বোবাদের বাড়ী আছে, নাইটএঙ্গেল পাখী কেবল মাত্র ঐ বোবাদেরই বাগানে গান গায়।

বেঞ্জামিন ॥ হ্যাঁ আমি শুনেছি। কিন্তু কেন, বলুন তো?

ঈলিওনোরা ॥ কারণ, যারা কানে শোনে তারা নাইটএঙ্গেলের গানে কান দেয় না—তাদের গান শোনে না, কিন্তু বোবারা শোনে।

বেঞ্জামিন ॥ আরও দু'একটি রূপকথা আপনি দয়া করে শোনাবেন কি?

ঈলিওনোরা ॥ হ্যাঁ শোনাতে রাজী আছি যদি ভালো ব্যবহার করেন।

বেঞ্জামিন ॥ ভালো ব্যবহার মানে?

ঈলিওনোরা ॥ মানে হচ্ছে, আমি যা বলবো, তার যদি আপনি সমালোচনা না করেন—আমি এটা বলেছি, আমি ওটা বলেছি, বলে আমার কথা নিয়ে যদি নাড়াচাড়া না করেন।...পাখীদের সম্পর্কে আপনি কি আমার কাছ থেকে আরও কিছু শুনতে চান? এক জাতের বাজ পাখী আছে, তারা বড়ই অলক্ষুণে, তারা ইঁদুর ধরে ধরে খায়। ওদের তাই বলা হয়, ইঁদুর-খাওয়া বাজ। এরা ঘৃণ্য জাতের পাখী; তাই প্রকৃতি এদের স্বভাবও নির্মম করেছে, যাতে করে এরা ইঁদুর শিকার করতে পারে। এরা কেবল-মাত্র একটা শব্দই উচ্চারণ করতে পারে, আর শব্দটা শুনতে বেড়ালের মিউ-মিউ ডাকের মতো। সুতরাং এই বাজ পাখীরা যখন মিউ-মিউ করে ডাকে, ইঁদুরগুলো চঞ্চল হয়ে ছুটোছুটি করে কোন গোপন জায়গায় লুকোয়। বাজ পাখীগুলো এতো বেখেয়াল যে, এই অলক্ষুণে মিউ-মিউ শব্দ যে তারা করে চলেছে তা নিজেরাই টের পায় না; আর তার ফল দাঁড়ায়, প্রায়ই তাদের উপবাসে কাটাতে হয়।...পাখীদের সম্পর্কে আরও একটা গল্প শুনতে চান, না, ফুলের গল্প শুনতে চান? ...শুনুন, আমার যখন অসুখ হয়েছিল, ডাক্তাররা আমাকে এমন একটা শিকড় থেকে তৈরী ভেষজ দিয়েছিল, যে-ভেষজটি মানুষের দৃষ্টির ক্ষমতা বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়—মানুষের চোখকে বিবর্ধক কাঁচে রূপান্তরিত করে। অপরদিকে বিষ-কাঁঠালি থেকে তৈরী ভেষজের ক্রিয়া ঠিক এর উল্টো।...আমি যে-কোন মানুষের চাইতে বেশী দূরের বস্তু দেখতে পাই— দুপুর রোদে আমি আকাশের তারা দেখতে পাই।

বেঞ্জামিন ॥ কিন্তু এখন তো সব তারা অস্ত গেছে। এখন আকাশে তো কোন তারা নেই।

ঈলিওনোরা ॥ কী বোকার মত কথা বলছেন। আপনি কি জানেন না, আকাশে সব সময়েই তারা উদিত থাকে। আমি এখন উত্তর মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছি। ইংরেজী ডাবলিউ অক্ষরের মতো একটা জিনিষ উত্তর দিকের আকাশে

আমি দেখতে পাচ্ছি। আর ছায়াপথের ঠিক মাঝখানে এই জিনিষটির অবস্থান। আপনি দেখতে পাচ্ছেন না ?

বেঞ্জামিন ॥ না, আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি নে।

ইলিওনোরা ॥ আমি এখন যা বলছি মন দিয়ে শুনুন : একজন মানুষ যা দেখতে সক্ষম, অপর একজন মানুষ তা দেখতে সক্ষম না-ও হতে পারে। সুতরাং নিজের চোখের ওপর খুব বেশী নির্ভর করা কারুরই উচিত নয়।... টেবিলের ওপর যে-ফুলটা আছে, এখন সেই ফুল সম্পর্কে আমার কিছু বক্তব্য আছে। এ ফুলটার নাম ঈস্টার লিলি। এ ফুল সুইজারল্যান্ডে জন্মায়। এর পাঁপড়ি সূর্যকিরণ পান করে। সেইজন্যই এর রং সোনালী আর এ ফুল মানুষের জ্বালা-যন্ত্রণা লাঘব করতে সক্ষম।... একটা ফুলের দোকানের পাশ দিয়ে কিছুক্ষণ আগে যখন আমি আসছিলাম এই ফুল আমার নজরে পড়ে। আমার ভাই ইলিসকে একটি ঈস্টার লিলি উপহার দেয়ার জন্য পথ থেকে নেমে দোকানটায় ঢুকতে পা বাড়িয়েছিলাম। কিন্তু দোকানটার সামনে গিয়ে দেখি কি, দরজা বন্ধ। আজকের পর্বদিন উপলক্ষেই বোধ হয় দোকানটা বন্ধ। কিন্তু একটি ঈস্টার লিলি যে আমার চাই-ই। তাই আমি আমার চাবি দিয়ে দরজাটা খুলতে চেষ্টা করলাম। আর অমনি কে-জানি একজন দরজাটা খুলে দিলে—আমি ফুলের দোকনের ভেতরে ঢুকে পড়লাম। ফুলের নীরব ভাষা কি আপনি কিছু বুঝতে পারেন ? জানেন প্রত্যেকটি পাঁপড়ির গন্ধ বহন করে তাদের হাজারো রকম চিন্তা। সেই সব চিন্তা আমার ওপর এসে ভর করলো। আর আমার অসাধারণ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহায়তায় আমি সেই সব চিন্তার রহস্য উদ্ঘাটন করলাম—কোন মানবীয় ইন্দ্রিয় দ্বারা সে-সব রহস্য উদ্ঘাটন করা সম্ভব নয়। পাঁপড়ির গন্ধে নিহিত চিন্তারাজি আমায় বলতে লাগলো তাদের দুঃখের কথা—মালীর অনুভূতি শূন্যতাবশতঃ যে-সব দুঃখ তাদের ভোগ করতে হয়েছে। মালী খুব নিষ্ঠুর, অবশ্য একথা আমি বলতে চাই নে—সে নিষ্ঠুর নয়, অনবধনতাবশতঃ সে দুঃখ দিয়েছে। যা হোক, ফুলটির দাম এক ক্রাউন এবং আমার নামের কার্ড দোকানীর টেবিলের ওপর রেখে ফুলটি নিয়ে আমি চলে এলাম।

বেঞ্জামিন ॥ এমন কাণ্ড কোন্ যুক্তিতে করলেন ? ধরুন, দোকানদার দোকানে এসে যখন দেখবে একটি ফুল উধাও হয়েছে আর ওদিকে দোকানে রেখে-আসা আপনার পয়সাটাও যদি তাদের নজরে না পড়ে, তাহলে কি হবে ভেবে দেখুন তো !

ইলিওনোরা ॥ ও দিকটা আমি চিন্তা করি নি।

বেঞ্জামিন ॥ একটি ক্রাউন—কতোটুকুই-বা। অনায়াসে হারিয়ে যেতে পারে। কিন্তু তারা আপনার দেয়া ক্রাউনটা না পেয়ে শুধু যদি আপনার কার্ডটা পায়। ভেবে দেখুন তো ব্যাপারটা কি দাঁড়াবে।

ঈলিওনোরা ॥ কিন্তু আমি যে কারু কোন জিনিষ নিতে পারি, এ কথা কেউ মনে স্থান দেবে না।

বেঞ্জামিন ॥ (ঈলিওনোরার চোখের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললে) স্থান দেবে না?

ঈলিওনোরা ॥ (বেঞ্জামিনের দিকে আড় চোখে তাকিয়ে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালো।) ওঃ আপনি কি বলতে চান, বুঝেছি। সন্তান তার বাপের মতনই হয়ে থাকে। আমি কোন্ বুদ্ধিতে এমন একটা জানা-কথা ভুলে গিয়েছিলাম। আমার মতো এমন নির্বোধ আর দ্বিতীয়টি নেই। আপনি যা বললেন, তাই যদি হয়, তা হলে কি হবে? (আবার চেয়ারে বসে পড়লো।) যাক্‌গে, যা হবার হবে।

বেঞ্জামিন ॥ যে গন্ডগোলটা পাকিয়েছেন, তা সমাধানের একটা কোন ব্যবস্থা করা যায় কি-না?

ঈলিওনোরা ॥ চুপ করুন।...ও আলোচনা রেখে দিন। অন্য একটা জরুরী কথা আমার মনে পড়েছে।...ডক্টর ব্যালগ্রেন।—বেচারা ঈলিস। হায়, আমরা সবাই কতো দুঃখী। কিন্তু ঈস্টারের পর্ব আবার এসেছে—সুতরাং আমাদের সবাইকে যন্ত্রণাভোগ করতেই হবে। আগামী কাল কনসার্টে হেড্‌ন্‌-এর রচিত "ক্রুশে আবদ্ধ যীশু খৃষ্টের শেষ সপ্তবাণী" বাজানো হবে...এবং আরও বাজানো হবে, "মাতা মেরী, তাকিয়ে দেখো, তোমার সন্তানের দশা।" (দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদতে লাগলো।)

বেঞ্জামিন ॥ কি অসুখে আপনি ভুগছেন?

ঈলিওনোরা ॥ মৃত্যুর পথে টেনে নিয়ে যাবার জন্য আমার এ অসুখ নয়—ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন করাই আমার এ অসুখের লক্ষ্য।..."আমি মঙ্গল কামনা করেছি, কিন্তু অমঙ্গল আমায় বরণ করেছে। আমি প্রতীক্ষা করেছি আলোর জন্য কিন্তু নেমে এসেছে অন্ধকার।"—বেঞ্জামিন আপনার শৈশব কাল কেমন ছিলো, সুখের, না দুঃখের?

বেঞ্জামিন ॥ আমি ঠিক মনে করতে পারছিনে। তবে খুব সুখের ছিলো না। কিন্তু আপনার কেমন ছিলো?

ঈলিওনোরা ॥ আমি কোন দিনই শিশু ছিলাম না। বয়স্ক হয়েই আমি জন্ম গ্রহণ করেছি। আমার জন্ম মুহূর্ত থেকে সব কথাই বরাবর আমি অবগত। আমার শৈশবকালের কোন কথা যখন কারু মুখে শুনি,আমার স্পষ্ট মনে

পড়ে, সবই জানা-কথা, তবে ভুলে গিয়েছিলাম। মানুষের বিচার-বিবেচনার অভাব এবং হঠকারিতা সম্পর্কে আমি আমার চার বছর বয়স থেকেই পুরোপুরির সচেতন...স্রেফ আক্রোশবশতঃ সবাই আমার সাথে নির্মম ব্যবহার করতো।

বেঞ্জামিন ॥ আপনি যেমনটি বললেন, আমারও তেমনি মনে পড়ে, আমিও হয়তো ঠিক ঐ রকমই অনুভব করতাম।

ইলিওনোরা ॥ 'হয় তো' বলছেন কেন? আমি তো স্পষ্ট জানি, আপনি ঠিক ঐ রকমই অনুভব করতেন।—কিন্তু ফুলের দোকানে যে-পয়সা আমি রেখে দিয়ে এসেছি তা হারিয়ে যেতে পারে, এ ধারণা আপনার মনে এলো কি করে?

বেঞ্জামিন ॥ কারণ, সব সময়েই খারাপটাই ঘটে থাকে।

ইলিওনোরা ॥ আপনিও দেখছি তা লক্ষ্য করেছেন।—কিন্তু চুপ করুন, কে যেন আসছে। (ঘাড় বাঁকিয়ে বাইরের দিকে তাকলো।) ঐ ইলিস আসছে—কী আনন্দ, ইলিস আসছে। এই দুনিয়ায় আমার একমাত্র সত্যিকার আপনজনা, আমার একমাত্র হিতাকাঙ্ক্ষী...(চোখেমুখে বিষাদের ছায়া নেমে এলো।) কিন্তু সে এখানে আমাকে দেখতে পাবে বলে প্রত্যাশা করছে না—আমাকে এখন এখানে দেখে সে মোটেই খুশী হবে না।—না, সে খুশী হবে না—আমি জানি সে খুশী হবে না...বেঞ্জামিন, বেঞ্জামিন, আমার ভাই ইলিস এ ঘরে যখন ঢুকবে, দয়া করে আপনার চোখে মুখে একটু ভালবাসার ছাপ আর আপনার মনোভাবে প্রফুল্লতা ফুটিয়ে তুলতে পারবেন না কি? যদি পারেন, আমি কৃতার্থ হবো। আমি ভেতরে যাচ্ছি। আমার ভাই এলে আপনি তাকে খবরটা দেবেন যে, আমি এ বাড়ীতে এসেছি। কিন্তু সাবধান, এমন কোন কথা বলবেন না, যাতে সে মনে ব্যথা পায়। যা বললাম, বুঝলেন তো? সে মনে ব্যথা পেলে, আমার দুঃখ রাখার ঠাঁই থাকবে না। দেখি, আপনার হাত বাড়িয়ে দিন।

(বেঞ্জামিন হাত বাড়িয়ে দিলে।)

ইলিওনোরা ॥ (বেঞ্জামিনের হাতে চুমু খেলো।) ব্যস, এখন থেকে তুমি আমার ছোট্ট ভাইটি, বুঝলে। প্রার্থনা করি, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, বিপদ আপদ থেকে তোমায় দূরে রাখুন (ডান দিক দিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো; আর যাবার সময়, আলনায় ইলিসের যে-কোর্টটি ঝোলানো ছিল, আদর করে সেটা একবার নাড়াচাড়া করলে।) বেচারী ইলিস! (ইলিস পেছনের দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকলো। তাকে দেখে মনে হয়, সে খুব ক্লান্ত। রান্না ঘর থেকে মিসেস হেইয়েস্টও এলেন।)

ইলিস ॥ কে? মা?

মিসেস হেইয়েল্ট ॥ কে? ঈলিস? আমি ভেবেছিলাম, অন্য কে যেন এখানে কথা বলছে।

ঈলিস ॥ শোনো মা, একটা খবর আছে। একটু আগে আমাদের এটর্নির সাথে আমার আলাপ হলো—রাস্তায় দেখা হয়েছিল।

মিসেস হেইয়েল্ট ॥ তাই নাকি?

ঈলিস ॥ মামলাটা এখন উচ্চ আদালতে যাবে। এবার আপিলের শুনানী হবে। আর সময় বাঁচানোর জন্য মামলাটার সমস্ত রেকর্ড আমায় পড়তে হবে।

মিসেস হেইয়েল্ট ॥ পড়তে তোমার খুব বেশী সময় লাগবে বলে মনে হয় না।

ঈলিস ॥ (লেখার টেবিলের ওপর রাখা মামলার নথিপত্রের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বললে—) ওহ্ আমি ভেবেছিলাম, খাটুনী, দুশ্চিন্তা ইত্যাদির অবসান ঘটেছে। কিন্তু এখন এই দুঃখজনক ঘটনাটার আবার আলোচনা করতে হবে, নতুন করে আর এক দফা দুর্ভোগ ভুগতে হবে। মামলায় উত্থাপিত অভিযোগগুলো, দলিলপত্র, সাক্ষীর জবানবন্দী আবার ঘাঁটাঘাঁটি করতে হবে।

মিসেস হেইয়েল্ট ॥ করতে হবে বটে, তবে তিনি তো এবার খালাস পাবেন।

ঈলিস ॥ না, খালাস পাবেন না। তুমি তো জানো মা, তিনি ইতিমধ্যে দোষ স্বীকার করেছেন।

মিসেস হেইয়েল্ট ॥ হ্যাঁ, স্বীকার করেছেন বটে কিন্তু আইনের কিছু ফাঁক রয়ে গেছে। গতবার এটর্নির সাথে যখন আলাপ হয়, তিনি এ-কথা আমায় বলেছিলেন।

ঈলিস ॥ তোমাকে স্রেফ সান্ত্বনা দেয়ার জন্য তিনি ও-কথা তোমায় বলেছিলেন।

মিসেস হেইয়েল্ট ॥ তুমি ডিনারে যাবে না?

ঈলিস ॥ না।

মিসেস হেইয়েল্ট ॥ তুমি তোমার মত আবার পাল্টেছো!

ঈলিস ॥ হ্যাঁ।

মিসেস হেইয়েল্ট ॥ কাজটা ভালো করো নি।

ঈলিস ॥ তা আমি জানি। কিন্তু মনটাকে কিছুতেই স্থির করতে পারছি নে—সব সময়ে মনটা যেন অস্থির হয়ে আছে।

মিসেস হেইয়েল্ট ॥ কিছুক্ষণ আগে, আমার চেনা-গলার আওয়াজ যেন এ ঘর থেকে ও-ঘরে আমার কানে গিয়েছিলো বলে মনে হচ্ছে, তবে আমার ভুলও হতে পারে। (ওভারকোটের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে—) ওখানে তোমার ওভারকোটটা ঝুলিয়ে রাখতে আমি তোমায় কতদিন-না বারণ করেছি। আবার রেখেছো!

(বাম পাশের দরজা দিয়ে প্রস্থান।)

ইলিস ॥ (ডান দিকে এগিয়ে গেলো এবং ডাইনিং টেবিলের ওপর ঈস্টার লিলি-ফুলটি দেখতে পেলো। বেঞ্জামিনের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললে—) এই ঈস্টার লিলিফুলটি কোত্থেকে এলো ?

বেঞ্জামিন ॥ একজন তরুণী নিয়ে এসেছেন।

ইলিস ॥ তরুণী ? কি, বলছো কি ? তরুণী ?

বেঞ্জামিন ॥ হ্যাঁ তরুণী।

ইলিস ॥কে সে তরুণী ? আমার বোন ?

বেঞ্জামিন ॥ হ্যাঁ।

ইলিস ॥ (ডাইনিং টেবিলের পাশের চেয়ারে ধপাস করে বসে পড়লো। তারপর কিছুক্ষণ চুপচাপ।) তুমি কি তার সাথে কথা বলেছো ?

বেঞ্জামিন ॥ হ্যাঁ, বলেছি।

ইলিস ॥ ভগবান, এ দুর্ভোগের শেষ কবে হবে ? আমার বোন তোমার সাথে কোন রূঢ় ব্যবহার করেছে কি ?

বেঞ্জামিন ॥ রূঢ় ব্যবহার ? আপনি বলছেন কি ? মানুষের সাথে মানুষের যতখানি মিষ্টি ব্যবহার করা সম্ভব তা-ই তিনি করেছেন। অত্যন্ত মিষ্টি ব্যবহার করেছেন।

ইলিস ॥ আশ্চর্য ! আমার সম্পর্কে কিছু কি বলেছিলো ? আমার বিরুদ্ধে কোন বিরক্তিভাব প্রকাশ করেছে ?

বেঞ্জামিন ॥ না, বরং উল্টোটা প্রকাশ করেছেন। তিনি বললেন, আপনার মতো তাঁর সত্যিকার আপনজনা দুনিয়ায় আর দ্বিতীয় কেউ নেই।

ইলিস ॥ কি করে তার এমন পরিবর্তন হলো, আমি ভেবে পাচ্ছি নে।

বেঞ্জামিন ॥ আর এই ঘর থেকে যাবার সময় আপনার ঐ ঝুলানো ওভারকোটটাকে আদর করলেন, কোটটার হাতটা...

ইলিস ॥ কি বললে, ঘর থেকে যাবার সময় ? কোথায় গেলো ?

বেঞ্জামিন ॥ (ডান দিকের দরজার পানে আঙুল দেখিয়ে বললে—) ঐ দিক পানের ঘরে।

ইলিস ॥ ওখানে কি এখনও সে আছে ?

বেঞ্জামিন ॥ হ্যাঁ, আছে।

ইলিস ॥ বেঞ্জামিন তোমাকে খুবই প্রফুল্ল, খুবই হাশিখুশী দেখা যাচ্ছে।

বেঞ্জামিন ॥ তিনি আমার সাথে আলাপ করেছেন—এমন মধুঝরা তার কথাবার্তা।...

ইলিস ॥ কী সম্পর্কে আলাপ করলে ?

বেঞ্জামিন ॥ কয়েকটি যাদুর গল্প করলেন ; আর ধর্ম সম্পর্কেও অনেক কথাই বললেন।

ঈলিস ॥ (চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললে—) আর ঐ সব কথা শুনেই তোমার মন প্রফুল্ল হয়েছে, তাই না?

বেঞ্জামিন ॥ হ্যাঁ।

ঈলিস ॥ বেচারী ঈলিওনোরা। নিজে সে কতো দুঃখী অথচ অপরের মন আনন্দে ভরিয়ে দেয় (ধীরে ধীরে ডান দিকের দরজার পানে যেতে যেতে বললে—) ঈশ্বর দয়া করো, তুমি আমায় শক্তি দাও...

দ্বিতীয় অঙ্ক

গুড্ ফ্রাইডে

[প্রথম অঙ্কের শুরুতে হেড্‌ন্-এর রচিত যে-সঙ্গীতটি—"ক্রুশে আবদ্ধ যীশু খৃষ্টের শেষ সপ্তবাণী", কনসার্টে বাজানো হয়েছিল, এই দ্বিতীয় অঙ্কের শুরুতেও সেই সঙ্গীতটি-ই বাজানো হচ্ছে।]

(মঞ্চনির্দেশ—প্রথম অঙ্কের মঞ্চনির্দেশ আর দ্বিতীয় অঙ্কের মঞ্চ নির্দেশে কোন পার্থক্য নেই।— মঞ্চনির্দেশ দুটো অঙ্কেরই একই প্রকার। জানলায় পর্দাগুলো টাঙানো হয়েছে, রাস্তায় গ্যাসের বাতি জ্বলছে। পর্দা ভেদ করে রাস্তার আলো ঘরের ভেতর বেশ খানিকটা এসে পড়েছে। ছাদ থেকে একটা বাতি ঝুলছে এবং সেই বাতিটি জ্বালানো হয়েছে। খাবার টেবিলের ওপর ছোট্ট একটি কেরোসিনের বাতি জ্বলছে। স্টোভে আগুন জ্বালানো হয়েছে। সেলাই-এর টেবিলের পাশে ঈলিস ও ক্রিসটিনা চুপ্‌চাপ বসে রয়েছে। দু'জনারই আনমনা ভাব।

ডাইনিং টেবিল-এর পাশে মুখোমুখি বসে ঈলিওনোরা ও বেঞ্জামিন গভীর মনোযোগ দিয়ে বই পড়ছে। তাদের দু'জনের মাঝখানে বাতিটি জ্বলছে। ঈলিওনোরার কাঁধে শাল জড়ানো। ঘরের সবারই কালো রংয়ের পোষাক। ঈলিস ও বেঞ্জামিনের টাই-এর রং সাদা। ডাইনিং টেবিল-এর ওপর মামলার নথিপত্র ছড়িয়ে রয়েছে। ঈস্টার লিলি ফুলটি রয়েছে সেলাই-এর টেবিল-এর ওপর। আর, ডাইনিং টেবিল-এর ওপর সাবেক কালের একটি পেন্ডুলাম-ওয়ালা ঘড়িও রয়েছে। আশপাশে রাস্তায় লোকজন চলাফেরা করছে, মাঝে মাঝে পর্দায় তাদের ছায়া পড়তে দেখা যাচ্ছে।]

ইলিস ॥ (ক্রিসটিনাকে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললে—) আজ গুড্‌ফ্রাইডে। সুদীর্ঘ দিন প্রতীক্ষার পর এসেছে আজ গুড্‌ফ্রাইডে। ফুটপাতে তুষার জমে রয়েছে—দেখে মনে হয়, যেন মড়ার ঘরের সামনে এক পালা খড়। কোথাও কোন সাড়াশব্দ নেই—নিস্তব্ধ—কেবলমাত্র অর্গান-এর সুরেলা আওয়াজ ভেসে আসছে।

ক্রিসটিনা ॥ মা নিশ্চয়ই ভেস্‌পার্‌স্‌-এ গেছেন।

ইলিস ॥ হ্যাঁ। সকাল বেলাকার গির্জার উপাসনায় যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ তাঁর প্রতি লোকের অর্থপূর্ণ দৃষ্টি তিনি সহ্য করতে পারেন না—মনে খুবই আঘাত পান।

ক্রিসটিনা ॥ মানুষ এক বিচিত্র প্রাণী। বিচিত্র জীব। তাদের ধারণা, তাদের কাছ থেকে আমাদের দূরে থাকাই উচিত। মানুষ মনে করে, আমাদের সুরুচির পরিচয় দেয়া হবে যদি আমরা...

ইলিস ॥ তাদের ধারণা হয়তো যুক্তিসঙ্গত।

ক্রিসটিনা ॥ একজন মানুষ ভুল করেছে, সেই একজনার অপরাধে গোটা পরিবারকে তারা একঘরে করে রাখা উচিত বলে মনে করে।

ইলিস ॥ সংসারের এটাই নিয়ম। (ইলিওনোরা বেঞ্জামিনের দিকে বাতিটা এগিয়ে দিলে যাতে করে সে ভালো করে দেখতে পারে।)

ইলিস ॥ (ইলিওনোরা ও বেঞ্জামিনের দিকে ক্রিসটিনার দৃষ্টি ইশারায় আকর্ষণ করে ইলিস বললে—) ওদের দুটিকে তাকিয়ে দেখো।

ক্রিসটিনা ॥ দু'জনার এখন ছবি তুললে চমৎকার দেখাবে। দু'টিতে মিলেছে ভালো।

ইলিস ॥ ইলিওনোরা শান্ত হয়েছে—এটা ঈশ্বরের আশীর্বাদ। প্রার্থনা করি, সে এমনি শান্তই থাক্‌।

ক্রিসটিনা ॥ আমি তো বুঝতে পারিনে, কেনই-বা সে শান্ত থাকবে না।

ইলিস ॥ শোনো, মানুষের সুখ চিরস্থায়ী নয়। আমার তো ভয় হয়, হয়তো আজই একটা কিছু অঘটন ঘটে যাবে।

(বেঞ্জামিন আস্তে হাত দিয়ে ঠেলে ইলিওনোরার দিকে বাতিটা এগিয়ে দিলে যাতে করে সে বই পড়ার জন্য বেশী আলো পায়।)

ক্রিসটিনা ॥ ওদের দিকে তাকিয়ে দেখো—কেমন...

ইলিস ॥ বেঞ্জামিনের পরিবর্তনটা তুমি লক্ষ্য করেছো? তার সেই চাপা বিদ্রোহ ভাবটা আর নেই, তার জায়গায় একটা প্রশান্তি আর আত্মসমর্পণের ভাব চোখে মুখে ফুটে উঠেছে।

ক্রিসটিনা ॥ ঈলিওনোরা—চমৎকার মেয়ে! অপূর্ব সুন্দরী। সমগ্র দেহ থেকে রূপের ছটা ঠিকরে পড়ছে। ওকে সত্যিকার রূপবতী বলা যেতে পারে। কিন্তু তা বললেও কম করে বলা হয়।

ঈলিস ॥ আর, সে সঙ্গে করে এনেছে শান্তির ফেরেশ্‌তাকে। সে আমাদের মাথার ওপর ভেসে বেড়াচ্ছে, তবে অদৃশ্য। আর সেই ফেরেশতা তার অদৃশ্য হাতে আমাদের ওপর বর্ষণ করছে নিরবিচ্ছিন্ন, মধুর প্রশান্তি। এমন কি, ঈলিওনোরাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে মায়েরও ভাবান্তর ঘটেছে। তিনিও অনেকখানি শান্ত হয়েছেন, যা আমি কোনদিনই আশা করি নি।

ক্রিসটিনা ॥ তোমার কি মনে হয়, সে সম্পূর্ণ সেরে গেছে?

ঈলিস ॥ সেরে গেছে বটে কিন্তু একটা নতুন উপসর্গ দেখা দিয়েছে—বড় বেশী স্পর্শকাতর হয়ে পড়েছে।...যীশু খৃষ্টের ক্রুশবিদ্ধের কাহিনী এখন সে পড়ছে—প্রায়শঃ এই কাহিনী পড়ে, আর মাঝে মাঝে কাঁদে।

ক্রিসটিনা ॥ বছরে চল্লিশ দিনব্যাপী লেন্‌ট্‌ পর্বের উদ্‌যাপন হয়ে থাকে। আর সেই সময়টায় প্রতি বুধবারে আমরা এ কাহিনী স্কুলে পড়তাম—আমার এখনও বেশ মনে আছে।

ঈলিস ॥ বেশী জোরে কথা বলো না—ওর কান খুব খাড়া।

ক্রিসটিনা ॥ অতো দূরে বসে আছে আমাদের কথা শুনবে কি করে?

ঈলিস ॥ বেঞ্জামিনের পরিবর্তনটা তুমি কি লক্ষ্য করেছো? তার চোখে-মুখে মর্যাদা আর সম্ভ্রমের ছাপ ফুটে উঠেছে।

ক্রিসটিনা ॥ দুঃখভোগের এটা অবদান। আর সুখভোগ থেকে জীবনে আসে একঘেয়েমী আর গতানুগতিকতা।

ঈলিস ॥ আচ্ছা একটা কথা। ওরা দুজনা প্রেমে পড়েছে, এমনও তো হতে পারে। এই দুটি কিশোর কিশোরী হয়তো...

ক্রিসটিনা ॥ চুপ করো, চুপ করো। জানো না বুঝি প্রজাপতির পাখা ছুঁতে নেই, ছুঁলে উড়ে পালিয়ে যায়।

ঈলিস ॥ আমার ধারণা, ওরা বই হাতে করে পড়ার ভান করছে, কিন্তু আসলে ওরা আড়চোখে পরস্পর চাওয়া-চাওয়ি করছে। এ পর্যন্ত দু'জনের একজনকেও বই-এর একটি পাতাও ওল্টাতে দেখলাম না।

ক্রিসটিনা ॥ চুপ। চুপ।

ঈলিস ॥ তাকিয়ে দেখো, ঈলিওনোরা নিজেকে আর ধরে রাখতে পারছে না।

[ঈলিওনোরা চেয়ার থেকে উঠে পা টিপে টিপে বেঞ্জামিনের কাছে গেলো। নিজের কাঁধ থেকে তার শালটা তুলে নিয়ে বেঞ্জামিনের কাঁধে জড়িয়ে দিলে। বেঞ্জামিন একবার মৃদু আপত্তি করে শালটা কাঁধে জড়িয়ে চুপ করে রইল। ঈলিওনোরা ফিরে এসে নিজের

চেয়ারে বসে বাতিটা হাত দিয়ে ঠেলে বেঞ্জামিনের দিকে সরিয়ে দিলে।]

ক্রিসটিনা ॥ বেচারী ইলিওনোরা। এতো সরল যে নিজে বুঝতে পারে না কতো ভালো মেয়ে সে।

ইলিস ॥ (চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালো।) মামলার নথিপত্রগুলো একবার দেখতে হচ্ছে।

ক্রিসটিনা ॥ নথিপত্রগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করে কোন ফায়দা হবে কি ?

ইলিস ॥ কেবল মাত্র একটি ফায়দাই হবে। আর সে ফায়দাটি হচ্ছে, মায়ের মনে আশা জাগিয়ে রাখা। যদিও আমি মোটেই ভালো করে পড়িনে বরং পড়ার ভান করি, তবু নথিপত্রে মাঝে মাঝে এমন সব শব্দ নজরে পড়ে যে-গুলো ঠিক কাঁটার মতো আমার বুকে বিঁধে অসহ্য যন্ত্রণা সৃষ্টি করে। সাক্ষী-দের জবানবন্দী, টাকার অংকগুলো, বাবার নিজ মুখের স্বীকৃতি—জানো, রায়ের নকলে স্পষ্ট লেখা রয়েছে, "অশ্রুসিক্ত চোখে আসামী স্বীকার করেছে..." অশ্রু, অশ্রু।—বেহিসাব চোখের পানিতে সয়লাব।...সরকারী অফিসের সীলমোহর দেয়া এই নথিপত্রগুলো দেখলেই মনে পড়ে, জাল নোট অথবা জেলখানার বড় বড় তালাগুলোর কথা।...নথিপত্র বাঁধার ফিতেগুলো আর ঐ লালকালির সীল মোহরগুলো যেন যীশু খৃস্টের দেহের সেই "পঞ্চক্ষত"...আর মামলার রায়ে শাস্তির কথাটা যখন পড়ি ...কারাদণ্ডের ঐ আদেশ...উঃ নারকীয় যন্ত্রণা, দুঃসহ ব্যথা। সত্যি কথা বলতে কি, এ যন্ত্রণা যেন গুড্ ফ্রাইডে পর্বের যন্ত্রণার মতোই। গত কাল আমরা আকাশে সূর্য দেখেছিলাম—কল্পনার ডানায় ভর করে আমরা পল্লী অঞ্চলে চলে গিয়েছিলাম। এবারের এই গ্রীষ্মকালেও যদি আমাদের এখানেই থাকতে হয়, তা হলে কি বিশ্রী ব্যাপার হবে, বলো তো।

ক্রিসটিনা ॥ কাণ্ডটা হবে এই যে, আমাদের অনেকগুলো টাকা বাঁচবে। তবে আশাভঙ্গটাও নেহাৎ কম হবে না।

ইলিস ॥ না, আমি কিছুতেই তা পারবো না। পরপর তিনটে গ্রীষ্মকাল আমি এই শহরে কাটিয়েছি—মনে হচ্ছে, যেন এটা একটা কবরখানা। দুপুর বেলা, চারদিকে খাঁ খাঁ রোদ আর লম্বা লম্বা প্রসারিত রাস্তাগুলো—জন-মানবশূন্য। এমন কি, একটা ঘোড়া অথবা কুকুরও কোন রাস্তাতেই নজরে পড়ে না। রাস্তাগুলো যেন এক-একটি পরিখা—এঁকে বেঁকে মাঠে গিয়ে মিশেছে। আর, রাস্তার পয়ঃপ্রণালী থেকে ইঁদুরগুলো দুপুরে বাইরে বেরিয়ে এসে উৎসব শুরু করে দেয়, কারণ, শহরের সব বেড়াল গ্রামে যায় গ্রীষ্ম উপভোগ করতে। নিজ নিজ ঘরে আয়নার পাশে কোন কোন মানুষ বসে থাকে, আর রাস্তা দিয়ে কাঁচিৎ কদাচ যদি কেউ

যায়, এবং তার প্রতিবিম্ব যখন ঘরের ভেতরের আয়নায় পড়ে, অমনি তারা চেঁচিয়ে ওঠে। "দেখো, দেখো, তাকিয়ে দেখো, লোকটা এখনও শীতের পোষাক পরে রাস্তায় হাঁটছে।" কোথায় কোন্ প্রতিবেশীর অন্তোর গোড়ালি ভেঙ্গে গেছে, কোন্ প্রতিবেশীর কি দোষ নিজ নিজ ঘরে বসে তাই তারা চর্চা করে। ওদিকে গরীব বস্তিগুলো থেকে কানা, খোঁড়া, কুঁজো ও বিকলাঙ্গরা হামা দিয়ে, বুকে হেঁটে রাস্তায় বের হয়ে আসে—বের হয়ে আসে চীন ও হিংসুটেরা—দুনিয়ার হতভাগ্যরা। আর, তারা শহরের সৌখিন উদ্যানগুলিতে, এই শহরের পার্কগুলিতে বসে বসে আড্ডা জমায়। তাদের কাণ্ড কারখানা দেখলে মনে হয়, শহরটাকে যেন তারা অধিকার করে বসেছে। যে-উদ্যান ও পার্কগুলোতে এই দিন কয়েক আগে পর্যন্ত চমৎকার পোষাক পরিচ্ছদ পরা সুন্দর সুন্দর শিশুদের দেখা গেছে খেলা করতে, আর দেখা গেছে শিশুদের রূপবতী মায়েরা মিষ্টি কথা বলে খেলতে উৎসাহিত করছে নিজ নিজ সন্তানকে ; সেই উদ্যান ও পার্কগুলোতে তুমি এখন দেখতে পাবে ভিড় জমিয়েছে যতো সব ছেঁড়া ন্যাকড়া পরা হা-ঘরের দল ; আর তুমি শুনতে পাবে তারা পরস্পরকে মুখ খারাপ করে গালাগালি করছে আর কেউ কেউ করছে মারামারি। বছর দুয়েক আগের সেই উত্তরায়নান্ত দিনটির কথা আমি কিছুতেই ভুলতে পারবো না...

ক্রিস্টিনা ॥ ঈলিস, ঈলিস, দেখো দেখো, সামনে তাকিয়ে দেখো।

ঈলিস ॥ তোমার কি মনে হয়, ওখানটায় এখানকার চাইতে বেশী আলো ?

ক্রিসটিনা ॥ আমার তো তাই মনে হয়।

ঈলিস ॥ (লেখার টেবিলের পাশে বসে পড়লো।) তুষারপাতটা যদি বন্ধ হতো, আমরা বেড়াতে বেরিয়ে পড়তে পারতাম।

ক্রিসটিনা ॥ ঈলিস, তোমার মনে পড়ে কাল রাতে তুমি কামনা করেছিলে ঘুটঘুটে কালো অন্ধকার ?—যাতে অপরের দৃষ্টি এড়িয়ে আমরা দুজনা আলাপ করতে পারি। তুমি বলেছিলে, "অন্ধকার কী মনোরম—রাতে বিছানায় শুয়ে গায়ে মাথায় কম্বল মুড়ি দিলে যেমন আরাম পাওয়া যায়, অন্ধকারও ঠিক তেমনি আরামদায়ক।"

ঈলিস ॥ তবেই ভেবো দেখো—যে-কোন দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই বিচার করো না কেন, আমাদের দুঃখের বোঝা কিছুতেই হালকা হয় না। ... (মামলার নথিপত্র পড়তে লাগলো) মামলাটির সওয়াল-জবাবের মধ্যে সবচেয়ে বিশ্রী হচ্ছে ঐ অংশটি যেখানটায় আমার বাবার জীবন যাপন প্রণালী নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করা হয়েছে। এই-যে শোনো—এখানে বলা হয়েছে, তিনি অমিতব্যয়ী ছিলেন, জাঁকজমক করে পার্টি দিয়ে তিনি বোহিমেবী

খরচ করেছেন।...মা বড্ডো বেশী বাড়াবাড়ি—অসহ্য—এ সব কথা পড়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।...কিন্তু তবু আমায় পড়তে হবে, প্রতিটি শব্দ আমায় পড়তে হবে।—তোমার ঠাণ্ডা লাগছে না ?

ক্রিসটিনা ॥ না, এখানটায় তো বেশ গরম। লীনা বাইরে গেছে, তাই না ?

ইলিস ॥ তোমার মনে নেই ? সে গির্জায় গেছে।

ক্রিসটিনা ॥ কিন্তু মা শীঘ্রই বাড়ীতে ফিরবেন, তাই না ?

ইলিস ॥ মা যখনই বাইরে যান, আমি খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি। যেখানেই যান, কান খাড়া করে রাখেন, সব দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখেন আর তার ফল দাঁড়ায় এই যে একটা-না-একটা অপ্রিয় কিছু শোনেন অথবা নজরে পড়ে আর এক-বুক দুর্ভাবনা নিয়ে তিনি বাড়ীতে ফেরেন।

ক্রিসটিনা ॥ রাজ্যের দুর্ভাবনাকে আমল দিয়ে তাকে চব্বিশ ঘণ্টা মনে মনে লালন করা, তার বেদনায় নিজেকে পীড়িত করা তোমাদের পরিবারের এটা একটা বৈশিষ্ট্য—এমনটি আর কোন পরিবারেই বড়-একটা দেখা যায় না।

ইলিস ॥ সেই জন্যই যারা দুর্ভাবনাকে আমাদের মতোই আমল দেয়, একমাত্র তাদেরই সাথে আমাদের বন্ধুত্ব। যারা হাসিখুশী আমোদ-প্রমোদ ভালবাসে —তারা আমাদের এড়িয়ে চলে।

ক্রিসটিনা ॥ খিড়কি দরজা দিয়ে মায়ের বাড়ীতে ঢোকার পায়ের শব্দ পেলাম।

ইলিস ॥ ক্রিসটিনা, মায়ের সঙ্গে ব্যবহারে তুমি কোন রকম অসহিষ্ণুতা দেখিও না, কেমন ?

ক্রিসটিনা ॥ নিশ্চয়ই। আমাদের সবারই চাইতে তাঁর দুঃখের বোঝা অনেক বেশী, তা আমি জানি। কিন্তু তবু তাঁর কথাবার্তার যেন হদিস করতে পারি নে...

ইলিস ॥ তিনি তাঁর লজ্জা ঢেকে রাখবার জন্য সব সময়েই আপ্রাণ চেষ্টা করছেন, তাই তাঁকে ঠিক আমরা বুঝতে পারি নে। মা আমার, অভাগিনী।

মিসেস হেইয়েস্ট ॥ (প্রবেশ। কালো পোষাক পরিহিত। হাতে একটি বাইবেল ও রুমাল।) গুড্ ইভনিং বাছারা।

ইলিওনোরা, ইলিস ও ক্রিসটিনা ॥ গুড্ ইভনিং মা। (কিন্তু বেঞ্জামিন মুখে কোন শব্দ উচ্চারণ না করে শুধু মাথা দুলিয়ে মাকে সালাম করলে।)

মিসেস হেইয়েস্ট ॥ তোমরা সবাই কালো পোষাক পরেছো। মনে হয় যেন সবাই শোক করছো।

(সবাই চুপ করে রইল।)

ইলিস ॥ বাইরে কি এখনও বরফ পড়ছে ?

মিসেস হেইয়েল্ট ॥ হ্যাঁ, প্রচণ্ড বেগে বরফ পড়ছে। ভেজা ভেজা তুষার ; আর কি ঠাণ্ডা। ঘরেও তো বেশ ঠাণ্ডা। (ইলিওনোরার কাছে গিয়ে তার পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করলে—) মানিক আমার, সব সময়ে তুমি শুধু বই-ই পড়ছো। (বেঞ্জামিনের দিকে তাকিয়ে বললে—) আর, তুমি—তুমি তো খুব মন দিয়ে পড়াশুনো করছো, না।

(ইলিওনোরা তার মায়ের ডান হাতখানা নিজের হাতে তুলে নিলে তারপর তাঁর হাতে চুমু খেলো।)

মিসেস হেইয়েল্ট ॥ (ভাবাবেগে উচ্ছ্বসিত। কিন্তু যথাসাধ্য সংযত কণ্ঠে বললে—) ওরে আমার বাছারে, ওরে আমার মানিক রে...

ইলিস ॥ তুমি সান্ধ্য প্রার্থনায় গিয়েছিলে ?

মিসেস হেইয়েল্ট ॥ হ্যাঁ গিয়েছিলাম। পাদরী সাহেব বক্তৃতা করছেন, আমার ভালো লাগলো না।

ইলিস ॥ চেনা পরিচয় কারু সঙ্গে সেখানে দেখা হলো ?

মিসেস হেইয়েল্ট ॥ (সেলাইয়ের টেবিলের পাশে বসে পড়লো।) হ্যাঁ দেখা হয়েছিলো। তবে দেখা না হলেই আমি খুশী হতাম।

ইলিস ॥ কার সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমি জানি...

মিসেস হেইয়েল্ট ॥ লিন্ডর্কভিস্টের সাথে! সে আমার কাছে এসে পাশের চেয়ারে বসেছিল।

ইলিস ॥ কি নিষ্ঠুর! লোকটা কি নিষ্ঠুর।

মিসেস হেইয়েল্ট ॥ সে আমাদের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করলে। আমি যে কী ভয় পেয়েছিলাম, তোমায় আর কি বলবো! সে জিজ্ঞেস করলে আজ সন্ধ্যায় আমাদের এখানে সে বেড়াতে এলে আমাদের কোন আপত্তি আছে কি-না ?

ইলিস ॥ আজকে! এই পরবের দিনে ? এই পবিত্র গুডফ্রাইডেতে ?

মিসেস হেইয়েল্ট ॥ কি যে জবাব দেয়া যেতে পারে ভেবে না পেয়ে চুপ করে রইলাম। আর, আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে ভাবলে, আমার সম্মতি আছে। (সবাই কিছুক্ষণ চুপ চাপ।) এক্ষুণি হয়তো সে এখানে এসে পড়বে।

ইলিস ॥ (উঠে দাঁড়ালো।) আসবে ? এখানে ?

মিসেস হেইয়েল্ট ॥ সে বলছিলো, কি সব নথিপত্র, না, কি জানি কি সব কাগজ সে আমাদের এখানে দিতে আসবে। খুব নাকি দেরি হয়ে গেছে, অনেক আগেই তার দেয়া উচিত ছিলো।

ইলিস ॥ সে আমাদের বাড়ীর আসবাবপত্র দখল করতে চায়।

মিসেস হেইয়েণ্ট ॥ কিন্তু তার মুখের ভাব দেখে, তার যে তেমন কোন মতলব আছে তা তো মনে হলো না। কি যে তার মতলব তার মুখ দেখে আমি ছাই কিছুই বুঝতে পারি নি।

ইলিস ॥ আসুক সে। তাকে আসতে দাও। আইন তার পক্ষে রয়েছে। আর আইন আমাদের মানতেই হবে। সে এলে ভদ্রভাবেই তাকে অভ্যর্থনা করে বসাতে হবে।

মিসেস হেইয়েণ্ট ॥ তার সঙ্গে এ বাড়ীতে দেখা না হলেই আমি বেঁচে যাই।

ইলিস ॥ বেশ তো, তুমি তোমার নিজের ঘরে বসে থেকো।

মিসেস হেইয়েণ্ট ॥ (সুদৃঢ় স্বরে) না, না, সে কিছুতেই আসবাবপত্র নিতে পারে না। যদি নেয়, তাহলে আমরা শোবো কিসে, বসবো কিসে? আমাদের যাবতীয় আসবাবপত্র, বাড়ীর জিনিষপাতি যদি সে নিয়ে যায়, আমাদের দিন চলবে কি করে?...শূন্য ঘরে বাস করা, মেঝেতে ঘুমোনো ...তা কি করে আমাদের পক্ষে সম্ভব?

ইলিস ॥ শেয়ালের গর্ত আছে, পাখীর বাসা আছে কিন্তু এমন অনেক প্রাণী আছে যাদের কোন বাসা নেই—তারা বনবাদাড়ে জঙ্গলে বাস করে।

মিসেস হেইয়েণ্ট ॥ চোর ডাকাত বদমায়েশরা জঙ্গলে বাস করে কিন্তু সৎ ও ভদ্রলোকরা তো আর জঙ্গলে বাস করতে পারে না।

ইলিস ॥ (রাইটিং টেবিলের পাশ থেকে বললে—) মা, নথিপত্রগুলো পড়া এখনো শেষ হয় নি। দাঁড়াও, পড়ে আগে শেষ করে নিই।

মিসেস হেইয়েণ্ট ॥ নথিপত্রে আমাদের মামলার পক্ষে ক্ষতিকর কিছু পেলে?

ইলিস ॥ না পাই নি—আমার মনে হয় না তেমন কিছু আমাদের বিরুদ্ধে আছে।

মিসেস হেইয়েণ্ট ॥ কিন্তু সিটি কোর্টের কেরাণীর অন্য রকম ধারণা। তাঁর সাথে একটু আগে আমার দেখা হয়েছিলো। তিনি বললেন, মামলাটায় সম্ভবতঃ আইনের কিছু ফাঁক রয়েছে, যা আমাদের পক্ষে যাবে। তাছাড়া অবৈধ সাক্ষী, তার জবানবন্দীর সত্যতা এবং বিভিন্ন সাক্ষীর জবানবন্দীর পরস্পর-বিরোধিতা—এ সবের বিরুদ্ধে আপত্তি তুললে মামলায় আমাদের পক্ষে সুবিধা হতে পারে।—কোর্টের কেরাণী তো এই কথাই বললেন। নথিপত্র যেমন করে খুঁটিয়ে পড়া উচিত, তুমি বুঝি তা পড়ছো না?

ইলিস ॥ হ্যাঁ মা, আমি সেই ভাবেই পড়ছি। কিন্তু জানো মা, পড়তে গেলে দুঃখে বুকটা টনটন করে।

মিসেস হেইয়েণ্ট ॥ শোনো, আমার কথাটাই আগে শোনো। এই কয়েক মিনিট আগে কোর্টের কেরাণীর সাথে আমার দেখা হয়েছিল। ভুলেই গিয়েছিলাম, খবরটা তো তোমায় একটু আগে দিয়েছি।—হ্যাঁ ভালো কথা,

কেরানী বললেন, গতকাল প্রকাশ্য দিবালোকে শহরে একটা সাংঘাতিক সিঁধেল চুরি হয়ে গেছে।

(ইলিওনোরা ও বেঞ্জামিন চমকে উঠলো। আর অন্যান্য সবাই কান খাড়া করলে।)

ইলিস ॥ সিঁধেল চুরি? শহরে সিঁধেল চুরি? কোথায়?

মিসেস হেইয়েন্ট ॥ ক্লস্টার স্ট্রীটের ফুলের দোকানে। কিন্তু একটা অত্যন্ত রহস্যময় পরিস্থিতিতে চুরিটা ঘটেছে। ব্যাপারটা কি ঘটেছিল, শোনো: ফুলের দোকানীর ছেলের অথবা তার কোন মেয়ের—যা-ই হোক, দোকানীর কোন একটি সন্তানের দীক্ষা অনুষ্ঠানে যোগদান করার জন্য দোকান বন্ধ করে সে গির্জায় গিয়েছিল। গির্জা থেকে প্রায় বেলা তিনটের সময় —অথবা বেলা চারটেও হতে পারে—যখন সে ফিরে এলো, দেখে তো অবাক—দোকানের দরজা খোলা; আর, দোকানে ঢুকে দেখলে দোকানের ফুলগুলো চুরি হয়ে গেছে। সে কি এক-আধটি! অনেক ফুল। বিশেষ করে, হলুদ রংয়ের একটা টিউলিপ ফুল যেখানটায় ছিলো, সে জায়গাটা খালি—দোকানী ঘরে ঢুকতেই সর্বপ্রথম তার নজরে পড়ে: টিউলিপ ফুলটা হারিয়ে গেছে।

ইলিস ॥ টিউলিপ ফুল! ভাগ্যিস ইস্টার লিলির কথা বলো নি? ইস্টার লিলি হারালে আমার মনে কিন্তু আতঙ্ক হতো।

মিসেস হেইয়েন্ট ॥ না, না, আমি খুব ভালো করে জানি, টিউলিপ ফুল হারিয়েছে। যাই হোক, পুলিশের জোর তদন্ত চলছে।

(ইলিওনোরা উঠে দাঁড়ালো—কি যেন সে বলতে যাচ্ছিলো কিন্তু বেঞ্জামিন তার কাছে এগিয়ে গিয়ে কানে কানে কি যেন বললে।)

মিসেস হেইয়েন্ট ॥ কথাটা চিন্তা করলেও শিউরে উঠতে হয়। পবিত্র ঈস্টার পর্বের দিন, সন্তানদের যেদিন গির্জায় দীক্ষার আয়োজন করা হয়েছে সেই দিনে হলো চুরি।...গোটা শহরটা বদমায়েশ-এ ভরে গেছে। আর নির্দোষ লোকদের ধরে ধরে জেলে পোরা হচ্ছে।

ইলিস ॥ তারা কাউকে এখনও সন্দেহ করেনি?

মিসেস হেইয়েন্ট ॥ কিন্তু যে-লোকই চুরি করুক না কেন, সে আর দশটা চোরের মত নয়। শুধু ফুলই নিয়েছে, ড্রয়ার থেকে টাকা-পয়সা নেয়নি।

ক্রিসটিনা ॥ ভগবান করুন—দিনটা ভালোয় ভালোয় কাটলে বাঁচি।

মিসেস হেইয়েন্ট ॥ আর, লীনাটা যদি বাড়ীতে আসতো, কতো ভালোই না হতো! কাল রাতে পিটার যে-ডিনার দিয়েছিল, শহরের মানুষ তা নিয়ে আলাপ করছে—স্বয়ং গভর্নরও পিটারের ডিনারে এসেছিলেন...

ইলিস ॥ এ তো বড়ো তাজ্জব কাণ্ড। গভর্নরের পার্টির বিরোধী পার্টির সমর্থক বলেই তো পিটারকে সবাই জানে।

মিসেস হেইয়েণ্ট ॥ আমার ধারণা সে ডিগবাজি খেয়েছে।

ইলিস ॥ তার পিটার নামের সার্থকতা কোথায়, এখন বুঝতে পারছি।

মিসেস হেইয়েণ্ট ॥ গভর্নরের বিরুদ্ধে তোমার অভিযোগ কি?

ইলিস ॥ সব কাজেই তিনি বাধা দিয়ে থাকেন—যে-কোন কাজে তিনি বাধা দেবেনই। গ্রাম্য হাইস্কুল পরিকল্পনা, যুবসঙ্ঘের ট্রেনিং প্রোগ্রাম, স্কুলের ছাত্রদের গ্রীষ্মকালীন ক্যাম্পের ব্যবস্থা, এমন কি, অমন যে নির্দোষ স্পোর্টস সাইকেল দৌড়, তাতেও—সবকিছুতেই তিনি বাধা দিয়েছেন। আর, আমার চলার পথেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রেখেছেন।

মিসেস হেইয়েণ্ট ॥ আমি তো কই, এসব কিছুই জানি নে। তোমার মুখে আজ এই প্রথম শুনলাম। যা-ই হোক, গভর্নর কাল ডিনারে বক্তৃতা দিয়েছেন আর পিটার তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছে।

ইলিস ॥ নিশ্চয়ই গভীর ভাবাবেগের সাথে ধন্যবাদ জানিয়েছে। আর, তার শিক্ষককে অস্বীকার করেছে, তাই না? তার শিক্ষক সম্পর্কে নিশ্চয়ই বলেছে, "আমি ও লোকটিকে চিনি নে।"...মোরগ আবার ডাকতে শুরু করেছিলো, তাই না?...গভর্নরের নাম যদি পন্টিয়াস আর নামের পদবী পাইলেট হতো তা হলে মানাতো ভালো।

(ইলিওনোরা নড়েচড়ে বসলো, কি-জানি বলতে যাচ্ছিলো কিন্তু থেমে গেলো।)

মিসেস হেইয়েণ্ট ॥ ইলিস, অতো ক্রুদ্ধ হয়ো না। আমরা সবাই মানুষ—দোষ-গুণ সবারই আছে। তাই ধৈর্য-সহকারে একে অপরকে সহ্য করতে হয়।

ইলিস ॥ চুপ করো। লিণ্ডকভিস্ট আসছে—আমি তার পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

মিসেস হেইয়েণ্ট ॥ রাস্তাঘাটে এক হাঁটু তুষার, আর তুমি বলছো, তার পায়ের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছো?

ইলিস ॥ ফুটপাতে তার হাতের লাঠি ঠোকার খট খট শব্দ আর তার জুতোর নালের আওয়াজ ঐ তো আমি শুনতে পাচ্ছি। মা, তুমি ভেতরে যাও।

মিসেস হেইয়েণ্ট ॥ না, আমি এখানেই থাকি। আমি তাকে কিছু আজ বলতে চাই।

ক্রিসটিনা ॥ মা-মণি আমার, কথা শুনুন, আপনি ভেতরে যান। এখানে থাকলে দুঃখ পাবেন।

মিসেস হেইয়েণ্ট ॥ (চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন—) কি কুক্ষণে আমি এই দুনিয়ায় জন্মগ্রহণ করেছিলাম!

ক্রিসটিনা ॥ ছিঃ মা, অমন কথা বলতে নেই...

মিসেস হেইয়েল্ট ॥ (অকস্মাৎ আধ্যাত্মিক প্রগাঢ়তার একটা অভিব্যক্তি চোখে মুখে ফুটিয়ে তুলে বললে—) অসৎ লোকের ধ্বংস আর পাপীর ভয়াবহ শাস্তি, হায় ভগবান, কবে দেখবো!

ঈলিওনোরা ॥ (তীব্র আর্তস্বরে) মা!

মিসেস হেইয়েল্ট ॥ হায় ভগবান, আমাকে আর আমার সন্তানদের তুমি ত্যাগ করেছো কেন? (ডান হাতি দরজা দিয়ে প্রস্থান।)

ঈলিস ॥ (কান খাড়া করে বাইরের শব্দ শুনতে লাগলো—) না, তার পায়ের শব্দ আর শোনা যাচ্ছে না। সে হয়তো তার মত পরিবর্তন করেছে, হয়তো ভেবেছে এখানে আসাটা খুবই নিষ্ঠুরতা হবে। তবে সে যে নিষ্ঠুরতার কথা ভেবে এখানে আসা থেকে বিরত থাকবে, আমার তো তা মনে হয় না। ও ধরনের যে চিঠি লিখতে পারে, সে সবই পারে। ... আর সব সময়েই নীল রংয়ের কাগজে চিঠি লেখে। যখনই নীল রংয়ের কাগজে লেখা চিঠি আমার নজরে পড়ে, অমনি আমার বুক দুরুদু করা শুরু করে।

ক্রিসটিনা ॥ তুমি তাকে কী জবাব দেবে, ভেবেছো? কী ঠিক করেছো মনে মনে?

ঈলিস ॥ আমার বুদ্ধিসুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে—আমি কিছুই ভেবে উঠতে পারছি নে।...আমি কি তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে ক্ষমা ও দয়া ভিক্ষা চাইবো, না অন্য কিছু করবো, কিছুই বুঝতে পারছি নে।...তার পায়ের শব্দ কি তুমি পাচ্ছো? সে কি আসছে? আমার কানের ভেতর গুমগুম্ শব্দ ছাড়া আর আমি কিছুই শুনতে পাচ্ছি নে।

ক্রিসটিনা ॥ আচ্ছা ধরে নেয়া যাক্ না-হয়, সবচেয়ে খারাপটাই ঘটবে! —ধরো, সে এসে আমাদের সব আসবাবপত্র ক্রোক করে নিয়ে গেল...

ঈলিস ॥ তাহলে কি হবে জানো? আসবাব না থাকলে বাড়ীওয়ালা তার বাড়ী-ভাড়ার জন্য জামিন দাবী করে বসবে।

ক্রিসটিনা ॥ (পর্দার এপার থেকে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বললে—) আমি আর তাকে দেখতে পাচ্ছি নে, সে চলে গেছে।

ঈলিস ॥ শোনো, মায়ের উদাসীনতা আর নীতি স্বীকার আমাকে খুবই আঘাত দিয়েছে। মাকে মেজাজ খারাপ করতে দেখে যে-আঘাত পেয়েছি, তার চেয়ে সে-আঘাত অনেক বেশী।

ক্রিসটিনা ॥ তাঁর নীতি স্বীকার হয়তো তাঁর ভান অথবা তোমার অলীক কল্পনা। তিনি যাবার সময় যে-কথা বলে গেলেন, সেই কথায় সিংহীর হুঙ্কার লক্ষ্য করো নি?...লক্ষ্য করো নি, কথা বলতে বলতে তাঁর দৈহিক উচ্চতা যেন বেড়ে গেল।

ইলিস ॥ বুঝলে ক্রিসটিনা, লিন্ডকভিস্ট-এর কথা যতই আমি ভাবছি, ততই আমার মনে হচ্ছে, সে যেন একটি দিল-খোলা বিরাটকায় দৈত্য, যার স্বভাব হচ্ছে, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ভয় দেখানো। কি করে যে আমার মনে এ ধারণা এলো, আমি বুঝতে পারছি নে।

ক্রিসটিনা ॥ মানুষের মনে সব সময়েই এমনি করে চিন্তা আসে আর যায়।

ইলিস ॥ ভাগ্যিস, আমি কাল রাতে ডিনারে যাই নি। আমি হলপ করে বলতে পারি, যদি যেতাম, নিশ্চয়ই গভর্ণরের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিতাম। তার ফল দাঁড়াতো : তোমার আমার দুজনারই ধ্বংস। কি বলো, সত্যি আমি ভাগ্যবান।

ক্রিসটিনা ॥ এখন বুঝলে তো ?

ইলিস ॥ হ্যাঁ। তুমি যেতে বারণ করেছিলে—আমি তোমায় ধন্যবাদ দিচ্ছি। তুমি তোমার পিটারকে চেনো—তোমার পিটারকে তুমি সত্যি ভালো করেই চেনো।

ক্রিসটিনা ॥ আমার পিটার, তার মানে ?

ইলিস ॥ 'তোমার' পিটার মানে আমি বলতে চেয়েছিলাম, 'আমার' পিটার। তাকিয়ে দেখো, সে আবার আসছে ! এবার আমাদের একেবারে ভরাডুবি (...পর্দার ওপর একজন মানুষের ছায়া ইতঃস্তত করতে করতে এগিয়ে আসছে। ক্রমেই ছায়াটির আয়তন বেড়ে চলেছে। বাড়তে বাড়তে একটা দৈত্যের আকার ধারণ করলো। মঞ্চের সবাই সাংঘাতিক ভয় এবং দারুণ উদ্বেগে তাকিয়ে দেখতে লাগলো) দৈত্য ! তাকিয়ে দেখো দৈত্য ! আমা-দের গিলে খেতে চায়।

ক্রিসটিনা ॥ এখন আমাদের খুব হাসা উচিত—রূপকথার গল্পের তাই রেওয়াজ।

ইলিস ॥ আমার হাসবার শক্তি লোপ পেয়েছে। (ছায়াটা আকারে ক্রমান্বয়ে ছোটো হতে হতে অদৃশ্য হলো।)

ক্রিসটিনা ॥ তার লাঠিটার দিকে তাকিয়ে দেখো, তা হলেই তোমার হাসি পাবে।

ইলিস ॥ সে চলে গেছে। যাক, এতক্ষণে আমি আবার স্বাভাবিকভাবে নিশ্বাস ফেলতে পারছি। ...আগামীকালের আগে সে আর এ বাড়ীতে আসছে না—এতক্ষণে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

ক্রিসটিনা ॥ আগামী কাল আকাশে সূর্য জ্বলজ্বল করবে। কাল রেজ্যারেকশন এর পূর্ববর্তী দিন : কোথাও তুষার আর থাকবে না, এবং পাখীরা গান গাইতে শুরু করবে।

ইলিস ॥ তোমার কথাগুলো আমার চোখ খুলে দিচ্ছে—আমাকে আনন্দিত করে তুলছে।

ক্রিসটিনা ॥ আমি যদি আমার অন্তরটা খুলে তোমাকে দেখাতে পারতাম—তুমি যদি আমার মনের সব কথা জানতে পারতে—আমার ইচ্ছা, আমার বাসনা—আমার অন্তর্লোকের আকুল প্রার্থনা যদি তোমাকে...ঈলিস...যদি আমি বুক চিরে তোমায় সব কিছু...ঈলিস, ঈলিস...(হঠাৎ থামলো।)

ঈলিস ॥ থামলে কেন ? বলো, বলো কি বলছিলে, বলো।

ক্রিসটিনা ॥ যদি আমি তোমার কাছে...ঈলিস, যদি আমি এখন তোমার কাছে কিছু প্রার্থনা করি...ঈলিস যদি আমি...

ঈলিস ॥ কি বলতে চাও, বলো।

ক্রিসটিনা ॥ ঈলিস, এটা তোমার একটা পরীক্ষা...আশা করি, তুমি এটাকে পরীক্ষা হিসাবেই গ্রহণ করবে।

ঈলিস ॥ পরীক্ষা ? আমার একটা পরীক্ষা ? বেশ, তাই হোক। বলো, কি বলতে চাও।

ক্রিসটিনা ॥ আচ্ছা, আমি বলছি ... না সাহসে কুলোচ্ছে না ... তুমি হয়তো আমায় ভুল বুঝবে।...(ঈলিওনোরা নিজের কানে আঙুল দিয়ে চুলকাতে লাগলো।)

ঈলিস ॥ তুমি আমায় যন্ত্রণা দিচ্ছো কেন ?

ক্রিসটিনা ॥ আমি জানি, কথাটা তোমাকে বলার জন্য আমাকে শেষ পর্যন্ত অনুশোচনা করতে হবে। —হোক অনুশোচনা করতে, তবু আমি বলতে চাই। শোনো ঈলিস, আজ সন্ধ্যায় তুমি আমায় দয়া করে কনসার্টে যেতে দেবে ? বলো, দেবে ?

ঈলিস ॥ কোন কনসার্টে ?

ক্রিসটিনা ॥ ক্যাথেড্রালে—হেড্‌ন্‌-এর রচিত "ক্রুশে আবদ্ধ যীশু খৃষ্টের শেষ সপ্তবাণী" সঙ্গীতটির কনসার্টে।

ঈলিস ॥ কার সঙ্গে যাবে ?

ক্রিসটিনা ॥ ঈলিস-এর সঙ্গে।

ঈলিস ॥ সঙ্গে আর কে যাবে ?

ক্রিসটিনা ॥ পিটার।

ঈলিস ॥ তুমি পিটারের সঙ্গে যাবে ?

ক্রিসটিনা ॥ এই দেখো, তুমি গম্ভীর হয়ে গেলে। রাজী হতে পারছো না। কথাটা বলে আমার অনুশোচনা হচ্ছে কিন্তু উপায় নেই— বড্ডো দেরি হয়ে গেছে।

ঈলিস ॥ হ্যাঁ, কিছুটা দেরি হয়েছে বটে, কিন্তু ব্যাপারটা আমাকে বুঝিয়ে বলো তো।

ক্রিসটিনা ॥ বুঝিয়ে বলতে পারবো না, এ-কথা আমি আগেই বলেছি। তাই আমি তোমায় অনুরোধ করেছিলাম, আমার ওপর ষোলআনা বিশ্বাস রাখতে।

ইলিস ॥ (শান্ত স্বরে) কনসার্টে যেতে চাও, যাও। আমি তোমায় বিশ্বাস করি। কিন্তু তবু আমি মনোকষ্ট পাচ্ছি, কেননা, সেই লোককেই সঙ্গী করে নিচ্ছো যে আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

ক্রিসটিনা ॥ তা আমি উত্তমরূপেই জানি। কিন্তু মনে রেখো, এটা তোমার পরীক্ষা।

ইলিস ॥ আমি তা জানি, কিন্তু তবু আমার পক্ষে সহ্য করা কঠিন।

ক্রিসটিনা ॥ কিন্তু সহ্য তোমায় করতেই হবে।

ইলিস ॥ ইচ্ছে তো করে সহ্য করি, কিন্তু পারছি নে। ...তবে যাও।

ক্রিসটিনা ॥ দেখি, তোমার হাত দাও।

ইলিস ॥ (ক্রিসটিনার হাত ধরলে।) ...ঐ যে। টেলিফোন বাজছে! (টেলিফোনের বাজনা শুনে ইলিস টেলিফোন ধরতে গেল। হ্যালো। ... (ক্রিসটিনাকে বললে) কোনো জবাব নেই। ... হ্যাল্লো ... আমারই গলার আওয়াজের প্রতিধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। ...কে টেলিফোন করছে? ...কী আশ্চর্য...আমার নিজের কথারই প্রতিধ্বনী আমি শুনতে পাচ্ছি!

ক্রিসটিনা ॥ আশ্চর্য হবার কিছু নেই, সময় সময় এমন ঘটনা ঘটতে দেখা যায়।

ইলিস ॥ হ্যাল্লো...এ তো এক নেহাৎ ভূতুড়ে কাণ্ড। (টেলিফোনের রিসিভারটা রেখে দিলে।) ক্রিসটিনা, আর দেরি না করে তোমার এখন যাওয়াই ভালো।—কোনো কৈফিয়ৎ দেয়ার আর দরকার নেই—যাও, দেরি করো না। পরীক্ষায় আমি উত্তীর্ণ হবো, তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।

ক্রিসটিনা ॥ তুমি যদি তা পারো, সব দিক থেকেই তা হলে ভালো হয়।

ইলিস ॥ হ্যাঁ আমি পারবো। (ক্রিসটিনা মঞ্চের বাম দিকে এগিয়ে গেল।)

ইলিস ॥ ওদিক পানে যাচ্ছো, কেন?

ক্রিসটিনা ॥ ওখানে আমার জিনিষপত্র আছে। —আচ্ছা আসি তাহলে। গুড্‌বাই। ফিরে আসতে খুব বেশী দেরি হবে না। গুড্‌বাই।

ইলিস ॥ গুড্‌বাই ক্রিসটিনা। (কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো...।) চিরদিনের জন্য গুড্‌বাই...ক্রিসটিনা গুড্‌বাই...চিরবিদায়। (ডান দিকের দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেলো।)

ইলিওনোরা ॥ করুণাময় ঈশ্বর, দয়া করো, কী কাণ্ডই না আমি করেছি। পুলিশ চোরের অনুসন্ধান করছে। তারা যদি জানতে পারে এ চুরি আমি করেছি-! —হায় অভাগিনী মা আমার! হায় ইলিস।

বেঞ্জামিন ॥ (শিশুর মতো সরলভাবে বললে—) ঈলিওনোরা, আমার অনুরোধ, তোমার নিজের কথা না বলে তোমার বলতে হবে এ চুরি বেঞ্জামিন করেছে।

ঈলিওনোরা ॥ তুমি কী ছেলেমানুষ। অপরের অপরাধ কি করে তুমি নিজের কাঁধে নেবে? তা কি নেয়া যায়?

বেঞ্জামিন ॥ যদি জানো যে, তুমি নির্দোষ তা হলে এটা তো খুব কঠিন কাজ নয়।

ঈলিওনোরা ॥ কিন্তু তাতে করে তো সত্যি কথা বলা হবে না।

বেঞ্জামিন ॥ তা হলে এক কাজ করি। টেলিফোন করে ফুলের দোকানীকে কি করে কি ঘটেছে সব কথা খুলে বলি।

ঈলিওনোরা ॥ না। আমি যখন একটা অপরাধ করেছি, বিবেকের দংশনে আমার ভোগা উচিত। আমি তাদের মনে ভয় ধরিয়ে দিয়েছি যে, আবার তাদের দোকানে চুরি হতে পারে। সুতরাং আমার সৃষ্ট ভয় দ্বারা আমারই শাস্তি পাওয়া উচিত।

বেঞ্জামিন ॥ কিন্তু পুলিশ যদি আসে।

ঈলিওনোরা ॥ পুলিশ এলে ব্যাপার খুবই গুরুতর হবে। কিন্তু যা হবার তা তো হবেই। উঃ আজকের এই দিনটা কি শেষ হবে না? (ডাইনিং টেবিল থেকে পেন্ডুলামওয়ালা ঘড়িটা হাতে তুলে নিয়ে তার কাঁটা ঘুরিয়ে দিলে।) তুমি আমার সোনার চাঁদ ছোট্ট ঘড়িটি—একটু তাড়াতাড়ি তুমি চলতে পার না? টিক-টিক, পিংপং—এই তো এখন আটটা বাজলো—পিংপং—এই এখন ন'টা—এই দশটা, এগারটা, বারোটা। ব্যস্, এখন ঈস্টারের পূর্ববর্তী দিন এসে গেলো। এই এক্ষুনি সূর্য উঠবে আর আমরা ঈস্টার ডিমের ওপর লিখবো। আমি এই কথাগুলো লিখবো: "অবধান করো, চালনি দিয়ে যেমন গম চালে, তেমনি তোমাকে চালবার ইচ্ছা শয়তানের মনে জেগেছিল, কিন্তু আমি তোমার জন্য প্রার্থনা করেছি।"

বেঞ্জামিন ॥ ঈলিওনোরা, কি কারণে তুমি অমন করে আত্মপীড়ন করো?

ঈলিওনোরা ॥ আমি—আত্মপীড়ন করি? বেঞ্জামিন, প্রস্ফুটিত পুষ্পরাজির কথা একবার চিন্তা করো: নীল রংয়ের য়্যানেমনি ফুল আর সারা দিন এবং সারা রাত তুষার বিন্দুগুলি তুষার শয্যায় কেমন শুয়ে থাকে, কিন্তু অন্ধকার হলেই উবে যায়। ভেবে দেখো, তারা কতো কষ্টই না সহ্য করে! রাতই তাদের কাছে সব চেয়ে ভয়াবহ। যখন অন্ধকার নেমে আসে তারা ছায়া দেখে ভয় পায় কিন্তু পালাতে পারে না। চারদিকে নিস্তব্ধ—চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকতে তারা বাধ্য হয়—কখন ভোর হবে তারই জন্য তারা অপেক্ষা করে। সর্বত্র, সর্বত্রই পীড়ন, যেদিকে তাকাও সেখানেই যন্ত্রণা—কিন্তু সবচেয়ে বেশী যাতনা ভোগ করে পুষ্পরাজি। আর যাযাবর পাখীগুলি—

২০—

যারা আবার এখানে ফিরে এসেছে...আজ রাতে কি হবে তাদের—হায় তারা কোথায় ঘুমোবে ?

বেঞ্জামিন ॥ (অত্যন্ত সরলভাবে) তারা গাছের কোটরে রাত কাটায়, তুমি কি তা জানো না ?

ইলিওনোরা ॥ গাছের অতো বেশী কোটর তো নেই। অতো অল্প সংখ্যক কোটরে তাদের সবারই জায়গা হতে পারে না। আমি পার্কে মাত্র দুটি গাছ দেখেছি, যাতে একটা করে কোটর আছে। আর, ঐ দুটো কোটরেই প্যাঁচা বাস করে—প্যাঁচারা ছোট ছোট পাখীদের মেরে ফেলে—ছোট ছোট পাখী ওদের আহার।...বেচারী ইলিস—ওঁর ধারণা ক্রিসটিনা ওঁর কাছ থেকে চির-বিদায় নিয়েছে। কিন্তু আমি জানি, সে একটু পরেই ফিরে আসবে।

বেঞ্জামিন ॥ তুমি যদি তা জানতে, তাহলে তাঁকে কথাটা বললে না কেন ?

ইলিওনোরা ॥ বলিনি, তার কারণ হচ্ছে ইলিসের কিছুটা মনোকষ্ট পাওয়া দর-কার—গুড ফ্রাইডে-তে সবারই কিছু কিছু মনোকষ্ট ভোগ করা উচিত। কারণ তাতে ক্রুশ বিদ্ধ যিশুর যন্ত্রণার কথা তাদের মনে পড়বে।

(রাস্তা থেকে পুলিশের হুইসিলের আওয়াজ ভেসে এলো।)

ইলিওনোরা ॥ (হাতে পায়ে চমকে উঠলো।) কিসের শব্দ ?

বেঞ্জামিন ॥ (চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালো।) তুমি জানো না ?

ইলিওনোরা ॥ না...

বেঞ্জামিন ॥ পুলিশ বাঁশি বাজাচ্ছে।

ইলিওনোরা ॥ হ্যাঁ, তাই বটে। বাবাকে যখন ধরে নিয়ে যেতে এসেছিলো, ঠিক এই শব্দই আমি শুনেছিলাম আর তাতেই আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। এবার তারা এসেছে আমাকে ধরে নিয়ে যেতে।

বেঞ্জামিন ॥ (দরজার দিকে মুখ করে এবং ইলিওনোরাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে বললে—) না—আমি কিছুতেই দেবো না তোমাকে ধরে নিয়ে যেতে। ইলিওনোরা, শোনো, আমি তোমায় ওদের হাত থেকে রক্ষা করবই।

ইলিওনোরা ॥ তোমায় প্রশংসা না করে পারছি নে—তুমি কতো ভালো! কিন্তু আমি তো তোমায় ও কাজ করতে দিতে পারি নে। তুমি আমায় রক্ষা করবে—কিছুতেই এ হতে পারে না।

বেঞ্জামিন ॥ (পর্দা একটু ফাঁক করে রাস্তার দিকে তাকিয়ে বললে—) দু'জন লোককে দেখছি—(ইলিওনোরা বেঞ্জামিনকে হাত দিয়ে ঠেলে সরাতে চেষ্টা করলে কিন্তু সে সরে আসতে রাজী হলো না।) না ইলিওনোরা, না, না—তুমি আমায় এখান থেকে সরে যেতে বলো না। তোমাকে রক্ষা করতে যদি তুমি আমায় অনুমতি না দাও, তাহলে এ জীবন আমি আর রাখবো না।

ইলিওনোরা ॥ খোকা আমার, যাও, তোমার চেয়ারে গিয়ে চুপটি করে বসে থাকো। যাও, চেয়ারে গিয়ে বসো। (বেঞ্জামিন অনিচ্ছাসত্ত্বে সরে এসে চেয়ারে বসলো। ইলিওনোরা এমনভাবে পর্দা ফাঁক করে দেখতে লাগলো, যাতে রাস্তা থেকে তাকে দেখা না যায়।) কি কান্ড! তুমি বললে রাস্তায় দু'জন লোক! লোক কোথায় দেখলে? ঐ তো আমি দেখছি। ওরা তো দু'টি ছোটো ছেলে, দু'টি বালক। উঃ, আমাদের বিশ্বাসের কি নিদারুণ অভাব—ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস আমাদের কতো কম। তুমি কি মনে করো, ঈশ্বর এমন নিষ্ঠুর যে, আমি কোন অন্যায় না করা সত্ত্বেও তিনি আমায় শাস্তি দেবেন? আমি স্রেফ অনবধান বশতঃ যে-কাজটি করেছি, তার জন্য কি তিনি শাস্তি দিতে পারেন?—আমার যা প্রাপ্য তা আমি পেয়েছি। কিন্তু হায়, কেন আমার মনে সন্দেহকে স্থান দিয়েছিলাম?

বেঞ্জামিন ॥ কিন্তু আগামীকাল সে এখানে আসবে আসবাবপত্র নিয়ে যাওয়ার জন্য।

ইলিওনোরা ॥ সে এলে আমি তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাবো। নিয়ে যাক সে আমাদের আসবাবপত্র। খালি ঘরেই আমরা থাকবো। বহুদিনের আমাদের এই সব আসবাবপত্র। বাবা এগুলো আমাদের জন্য বহুবছরে যোগাড় করেছেন। আমার জন্মের পর থেকে এগুলো আমি দেখে আসছি। খুবই ভালো হলো—দুনিয়ার সাথে আমাদের বেঁধে রাখতে পারে এমন কোনো নিজস্ব জিনিষই আর আমাদের থাকবে না। উত্তর দিক বরাবর যে-পথটা গেছে, ঐ পথ দিয়ে এখন আমাদের চলতে হবে—পাথরের পথ, যেখানে চলতে গেলে পায়ে রক্ত ঝরে—সেই দুঃখ-কষ্ট আর অশেষ যন্ত্রণায় আকীর্ণ পথে শুরু হবে আমাদের তীর্থযাত্রা।

বেঞ্জামিন ॥ ইলিওনোরা, তুমি আবার আত্মপীড়ন করতে শুরু করেছো।

ইলিওনোরা ॥ তুমি বারণ করো না—আমায় আত্মপীড়ন করতে দাও। কিন্তু তুমি কি জানো, কোন্ জিনিষটার মায়া ত্যাগ করা আমার কাছে সব চাইতে কষ্টকর মনে হচ্ছে! —এই পেন্ডুলামওয়ালা ঘড়িটা। এ ঘড়িটা আমাকে ভূমিষ্ঠ হতে দেখেছে। এবং আমার জীবনের প্রতিটি ঘন্টা, প্রতিটি দিন এক এক করে এ গুণেছে। ...(টেবিলের ওপর থেকে ঘড়িটা হাতে তুলে নিলে।) শোনো, কেমন টিক্ টিক্ করছে—ঠিক যেন মানুষের হৃৎপিন্ড। কিন্তু ঠাকুরদা যখন মারা যান, ঠিক সেই মুহূর্তে টিক্ টিক্ শব্দ বন্ধ হয়েছিলো। সেই ঠাকুর্দার আমল থেকে অথবা তারও আগে থেকে ঘড়িটা আমাদের বাড়ীতে আছে।...সোনা আমার, ছোট্ট আমার ঘড়িটি—বিদায়—প্রার্থনা করি, তোমার হৃৎপিন্ড যেনো শীঘ্রই আবার বিশ্রাম নেয়। —বেঞ্জামিন শোনো, যখনই আমাদের মাথার ওপর দুর্ভাগ্যের কালো ছায়া

দেখা দিয়েছে, অমনি এই ঘড়িটি তার চলার বেগ বাড়িয়ে দিয়েছে। দুঃসময়টাকে পেছন দিকে চালান দেয়ার উদ্দেশ্যে ঘড়িটি তার গতি বরাবর দ্রুততর করেছে—শুধু আমাদের দুঃখের দিকে তাকিয়ে সে এ-কাজ করেছে। কিন্তু আমাদের জীবনে যখনই সুদিন দেখা দিয়েছে, ঘড়িটি তার গতি শ্লথ করেছে, যাতে করে আমাদের সুখ উপভোগের মেয়াদ দীর্ঘতর হয়। ...এতো ভালো এই ঘড়িটি। একটা বদপ্রকৃতির ঘড়িও আমাদের আছে। ওটা রান্না ঘরে রাখা হয়েছে। সঙ্গীতের সাথে তার দা-কুড়োল সম্পর্ক। যে-মুহূর্তে ইলিস পিয়ানো বাজাতে শুরু করে অমনি ঘড়িটি ঢং ঢং বাজতে আরম্ভ করে। শুধু আমি নই, আমরা সবাই লক্ষ্য করেছি যে-কোন রকম সঙ্গীতের আওয়াজ ওর কানে গেলেই ঢং ঢং করে ও বেজে উঠবেই। সেই জন্যই ওটাকে, ওর ঐ অসৎ আচরণের জন্য ওকে রান্নাঘরে চালান দেয়া হয়েছে। কিন্তু লীনা ঐ ঘড়িটাকে পছন্দ করে না—রাতে বড্ড গোলমাল করে। লীনা বলে, এই ঘড়ি দেখে ডিম সিদ্ধ করতে গিয়ে তাকে নাকাল হতে হয়। —সব সময়েই এতো বেশী সিদ্ধ হয় যে, শক্ত যেনো ইট। তুমি হাসছো ?

বেঞ্জামিন ॥ না হেসে পারছি নে।

ইলিওনোরা ॥ বেঞ্জামিন তুমি বেশ ভালো ছেলে কিন্তু তোমাকে আরও বেশী রাশভারী হতে হবে। হ্যাঁ শোনো, ভুলে যেও না আয়নার পেছনে ভুর্জ বৃক্ষের ডালটা আছে।

বেঞ্জামিন ॥ কিন্তু তুমি এমন অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলো যে, না-হেসে পারা যায় না। আর, আমি এ কথারও কোনো যুক্তি খুঁজে পাইনে, মানুষ সব সময়েই বসে বসে কেন কাঁদবে ?

ইলিওনোরা ॥ অশ্রুর এই উপত্যকায় বাস করেও যদি কেউ না কাঁদে তবে আর কাঁদবে কোথায় ?

বেঞ্জামিন ॥ হুম্।

ইলিওনোরা ॥ সারা দিন তুমি হাসি খুশীতে কাটাতে চাও,, তাইতে তোমায় শাস্তি ভোগ করতে হয়। তুমি যখন গম্ভীরভাবে কোনো বিষয় চিন্তা করো, একমাত্র তখনই তোমাকে আমার ভালো লাগে। আমার এ কথাটা মনে রাখবে, বুঝলে ?

বেঞ্জামিন ॥ ইলিওনোরা তোমার কি মনে হয়, আমাদের সব সঙ্কটের একদিন অবসান ঘটবে ?

ইলিওনোরা ॥ হ্যাঁ গুড্ ফ্রাইডে পার হলে অনেক সঙ্কটেরই অবসান ঘটবে, তবে সব সঙ্কটের নয়। আজ 'ঈস্টারের ছুটি' আর আগামী কাল 'ঈস্টার

ডিম' উৎসব। আজ তুষারপাত হচ্ছে আর আগামী কাল তুষার গলে যাবে। আজ মৃত্যু আর কাল কবর থেকে পুনরুত্থান—

বেঞ্জামিন ॥ তুমি খুব জ্ঞানী।

ঈলিওনোরা ॥ আমি স্পষ্ট অনুভব করছি, চারদিকে সব পরিষ্কার হয়ে আসছে। শীঘ্রই আমরা উপভোগ করবো, চমৎকার আবহাওয়া। তুষার গলতে শুরু করেছে। তুষার গলার গন্ধ আমি স্পষ্ট পাচ্ছি...আগামী কাল আমাদের বাড়ীর দক্ষিণ দিকে ভায়োলেট ফুল ফুটবে। আকাশের মেঘ কেটে গেছে। আমি এই-যে নিশ্বাস নিচ্ছি, এ থেকেই বুঝতে পারছি, আকাশের মেঘ কেটে গেছে। এবং আমি পরিষ্কার অনুভব করছি, স্বর্গে যাবার পথ খুলে গেছে...বেঞ্জামিন পর্দাটা সরাও, কেননা আমি চাই ঈশ্বরের দৃষ্টি আমাদের ওপর পড়ুক। (বেঞ্জামিন উঠে দাঁড়ালো। পর্দাটা এক-পাশে সরিয়ে দিলে। চাঁদের আলোয় ঘর ভরে গেলো।)

ঈলিওনোরা ॥ তাকিয়ে দেখো—পূর্ণিমার চাঁদ আকাশে। এটা ঈস্টারের চাঁদ। আর, মজা দেখো, চাঁদের আলোয় দুনিয়া ভরে গেছে অথচ আকাশে এখনও সূর্য রয়েছে।

তৃতীয় অংক

ঈস্টারের পূর্ববর্তী দিন

[হেড্‌ন্‌-এর রচিত "ক্রুশে আবদ্ধ যীশু খৃষ্টের শেষ সপ্তবাণী" কনসার্টে বাজানো হচ্ছে।]

(মঞ্চ নির্দেশ : প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্কের অনুরূপ তবে জানালার পর্দাগুলো একপাশে সরানো। ঘরের বাইরে কুয়াশাচ্ছন্ন। বৈঠক-খানার স্টোভ জ্বালানো হয়েছে। বাড়ী থেকে বাইরে যাবার দরজা-গুলো বন্ধ।)

ঈলিওনোরা ॥ (স্টোভের সামনে বসে আছে। তার হাতে নীল রংয়ের এক গোছা য়্যানেমনি ফুল) বেঞ্জামিন, তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে ?

বেঞ্জামিন ॥ (ঘরের বাম দিকের দরজা দিয়ে ঢুকলো।) কই, আমি তো বেশী-ক্ষণ হলো যাই নি—এই তো একটু আগে গেলাম।

ইলিওনোরা ॥ এতক্ষণ আমি তোমার অভাব খুবই অনুভব করছিলাম।

বেঞ্জামিন ॥ ইলিওনোরা, তুমি কোথায় গিয়েছিলে ?

ইলিওনোরা। আমি বাজারে গিয়েছিলাম—এক গোছা হ্যানেমনি ফুল কিনে আনলাম। আহা, ফুলগুলো ঠাণ্ডায় জমে গিয়েছিলো, আমি এখন ওদের গরম করছি।

বেঞ্জামিন ॥ সূর্যটার কি হলো, বলো তো।

ইলিওনোরা ॥ কি আবার হবে ? কুয়াশার আড়ালে মুখ লুকিয়ে রয়েছে। আকাশে আজ মোটেই মেঘ নেই—শুধু সমুদ্র থেকে কুয়াশা ভেসে আসছে। তাই লবণের গন্ধ আমার নাকে এসে লাগছে...

বেঞ্জামিন ॥ তুমি কি লক্ষ্য করেছো, বাগানে পাখীগুলো এখনও বেঁচে আছে ?

ইলিওনোরা ॥ হ্যাঁ। ঈশ্বরের ইচ্ছা না হওয়া পর্যন্ত ওদের একটিও মরবে না। কিন্তু আমি সরকারী উদ্যানে কয়েকটি মরা পাখী দেখেছি...

ইলিস ॥ (বাম দিক থেকে ঘরে ঢুকলো।) খবরের কাগজ এসেছে ?

ইলিওনোরা ॥ না, এখনও আসে নি। (ডান দিকের দরজা দিয়ে মঞ্চ থেকে বের হয়ে যাবার জন্য ইলিস পা বাড়ালো। মঞ্চের অর্ধেকটা যেতেই ডান দিক থেকে ক্রিসটিনা মঞ্চে ঢুকলো।)

ক্রিসটিনা ॥ (ইলিসের দিকে নজর না দিয়ে বললে—) খবরের কাগজ এসেছে ?

ইলিওনোরা ॥ না, এখনও আসে নি। (ইলিসের পাশ ঘেঁসে ক্রিসটিনা বাম-হাতি দরজা পেরিয়ে মঞ্চ থেকে বেরিয়ে গেল আর ইলিস ডান দিকের দরজা দিয়ে মঞ্চ থেকে চলে গেল। কেউ কারো দিকে নজর দিলে না।)

ইলিওনোরা ॥ যতো সব বিশ্রী কাণ্ড। ওদের দু'জনার মধ্যে আর কোনো আবেগ নেই—দুজনাই দু'জনের প্রতি উদাসীন। এই বাড়ীতে ঘৃণার আবির্ভাব ঘটেছে। বাড়ীতে যতদিন ভালবাসা বিদ্যমান ছিল, ততদিন সবকিছুই সহ্য করতে আমরা সক্ষম ছিলাম। কিন্তু এখন—কী বিশ্রী। উঃ কী ভীষণ ঠাণ্ডা—অসহ্য।

বেঞ্জামিন ॥ ওঁরা দুজনাই খবরের কাগজ খুঁজছেন কেন ?

ইলিওনোরা ॥ বুঝতে পারছো না ? ওঁরা সেই খবরটা পড়তে চান।

বেঞ্জামিন ॥ কোন খবর ?

ইলিওনোরা ॥ যা ঘটেছে, সেই খবরটা। সিঁধেল চুরি, পুলিশ ইত্যাদি যাবতীয় ঘটনা...

মিসেস হেইয়েস্ট ॥ (বাম দিক থেকে ঘরে ঢুকলেন।) খবরের কাগজ এসেছে ?

ইলিওনোরা ॥ না মা, আসে নি।

মিসেস হেইয়েস্ট ॥ (বাম-হাতি দরজা দিয়ে বাইরে যেতে যেতে বললেন—) কাগজটা আসতেই আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে।

ইলিওনোরা ॥ খবরের কাগজ! খবরের কাগজ! ছাপাখানার মেসিনটা ভেঙ্গে যদি অচল হতো অথবা সম্পাদক যদি কোন অসুখে হঠাৎ আক্রান্ত হতেন তাহলে... না, না, অমন কুচিন্তা করা আমার উচিত নয়।...বেঞ্জামিন শোনো, কাল রাতে আমি বাবার সঙ্গে ছিলাম।

বেঞ্জামিন ॥ কাল রাতে?

ইলিওনোরা ॥ হ্যাঁ, কাল রাতে—স্বপ্নে। কাল রাতে আমেরিকাতে আমার বোনের কাছেও আমি গিয়েছিলাম। গত পরশু আমার বোনের কারবারে লাভ লাভ হয়েছে পাঁচ ডলার আর মোট মাল বিক্রি হয়েছে ত্রিশ ডলার।

বেঞ্জামিন ॥ এটাকে তেজী বলবো, না মন্দা বলবো?

ইলিওনোরা ॥ তেজী-ই বলতে হবে। ত্রিশ ডলার বেশ মোটা অঙ্কই তো।

বেঞ্জামিন ॥ (বেঞ্জামিন জানতো, তবু জিজ্ঞাসা করলে।) তোমার পরিচিত কোন লোকের সাথে বাজারে দেখা হয়েছিলো?

ইলিওনোরা ॥ এ প্রশ্ন কেন? বেঞ্জামিন, আমার সঙ্গে তোমার চালাকি করা উচিত নয়। আমার গোপন ব্যাপারে তুমি নাক গলাতে চেষ্টা করছো। এ ধরনের কাজ থেকে তোমার বিরত থাকাই উচিত।

বেঞ্জামিন ॥ কিন্তু তোমার ধারণা, আমার গোপন ব্যাপারে তোমার নাক গলানোর অধিকার আছে।

ইলিওনোরা ॥ টেলিফোনের তারের গুন্‌গুন্ আওয়াজ শুনতে পাচ্ছো? ঐ আওয়াজ থেকে বোঝা যাচ্ছে, খবরের কাগজ বেরিয়ে গেছে, তাই এখন শহরের সবাই বন্ধুবান্ধবকে টেলিফোন করছে। তারা পরস্পরকে বলছে, "হ্যালো, ও খবরটা পড়েছো?"—"হ্যাঁ, হ্যাঁ পড়েছি বৈকি।..."—"কি বলো, খবরটা কি খুব সাংঘাতিক নয়?"—"সাংঘাতিক বলে সাংঘাতিক ...!"

বেঞ্জামিন ॥ সাংঘাতিক? সাংঘাতিক দেখলে কোথায়?

ইলিওনোরা ॥ সাংঘাতিক—সব কিছুই সাংঘাতিক—জীবনের সব কিছুই ভয়াবহ, সবই সাংঘাতিক। কিন্তু তবু আমাদের সব কিছুই মেনে নিয়ে চলতে হবে। ইলিস ও ক্রিসটিনার কথা চিন্তা করে দেখো। তারা প্রেম করছে অথচ একজন আর-একজনকে এতো বেশী ঘৃণা করে যে, দু'জনা যখন ঘরের ভেতর দিয়ে চলে গেলো তখন থার্মোমিটারের পারা নেমে গেলো ঝনাৎ করে। ক্রিসটিনা কাল কনসার্টে গিয়েছিলো আর আজ তারা পরস্পর কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু কেন? কেন?

বেঞ্জামিন ॥ তোমার ভাই সন্দিগ্ধচিত্ত—তিনি ঈর্ষাপরায়ণ।

ইলিওনোরা ॥ খবরদার! ওসব শব্দ উচ্চারণ করো না। সন্দিগ্ধ অথবা ঈর্ষাপরায়ণ—শব্দ দুটির প্রকৃত অর্থ কি, তা তুমি জানো না। বুঝলে, এগুলো ব্যাধি। সুতরাং সন্দেহই বলো আর ঈর্ষাই বলো, ওটা তোমার একটা

শাস্তি। সকল রকম বদ্ জিনিস থেকে তোমায় দূরে থাকতে হবে। একটিবারের জন্যও যদি তুমি বদ্-এর সাথে, মন্দের সাথে হাত মেলাও, সে তোমায় আঁকড়ে ধরবে, কিছুতেই তাকে ছাড়াতে পারবে না। এর মূর্তিমান নজীর ইলিস। মামলার নথিপত্র পড়া শুরু করার পর থেকে তার কেমন পরিবর্তন হয়েছে, তুমি কি তা লক্ষ্য করো নি।

বেঞ্জামিন ॥ মামলার নথিপত্র ?

ইলিওনোরা ॥ হ্যাঁ। নথিপত্রের মধ্যে নিহিত যাবতীয় ইতরামী যেন ইলিসের সর্বাঙ্গে অনুপ্রবেশ করেছে আর এখন সেই ইতরামী যেন তার চোখেমুখে ও চেহারায় ফুটে বেরুচ্ছে—তার চেহারা এবং চোখমুখের দিকে তাকালেই তুমি বুঝতে পারবে। ক্রিসটিনা বুঝতে পেরেছে ; তাই তার বিরূপ ব্যবহার থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য সে বরফের আবরণ পরেছে। উঃ কী জঘন্য ঐ নথিপত্রগুলো—আমার ইচ্ছে করে ওগুলো পুড়িয়ে ফেলি। মিথ্যা, ঈর্ষা ও প্রতিহিংসা মানুষের মনে সক্রিয় হয়ে ওঠে ওগুলো পড়লে। খোকা আমার, তুমি একটা কথা সব সময়েই মনে রাখবে : নোংরা ও অসৎ কাজ সব সময়েই পরিহার করে চলবে—শুধু মুখের কথায় নয়, অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে পরিহার করবে।

বেঞ্জামিন ॥ তুমি সবকিছুই লক্ষ্য করো, তাই না ?

ইলিওনোরা ॥ যদি ইলিস এবং অন্যান্য সবাই জানতে পারে যে, সম্পূর্ণ এক অভিনব পন্থায় ঈস্টার লিলি যে-লোকটি ক্রয় করেছে, সে আর কেউ নয়, স্বয়ং আমি—তাহলে আমার ভাগ্যে কি ঘটবে, তা কি তুমি অনুমান করতে পারো ?

বেঞ্জামিন ॥ কেন ? তোমায় তারা কি করবে ?

ইলিওনোরা ॥ আমাকে আবার সেই জায়গায় পাঠানো হবে যেখান থেকে আমি এসেছি। সেখানে কখনো সূর্যের কিরণ পৌঁছোয় না—গোসলখানার দেয়াল যেমন বৈচিত্রহীন এবং ধূসর রংয়ের ঠিক তেমনি সেখানকার দেয়াল—সেখানে শুধু কান্না আর আর্তনাদ ছাড়া আর কিছুই শোনাবার উপায় নেই। আর, এই ভয়াবহ জায়গায় আমার জীবনের পুরো একটি বছর আমি কাটিয়েছি।

বেঞ্জামিন ॥ জায়গাটা কোথায় ?

ইলিওনোরা ॥ যেখানে জেলখানার চাইতেও মানুষের ওপর বেশী অত্যাচার করা হয়—নিখোঁজ ও পরিত্যক্ত ব্যক্তিদের যেখানটায় আশ্রয়স্থল—যেখানে অশান্তি জীবনের অঙ্গ—যেখানে মৃত্যু-যন্ত্রণা আর অবর্ণনীয় মানসিক পীড়ন দিবারাত্রি চব্বিশ ঘণ্টা অপলক নেত্রে জাগ্রত—এবং এটা সেই জায়গা, যেখানে একবার কেউ গেলে আর ফিরে আসতে পারে না।...দণ্ডাদেশ-

প্রাপ্ত ,অপরাধীরা যায় জেলখানায়। কিন্তু আমি যেখানে পরো একটি বছর কাটিয়েছি, সেখানে হরদম তোমাকে দণ্ডাদেশ দেয়া হয়, তোমাকে নরকে পাঠানো হয়। তোমাকে জেলে পাঠানোর পূর্বে তোমার বিচার হয় এবং আত্মপক্ষ সমর্থন করার সুযোগ পাও, তোমার বক্তব্য পেশ করতে পারো। কিন্তু সেখানে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ নেই। হায়, এই ছোট্ট ঈস্টার লিলিটাই আমার আসন্ন দুর্ভাগ্যের একমাত্র কারণ।...আমি ভালো করতে চাইলাম কিন্তু বাস্তবে করলাম তার উল্টোটা।

বেঞ্জামিন ॥ তুমি ফুলের দোকানদারের কাছে গিয়ে, তাকে সব কথা খুলে বলো না কেন! যাও, গিয়ে তাকে বলো : ঘটনাটা এই এই ভাবে ঘটেছে।... তোমাকে দেখলে মনে হয় তুমি যেন এমন একটা মেষশাবক, যাকে এক্ষুণি বলি দেয়া হবে।

ঈলিওনোরা ॥ মেষশাবক যখন বোঝে তাকে বলি দেয়া হবে, সে তো আপত্তি করে না—কৈ সে তো পালাতে চেষ্টা করে না। আর এ ছাড়া সে কি-ই-বা করতে পারে?

ঈলিস ॥ (একটি চিঠি হাতে করে বাম দিক থেকে প্রবেশ করলে।) এখনও খবরের কাগজ আসে নি?

ঈলিওনোরা ॥ না, আসে নি।

ঈলিস ॥ (মুখ ঘুরিয়ে রান্না ঘরের দিকে তাকিয়ে বললে—) লীনা তুমি একবার বাইরে গিয়ে আমার জন্য একটা খবরের কাগজ কিনে নিয়ে এসো।

(মিসেস হেইয়েল্ট বাম দিক থেকে প্রবেশ করলেন। ঈলিওনোরা ও বেঞ্জামিনের চেহারা ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেলো।)

ঈলিস ॥ (ঈলিওনোরা ও বেঞ্জামিনকে লক্ষ্য করে বললে—) শোনো খোকা-খুকীরা, তোমরা দু'জনা দয়া করে একটু বাইরে যাও তো!

(ডান দিক দিয়ে ঈলিওনোরা ও বেঞ্জামিনের প্রস্থান।)

মিসেস হেইয়েল্ট ॥ তুমি চিঠি পেয়েছো, তাই না?

ঈলিস ॥ হ্যাঁ পেয়েছি।

মিসেস হেইয়েল্ট ॥ পাগলা আশ্রম থেকে?

ঈলিস ॥ হ্যাঁ, পাগলদের আশ্রম থেকে।

মিসেস হেইয়েল্ট ॥ তাঁরা কি চান?

ঈলিস ॥ ঈলিওনোরাকে সেখানে ফেরৎ পাঠানোর জন্য তাঁরা লিখেছেন।

মিসেস হেইয়েল্ট ॥ না, ঈলিওনোরাকে সেখানে আর পাঠানো হবে না—সে আমার সন্তান—আমি তাকে পাঠাবো না।

ঈলিস ॥ কিন্তু সে আমার বোন।

মিসেস হেইয়েল্ট ॥ তোমার একথার মানে কি?

ঈলিস ॥ মানে কি, তা আমি জানি নে। আমি কিছুই চিন্তা করতে পারছি নে।

মিসেস হেইয়েন্ট ॥ কিন্তু আমি পারছি। ঈলিওনোরা—আমার দুঃখের নিধি, উৎফুল্ল চিত্ত নিয়ে আমাদের কাছে এসেছে, তার নিরানন্দ জগৎ থেকে অন্য জগতের আনন্দের সান্নিধ্যে এসেছে। তার চিত্তের অস্থিরতা প্রশান্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে, আর সেই প্রশান্তির ভাগ দিচ্ছে সে সবাইকে। তার চিত্তবৈকল্য হয়তো সেরে গেছে কিংবা হয়তো-বা এখনও সে চিত্তবৈকল্যে ভুগছে, কিন্তু আমি সে-কথা ভাবছি নে—আমি স্পষ্ট লক্ষ্য করছি সে বুদ্ধিমান এবং অত্যন্ত বিজ্ঞ। আমার চেয়ে এবং আমাদের সবারই চেয়ে অনেক বেশী ভালো করে তার জানা আছে, জীবনের বোঝা বহন করার অভিজ্ঞা। ঈলিস, একটি সত্যি কথা বলবো? তুমি কি মনে করো, আমি একজন বুদ্ধিমান মেয়ে? যখন আমি বিশ্বাস করেছিলাম, আমার স্বামী নির্দোষ তখন আমার চেতনায় বুদ্ধি বলে কোনো বস্তুর কি অস্তিত্ব ছিলো? আর, আমি তাঁকে নির্দোষ বলে যখন বিশ্বাস করেছিলাম তখনও খুব ভালো করেই জানতাম, তাঁর অপরাধের বাস্তব ও অকাট্য প্রমাণাদি সহায়তায় তাঁকে শাস্তি দেয়া হয়েছে এবং একথাও জানতাম, তাঁর অপরাধ তিনি নিজে স্বীকার করেছেন। এখন ঈলিস তোমাকে একটা প্রশ্ন করছি, তার জবাব দাও : ক্রিসটিনা তোমাকে ভালো-বাসে কিন্তু ধরো তোমার প্রতি তার সেই প্রেম তুমি লক্ষ্য করছো না, উপরন্তু মনে মনে ভাবছো, ক্রিসটিনা তোমাকে ঘৃণা করে—তোমার মনের এই অবস্থা কি তোমার সুস্থ মনের পরিচয় বহন করবে?

ঈলিস ॥ আমার প্রতি তার প্রেমের প্রকাশ অদ্ভুত ধরনের।

মিসেস হেইয়েন্ট ॥ না, অদ্ভুত ধরনের নয়। তোমার শীতলতা তার সংবেদন-শীলতাকে প্রাণহীন ও অসাড় করে দিয়েছে। এবং তুমিই তাকে ঘৃণা করো। কিন্তু তুমি খুব ভুল করছো এবং এর জন্য তোমাকে দুঃখ পেতে হবে।

ঈলিস ॥ কি করে বলতে পারো, আমি ভুল করছি। কাল রাতে সে পিটারের সাথে বেড়াতে যায় নি? আর, এই পিটার আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

মিসেস হেইয়েন্ট ॥ হ্যাঁ, সে বেড়াতে গিয়েছিল, কিন্তু তুমি তো জানতে সে পিটারের সাথে বেড়াতে যাচ্ছে। কিন্তু পিটারের সাথে সে কেন বেড়াতে গিয়েছিলো, তা তোমার অনুমান করা উচিত ছিলো।

ঈলিস ॥ না, আমার পক্ষে অনুমান করা সম্ভব নয়...

মিসেস হেইয়েন্ট ॥ তাই যদি হয়, তাহলে তোমার যা প্রাপ্য তাই তুমি পাবে।

(রান্না ঘরের দরজা সামান্য একটু ফাঁক হলো এবং ভেতর থেকে একটা খবরের কাগজ মিসেস হেইয়েন্টের হাতে যে দিলে তাকে দেখা

গেল না। মিসেস হেইয়েন্ট খবরের কাগজটা নিয়ে ইলিসের হাতে দিলেন।)

ইলিস ॥ এটা সব চেয়ে কঠিন আঘাত। ক্রিস্টিনা আমার পাশে থাকলে আমার জীবনের যে-কোন আঘাতই আমি মোকাবিলা করতে পারতাম...সে বিদায় নিয়েছে, আমার জীবনের সর্বশেষ অবলম্বন আমার কাছ থেকে সরে গেছে—এবার আর আমার রক্ষা নেই...আমি মাটিতে ধ্বসে পড়ছি...আমার পতন অনিবার্য...

মিসেস হেইয়েন্ট ॥ মাটিতে পড়তে চাও পড়ো, কিন্তু দেখেশুনে ঠিক জায়গামত পড়বে, যাতে করে আবার সেখান থেকে উঠে দাঁড়াতে পারো। খবরের কাগজে কি লিখেছে—আজকের খবর কি?

ইলিস ॥ আমি জানি নে। খবরের কাগজে চোখ বুলোতে আজ আমার ভয় হচ্ছে।

মিসেস হেইয়েন্ট ॥ আমাকে দাও, দেখি আজকের কি খবর।

ইলিস ॥ না, তুমি বরং কিছুক্ষণ অপেক্ষা করো।

মিসেস হেইয়েন্ট ॥ তুমি অতো ভয় পাচ্ছো কেন? আজকে খবরের কাগজে তোমার আশংকা করার মত কি এমন খারাপ খবর রয়েছে!

ইলিস ॥ শুধু খারাপ নয়—সাংঘাতিক খারাপ খবর।

মিসেস হেইয়েন্ট ॥ সাংঘাতিক খারাপটা যে দুনিয়ায় এই প্রথম ঘটলো, তা তো নয়—ইতিপূর্বে—অতীতেও ঘটেছে। ইলিস, বাছা আমার, শোনো : তোমার বাপের ধাপে ধাপে অধঃপতন এবং অবশেষে তাঁর চূড়ান্ত ধ্বংস আমি স্বচক্ষে যেমন দেখেছি, তুমি যদি তেমনি দেখতে, আর তিনি যাদের সর্বনাশ করেছেন তাদের সতর্ক করে দেয়ার মত আমার সংসাহসের অভাবের কথা যদি তুমি জানতে, তাহলে...কিন্তু যাক্...ইলিস, তোমার বাবার যখন চূড়ান্ত পতন হলো আমি স্পষ্ট অনুভব করতে লাগলাম, আমি নিজেও অপরাধী : কেননা, আমি তাঁর অপরাধের কথা জানতাম। জজ যদি অত্যন্ত বিচক্ষণ ও সুবিচারক না হতেন, স্ত্রী হিসেবে আমি কি কঠিন অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলাম, জজ যদি তা সম্যক উপলব্ধি করতে সক্ষম না হতেন, তাহলে তোমার বাপের সাথে তিনি আমাকেও শাস্তি দিতেন।

ইলিস ॥ বাবার পতনের কারণ কী? আমি আজও বুঝতে পারি নি তাঁর পতনের প্রকৃত কারণ কি?

মিসেস হেইয়েন্ট ॥ ঔদ্ধত্য—অসঙ্গত অন্যায় আচরণ—যে দুই কারণে মানুষের পতন ঘটে।

ইলিস ॥ কিন্তু তাঁর অন্যায় আচরণের জন্য আমরা—যারা নির্দোষ—তারা কেন দুঃখ ভোগ করবে?

মিসেস হেইয়েল্ট ॥ শান্ত হও। (চুপচাপ্। মিসেস হেইয়েল্ট খবরের কাগজ নিয়ে পড়তে লাগলেন। ঈলিস বিক্ষুব্ধ। সে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর সামনে পেছনে পায়চারি করতে লাগলো।) হ্যাঁ—ব্যাপার কি!...আচ্ছা আমি তোমাদের বার্লিন—ফুলের দোকান থেকে যা যা চুরি গেছে তার মধ্যে হলদে রংয়ের একটা টিউলিপ ফুলও ছিল?

ঈলিস ॥ হ্যাঁ বলেছো, আমার স্পষ্ট মনে আছে।

মিসেস হেইয়েল্ট ॥ কিন্তু কাগজে লিখছে—একটি ঈস্টার লিলি চুরি গেছে।

ঈলিস ॥ (আঁতকে উঠলো।) তাই লিখেছে নাকি?

মিসেস হেইয়েল্ট ॥ (চেয়ারে ধপাস করে বসে পড়লেন।) ঈলিওনোরা এ কাণ্ড করেছে।—ঈশ্বর, হে ঈশ্বর...

ঈলিস ॥ তাহলে দেখা যাচ্ছে, দুঃখ ভোগ এখনও শেষ হয় নি।

মিসেস হেইয়েল্ট ॥ হয় জেলে অথবা পাগলের আশ্রমে!

ঈলিস ॥ কিন্তু বিশ্বাস করতে পারছি নে, এ কাজ সে করেছে। আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি নে।

মিসেস হেইয়েল্ট ॥ পরিবারের সুনাম আবার পদদলিত হবে, পরিবারের মর্যাদা আবার বিনষ্ট হবে।

ঈলিস ॥ ঈলিওনোরাকে কি কেউ সন্দেহ করেছে?

মিসেস হেইয়েল্ট ॥ জানো তো মানুষ সন্দেহটা ইশারায় করে, আর কার দিকে ইশারা করা হচ্ছে তা বোঝা খুব বেশী শক্ত নয়।

ঈলিস ॥ ঈলিওনোরার সাথে আমার আলাপ করা দরকার।

মিসেস হেইয়েল্ট ॥ (চেয়ার থেকে উঠলেন।) খুব নরম সুরে তার সাথে কথা বলবে।... উঃ আমার পক্ষে সহ্য করা কঠিন। তার আর পরিত্রাণ নেই—মুক্তি পেয়েছিলো, আবার ভুগতে হবে। তার সঙ্গে আলাপ করে দেখো, সে কি বলে।

(বাম দিক দিয়ে প্রস্থান।)

ঈলিস ॥ উঃ...(ডান দিকের দরজার কাছে গেলো—) ঈলিওনোরা, বোন, শোনো—এখানে এসো, তোমার সাথে আমার কথা আছে।

ঈলিওনোরা ॥ (মঞ্চে এলো। তার মাথার চুল এলোমেলো।) আমি চুল আচড়াচ্ছিলাম।

ঈলিস ॥ একটু পরে চুল আঁচড়ালে কোনো ক্ষতি হবে না।—ঈলিওনোরা, আচ্ছা বোন, বলো তো ঐ যে ঐ ফুলটা, তুমি কোথেকে এনেছো?

ঈলিওনোরা ॥ ওটা আমি নিয়েছি...

ঈলিস ॥ ভগবান!

ইলিওনোরা ॥ (বুকের ওপর নিজের দুই বাহু জড়িয়ে ও মাথা হেঁট করে ধরা গলায় সে বললে—) কিন্তু আমি এই ফুলের দাম দিয়ে দিয়েছি।

ঈলিস ॥ দাম দিয়েছো ? তাহলে ?

ইলিওনোরা ॥ হ্যাঁ দাম দিয়েছি, না, আমি দাম দিই নি।—আমার চলার পথে সব সময়েই একটা অনাসৃষ্টি ঘটবেই।...কিন্তু সত্যি আমি কোনো অন্যায় করি নি। আমার কোনো খারাপ মতলব ছিলো না, আমার মন খুব পরিষ্কার ছিলো। তুমি আমায় বিশ্বাস করো—কি, বিশ্বাস করতে পারছো না ?

ঈলিস ॥ আমি তোমার কথা বিশ্বাস করছি।—কিন্তু খবরের কাগজের লোকরা জানবে কি করে যে, তুমি নির্দোষ।

ইলিওনোরা ॥ দাদা—ঈলিস, শোনো, তাহলে এর জন্য নিশ্চয়ই আমার শাস্তি ভোগ করা উচিত।...(ইলিওনোরা তার মাথা এতো বেশী নোয়ালো যে, তার মাথার চুলে গোটা মুখটা ঢাকা পড়লো।) ওরা এখন আমাকে নিয়ে কি করবে ?— যা ইচ্ছে করুক...

বেঞ্জামিন ॥ (ডান পাশ দিয়ে ঢুকলো। সে আত্মহারা।) না, না, ইলিওনোরাকে আপনি স্পর্শ করবেন না। কোন অন্যায় করে নি—আমি জানি সে কোন অপরাধ করে নি—অপরাধ করেছি আমি—আমি অপরাধ করেছি...(সে কাঁদতে লাগলো।)

ইলিওনোরা ॥ দাদা তুমি ওকে বিশ্বাস করো না। আমি-ই অপরাধ করেছি।

ঈলিস ॥ কী বিপদ। এখন আমি কাকে বিশ্বাস করি ?

বেঞ্জামিন ॥ আমাকে। আমাকে।

ইলিওনোরা ॥ না—না।

বেঞ্জামিন ॥ আমি পুলিশের কাছে চললাম।

ঈলিস ॥ বেঞ্জামিন ও কি করছো ? শান্ত হও।

বেঞ্জামিন ॥ না, আমি যাবো— আমাকে যেতে হবে...

ঈলিস ॥ সবাই চুপ করো। মা আসছেন...

মিসেস হেইয়েষ্ট ॥ (মঞ্চে প্রবেশ করলেন। তিনি অত্যন্ত উত্তেজিত। ইলিওনোরাকে বুকে চেপে ধরে চুমু খেলেন।) বাছা আমার, সোনা আমার, মানিক আমার—তুমি এই তো আমার কাছে আছো আর চিরকাল আমার কাছেই থাকবে।

ইলিওনোরা ॥ মা, আজ তুমি আমায় চুমু খেলে—বহুদিন পর আজ তুমি আমায় চুমু খেলে।...কেন মা, কি কারণে তুমি আজ চুমু খেলে ?

মিসেস হেইয়েষ্ট ॥ কারণ—কারণ ফুলের দোকানী এক্ষুণি এখানে এসেছিলো। যে-অশান্তি সে সৃষ্টি করেছে তার জন্য সে ক্ষমা প্রার্থনা করতে এসেছিলো।

ফুলের দাম বাবদ যে-টাকাটা আর তোমার নাম-লেখা কাডটা দোকানী পেয়েছে।

ইলিওনোরা ॥ (ছুটে গিয়ে ইলিসকে দুই বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলো। তারপর বেঞ্জামিনের গলা দুই বাহু দিয়ে জড়িয়ে তার কপালে চুমু খেলো।) বেঞ্জামিন, তুমি এতো ভালো! আমার জন্য তুমি আত্মবলি দিতে যাচ্ছিলে? কি কারণে এমনটি করতে যাচ্ছিলে?

বেঞ্জামিন ॥ (শিশুসুলভ সরল ও লাজুক স্বরে।) কারণ, আমি তোমায় অত্যন্ত স্নেহ করি।...

মিসেস হেইয়েস্ট ॥ ঠাণ্ডা পড়েছে, কিছু জামাকাপড় গায়ে দিয়ে তোমরা সবাই বাগানে বেড়াতে যাও। আবহাওয়া পরিষ্কার হয়ে আসছে।

ইলিওনোরা ॥ ঠিকই বলেছো মা, আবহাওয়া পরিষ্কার হচ্ছে, বেঞ্জামিন চলো। (সে বেঞ্জামিনকে হাত দিয়ে ধরলে; তারপর দু'জনা ডান দিক দিয়ে বেরিয়ে গেল।)

ইলিস ॥ ভূর্জের ডালটা এখন চুলোর আগুনে ফেলা যেতে পারে। কি বলো মা?

মিসেস হেইয়েস্ট ॥ না, এখনও সময় হয়নি। আরও কিছু সমস্যা সমাধানের এখনও বাকি আছে।

ইলিস ॥ তুমি লিন্ডকভিস্ট-এর কথা বলছো বুঝি?

মিসেস হেইয়েস্ট ॥ আমি দেখতে পাচ্ছি, সে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে...কিন্তু তার হাবভাবটা একেবারে অন্যরকম—দেখে মনে হচ্ছে, অত্যন্ত ভদ্র। লোকটা সব সময়েই বেশী কথা বলে আর নিজের কথা ছাড়া অন্যকিছু বলতে জানে না।

ইলিস ॥ মেঘ সরে যাচ্ছে, এবার আমি একটি আলোর রেখা দেখতে পাচ্ছি। দৈত্যের ভয়ে আমি আর ভীত নই। তার যখন ইচ্ছে সে আসুক।

মিসেস হেইয়েস্ট ॥ তুমি যা-ই করো না কেন, তাকে শত্রুতে পরিণত করো না। ঈশ্বর আমাদের আদৃষ্ট তার হাতে অর্পণ করেছেন। আর, জানো তো ঈশ্বর নম্রতাকে...যাক শোনো, গর্বিত ও উদ্ধত লোকের কী পরিণাম, তা অবশ্যই তোমার জানা আছে।

ইলিস ॥ আমি জানি। জুতোর নালের শব্দ শুনতে পাচ্ছো—খট্‌খট্‌ খট্‌খট্‌। শব্দটা শুনলে মনে হয়, সে যেন সঙ্গে করে বন্য পশু নিয়ে আসছে। ঐ বন্য পশু সঙ্গে করেই সে ঘরের ভেতর ঢুকবে নাকি? ঢুকলে আপত্তিই-বা কি? ঘরের আসবাবপত্র, কার্পেট সবই তো তার।

মিসেস হেইয়েস্ট ॥ ইলিস, তুমি কি জানো না, আমাদের এ সংসারের এই আসবাবপত্রের মূল্য কতো—(বলতে বলতে বাম দিক দিয়ে প্রস্থান)

ইলিস ॥ আমি জানি না।

লিন্ডকভিস্ট ॥ (বাম দিক দিয়ে প্রবেশ। প্রৌঢ়। গম্ভীর প্রকৃতির লোক। চোখমুখের আদলে মানুষের মনে ভীতি সঞ্চার করে। পলিত কেশ, মাথায় পরচুলার টুপি। ঘন এবং কালো ভ্রূ। দুপাশের জুলপি খুব ছোটো ছোটো করে ছাঁটা। চোখে চশমা। চশমার ফ্রেমের ডাণ্ডি কালো রংয়ের আর চশমার কাঁচ দু'টির রিম শিংয়ের তৈরী, ঘড়ির চেইনে একটা মস্ত বড়ো মাদুলী ঝোলানো, হাতে একটা ছড়ি। লোমযুক্ত পশু চর্মের ওভারকোটের নিচে কালো রংয়ের কোট-প্যান্টের কিয়দংশ দেখা যাচ্ছে। সে পরচুলার টুপিটি হাতে করে ঘরে ঢুকলো। পায়ে বুটজুতো—বুট-জুতোর ওপর গামবুট—হাঁটবার সময় ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ হয়। ঘরে ঢুকেই কৌতূহলী দৃষ্টিতে ইলিসকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো।) শুনুন, আমার নাম লিন্ডক্ ভিস্ট।

ইলিস ॥ (ভয়-পাওয়া স্বরে বললে—) আমি—আমার নাম ইলিস হেইয়েস্ট। দয়া করে বসুন।

লিন্ডক্ ভিস্ট ॥ (সেলাই-এর টেবিলের বাম পাশে একটি চেয়ারে বসে ইলিসের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। কয়েক সেকেন্ড চুপ্ চাপ।)

ইলিস ॥ বলুন, আপনার আমি কী খেদমত করতে পারি?

লিন্ডক্ ভিস্ট ॥ (গম্ভীর মুখে এবং খানিকটা মাতবর্বরির স্বরে।) হুম...গতকাল বিকেলেই তো আমি তোমার খেদমতে জানিয়েছি যে, আমি তোমাদের সাথে একবার দেখা করতে আসবো। গতকালই আসতাম, কিন্তু পরে বিবেচনা করে দেখলাম পর্বের দিন, বিষয়-আশয় নিয়ে আলোচনা করাটা ভালো দেখায় না।

ইলিস ॥ আমরা সে জন্য আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।

লিন্ডক্ ভিস্ট ॥ (তীক্ষ্ম স্বরে) না, মানুষ কৃতজ্ঞ হতে জানে না। (কিছুক্ষণ চুপচাপ।) যাক্ গে, গত পরশু গভর্নরের সাথে আমি দেখা করতে গিয়েছিলাম—(লিন্ডকভিস্টের কথা শুনে ইলিসের মনে কি প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, তা লক্ষ্য করার জন্য কিছুক্ষণ চুপ করে রইল।) গভর্নরকে তো তুমি চেনো, তাই না?

ইলিস ॥ না, তাঁর সঙ্গে আমার জানা শোনা নেই।

লিন্ডক্ ভিস্ট ॥ তোমার উচিত, তাঁর সাথে মোলাকাত করা।—তোমার বাবার কথা নিয়ে গভর্নরের সাথে আমার আলাপ হয়েছে।

ইলিস ॥ তা হওয়াই স্বাভাবিক।

লিন্ডকভিস্ট ॥ (পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে টেবিলের ওপর রাখলো।) গভর্নরের ওখানে এই কাগজটা পেলাম।

ইলিস ॥ অনেক দিন থেকেই এ ব্যাপারটা আমি আশঙ্কা করছিলাম। কিন্তু ব্যাপারটা নিয়ে আর কথা না বাড়িয়ে সোজাসুজি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই।

লিন্ডর্কভিস্ট ॥ (ভ্রূকুঞ্চিত করে।) করতে পারো।

ইলিস ॥ কাগজটা আপনি সোজাসুজি এক্সিকিউটরদের হাতে কি দিতে পারেন না? তা যদি দিতেন, তা হলে এই বিরক্তিকর ও বেদনাদায়ক এক্সিকিউশন থেকে আমরা রেহাই পেতাম।

লিন্ডর্কভিস্ট ॥ তুমি যদি তাই ভালো বুঝে থাকো, তা হলে...ছেলেমানুষ তুমি—তুমি যখন বলছো...

ইলিস ॥ না, না, ছেলেমানুষ-এর প্রশ্ন তুলবেন না—আমি আপনার কাছে কোন দয়া-দাক্ষিণ্য চাই নে—আমি চাই শুধু ইনসাফ।

লিন্ডর্কভিস্ট ॥ তুমি বলছো, তুমি দয়া-দাক্ষিণ্য চাও না? বেশ। টেবিলের ওপর এই-যে কাগজটা রেখেছি, একবার এর ওপর চোখ বুলিয়ে দেখো। —এটা আমি পকেট থেকে বের করেছি, আবার এটাকে পকেটে পুরলাম। এখন থেকে ইনসাফ—কেবল মাত্র ইনসাফ—নির্জলা ইনসাফ—ব্যস।—এখন শোনো আমার তরুণ বন্ধু—তোমায় কি বলতে চাই শোনো। একদা আমি প্রবঞ্চিত হয়েছিলাম—এমন নিষ্ঠুরভাবে প্রবঞ্চিত হয়েছিলাম যে, আমার হাতে একটা কানাকড়ি পর্যন্ত অবশিষ্ট ছিলো না—সর্বস্ব হারিয়েছিলাম ...অতি ভদ্রভাবে একটি চিঠি লিখে তোমাদের কাছে জানতে চেয়েছিলাম গুছিয়ে গাছিয়ে নিয়ে তোমাদের সংসারের আর্থিক দিকটা একটু সচ্ছল করে নিতে কতো দিন সময় লাগতে পারে? আর সেই নেহাৎ বিনয়ের সুরে লেখা আমার চিঠির তোমরা এমন অভদ্র ভাষায় জবাব দিয়েছিলে যেন আমি ঠিক তাদেরই মতো একজন জঘণ্য সুদখোর, যারা বিধবা ও এতিমদের লুণ্ঠন করতে বদ্ধপরিকর। অথচ ব্যাপারটা ঠিক উল্টো—তোমরা ছিলে ডাকাতদের দলভুক্ত আর ডাকাতিটা করা হয়েছে আমারই ওপর। যা হোক, যেহেতু আমি নিজেকে সুবিবেচক বলে মনে করি, তাই অভদ্র-ভাষায় লিখিত তোমাদের চিঠির যথাসম্ভব ভদ্র অথচ স্পষ্ট ভাষায় জবাব দিয়েছি। আমার সেই নীল রংয়ের কাগজে লেখা চিঠির কথা নিশ্চয়ই মনে আছে। ইচ্ছে করলে আমি ঐ চিঠিটাতে আদালতের সীলমোহর মেরেও পাঠাতে পারতাম কিন্তু ও-ধরনের কাজ সব সময়ে আমার মনে জাগে না।...(ঘরের ভেতর চারদিকে তাকাতে লাগলো।)

ইলিস ॥ ঘরের আসবাবপত্র সবই আপনার—যে-কোন সময়, যখন আপনার ইচ্ছা আপনি এগুলো নিয়ে যেতে পারেন।

লিন্ডকভিস্ট ॥ তুমি ভুল বুঝেছো। তোমাদের ঘরের আসবাবপত্র আমি দেখছি নে, আমি খুঁজছি, তোমার মা কোথায়। ইনসাফের প্রতি তোমার যেমন অনুরাগ দেখছি, আশা করি, তোমার মায়েরও রয়েছে তেমনি অনুরাগ ইনসাফের প্রতি।

ইলিস ॥ নিশ্চয়ই রয়েছে।

লিন্ডকভিস্ট ॥ ভালো কথা। আচ্ছা, এখন শোনো : ইনসাফ—যে-ইনসাফের মর্যাদা সম্পর্কে তোমরা সম্যক সচেতন—সেই ইনসাফকে তার সঠিক পথে চলবার প্রাপ্য অধিকার যদি তোমরা দাও, তা হলে তোমার বাবার যাবতীয় কারসাজি সম্পর্কে যেহেতু তোমার মা সজ্ঞান ছিলেন, সুতরাং তোমার মাকেও ইনসাফের হাতে দণ্ড ভোগ করা উচিত।

ইলিস ॥ না তা হতে পারে না।

লিন্ডকভিস্ট ॥ নিশ্চয়ই হতে পারে। এবং এখনও দণ্ড ভোগ করার সময় পেরিয়ে যায় নি।

ইলিস ॥ (চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালো।) কি বলছেন আপনি ? আমার মা !

লিন্ডকভিস্ট ॥ (পকেট থেকে আর-এক খণ্ড কাগজ বের করলে। কাগজটা নীল রংয়ের। টেবিলের ওপর কাগজটা রাখলো।) এই দেখো, কাগজটা আমি টেবিলের ওপর রাখলাম। আর দেখছো তো কাগজটা নীল রংয়ের কিন্তু এতে এখনও আদালতের সীল মারা হয়নি।

ইলিস ॥ হায় ঈশ্বর—জীবনে কোন দুঃখই আর বাদ রইলো না।

লিন্ডকভিস্ট ॥ হ্যাঁ তাই হয়। ইনসাফের তরুণ অনুরাগী ওগো মিস্টার ইলিস শোনো : ইনসাফের ওটাই ধর্ম—কোনো দুঃখই সে বাদ রাখে না। ধরো, আমি যদি আমার নিজেকে এখন এই প্রশ্ন করে বসি : হে স্যান্ডারস্‌ জোহান লিন্ডকভিস্ট, গরীব ঘরে তোমার জন্ম—অভাব অনটনে মানুষ হওয়ার দরুন তুমি কঠোর পরিশ্রমী হতে পেরেছো, তোমায় এখন একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি : আচ্ছা লিন্ডকভিস্ট বলো তো, এই বৃদ্ধ বয়সে তোমার কী অধিকার আছে, তোমার নিজেকে এবং তোমার সন্তান সন্ততিকে বঞ্চিত করার—ইলিস শুনছো ? —একটু লক্ষ্য করো—বলা হচ্ছে, তোমার সন্তান-সন্ততিকে—কি অধিকার আছে তোমার সন্তান সন্ততিকে তাদের অবলম্বন থেকে বঞ্চিত করার—যে-অবলম্বন তুমি লিন্ডকভিস্ট তোমার পরিশ্রম, দূরদৃষ্টি ও ত্যাগের মাধ্যমে তিলে তিলে গড়ে তুলেছো—ইলিস, কথাটা লক্ষ্য করেছো কি ? বলা হচ্ছে : তোমার ত্যাগের মাধ্যমে। শোনো : বলা হচ্ছে, হে স্যান্ডারস্‌ জোহান লিন্ডকভিস্ট, ইনসাফের যথোচিত মর্যাদা দিতে হলে এক্ষেত্রে তোমার কি করা উচিত ? তুমি

কারো এক কানাকড়িও চুরি করো নি, অথচ তুমি লাঞ্ছিত হলে যদি অসন্তুষ্ট হও, তা হলে তোমার পক্ষে মনুষ্যসমাজে বাস করাই সম্ভব হবে না...কারণ আইনতঃ নিজস্ব পাওনাটুকু কেবল পাওয়ার ইচ্ছা যে-লোক প্রকাশ করতে পারে, যে-লোক এমন হৃদয়হীন, তার সঙ্গে কারো কোনরকম সম্পর্ক রাখাই সম্ভব নয়। সুতরাং ইলিস, তুমি দেখতে পাচ্ছো, এক প্রকারের বদান্যতা আছে, ইনসাফের সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব রয়েছে—ইনসাফকে অতিক্রম করে তার নাগালের বাইরে অবস্থান করে এই বদান্যতা, আর এরই নাম করুণা।

ইলিস ॥ আপনি ঠিকই বলেছেন। এ ঘরের যা কিছু দেখছেন, সবই আপনি নিয়ে যান। এ সমস্তই আপনার সম্পত্তি।

লিস্তর্কাভিস্ট ॥ হ্যাঁ, আমার অধিকার রয়েছে, জানি, কিন্তু আমি সে অধিকার প্রয়োগ করতে সাহস পাই না—

ইলিস ॥ আমি আপনার সন্তান-সন্ততির কথা মনে করে আমার মনের দুঃখ নিশ্চয়ই ভুলতে পারবো।

লিস্তর্কাভিস্ট ॥ (কাগজটা পকেটে রেখে দিলে।) ভালো কথা।—আচ্ছা, এখন নীল রংয়ের কাগজটা রেখে দেয়া যাক্।...আমাদের আলোচনার পরবর্তী ধাপে আসা যাক্, কি বলো ?

ইলিস ॥ আমায় ক্ষমা করবেন, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। আদালত কি আমার মাকেও অভিযুক্ত করতে চায় নাকি ?

লিস্তর্কাভিস্ট ॥ তোমার ও প্রশ্নের জবাব পরে হবে, আলোচনার পরবর্তী ধাপে এখন আসা যাক্। হ্যাঁ, তুমি বললে, ব্যক্তিগতভাবে তোমার গভর্নরের সাথে পরিচয় নেই।

ইলিস ॥ হ্যাঁ, পরিচয় নেই এবং তাঁর সাথে পরিচিত হবার আমার কোনও ইচ্ছাও নেই।

লিস্তর্কাভিস্ট ॥ (পকেট থেকে নীল রংয়ের কাগজটা আবার বের করে ইলিসের সামনে নাড়াচাড়া করতে লাগলো।) না, না, তুমি ভুল করছো—কাজটা ঠিক হচ্ছে না, ঠিক হচ্ছে না। তোমার বাবা ও গভর্নর তাঁদের যৌবনে বন্ধু ছিলেন এবং তুমি গভর্নরের সঙ্গে দেখা করলে তিনি খুশী হবেন। ইলিস, লক্ষ্য করছো কি, যা ঘটবার তা কেমন সহজে ঘটে যাচ্ছে। যাক্‌গে। দয়া করে, গভর্নরের সঙ্গে দেখা করো।

ইলিস ॥ না।

লিস্তর্কাভিস্ট ॥ ইলিস, শোনো : গভর্নর...

ইলিস ॥ দয়া করে অন্য কথা বলুন।

লিন্ডকভিস্ট ॥ আমার সাথে সশ্রদ্ধ ব্যবহার তোমার করা উচিত। কারণ, আমায় সমর্থন করে কথা বলার দুনিয়ায় আর কেউ নেই—আমি নাচার। অপর দিকে তোমাদের পেছনে জনসমর্থন রয়েছে। আমার একমাত্র সম্বল ইস-সাক। গভর্নরের বিরুদ্ধে তোমার কি বলবার আছে—তিনি অন্যায়টা কি করেছেন? তিনি সাইকেল দেখতে পারেন না আর পল্লী অঞ্চলে হাই স্কুল তিনি পছন্দ করেন না—এ দুটোই তাঁর বাতিক। কিন্তু তাঁর বাতিকের দিকে নজর না-দেয়া এবং বাতিককে উপেক্ষা করাই কি উচিত নয়? বরং আমাদের নজর দেয়া উচিত মানুষ হিসেবে তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্যাবলীর প্রতি—দোষগুণে মানুষ হিসেবে তাঁকে বিচার করা উচিত। মানব জীবন রকমারী সংকটে আবর্তিত, আর এই সংকটভরা জীবনে মানুষের দোষ ও দুর্বলতাকে মেনে নেয়া ছাড়া উপায় নেই—মানুষের দোষ ও দুর্বলতা সমেত তাকে গ্রহণ করতে হবে।—তুমি আর আপত্তি করো না, গভর্নরের সাথে দেখা করে এসো।

ঈলিস ॥ না, কিছুতেই যাবো না।

লিন্ডকভিস্ট ॥ তুমি যে কি প্রকৃতির মানুষ, তা বোঝা গেলো।

ঈলিস ॥ (সুদৃঢ় কণ্ঠে।) হ্যাঁ, যা বুঝেছেন, আমি ঠিক তা-ই।

লিন্ডকভিস্ট ॥ (চেয়ার থেকে উঠে গামবুটের খস্ খস্ শব্দ করে মঞ্চে পায়-চারি করতে লাগলেন আর পায়চারি করার সময় নাচাতে লাগলেন হাতের নীল রংয়ের কাগজ।) মারাত্মক কথা! অতি মারাত্মক কথা।—এখন ভেবে দেখছি, আমাকে অন্য পন্থা গ্রহণ করতে হবে।—এই শহরে একজন ভদ্রলোক আছেন যিনি স্রেফ প্রতিহিংসাবশতঃ তোমার মায়ের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে চান। তুমি এটা রুখতে পারো।

ঈলিস ॥ কি করে?

লিন্ডকভিস্ট ॥ গভর্নরের সাথে সাক্ষাৎ করলে মামলাটা রুখতে পারো।

ঈলিস ॥ না।

লিন্ডকভিস্ট ॥ (ঈলিসের কাছে গিয়ে তার ঘাড়ে হাত দিয়ে বললে—) তোমার মতো উদ্ধত যুবক আমি আর দুনিয়ায় দু'টি দেখি নি। যাক, আমি নিজেই এখন তোমার মা-কে সব কথা বলবো।

ঈলিস ॥ না, না, মা-কে বলবেন না।

লিন্ডকভিস্ট ॥ বলো, তা হলে গভর্নরের সাথে দেখা করবে।

ঈলিস ॥ করবো।

লিন্ডকভিস্ট ॥ আবার বলো এবং আরও জোরে বলো।

ঈলিস ॥ হ্যাঁ করবো।

লিন্ডকভিন্ট ॥ যাক্, আমার দায়িত্বের একটা অংশের ফয়সালা হলো। (ইলিসের হাতে নীল রংয়ের কাগজটা দিতে দিতে বললে—) এই দলীলটা নাও। (ইলিস দলীলটা না পড়ে হাতে ধরে রইলো।) এখন আমার দায়িত্বের দ্বিতীয় অংশটার ফয়সালা করা যাক্। কিন্তু দ্বিতীয় অংশটাই আগে ছিলো প্রথম অংশে। এসো বসা যাক্, কি বলো? (দু'জনা আগের মতো দু'ই চেয়ারে বসলো।) শোনো আমরা দু'জনা যদি মাঝামাঝি অবধি যেতে পারি, চূড়ান্ত ফয়সালায় পেঁছিতে মোটেই দেরি হবে না। আচ্ছা এখন শোনো।—প্রশ্নটা হচ্ছে : তোমাদের আসবাবপত্রের ওপর আমার দাবী। এ সম্পর্কে কোনো বিভ্রান্তি থাকা উচিত নয়। এই আসবাবপত্র আমার পরিবারের যৌথ সম্পত্তি। আমি এ দাবী ত্যাগ করতে পারি নে এবং ত্যাগ করতে চাই নে। আমার সমুদয় পাওনা—কানাকড়ি সমেত আমি আদায় করতে চাই।

ইলিস ॥ আমিও চাই, আপনি আদায় করুন।

লিন্ডকভিন্ট ॥ (তীক্ষ্ম স্বরে।) তুমিও তাই চাও, তাই নাকি?

ইলিস ॥ আমি আপনার সঙ্গে ঠাট্টা করি নি।

লিন্ডকভিন্ট ॥ তুমি যে ঠাট্টা করো নি, তা আমি জানি। (চশমা কপালে তুলে নিয়ে ইলিসের মুখের পানে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন।) নেকড়ে—হিংস্র নেকড়ে। প্রকাণ্ড লাঠি হাতে ঐ মানুষটি হচ্ছে হিংস্র নেকড়ে। স্কিন্নার-ভিক্ পর্বতের দৈত্য হচ্ছে ঐ মানুষটি। ঐ দৈত্যটি ছেলেমেয়েদের ধরে ধরে খায় না, শুধু ভয় দেখায়।—শোনো : আমি তোমায় এমন সাংঘাতিক-ভাবে ভয় দেখাতে চাই যেন তুমি হুঁশজ্ঞান হারিয়ে ফেলো। আমার সমুদয় পাওনা তোমাদের এই আসবাবপত্র দিয়ে আমি আদায় করে নেবো। ক্রোকী পরওয়ানা আমার পকেটে রয়েছে। যদি আমার মোট পাওনা তোমাদের এই আসবাবপত্র থেকে উসুল না হয়—যদি এক কানাকড়িও কম পড়ে তাহলে তোমাকে আমি জেলে পাঠাবো। আর জেলখানা এমনই জায়গা যে, সেখানে যতদিন থাকবে, সূর্যের মুখ দেখা ভাগ্যে ঘটবে না। শোনো : আমি দৈত্য—আমায় চটালে ছেলেমেয়েদের এবং বিধবাদের আমি আস্ত গিলে খাই। তুমি প্রশ্ন করতে পারো—আস্ত গিলে খেলে মানুষ কি বলবে? আমার প্রতি দশের মনোভাব? ওটা কোন প্রশ্নই নয়। এ শহর থেকে উঠে গিয়ে অন্য কোন শহরে বসবাস শুরু করবো—ব্যস। (ইলিস কি বলবে, ভেবে পাচ্ছে না।)

লিন্ডকভিন্ট ॥ পিটার নামে তোমার একজন বন্ধু ছিল। তার পুরো নাম পিটার হোল্‌ম্‌ব্লাড। সে একজন ভাষাবিদ। তোমার কাছে সে ভাষা পড়তো। তুমি তাকে পয়গম্বর বানাতে চেয়েছিলে। কিন্তু সে বিশ্বাস-

ঘাতকে পরিণত হয়েছে। যোরগ দু'বার ডাক দিয়েছে, তাই না? (ইলিস চুপ করে রইল।) ভুল করা মানুষের স্বভাবধর্ম—মানুষের বিচার বুদ্ধির বিভ্রান্তি ঘটাও স্বাভাবিক। জানি, পিটার লোকটা অসাধু। তোমার সঙ্গে সে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে—ভেবো না আমি তাকে সমর্থন করছি, কিন্তু তবু মনে রেখো, মানুষের মনের গতিবিধি নির্ণয় করা সম্ভব নয় —মানুষের মন দুর্জ্ঞেয়। সোনা ও দস্তার সংমিশ্রণ পাবে তুমি মানুষের মনে। পিটার তোমার একজন অবিশ্বাসী বন্ধু। কিন্তু হোক অবিশ্বাসী —তবু সে তোমার বন্ধু।

ইলিস ॥ সে বিশ্বাসঘাতক।

লিন্ডর্কভিস্ট ॥ হ্যাঁ বিশ্বাসঘাতক...কিন্তু তবু সে তোমার বন্ধু। তুমি জানো না, তোমার অজান্তে এই বিশ্বাসঘাতক বন্ধু তোমার পরম উপকার করেছে।

ইলিস ॥ কি বলছেন আপনি? আমার উপকার করেছে বিশ্বাসঘাতক পিটার?

লিন্ডর্কভিস্ট ॥ (ইলিসের কাছে এগিয়ে গেলেন।) সবকিছুই কড়ায়-গণ্ডায় ফিরে পাওয়া যায়, বুঝলে?

ইলিস ॥ হ্যাঁ, কড়ায়-গণ্ডায় ষোলআনা অশুভও ফিরে পাওয়া যায়। মঙ্গলের মূল্য ফিরে পাওয়া যায় অমঙ্গলের মাধ্যমে।

লিন্ডর্কভিস্ট ॥ সব সময়ে নয়। মঙ্গলের পরিবর্তে মঙ্গলও লাভ করে যায়—এ কথা আমি জোর করে বলতে পারি।

ইলিস ॥ আপনার কথা আমার মেনে নিতেই হবে। কারণ, তা না হলে আপনি যন্ত্রণা দিয়ে দিয়ে আমার জীবন বের করে দেবেন।

লিন্ডর্কভিস্ট ॥ না, তোমার জীবন নয়—তোমার মিথ্যা দম্ভ, তোমার ঔদ্ধত্য এবং তোমার বিদ্বেষকে তোমার ভেতর থেকে নিংড়ে বের করে দিতে চাই।

ইলিস ॥ বেশ তাই করুন।

লিন্ডর্কভিস্ট ॥ পিটার তোমার উপকার করেছে। একটু আগে তোমাকে সেই কথাই বলেছিলাম।

ইলিস ॥ তার কাছ থেকে পাওয়া কোন উপকার আমি গ্রহণ করবো না।

লিন্ডর্কভিস্ট ॥ হ্যাঁ, ঐ কথাটাই এখন আলোচনা করা যাক। আমি যা বলছি, কান পেতে শোনো। তোমার বন্ধু পিটারের মধ্যস্থতাই গভর্ণরকে তোমার মায়ের পক্ষ অবলম্বন করতে অনুপ্রাণিত করেছে। সুতরাং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে পিটারকে তোমার চিঠি লেখা উচিত। তুমি আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করো—তাকে তুমি চিঠি লিখবে।

ইলিস ॥ না, দুনিয়ার যে-কোন লোকের কাছে লিখতে রাজী আছি, কিন্তু তার কাছে কিছুতেই লিখবো না।

লিন্ডকভিস্ট ॥ (ইলিসের কাছে এগিয়ে এলেন।) যাক এখন বোঝা গেলো, আর একবার বেশ করে নিংড়ে তোমার আরও রস বের করতে হবে। আচ্ছা, ব্যাঙ্কে তোমার কিছু টাকা আছে, তাই না?

ইলিস ॥ সে খবরে আপনার কাজ কি? আমি আমার বাপের ঋণের জন্য দায়ী নই।

লিন্ডকভিস্ট ॥ তুমি দায়ী নও? তুমি দায়ী নও? আমার ছেলেমেয়েদের টাকা পয়সা যখন এ বাড়ীতে ওড়ানো হচ্ছিলো, তখন তুমি তাতে ভাগ বসাও নি, তুমিও মজা লোটো নি? আমার প্রশ্নের জবাব দাও।

ইলিস ॥ হ্যাঁ আমি তা স্বীকার করছি।

লিন্ডকভিস্ট ॥ এ বাড়ীর আসবাবপত্র ও অন্যান্য মালামাল বেচে যেহেতু আমার পাওনা টাকা পুরোপুরি শোধ হবে না, অতএব অবিলম্বে বাকি টাকাটার দয়া করে একটা চেক কাটো। বাকি টাকাটার পরিমাণ নিশ্চয়ই তোমার জানা আছে?

ইলিস ॥ (একেবারে ভেঙে পড়লো।) এতো দূর...

লিন্ডকভিস্ট ॥ হ্যাঁ এতো দূর। নাও, তাড়াতাড়ি করে চেকটা লিখে দাও।

(ইলিস চেয়ার থেকে উঠে লেখার টেবিলে চেক লিখতে বসলো।)

লিন্ডকভিস্ট ॥ ক্রস করো না—বিয়ারার চেক দিও।

ইলিস ॥ আপনার পাওনা পুরোপুরি শোধ করার মতো টাকা ব্যাঙ্কে আমার নেই।

লিন্ডকভিস্ট ॥ তাহলে তুমি বাকি টাকাটা ধার করার ব্যবস্থা করো। এক পাই পয়সাও বাকি রাখা চলবে না—আমার পাওনার পাই পয়সাটিও তোমার মিটিয়ে দিতে হবে।

ইলিস ॥ (লিন্ডকভিস্টের হাতে চেকটা দিলে।) এই নিন। ব্যাঙ্কে আমার আর একটি কানাকড়িও থাকলো না। আমার যা আছে, পুরোটাই চেকে লিখে দিয়েছি। এই গ্রীষ্মে সখ করে বেড়ানো এবং আমাদের বিয়ে এবার শিকেয় উঠলো।

লিন্ডকভিস্ট ॥ কিন্তু আমি যা বললাম, তার থেকে কর্জ করার ব্যবস্থা করো।

ইলিস ॥ না, তা আমি পারবো না।

লিন্ডকভিস্ট ॥ তা হলে কাউকে জামিন দাও।

ইলিস ॥ আমাদের পরিবারের জন্য কেউ জামিন হতে রাজী হবে না।

লিন্ডকভিস্ট ॥ দুটো শর্তের তুমি যে-কোন একটি পালন করো—হয় পিটারের কাছে তোমার কৃতজ্ঞতা জানাও অথবা আমার পাওনা পুরোপুরি শোধ করে দাও।

ইলিস ॥ পিটারের মুখ দেখতে আমি রাজী নই।

লিন্ডকভিস্ট ॥ তোমার মত জঘন্য, তোমার মত ঘৃণ্য মানুষ দুনিয়ায় দুটি নেই। সামান্য একটু সৌজন্য যদি দেখাও তাহলে তোমার মায়ের কাছে এখনও তাঁর দুশ্চরিত্রটা যে-জিনিষপত্র আছে, তা রক্ষা করতে পারো, আর সেই সঙ্গে তোমার বাগদত্তার জীবনকেও ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে পারো। কিন্তু তুমি তাতে রাজী হচ্ছো না। নিশ্চয়ই এর পেছনে তোমার কোন গোপন মতলব আছে আর তুমি তা প্রকাশ করতে রাজী নও। আচ্ছা বলো তো, তুমি পিটারকে কেন ঘৃণা কর?

ঈলিস ॥ আপনি আমায় একেবারে মেরে ফেলুন কিন্তু দয়া করে অমন তিলে তিলে দগ্ধাবেন না।

লিন্ডকভিস্ট ॥ তুমি তাকে হিংসে করো। (ঈলিস ঘাড় ঝাঁকুনি দিলে।) ঠিক বলেছি না? (চেয়ার থেকে উঠে মেঝেতে পায়চারি করতে লাগলেন। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন।) আজ সকালের খবরের কাগজ পড়েছো?

ঈলিস ॥ হ্যাঁ—দুঃখের সঙ্গে বলছি, পড়েছি।

লিন্ডকভিস্ট ॥ সবটা পড়েছো?

ঈলিস ॥ না, সবটা পড়িনি।

লিন্ডকভিস্ট ॥ ওঃ পড়ো নি? তাই তুমি জানো না পিটারের বিবাহের বাগদান হয়ে গেছে।

ঈলিস ॥ আমি তা জানি নে।

লিন্ডকভিস্ট ॥ তুমি অনুমান করো তো কার সঙ্গে।

ঈলিস ॥ কি করে অনুমান করবো?

লিন্ডকভিস্ট ॥ মিস এলিস-এর সঙ্গে। গতকাল একটা পার্টীতে এই সুখবর ঘোষণা করা হয়েছে আর তোমার বাগদত্তা মধ্যস্থ-র ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

ঈলিস ॥ কিন্তু এতো চাপাচাপি—এতো গোপন করার কি কারণ থাকতে পারে?

লিন্ডকভিস্ট ॥ দুই তরুণ-তরুণী তাদের অন্তরের গোপন কথা তোমার কাছে প্রকাশ না-করার ষোলআনা অধিকার তাদের রয়েছে।

ঈলিস ॥ কিন্তু তাদের সুখের জন্য আমাকে কেন দুঃখ ভোগ করতে হবে?

লিন্ডকভিস্ট ॥ শোনো—মাথা ঠান্ডা করে, তোমার বাবা, তোমার মা, তোমার বাগদত্তা এবং তোমার বোনের কথা একবার ভেবে দেখো। তারা সবাই তোমার সুখের জন্য দুঃখ ভোগ করেছে। বসো, তোমায় একটা ছোট্ট গল্প বলছি—মন দিয়ে শোনো।

(অনিচ্ছা সত্ত্বেও ইঁলিস বসে পড়লো। দ্বিতীয় অঙ্কের অভিনয়কালে আবহাওয়া ক্রমে ক্রমে পরিষ্কার হচ্ছিল—এখন আবহাওয়া আরও পরিষ্কার হয়েছে।)

লিন্ডকভিস্ট ॥ আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে আমি স্টকহোলমে আসি। তখন আমি নেহাৎ ছেলেমানুষ। অপরিচিত জায়গা, জানাশোনা কোন লোক নেই, আমার দাঁড়াবার কোন ঠাঁই নেই। কে আমায় কাজের সন্ধান দেবে? মোট সম্বল—পকেটে মাত্র গুটিকয়েক টাকা। স্টকহোলমে যেদিন আমি প্রথম এলাম—কী অসহায় আমি! সন্ধ্যা হলো—ধীরে ধীরে রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। খুব সস্তায় রাতে কোন জায়গায় শোবার ব্যবস্থা আছে কি-না, আমি কিছুই জানি নে। পথচারীদের জিজ্ঞাসা করলাম। কিন্তু তারা জবাব না দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে চলে গেলো। হতাশায় আমি যখন একেবারে ভেঙ্গে পড়েছি, একজন পথচারী হঠাৎ আমার কাছে জিজ্ঞেস করলেন, খোকা তুমি কাঁদছো কেন? সত্যি সত্যি তখন আমি কাঁদছিলাম। আমার দুরবস্থার কথা আমি তাঁকে বললাম। তিনি আমাকে সঙ্গে করে একটা সস্তা হোটেলে নিয়ে গেলেন এবং মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে সান্ত্বনা দিলেন। আমি হোটেলের ঘরে ঢুকতে যাবো, এমন সময় পাশের ঘরের একটি কাঁচের দরজা হঠাৎ খুলে গেল। দরজাটা আমার কনুয়ে লেগে ঝন্ ঝন্ করে কাঁচটা ভেঙ্গে গেলো। পাশের ঘরটি ছিলো একটি দোকান। দোকানদার রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে আমার ঘাড় ধরলে। ভাঙ্গা কাঁচের দাম দাবী করে সে আমায় বললে, চলো, তোমায় আমি পুলিশে দেবো। তুমি কল্পনা করে দেখো, তখন আমার অবস্থাটা কেমনতর। আমার চোখের সম্মুখে হাড়কাঁপানো শীতের রাতের বরফজমা রাস্তা ভেসে উঠলো—আমি একবারে ভেঙ্গে পড়লাম। সেই দয়ালু পথচারী আমার অবস্থা দেখে ছুটে এসে দোকানদারের হাত থেকে আমায় রক্ষা করলেন।...আর সেই দয়ালু পথচারী কে, জানো?—তিনি তোমার পিতা। সুতরাং দেখলে তো, কোন কিছুই বাদ পড়ার জো নেই—ভালোর ভালো—মন্দের মন্দ, সবকিছুই কড়ায় গন্ডায় ফেরৎ পাওয়া যায়। আর তোমার বাপের কথা স্মরণ করে আমার সমস্ত পাওনা আমি ছেড়ে দেয়ার মনস্থ করেছি। নাও, এই কাগজটা নাও আর তোমার চেক্ তোমার কাছেই রেখে দাও (চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন।) জানি, তোমার পক্ষে আমাকে ধন্যবাদ দেয়া কঠিন, সুতরাং আর দেরি করবো না—তাছাড়া, তোমার কাছ থেকে ধন্যবাদ নেয়াও আমার পক্ষে পীড়াদায়ক। (বাইরে যাবার দরজার দিকে যেতে যেতে বললেন—) যাও তোমার মায়ের কাছে গিয়ে সব-কথা বলে বেচারীর দুঃখের ভারটা হালকা করে এসো। (ইঁলিস

লিন্ডর্কাভিন্টের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু লিন্ডর্কাভিন্ট অনাগ্রহ দেখালেন।) যাও তোমার মাকে খবরটা তাড়াতাড়ি দিয়ে এসো। (ঈলিস বাম দিকের দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল।)

(ঘরের পেছন দিকের দরজা খুলে গেলো। ঈলিওনোরা ও বেঞ্জামিন ঢুকলো। তারা দুজনাই চুপ্ চাপ্ এবং গম্ভীর। লিন্ডর্কাভিন্টকে দেখে তারা রীতিমত ভয় পেলো।)

লিন্ডর্কাভিন্ট ॥ এসো এসো দুষ্টুরা। ভয় পাবার কি আছে? আমাকে তোমরা চেনো? (গলার স্বর পাল্টে ফেললেন—) স্কিন্নার্ভিক্ পর্বতের দৈত্য আমি—ছেলেমেয়েদের আমি ভয় দেখাই। বুঃ, বুঃ,... না, না, আমি কারো ঘাড় মটকাই নে। ঈলিওনোরা এসো, এসো। (দু'হাত দিয়ে ঈলিওনোরার মাথা ধরে তার চোখের দিকে লিন্ডর্কাভিন্ট তাকিয়ে রইলেন।) ঠিক তোমার বাবার মতো তোমারও চোখ দুটো দয়ায় ভরা। তোমার বাবা খুব দয়ালু কিন্তু বড্ডো দুর্বল। (ঈলিওনোরার কপালে চুমু খেয়ে বললে—) যাও।

ঈলিওনোরা ॥ উনি বাবার সুনাম করছেন। দুনিয়ায় আর কেউ তাঁর সুনাম করে না।

লিন্ডর্কাভিন্ট ॥ হ্যাঁ আমি তাঁর গুণমুগ্ধ—তোমার দাদা ঈলিসকে জিজ্ঞেস করো।

ঈলিওনোরা ॥ তা হলে আপনি আমাদের কোন অনিষ্ট করবেন না, তাই না?

লিন্ডর্কাভিন্ট ॥ ঠিক বলেছো মেয়ে, ঠিক বলেছো।

ঈলিওনোরা ॥ এখন আপনি আমাদের সাহায্য করুন।

লিন্ডর্কাভিন্ট ॥ শোনো মেয়ে—বেঞ্জামিনকে যেমন তার লাতিনের পরীক্ষায় পাশ করানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়; তেমনি তোমার বাবাকে শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি দিতেও আমি অপারগ। তোমাদের অন্যান্য বিষয়ের ঝামেলা আমি মিটিয়ে দিয়েছি। যা কিছু দরকার সবকিছুই জীবনে পাওয়া যায় না, আর চেষ্টা না করলে কোনকিছুই পাওয়া সম্ভব নয়।...তোমাদের কাছে আমি একটু উপকার চাই। করবে উপকারটুকু?

ঈলিওনোরা ॥ আমার মত একজন গরীব আপনার কি উপকার করতে পারে?

লিন্ডর্কাভিন্ট ॥ আজ কতো তারিখ? ক্যালেন্ডারটা দেখো তো।

ঈলিওনোরা ॥ (দেয়াল থেকে ক্যালেন্ডারটা নামিয়ে নিয়ে বললে—) আজ ষোল তারিখ।

লিন্ডর্কাভিন্ট ॥ ঠিক আছে। তোমার ওপর এই কাজটির ভার রইলো—আগামী বিশে তারিখের পূর্বে তোমার দাদাকে গভর্নরের সাথে দেখা করার জন্য পাঠাবে, আর তাকে দিয়ে পিটারের কাছে একটা চিঠি লেখাবে।

ঈলিওনোরা ॥ ব্যস্—শুধু এই কাজটুকু তো?

লিন্ডর্কভিন্ট ॥ শোনো ছোট্ট মেয়েটি আমার—পিটারকে দিয়ে যদি এ কাজটা করিয়ে নিতে না পারো, দৈত্য বঃ করে ভয় দেখাবে।

ইলিওনোরা ॥ দৈত্য এসে ছেলেমেয়েদের ভয় দেখায় কেন?

লিন্ডর্কভিন্ট ॥ তারা যাতে শয়তানী না করে।

ইলিওনোরা ॥ ঠিক বলেছেন মিঃ দৈত্য (ইলিওনোরা লিন্ডর্কভিন্টের পশমের কোটের হাতায় চুমু খেলো।) ধন্যবাদ, প্রশ্নের দৈত্য।

বেঞ্জামিন ॥ ওকি কথা? ও'র নাম মিঃ লিন্ডর্কভিন্ট, তুমি কি তা জানো না?

ইলিওনোরা ॥ না, ওটা একটা সাধারণ নাম—কতো লোকের তো ও নাম রয়েছে।

লিন্ডর্কভিন্ট ॥ তা হলে আমি এখন আসি। ভূর্জের ডালটা এখন ফেলে দিতে পারো। আগুনে ফেলে দাও।

ইলিওনোরা ॥ না, ওটা যেখানে আছে, সেখানেই থাক্। এ বাড়ীর ছেলে-মেয়েরা কোন শিক্ষাই মনে রাখে না। সবকিছুই ভুলে যায়।

লিন্ডর্কভিন্ট ॥ ছেলেমেয়ের স্বভাবগতি সম্পর্কে তোমার তো খুব অভিজ্ঞতা আছে, দেখছি।

ইলিওনোরা ॥ বেঞ্জামিন, এখন আমরা গাঁয়ে যেতে পারি। আগামী দু'মাসের মধ্যেই চলে যাবো। আহ্, ক্যালেন্ডারের তারিখগুলো যদি তাড়াতাড়ি পাল্টাতো। (ক্যালেন্ডারের পাতাগুলো একটির পর একটি ছিঁড়ে ঘরের ভেতরে সূর্যের যে-আলো ঢুকেছে, সেই আলোতে ছড়িয়ে দিতে লাগলো।) দেখো, দেখো জোরে ছুটে চলেছে—এপ্রিল, মে, জুন—আর সূর্যের আলো ওদের ওপর পড়েছে। তাকিয়ে দেখো!...ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও—যে-ঈশ্বর গাঁয়ে যাবার পথে সূর্যের কিরণ ছড়িয়ে তাকে সুগম করেছেন।

বেঞ্জামিন ॥ (ভয়ে ভয়ে বললে—) মনে মনে ধন্যবাদ দেয়া যায় না?

ইলিওনোরা ॥ হ্যাঁ, তা দিতে পারো বৈকি! কারণ এখন আর আকাশে মেঘ নেই, সুতরাং ঈশ্বর অনায়াসে শুনতে পাবেন...

(ক্রিসটিনা ডান দিকের দরজা দিয়ে ইতিমধ্যে ঢুকে পড়েছে। সে চুপ্-চাপ্ দাঁড়িয়ে আছে। ইলিস ও মিসেস হেইয়েন্ট বাম দিকের দরজা দিয়ে ঢুকলেন। হাসিমুখে ক্রিসটিনা ও ইলিস পরস্পরের দিকে এগিয়ে এলো। কিন্তু তারা হাতে হাত মেলানোর পূর্বে পর্দা পড়ে গেলো।)

যবনিকা

রকমারী অপরাধ

পাত্র-পাত্রী

মর্উরিস—নাট্যকার

জ্যাঁন্নি—মর্উরিসের নাগরী

ম্যারিয়ন—মর্উরিস ও জ্যাঁন্নির মেয়ে (বয়স পাঁচ বছর)

এডোলফ্—শিল্পী

হেনরীটা—এডোলফের নাগরী

এমাইল—শ্রমিক, জ্যাঁন্নির ভ্রাতা

ম্যাডাম ক্যাথেরিন

যাজক

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[প্যারী নগরীর গোরস্থানের মাঝবরাবর লম্বা রাস্তা। রাস্তাটির দু'পাশে সাইপ্রেস গাছের সারি। গোরস্থানের পেছন দিকে একটি গির্জা। গির্জার মাথায় পাথরের ক্রুশ। ক্রুশে খোদাই করে লেখা রয়েছে : হে পবিত্র ক্রুশ তুমিই আমাদের একমাত্র ভরসা। আইভি-লতা আচ্ছাদিত একটি ভগ্ন উইন্ড মিলও (Wind-mill) গির্জার পাশে দেখা যাচ্ছে।

ফুলে আচ্ছাদিত একটি কবরের পাশে হাঁটু গেড়ে শোক-পোশাক পরা একজন মহিলা বসে রয়েছেন। তিনি ফিস্‌ফিস্‌ করে মনে মনে প্রার্থনা করছেন।

জাঁদ্দিন পায়চারি করছে। দেখে মনে হয়, কোন লোকের জন্য অপেক্ষা করছে। পথের পাশে আবর্জনায় পড়ে-থাকা কয়েকটি শুকনো ফুল কুড়িয়ে নিয়ে ম্যারিয়ন সেগুলি নাড়াচাড়া করে খেলা করছে। রাস্তাটির এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে যাজক দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্যে সংক্ষেপিত প্রার্থনা-পুস্তক (Breviary) পড়ছেন।]

প্রহরী ॥ (প্রবেশ। জাঁদ্দিনকে লক্ষ্য করে) এটা বেড়ানোর জায়গা নয়।

জাঁদ্দিন ॥ (মাথা নিচু করে) আমি শুধু একজন লোকের জন্য অপেক্ষা করছি— এক্ষুণি হয়তো তিনি এসে পড়বেন।

প্রহরী ॥ তা তো বুঝলাম। কিন্তু জানেন, এখানকার ফুলে হাত দেয়া নিষেধ।

জাঁদ্দিন ॥ (ম্যারিয়নকে) ফুলগুলি ফেলে দাও মা।

যাজক ॥ (জাঁদ্দিনের দিকে এগিয়ে এলেন। প্রহরী তাঁকে সালাম করলে—) যে-ফুল-গুলো মাটিতে ফেলে দেয়া হয়েছে, সেগুলো দিয়েও কি খুকীর খেলা করা বারণ প্রহরী ?

প্রহরী ॥ এখানকার যে-কোন ফুল, এমনকি, যেগুলো ফেলে দেয়া হয়েছে সেগুলোও স্পর্শ করা আইনতঃ নিষেধ। রোগ-সংক্রমণের ভয়ে এ আইন জারি করা হয়েছে। এখানকার ফুল স্পর্শ করলে, সত্যি সত্যি রোগ হয় কিনা, তা আমার অবশ্য জানা নেই।

যাজক ॥ (ম্যারিয়নকে—) এ অবস্থায় আইন মানা ছাড়া পথ নেই।—খুকী, তোমার নাম কি?

ম্যারিয়ন ॥ আমার নাম ম্যারিয়ন।

যাজক ॥ তোমার বাবার নাম?

(ম্যারিয়ন জবাব না দিয়ে হাতের নখ কামড়াতে লাগলো।)

যাজক ॥ (জীনিকে—) মাফ করবেন ম্যাডাম—আমি কারো মনে আঘাত দেওয়ার জন্যে প্রশ্নটা করিনি...খুকীকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য তার সঙ্গে আলাপ করছিলাম মাত্র।

(এঁদের এই আলাপের মাঝখানে প্রহরীর প্রস্থান।)

জীনি ॥ আমি তা জানি যাজক বাবা। এখন দয়া করে আপনি আমাকেও দু'চারটে সান্ত্বনার বাণী শুনিয়ে আমার উতলা মনকে শান্ত করুন। আমি বড়ো উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছি—পুরো দু'ঘণ্টা হলো এখানে অপেক্ষা করছি।

যাজক ॥ দু'ঘণ্টা? ঐ লোকের জন্য দু'ঘণ্টা! মানুষ কি করে যে অন্যকে এমনভাবে নির্যাতন করতে পারে! ও ক্রুক্স আভি স্পেস ইউনিকা।

জীনি ॥ আচ্ছা বাবা, আপনি যা বললেন, সেই শব্দ কয়টি এখানে সর্বত্রই লেখা রয়েছে দেখছি; কিন্তু শব্দ কয়টির মানে কি?

যাজক ॥ মানে হচ্ছে: হে পবিত্র ক্রুশ, তুমি-ই আমাদের একমাত্র ভরসা।

জীনি ॥ শুধুমাত্র ক্রুশই আমাদের ভরসা?

যাজক ॥ হ্যাঁ, আমাদের একমাত্র সুদৃঢ় ভরসা...

জীনি ॥ বাবা আপনি যা বলছেন, আমার মনে হচ্ছে তা হয়তো যথার্থ হতে পারে।

যাজক ॥ "হয়তো হতে পারে"—এমন দ্বিধাদ্বন্দ্ব মনে জাগলো কেন বলুন তো?

জীনি ॥ তার কারণ তো ইতিপূর্বেই আপনি অনুমান করেছেন। যে-লোক তার মেয়েলোককে এবং নিজের সন্তানকে পুরো দু'ঘণ্টা গোরস্থানে প্রতীক্ষা করাতে পারে...বুঝতেই পারেন শেষ সর্বনাশের আর দেরি নেই।

যাজক ॥ কিন্তু সে যদি সত্য সত্যই আপনাকে ত্যাগ করে, তা হলে কি হবে?

জীনি ॥ তাহলে নদীই হবে আমাদের আশ্রয়।

যাজক ॥ না, না, না।

জীনি ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ।

ম্যারিয়ন ॥ মা, বাড়ী চলো—খিদে পেয়েছে।

জীনি ॥ আর একটু সবুর করো মা। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা বাড়ী যাবো।

যাজক ॥ যারা মন্দকে ভালো আর ভালোকে মন্দ বলে তারা জাহান্নামে যাক্।

জাঁশ্নি ॥ ঐ কবরের পাশে বসে ওই মহিলাটি কি করছেন ?

যাজক ॥ হুম্...বোধহয়, মরার সঙ্গে কথা বলছেন।

জাঁশ্নি ॥ মরার সঙ্গে কেউ কথা বলতে পারে—এমন কাণ্ড তো আমি কখনো ভাবতেও পারি নি।

যাজক ॥ কিন্তু উনি তো কথা বলছেন।

জাঁশ্নি ॥ তা হলে তো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে—আমাদের দুঃখের শেষ নেই, এমনকি মৃত্যুতেও দুঃখের ইতি নেই।

যাজক ॥ আপনি কি তা জানেন না ?

জাঁশ্নি ॥ এ প্রশ্নের জবাব কোত্থেকে পাওয়া যেতে পারে ?

যাজক ॥ হুম্—আলোর সন্ধান পেতে যখনই আপনার মন উতলা হবে, সেন্ট জারমেইনে পবিত্র ম্যারীমাতার চ্যাপেল-এ আমার খোঁজ করবেন।—এতক্ষণ যার জন্য আপনি অপেক্ষা করছিলেন, ঐ বুঝি তিনি এলেন।

জাঁশ্নি ॥ না, সে নয়। তবে এঁকে আমি চিনি।

যাজক ॥ (ম্যারিয়নকে—) গুডবাই ম্যারিয়ন। ঈশ্বর তোমার সহায় হোন। (ম্যারিয়নকে চুমু খেয়ে বিদায় নিলেন।) সেন্ট জারমেইন ডি প্যারীতে চললাম। (এমাইলের প্রবেশ)

এমাইল ॥ কি বোন...তুমি এখানে কি করছো ?

জাঁশ্নি ॥ আমি মর্ডারসের জন্য অপেক্ষা করছি।

এমাইল ॥ তাহলে তোমায় অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। ঘণ্টাখানেক আগে আমি তাকে বুলভারে দেখেছি—কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে রেস্তোঁরায় যাচ্ছিলো। গুডমর্নিং ম্যারিয়ন। (খুকীকে চুমু খেলো।)

জাঁশ্নি ॥ তাদের দলে কোন মেয়েলোক ছিল ?

এমাইল ॥ ছিলো বৈকি! দলে কোন মেয়েলোক ছিলো না, এমন চিন্তা তোমার মাথায় এলো কি করে ? সে নাট্যকার আর তার নতুন নাটকের আজ প্রথম অভিনয় রজনী! আমার তো মনে হলো, ওঁদের দলের মেয়েরা সবাই অভিনেত্রী।

জাঁশ্নি ॥ মর্ডারস কি তোমায় চিনতে পেরেছে ?

এমাইল ॥ আমি কে তা সে জানে না। আর, তার না-জানাই ভালো। শ্রমিক হিসেবে আমার স্থান কোথায়, আমি তা জানি। সমাজে যারা আমার চেয়ে উপরের স্থান অধিকার করে রয়েছে, আমার মত অকিঞ্চনের প্রতি তারা অনুকম্পা প্রদর্শন করবে—আমি তা চাইনে।

জাঁশ্নি ॥ কিন্তু সে যদি আমাকে আমার নিজের পথ দেখতে বলে ?

এমাইল ॥ যে-মুহূর্তে সে অমন কথা বলবে, তক্ষুণি আমি আমার পরিচয় দিয়ে তার সাথে বোঝাপড়া করতে এগিয়ে যাবো। কিন্তু তেমন কিছু ঘটবে

বলে নিশ্চয়ই তুমি আশঙ্কা করো না। সে সত্যি তোমাকে খুব ভালো-বাসে, বিশেষ করে ম্যারিয়নের প্রতি তার খুবই আকর্ষণ।

জীন্নি ॥ ব্যাপারটা আমি ব্যাখ্যা করতে পারছি নে, কিন্তু আমার জীবনে যে ভয়াবহ একটা কিছু ঘটতে চলেছে—এমন একটা আশঙ্কা, কেন-জানি আমার মনে জেগেছে।...

এমাইল ॥ সে তোমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব কি দিয়েছিলো ?

জীন্নি ॥ না, সে ওয়াদা করে নি, তবে আমাকে আশা দিয়েছে।

এমাইল ॥ আশা ? হ্যাঁ...সেই শুরুতে আমি তোমায় কি বলেছিলাম, নিশ্চয়ই তোমার মনে আছে। বৃথা আশা পোষণ করো না। কারণ, তার স্তরের লোক আপন শ্রেণীর বাইরে বিয়ে করে না।

জীন্নি ॥ কিন্তু করেছে, এমন নজীর তো আছে।

এমাইল ॥ হ্যাঁ আছে বটে! কিন্তু তুমি কি মনে করো তার বন্ধু-বান্ধবের মজলিসে তুমি আনন্দ পাবে ? আমার সন্দেহ হয়, পাবে না। তারা কি নিয়ে আলাপ আলোচনা করছে তা হয়ত বুঝতেই পারবে না। সে যেখানে খেতে যায় আমি সেখানকার রান্না ঘরে বসে খেয়েছি, আর তারা যা আলাপ করেছে তার এক বর্ণও বুঝতে পারি নি।

জীন্নি ॥ তুমি সেখানে তাহলে খাও ?

এমাইল ॥ হ্যাঁ, রান্নাঘরে বসে খাই।

জীন্নি ॥ শোনো, আমাকে সেখানে যেতে সে কোন দিনই বলে নি।

এমাইল ॥ বলে নি বলে তার কাছে তোমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। এ থেকে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, তার নিজ সন্তানের মায়ের প্রতি সে শ্রদ্ধাশীল। কারণ সেখানে সবসময়েই বিচিত্র ধরনের মেয়ের সমাবেশ ঘটে।

জীন্নি ॥ অ্যাঁ—ও কি কথা বলছো ?

এমাইল ॥ কিন্তু মর্ডরিস তাদের নিয়ে কখনও মাথা ঘামায় না। আমি বলতে বাধ্য, তার ব্যবহারে কোন বেচাল ভাব নেই। এ থেকে বোঝা যায়, সে ইজ্জতআলা লোক।

জীন্নি ॥ আমিও তাই মনে করি। কিন্তু তেমন কোন মেয়েমানুষের খপ্পড়ে যদি সে পড়ে, হয়তো সহজেই সে ঘায়েল হবে।

এমাইল ॥ (মুচকি হেসে) ওসব কথা চিন্তা করছো কেন ?—যাক্, শোনো, তোমার টাকা পয়সার দরকার থাকলে দয়া করে আমায় বলো।

জীন্নি ॥ না দরকার নেই—মোটা টাকা আমার হাতে আছে।

এমাইল ॥ তাহলে তোমার অভাব অনটন কিছু নেই, তাই না ?—ঐ যে তাকিয়ে দেখো—সে আসছে—দেখছো না ? গড়ের মাঠ পেরিয়ে ঐযে সে আসছে... আমি এখন সরে পড়ি। চললাম বোন। গুডবাই।

জীন্নি ॥ সে ? না, আর কেউ ? হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে-ই বটে।

এমাইল ॥ শোনো, জীন্নি, তোমার মনে ঈর্ষা জাগিয়ে তাকে নির্যাতন করো না। (প্রস্থান।)

জীন্নি ॥ না, আমি তা করবো না। (মর্ডারিস-এর প্রবেশ।)

ম্যারিয়ন ॥ (ছুটে তার কাছে গেলো আর মর্ডারিস দু'হাত দিয়ে ধরে ম্যারিয়নকে শূন্যে তুললে।) বাবা, বাবা।

মর্ডারিস ॥ বেটি আমার, ভালো আছো মা ? (জীন্নিকে মাথা নুইয়ে অভিবাদন করলে।) জীন্নি তুমি আমায় ক্ষমা করো। বড্ডো অন্যায় হয়েছে। তোমায় এতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখেছি। বলো, ক্ষমা করবে ?

জীন্নি ॥ নিশ্চয়ই করবো।

মর্ডারিস ॥ তা হলে মুখ ফুটে বলো, তুমি আমায় ক্ষমা করলে, তবে তো বিশ্বাস করবো।

জীন্নি ॥ কাছে এসো, কানে কানে বলি। (মর্ডারিস তার কাছে গেলো, জীন্নি তার গালে চুমু খেলো।)

মর্ডারিস ॥ কি বললে, কিছুই শুনতে পেলাম না। (জীন্নি তার ঠোঁটে চুমু খেলো।)

মর্ডারিস ॥ এবার শুনতে পেয়েছি। আচ্ছা এখন শোনো—তুমি নিশ্চয়ই জানো, আজ লেখা হবে আমার ভাগ্যের লিখন। আমার নাটকের আজ প্রথম অভিনয়-রজনী। সাফল্য অথবা ব্যর্থতা দুয়েরই সমান সম্ভাবনা।

জীন্নি ॥ তোমার সাফল্যের জন্য আমি প্রার্থনা করছি।

মর্ডারিস ॥ ধন্যবাদ। তোমার প্রার্থনায় যদি কোন সুফল না-ও হয়, কিন্তু কোন অপকার তো হবে না। নিচের দিকে তাকিয়ে দেখো— ঐযে নিচে দেখছো, কুয়াশাভরা উপত্যকা...এই প্যারী শহরের অবস্থান ঐ জায়গাতেই। মর্ডারিস আজ প্যারী শহরে সম্পূর্ণ অপরিচিত কিন্তু আর চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে সে হবে শহরের অন্যতম বিশিষ্ট পরিচিত ব্যক্তি। গত ত্রিশ বৎসর যাবৎ যে ধোঁয়ার মেঘ আমাকে আড়াল করে রেখেছিলো, সে-মেঘ যাবে উবে, লোকচক্ষুর সামনে আমি সশরীরে মূর্ত হয়ে উঠবো, একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হতে শুরু করবো। আমার সেই সব শত্রুরা—যারা, আমি যা করে চলেছি, তা-ই করতে বৃথা চেষ্টা করে—তারা যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করবে ...আর আমি এতদিন যে যন্ত্রণা ভোগ করেছি, তাদের যন্ত্রণা দেখে তাতেই তার ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে।

জীন্নি ॥ ছিঃ অমন কথা বলতে নেই, মানিক।

মর্ডারিস ॥ হ্যাঁ, ওটাই আমার মনের কথা—আমি যা সত্যি অনুভব করছি, তাই বলছি।

জীন্ন ॥ না, না, অমন কথা বলো না,—বলতে নেই।...আচ্ছা তারপর... তারপর কি করতে চাও—তারপর কি হবে, বলো।

মর্ডারস ॥ তারপর আমাদের মাথা গুঁজবার একটা আশ্রয় হবে এবং যে-নামটাকে আমি বিখ্যাত, জগদ্বিখ্যাত করেছি, তুমি ও ম্যারিয়ন সেই নাম গ্রহণ করবে।

জীন্ন ॥ তা হলে তুমি আমায় ভালোবাসো, তাই না ?

মর্ডারস ॥ না, মেয়ে তোমাদের দু'জনাকেই ভালোবাসি, দুজনাকেই সমান ভালোবাসি—তবে ম্যারিয়নকে সম্ভবতঃ একটু বেশী ভালোবাসি।

জীন্ন ॥ তোমার কথা শুনে খুবই খুশী হলাম। কারণ, আমাকে নিয়ে হয়তো তোমার ক্লান্তি আসতে পারে কিন্তু ম্যারিয়ন তোমার মনে কখনও ক্লান্তি আনবে না।

মর্ডারস ॥ তোমার প্রতি আমার হৃদয়াবেগকে তুমি বিশ্বাস করো না, তাই না ?

জীন্ন ॥ বিশ্বাস করি কিনা, ঠিক বুঝতে পারি নে। কিন্তু আমার মনে কেন-জানি একটা ভীতি রয়েছে—একটা ভয়াবহ কিছু ঘটবে বলে কেন জানি একটা ভীতি।

মর্ডারস ॥ অনেকক্ষণ তোমায় অপেক্ষা করতে হয়েছে বলে তুমি ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়েছো। আবার তোমার কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি।—কিন্তু কী কারণে, তোমার ভীতি ?

জীন্ন ॥ তোমায় বুঝিয়ে বলতে পারবো না— কোন স্পষ্ট যুক্তি নেই অথচ একটা আতঙ্ক—ভবিষ্যৎ-আতঙ্ক সম্পর্কে কেমন-যেন-একটা পূর্বাভাস, পূর্ব-বোধ...

মর্ডারস ॥ কিন্তু আমি ভবিষ্যত বাণী করছি সাফল্য সুনিশ্চিত। আমি জোর করে বলতে পারি, আমার বিজয় সুনিশ্চিত। নাটকটির যাঁরা প্রযোজক তাঁরাও এর সাফল্য সম্পর্কে সুনিশ্চিত। আর তাঁরা দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞ প্রযোজক। তাঁরা জানেন, জনসাধারণের মনের ওপর একটি নাটকের আবেদন বিচার করার মাপকাঠি কি। তাঁরা জানেন, সমালোচকদের মনের ওপর কোন জিনিসটা প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং বৃথা তুমি উদ্বিগ্ন হচ্ছো। যতসব বাজে চিন্তা ছেড়ে দাও।

জীন্ন ॥ ছাড়তে পারছি নে—সত্যি পারছি নে। শোনো, কিছুক্ষণ আগে এক-জন যাজক এখানে এসেছিলেন। তিনি আমাকে চমৎকার কতগুলো কথা বলে গেলেন। এখন আমার মনে হচ্ছে, তুমি আমার বিশ্বাসকে একেবারে নির্মূল করো নি—তুমি আমার বিশ্বাসকে শুধু দুর্বল, শুধু মলিন করেছো—জানালায় খড়িমাটির গুঁড়ো ঘসলে ঠিক যেমনটি মলিন হয় তেমনি। কিন্তু যাজক তাঁর কথাগুলো দিয়ে খড়িমাটির গুঁড়ো ধুয়ে-

মনুছে পরিষ্কার করে গেছেন—জানালা দিয়ে এখন আলো এসেছে আর জীবনের পুনরাবির্ভাব ঘটেছে। সেন্ট জায়মেইনে আজ আমি তোমার জন্য প্রার্থনা করবো।

মর্ডারিস ॥ তুমি আমাকে ভয় পাইয়ে দিলে।

জীন্নি ॥ ঈশ্বরের ভীতি জ্ঞান লাভের সোপান।

মর্ডারিস ॥ ঈশ্বর। ঈশ্বর কী। কে ঈশ্বর।

জীন্নি ॥ ঈশ্বর তিনি—যিনি তোমার যৌবনকে আনন্দ আর পুরুষত্বকে শান্তিতে ভূষিত করেছেন।...আমাদের অদূর ভবিষ্যতের অগ্নি-পরীক্ষায় তিনি-ই আমাদের সহায় হবেন।

মর্ডারিস ॥ অদূর ভবিষ্যতের কথা কি বলছো? অগ্নি-পরীক্ষা? কি করে জানলে অগ্নিপরীক্ষার কথা? কার কাছে শুনেছো? কই, আমি তো কিছুই জানি নে।

জীন্নি ॥ কার কাছে শুনেছি, আমি বলতে পারবো না, আমি জানি নে। আমি কিছু স্বপ্ন দেখি নি, কারো কাছে শুনিও নি। কিন্তু এই ভয়াবহ দুঘন্টা আমার কেটেছে এমন নিদারুণ দুঃখ ও যন্ত্রণায় যে, মহা সর্বনাশের জন্যও আমার মন প্রস্তুত হয়েছে।

ম্যারিয়ন ॥ চলো মা বাড়ী যাই। বড্ডো ক্ষিদে পেয়েছে।

মর্ডারিস ॥ সোনা আমার, নিশ্চয়ই, বাড়ী যাবে বৈকি। (ম্যারিয়নকে বুকে জড়িয়ে আদর করলে।)

ম্যারিয়ন ॥ (করুণ কণ্ঠে।) বড্ড লাগছে বাবা।

জীন্নি ॥ খাবার জন্য এক্ষুণি আমাদের বাড়ীতে ফিরতে হবে।...গুড্‌বাই মর্ডারিস। তোমার কল্যাণ কামনা করি।

মর্ডারিস ॥ কোথায় লেগেছে মা? আমার সোনাকে কি আমি আঘাত দিতে পারি? না, না, লাগে নি।

ম্যারিয়ন ॥ বেশ, তা হলে আমাদের সঙ্গে বাড়ী চলো। চলো, বাড়ী চলো।

মর্ডারিস ॥ (জীন্নিকে বললে—) শোনো, খুকী যখন আমাকে কোন কথা বলে, আমি অনুভব করি, তা পালন করা যেন আমার কর্তব্য। কিন্তু কর্তব্য আর জীবনকে উন্নত করার সাধনা—এই দুয়ের মধ্যে যখন দ্বন্দ্ব বাধে ...আমার মেয়ে, আমার সোনা, গুডবাই। (ম্যারিয়নকে চুমু খেলো আর সে দুই হাত দিয়ে মর্ডারিসের গলা জড়িয়ে ধরলে।)

জীন্নি ॥ আবার কখন দেখা হবে?

মর্ডারিস ॥ কাল দেখা হবে। আর তার পর থেকে আমাদের আলাদা বাস করার পাট শেষ হবে। বুঝলে, আমরা কখনও আর আলাদা থাকবো না।

জাঁস্ন ॥ (মর্ভারিসকে আলিঙ্গন করে বললে—) আর কখনও আমরা আলাদা থাকবো না, কোনদিনেই আর আমাদের ছাড়াছাড়ি হবে না। (মর্ভারিসের কপালে ক্রশ চিহ্ন এঁকে দিলে।) ঈশ্বর তোমায় সব বিপদ থেকে রক্ষা করুন।

মর্ভারিস ॥ (নিজেকে দমন করার চেষ্টা করেও পারলে না—বিচলিত হয়ে পড়লো—) জাঁস্ন আমার, প্রিয়া আমার।

(জাঁস্ন ও ম্যারিয়ন ডান পাশ দিয়ে রওয়ানা হলো আর মর্ভারিস রওয়ানা হলো বাম পাশ দিয়ে। যেতে যেতে হঠাৎ একসঙ্গে জাঁস্ন ও মর্ভারিস ঘুরে দাঁড়িয়ে পরস্পরের দিকে চুমু ছুঁড়ে দিলে।)

মর্ভারিস ॥ (জাঁস্নর কাছে ফিরে এলো।) জাঁস্ন, আমি লজ্জিত। আমি সব-সময়েই তোমার কথা বেমালুম ভুলে যাই। কিন্তু তুমি আমায় তা স্মরণ করিয়ে দাও না অথবা সেজন্য তিরস্কারও করো না। এই নাও আজকের থিয়েটারের টিকেট।

জাঁস্ন ॥ ধন্যবাদ। কিন্তু থিয়েটারে তুমি তোমার সীটে একাই থাকবে, আর আমি ম্যারিয়নকে নিয়ে আমার সীটে থাকবো।

মর্ভারিস ॥ তোমার বোধও যেমন মহৎ তেমনি তোমার অন্তরও মহৎ। স্বামীর মঙ্গলের জন্য নিজের আনন্দকে তোমার মত বিসর্জন দিতে দুনিয়ায় আর কোন মেয়ে পারবে না।...আজ রাতে থিয়েটারে আমাকে খুব ব্যস্ত থাকতে হবে—এক জায়গায় বসে থাকার সুযোগ হবে না। যুদ্ধের ময়দানে মেয়ে ও শিশুদের স্থান নেই—এ কথা নিশ্চয়ই তোমার অজানা নয়।

জাঁস্ন ॥ আমার সম্পর্কে খুব বেশী উচ্চ ধারণা পোষণ করো না, আমার কোনই মহত্ত্ব নেই। আমার সম্পর্কে তোমার মনে কোন অলীক ধারণা থাকা উচিত নয়। এই দেখো, তুমি যেমন মনভুলো মানুষ, আমিও ঠিক তেমনি। এই-যে তোমার জন্য একটা টাই ও একজোড়া দস্তানা কিনেছিলাম। তোমার জীবনের সাফল্যের দিনে এগুলো পরে তুমি আমায় কৃতার্থ করবে —এই আশায় কিনেছি।

মর্ভারিস ॥ (তার হাতে চুমু খেয়ে বললে—) ধন্যবাদ প্রিয়া।

জাঁস্ন ॥ মর্ভারিস শোনো, নাপিতের দোকানে আজ যাবে, বুঝলে—খবরদার যেন ভুল না হয়। আমি চাই তুমি খুব ফিট্‌ফাট হয়ে থিয়েটারে যাবে, বুঝলে— যাতে তোমায় দেখে সবাই পছন্দ করে।

মর্ভারিস ॥ সবাই পছন্দ করলে তোমার মনে ঈর্ষা জাগবে না ?

জাঁস্ন ॥ ও শব্দটা উচ্চারণ করো না। ঐ শব্দটা মানুষের মনে রাজ্যের কুচিন্তা সৃষ্টি করে।

মর্তারিস ॥ আজকের রাতের সাফল্যকে এই মুহূর্তে আমি অনায়াসে ত্যাগ করতে পারি। কারণ, সেটাই আমার বিজয় হবে...

জাঁন্নি ॥ চুপ্ করো, চুপ্ করো।

মর্তারিস ॥ তোমার সঙ্গে আমি বাড়ীতে যেতে চাই।

জাঁন্নি ॥ কিন্তু আমি যেতে দেবো না। দয়া করে এখন যাও, তোমার অদৃষ্ট তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।...

মর্তারিস ॥ চললাম, গুডবাই—অদৃষ্টে যা ঘটবার ঘটুক।

জাঁন্নি ॥ হে ক্রুশ, তুমিই আমাদের একমাত্র ভরসা।

প্রথম অংক

দ্বিতীয় দৃশ্য

[একটি কাফে। ডান পাশে মদ বিক্রয়ের ঘর। সেখানে বড়ো একটা কাঁচের গামলায় রঙীন মাছ (গোল্ড ফিস) এবং কোন থালায় শাকসবজী, কোন থালায় ফল আর বয়মে বয়মে চাটনি সাজানো রয়েছে। আরও কিছুটা এগিয়ে গেলে কাফে-র অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করার দরজা। পেছন দিকটায়ও রয়েছে একটা দরজা। সেই দরজা দিয়ে এগোলেই রান্নাঘর। মজুর-শ্রমিকদের খাবার জন্য সেই রান্নাঘরে ব্যবস্থা আছে। রান্নাঘর থেকে বাগানে যাবার পথটি প্রেক্ষাগৃহ থেকে দর্শকের নজরে পড়ে। বাম পাশে—পেছন দিকে একটা প্লাটফরমের ওপর দোকানের কাউন্টার। দেয়ালের তাক-গুলোতে হরেক রকম বোতল। ডান দিকে দেয়াল ঘেঁসে মার্বেল পাথরের ছাউনিওয়ালা একটা লম্বা টেবিল। ঠিক এমনি আর একটা টেবিল আড়াআড়িভাবে কাফের টেবিলের মাঝখানটায় রয়েছে। টেবিলের পাশে বেতের চেয়ার সাজানো। অতি মাত্রায় পেইন্টিং-এর উৎপাতে দেয়ালের চেহারা হয়েছে জবরজঙ্গ। ম্যাডাম ক্যাথেরিন কাউন্টারে বসে রয়েছেন। মর্তারিস কাউন্টারে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার মাথায় হ্যাট, মুখে সিগারেট।]

ম্যাডাম ক্যাথেরিন ॥ মসিঁয়্যা মর্তারিস, আজকের রাতটা আপনার জীবনের অনন্য রাত।

মর্ডারস ॥ হ্যাঁ, আজকের রাত আমার জীবনের পালাবদলের রাত।

ক্যার্থেরিন ॥ আপনি ঘাবড়ে গেছেন, তাই না ?

মর্ডারস ॥ মোটেই না। পুরো মাত্রায় স্থির আছি।

ক্যার্থেরিন ॥ খুব ভালো। আমি আপনার সাফল্য কামনা করি। মঁসিঁয়্যা মর্ডারস, আপনি বহু বাধা-বিপত্তির সাথে সংগ্রাম করেছেন—আপনি যোগ্য ব্যক্তি।

মর্ডারস ॥ ধন্যবাদ ম্যাডাম ক্যার্থেরিন। আপনি বরাবরই আমার প্রতি খুব সদয়। আপনার সাহায্য না পেলে বহুদিন আগেই চেষ্টা করা ছেড়ে দিতাম।

ক্যার্থেরিন ॥ ওসব কথা এখন থাক্। যখনই আমি কাউকে দেখি, আন্তরিকভাবে তিনি কোন কাজের চেষ্টা করছেন এবং যখন বুঝি তাঁর উদ্দেশ্য সৎ, আমি তাঁকে খুশী মনে সাহায্য করি। কিন্তু আমাকে ভাঙিয়ে কেউ ফায়দা ওঠায়, এটা আমি চাই নে।—থিয়েটার শেষ হবার পর, আমরা কি আশা করতে পারি, আপনি এখানে একবারটি আসবেন ? এলে আপনার সাথে আমরা এক গ্লাস মদ খেতাম।

মর্ডারস ॥ অবশ্যই আশা করতে পারেন। আমি তো আগেই আপনাকে কথা দিয়েছি। দিই নি ?

(হেনরীটা ডান দিক দিয়ে প্রবেশ করলো। মর্ডারস ঘুরে দাঁড়ালো। মাথার হ্যাট খুললে। হেনরীটার দিকে তাকিয়ে রইল। হেনরীটা মর্ডারসকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো।)

হেনরীটা ॥ (ক্যার্থেরিনকে জিজ্ঞেস করলে) মঁসিঁয়্যা এখনও আসেন নি ?

ক্যার্থেরিন ॥ না ম্যাডাম, আসেন নি। তবে এক্ষুণি এসে পড়বেন। একটু বসুন না।

হেনরীটা ॥ ধন্যবাদ। আমি বরং বাইরে দাঁড়িয়ে তাঁর জন্য অপেক্ষা করি। (প্রস্থান।)

মর্ডারস ॥ ভদ্রমহিলা কে ?

ক্যার্থেরিন ॥ মঁসিঁয়্যা এডোলফের উনি বান্ধবী।

মর্ডারস ॥ ওঃ, ইনিই—তিনি।

ক্যার্থেরিন ॥ এঁর সাথে আপনার আগে কখনও দেখা হয় নি ?

মর্ডারস ॥ না। আমার কাছ থেকে এডোলফ ওঁকে সব সময়ে দূরে সরিয়ে রাখে। সে হয়তো ভয় পায়, আমি ওঁকে তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবো।

ক্যার্থেরিন ॥ (হা হা করে হেসে উঠলো) ওঁর চোখ দুটো পছন্দ হয় ?

মর্ডারস ॥ ওঁর চোখ ? দাঁড়ান, ভেবে দেখি...না, বলতে পারবো না। আমি ভালো করে দেখতে পারি নি। ব্যাপারটা এমন ঘটলো যেন ঘরে ঢোকার

সঙ্গে সঙ্গে উড়ে এসে ভদ্রমহিলা আমার আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন।...উনি যেন এতো বেশী ঘনিষ্ট হয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন যে, আমি ওঁর চেহারা দেখবার কোনো সুযোগই পেলাম না। কিন্তু উনি এই ঘরের হাওয়ায় ওঁর চেহারার একটা ছাপ রেখে গেছেন—আমি ওঁকে এখনও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—ঐ তো ওখানটায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন। (মর্উরিস দরজার দিকে এগিয়ে গেলো এবং এমন মূকাভিনয় করলে যার দ্বারা বোঝা যায়, সে যেন কোন মেয়ের কোমর নিজের বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরলো।)... উহ্ (এমন মূক অভিনয় করলো যা দেখলে মনে হয়, যেন নিজের আঙুলে সে আলপিন ফুটিয়ে দিয়েছে।) ওঁর পরণের কাপড়ে আলপিন আছে। উনি সেই জাতীয় মেয়েমানুষ যারা বিদ্ধ করে।

ক্যাথেরিন ॥ (মুচকি হেসে) মেয়েদের সম্পর্কে আপনি বড়ই নিষ্ঠুর।

মর্উরিস ॥ হ্যাঁ, নিষ্ঠুর, নিষ্ঠুর। কিন্তু ম্যাডাম ক্যাথেরিন, উনি এখানে ফিরে আসবার আগেই আমি এখান থেকে সরে পড়ছি, কেননা—উঃ কী ভয়ংকর মেয়ে!

ক্যাথেরিন ॥ আপনি ওঁকে ভয় করেন, তাই না?

মর্উরিস ॥ হ্যাঁ, আমার নিজের এবং আরও একজনার নিরাপত্তার জন্য আমি ওঁকে ভয় করছি।

ক্যাথেরিন ॥ তা হলে আপনি এখন এখান থেকে যান।

মর্উরিস ॥ শুনুন, উনি এই ঘর থেকে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় যে-ঘূর্ণি সৃষ্টি করেছেন, সেই ঘূর্ণি হাওয়া আমাকেও ওঁর সাথে সাথে বাইরে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিয়েছে। আপনি হয়তো মনে মনে হাসছেন; কিন্তু ঐ টবের ফুলগাছের পাতাগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখুন, পাতাগুলো এখনও নড়ছে। কী নারকী মেয়ে!

ক্যাথেরিন ॥ এখন আপনি এখান থেকে চলে যান—মনের বিভ্রান্তি কাটিয়ে দৃষ্টিটাকে পরিষ্কার করে আসুন গে।

মর্উরিস ॥ আমি এখান থেকে যেতে চাই বটে, কিন্তু যেতে পারছি নে। ম্যাডাম ক্যাথেরিন, আপনি অদৃষ্ট বিশ্বাস করেন?

ক্যাথেরিন ॥ না। কিন্তু আমি প্রভু যীশুকে বিশ্বাস করি। আর বিশ্বাস করি, তাঁর কাছে আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করলে, তিনি অশুভকে রুখবার শক্তি আমাদের অর্পণ করেন।

মর্উরিস ॥ তা হলে আপনি অশুভ শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন?...বারান্দার ওপাশ থেকে যে-শব্দটা আসছে, ওটাই কি অশুভ শক্তির আগমনের শব্দ?

ক্যাথেরিন ॥ হ্যাঁ, ঠিক তাই। এডোলফের ঐ বান্ধবী যখন হাঁটেন, তাঁর স্কার্ট খশ্‌খশ্‌ শব্দ করে, আর মনে হয়, যেন কাপড়ের দোকানে দোকানী থান থেকে খশ্‌খশ্‌ করে এক টুকরো কাপড় ছিঁড়ছে। আপনি এখন পালান—পালান। রান্নাঘরের পথ দিয়ে চলে যান।

(মর্ডারিস রান্নাঘর পানে ছুটলো কিন্তু রান্না ঘরের দরজার কাছে যেতেই এমাইলের সাথে জোরে ধাক্কা খেলো।)

এমাইল ॥ দয়া করে মাফ করুন। (এমাইল রান্নাঘরে ফিরে গেলো।)

এডোলফ ॥ (প্রবেশ। পেছনে হেনরীটা।) আরে কে? মর্ডারিস না? বলো, কেমন আছো? ভালো তো? হেনরীটা শোনো, আমার সবচেয়ে পুরাতন এবং সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধুর সাথে এসো তোমার পরিচয় করিয়ে দিই। হেনরীটা, ইঁনি আমার বন্ধু মর্ডারিস।

হেনরীটা ॥ আমাদের পরস্পর আগেই দেখা হয়েছে।

এডোলফ ॥ ওঃ তাই নাকি?...আমি কি জিজ্ঞেস করতে পারি, কবে দেখা হয়েছে?

মর্ডারিস ॥ এই কয়েক মিনিট আগে—এখানেই...

এডোলফ ॥ না, না, এখন আর তোমার যাওয়া চলবে না। এসো খানিকক্ষণ আলাপ করা যাক্‌।

মর্ডারিস ॥ (ম্যাডাম ক্যাথেরিন ইশারায় সতর্ক করে দেয়ার পর মর্ডারিস বললে—) আমারও ইচ্ছা ছিলো, কিন্তু নিরুপায়—হাতে সময় নেই।

এডোলফ ॥ একটু সময় করে নাও। আমরা খুব বেশীক্ষণ এখানে থাকবো না।

হেনরীটা ॥ (এডোলফকে বললে—)তোমাদের দু'জনার যদি কোন কাজের কথা থাকে, তোমরা আলাপ করো—আমি ওর মধ্যে নাক গলাতে চাই না।

মর্ডারিস ॥ আমাদের কোন কাজের কথা নেই। আমাদের দু'জনার ব্যাপারটা এতো শোচনীয় যে তা বর্ণনারও অতীত।

হেনরীটা ॥ বেশ, তা হলে আসুন একটু খোশগল্প করা যাক। (মর্ডারিস-এর হাত থেকে হ্যাটটা নিয়ে ব্রাকেটে ঝুলিয়ে রাখলো।) এখন ভালোমানুষের মতো একটু বসুন তো।—প্রখ্যাত গ্রন্থকারের পরিচয় লাভের সুযোগ এখন দয়া করে একবারটি আমায় দিন।

(ম্যাডাম ক্যাথেরিন ইশারায় মর্ডারিসকে সতর্ক করে দিলেন, কিন্তু মর্ডারিসের নজর সেদিকে গেলো না।)

এডোলফ্‌ ॥ হেনরীটা সাবাস—ঠিক করেছো—হ্যাঁ, হ্যাঁ ভালো করে চেপে ধরো—পালাতে দিও না।

হেনরীটা ॥ (মর্ডারসকে বললে—) মশিঁয়্যা মর্ডারিস, এডোলফ্ আপনার খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু, তাই না? সে চব্বিশ ঘন্টা শুধু আপনার কথাই বলে। আর এমন আন্তরিকতার সাথে বলে যে, মাঝে মাঝে মনে হয়, আমাকে যেনো হেনস্থা করছে।

এডোলফ্ ॥ হ্যাঁ ঠিকই বলেছে। আবার অপরদিকে বুঝলে মর্ডারিস, হেনরীটা যখন তোমার কথা বলতে শুরু করে, বাড়ীতে তিষ্ঠানো আমার পক্ষে দায় হয়ে ওঠে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে অতিষ্ঠ করে তোলে। সে তোমার লেখা পড়েছে। তোমার লেখা নিয়ে সে উঠতে বসতে প্রশ্ন করে : প্রাকৃতিক বর্ণনাটা কোত্থেকে নেয়া, ঘটনাটা স্রেফ কল্পনা, না, পেছনে কোন বাস্তব ঘটনা আছে ইত্যাদি তার প্রশ্নের কোন অন্ত নেই। তাছাড়া তোমার সম্পর্কে হেনরীটা হরদম ব্যক্তিগত প্রশ্ন করে করে কান ঝালাপালা করে দিয়েছে : এডোলফ্ বলো না, মশিঁয়্যা মর্ডারিস দেখতে কেমন? তাঁর বয়স কতো? তিনি সবচেয়ে বেশী কি পছন্দ করেন? এক কথায়, সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা তার মুখে তোমার কথা লেগেই রয়েছে। ব্যাপারটা এমন দাঁড়িয়েছে যে, তুমি, আমি আর হেনরীটা—আমরা তিনজনা যেন একসঙ্গে বাস করছি...

মর্ডারিস ॥ (হেনরীটাকে বললে) মিস, আপনি দয়া করে এসে অলৌকিক ব্যাপারটা একবার স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করলেই পারেন। তাহলে আপনার সব কৌতূহল সঙ্গে সঙ্গে মিটে যায়।

হেনরীটা ॥ এডোলফ আমায় আসতে দেয় না। (এডোলফ বোকা বনে গেলো।) কারণ, সে ঈর্ষাপরায়ণ...

মর্ডারিস ॥ কিন্তু তার ঈর্ষা করার কী কারণ থাকতে পারে? সে তো জানে, আমার মন অন্যখানে বাঁধা।

হেনরীটা ॥ আপনার প্রেমের বিশ্বস্ততা সম্পর্কে এডোলফের মনে হয়তো সন্দেহ আছে।

মর্ডারিস ॥ তা তো থাকবার কথা নয়। আমার নিরঙ্কুশ বিশ্বস্ততা সর্বজন বিদিত।

এডোলফ ॥ কিন্তু প্রশ্নটা তো তা নয়...

হেনরীটা ॥ (হেনরীটা এডোলফকে তার কথা শেষ করতে দিলে না।) আপনি এখনও অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হন নি, তাই এডোলফ হয়তো আপনাকে বিশ্বাস করতে পারছে না...

এডোলফ ॥ তুমি দেখছি, তা হলে জানো...

হেনরীটা ॥ (কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বললে) ষোল আনা বিশ্বস্ত পুরুষ মানুষ আল্লার দুনিয়া এ পর্যন্ত দেখে নি।

মর্ডারিস ॥ এবার দেখতে পাবে।

হেনরীটা ॥ কোথায় ?

মর্ডারিস ॥ এই এখানে। (হেনরীটা হেসে উঠলো।)

এডোলফ ॥ বাঃ হাসির আওয়াজটা তো ভারি সুন্দর...

হেনরীটা ॥ (আবার তাকে বাধা দিলো। আর মর্ডারিসের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বলে চললো—) আপনি কি মনে করেন এডোলফকে আমি তিন মাসের বেশী বিশ্বাস করবো ?

মর্ডারিস ॥ এডোলফ-এর ওপর আপনার বিশ্বাসের অভাব সম্পর্কে আমি কোন প্রশ্ন করতে চাইনে। কিন্তু আমি দ্বিধাহীন চিত্তে তার বিশ্বস্ততার ওপর আস্থা রাখি এবং এ কথা আমি জোর গলায় ঘোষণা করতে পারি।

হেনরীটা ॥ না, তার দরকার হবে না। এতক্ষণ আমি সব বাজে কথা বলছিলাম। এতক্ষণ যা বলেছি, আমি প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। প্রত্যাহার করে নিচ্ছি এই কারণে যে, আপনার মতো আমিও আলাপ-আলোচনায় ভদ্র হতে চাই এবং আপনাকে এ-কথাও জানিয়ে দিতে চাই যে, এডোলফ সত্যি বিশ্বস্ত।...সব সময়েই সব কিছুর শুধু খারাপ দিকটা দেখা—এটা আমার একটা বিশ্রী বদ্অভ্যাস। আর সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে, এটা যে আমার একটা বদ্ অভ্যাস আমি তা খুব ভালো করেই জানি, তবু এটাকেই আঁকড়ে ধরে থাকি। আপনাদের দু'জনার সাথে যদি বেশ কিছুদিন থাকতে পারতাম তা হলে আপনি হয়তো আমাকে সংশোধন করতে পারতেন। এডোলফ আমায় ক্ষমা করো। (এডোলফের গালে নিজের হাত চেপে ধরে আদর করলে।)

এডোলফ ॥ অপ্রিয় কথা বলা তোমার অভ্যাস কিন্তু কাজের বেলায় তুমি অপ্রিয় নও। কথা ও কাজে তুমি বিপরীত তাই আমি তোমার মনের কথা ঠিক বুঝতে পারি নে।

হেনরীটা ॥ মানুষের মনের তল পাওয়া কারুরই পক্ষে সম্ভব নয়।

মর্ডারিস ॥ আমরা যা চিন্তা করি তার কৈফিয়ৎ যদি আমাদের দিতে হতো, তাহলে আমাদের সৃষ্ট বিশৃঙ্খলাকে অতিক্রম করে কারুরই পক্ষে কি বেঁচে থাকা সম্ভব হতো ?

হেনরীটা ॥ আপনিও কুচিন্তা করেন নাকি ?

মর্ডারিস ॥ কি বলছেন আপনি ! করি বৈকি ! স্বপ্নে এমন সব নিষ্ঠুর কাজ করে বসি...

হেনরীটা ॥ স্বপ্নে !...হ্যাঁ স্বপ্নে...শুনুন তবে। স্বপ্নে আমি...না আপনাকে বলতে আমার বড্ডো লজ্জা করছে।

মর্ডারিস ॥ লজ্জা কি? বলুন না!

হেনরীটা ॥ কাল রাতে আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমি যেন বেশ শান্ত চিত্তে এডোলফের বুকের পেশীর ব্যবচ্ছেদ করছি। আপনি হয়তো জানেন, আমি একজন ভাস্কর। এডোলফ কতো দয়ালু তাও আপনার অজানা নয়—স্বপ্নে আমি যখন তার বুকের পেশীর ব্যবচ্ছেদ করছিলাম, সে একটুও বাধা দেয় নি। বরং আমি যেখানে যেখানে অসুবিধা বোধ করছিলাম, সে আমায় সাহায্য করেছে—কারণ অঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা সে আমার চেয়ে ভালো জানে।

মর্ডারিস ॥ আচ্ছা, এডোলফ জ্যান্ত ছিলো, না মরে গিয়েছিলো?

হেনরীটা ॥ জ্যান্ত ছিলো।

মর্ডারিস ॥ কী বীভৎস কাণ্ড! ব্যবচ্ছেদ করার সময় আপনি দুঃখ পান নি?

হেনরীটা ॥ একটুও না। এবং সেই জন্যই তো আশ্চর্য হয়েছি। মানুষের দুঃখ-ব্যথা আমি একটু সহ্য করতে পারিনে—এ ব্যাপারে আমি বড্ডো স্পর্শ-কাতর। এডোলফ, আমি খুব স্পর্শকাতর, তাই না?

এডোলফ ॥ হ্যাঁ সত্যি তাই। আমি বরং বলবো, অত্যাধিক স্পর্শকাতর। আর জীবজন্তুর দুঃখকষ্টের বেলায় আরও বেশী স্পর্শকাতর।

মর্ডারিস ॥ আমার ব্যাপার কিন্তু উল্টো। অপরের অথবা নিজের যারই দুঃখ-কষ্টের কথা বলুন না কেন, সব ক্ষেত্রেই আমি নিরাবেগ।

এডোলফ ॥ এখন সে বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যে কথা বলছে, তাই না ম্যাডাম ক্যাথেরিন।?

ক্যাথেরিন ॥ মসিঁয়্যা মর্ডারিসের মতো দয়ালু এবং উদার চিত্তের মানুষ দুনিয়ায় আমি আর দু'টি দেখিনি। আপনি কি একথা চিন্তা করতে পারেন—তিনি এতো দয়ালু যে ওখানকার ঐ রঙীন মাছ রাখবার কাঁচের গামলাটার বাসি পানি আমি বদলাই নি বলে উনি পুলিশ ডাকবেন বলে আমায় হুমকি দিয়েছিলেন।...দেখুন দেখুন, ঐ গামলাটির দিকে তাকিয়ে দেখুন, মাছগুলো এমনভাবে কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছে যে, মনে হয়, ওরা যেন আমার কথা শুনছে।

মর্ডারিস ॥ আমরা এখন বসে বসে নিজেদের ময়লা ছায়ছুক করে ফেরেশতা বনবার মতলব আঁটছি। অথচ আমরা সম্মান অথবা অর্থ কিংবা মেয়েমানুষ লাভ করার জন্যে যে-কোন অমার্জিত কাজ করতে মোটেই পিছপা নই।...মিস, আপনি তা হলে একজন ভাস্কর, তাই না?

হেনরীটা ॥ হ্যাঁ, নেহাৎ ছোটখাটো একজন ভাস্কর।...বেশী পারি নে, আবক্ষ মূর্তি করতে পারি। নিজের ওপর আমার এ বিশ্বাস আছে, আমি বেশ ভালো রকম আপনার একটা আবক্ষ মূর্তি তৈরী করতে পারবো—আর এটা আমার দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা।

মর্উরিস ॥ খুব ভালো কথা। আপনার সেই আকাঙ্ক্ষা আপনি ইচ্ছা করলে অবিলম্বে বাস্তবে রূপান্তরিত করতে পারেন।

হেনরীটা ॥ আমি চাই, শীগগিরই শুরু করতে—আজকে রাতে আপনার নাটকের সফল অভিনয়ের পরে পরেই আপনার মূর্তি তৈরী করার কাজে হাত দেবো। আপনার জীবনের সাফল্য সুনিশ্চিত—এটা আপনার অদৃষ্টের লিখন। আর সেই লিখন আজ রাতে বাস্তবে রূপায়িত হবে।

মর্উরিস ॥ আমার সাফল্য সম্পর্কে আপনি একেবারে সুনিশ্চিত দেখছি।

হেনরীটা ॥ আপনার মুখমণ্ডলে ঐ তো স্পষ্ট লেখা রয়েছে এই যুদ্ধে আপনি জয়ী হবেন। আপনি নিজেও নিশ্চয়ই সেটা অনুভব করতে পারছেন।

মর্উরিস ॥ কি করে অনুভব করতে পারবো ?

হেনরীটা ॥ যে-করে আমি পারছি। আপনি তো জানেন না, আজ সকালে আমি অসুস্থ ছিলাম, এখন বেশ সুস্থ বোধ করছি। (এডোলফ-এর চোখে-মুখে অশোয়াস্তি ও মন-মরা ভাব ফুটে ওঠে।)

মর্উরিস ॥ (কুণ্ঠিতভাবে) আমার কাছে থিয়েটারের একটা বাড়তি টিকেট আছে। একটি মাত্র টিকেট ; আর এটা এডোলফ-এর জন্য।

এডোলফ ॥ ধন্যবাদ। কিন্তু মর্উরিস এটা আমাকে না দিয়ে বরং হেনরীটাকে দিলে আমি খুশী হবো।

হেনরীটা ॥ না, না, তা হতে পারে না।

এডোলফ ॥ কেন হতে পারে না ? তুমি তো জান, আমি কখনও থিয়েটারে যাইনে। থিয়েটার হলের ভেতরের গরম আমার সহ্য হয় না।

হেনরীটা ॥ যা হোক, নাটক ভাঙ্গার পর তুমি নিশ্চয়ই আসবে আমাকে থিয়েটার হল থেকে নিয়ে যেতে।

এডোলফ ॥ তুমি যদি আসতে বলো, না হয় আসা যাবে। কিন্তু মর্উরিসই তো এখানে ফিরে আসছে। আমরা তার জন্য সবাই এখানে অপেক্ষা করবো।

মর্উরিস ॥ এডোলফ শোন, তুমি এলে আমি খুশী হবো। আমি তোমায় অনুরোধ করছি। বলো, আমার অনুরোধ রাখবে ? ... আচ্ছা শোন, যদি থিয়েটারে আমাদের সাথে দেখা করতে না চাও আওবার্জ দ্য আদ্রেটস্-এ দেখা করো...কী রাজী তো ?

এডোলফ ॥ না, অতো তাড়াতাড়ি হাঁ কি না জবাব দিতে পারবো না। অন্যকে কোন কথা চিন্তা করতে না দিয়ে নিজে নিজেই কোন প্রশ্নের ফয়সালা করে ফেলা তোমার একটা স্বভাব।

মউরিস ॥ এতো চিন্তা করার কি আছে? তুমি মিস্ হেনরীটার সঙ্গে দেখা করতে চাও, না, চাও না?—প্রশ্নটা তো এই।

এডোলফ ॥ এর পরিণতি কি হতে পারে, তুমি তা বুঝতে পারছো না।...আমি মনে মনে কি-রকম যেন একটা আশংকা অনুভব করছি।

হেনরীটা ॥ চুপ করো। আকাশ যখন সূর্যের আলোয় ঝলমল করে, তখন কোন কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দেয়া উচিত নয়। (মউরিসকে লক্ষ্য করে) এডোলফ আসুক আর-না-আসুক আমাদের কোন অসুবিধা হবে না।

এডোলফ ॥ (চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললে—) যাক গে, এখন আমায় যেতে হচ্ছে। পোজ দেয়ার জন্য আমার ওখানে একজন মডেল এক্ষুনি আসবে। তোমাদের দু'জনাকেই আমার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। মউরিস, তোমার সৌভাগ্য কামনা করি। আগামী কাল থেকে তোমার জীবনের শুভদিন শুরু হবে। হেনরীটা, গুডবাই।

হেনরীটা ॥ তুমি সত্যি চলে যাচ্ছো?

এডোলফ ॥ হ্যাঁ আমায় যেতেই হবে।

মউরিস ॥ এসো, গুডবাই। আবার দেখা হবে। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

(ম্যাডাম ক্যাথেরিনকে মাথা দুলিয়ে আদাব করে এডোলফ বিদায় নিলে।)

হেনরীটা ॥ (এডোলফ চলে যাওয়ার পর মউরিসকে বললে—) ভালো; শেষ পর্যন্ত আমাদের দু'জনার দেখা হলো।

মউরিস ॥ এতে আপনার অবাক হবার কি আছে?

হেনরীটা ॥ এ যেন আমার অদৃষ্টে লেখা ছিলো, তাই না?...এ-কে বাধা দেয়ার জন্য এডোলফ আপ্রাণ চেষ্টা করেছে।

মউরিস ॥ তাই নাকি?

হেনরীটা ॥ কেন, আপনি কি লক্ষ্য করেন নি?

মউরিস ॥ হ্যাঁ আমি লক্ষ্য করেছি...কিন্তু মুখ ফুটে কথাটা বলার কি দরকার?

হেনরীটা ॥ আমি না-বলে পারলাম না।

মউরিস ॥ শুনুন আপনাকে একটা কথা বলি: আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ এড়ানোর জন্য আমি রান্নাঘর দিয়ে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু পালিয়ে যাচ্ছি ঠিক সেই সময় কে-যেন একজন দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আমায় পালাতে দিলে না।

হেনরীটা ॥ ও কথাটা এখন আমায় শোনানোর মানে ?

মর্ডরিস ॥ মানে কি, তা জানি নে। (ম্যাডাম ক্যাথেরিন কয়েকটা বোতল ও গ্লাস নাড়াচাড়া করে শব্দ করলেন।)

মর্ডরিস ॥ ম্যাডাম ক্যাথেরিন ঘাবড়াবেন না। ভয়ের কোন কারণ নেই।

হেনরীটা ॥ ম্যাডাম ক্যাথেরিন, ঐ শব্দটা যে করলেন, ওটা কি বিপদ-সঙ্কেত অথবা সিগনাল ?

মর্ডরিস ॥ বিপদ-সঙ্কেত ও সিগনাল—দুই-ই।

হেনরীটা ॥ আমি কি রেলগাড়ী যে, সিগনাল দিয়ে আমার চলা-ফেরা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে ?

মর্ডরিস ॥ শুধু সিগনাল নয়—রেলগাড়িকে শান্টিং করার জন্য যে-বিশেষ লাইন থাকে সেই লাইনেও...শান্টিং-এর ঐ বিশেষ লাইনটি কিন্তু বিপদজনক।

হেনরীটা ॥ আপনি তো দেখছি, কম নোংরা নন।

ম্যাডাম ক্যাথেরিন ॥ মশিঁয়্যা মর্ডরিস মোটেই নোংরা নন। বরং উনি নিজের ক্ষেত্রে এবং যাঁদের সঙ্গে ওর ওঠা-বসা, তাঁদের সবারই বেলায় খুবই দয়ালু এবং সুবিবেচক।

মর্ডরিস ॥ চুপ করুন। কী সব বাজে বকছেন।

হেনরীটা ॥ (মর্ডরিসকে বললে)ঐ বৃদ্ধ মহিলা উদ্ধত-প্রকৃতির।

মর্ডরিস ॥ আপনার যদি আপত্তি না-থাকে, চলুন না সরকারী উদ্যানে যাই।

হেনরীটা ॥ তাই চলুন। এ জায়গাটা আমার ভালো লাগছে না। ঘৃণার নখরাঘাতে আমি ক্ষতবিক্ষত হচ্ছি। (প্রস্থান।)

মর্ডরিস ॥ (হেনরীটার পেছনে যেতে যেতে বললে) গুডবাই ম্যাডাম ক্যাথেরিন।

ক্যাথেরিন ॥ এক মিনিট দাঁড়ান। মশিঁয়্যা মর্ডরিস, আপনাকে একটা কথা বলবো ?

মর্ডরিস ॥ (অনিচ্ছা সত্ত্বে দাঁড়ালো।) কি কথা ?

ক্যাথেরিন ॥ এ কাজ করবেন না। এ কাজ করবেন না।

মর্ডরিস ॥ কি বলছেন আপনি ?

ক্যাথেরিন ॥ এ কাজ করবেন না।

মর্ডরিস ॥ ভয় পাওয়ার কিছু নেই।...আমার জন্য এ মহিলা নয়। তাকে দেখে আমার শুধু একটা কৌতূহল হয়েছে। আর তা-ও এমন কিছু বেশী নয়।

ক্যাথেরিন ॥ নিজেকে অতো বিশ্বাস করবেন না।

মর্ডরিস ॥ আমার নিজের ওপর অটুট বিশ্বাস আছে।—গুডবাই। (প্রস্থান।)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[আওবার্জ দ্য আদ্রেটস (Auberge des Adrets) সপ্তদশ শতাব্দীর ফ্যাসানে সজ্জিত একটি কাফে। ঘরের এখানে-ওখানে টেবিল এবং আর্মচেয়ার, ঘরের দেয়াল অস্ত্রশস্ত্র ও বর্ম দ্বারা সজ্জিত। দেয়ালে তক্তার তাকে গ্লাস, বড় বড় পানপাত্র ইত্যাদি সাজানো রয়েছে।

মর্উরিসের পরণে পুরোপুরি বৈকালিক পোষাক আর হেনরীটা পরেছে বৈকালিক গাউন। তারা দু'জনা একটি টেবিলের পাশে বসেছে। টেবিলের ওপর এক বোতল মদ (শ্যাম্পেন) এবং মদভর্তি তিনটি গ্লাস। তৃতীয় গ্লাসটি টেবিলের এক পাশে রেখে দেয়া হয়েছে যে-পাশটা দর্শকদের কাছাকাছি। সেখানে একটি খালি আর্মচেয়ার রয়েছে—মনে হয় যেনো, কোন তৃতীয় ব্যক্তির জন্য চেয়ারখানা রাখা হয়েছে।]

মর্উরিস ॥ (পকেটের ঘড়িটি টেবিলের ওপর রেখে দিলে।) আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে যদি সে না আসে, বুঝতে হবে সে আর আসবে না। যাক্ গে, আসুন আমরা তার প্রেতাত্মার স্বাস্থ্য পান করি। (টেবিলের ওপর রাখা তৃতীয় গ্লাসটির সাথে নিজের হাতের গ্লাসটি লাগিয়ে ঠুন্ করে আওয়াজ করলে।)

হেনরীটা ॥ (মর্উরিসের মতো হেনরীটাও তৃতীয় গ্লাসটিতে ঠুন্ করে আওয়াজ করলে।) এডোলফ্, আমি তোমার স্বাস্থ্য পান করছি।

মর্উরিস ॥ সে আর আসবে না।

হেনরীটা ॥ নিশ্চয়ই আসবে।

মর্উরিস ॥ না, আসবে না।

হেনরীটা ॥ দেখো, আসবেই।

মর্উরিস ॥ কী চমৎকার সন্ধ্যে। আজকের দিনটি কি অপূর্ব! আমার এক নতুনতর জীবন শুরু হলো—ব্যাপারটাকে আমি এখনও যেন পুরোপুরি ধারণা করতে পারছি না। চিন্তা করে দেখুন। প্রযোজকের দৃঢ় বিশ্বাস, এই নাটক থেকে আমার এক লক্ষ ফ্রাঙ্ক আয় হবে...। সেই টাকা থেকে শহরতলীতে কুড়ি হাজার ফ্রাঙ্ক দিয়ে একটা ভিলা কিনবো ভাবছি। আর বাদবাকি আশি হাজার ফ্রাঙ্কে আমার ভরণপোষণ চলবে। আগামীকাল সকাল না হওয়া পর্যন্ত ব্যাপারটা পুরোপুরি অনুধাবন করা আমার পক্ষে

কিছুতেই সম্ভব হচ্ছে না। ক্লান্ত—বড্ডো ক্লান্ত—আমি বড়ো ক্লান্ত... (চেয়ারে গা হাত পা এলিয়ে দিলে।) আপনি জীবনে কখনও সুখের স্বাদ পেয়েছেন।

হেনরীটা ॥ না। সুখের স্বাদ কেমন ?

মউরিস ॥ কি বলে তা বর্ণনা করা যায় আমি বুঝতে পারছি নে। সুখের স্বাদ কেমন, আমি বর্ণনা করতে পারবো না। বর্ণনা করা অসম্ভব। কিন্তু আমার এই সুখে আমার শত্রুদের ঈর্ষা ও শোকের কথা যখন চিন্তা করি, আমার মনে এমন একটা অনুভূতি জাগে...ব্যাপারটা খুবই জঘন্য কিন্তু সত্যি আমার মনে যে-সুখানুভূতি জাগে...

হেনরীটা ॥ আপনি ওকে সুখ বলেন ? শত্রুর দুঃখ দেখে উল্লসিত হওয়াকে আপনি সুখ বলেন ?

মউরিস ॥ যুদ্ধে বিজয়ী বীর শত্রু-সৈন্যের হত ও আহতের সংখ্যা দ্বারা তার বিজয়ের গুরুত্ব পরিমাপ করে না কি ?

হেনরীটা ॥ রক্ত পানের পিপাসা আপনার আছে নাকি ?

মউরিস ॥ না, আমার প্রকৃতিতে তা নেই। কিন্তু বছরের পর বছর মানুষ যখন আপনাকে পদদলিত করে তখন কোনদিন যদি সুযোগ পান আপনার সেই শত্রুদের ছুঁড়ে ফেলতে, তাহলে আপনার জীবনে আবার স্বাভাবিকভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়া অবশ্যই শুরু হয়।

হেনরীটা ॥ আপনার জীবনের এমন একটি শুভ দিনে আপনি আমার মতো একটি মেয়ের সঙ্গে একা একা বসে রয়েছেন—আমার মতো একজন অপরিচিতা মেয়ে, কুলশীল যার অজ্ঞাত, যার কোনো সামাজিক পরিচয় নেই—এমন একটি মেয়ের সাথে এই শুভদিনে বসে বসে সময় কাটাচ্ছেন—এটা কি একটা অস্বাভাবিক কাণ্ড নয় ? আমার তো মনে হয়, একজন বিজয়ী বীর যেমন দশের সামনে নিজেকে জাহির করতে উতলা হয়ে পড়ে, তেমনি আপনিও বুলভারে এবং রাতে শহরে যে-সব জায়গায় মানুষের ভীড় জমে সেখানে নিজেকে জাহির করার জন্য মনে মনে উত্তেজনা অনুভব করছেন।

মউরিস ॥ হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয় ; ব্যাপারটা খানিকটা বেখাপ্পা বটে তবে আমি এখানে বসে থেকে বেশ আরামই পাচ্ছি। আপনার সাহচর্য ভালই লাগছে।

হেনরীটা ॥ কিন্তু আপনি কি সুখী নন ?

মউরিস ॥ না, আমি সুখী নই। সত্যি কথা বলতে কি, সুখের উল্টোটা ; বরং বলতে পারেন, আমি বিষন্ন—আমার কান্না পাচ্ছে।

হেনরীটা ॥ কিন্তু কেন ?

মর্ডারিস ॥ আমার এ সুখ অন্তসারশূন্য। একটা আকস্মিক দুর্ঘটনার আশঙ্কা এই সুখের পেছনে উঁকি মারছে।

হেনরীটা ॥ এমন দুঃখজনক! কী বলছেন, এতোখানি দুঃখজনক? কেন? আপনার দুঃখটা কি?

মর্ডারিস ॥ সুখী জীবন যাপন করার জন্য যে-বস্তুটির প্রয়োজন আমার তা নেই।

হেনরীটা ॥ আপনি বলতে চান, আপনি আপনার সেই প্রণয়িনীকে আর ভালোবাসেন না?

মর্ডারিস ॥ কথাটা তা নয়। ভালোবাসা বলতে আমার ধারণা অন্যরকম। আপনি কি মনে করেন, সে আমার নাটক পড়েছে অথবা নাটকটা দেখার ইচ্ছা আমার কাছে প্রকাশ করেছে? স্বীকার করি, সে বেশ ভালো মেয়ে—অনুভূতি-প্রবণ পরার্থে আত্মোৎসর্গ করতে প্রস্তুত—সব কিছুই তার ভালো। কিন্তু আজকের মত এমন একটি বিশেষ রাত্রিতে সে হৈ হুল্লোড় আনন্দে শরীক হতে আমার সাথে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়বে—এমন কথা চিন্তা করাকেও সে পাপ মনে করে। একদিন আমি তাকে এক চুমুক মদ খেতে বলেছিলাম। তার কি ফল দাঁড়িয়েছিলো জানেন? আমার অনুরোধ শুনে সে সুখী না হয়ে বরং উল্টো মদের দামের তালিকাটা হাতে তুলে নিয়ে দেখলো ঐ এক গ্লাস মদের দাম কতো!...তারপর দামটা নজরে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে কাঁদতে শুরু করে দিলে।... তার কান্নার কারণ হচ্ছে, ম্যারিয়নের এক জোড়া নতুন মোজা কেনা দরকার। একদিক থেকে বিচার করতে গেলে ব্যাপারটা উত্তম—ব্যাপারটা মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করে... কিন্তু আমি এতে আনন্দ পাই নে। আমি জীবনকে ভোগ করতে চাই —আমি জীবনের আনন্দ চাই। অতীতে আমি বঞ্চিতের জীবন যাপন করেছি—জীবনে কিছুকিছু আমি পাই নি। কিন্তু এখন, আমার নতনতর জীবন শুরু হয়েছে (ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজলো।) এই-যে নতুন দিনের আবির্ভাব ঘটলো—একটা নতুন জগৎ শুরু হলো।

হেনরীটা ॥ এডোলফ তাহলে আর আসছে না।

মর্ডারিস ॥ না। এখনও যখন এলো না, তাহলে আর আসবে না। বড্ডো দেরি হয়ে গেছে, এখন আর ম্যাডাম ক্যাথেরিন-এর ওখানে যাওয়া চলে না।

হেনরীটা ॥ কিন্তু তাঁরা যে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।

মর্ডারিস ॥ করতে দিন। আমি তাঁদের কথা দিয়েছিলাম, তাঁদের ওখানে যাবো কিন্তু আমার কথা আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি। আপনি ওখানে যাবার জন্য খুব ইচ্ছুক নাকি?

হেনরীটা ॥ না, মোটেই না।

মর্ডারিস ॥ আমার সঙ্গে এখানে কিছুক্ষণ থাকতে আপত্তি নেই তো।

হেনরীটা ॥ আপত্তি? বরং থাকতে পেলে খুশী হবো ; অবশ্য আমার সাহচর্য যদি আপনার ভালো লাগে।

মর্ডারিস ॥ ভালো লাগে—বলছেন কি? আমিই তো চাইলাম আপনার সাহচর্য। বিজয়মালা অর্জন করার কী মূল্য থাকতে পারে, যদি সে মালা কোন নারীর রাঙা পায়ে অর্পণ করার সুযোগ না ঘটে।...হ্যাঁ—নারীশূন্য পুরুষের জীবন ব্যর্থ—অসার—সে জীবনের কোনো মূল্য নেই।

হেনরী ॥ আপনাকে নারীশূন্য জীবন যাপন করতে হবে, এ ধারণা কোথেকে আপনার মনে এলো?

মর্ডারিস ॥ দেখাই যাক্ ভাগ্য কি বলে।

হেনরীটা ॥ আপনি কি জানেন না, কোনো পুরুষের জীবনে যখন সাফল্য ও যশমণ্ডিত হয়ে ওঠে সেই মুহূর্তে মেয়েদের কাছে সেই পুরুষ দুর্নিবার।

মর্ডারিস ॥ এটা আমার নতুন অভিজ্ঞতা। ও ব্যাপারে আমার জীবনের আজকের এই সাফল্যের ফলাফল এখনও পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ আমার ঘটে নি।

হেনরীটা ॥ তাজ্জব মানুষ আপনি। এই মুহূর্তে আপনি অনন্য—প্যারী নগরীতে আপনি এই মুহূর্তে অদ্বিতীয় পুরুষ। —কিন্তু কি আশ্চর্য, আপনি যখন প্যারীর সবারই ঈর্ষার পাত্র তখন এখানে বসে বসে রাজ্যের বাজে চিন্তায় গলদঘর্ম হচ্ছেন।...আমার ধারণা, কাফ্যের ওই বুড়ি ক্যাথেরিনের তৈরী চাকরীর স্যালাড্ মেশানো কফি খাবার সুযোগটা আপনাকে হারাতে হলো বলে হয়তো বিবেকের কিছুটা দংশন অনুভব করছেন।

মর্ডারিস ॥ না, দংশন নয় ; তবে বিবেকে কিছুটা অশোয়াস্তি বোধ করছি। তাদের কাছ থেকে দূরে এখানে আমি বসে বসে তাদের ঘৃণা-মিশ্রিত ক্রোধ, তাদের আঘাতপ্রাপ্ত অনুভূতি, তাদের যুক্তিসঙ্গত বিরক্তি সবকিছু অনুভব করতে পারছি। আমার দুঃখের দিনের সাথীদের আজকের রাতে আমাকে তাদের কাছে পাবার ষোলআনা অধিকার রয়েছে। পরম শ্রদ্ধেয় ম্যাডাম ক্যাথেরিনের বিশেষ অবদান আছে আমার সাফল্যে। তাঁর অবদানই আমার মনে আশার বাতি জ্বালিয়ে রেখেছিল, আমাকে প্রেরণা যুগিয়েছে এবং যারা জীবনে সাফল্যের জন্য সংগ্রাম করছে তাদের কাছে ঐ অবদান একটা উদাহরণ বিশেষ। আমার ওপর তাদের ন্যস্ত বিশ্বাস আমি ভেঙেছি। আমি এখানে বসে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি—তারা বলছে : "মর্ডারিস নিশ্চয়ই আসবে। সে খুব বিশ্বাসী লোক। তার ওপর পূর্ণ আস্থা রাখা যায়। সাফল্যের গর্বে আত্মহারা হবার মতো বান্দা সে নয়। সে কখনই তার কথার খেলাফ করে না।"—আমার ওপর তাদের ন্যস্ত বিশ্বাস আমি এবার ভাঙলাম।

(তারা যখন গল্প করছে তখন পাশের ঘরে বেটোভেনের একটি সোনাটা (Sonata) যন্ত্রে বাজানো হচ্ছে। যন্ত্রসঙ্গীতটা ধীরে ধীরে শুরু হয়ে ক্রমেই তার আওয়াজ বেড়ে চললো। অবশেষে বাজনাটা যেনো একটা প্রলয়ঙ্কর ঝড় বইয়ে দিলে।)

মর্ডারিস ॥ কে এই দুপুর রাতে অমন করে বাজাচ্ছে ?

হেনরীটা ॥ আমার মনে হয়, আমাদেরই মতো রাতে বিচরণকারী কোনো পেঁচা হবে।—কিন্তু ও কথা থাক্। আপনি এইমাত্র যা আলাপ করছিলেন, তার জবাবে আমি বলতে চাই—আপনি যা বলছেন তা ঠিক নয়। আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে, এডোলফ ওয়াদা করেছিলো, সে এখানে এসে আমাদের সাথে দেখা করবে। আর, আমরা তার জন্য অপেক্ষাও করেছি। সে তার ওয়াদা ভেঙেছে। সুতরাং আপনার কোন দোষই নেই।

মর্ডারিস ॥ ভালো বলেছেন আপনি। ...শুনুন, আপনার মুখ থেকে কথাটা যখন শুনছিলাম তা সত্যি বলে বিশ্বাস হচ্ছিলো। কিন্তু যেই আপনি থামলেন অমনি আমার বিবেকে আবার দংশন শুরু হলো।—আপনার ঐ বাক্সটাতে কি আছে ?

হেনরীটা ॥ তেমন কিছু না—বিজয়ী বীরের জন্য শুধু একটা মালা। এটা আপনার কাছে পাঠাবো ভেবেছিলাম কিন্তু সে সুযোগ পাই নি। এ শিরোমাল্য আমি এখন আপনাকে পরিয়ে দিতে চাই। কথিত আছে, এটা পারলে মাথার সব যন্ত্রণা ঠাণ্ডা হয়। (চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে মালাটা মর্ডারিসের মাথায় পরিয়ে দিলো। তারপর তার কপালে চুমু খেলো।) জয়—বিজয়ী বীরের জয়।

মর্ডারিস ॥ ও কি বলছেন ? দয়া করে থামুন।

হেনরীটা ॥ (হাঁটু গেড়ে মর্ডারিসের সামনে বসে বললে—) জয়— শাহানশার জয়।

মর্ডারিস ॥ (চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালো।) থামুন থামুন। আপনি আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছেন।

হেনরীটা ॥ আপনি বড্ডো ভীরু। আপনি অত্যন্ত দুর্বল চিত্তের লোক। আপনি আপনার নিজের সৌভাগ্যকেও ভয় করেন। আপনার বিশ্বাস, আপনার নিজের ওপর আস্থা—আমায় বলুন তো, কে হরণ করে নিয়েছে আপনার কাছ থেকে ? কে আপনাকে এতো ছোটো, এতো ক্ষুদ্রতে রূপান্তরিত করেছে ? আপনাকে বামনে পরিণত করেছে, কে ?

মর্ডারিস ॥ বামন ? ঠিকই বলেছেন। ...ভীষণ হৈচৈ ও শোরগোল করে আকাশের দৈত্যের মতো সারা দুনিয়া মাথায় তুলে আমি কাজ করি নে। আমার তরবারি আমি নিভৃত পাহাড়ের গায়ে নীরবে বিদ্ধ করি। আপনি

ভেবেছেন, বিজয়ী বীরের শিরোমাল্য গ্রহণ করার মতো বুকের পাটা আমার নেই। না, তা নয়—আমি ঘৃণা করি—এই পুরস্কারকে আমি অতি তুচ্ছ মনে করি। আপনি কি মনে করেন আমি ঐ ভূতকে ভয় পাই? যে-ভূতটি ঈর্ষা ও বিদ্বেষভরা দৃষ্টিতে আমার পানে কট্‌কট্‌ করে তাকিয়ে আছে—আমার মানসিক আবেগের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখছে। ঐ ভূতের ক্ষমতা সম্পর্কে আপনার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। দূর হও, দুরাচারী ভূত, তুমি ভাগো। (তৃতীয় মদের গ্লাসটি ছুঁড়ে ফেলে দিলে।) ভাগো অনধিকার প্রবেশকারী। তুমি উপস্থিত হও নি—তুমি অনুপস্থিত সুতরাং তোমার দাবী বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে—অবশ্য দাবী করার মতো অধিকার যদি তুমি কোনদিন অর্জন করে থেকে থাকো। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তুমি পালিয়ে রয়েছো, সুতরাং তুমি স্বীকার করে নিয়েছো, তুমি পরাজিত। ... এই গ্লাসটি যেমন করে আমি আমার পায়ের তলায় চূর্ণবিচূর্ণ করছি, ঠিক তেমনি করে চূর্ণবিচূর্ণ করবো তোমার সেই ভাবমূর্তি—যে-ভাবমূর্তিতে নিজেকে তুমি রূপান্তরিত করেছো। তোমার সেই ভাবমূর্তির অস্তিত্ব আর থাকবে না।

হেনরীটা ॥ চমৎকার। আপনি এবার অন্য সুরে গান গাইতে শুরু করেছেন। সাবাস আমার বীরপুরুষ।

মউরিস ॥ আমার সবচাইতে অন্তরঙ্গ বন্ধু, আমার সবচাইতে বিশ্বাসী সাথীকে তোমার বেদীতে আমি উৎসর্গ করলাম। এস্‌টারূটি বলো, এবার তুমি সন্তুষ্ট তো?

হেনরীটা ॥ এস্‌টারটি—চমৎকার নাম বের করেছো তো। আমি তোমার দেয়া ঐ নাম গ্রহণ করলাম। মউরিস, তুমি আমায় ভালোবাসো—তাই না?...

মউরিস ॥ তা কি তুমি বুঝতে পারছো না? আর, দুর্ভাগ্যের কন্যা, কোত্থেকে তুমি উদিত হলে? তুমি আমার ভেতরের পুরুষকে জাগিয়েছো, রক্তের বাসনাকে উদ্দীপ্ত করেছো। তুমি কোত্থেকে এসেছো? আর তুমি আমায় কোথায় নিয়ে চলেছো, সুন্দরী। তোমার সাথে সাক্ষাৎ হবার পূর্বেই আমি তোমায় ভালোবেসে ফেলেছি। ওরা যখন তোমার কথা বলতো আমার কাঁপুনি শুরু হতো।—দরজার সামনে তোমার সাথে আমার দেখা হতেই তোমার আত্মা ছুটে এসে আমার আত্মার ওপর ভর করলে। তুমি চলে গেলে বটে কিন্তু তুমি আমার বাহুতে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে রইলে। আমি তোমার কাছ থেকে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করতে লাগলাম কিন্তু কে যেনো আমায় তোমার কাছে ধরে রাখলো। শিকারীর জালে শিকার যেমন করে তাড়িত হয়ে এসে আটকা পড়ে, তেমনি আমরা দুজনা আজ একই জালে এসে আটকা পড়ে গেছি। এর জন্য কাকে দায়ী করবো? তোমার

প্রেমিকাকে? যে-মানুষটি আমাদের দু'জনাকে আলাদা করে রেখেছিলো, আর এখন দু'জনার মিলন ঘটিয়ে দিলে, সেই মানুষটিকে কি দায়ী...

হেনরীটা ॥ কে দায়ী আর কে দায়ী নয়, তাতে কী এসে যায়? কিন্তু এডোলফ আমাদের দু'জনার আরও আগে মিলন ঘটিয়ে দেয় নি, সেজন্য অবশ্যই সে নিন্দনীয়। পুরো দু'সপ্তাহের আনন্দ থেকে আমাদের বঞ্চিত করে সে দণ্ডনীয় অপরাধ করেছে। আমাদের প্রতারিত করেছে। তোমারই কারণে আমি তাকে ঈর্ষা করি। তোমার নাগরীকে সে চুরি করে নিয়েছিলো বলে আমি তাকে ঘৃণা করি। আমি তার স্মৃতি আমার মন থেকে চিরদিনের জন্য মুছে ফেলতে চাই—আমার অতীত থেকে তাকে আমি ছুঁড়ে ফেলতে চাই। যে মানুষ এখনও সৃষ্টি হয় নি, যে মানুষ এখনও জন্মায় নি, সেই অবিদ্যমান জগতে আমি তাকে নিক্ষেপ করতে চাই।

মউরিস ॥ আমাদের স্মৃতির আবর্জনাস্তূপে এসো আমরা তাকে কবর দিই। গভীর জঙ্গলে তার জন্য একটা গর্ত খুঁড়ে তাকে কবর দিয়ে, এসো আমরা সেই কবর এমন করে পাথরের স্তূপ দিয়ে চাপা দিই যাতে করে আবার সে কখনও মাথা তুলতে না পারে। (মদের গ্লাস হাতে তুলে নিলে।) আমাদের দু'জনার অদৃষ্টের লিখনে সীলমোহরের চূড়ান্ত ছাপ দেয়া হয়ে গেলো...উঃ ভগবান! ভবিষ্যত আমাদের দুজনার জীবনে কি নিয়ে আসবে, কে জানে?

হেনরীটা ॥ আজ শুরু হলো আমাদের জীবনের এক নবতর পর্যায়।— তোমার ঐ প্যাকেটে কী আছে?

মউরিস ॥ আমার মনে নেই...

হেনরীটা ॥ (প্যাকেটটি খুলে একটা টাই ও একজোড়া দস্তানা বের করলো।) কী জবরজঙ্গ অদ্ভুত টাই। এর দাম কমপক্ষে পঞ্চাশ ফ্রাঙ্ক নিয়েছে।

মউরিস ॥ (হেনরিটার হাত থেকে টাই ও দস্তানা কেড়ে নিলে।) এগুলো স্পর্শ করো না।

হেনরীটা ॥ এগুলো বুঝি ওর দেয়া?

মউরিস ॥ হ্যাঁ তারই দেয়া।

হেনরীটা ॥ দস্তানা আর টাইটা তুমি আমায় দাও।

মউরিস ॥ সে আমাদের দুজনার চেয়ে ঢের ঢের ভালো...আমার জানাশোনার মধ্যে তার মতো ভালোমানুষ কেউ নেই।

হেনরীটা ॥ আমি তা বিশ্বাস করি নে। সে আর দশজনের চেয়ে বেশী বোকা, বেশী হাবাগোবা এবং পীড়াদায়ক! আর সে ঐ জাতের মেয়েমানুষ, তুমি শ্যাম্পেন খেলে যিনি অঝোরে কাঁদতে বসেন...

মর্উরিস ॥ আমাদের সন্তানের বোঝা ছিলো না।—হ্যাঁ, সত্যি সে খুব ভালো মেয়ে।

হেনরীটা ॥ তুমি একেবারে পুরোপুরির মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। তুমি কোনো-দিনই শিল্পী হতে পারবে না। কিন্তু আমি শিল্পী। আমি তোমার একটি আবক্ষ মূর্তি তৈরী করবো, কিন্তু তার ললাটে বিজয়ী বীরের শিরোমাল্য জড়ানো থাকবে না বরং তোমার মুখটাকে গড়বো গুদাম-রক্ষকের মুখের আদলে।—ও'র নাম জীন্স, তাই না?

মর্উরিস ॥ তুমি জানলে কি করে?

হেনরীটা ॥ গৃহ-পরিচারিকাদের ওটাই সাধারণ নাম—তাদের সবাইকে জীন্স নামেই ডাকা হয়।

মর্উরিস ॥ হেনরীটা।

(হেনরীটা মর্উরিসের হাত থেকে টাই ও দস্তানা কেড়ে নিয়ে স্টোভের আগুনে ছুঁড়ে মারলে।)

মর্উরিস ॥ (ক্ষীণ স্বরে।) এস্টারটি। একজন মেয়েকে বলি হিসেবে তুমি দাবী করছো। তুমি তাকে পাবে। কিন্তু তুমি যদি শিশুদের বলি হিসেবে পেতে চাও—তোমাকে আমার কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে।

হেনরীটা ॥ আমি ভেবে পাচ্ছি নে আমার প্রতি তোমার আকর্ষণের উপা-দানটা কী?

মর্উরিস ॥ তা যদি জানতাম আমি সে বাঁধন ছিঁড়ে ফেলে নিজেকে মুক্ত করতাম। আমার ধারণা, তোমার মধ্যে কোনো একটা পাপ বিরাজমান—এবং আমার মধ্যে ঐ বস্তুটির অভাব রয়েছে...ঐ পাপটাই নতুনত্বের মোহ দ্বারা আমায় প্রলোভিত করেছে।

হেনরীটা ॥ তুমি জীবনে কখনও কোন পাপ, কোন অপরাধ করো নি?

মর্উরিস ॥ না। সত্যিকার কোনো অপরাধ করি নি...তুমি করেছো?

হেনরীটা ॥ হ্যাঁ করেছি।

মর্উরিস ॥ তার কি প্রতিক্রিয়া তুমি অনুভব করেছো, আমায় বলো।

হেনরীটা ॥ সৎকাজ করে প্রতিদানে যে-পুরস্কার পাওয়া যায়, তার চেয়ে ঢের ভালো পুরস্কার পেয়েছি। সৎ কাজ তোমাকে সাধারণের আসনে নামিয়ে নিয়ে আসে—দশের সাথে তুমি একাকার হয়ে যাও। দুষ্ক্রিয় কাজের প্রতি-দান অতি রমণীয়। কারণ দুষ্ক্রিয় কাজ করার দরুন তুমি দশের থেকে উচ্চতর আসনে অধিষ্ঠিত হও, আর সেই কাজের নিজস্ব যে-প্রতিদান রয়েছে, তুমি তা লাভ করো। আমার অপরাধ কি করেছে, জানো? আমার অপ-রাধ আমাকে আমার জীবন থেকে, আমার সমাজ থেকে, আমার স্ব-সমাজের মানুষের চৌহদ্দির বাইরে আমাকে অধিষ্ঠিত করেছে। আর শোনো, তার

পর থেকে পূর্ণাঙ্গ জীবনের পরিবর্তে আমি অর্ধ জীবন যাপন করি—স্বপ্নাচ্ছন্ন জীবন যাপন করি। এবং সেইজন্যই বাস্তব কখনও আমায় স্পর্শ করতে পারে না।

মর্ভারিস ॥ তুমি কী অপরাধ করেছিলে ?

হেনরীটা ॥ আমি তা তোমায় বলবো না। কারণ বললে আবার আঘাত পাবে।

মর্ভারিস ॥ তুমি কি মনে করো না, তোমার সেই অপরাধ একদিন-না-একদিন প্রকাশ পাবে ?

হেনরীটা ॥ না, কোনোদিনই প্রকাশ পাবে না। তবে আমার অবচেতনায় সর্বদা প্রত্যক্ষ করি, প্লেস ডি রোকের্টের পাথর পাঁচটি—যেখানটায় শিরোচ্ছেদ-যন্ত্র—গিলোটীন বসানোর ব্যবস্থা রয়েছে। আর সেইজন্য আমি তাসের প্যাকেট কখনও স্পর্শ করি নে। কারণ, আমার ভয় হয়, রুইতনের পাঞ্জার ফোঁটা পাঁচটি হয়তো হঠাৎ জীবন্ত হয়ে উঠবে।

মর্ভারিস ॥ অপরাধের ধরনটা ঐ রকম ছিলো নাকি ?

হেনরীটা ॥ হ্যাঁ, অপরাধটা ঐ ধরনেরই ছিলো...

মর্ভারিস ॥ তাহলে ব্যাপারটা তো ভয়ংকর —তবু ব্যাপারটির প্রতি আমি একটা তীব্র আকর্ষণ অনুভব করছি। কিন্তু তোমার বিবেক কি তোমাকে কখনও পীড়া দেয় না ?

হেনরীটা ॥ না, কখনো পীড়া দেয় না। কিন্তু আমাদের আলাপের বিষয়বস্তু পাল্টে অন্য কিছু আলাপ করা যাক্।

মর্ভারিস ॥ আমাদের প্রেমের প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ করলে কেমন হয় ?

হেনরীটা ॥ প্রেমের সমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত প্রেম নিয়ে কেউ আলাপ করে না।

মর্ভারিস ॥ তুমি কি এডোলফের প্রেমে পড়েছিলে ?

হেনরীটা ॥ আমি জানি নে।...তার সহজাত গুণাবলী আমাকে প্রলোভিত করেছিলো। বহুদিনের অতীত, সেই শৈশবকালীন অপূর্ব সুন্দর স্মৃতি-কথার মতো আকর্ষণ করেছিলো তার সহজাত গুণাবলী। কিন্তু তার চাল-চলন চরিত্রে এমন কতকগুলো বিসদৃশ ব্যাপার ছিলো, যা আমার দৃষ্টিকে অত্যন্ত পীড়া দিয়েছে। বিসদৃশ ব্যাপারগুলো পরিবর্তন করতে, মুছে ফেলতে, তার মনোভঙ্গি কাটছাঁট করতে এবং তাকে গ্রহণযোগ্য করে নেয়ার জন্য নতুনতর দৃষ্টিভঙ্গিতে তাকে অনুপ্রাণিত করতে আমার সুদীর্ঘদিন সময় লেগেছে যখন সে কথা বলতো আমি স্পষ্ট জানতাম, সে তোমায় নকল করতে চেষ্টা করছে—সে অনেক সময় তোমার চিন্তা-ভাবনার ভুল অর্থ করতো, অথবা তোমার ব্যবহৃত বাক্যাদির অর্থ না বুঝে উল্টোপাল্টা করে ব্যবহার করতো। তোমার মূল রচনার সঙ্গে যখন তার নকল-করা কথাগুলো মিলিয়ে দেখতাম, তখন আমার কি বিশ্রীই না

লাগতো। এবং সেই জন্যই তোমার-আমার সাক্ষাতের সম্ভাবনায় সে মনে মনে আঁতকে উঠতো। তারপর যখন সত্যি সত্যি আমাদের দু'জনার সাক্ষাৎ হলো, তখনই সে বুঝে নিলে তার পাট উঠে গেলো।

মর্উরিস ॥ হতভাগ্য এডোলফ্।

হেনরীটা ॥ আমিও তার জন্য ব্যথিত। সামান্যতেই সে মনে খুব দুঃখ পায়।

মর্উরিস ॥ চুপ করো। কে যেনো আসছে।

হেনরীটা ॥ আচ্ছা ধরো, সে-ই যদি এসে থাকে।

মর্উরিস ॥ তাহলে তা সহ্য করা কঠিন হবে।

হেনরীটা ॥ না, সে নয়।...কিন্তু ধরো, সে-ই যদি হতো তাহলে তুমি পরিস্থিতি-টাকে কিভাবে মুকাবিলা করতে?

মর্উরিস ॥ শোনো, গোড়া থেকে শুরু করি : ধরো, আমাদের সাথে তার সাক্ষাতের স্থানটা ধরতে না পেরে সে ভুল করেছে সুতরাং তোমার ওপর নিশ্চয়ই কিছুটা বিরক্ত হবে। কারণ, ভুল করে অন্যান্য কাফে-তে খুঁজে তারপর সে এখানে এসেছে। কিন্তু আমাদের সাথে দেখা হওয়ার পর যখন সে বুঝতে পারলে তার মনের সন্দেহটা মিথ্যা, অমনি সঙ্গে সঙ্গে তার বিরক্তি উবে গিয়ে পরমানন্দে মন ভরে উঠলো। তখন আমাদের দু'জনাকেই সে ভালোবাসতে শুরু করবে। আর, তোমার ও আমার মধ্যে এমন চমৎকার বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে দেখে মনে মনে খুবই খুশী হবে। কারণ এটাই ছিলো তার দীর্ঘদিনের স্বপ্ন। ...তারপর শুরু করবে একটা চমৎকার বক্তৃতা দিতে।—তার স্বপ্ন—আমরা তিনজনা—এই ত্রয়ীর বন্ধুত্ব—দুনিয়ার সামনে নিখুঁত বন্ধুত্বের উদাহরণ স্থাপন —যে-বন্ধুত্ব কিছুই দাবী করে না, গভীর বন্ধুত্বের বিনিময়ে কিছুই পেতে চায় না—ত্রয়ীর আদর্শ বন্ধুত্ব। —"মর্উরিস, তোমায় আমি বিশ্বাস করি—তুমি আমার বন্ধু শুধু সেজন্যই নয়, তোমার মন অন্যত্র বাঁধা আছে, তোমাকে বিশ্বাস করার এটাও একটা অন্যতম কারণ।"

হেনরীটা ॥ সাবাস! এইরকম পরিস্থিতি তুমি এর আগেও কখনও মুকাবিলা করেছিলে নাকি? কী নিখুঁত অভিনয়ই না করলে। শোনো...এডোলফ্ সেই প্রকৃতির লোক যারা একজন বন্ধুকে নিত্যসহচররূপে সঙ্গে না পেলে নিজেদের নাগরীকে কিছুতেই উপভোগ করতে পারে না।

মর্উরিস ॥ সত্যি বলেছো এবং সেইজন্যই সে আমাকে নেমন্তন্ন করেছিলো। চুপ করো। বাইরে কার যেনো সাড়া পাচ্ছি। ...নিশ্চয়ই সে।

হেনরীটা ॥ না, সে নয়...এখন ভূতপ্রেতদের বিচরণের প্রহর শুরু হয়েছে। তাই তোমার মনে হচ্ছে, তুমি কার যেনো পায়ের শব্দ পাচ্ছো, কাকে যেনো

দেখছো ? গভীর রাতে বিছানায় শুয়ে মানুষের যখন ঘুমোবার সময় তখন নিশি-জাগা আমার কাছে ঠিক তেমনি আকর্ষণীয়, যেমন আকর্ষণীয় কোন অপরাধ করা। কারণ এতে মানুষ অনুভব করে প্রকৃতির বিধিবিধানের বাইরে—উর্ধ্বে তার আসন...

মউরিস ॥ কিন্তু অতি ভয়াবহ তার শাস্তি। আমি ভয়ে কাঁপছি, না ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছি, ঠিক বুঝে উঠতে পারছি নে।

হেনরীটা ॥ (নিজের শাল নিয়ে এসে মউরিসের গায়ে জড়িয়ে দিলে।) শালটা তোমার গায়ে জড়িয়ে দিই, দেহটা গরম হবে।

মউরিস ॥ এবার ষোল-কলা পূর্ণ হলো। এখন আমার মনে হচ্ছে, তোমার দেহের চামড়ার অন্তরালে যেনো আমি বিরাজ করছি...নিদ্রার অভাবে আমার খণ্ডবিখণ্ড দেহ যেনো গলে গিয়ে তোমার দেহের ছাঁচে রূপান্তরিত হয়েছে...নতুন করে ছাঁচে ঢেলে কেমনতর প্রক্রিয়ায় আমার দেহের পুনর্গঠন হচ্ছে, তা আমি স্পষ্ট অনুভব করতে পারছি। কিন্তু নতুন আত্মা, নতুনতর চিন্তাও আমার ভেতরে প্রবেশ করানো হচ্ছে। আর, এখান থেকে—যেখানটায় তোমার স্তন স্পর্শ করেছে—আবার শুরু হয়েছে নিঃশ্বাস পড়তে। (পাশের ঘরে পিয়ানোবাদক ডি-মাইনর সোনাটা রেয়াজ করছে। কখনও মৃদু সুরে, কখনও-বা প্রচণ্ড বেগে কানে তালা লাগিয়ে সে বাজিয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে পাশের ঘর থেকে কোনো শব্দই পাওয়া যাচ্ছে না। আবার কখনও কখনও পিয়ানোবাদক আলাদাভাবে শুধু লয়-এর রেয়াজ করছে আর সেই লয়-এর সুর ভেসে আসছে।)

কী অদ্ভুত জীব। রাত দুপুরে রেয়াজ করছে। জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে মারলে। শোনো, এখন আমাদের এক কাজ করতে হবে। চলো, মোটরে করে বোইস ডি বউলোগনে (Bois de Boulogne) যাই— সেখানে প্যাভিলিয়নে বসে দুজনা প্রাতরাশ খাবো আর সেখানকার উপহ্রদ ও দীঘিগুলোর ওপর ধীরে ধীরে সূর্য ওঠা দেখবো।

হেনরীটা ॥ চমৎকার প্রস্তাব।

মউরিস ॥ কিন্তু তার আগে একটা কাজ করা দরকার—আজকের চিঠিপত্র এবং সকালবেলাকার খবরের কাগজ প্যাভিলিয়নে আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়ার জন্য বাড়ীতে আগে একটা খবর পাঠানো দরকার। হেনরীটা, এডোলফকে নিমন্ত্রণ করলে কেমন হয় ?

হেনরীটা ॥ খানিকটা আহম্মকী করা হয়...কিন্তু তবু তাকে নিমন্ত্রণ করা যাক কি বলো ? আমাদের জয়োৎসব-রথ টানবার জন্য একটা গাধার দরকার হতে পারে। আসুক সে। (দুজনাই উঠে দাঁড়ালো।)

মর্ট্যরিস ॥ (শালটা খুলে ফেললে—) তাহলে আমি টেলিফোন করি ?
হেনরীটা ॥ এক মিনিট দাঁড়াও। (মর্ট্যরিসের দুই বাহুর মধ্যে নিজেকে নিক্ষেপ করলে।)

দ্বিতীয় অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

[Bois de Boulogne -তে একটি রেস্তোরাঁ। ঘরটি সুন্দর এবং বেশ বড়ো। কার্পেট, দেয়াল-আয়না, সোফা ও অন্যান্য আসবাবপত্রে পরিপাটি করে সাজানো। পেছন দিকের কাঁচের জানালা ও দরজা দিয়ে উপহ্রদ ও দীঘি দেখা যাচ্ছে। ঘরের মাঝখানটায় একটি টেবিলের ওপর ফুলদানিতে ফুল, অর্ধচন্দ্রাকার একটি বড় বাটিতে ফল, কাচের বড় সুরাপাত্র, ঝিনুকের তৈরী প্লেট, নানা আকার ও রংয়ের মদের গ্লাস এবং দু'টো শামাদানে মোমবাতি জ্বলছে। ঐ টেবিলটার ডান পাশে একটা ছোটো টেবিল। ছোট টেবিলটার ওপর রয়েছে কয়েকটি খবরের কাগজ ও টেলিগ্রাম।
মর্ট্যরিস ও হেনরীটা মুখোমুখি বসে রয়েছে। জানালা দিয়ে সূর্য-ওঠা দেখা যাচ্ছে।]

মর্ট্যরিস ॥ আর সন্দেহ করার কিছু নেই। খবরের কাগজগুলো তাদের চূড়ান্ত মতামত দিয়ে দিয়েছে ; আর এই টেলিগ্রামগুলোর অভিনন্দন আমার সাফল্যকে অনুমোদন করছে। এবার নতুন জীবন শুরু হলো। তোমার সাথে আমার ভাগ্য অটুট বন্ধনে বাঁধা পড়েছে। কারণ, আজ সারা রাত ধরে একমাত্র তুমিই আমার বিজয় লাভের আশার সাথী ছিলে, আমার ভবিষ্যতে অংশ গ্রহণ করেছো। তোমারই হাত থেকে আমি জয়মাল্য পেয়েছি। আমার মনে হচ্ছে, তুমি যেন আমাকে সব কিছু দান করেছো।
হেনরীটা ॥ কী মনোরম রাত্রি। এটা কি স্বপ্ন। আমাদের জীবনের আজকের রাতটা, এটা স্বপ্ন, না বাস্তব।
মর্ট্যরিস ॥ কী চমৎকার আজকের এই সকাল। মনোরম রাত্রির পর কি চমৎকার এই প্রভাত। মনে হচ্ছে যেন ঐ উঠতি সূর্যে আলোকিত পৃথিবীর এই প্রথম ভোর বেলা। এইমাত্র—এই মুহূর্তে পৃথিবী যেন সৃষ্টি হলো এবং নিজেকে তুষার-ধবল কুয়াশার আবরণ থেকে মুক্ত করে নিলে। সেই কুয়াশা

এখন দূরে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে। ঐ তাকিয়ে দেখো, ভোরবেলাকার গোলাপী রঙে স্বর্গের উদ্যান গার্ডেন অব্ ইডেন দেখা যাচ্ছে। আর, এখানটায় আমরা দাঁড়িয়ে আছি—পৃথিবীর প্রথম যুগল সৃষ্টি...শোনো, শোনো আমি এতো পুলকিত, এতো আনন্দিত যে, দুনিয়ার বাদ বাকি মানুষ আমার মতো সমান স্বর্গসুখের অধিকারী নয়—এই কথাটি চিন্তা করে আমার কাঁদতে ইচ্ছা করছে।...শুনতে পাচ্ছো? দূর থেকে ঐ যে শব্দ ভেসে আসছে—শিলাময় বেলাভূমিতে যেন সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে আছড়ে পড়ছে—যেন অরণ্যে ঝড়ের হুঙ্কার, শুনতে পাচ্ছো? জানো এ কিসের শব্দ? প্যারী শহরের—প্যারী আমার নাম জপছে। ঐ যে তাকিয়ে দেখো, আকাশে ধোঁয়ার স্তম্ভ উঠছে—হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ স্তম্ভ। ওগুলো আমারই উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত নৈবেদ্য—পূজোবেদীর অগ্নি; তারই ধোঁয়া। ধরো, ওগুলো সত্যিকার নৈবেদ্য নয়, তবু ওগুলোকে নৈবেদ্য হতে হবে—কেননা আমি তাই কামনা করছি। সারা ইউরোপের সমস্ত টেলি-গ্রাফের চাবিতে এই মুহূর্তে আমার নাম ধ্বনিত হচ্ছে। ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস দূর প্রাচ্যে—যেখানে সূর্যোদয় হয়—আমার খবর বহন করে নিয়ে যাচ্ছে আর পশ্চিম ভূখণ্ডে নিয়ে যাচ্ছে শত শত অর্ণবপোত। এই সসাগরা ধরণী আমার; তাই এতো সুন্দর। আমি চাই আমাদের দুজনার দুটি করে ডানা। ঐ ডানায় ভর দিয়ে ওপরে উঠবো, এখান থেকে উড়ে চলে যাবো দূরে, দূরে আরও দূরে—আজকের এই সুখ, এই উজ্জ্বল আনন্দ মলিন হবার পূর্বে, আমার স্বপ্ন ঈর্ষায় ক্ষতবিক্ষত হবার আগে, আমি উড়ে চলে যেতে চাই দূরে, আরও দূরে।

হেনরীটা ॥ (হাত বাড়িয়ে দিলে।) না, না, তুমি স্বপ্ন দেখছো না। আমায় স্পর্শ করো তাহলেই বুঝতে পারবে।

মর্উরিস ॥ না, আজ আর এটা স্বপ্ন নয়। কিন্তু এটাই আমার স্বপ্ন ছিলো ...শোনো, আমি যখন একজন অতিগরীব তরুণ যুবক ছিলাম, নিচের ঐ অরণ্যে আপন মনে ভ্রমণ করতাম আর ওপরের দিকে এই প্যাভিলিয়নের দিকে তাকিয়ে থাকতাম, আমার কাছে তখন মনে হতো এই প্যাভিলিয়ন যেন রূপকথার প্রাসাদ। আর আমার কল্পনায় ঝুলবারান্দা ও ঝকমকে বড়ো বড়ো ঝালর টাঙানো এই কক্ষটিকে মনে হতো চূড়ান্ত আনন্দের নিকেতন। এই নিষিদ্ধ প্রাসাদে আমার প্রিয়াকে সঙ্গে নিয়ে প্রবেশ এবং শামাদানে মোমবাতি জ্বলা যখনও শেষ হয় নি, এমনি এক আলো-আঁধারি মুহূর্তে, এখানে বসে সূর্য-ওঠা অবলোকন করা আমার তরুণ বয়সের সবচেয়ে দুঃসাহসী স্বপ্ন ছিলো। একদা যা স্বপ্ন ছিলো আজ তা বাস্তবে রূপান্তরিত হয়েছে। আমার জীবনের কাছে আমার আর কিছুই

চাওয়ার নেই। এসো আমরা দুজনা এখন এক সঙ্গে মৃত্যু বরণ করি—কি, রাজী আছো ?

হেনরীটা ॥ না। তুমি পাগল। আমি এখন বেঁচে থেকে জীবন উপভোগ করতে চাই।

মর্উরিস ॥ (চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালো।) বেঁচে থাকা মানেই দুঃখ ভোগ করা। বাস্তবকে এখন আমাদের মুকাবিলা করতে হবে। সিঁড়িতে আমি তার পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি...হয়রানি আর উৎকণ্ঠায় সে জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে—হাঁপাচ্ছে। তার জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হারিয়ে যাওয়াতে নিদারুণ যন্ত্রণা তার হৃদয়কে পিষে চূর্ণ করে দিচ্ছে। এডোলফ এখানে, এই বাড়ীতেই রয়েছে—আমার এ কথা কি তুমি বিশ্বাস করো ? এক মিনিটের মধ্যেই তুমি দেখতে পাবে সে এই ঘরের ভেতর দাঁড়িয়ে আছে।

হেনরীটা ॥ (অশোয়াস্তি বোধ করে বললে—) তাকে নিমন্তন্ন করার কথাটা চিন্তা করা চরম বোকামি হয়েছে। আমরা তাকে নেমন্তন্ন করেছি সেজন্য সত্যি আমি দুঃখিত। এখন দেখাই যাক্ তেমার পূর্ববোধ সত্যে পরিণত হয় কি-না ?

মর্উরিস ॥ অবশ্য আমি স্বীকার করি, এ ধরনের ব্যাপারে মানুষের ভুল হতে পারে।...মানুষের মন বদলাতে পারে।

(একটি ট্রে-তে একটি ভিজিটিং কার্ড সমেত হোটেলের একজন পরিচারিকার প্রবেশ।)

মর্উরিস ॥ (মর্উরিস ট্রে থেকে কার্ডখানা তুলে নিজ মনে মনে নামটা পড়লো।) ভদ্রলোককে ভেতরে আসতে বলো। (হেনরীটাকে বললে—) আমাদের দুঃখিত হওয়া ছাড়া কিছুই আর করণীয় নেই।

হেনরীটা ॥ এতো দেরিতে দুঃখিত হয়ে লাভ কি ?...যতো সব...

(এডোলফের প্রবেশ। তার চোখ কোটরাগত, চেহারা অত্যন্ত ফ্যাকাশে।)

মর্উরিস ॥ এসো, এসো। কাল সন্ধ্যায় কোথায় ছিলে ?

এডোলফ ॥ হোটেল দ্য অ্যাব্রেটস-এ তোমার সন্ধানে গিয়েছিলাম। আমি সেখানে তোমার জন্য পুরো এক ঘণ্টা অপেক্ষা করেছি।

মর্উরিস ॥ অর্থাৎ তুমি ভুল জায়গায় সন্ধান করেছো। আমরা তোমার জন্য অওবার্জ দ্য আদ্রেটস-এ বেশ কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করেছি। আর, এই তো দেখছো, তোমার জন্য এখনও অপেক্ষা করছি।

এডোলফ ॥ (তার মনের ভার অপসারিত হলো।) হায় ভগবান, তাই তো বলি ...

হেনরীটা ॥ গুড মর্নিং এডোলফ। তুমি দুর্ভাগ্যের পাখি এবং সব সময়ে বৃথা নিজেকে যন্ত্রণায় দগ্ধ করো। আমার ধারণা, তুমি জানো আমরা তোমার সাহচর্য এড়াতে চেয়েছিলাম। আমরা অবশ্য তোমায় খবর পাঠিয়েছি—তোমাকে এখানে আসতে বলেছি, কিন্তু আমার ধারণা, তুমি মনে মনে স্পষ্ট বুঝতে পেরেছো, তুমি অনাবশ্যক।

এডোলফ ॥ আমায় ক্ষমা করো। আমি ভুল করেছি। বড্ডো ভুল হয়ে গেছে। আমার জীবনের অতি ভয়ঙ্কর রাত হিসাবে আজকের এই রাতটা আমার কেটেছে। (তারা সবাই বসলো। একটা অশোয়াস্তিকর নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগলো।)

হেনরীটা ॥ (এডোলফকে বললে—) মর্উরিসের এই বিরাট সাফল্যের জন্য তুমি তাকে অভিনন্দন জানাবে না?

এডোলফ ॥ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই...এটা যে তোমার একটা বিরাট সাফল্য তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ সম্পর্কে কোন প্রশ্নই ওঠে না। যারা তোমার কুৎসা রটনা করে বেড়ায় তারাও এই সাফল্যকে অস্বীকার করতে পারবে না। তুমি সবারই ওপর টেক্কা দিয়েছো। তোমার সামনে এখন আমার নিজেকে ক্ষুদ্র মনে হচ্ছে।

মর্উরিস ॥ বাজে বকো না...এডোলফকে এক গ্লাস মদ ঢেলে দাও, হেনরীটা।

এডোলফ ॥ না, থাক্—ধন্যবাদ। আমায় মদ ঢেলে দিতে হবে না—এখন কিছু খাবো না।

হেনরীটা ॥ তোমার ব্যাপার কি? কী হয়েছে? তোমার কি অসুখ করেছে?

এডোলফ ॥ না। তবে অসুখে পড়তে আর বেশী দেরিও নেই।

হেনরীটা ॥ তোমার চোখ...

এডোলফ ॥ কেন, চোখে কী হয়েছে?

মর্উরিস ॥ কাল রাতে ম্যাডাম ক্যাথেরিন-এর ওখানে কেমন জমলো? ওঁরা আমার ওপর রাগ করেছেন, তাই না?

এডোলফ ॥ না, না—তোমার ওপর কেউ-ই রাগ করে নি। কিন্তু তোমার অনুপস্থিতি এমন একটা বিষণ্ণ আবহওয়া সৃষ্টি করেছিলো যে, আমি বড়ই অশান্তি বোধ করেছিলাম। তুমি আমায় বিশ্বাস করো, কেউ-ই রাগ করে নি। বন্ধুরা অবুঝ নয়, তারা বোঝে...তাদের ফাঁকি দিয়ে তোমার পালানোকে তারা সহানুভূতিপূর্ণ ও ক্ষমাশীল দৃষ্টিতে দেখেছে—তারা কিছু মনে করে নি। ম্যাডাম ক্যাথেরিন তোমার সাফাই গেয়েছেন এবং তোমার স্বাস্থ্য কামনা করে মদও খাওয়া হয়েছে; আর সে-অনুষ্ঠানটির তিনি-ই ছিলেন প্রস্তাবক। তোমার সাফল্যে ম্যাডাম ক্যাথেরিনের

ওখানকার মজলিসের আমরা সবাই খুশী হয়েছি—এতো খুশী হয়েছি যে, আমরা সেখানে যারা উপস্থিত ছিলাম এ সাফল্য যেন তাদেরই একজনার।

হেনরীটা ॥ ভেবে দেখো, কী চমৎকার লোক...একবার চিন্তা করে দেখো, কতো ভালো সব বন্ধু তুমি পেয়েছো।

মউরিস ॥ আমার পাবার যতটুকু যোগ্যতা তার চেয়ে ঢের বেশী ভালো।

হেনরীটা ॥ ভুল বলছো। নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী মানুষ বন্ধু পায়—কারুরই এমন কোন বন্ধু থাকতে পারে না যাকে বন্ধু হিসেবে পাবার তার যোগ্যতা নেই। আর, তুমি সেই প্রকৃতির মানুষ যারা মানুষকে বন্ধু হিসেবে আকর্ষণ করে।...আকাশে বাতাসে সর্বত্র কি তুমি এ ব্যাপারটা অনুভব করছো না?—তুমি কি অনুভব করছো না, তোমার উদ্দেশ্যে আজকের নিবেদিত সকল চিন্তা এবং শুভেচ্ছার বাণীগুলি হাজার হাজার হৃদয় থেকে নিঃসৃত?

(মউরিস তার ভাবাবেগ গোপন করার জন্য চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালো।)

এডোলফ ॥ যে-বিকট নিশাস্বপ্ন বংশপরম্পরায় তাদের পিষে মেরেছে, তুমি তার কবল থেকে তাদের উদ্ধার করেছো। মনুষ্য জাতির নামে কলঙ্ক রটনা করা হয়েছিলো, সেই কলঙ্ক অপসারণ করে তুমি মনুষ্য জাতির পুনর্বাসন করেছো। সুতরাং গোটা মনুষ্য জাতি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ—তারা চিরঋণী। আজ আবার আমরা আমাদের মাথা তুলে দাঁড়িয়ে বলতে পারি, "তাকিয়ে দেখো, আমাদের সম্পর্কে তোমরা যে-ধারণা পোষণ করো আদতে তার চাইতে আমরা অধিকতর সুনামের অধিকারী।" আর, এই চিন্তা মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করে আমাদের প্রফুল্ল করেছে।

(হেনরীটা তার ভাবাবেগ গোপন করতে চেষ্টা করলে।)

এডোলফ ॥ মউরিস, আমি এখানে অনধিকার প্রবেশ করে হয়তো তোমায় বিরক্ত করছি; কিন্তু তোমার কাছে আমার অনুরোধ, তোমার সাফল্য-সূর্যের আলোকরশ্মির তাপে আমার ঠাণ্ডা দেহটাকে কিছুক্ষণের জন্য গরম করে নেবার অধিকার তুমি আমায় দাও; তারপর আমি চলে যাবো।

মউরিস ॥ চলে যাবে কেন? তুমি তো এই মাত্র এলে।

এডোলফ ॥ কেন চলে যাবো, জিজ্ঞেস করছো? কারণ, যা আমার না-দেখাই ভালো ছিলো, আমি স্বচক্ষে তাই দেখলাম। কেন চলে যাবো? কারণ, আমার পালা শেষ হয়ে গেছে। (নীরবতা।) তুমি আমায় এখানে ডেকে পাঠিয়েছো, আমি মনে করি, এতে তুমি সুবিবেচকের মতই কাজ করেছো। যে-ঘটনা ঘটেছে, তুমি খোলা মনে আমাকে তা জানবার সুযোগ দিয়েছো।

শঠতার চেয়ে এই খোলা মনের আঘাত কম পীড়াদায়ক। মর্ভারিস, শোনো, মনুষ্য জাতি সম্পর্কে আমি খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করি। আর, আমার এ ধারণার জন্য তোমার কাছে আমি ঋণী। মর্ভারিস, এ তোমারই দান—তুমি-ই শিখিয়েছো। (নীরবতা।) কিন্তু বন্ধু শোনো, সেইন্ট জারমেইন গির্জার পাশ দিয়ে মিনিট কয়েক আগে যখন আমি আসছিলাম, একজন মহিলা এবং একটি ছোট্ট মেয়েকে সেখানে দেখলাম। আমি চাই নে, তুমি তাদের সঙ্গে আর দেখা করো। কারণ, যা ঘটে গেছে তা আর পাল্টাবার নয়। কিন্তু তোমার আশ্রয় থেকে তাড়িয়ে দিয়ে এই বিরাট শহরে তাদের পথে বসানোর পূর্বে যদি তুমি তোমার চিন্তা এবং তোমার মনের কথা তাদের কাছে ব্যক্ত করতে, তাহলে তুমি তোমার সৌভাগ্যকে স্বচ্ছ বিবেক নিয়ে, নির্মল মনে এখন উপভোগ করতে পারতে।...যাক্, আমি এখন চললাম...

হেনরীটা ॥ কেন? যেতে চাচ্ছো কেন?

এডোলফ ॥ তুমিও এ প্রশ্ন করছো? কেন যেতে চাই, আমার মুখ থেকে শুনতে চাও?

হেনরীটা ॥ না, আমি শুনতে চাই না।

এডোলফ ॥ তা হলে চলি—গুডবাই (প্রস্থান)

মর্ভারিস ॥ স্বর্গ থেকে ঈভ্-এর পতন।...এবং অবলোকন করো, তাঁরা পরস্পরের নগ্নতা দেখতে পেলেন...

হেনরীটা ॥ আমরা যে-দৃশ্যটি দেখার কল্পনা করেছিলাম তা রূপান্তরিত হলো সম্পূর্ণ এক ভিন্নতর দৃশ্যে...এডোলফ আমাদের চেয়ে উচ্চতর স্তরের লোক।

মর্ভারিস ॥ আমার ধারণা, বর্তমান মুহূর্তে সারা দুনিয়ার মানুষ আমাদের চেয়ে উচ্চতর স্তরের।

হেনরীটা ॥ লক্ষ্য করেছো, মেঘের আড়ালে সূর্য মুখ লুকোচ্ছে আর গাছগুলো তাদের গোলাপী আভা হারিয়ে ফেলেছে?

মর্ভারিস ॥ হ্যাঁ তাইতো দেখছি...আর ঐ পুকুরের নীল পানি কালো রংয়ে রূপান্তরিত হয়েছে। চলো, আমরা উড়ে চলে যাই সেই দেশে যেখানকার আকাশ চিরটাকাল নীল আর গাছগুলো সব সময়েই সবুজ।

হেনরীটা ॥ হ্যাঁ, তাই চলো...আর দেরি না করে, কারো কাছে বিদায় না নিয়ে চলো...আমরা চলে যাই...

মর্ভারিস ॥ না, তা হয় না। না, না—সবাইকে বলে কয়ে যেতে হবে—বিদায় নিতে হবে।

হেনরীটা ॥ আমরা উড়বো—উড়ে চলে যাবো। তুমি আমায় দান করেছো উড়বার ডানা—কিন্তু তোমার পা দুখানা কাদার তৈরী। আমি ঈর্ষাপরায়ণ মেয়ে নই। কিন্তু তুমি যদি বিদায় নেয়ার জন্য অপেক্ষা করো এবং দু'জোড়া হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরার জন্য তোমার গলা যদি এগিয়ে দাও তা হলে তুমি কিছুতেই সেই হাতের বন্ধন ছিঁড়ে আর নিজেকে মুক্ত করতে পারবে না।

মর্টারস ॥ তোমার কথা হয়তো ঠিক। কিন্তু দু' জোড়া হাত নয়, আমাকে এখানে ধরে রাখার জন্য প্রয়োজন মাত্র এক জোড়া ছোট্ট হাত।

হেনরীটা ॥ অর্থাৎ তুমি বলতে চাও, ঐ ছোট্ট মেয়েটিই তোমার বন্ধন—স্ত্রীলোকটি নয়।

মর্টারস ॥ হ্যাঁ ঐ ছোট্ট সন্তানটি।

হেনরীটা ॥ সন্তান। অন্য একটি স্ত্রীলোকের সন্তান? আর তার জন্য দুঃখ ভোগ করতে হবে আমাকে? কেন, কি কারণে ঐ বাচ্চা মেয়েটি আমার পথ রোধ করে দাঁড়াবে? কেন? কেন? আমি তাকে আমার পথ রোধ করতে দেবো না—কিছুতেই দেবো না।

মর্টারস ॥ ঠিকই তো, কেন সে পথের বাধা হয়ে দাঁড়াবে? সে যদি জন্মগ্রহণ না করতো কতো ভালো হতো—কোন ঝঞ্ঝাটই থাকতো না...

হেনরীটা ॥ (উত্তেজিতভাবে পায়চারি করতে লাগলো।) ঠিক বলেছো—কিন্তু সে জন্মগ্রহণ করেছে। পথের মাঝখানে যেন একটা থাম দাঁড়িয়ে রয়েছে, যেন একটা অনড় পাহাড়, চলমান গাড়ীকে উলটে না ফেলে ছাড়বে না...

মর্টারস ॥ গাড়ী নয়, জয়োৎসবের রথ। যে-গাধাটি রথ টানছিলো, চালক তাকে তাড়িয়ে তাড়িয়ে যমের মুখে ঠেলে দিয়েছে কিন্তু পথের বাধা, পাহাড়টা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে...জাহান্নামে যাক্ (নীরবতা)

হেনরীটা ॥ সব আশা পণ্ড।

মর্টারস ॥ শোনো, আমাদের বিয়ে করতে হবে। তখন আমাদের সন্তান এই বাচ্চার স্মৃতিকে আমাদের মন থেকে মুছে দিবে।

হেনরীটা ॥ তার সন্তানের মোকাবিলা করতে হবে আমাদের সন্তানকে?... একেবারে খতম করে দিতে হবে।

মর্টারস ॥ খতম করে দিতে হবে? তুমি জানো, কী বলছো তুমি?

হেনরীটা ॥ (ঘুরে দাঁড়ালো) তোমার সন্তান আমাদের প্রেমকে ধ্বংস করবে।

মর্টারস ॥ না, প্রিয়া...আমাদের চলার পথে যে-কোন বাধাই আসুক না কেন, আমাদের প্রেম তাকে ঘায়েল করবে। দুনিয়ার কোন কিছুই আমাদের প্রেমকে ধ্বংস করতে পারবে না...

হেনরীটা ॥ [উনানের উপরিস্থ তাক (mantel piece) থেকে এক প্যাকেট তাস হাতে তুলে নিলে। তারপর তাস কাটা শুরু করলে] মর্ভারিস, তাকিয়ে দেখ। রুইতনের গোলা। শিরশ্ছেদ যন্ত্র—গীলোটীন। আচ্ছা একথা কি সত্যি, আমাদের অদৃষ্ট পূর্বাহ্নেই নির্দিষ্ট? নিয়তিই স্থির করে দেয় আমাদের চিন্তার মোড়-বদল, আমাদের যাবতীয় চিন্তাকে তারই ইচ্ছানুযায়ী সে চালিত করে, কোন হস্তক্ষেপ অথবা বাধার কাছে সে হার মানে না; মর্ভারিস, এসব কি সত্যি? না, আমি হাল ছেড়ে দিতে রাজী নই। নিজেকে আমি কিছুতেই ফাঁদে আটকাতে দেবো না। মর্ভারিস, তুমি জানো না, আমার অপরাধ যদি প্রকাশ পায়, গিলোটীনে আমার শিরশ্ছেদ অনিবার্য।

মর্ভারিস ॥ কী অপরাধ করেছো, আমায় বলো হেনরীটা—আমার কাছে বলার এই তো উপযুক্ত সময়।

হেনরীটা ॥ না, বলবো না। আমি সেই অপরাধের কথা মনে করে শুধু অনুতাপে দগ্ধ হবার জন্যই বেঁচে থাকবো আর তুমি করবে আমায় ঘৃণা—এই আমার জীবন। না, না, বলবো না, বলতে পারবো না...তুমি কি কখনও শোনো নি, ঘৃণা হত্যা করতে প্রলুব্ধ করে?—শোনো, আমার বাবা সারাটা জীবন তাঁর ছেলে মেয়ে এবং আমার মায়ের ঘৃণায় ঘৃণায় এমন জর্জরিত হয়েছিলেন যে ধীরে ধীরে তিনি একেবারে নিঃশেষিত হয়ে গেলেন; ঠিক যেমন আগুনের সামনে মোম রাখলে গলে গলে শেষ হয়ে যায়।—ভগবান। ভগবান রক্ষা করো,—মর্ভারিস, এসো আমরা অন্য কোন কথা আলোচনা করি। আর সবচেয়ে বড়ো কথা হচ্ছে, চলো এখান থেকে আমরা পালিয়ে যাই। এখানকার বাতাস বিষাক্ত...তোমার শিরোমাল্যের ফুল-পাতা আগামী কাল শুকিয়ে যাবে, তোমার এই পরম বিজয় বিস্মৃতির গহ্বরে মুখ লুকোবে আর এই সপ্তাহ শেষ হবার আগেই আর একজন বিজয়ী আর-একজন নতুন বীর জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, তাদের পূজো পাবে। চলো, এখান থেকে আমরা পালিয়ে যাই এবং নতুনতর একটা কিছু বিজয়ের চেষ্টা করি। ...কিন্তু আর দেরি নয়, মর্ভারিস, এখন তোমার প্রথম কর্তব্য হচ্ছে তোমার সন্তানের কাছে ছুটে গিয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে শেষ আদর করা এবং আপাততঃ তার কি কি প্রয়োজন, খোঁজখবর নিয়ে তার একটা ব্যবস্থা করা। তার মায়ের সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ করার দরকার নেই।

মর্ভারিস ॥ খুকীর জন্য তোমার এই ভাবনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা জানাই। এ থেকে প্রমাণিত হয় হৃদয় নামক বস্তুটি তোমার রয়েছে—আর তার ফলে

তোমার প্রতি আমার প্রেম বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে। নিজের সম্পর্কে তুমি নিজে যা-ই বলো না কেন, তুমি সত্যিকার হৃদয়বান।

হেনরীটা ॥ তোমার শ্বশুরীর কাছে গিয়ে সেখানকার কাজ শেষ করার পর, সোজা কাফে-তে চলে যাবে আর তোমার বন্ধুবান্ধব আর সেই বৃদ্ধা ভদ্রমহিলার কাছ থেকে বিদায় নেবে। কোন কাজ বাকি রেখো না—হাতের সব কাজ শেষ করে চলে আসবে। আমি চাইনে, আমাদের সফরে তুমি মনমরা হয়ে থাকো।

মর্উরিস ॥ রওয়ানা হবার আগে আমার যা যা করণীয় সব কিছুর ব্যবস্থা আমি করবো। আজ রাতে স্টেশনে আমরা মিলিত হবো।

হেনরীটা ॥ বেশ—তারপর প্যারী থেকে দূরে, বহু দূরে আমরা চলে যাবো—চলে যাবো...উত্তাল সমুদ্রে আর আকাশের ঐ সূর্যে।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(কাফে। গ্যাসের বাতি জ্বলছে। ম্যাডাম ক্যাথেরিন হোটেলের নাস্তা খাবার ঘরে (buffet) বসে আছেন। এডোলফ বসেছেন তাঁরই পাশে অন্য একটা টেবিলে।)

ম্যাডাম ক্যাথেরিন ॥ মসিঁয়্যা এডোলফ, দেখলেন তো, ঠিক এমনই ঘটে—এটাই দুনিয়ার রীতি। কিন্তু আপনারা—এই তরুণ যুবকরা —আপনারা জীবনের কাছে বড়ো বেশী কামনা করেন। তাই আপনাদের জীবনে দেখা দেয় হতাশা। তখন আপনারা অভিযোগ করতে শুরু করেন।

এডোলফ ॥ না—আমার অভিযোগ ঠিক তা নয়, তাদের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই এবং তাদের দু'জনাকেই আমি এখনো ভালোবাসি। কিন্তু এই ধরনের ব্যাপার আমার কাছে বড়ই বিরক্তিকর। শুনুন, মর্উরিসকে আমি খুবই ভালোবাসতাম, এতো ভালোবাসতাম যে, তাকে সুখী করার জন্য হ্যানো কাজ নেই যা আমি করতে পারতাম না। আর, আমি তাকে আজ হারালাম—হেনরীটাকে হারানোর চাইতে মর্উরিসকে হারানোর ব্যথা আমার বুকে অনেক বেশী বেজেছে। আমি তাদের দু'জনাকেই হারিয়েছি, তাই আমার এ নিঃসঙ্গতা খুবই বেদনাদায়ক। তাছাড়া ব্যাপারটার

ভেতরের পুরো রহস্যটা এখনও আমি ঠিকমতো অনুধাবন করে উঠতে পারছি নে।

ক্যাথেরিন ॥ ঐ এক কথা নিয়ে অতো বেশী চিন্তা করা উচিত নয়। কোন একটা কাজে মন দিন, মনটাকে ভিন্নমুখী করতে চেষ্টা করুন। ভালো কথা, আপনি কি কখনও গির্জায় যান না ?

এডোলফ ॥ গির্জায় গিয়ে কী করবো আমি ?

ক্যাথেরিন ॥ বলেন কি ! সেখানে অনেক কিছু দেখার আছে। সেখানে গান গাওয়া হয়। আর, সেই গান আপনার মনকে গতানুগতিকতা এবং স্থূল বাস্তব থেকে দূরে অন্য জগতে নিয়ে যায়।

এডোলফ ॥ ধর্মপুত্রদের দলভুক্ত আমি নই—আমার মধ্যে ভক্তি বলে কোন পদার্থ নেই। ম্যাডাম ক্যাথেরিন, আপনি অবশ্যই জানেন, বিশ্বাস ঈশ্বরের দান। কিন্তু ঐ দান আমার ভাগ্যে জোটে নি।

ক্যাথেরিন ॥ বেশ, তাহলে প্রতীক্ষা করুন এবং যে-দান আপনি পান নি, আপনি তা পাবেন। —কিন্তু, আজকে আমি যে-সব কথা শুনলাম, তা কি সত্যি ? আপনি নাকি আপনার আঁকা ছবি লন্ডনে বেশ একটা মোটা অঙ্কের টাকায় বিক্রি করেছেন এবং প্রথম পুরস্কারও পেয়েছেন ?

এডোলফ ॥ হ্যাঁ, সত্যি।

ক্যাথেরিন ॥ হায় ভগবান—আর, এ সম্পর্কে একটি কথাও আপনি বললেন না ?

এডোলফ ॥ আমি জীবনের সাফল্যকে ভয় করি। তাছাড়া, আমার কাছে এখন এ ব্যাপারটার কোনই মূল্য নেই। ভূতকে মানুষ যেমন ভয় করে, তেমনি আমিও সাফল্যকে ভীষণ ভয় করি। আপনি যদি বলেন, আমি ভূত দেখেছি, অমনি আপনার ওপর দুর্ভাগ্য ভর করবে।

ক্যাথেরিন ॥ আপনি এক অদ্ভুত লোক —চিরটাকাল একই রকম থেকে গেলেন।

এডোলফ ॥ ম্যাডাম, সাফল্যের পায়ে পায়ে হরেক রকম দুর্ভাগ্যকে ধাওয়া করে আসতে আমি দেখেছি। এবং আমি জীবনে এই অভিজ্ঞতা লাভ করেছি—সত্যিকার বন্ধুর পরিচয় পাওয়া যায় দুর্দিনে, আর, যখন কোন মানুষের জীবনে সাফল্য আসে, যখন তার জীবনে সুদিন দেখা দেয়, তখন জোটে যতো সব কপট বন্ধু। আপনি আমাকে একটু আগে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কখনো গির্জায় গিয়েছি কি-না। আপনার প্রশ্নের জবাবে আমি সরাসরি হাঁ কিংবা না বলি নি, প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে জবাবে অন্য কথা বলেছি। শুনুন, আজ সকালে আমি সেইন্ট জারমেইন-এ গিয়েছিলাম, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, কেন যে গিয়েছিলাম তা আমি নিজেই জানি নে। খুব সম্ভব আমি মনে মনে কোন একজনার সন্ধান করছিলাম যাকে আমি নিরিবিলি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে পারি—কিন্তু কাউকে সেখানে

খুঁজে পেলাম না। অগত্যা, গরীবদের জন্য দান সংগ্রহের যে-বাক্স সেখানে রয়েছে, একটি স্বর্ণমুদ্রা সেই বাক্সে ফেলে দিয়ে চলে এলাম। আমার গির্জায় যাওয়ার বৃত্তান্তটা শুনলেন তো। আর, স্বর্ণমুদ্রাটা কিন্তু আমি স্রেফ নিয়ম রক্ষার্থে দান করেছি—ওর পেছনে আর কিছু নেই।

ক্যাথেরিন ॥ না, না, তা নয়—ওর একটা গভীর তাৎপর্য আছে বৈকি। আপনি সহৃদয়, তাই আপনার জীবনের সাফল্যের মুহূর্তে গরীবদের কথা স্মরণ করেছেন।

এড়োলফ ॥ না, না, ও-সব কিছু নয়। একটি স্বর্ণমুদ্রা বাক্সটায় না ফেলে পারলাম না, তাই ফেলে দিলাম। কিন্তু আর একটা ঘটনা ঘটেছে। মউরিস-এর বান্ধবী জিন্নী আর তার বাচ্চা মেয়েটিকে গির্জায় দেখলাম। বিজয়ী বীরের রথের চাকা তাদের দু'জনার ওপর দিয়ে ছুটে চলে গেছে আর তারা চাকার পেষণে চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছে। মা এবং মেয়ের মুখ দেখে মনে হলো, তারা দু'জনাই তাদের এই রূঢ় বাস্তবের আঘাতজনিত দুর্দশার সমুদয় তাৎপর্য পুরোপুরি অনুধাবন করতে পেরেছে।

ক্যাথেরিন ॥ শুনুন, আমি ঠিক বুঝতে পারি নে আপনাদের অর্থাৎ এ কালের ছেলেদের বিবেকটা কী ধরনের। ...মঁসিয়্যা মউরিসের মতো একজন দয়ালু, সচেতন এবং স্পর্শকাতর মানুষের পক্ষে অকস্মাৎ তাঁর নাগরী এবং তাঁর সন্তানকে পরিত্যাগ করা—এ ব্যাপারটা আপনি কি করে ব্যাখ্যা করবেন, বলুন তো।

এড়োলফ ॥ ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। আমার সন্দেহ হয়, সে কি করেছে তা সে নিজেই জানে না। আজ সকালে মউরিস আর হেনরীটা, তাদের দু'জনার সাথেই আমার দেখা হয়েছে। তাদের হাবভাব দেখে আর কথাবার্তা শুনে মনে হলো, সম্পূর্ণ ব্যাপারটা তাদের দৃষ্টিতে যেন সঙ্গত এবং স্বাভাবিক—যে-কাণ্ডটা তারা ঘটিয়েছে তা বাদ দিয়ে অন্য কিছু করা যেন তাদের পক্ষে সম্ভবই ছিলো না। আদ্যন্ত নিরীহ ও নিরপরাধ ব্যক্তিদের মতো এমন সরল ব্যবহার তারা করলে যেন একটা সৎ কাজ করেছে—যেন একটা পবিত্র দায়িত্ব পালন করেছে। ম্যাডাম ক্যাথেরিন, দুনিয়ায় এমন অনেক ব্যাপার আছে যার আমরা কোন হদিস করতে পারি নে। এবং সেইজন্যই বিচারকের আসনে বসে কারো বিচার করা আমাদের উচিত নয়। সম্পূর্ণ ব্যাপারটার কী করে সূচনা হলো, আপনার তা অজানা নয়। বিপদটা সম্পর্কে মউরিসের মনে বরাবরই আশঙ্কা ছিলো; আমিও আন্দাজ করেছিলাম। তাদের দু'জনার যাতে সাক্ষাৎ না হয়, আমি তার চেষ্টা করেছি। মউরিসও আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছে তাকে এড়িয়ে চলতে। কিন্তু সব চেষ্টাই বিফলে গেলো। যা ঘটলো তা দেখে-

শুনে মনে হয় যেন কোন অদৃশ্য শক্তি মাকড়সার জালের মতো একটি ষড়যন্ত্রের জাল বুনেছে এবং কৌশলে পরস্পরকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে ঐ জালে নিক্ষেপ করে আটকে দিয়েছে। এ ব্যাপারে আমার দৃষ্টিটা হয়তো পক্ষপাতদুষ্ট। তবু আমি বিনা দ্বিধায় বলবো : তারা নির্দোষ।

ক্যাথেরিন ॥ এবং আমিও বিনা দ্বিধায় বলবো : আপনার মতো এতো ভদ্র এবং এমন সরাসরি যে-লোক ক্ষমা করতে পারেন, তিনি নিঃসন্দেহে একজন সত্যিকার ধার্মিক।

এডোলফ ॥ হায় ভগবান। আপনি বুঝি বলতে চান, আমি নিজে জানি সে বটে, তবে আমি একজন সত্যিকার ধার্মিক।

ক্যাথেরিন ॥ কোন মন্দ কাজ করার জন্য যে-লোক নিজেকে চালিত অথবা প্রলুব্ধ হতে দেয়, যেমন দিয়েছেন মঁসিয়্যা মর্ভারিস—এটা দুর্বলতার চিহ্ন, মন্দলোকের লক্ষণ। যদি কোন লোক মনে করে, প্রলোভনকে মোকাবিলা করতে সে অপারগ, অন্যের কাছে তার সাহায্য চাওয়া উচিত। এবং সাহায্য সে পাবেও। কিন্তু তিনি সাহায্য চান নি। তিনি উদ্ধত... কে? উনি কে আসছেন? — মনে হচ্ছে যেন গির্জার যাজক আসছেন...

এডোলফ ॥ উনি এখানে কি করতে আসছেন?

যাজক ॥ (প্রবেশ) গুড ইভেনিং ম্যাডাম...গুড ইভেনিং মঁসিয়্যা।

ক্যাথেরিন ॥ যাজক মশায়, বলুন, আপনার জন্য আমি কি করতে পারি।

যাজক ॥ আজ কি মর্ভারিসকে—নাট্যকার মর্ভারিসকে এখানে দেখেছেন?

ক্যাথেরিন ॥ না, আজ দেখি নি। তাঁর নাটক অভিনীত হচ্ছে—সম্ভবতঃ তিনি থিয়েটার হলে ব্যস্ত আছেন।

যাজক ॥ আমি একটা...আমি তাঁর কাছে একটা দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছি... একাধিক কারণে এটা একটা অতীব দুঃসংবাদ।

ক্যাথেরিন ॥ আপনাকে কি আমি জিজ্ঞেস করতে পারি দুঃসংবাদটা কী?

যাজক ॥ হ্যাঁ, তা পারেন বৈকি। এটা আর এখন গোপন নেই। মর্ভারিসের মেয়ে—অবিবাহিত জাঁন্নির গর্ভজাত—মর্ভারিসের মেয়েটি মারা গেছে।

এডোলফ ॥ ম্যারিয়ন মারা গেছে?

যাজক ॥ হ্যাঁ। আজ দুপুরের কিছুক্ষণ আগে হঠাৎ সে মারা গেছে। অসুখ-বিসুখ কিচ্ছু নেই—হঠাৎ।

ক্যাথেরিন ॥ ঈশ্বর, তোমার রহস্য কে বুঝতে পারে?

যাজক ॥ সন্তানহারা মায়ের এই শোক —এই দুঃসময়ে মঁসিয়্যা মর্ভারিসের জাঁন্নির কাছে উপস্থিত থাকা দরকার। তিনি এখন কোথায় আছেন আমাদের খুঁজে বের করতেই হবে। গোপনে আপনাদের একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। আচ্ছা বলুন তো, মঁসিয়্যা মর্ভারিস তাঁর এই

মেয়েটিকে কি ভালোবাসতেন ? মেয়েটিকে বুঝি তিনি দেখতে পারতেন না, তাই না, ? কি বলেন ?

ক্যাথেরিন ॥ তাঁর মেয়েকে তিনি ভালোবাসতেন কি না, জিজ্ঞেস করছেন। কী যে বলেন, যাজক মশায়। আমরা সবাই জানি, ম্যারিয়নকে তিনি জান দিয়ে ভালোবাসতেন।

এডোলফ ॥ বুঝেলেন যাজক মশায়, উঁনি যা বলছেন খাঁটি সত্যি কথা—জান দিয়ে ভালোবাসতো।

যাজক ॥ শুনে খুব খুশী হলাম। এখন ব্যাপারটা আমার কাছে অনেকটা পরিষ্কার হলো।

ক্যাথেরিন ॥ ম্যারিয়নের মৃত্যুর ব্যাপারে কাউকে সন্দেহ করার কিছু আছে না কি ?

যাজক ॥ হ্যাঁ, সন্দেহ করার আছে বৈকি। এমন কি, তাঁদের পাড়ায় গুজব রটেছে, কোন একজন অচেনা মেয়েমানুষের সাথে পালিয়ে যাবার মতলবে তিনি নাকি নিজের মেয়েকে আর মেয়ের মাকে ত্যাগ করেছেন। আর, কয়েক ঘন্টার মধ্যেই গুজবটা রূপান্তরিত হয়ে স্পষ্ট একটা অভিযোগে পরিণত হয়েছে। আর তাঁর পাড়াপড়শীর বিক্ষোভ এমন চরমে উঠেছে যে, তাঁর জীবনই বিপদাপন্ন—লোকজন বলাবলি করছে, তিনিই হত্যাকারী।

ক্যাথেরিন ॥ (এডোলফকে লক্ষ্য করে বললেন—) ভালো এবং মন্দ—এ দু'য়ের পার্থক্য মানুষ যখন বিচার করতে পারে না, এবং মানুষ যখন পাপে মজে, পাপে গা ঢেলে দেয় তখন তার পরিণাম কী ঘটে, চোখের সামনে সব দেখছেন তো। ঈশ্বর রেহাই দেন না, তিনি শাস্তি দেন...হ্যাঁ, সত্যি শাস্তি দেন।

যাজক ॥ যা হোক, আমি বলতে চাই—আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মঁসিয়ঁ মউরিস এ অভিযোগে নির্দোষ এবং মেয়ের মায়েরও আমারই মতো দৃঢ় বিশ্বাস—তিনি নির্দোষ। কিন্তু পারিপার্শ্বিক ঘটনা তাঁর বিপক্ষে, তাই আমার ভয় হয়, পুলিশের প্রশ্নের মোকাবিলায় নিজেকে নিরপরাধ বলে প্রতিপন্ন করতে তাঁকে বেশ খানিকটা বেগ পেতে হবে।

এডোলফ ॥ পুলিশ মামলাটা কি হাতে নিয়েছে ?

যাজক ॥ হ্যাঁ।—চারদিকে জঘন্য গুজব আর জনতার মারাত্মক বিক্ষোভের হাত থেকে তাঁকে রক্ষা করার জন্য পুলিশ হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হয়েছে। সরকারের কমিশ্যর হয়তো এক্ষুণি আপনাদের এখানে এসে পড়বেন।

ক্যাথেরিন ॥ (এডোলফকে লক্ষ্য করে বললেন—) ভালো ও মন্দ—এ দু'য়ের পার্থক্য মানুষ যখন বিচার করতে পারে না, এবং মানুষ যখন পাপে

গা ঢেলে দেয়, তখন তার পরিণাম কী ঘটে, চোখের সামনে দেখছেন তো॥ ঈশ্বর রেহাই দেন না, তিনি শাস্তি দেন...হ্যা সত্যি তিনি শাস্তি দেন।

এডোলফ ॥ ঈশ্বর তাহলে এই মরজগতের মানুষের চেয়েও বেশী কঠোর।

যাজক ॥ ঈশ্বর সম্পর্কে আপনার জ্ঞান কতটুকু ?

এডোলফ ॥ খুব বেশী নয়, তবে এ যাবৎ যা যা ঘটেছে সবই দেখতে পাচ্ছি।

যাজক ॥ দেখতে তো পাচ্ছেন কিন্তু সবকিছু বুঝে উঠতে পেরেছেন কি ?

এডোলফ ॥ তা হয়তো এখনও পারি নি।

যাজক ॥ আসুন—আরও গভীরভাবে ব্যাপারটা বিবেচনা করে দেখা যাক, তাহলেই...ঐ যে কমিশ্যর এসে পড়েছেন। (জানালার দিকে সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য ইঙ্গিত করলেন।)

কমিশ্যর ॥ (প্রবেশ) মহাশয়রা ... ম্যাডাম ক্যাথেরিন ... আপনাদের সবাইকে কিছুক্ষণের জন্য আমি একটু বিরক্ত করবো—মঁসিয়্যা মর্ডারিস সম্পর্কে আমি আপনাদের কয়েকটি প্রশ্ন করতে চাই। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, তাঁর সম্পর্কে একটা ভয়ংকর গুজব রটেছে, তবে আমার কথা যদি বলেন, আমি ও গুজব বিশ্বাস করিনে।

ক্যাথেরিন ॥ এখানে আমরা যারা উপস্থিত আছি ; আমরাও কেউ বিশ্বাস করি নে।

কমিশ্যর ॥ এতে আমার বিশ্বাসটা আরও দৃঢ় হলো ; কিন্তু তার নিজের স্বার্থেই এ ব্যাপারে আদালতে তাঁর বক্তব্য পেশ করার সুযোগ তাঁকে আমার দেয়া উচিত।

যাজক ॥ ঠিকই বলেছেন...এবং পারিপার্শ্বিক ঘটনা সন্দেহজনক বলে যদি প্রতিপন্ন হয়-ও, আদালতে তিনি নিজেকে অভিযোগ থেকে মুক্ত করার সবরকম সুযোগ পাবেন।

কমিশ্যর ॥ আপাত ঘটনাবলী স্পষ্টতঃ তাঁর বিপক্ষে কিন্তু আমি নিরপরাধ ব্যক্তিকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলোতে দেখেছি—পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়েছে, বেচারা নির্দোষ। মসিয়্যা মর্ডারিসের বিরুদ্ধে এইসব প্রমাণ উপস্থিত করা যেতে পারে : খুকী ম্যারিয়নকে তার মা বাড়ীতে একা রেখে বাইরে গিয়েছিলেন—মা গেলেন বাইরে, বাবা গোপনে এসে মেয়ের সঙ্গে দেখা করলেন। স্পষ্টতঃ তিনি এমন এক মুহূর্তে এলেন যখন তিনি জানতেন মেয়ে বাড়ীতে একা আছে। মিনিট পনেরো পর মা বাড়ীতে ফিরে এলেন, আর, এসে দেখলেন, মেয়ে মারা গেছে। আসামীর দিক থেকে এটা অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতি। শবদেহ ব্যবচ্ছেদ করে আঘাতের কোন চিহ্ন অথবা কোন প্রকার বিষ প্রয়োগের নিদর্শন পাওয়া যায় নি। কিন্তু আজকালের

ডাক্তাররা বলছেন, সম্প্রতি একপ্রকার নতুন বিষ আবিষ্কৃত হয়েছে। মৃত-দেহে যার কোন চিহ্নই থাকে না। আমার কাছে গোটা ব্যাপারটা কাকতালীয় মনে হয়। এ ধরনের ঘটনার অতীত অভিজ্ঞতাও আমার আছে। কিন্তু আরও অন্য ঘটনা আছে এবং তাতে মসিয়্যঁ মর্ভারিসের অবস্থাটা বড়ই শোচনীয় হয়ে পড়ে। গত রাতে মসিয়্যঁ মর্ভারিসকে একজন অচেনা মেয়ে-মানুষের সাথে অওবার্জ দ্য আদ্রেট্‌স-এ দেখা গেছে। সেখানকার পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেছে, তাঁরা দুজনা খুনজখম সম্পর্কে আলাপ করেছেন। তাঁদের আলাপে প্লেস দ্য রোকোট্টে এবং গিলোটীন, এ দুটি শব্দ তাঁদের মুখ থেকে শোনা গেছে। একটি ভদ্র পরিবারের দু'জন সম্ভ্রান্ত প্রেমিক-প্রেমিকার এমন একটি বিষয় নিয়ে আলাপ বড়ই অস্বাভাবিক। যা হোক, এ ব্যাপারটার ওপর তেমন গুরুত্ব না-ও দেয়া যেতে পারে। তবে অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জেনেছি যে, প্রেম-দেবতার উদ্দেশে দু'চার গ্লাস মদ নিবেদন করার পর এবং রাতটা যখন বেশ খানিকটা গভীর হয় তখন মানুষ নিজেদের আত্মার গভীরতম প্রদেশ থেকে আলাপের বিষয়বস্তু খুঁজে বের করে। কিন্তু Bois de Bulogne—বইস দ্য বুলোনের রেস্তোরাঁর পরিচারিকা আজ ভোরে প্রেমিকযুগলের প্রাতরাশকালীন আলাপ সম্পর্কে যে সাক্ষ্য দিয়েছে তাতে তাঁদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ করা হয়েছে। সে তার সাক্ষ্যে বলেছে, কোন একটি শিশুকে যে তাঁরা খতম করতে চান, এ আলাপ সে নিজ কানে শুনেছে। ভদ্রলোকটিকে সে নাকি বলতে শুনেছে: "মেয়েটি যদি জন্মগ্রহণ না করতো, তাহলে আর কোন ঝঞ্ঝাটই থাকতো না।" এ কথার জবাবে মহিলাটি নাকি বলেছেন: "তুমি ঠিকই বলেছো। কিন্তু সে তো জন্মগ্রহণ করেছে।" তারপর এ কথাগুলো বলতে শোনা গেছে: "ভবিষ্যতে আমাদের যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, তাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে ঐ স্ত্রীলোকটির গর্ভ-জাত এই মেয়েটির সঙ্গে। যে-করে হোক, একে খতম করতেই হবে।"—এ কথার পিঠে ভদ্রলোকটি নাকি তেড়ে উঠে বলেছেন: "খতম করতে হবে... ? তুমি জানো কী বলছো তুমি?" তারপর, ভদ্রলোক নাকি বলেছেন, "আমাদের চলার পথে যে-বাধাই আসুক না কেন, আমাদের প্রেম তাকে ঘায়েল করবে।" আর, সবশেষে পরিচারিকা এই শব্দগুলো তাদের মুখে শুনেছে: "রুইতনের গাজা—গিলোটীন—প্লেস দ্য রোকোট্টে।"—এ সাক্ষ্য থেকে এবং আজ সন্ধ্যায় তাঁরা বিদেশে পালিয়ে যাবার যে-পরি-কল্পনা করেছেন তা থেকে কী প্রমাণিত হয়? নিষ্কৃতি পাওয়া খুবই কঠিন। তাঁদের মুখ থেকে যে-সব কথা শোনা গেছে তা থেকেই তাঁদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ প্রমাণিত হয়।

এডোলফ ॥ তার আর রক্ষা নেই।

ক্যাথেরিন ॥ কী সাংঘাতিক কাণ্ড। কোন্‌টা সত্য আর কোন্‌টা অসত্য—কি বিশ্বাস করবো আর বিশ্বাস করবো না, কিছুই বুঝতে পারছি নে।

যাজক ॥ এ কাজ মনুষ্যজাতির নয়। ঈশ্বর তাঁর ওপর করুণা বর্ষণ করুন।

এডোলফ ॥ সে জালে আটকা পড়েছে। নিজেকে মুক্ত করে সেখান থেকে সে কিছুতেই আর বেরিয়ে আসতে পারবে না।

ক্যাথেরিন ॥ এমন কাজ সে কি করে করতে পারে ?

এডোলফ ॥ ম্যাডাম ক্যাথেরিন, আপনি তাকে সন্দেহ করতে শুরু করেছেন নাকি ?

ক্যাথেরিন ॥ হ্যাঁ—না। আপনার প্রশ্নের জবাব হচ্ছে : হ্যাঁ এবং না। এ ব্যাপার সম্পর্কে আমার আর কোন মতামতই নেই—আপনি কি দেখেন নি, ফেরেশতা রাতারাতি শয়তানে পরিণত হয় এবং সেই শয়তান পুনরায় রূপান্তরিত হয় ফেরেশতায় ?

কমিশ্যার ॥ হ্যাঁ, সত্যি এটা অতীব রহস্যজনক মামলা। যা হোক আমাদের এখন অপেক্ষা করতে হবে এবং তাঁর দিকটাও শুনতে হবে। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, তাঁর বক্তব্য না শুনে রায় দেয়া হবে না। (প্রস্থান।)

যাজক ॥ এ কাজ মনুষ্যজাতির নয়...

এডোলফ ॥ মনে হচ্ছে, মনুষ্যজাতিকে ধ্বংস করার মতলবে অপদেবতারা এ কাজ করেছে।

যাজক ॥ ইচ্ছাকৃত পাপকার্যের জন্য যদি এটা ঈশ্বর প্রদত্ত শাস্তি না-ও হয়, এটা অবশ্যই একটা পরীক্ষা এবং ভয়ঙ্কর পরীক্ষা।

জীন্স ॥ (শোক-পোষাক পরিহিতা জীন্সের প্রবেশ) গুড ইভেনিং—আমায় ক্ষমা করুন, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই—মসিয়্যা মর্উরিস কি এখানে এসেছিলেন ?

ক্যাথেরিন ॥ না ম্যাডাম, তিনি তো আসেন নি। কিন্তু তিনি যে-কোন মুহূর্তে আসতে পারেন। আপনার সাথে তাঁর বুঝি দেখা হয় নি ? কখন থেকে... ?

জীন্স ॥ গতকাল ভোরবেলার পর থেকে দেখা হয় নি।

ক্যাথেরিন ॥ আপনার এই গভীর শোকে সমবেদনা জানানোর আমায় অনুমতি দিন।

জীন্স ॥ ধন্যবাদ ম্যাডাম। (যাজককে লক্ষ্য করে) যাজক বাবা আপনি এখানে এসেছেন।

যাজক ॥ হ্যাঁ বেটি...আমি ভাবলাম, হয়তো আমি তোমার কোন উপকারে আসতে পারি—এবং সৌভাগ্যবশতঃ এখানে কমিশারের সাথে আলাপ করার একটা সুযোগও পেয়ে গেলাম।

জুলি ॥ কমিশার। তিনি নিশ্চয়ই মর্উরিসকে সন্দেহ করেন না। করেন নাকি?

যাজক ॥ না, না, তিনি সন্দেহ করেন না। এখানে আমরাও যারা উপস্থিত আছি, কেউই আমরা তাঁকে সন্দেহ করি নে। কিন্তু খবরাদি যা পাওয়া যাচ্ছে তা তাঁর পক্ষে বড়ই ভীতিজনক।

জুলি ॥ হোটেলের পরিচারিকারা তাঁদের যে কথাবার্তা আড়ি পেতে শুনেছে আপনি বুঝি তার ওপর খুব গুরুত্ব দিচ্ছেন, তাই না? ... আমার কাছে ওসব কথার কোন গুরুত্বই নেই—আমি এক কানাকড়িও মূল্য দিই না। দু'এক গ্লাস মদ পেটে পড়লে, আমি আগেও বরাবর দেখেছি, ঐ সব কথাই মর্উরিস বলে—তখন দুষ্কর্ম এবং দুষ্কর্মের শাস্তির আলাপ-আলোচনা করতে সে ক্ষেপে ওঠে। তাছাড়া, আমি যতদূর শুনেছি তাতে মনে হয়, তার সঙ্গিনীটির কথাবার্তাই বেশী সন্দেহজনক। কথাবার্তাতেই দুষ্কর্মের ইঙ্গিত ছিলো। আমি সেই স্ত্রীলোকটির সাথে সামনা-সামনি মোকাবিলা করতে চাই।

এডোলফ ॥ শোনো জুলি, যে-স্ত্রীলোকটির কথা তুমি বলছো, তিনি অনিচ্ছাকৃতভাবে তোমার ওপর যতো বড়ো দুঃখের বোঝাই চাপান-না-কেন—তিনি যা করেছেন নেহাত বিদ্বেষ-শূন্য মনে করেছেন। ভালো কি মন্দ কোনো-কিছু চিন্তা না করে তিনি কাজটা করেছেন। নিজের কামোচ্ছ্বাসের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন—এর বেশী তিনি কিছু করেন নি। আমি জানি, তিনি খুব ভালো মেয়ে। তাঁর মনে কিছু নেই, তাই কোনপ্রকার ভীতি অথবা লজ্জা ছাড়াই তোমার চোখে চোখে তিনি তাকাতে পারবেন।

জুলি ॥ এডোলফ, তাঁর সম্পর্কে আপনার মতামতের আমি যথেষ্ট মূল্য দিই এবং আপনাকে আমি বিশ্বাসও করি। সুতরাং যা ঘটেছে তার জন্য আমি অন্য কোন লোকের ওপর দোষ চাপাতে পারি নে, সব দোষ একমাত্র আমার। হ্যাঁ, তা—আমারই নির্বুদ্ধিতার শাস্তি এখন আমায় পেতে হচ্ছে। (ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না)

যাজক ॥ বেটি, তুমি নিজেকে দোষারোপ করো না। আমি তোমায় জানি এবং আমি জানি, তোমার মাতৃত্বের দায়িত্ব, তুমি কী মহান অনুভূতিতে অনুপ্রাণিত হয়ে বরণ করে নিয়েছো। দেশের প্রচলিত আইন এবং গির্জার অনুশাসন দ্বারা এই মাতৃত্বকে বিশুদ্ধ করা সম্ভব নয় —এ অপরাধ তো তোমার নয় বেটি। সত্যি কথা বলতে, এ ক্ষেত্রে আমরা একটি ভিন্নতর সমস্যার সম্মুখীন।

এডোলফ ॥ এবং সমস্যাটি হচ্ছে...(ভ্রমণের পোষাক পরিহিতা হেনরীটার প্রবেশ)

যাজক ॥ (চোখমুখে একটা দুঃস্থতার ছাপ ফুটে উঠলো, চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে হেনরীটার কাছে এগিয়ে গেলো।) তুমি ? তুমি—এখানে ?

হেনরীটা ॥ হ্যাঁ। মর্ডারিস কোথায় ?

এডোলফ ॥ তুমি জানো, কী ঘটেছে ? —নাকি জানো না ?

হেনরীটা ॥ হ্যাঁ আমি সবকিছুই জানি। আমায় ক্ষমা করুন, ম্যাডাম ক্যাথেরিন—বিদেশ ভ্রমণে যাবার জন্য আমি প্রস্তুত, এক্ষুণি রওয়ানা হচ্ছিলাম কিন্তু এক মুহূর্তের জন্য আপনাদের এখানে আসতে হলো। (এডোলফকে জিজ্ঞেস করলে—) কে ঐ ভদ্রমহিলা ? ওঃ বুঝেছি।

(হেনরীটা ও জীন্নি পরস্পরকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো। রান্নাঘরের দরজায় এমাইল এসে দাঁড়ালো।)

হেনরীটা ॥ (জীন্নিকে লক্ষ্য করে) আপনাকে কিছু বলার ইচ্ছা আমার ছিলো। কিন্তু বলে কোন লাভ নেই, কেননা, যে কথাই বলি না কেন, ন্যাকামি আর বিদ্রূপের মতো শোনাবে। কিন্তু আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, বিশ্বাস করুন ম্যাডাম, আপনার এই প্রচণ্ড শোকে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে আমি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি—আমার মিনতি, দয়া করে প্রত্যাখ্যান করবেন না, আমার সমবেদনা গ্রহণ করুন। দয়া করে প্রত্যাখ্যান করবেন না, কেননা, আপনার ক্ষমা লাভের যোগ্যতা যদি আমার না-ও থেকে থাকে, আমি আপনার অনুকম্পা লাভের যোগ্য। (হেনরীটা জীন্নির হাত চেপে ধরলো)

জীন্নি ॥ (হেনরীটার চোখে চোখ রেখে বললে—) না, না—আমি আপনাকে বিশ্বাস করি কিন্তু—কিন্তু এক্ষুণি আবার আমার মনে সন্দেহ মাথা তোলে। (হেনরীটার হাতে হাত রাখলো।)

হেনরীটা ॥ (জীন্নির হাতে চুমু খেলো।) ধন্যবাদ।

জীন্নি ॥ (তাড়াতাড়ি হাত সরিয়ে নিয়ে বললে) না, না চুমু নয়। আমি চুমুর যোগ্য নই —আমি যোগ্য নই।

যাজক ॥ আমায় ক্ষমা করুন।—শুনুন, আমরা সবাই এখানে উপস্থিত রয়েছি এবং মিলমহব্বতও বিরাজ করছে, এখন, মূল অভিযোগে যে-অনিশ্চয়তা ও বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে তার ওপর কিঞ্চিৎ আলোকপাত করতে কি আপনি রাজী আছেন, ম্যাডাম হেনরীটা ? আমি আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই—বন্ধুভাবে জিজ্ঞেস করছি, আচ্ছা বলুন তো, "একেবারে খতম করে দেয়া" "প্লেস দ্য রোক্যেট্টে" আপনার আলাপের এই কথা দু'টি দ্বারা আপনি কী বোঝাতে চেয়েছিলেন ? আমরা জানি এবং আমরা বিশ্বাস করি এই কথা দু'টির সাথে ম্যারিয়নের মৃত্যুর কোন

সম্পর্ক নেই। কিন্তু সত্যি কী বিষয় নিয়ে আলাপটা হচ্ছিলো তা জানতে পারলে আমাদের মনে শান্তি ফিরে আসবে ...দয়া করে আমাদের বলবেন কি?

হেনরীটা ॥ (কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললে—) না, না, আমি আপনাদের বলতে পারবো না...আমি বলতে পারবো না...পারবো না।

এডোলফ ॥ হেনরীটা—তোমাকে বলতেই হবে। বলো—বলো। তোমাকে বলতেই হবে। বলে আমাদের মনের শান্তি ফিরিয়ে নিয়ে এসো।

হেনরীটা ॥ না, আমি পারবো না—আমায় অনুরোধ করো না।

যাজক ॥ এটা মনুষ্যজাতির কাজ নয়...

হেনরীটা ॥ আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি, আমার জীবনে এমন ঘটনা কখনও ঘটতে পারে এবং ঠিক এইভাবে, এ ধরনের পরিস্থিতিতে এমন ঘটনা—আমি ভাবতেও পারি না। (জীন্নিকে লক্ষ্য করে বললে—) ম্যাডাম, আমি কসম খেয়ে বলছি, আপনার সন্তানের মৃত্যুর ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধ। ...এর চেয়ে বেশী কিছু বলার কি প্রয়োজন আছে?

জীন্নি ॥ আমাদের প্রয়োজনের জন্য নয়—ইনসাফের প্রয়োজনের জন্য...ন্যায় বিচারের জন্য...

হেনরীটা ॥ ইনসাফ—ন্যায়বিচার। আপনারা নিজেরা কতখানি ন্যায়পরায়ণ তা যদি জানতেন!

যাজক ॥ (হেনরীটাকে লক্ষ্য করে—) এবং আপনি এইমাত্র যা বললেন, তার প্রকৃত অর্থ যদি আপনি জানতেন।

হেনরীটা ॥ যা বলেছি তার প্রকৃত অর্থ আপনি আমার চেয়ে বেশী বোঝেন নাকি?

যাজক ॥ হ্যাঁ, বেশী বুঝি।

(হেনরীটা যাজকের পানে পরিহাসপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলো।)

যাজক ॥ ভয় পাবেন না। আমি যদি আপনার গোপন কথা উদঘাটন করতেও সক্ষম হই তবু আমি তা প্রকাশ করবো না। তাছাড়া, মনুষ্যজাতির ইনসাফ নিয়ে আমি মাথা ঘামাই নে—আমার একমাত্র চিন্তার বিষয় : ঈশ্বরের করুণা।

মউরিস ॥ (প্রবেশ। ভ্রমণের পোষাক পরিহিত। সামনের লোকজনের দিকে নজর না দিয়ে সোজা counter -এর দিকে এগিয়ে গেলো — counter-এ ম্যাডাম ক্যাথেরিন বসে আছেন। তাঁকে বললেন—) ম্যাডাম ক্যাথেরিন, কাল রাতে আমি আপনাদের এখানে আসতে পারি নি। আমার ওপর রাগ করেছেন, তাই না? আজ সন্ধ্যা আটটায় দক্ষিণে চলে যাচ্ছি। যাবার

আগে আপনার কাছে মাফ চাইতে এলাম। (ম্যাডাম ক্যাথেরিন কোন কথা না বলে স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলেন)

মর্উরিস ॥ ওঃ বুঝেছি, আমার ওপর রাগ করেছেন। (চারদিকে তাকিয়ে দেখলো।) ব্যাপার কি!— স্বপ্ন, না, অন্য কিছু? না, না, এ তো স্বপ্ন নয়। কিন্তু মনে হচ্ছে, ক্যামেরার ত্রিমাত্রিক কাঁচের মাধ্যমে আমি যেন একটা দৃশ্য দেখছি —ঐযে ওখানটায় মার্বেল পাথরের মূর্তির মতো জীন্নি দাঁড়িয়ে রয়েছে, পরণে তার কালো পোষাক...আর হেনরীটাকে দেখে মনে হচ্ছে, যেন একটা মরা লাশ। ...ব্যাপারটা কী? কী ঘটেছে। (সবাই চুপ্‌চাপ্‌—কারো মুখে কোন কথা নেই।) আপনারা কেউ কোন কথা বলছেন না, কেন? কিছু একটা ঘটেছে নাকি? সাংঘাতিক কিছু একটা...(তবু সবাই চুপ্‌চাপ্‌) আমার প্রশ্নের কেউ জবাব দিচ্ছেন না কেন?... এডোলফ, বন্ধু আমার, বলো বন্ধু, বলো কী হয়েছে? আর,... (আঙুল দিয়ে এমাইলকে দেখিয়ে বললে—) আর, ঐ যে ওখানটায় একজন গোয়েন্দা দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখছি।

এডোলফ ॥ (এগিয়ে এলো) কেন, তুমি কি জান না?

মর্উরিস ॥ না, আমি কিছুই জানি নে। কিন্তু আমি জানতে চাই। বলো কি হয়েছে।

এডোলফ ॥ তা হলে বলি শোনো। ... ম্যারিয়ন মারা গেছে।

মর্উরিস ॥ ম্যারিয়ন—মারা গেছে?

এডোলফ ॥ হ্যাঁ, আজ সকালে সে মারা গেছে।

মর্উরিস ॥ (জীন্নিকে বললে—) তাই তুমি শোক-পোষাক পরেছো?...জীন্নি, জীন্নি, বলো আমাদের এ সর্বনাশ কে করলে?

জীন্নি ॥ তিনিই করেছেন—যাঁর হাতের মুঠোয় রয়েছে আমাদের জীবন এবং মৃত্যু।

মর্উরিস ॥ কিন্তু আজ সকালে আমি তাকে সম্পূর্ণ সুস্থ দেখেছি—নিটোল স্বাস্থ্য...কি করে এমন কাণ্ড ঘটতে পারলো। এর জন্য নিশ্চয়ই কেউ দায়ী—কিন্তু কে সে? (তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে হেনরীটার মুখের পানে তাকিয়ে কী যেন খুঁজতে লাগলো।)

এডোলফ ॥ অপরাধীকে এখানে খুঁজতে চেষ্টা করো না, কেননা, এখানে যারা উপস্থিত রয়েছে তারা কেউ অপরাধী নয়। যা হোক, আমি দুঃখের সঙ্গে তোমায় জানাচ্ছি, পুলিশের সন্দেহ ভুল পথ নিয়েছে, নির্দোষ মানুষের ওপর পুলিশের সন্দেহ পড়েছে।

মর্উরিস ॥ কোন পথে—কার ওপর?

এডোলফ ॥ তবে শোনো। তোমার জানা উচিত যে, কাল রাতের আর আজকের ভোরবেলার তোমার হঠকারী কথাবার্তা তোমার যে স্বরূপ প্রকাশ করেছে তা মোটেই তোমার অনুকূল নয়।

মউরিস ॥ তুমি কি বলতে চাও, আমাদের কথাবার্তা কেউ আড়ি পেতে শুনেছে? একটু দাঁড়াও, আমরা কী আলাপ করেছি আমি মনে করতে চেষ্টা করি... হ্যাঁ, মনে পড়েছে, আমরা বলেছিলাম...ওঃ...আর রক্ষা নেই, ব্যস, সব শেষ...

এডোলফ ॥ কিন্তু তোমার সেই হঠকারী কথাবার্তার প্রকৃত অর্থ ব্যাখ্যা করে আমাদের কাছে বলতে আপত্তি কি? বলো, আমরা বিশ্বাস করবো।

মউরিস ॥ আমি বলতে পারবো না। আমি বলবো না। আমি জেলে যাবো। কী আসে যায় তাতে? ম্যারিয়ন মারা গেছে। মারা গেছে। আর, আমি, আমিই তাকে হত্যা করেছি। (সবারই চোখে মুখে উত্তেজনা ফুটে উঠলো।)

এডোলফ ॥ ভেবেচিন্তে কথাবার্তা বলো—যা বলবে, সাবধানে বলবে, বুঝলে। জানো?—তুমি এইমাত্র কি বললে?

মউরিস ॥ কী বললাম?

এডোলফ ॥ তুমি বললে, ম্যারিয়নকে তুমি হত্যা করেছো।

মউরিস ॥ তোমরা কি কেউ সত্যি বিশ্বাস করো, আমি খুনী? তোমরা কি বিশ্বাস করো, আমি আমার নিজের সন্তানকে হত্যা করতে পারি? ম্যাডাম ক্যাথেরিন, আপনি তো আমায় চেনেন। আপনিই বলুন, আপনি কি বিশ্বাস করেন যে, আমি...আপনি কি বিশ্বাস করেন যে, আমি...?

ক্যাথেরিন ॥ কী বিশ্বাস করতে আমি পারি না-পারি, আমি এখন আর তা নিজেই জানি নে। ...যখন কোন চিন্তা মানুষের মনকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে, জিহ্বা তাকে কথায় প্রকাশ করে দেয়...এবং একটি চমকপ্রদ স্বীকৃতি আপনার জিহ্বা থেকে বেরিয়ে এসেছে...

মউরিস ॥ উনি আমাকে বিশ্বাস করেন না।

এডোলফ ॥ তোমার কথার প্রকৃত অর্থ ব্যাখ্যা করে বলছো না কেন?—"আমাদের চলার পথে যে বাধাই আসুক না কেন, আমাদের প্রেম তাকে ঘায়েল করবে।" —এই যে কথাটা তুমি বলেছিলে এর প্রকৃত মানে কী? এ কথা বলে তুমি কী বোঝাতে চেয়েছিলে?

মউরিস ॥ তারা আড়ি পেতে এ কথাটাও শুনেছে? হেনরীটাকে ব্যাখ্যা করতে বলো।

হেনরীটা ॥ না, আমি ব্যাখ্যা করতে পারবো না।

যাজক ॥ বেশ বোঝা যাচ্ছে, ব্যাপারটার পেছনে খারাপ কিছু রয়েছে। আপনারা আর আমার কাছ থেকে কোনরকম সহানুভূতি আশা করতে পারেন না।

...এক মুহূর্ত আগে পর্যন্ত আমি রাজী ছিলাম, আপনারা নির্দোষ, এ কথাটি কসম খেয়ে বলতে। কিন্তু এখন আর বলতে আমি রাজী নই।

মর্ভারিস ॥ (জীন্নিকে বললে—) অন্যালোক যাই বলুক না কেন, এ ব্যাপারে তোমার কী মতামত সেটাই আমার কাছে সবচেয়ে বেশী মূল্যবান।

জীন্নি ॥ (অনুভূতিহীন কণ্ঠে) আমার মতামত শোনার আগে আমার এই প্রশ্নটির জবাব দাও: Bois de Boulogne-তে যখন মৌজ করছিলে, তখন তোমার ঐ অবিশ্বাস্য বাক্যটির দ্বারা তুমি কার কথা বোঝাতে চেয়েছিলে?

মর্ভারিস ॥ অমন বাক্য আমি উচ্চারণ করেছিলাম নাকি? হয়তো করেছিলাম ...হ্যাঁ ...হ্যাঁ, হ্যাঁ আমি অপরাধী...এবং আমি নিরপরাধীও। আমি এখান থেকে এখন পালাই। ছিঃ ছিঃ কি লজ্জা! কী জঘন্য পাপকাজ করেছি। আমি আমার নিজেকে কোনদিনই আর ক্ষমা করতে পারবো না। এ পাপকার্য ক্ষমার অযোগ্য। (প্রস্থানোদ্যত)

হেনরীটা ॥ (এডোলফকে বললে—) ওঁর সঙ্গে যাও। হয়তো নিজের কিছু ক্ষতি করতে পারেন।

এডোলফ ॥ তুমি আমায় সঙ্গে যেতে বলো?

হেনরীটা ॥ তুমি ছাড়া আর কে যাবে?

এডোলফ ॥ (তিক্ততাহীন সহজ কণ্ঠে বললে—) তুমিই তার সব চাইতে আপনজনা।—দাঁড়াও, বাইরে একটা গাড়ী এসে থামলো।

ক্যাথেরিন ॥ কমিশ্যর এসেছেন। হুঁম, এ জীবনে দুনিয়ার কতো কি ঘটতে দেখলাম...কিন্তু কোন মানুষের জীবনে সফলতা ও যশ যে এতো শীগ্‌গিরই উবে যায়; আমি কখনো কল্পনাও করতে পারি নি।

মর্ভারিস ॥ (হেনরীটাকে বললে—) বিজয়ীর রথ থেকে পুলিশের গাড়ীতে।

জীন্নি ॥ (শুষ্ক কণ্ঠে) রথের সামনে জোড়া রয়েছে গাধা—এ কথা বলে তুমি কার কথা বলতে চেয়েছিলে?

এডোলফ ॥ ও কথাটা যে আমাকে উদ্দেশ্য করেই বলেছিলো, তাতে সন্দেহ নেই।

কমিশ্যর ॥ (প্রবেশ। আদালতের সমন হাতে করে তিনি ঘরে ঢুকলেন।) মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে আজ বিকেলে পুলিশের প্রিফেক্ট-এর সামনে মসিয়াঁ মর্ভারিস জীরারুড্‌ এবং ম্যাডাম হেনরীটা মউক্লার্ককে হাজির হতে হবে।—তাঁরা এখানে উপস্থিত আছেন?

মর্ভারিস ও হেনরীটা ॥ (সমস্বরে) উপস্থিত।

মর্ভারিস ॥ এটা কি আমাদের গ্রেফতারের সমন ?

কমিশ্যার ॥ না, গ্রেফতারের সমন নয়। প্রাথমিক তদন্তের জন্য এটা শুধু আদালতে উপস্থিত হবার সমন।

মর্ভারিস ॥ এবং তারপর কি হবে ?

কমিশ্যার ॥ সেটা পরে দেখা যাবে।

(মর্ভারিস ও হেনরীটা দরজার দিকে পা বাড়ালো।)

মর্ভারিস ॥ গুডবাই...

(সবারই ভাবাবেগ লক্ষ্য করা গেলো। কমিশ্যার, মর্ভারিস ও হেনরীটার প্রস্থান।)

এম্যাইল ॥ (প্রবেশ। জীন্নির কাছে এগিয়ে এলো।) এখন বাড়ী চলো, বোন।

জীন্নি ॥ এম্যাইল, এ ব্যাপারটা সম্পর্কে তোমার কি ধারণা ?

এম্যাইল ॥ মসিয়াঁ মর্ভারিস নিরপরাধ।

যাজক ॥ তা বটে, কিন্তু আমার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে, মানুষের কথার খেলাফ করা, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, অত্যন্ত গর্হিত কাজ। উপরন্তু যেখানে একজন স্ত্রীলোক এবং একটি শিশুর প্রশ্ন জড়িত, সে ক্ষেত্রে কিছুতেই ক্ষমা করা যেতে পারে না।

এম্যাইল ॥ আপনার কথা আমি পুরোপুরি মেনে নিচ্ছি, বিশেষ করে আমার বোনের প্রশ্ন যেখানে জড়িত রয়েছে। কিন্তু পাপীকে সনাক্ত করে তার গায়ে পাথর নিক্ষেপ করা—এ কাজ আমার দ্বারা সম্ভব নয়। কারণ, আমিও একদা ঠিক অনুরূপ অপরাধে অপরাধী ছিলাম।

যাজক ॥ আমার জীবনে আমি কখনও এমন ভুল করি নি বটে তবে আমিও পাথর নিক্ষেপ করতে চাই নে। পাপের দণ্ড পাপই বহন করে আনে এবং পাপী তার পাপকার্যের শাস্তি ভোগ করে।

জীন্নি ॥ মর্ভারিসের জন্য প্রার্থনা করুন ...তাদের দু'জনার জন্যই প্রার্থনা করুন, যাজক বাবা।

যাজক ॥ না, ঐ কাজটি আমি কিছুতেই করতে পারি নে। ওঁদের জন্য প্রার্থনা করার সরলার্থ হচ্ছে, ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরোধিতা করা। আর এখানে যে ঘটনাটা ঘটেছে, এটা নিশ্চয়ই দুষ্ট প্রেতাত্মাদের কাজ।

তৃতীয় অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

[অওবার্জ দ্য আদ্রেটস (Anberge des Adrets) দ্বিতীয় অঙ্কে মর্উরিস ও হেনরীটা যে-টেবিলের পাশে বসে ছিলো, সেই একই টেবিলের পাশে এডোলফ ও হেনরীটা বসে রয়েছে। এডোলফের সামনে এক পেয়ালা কফি, হেনরীটার সামনে কিছু নেই।]

এডোলফ ॥ তা হলে, তোমার ধারণা সে এখানে আসবে।

হেনরীটা ॥ ধারণা নয়, আমি নিশ্চিত, সে এখানে আসবে। প্রমাণের অভাব আজ দুপুরে জেলখানা থেকে সে মুক্তি পেয়েছে; কিন্তু অন্ধকার না হওয়া পর্যন্ত ঘর থেকে সে বেরুবে না বলে ঠিক করেছে।

এডোলফ ॥ আহা, বেচারা!—শোনো, গতকাল থেকে জীবনের প্রতি আমার একটা ঘৃণা এসেছে।

হেনরীটা ॥ আর, আমার? বাঁচতেও আমার ভয় হচ্ছে—নিঃশ্বাস ফেলতে, চিন্তা করতে ভয় পাচ্ছি...আমি জানি, আমার ওপর সারাক্ষণ নজর রাখা হচ্ছে ...শুধু আমার মুখ থেকে উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ নয়, আমার চিন্তার প্রতিও সতর্ক দৃষ্টি রাখা হচ্ছে।

এডোলফ ॥ ওঃ সেই জন্যই কাল রাতে তুমি কোথায় ছিলে আমি খুঁজে পাইনি।

হেনরীটা ॥ হ্যাঁ। কিন্তু তুমি দয়া করে ও-কথা নিয়ে আর আলাপ করো না।—ও কথা মনে করলে লজ্জায় আমার মরতে ইচ্ছে করে। এডোলফ শোনো, আমি এবং সে যে-ধাতুতে গড়া তুমি তা থেকে ভিন্নতর ধাতুতে গড়া...

এডোলফ ॥ আঃ, ও সব কি বলছো। থামো।

হেনরীটা ॥ সত্যি তাই। কিন্তু তার সঙ্গে যে আমি সেদিন থেকেছি—এর কারণ কি জানো? আমি তখন চিন্তাশক্তিহীন একদম বেপরওয়া এবং উদাসীন—এই কারণগুলোই তার সাথে আমায় থাকতে বাধ্য করেছে। তার বিজয়ের মাদকতা আমায় ভাসিয়ে নিয়ে গেছে—ব্যাপারটা আমি ঠিক ব্যাখ্যা করে তোমায় বোঝাতে পারবো না। তুমি যদি সেদিন আমাদের সঙ্গে এই হোটেলে থাকতে, এমনটি ঘটতো না। কিন্তু তুমি আজ বৃহৎকায় মহাপুরুষ আর সে অতি ক্ষুদ্র বামন—যে কোন লোকের মোকাবিলায় সে আজ অতি তুচ্ছ ব্যক্তি। গতকাল তার হাতে ছিলো হাজার হাজার ফ্রাঙ্ক আর আজ সে পথের ভিখিরী। তার নাটকের অভিনয় বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এ কলঙ্কের দাগ থেকে সে কোনো দিনই নিজকে মুক্ত করতে পারবে না। জীন্নর সাথে তার বিশ্বাসঘাতকতার দরুন জনমত তার নামে এমন

নির্মম ধিক্কার দিচ্ছে যে, মনে হয়, সে-ই যেন হত্যাকারী। এবং যাদের জিভে কিছু বাধে না তারা বলে বেড়াচ্ছে, শিশুটি দুঃখের চাপেই মারা গেছে—তার বাপই তার মৃত্যুর কারণ।

এডোলফ ॥ হেনরীটা, তুমি তো জানো আমার মনের কথা—আমি স্পষ্টভাবে দেখতে চাই তোমরা দু'জনাই এ অপরাধ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত—সম্পূর্ণ নির্দোষ। তুমি কি আমায় বলবে না, সেই ভীতিপ্রদ এবং সন্দেহজনক কথাগুলো দ্বারা তুমি কি বোঝাতে চেয়েছিলে? হত্যা এবং গিলেটীনের প্রসঙ্গ নিয়ে হঠাৎ করে তোমরা আলাপ শুরু করলে—এ তো হতে পারে না ...বিশেষ করে তোমাদের তখনকার মানসিক পরিবেশে এ হতেই পারে না।

হেনরীটা ॥ না, হঠাৎ করে না। সঙ্গতভাবেই ও-প্রসঙ্গটা আমাদের আলাপে এসে গেছে।...কিন্তু ওটা এমন একটা প্রসঙ্গ যা নিয়ে আমি তোমার সাথে আলোচনা করতে পারি নে। এবং আলোচনা করতে পারি নে সম্ভবতঃ এ-কারণে যে, আমি যে নির্দোষ এবং কলঙ্কহীন—এটা প্রমাণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়—বস্তুতঃ আমি তা নই-ও।

এডোলফ ॥ তুমি কি বলছো, আমি কিছুই বুঝতে পারছি নে।

হেনরীটা ॥ তা হলে এসো, আমরা অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ করি। তুমি কি মনে করো না, আমাদের মধ্যে—আমাদের নিজেদের অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে বহু অপরাধী আছে—গুরুতর অপরাধে অপরাধী কিন্তু কোন শাস্তি তাদের দেয়া হয় নি?

এডোলফ্ ॥ (বিচলিত হয়ে বললে—)কি বলছো? তোমার মনের সঠিক কথাটা কী—খুলে বলো তো।

হেনরীটা ॥ তুমি কি মনে করো না, দুনিয়ার প্রত্যেকটি মানুষ, তার জীবনের কোন-না-কোন সময়ে এমন কোনো একটি কাজ হয়তো করে বসে—যা জানাজানি হলে—আইনানুযায়ী তার শাস্তি হয়।

এডোলফ্ ॥ হ্যাঁ, আমি বিশ্বাস করি, আমরা তেমন কাজ করি। কিন্তু আবার এ কথাটাও সত্যি, কোন মন্দ কাজেরই শাস্তি না হয়ে যায় না—বিবেকের শাস্তি তাকে পেতেই হয়। (উঠে দাঁড়ালো—এক এক করে কোটের বোতামগুলো খুললো) এবং—যে-লোক জীবনে অন্ততঃ একটিবারও আইন ভঙ্গ করে নি, তাকে ঠিক মানুষ বলে আখ্যায়িত করা যায় না। (এডোলফের শ্বাস-প্রশ্বাস ভারী হয়ে আসছে।) কেননা—সত্যি সত্যি ক্ষমা করা একমাত্র তারই পক্ষে সম্ভব যে লোকের জীবনে ক্ষমালাভের প্রয়োজন কোনদিন দেখা দিয়েছিলো। আমার একজন বন্ধু ছিলো, সে আমাদের সবারই দৃষ্টিতে ছিলো আদর্শ মানুষ। কারো বিরুদ্ধে সে কটূক্তি করতো না,

সবাইকে এবং সবকিছু সে মার্জনা করে দিতো আর ঠাট্টা-বিদ্রূপ-অপমান বিস্ময়কর প্রশান্ত চিত্তে গ্রহণ করতো এবং সব অপমান মেনে নিতো। আমরা কেউ তাকে বুঝতে পারতাম না। অবশেষে—বহুদিন পর সে তার গোপন কথা একটিমাত্র বাক্যে আমার কাছে চুপিচুপি বলেছিলো। সে বলেছিলো : আমি আমার কৃতপাপের জন্য অনুতাপী। (হেনরীটা চুপ-চাপ। তার কোন সাড়াশব্দ নেই। হতবাক হয়ে এডোলফ্-এর মুখের পানে তাকিয়ে রইলো।)

এডোলফ্ ॥ (যেনো আপন মনে বলছে—)এমন অনেক অপরাধ আছে, আইনের বইয়ে যার উল্লেখ নেই ; আর এই শ্রেণীর অপরাধের মধ্যে অত্যন্ত গর্হিত অপরাধ থাকাও কিছু বিচিত্র নয়। এ ধরনের অপরাধের শাস্তি নিজেরা নিজেদেরই দেয়া উচিত—আর, আমরা নিজেরা যেমন কঠোর বিচারক, অতো কঠোর কোন বিচারকই নয়।

হেনরীটা ॥ (কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর) তোমার সেই বন্ধু...তিনি কি কখনও মনে শান্তি পেয়েছিলেন ?

এডোলফ্ ॥ সুদীর্ঘকাল—বহু বছর আত্ম-পীড়নের পর কিছুটা শান্তির সাক্ষাৎ সে পেয়েছিলো বটে কিন্তু জীবন তাকে কোনদিনই আর কোন আনন্দ দান করতে পারে নি। সঙ্কোচবোধহীন মনে সে কোনদিনই কোন সম্মান গ্রহণ করতে পারে নি ; নিজেকে কখনই শ্রদ্ধার, এমন কি, প্রশংসাসূচক একটি শব্দেরও যোগ্য মনে করতে পারে নি—যদিও সেই শ্রদ্ধা অথবা প্রশংসা লাভের সে ষোলআনা যোগ্য ছিলো। মোদ্দা কথা, সে নিজেকে কখনও ক্ষমা করতে পারে নি।

হেনরীটা ॥ তিনি নিজেকে ক্ষমা করতে পারেন নি—এমন কী কাজ তিনি করেছিলেন ?

এডোলফ্ ॥ সে তার বাবার মৃত্যু কামনা করেছিলো...আর, তারপর যখন বাবা হঠাৎ মারা গেলেন, ছেলের মনের ওপর এই ধারণা ভর্ করলো যে, বাবাকে সে-ই হত্যা করেছে। এবং এই ধারণা তার চিত্ত ও চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রইলো। লক্ষণ নির্ণয় করে ডাক্তাররা বললেন, এই আচ্ছন্নতা একটি রোগ—মন-মরা রোগ। মানসিক বিকারগ্রস্তদের হাসপাতালে তাকে পাঠানো হয়েছিলো। সেখানে চিকিৎসার পর ডাক্তাররা যখন বললেন, তার রোগ সেরে গেছে, হাসপাতাল থেকে সে বাড়ীতে ফিরে এলো। কিন্তু তার মনের বিকার—অপরাধ-বোধ আগের মতই থেকে গেলো এবং নিজের খুনীসুলভ চিন্তার জন্য নিজেকে শাস্তি দেয়ার উদ্দেশ্যে আত্মপীড়ন করে চললো।

হেনরীটা ॥ তুমি কি বিশ্বাস করো, কারো অনিষ্ট সাধনের কামনা মৃত্যুকে ডেকে আনতে পারে ?

এডোলফ ॥ অতীন্দ্রিয়বাদের দৃষ্টিকোণ থেকে তুমি প্রশ্নটার জবাব পেতে চাও, তাই না ?

হেনরীটা ॥ বেশ, তুমি যদি তাই মনে করো...এসো অতীন্দ্রিয়বাদের দৃষ্টি-কোণ থেকেই প্রশ্নটির আলোচনা করা যাক। শোন, আমার নিজের বাড়ীতে আমি স্বচক্ষে দেখেছি, আমার মা ও বোনরা আমার বাবাকে ঘৃণা করতো আর সেই ঘৃণা বাবার মৃত্যু ঘটিয়েছে। আমার বাবার মনে এই একটা বিশ্রী ধারণা বদ্ধমূল ছিলো যে, আমাদের যে-কোন ইচ্ছা অথবা মতামতের বিরোধিতা তাঁকে করতেই হবে। যে-কোন একটি বিষয় সম্পর্কে যখন আমাদের মনে সত্যি সত্যি একটা প্রবল আগ্রহ অথবা আকুল কামনা মাথা তুলতো, তিনি সমূলে তা উৎপাটন করতে চেষ্টা করতেন। আর তার ফলে তিনি আমাদের বাধ্য করতেন, তাঁর সাথে লড়াই করতে। আমরা সবাই একজোট হতাম ঘৃণার আগুনে তাঁকে দগ্ধ করতে। তাঁর সাথে আমাদের এই লড়াই শেষ পর্যন্ত এমন মারাত্মক হয়ে উঠলো যে, তিনি পিছু হঠতে বাধ্য হলেন, ইচ্ছাশক্তি হারিয়ে ফেললেন এবং মর্মযতনায় ধীরে ধীরে ক্ষয়ে গেলেন, আর—তারপর—মৃত্যুর কোলে আশ্রয়লাভের জন্য বাবা আকুল প্রার্থনা করতে করতে একদিন শেষ হয়ে গেলেন।

এডোলফ ॥ আর, এর জন্য তোমাদের বিবেক এখনো তোমাদের দংশন করে নি ?

হেনরীটা ॥ না, বিবেক যে কি বস্তু, আমি তা-ই জানি নে।

এডোলফ্ ॥ এ-ও কি সম্ভব! তুমি কোন-না-কোন দিন,—অতি শীঘ্র... (বলতে বলতে থেমে গেলেন।)...আচ্ছা বলো তো, মর্ডারিস যখন এখানে আসবে, কী মূর্তি তার দেখা যাবে, সে কী বলবে, বলো তো ?

হেনরীটা ॥ কী আশ্চর্য! কাল সকালবেলা মর্ডারিস এবং আমি, আমরা দুজনা তোমার জন্য যখন অপেক্ষা করছিলাম তোমার সম্পর্কে ঠিক এই প্রশ্ন দু'টি-ই আমাদের মনে জেগেছিলো এবং আমরা তা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম।

এডোলফ্ ॥ করেছিলে নাকি ?

হেনরীটা ॥ কিন্তু তোমার সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ ভুল অনুমান করেছিলাম।

এডোলফ্ ॥ আচ্ছা বলো তো, তোমরা আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলে কেন ?

হেনরীটা ॥ বিদ্বেষ—দম্ভ—নির্জলা নিষ্ঠুরতা।

এডোলফ্ ॥ কিন্তু এ-ও কি সম্ভব!—তুমি তোমার দোষ স্বীকার করছো কিন্তু দোষ যে করেছো, এ জন্য দুঃখিত নও!

হেনরীটা ॥ তার কারণ হচ্ছে, আমি মনে করি, আমি যে-অন্যায় করেছি তার জন্য আমি একা ষোল আনা দায়ী নই। এটা যেন ঘরদোরের নিত্যকার ময়লা—রোজই ময়লা লাগছে, রোজই আবর্জনা জমছে—রকমারী ময়লা আর আবর্জনা হররোজ জমছে...আর, রোজই দিনের শেষে ধরে মুছে আমরা সব পরিষ্কার করছি।—কিন্তু তুমি কি দয়া করে আমার একটা প্রশ্নের জবাব দেবে?—তুমি যে বলো, মানবজাতি সম্পর্কে তুমি উচ্চ ধারণা পোষণ করো—সত্যি সত্যি কি উচ্চ ধারণা পোষণ করো?

এডোলফ ॥ হ্যাঁ, লোকমুখে আমাদের যতখানি দুর্নাম রটে তার চাইতেও আমরা কিছুটা ভালো—কিছুটা মন্দও বটে।

হেনরীটা ॥ তোমার জবাবটা পুরোপুরি সৎ জবাব হলো না।

এডোলফ ॥ না, তোমার কথা ঠিক নয়, পুরোপুরি সৎ জবাব। কিন্তু আমার এই প্রশ্নটির তুমি সত্য জবাব দেবে কি?—তুমি কি মউরিসকে এখনো ভালবাসো?

হেনরীটা ॥ তার সাথে আবার সাক্ষাৎ না হওয়া পর্যন্ত আমি বুঝতে পারছি নে, আমি তাকে এখনো ভালবাসি কি-না। কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে তাকে পাবার আমার মনে কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই। আমার মনে হচ্ছে, তাকে ছেড়ে আমি অনায়াসে থাকতে পারবো।

এডোলফ ॥ আমি বিশ্বাস করি, তুমি সত্যি কথা বলছো। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার আশঙ্কা হচ্ছে, তোমার অদৃষ্ট তার অদৃষ্টের সাথে বাঁধা পড়েছে...চুপ—ঐ সে আসছে...

হেনরীটা ॥ সব কিছুরই পুনরাবৃত্তি ঘটে—সব কিছুরই। গতকাল আমরা যখন তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম, তখন ছিলো ঠিক একই পরিস্থিতি এবং ঠিক আজকের মতে একই আলাপ আমরা করেছিলাম।

মউরিস ॥ (প্রবেশ। মড়ার মতো ফ্যাকাশে। চোখ কোটরাগত। দাড়ি কামায় নি, তাই মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি)। আমার প্রিয় বন্ধুগণ, আমি এসেছি—অবশ্য আমি যদি এখনো সেই আগের মানুষটিই থেকে থাকি। গত রাতের জেল-বাস আমাকে পাল্টে দিয়েছে। আমি অনুভব করছি আমি আর সেই আগের মানুষটি নেই, আমি অন্য একটি মানুষে রূপান্তরিত হয়েছি। (হেনরীটা ও এডোলফের মুখের পানে সে তাকিয়ে রইলো।)

এডোলফ ॥ বসো—একটু সুস্থির হও; তারপর ভেবেচিন্তে দেখা যাবে, কি করা যেতে পারে।

মউরিস ॥ (হেনরীটাকে লক্ষ্য করে—)সম্ভবতঃ আমি এখানে রবাহুত।

এডোলফ ॥ তোমার রূঢ় হওয়া উচিত নয়।

মর্উরিস ॥ সে বিশ্বাস কি কোনদিন আমার ছিলো? সম্ভবতঃ ও বিশ্বাসটা ছিলো আমার একটা খেয়াল মাত্র—একটা ছলনা—বোকাদের, অসভ্য লোকদের খুশী করার জন্য একটা চালাকি। এই আমি—যাকে সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক উঁচুদরের মানুষ বলে গণ্য করা হয়, সেই আমি যদি এমন গর্হিত ব্যক্তি হতে পারে, তাহলে অন্যান্যরা কতো জঘন্য হতে পারে, ভেবে দেখো।

এডোলফ ॥ আমি বিকেলের খবরের কাগজ কিনতে চললাম। খবরের কাগজের লেখায় এই মামলা সম্পর্কে হয়তো এমন কিছু খবর পাওয়া যেতে পারে, যাতে আমাদের বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবিলা করার পক্ষে সুবিধা হবে।

মর্উরিস ॥ (মুখ ঘুরিয়ে ঘরের পেছন দিকে তাকালো।) দু'জন গোয়েন্দা। অর্থাৎ আমার ওপর নজর রাখা হয়েছে। ওরা আশা করছে, হয়তো আমি অসাবধানে কিছু বলে ফেলে আমাকে সন্দেহ করার তাদের সুযোগ করে দেবো।

এডোলফ ॥ ওরা গোয়েন্দা নয়। ওটা তোমার মনের ভুল। আমি ওদের চিনি। (প্রস্থানোদ্যত।)

মর্উরিস ॥ এডোলফ, আমাদের ছেড়ে এখন যেও না। আমার ভয় হয়, তুমি কাছে না থাকলে হেনরীটা ও আমি—আমরা দুজনা হয়তো উত্তেজিত হয়ে চেল্লাচিল্লি শুরু করে দেবো।

এডোলফ ॥ মর্উরিস, ধৈর্য ধরো, অবুঝ হয়ো না—তোমার সামনের জীবন—তোমার ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করো। হেনরীটা, ও-কে শান্ত করতে চেষ্টা করো—আমি এক্ষুনি আসছি। (প্রস্থান।)

হেনরীটা ॥ মর্উরিস ... আচ্ছা, তোমার কি ধারণা? আমরা অপরাধী, না, নিরাপরাধ?

মর্উরিস ॥ আমি খুনী নই। আমার একমাত্র অপরাধ, মদ খেতে খেতে বিস্তর বাজে কথা বলেছি। কিন্তু তুমি যে-অপরাধ করেছো, সেই অপরাধ পাল্টা ফিরে এসেছে তোমায় দগ্ধ করতে; আর তুমি আবার সেই অপরাধের ক্লেদ আমার গায়ে মাখিয়ে দিয়েছো।

হেনরীটা ॥ ওঃ এখন বুঝি এই সুর ধরলে? কিন্তু ভুলে যাচ্ছো কেন, তুমিই তোমার সন্তানের ওপর অভিশাপ হেনেছিলে; তুমিই চেয়েছিলে পথ থেকে তাকে সরিয়ে দিতে; আর তার কাছ থেকে একবারটি বিদায় পর্যন্ত না নিয়ে বিদেশে পালিয়ে যেতে চেয়েছিলে। তোমার মনে পড়ে কি?—আমিই তোমায় অনুরোধ করেছিলাম ম্যারিয়নের সঙ্গে একবার দেখা করার জন্য আর ম্যাডাম ক্যাথেরিনদের ওখানে যাবার জন্য—মনে পড়ে?

মর্ডারিস ॥ হ্যাঁ তুমিই অনুরোধ করেছিলে। আমায় ক্ষমা করো। আমার চেয়ে তোমার মনুষ্যত্ব বেশী, তুমি আমার চেয়ে বেশী সহৃদয়। সব দোষ আমার—একান্তভাবে আমার। আমায় ক্ষমা করো। আবার উল্টোটাও সত্যি—দোষ আমার নয়—আমার নয়। কে আমাকে এই জালে আটকে দিয়েছে? এই জাল—যে-জালের বাঁধন থেকে নিজেকে আমি মুক্ত করতে অপারগ। আমি অপরাধী—অথচ অপরাধী নই। অপরাধী নই, অথচ অপরাধী।... এই চিন্তা শেষ পর্যন্ত আমায় পাগল করে দেবে!—দেখো, দেখো, ওরা দু'জনা কান খাড়া করে আমাদের কথা শুনছে।—আর, হোটেলের কোন চাকর আমাদের টেবিলে পরিবেশন করতে আসছে না। একটু বসো, আমার জন্য এক কাপ চা দিতে বলে আসি...তুমি কিছু খাবে নাকি?

হেনরীটা ॥ না, কিছু না।

(মর্ডারিস পাশের ঘরে গেলো।)

প্রথম গোয়েন্দা ॥ (হেনরীটার কাছে এলো।) এই মাগী, শোনো, তোমার কাগজ-পাতি আমি একবার পরীক্ষা করতে চাই।

হেনরীটা ॥ মাগী? আদব-তমিজ শেখো নি, ভদ্রতা জানো না?

প্রথম গোয়েন্দা ॥ কি বললে? ভদ্রতা? বেশ্যামাগী, দাঁড়াও, তোমায় আমি আদব-তমিজ শেখাচ্ছি।

হেনরীটা ॥ কি চাও তুমি?

প্রথম গোয়েন্দা ॥ কি চাই আমি? দাঁড়াও বলছি। এই পাড়ার ভ্রষ্টা মেয়েদের খবরদারীর ভার আমার ওপর। কাল তুমি একজন পুরুষের সঙ্গে এখানে এসেছিলে, আজ আবার আর-একজন পুরুষের সঙ্গে এসেছো। তোমার জাতের মেয়েমানুষকে আমরা পতিতা বলি। কোনো মেয়েমানুষের সাথে একজন পুরুষ সঙ্গী হিসেবে না থাকলে তাকে এখানে খাবার পরিবেশন করা আইনে বারণ। এখন বুঝতে পারছো তো, এ স্থান তোমাকে ত্যাগ করতে হবে এবং আমার সঙ্গে তোমায় যেতে হবে।

হেনরীটা ॥ আমার সঙ্গী এক্ষুণি ফিরে আসবে।

প্রথম গোয়েন্দা ॥ চমৎকার সঙ্গী—নিজের মহিলাকে একা রেখে পালিয়ে যায়!

হেনরীটা ॥ হে আমার ঈশ্বর, হে দয়াময়। ওগো আমার মা, ওগো আমার বোনরা!—তুমি কি দেখছো না, আমি ভদ্রপরিবারের মেয়ে।

প্রথম গোয়েন্দা ॥ অবশ্যই ভদ্র পরিবারের—উপরন্তু তুমি একজন কুখ্যাত নারী। আজকের রাতে সংবাদপত্রগুলোতে তোমার নাম জ্বল্‌জ্বল্ করছে—চলো, এখন আমার সঙ্গে চলো।

হেনরীটা ॥ কোথায়? কোথায় তুমি আমায় নিয়ে যেতে চাও?

প্রথম গোয়েন্দা ॥ তোমার ধারণা কোথায়? থানায়—তোমার একটা ছোট্ট কার্ড

দেয়া হবে—একটা পারমিট দেয়া হবে। ঐ পারমিটটা পেলে বিনাপয়সায় তোমার স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগ পাবে।

হেনরীটা ॥ হে ঈশ্বর—ঈশ্বর! না, না, তুমি আমার সম্পর্কে অমন ধারণা করতে পারো না!

প্রথম গোয়েন্দা ॥ (হেনরীটার বাহু চেপে ধরলো।) পারি না?

হেনরীটা ॥ (হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো।) দয়া করো—আমায় রক্ষা করো। মর্উরিস! আমায় বাঁচাও।

প্রথম গোয়েন্দা ॥ চুপ কর। জাহান্নামী—খানকী...

(মর্উরিসের প্রবেশ। তার পেছনে পেছনে একজন খিদমতগার এলো।)

খিদমতগার ॥ আপনাদের মতো লোককে আমরা খাবার পরিবেশন করি না। পয়সা মিটিয়ে দিয়ে সরে পড়ুন আর সঙ্গে করে ঐ বেবুশ্যেটাকেও নিয়ে যান।

মর্উরিস ॥ (ভেঙ্গে পড়লো। মানিব্যাগে পয়সা খুঁজে পেলো না।) হেনরীটা, আমার পয়সাটা তুমি মিটিয়ে দাও, তারপর চলো এখান থেকে সরে পড়ি। আমার কাছে এক কানাকড়িও নেই।

খিদমতগার ॥ ভেড়ুয়ার পাওনাটা বিবি মিটিয়ে দিচ্ছে। ভেড়ুয়া! জানো, ভেড়ুয়া মানে কি?

হেনরীটা ॥ হায় ভগবান! আমার কাছে একটি পয়সাও নেই। এডোলফ কি শীগ্গির আসবে না?

প্রথম গোয়েন্দা ॥ কী নোংরা, কি বিশ্রী এই যুগল! দেরি করো না, তাড়াতাড়ি করো—শীগ্গির সরে পড়ো এখান থেকে—কিন্তু সরে পড়ার আগে কিছু-একটা জামিন রেখে যাও। এই বেশ্যার জাতরা সাধারণতঃ আঙুলগুলো আংটিতে ভরিয়ে রাখে।

মর্উরিস ॥ এটা কি সম্ভব যে, আমরা এতো নীচে নেমে গেছি?

হেনরীটা ॥ (আঙুল থেকে একটা আংটি খুলে নিয়ে খিদমতগারকে দিলে।) যাজক ঠিকই বলেছেন। এ কাজ মনুষ্যজাতির নয়।

মর্উরিস ॥ হ্যাঁ, এ কাজ শয়তানের। আর, শোনো, এডোলফ ফিরে আসার পূর্বে, আমরা যদি এখান থেকে চলে যাই, সে ভাববে আমরা তার সাথে প্রতারণা করছি—তাকে কৌশলে এড়াতে চেষ্টা করছি।

হেনরীটা ॥ বেশ তো, ভালই হবে। বাকি সব ঘটনার সাথে সামঞ্জস্য থাকবে। ...কিন্তু এখন নদীর শরণ নেয়া ছাড়া আমাদের আর কিছুই করণীয় রইলো না।

মর্উরিস ॥ (হেনরীটার হাত ধরলো। তারা বাইরে চলে গেলো।) হ্যাঁ— নদী...

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[লুক্সেমবার্গ উদ্যানে আদম ও ঈভের খোদাই করা মূর্তির সামনে একটি বেঞ্চে মর্টারিস ও হেনরীটা বসে রয়েছে। উদ্যানের গাছ-পালার পাতা হাওয়ায় দুলছে আর মাটিতে খড়কুটো, কাগজের টুকরো ইত্যাদি হাওয়ায় উড়ছে।]

হেনরীটা ॥ তুমি আর এখন মরতে রাজী নও, তাই না ?

মর্টারিস ॥ না—মরতে আমার ভয় করে। শুধু একখানা চাদর দিয়ে এই দেহ ঢেকে দেবে আর দেহের নীচে থাকবে খানকতক তক্তা—আমার বড্ড ভয় হয়, কবরের অন্ধকারে ঠান্ডায় একেবারে জমে যাবো ! তা ছাড়া মরতে রাজী নই আরও একটি কারণে, মনে হচ্ছে, কি-যেন একটা কাজ আমার বাকি রয়েছে...কিন্তু ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারছি নে, কাজটা কী।

হেনরীটা ॥ আমি পেরেছি।

মর্টারিস ॥ কি, বলো তো।

হেনরীটা ॥ প্রতিশোধ নেয়া। জীন্নি ও এমাইল সেই গোয়েন্দা দুজনকে গত-কাল আমাদের পেছনে লেলিয়ে দিয়েছিলো বলে তুমি সন্দেহ করছো। প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে এই ধরনের ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা করা একমাত্র মেয়ে-দের পক্ষেই সম্ভব।

মর্টারিস ॥ আমার মনেও ঠিক এ-কথাই জেগেছে। কিন্তু শোনো, আমার সন্দেহের পরিধি আরও ব্যাপক। আমার মনে হচ্ছে, গত কয়েকদিনের ঘটনা আমার দৃষ্টিকে যেন প্রখরতর করেছে—ব্যাপারগুলো আমার দৃষ্টিতে বেশ স্বচ্ছ হয়ে উঠছে।—শোনো, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করি—অওবার্জ দ্য আদ্রেটস এবং সেই প্যাভিলিয়নের রেস্তোরাঁর পরিচারিকাদের এই মামলায় সাক্ষী দিতে ডাকা হয়নি কেন—কী কারণে ডাকা হয় নি, বলতে পারো ?

হেনরীটা ॥ ও প্রশ্নটা আমার মনে কখনো জাগে নি। হ্যাঁ, তবে এখন আমি বুঝতে পারছি, কেন তাদের ডাকা হয় নি। সাক্ষী দিতে তাদের ডাকা হয়নি এ-কারণে যে, আদতে তারা কিছু শোনেই নি।

মর্টারিস ॥ কিন্তু তাহলে—আমরা যে-সব কথা আলোচনা করেছি, কমিশার তা জানলো কি করে ?

হেনরীটা ॥ না, না, সে কিছুই জানে নি। সে বুদ্ধি খাটিয়ে শুধু একটা ধারণা করেছে—একটা অনুমান মাত্র ; তবে সে ঠিকই অনুমান করেছে।—ঠিক এই ধরনের মামলা সে হয়তো আগে করেছে।

মর্ডারিস ॥ কিংবা হয়তো এও হতে পারে, আমাদের চোখ-মুখ-চেহারা দেখে সে বুঝতে পেরেছে, আমরা কী বলাবলি করেছি। তুমি জানো—মানুষের চিন্তা—তার মনের কথা ঠিক ঠিক বলে দিতে পারে, এমন লোকও আছে ?—আমরা দুজনা যে প্রবঞ্চনার খেলায় মেতেছিলাম তার শিকার ছিলো এডোলফ। সুতরাং এডোলফকে যে আমরা আমাদের বিজয়-রথের গাধার সাথে তুলনা করবো, কমিশ্যারের পক্ষে এ সিদ্ধান্ত করা খুবই স্বাভাবিক। মানুষকে উপহাস করার এটা একটা চলতি কথা—যেমন—লোকে বলে, বোকা—বোকা গাধা, বুঝলে না ? কিন্তু এ ক্ষেত্রে 'বোকা' শব্দের চাইতে 'গাধা' শব্দের প্রয়োগটা বেশী মানানসই ছিলো। আমাদের আলাপের বিষয়বস্তু ছিলো যানবাহন—বিজয়-রথ। সুতরাং গাধা শব্দটির প্রয়োগই এক্ষেত্রে সঙ্গত।

হেনরীটা ॥ এমন বেকুফী করা কি করে আমাদের পক্ষে সম্ভব হলো যে, একে-বারে হাতেনাতে ধরা পড়লাম ?

মর্ডারিস ॥ দুনিয়ার মানুষের সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করার এটাই পরিণতি। এটা আমাদের পুরস্কার। কিন্তু তোমাকে আমি আর একটা কথা বলতে চাই।...কথাটা হচ্ছে কমিশ্যার সম্পর্কে—আমার মতে, লোকটি ভীষণ পাজী। সন্দেহ হয়, এর পেছনে আরও একজন লোক আছে।

হেনরীটা ॥ তুমি বুঝি যাজককে সন্দেহ করছো—যিনি বেসরকারী গোয়েন্দার ভূমিকা পালন করেছেন ?

মর্ডারিস ॥ ঠিকই ধরেছো—আমি যাজককেই সন্দেহ করছি। উনি অনেকেরই অনেক গোপন কথা শুনে থাকেন—যাজক হিসেবে অনেকেরই পাপস্বীকার ওঁকে শুনতে হয়। আর বিশেষ করে একটা কথা চিন্তা করে দেখো : এডোলফ নিজেই আমাদের কাছে বলেছে, ঘটনার দিন ভোরবেলা সে সেইন্ট জারমেইন-এ গিয়েছিল। কি করতে সেখানে গিয়েছিল ? তার জীবনের বিভিন্ন সমস্যা ও দুঃখকষ্ট প্রসঙ্গে যাজকের কাছে ইনিয়ে বিনিয়ে খানিকটা আলাপ, খানিকটা বকর বকর নিশ্চয়ই সে করেছে—আর যাজক মশায় তা থেকেই কমিশ্যারের দরকারী তথ্যগুলো সংগ্রহ করেছেন।

হেনরীটা ॥ তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই : তুমি এডোলফকে বিশ্বাস করো ?

মর্ডারিস ॥ আমি এখন দুনিয়ার আর কাউকেই বিশ্বাস করি নে।

হেনরীটা ॥ এডোলফকেও বিশ্বাস করো না ?

মর্ডরিস ॥ তাকেই সব চাইতে কম বিশ্বাস করি। যার প্রিয়তমাকে আমি ডাকাতি করে ছিনিয়ে নিয়েছি, তাকে আমি কি করে বিশ্বাস করতে পারি? তুমি তোমার শত্রুকে বিশ্বাস করতে পারো?

হেনরীটা ॥ এডোলফের ওপর তুমি অবিচার করছো। তার সম্পর্কে আমার মতামতটা শোন। তুমি অবশ্য জানো, তার জীবনের প্রথম পুরস্কার—লণ্ডন থেকে প্রাপ্ত স্বর্ণপদকটি সে ফেরত দিয়েছে। কিন্তু কি কারণে ফেরত দিয়েছে, তুমি কি তা জানো?

মর্ডরিস ॥ না, জানি না।

হেনরীটা ॥ তার ধারণা, ঐ পুরস্কারের সে যোগ্য নয়। তার কৃতপাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ বহুদিন পূর্বে সে এই শপথ গ্রহণ করেছে যে, জীবনে কখনো কোন সম্মান অথবা খেতাব সে গ্রহণ করবে না।

মর্ডরিস ॥ এও কি সম্ভব? এমন একটি শপথ গ্রহণ করার কি এমন কোন কারণ থাকতে পারে?

হেনরীটা ॥ সে একবার একটা অপরাধ করেছিল, কিন্তু দেশের আইনে সে-অপরাধের কোন শাস্তি দেয়ার বিধান নেই। পষ্ট করে আদত কথাটা সে বলে নি বটে, কিন্তু ঠারেঠোরে এ-কথাটাই সে একদিন আমায় বলেছিল।

মর্ডরিস ॥ তাহলে এডোলফও জীবনে পাপ—অপরাধ করেছে! এডোলফ—আদর্শবাদ এবং পুণ্যের যিনি মূর্ত প্রতীক, যিনি জীবনে কখনো কোন লোকেরই বিরুদ্ধে একটা খারাপ বাক্য পর্যন্ত উচ্চারণ করেন না, যিনি দুনিয়ার সব লোককে সব সময়ে ক্ষমা করতে প্রস্তুত, তিনি—তিনিও পাপ করেছেন?

হেনরীটা ॥ হ্যাঁ।—এখন দেখতে পাচ্ছো তো, দুনিয়ার আর দশটা মানুষের চাইতে আমরা খুব বেশী খারাপ নই। অথচ দিবারাত্রি পাজীরা, নিন্দুকেরা আমাদের পেছনে লেগে রয়েছে।

মর্ডরিস ॥ এডোলফও!—তাহলে দেখা যাচ্ছে, মনুষ্যজাতি কলঙ্কমুক্ত নয়।—কিন্তু এডোলফের পক্ষে কোন একটি পাপকার্য করা যদি আদৌ সম্ভব হয়েই থাকে, তা হলে আমি বিনা দ্বিধায় বলবো, অন্য যে-কোন একটি পাপকার্য করাও তার পক্ষে সম্ভব। সুতরাং তাকে সন্দেহ করা যেতে পারে। গতকাল পুলিশকে সম্ভবতঃ সে-ই তোমার সন্ধানে পাঠিয়েছিল... এখন সব কথা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে আসছে...খবরের কাগজে আমাদের ছবি দেখার সঙ্গে সঙ্গে সে আমাদের কাছ থেকে সরে পড়েছিল... আর, সে মিথ্যা কথা বলেছিল—ঐ লোক দুটো পুলিশ নয়। বুঝলে, একজন হতাশ প্রেমিকের পক্ষে যে-কোন কাজ করা সম্ভব।

হেনরীটা ॥ সত্যি সত্যি এতো নীচ তুমি কি করে হতে পারছো? না, না—তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি না—আমি বিশ্বাস করতে পারি না।

মর্ভারিস ॥ কেন পারো না? সে একটা বদমায়েশ—নেহাৎ পাজী লোক। আচ্ছা, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করি, গতকাল আমি তোমাদের সামনে যখন এলাম, তার আগে তোমরা কী আলাপ করেছিলে?

হেনরীটা ॥ সে তার আলাপে তোমার সম্পর্কে এমন একটি বাক্যও উচ্চারণ করে নি, যাতে তার বন্ধুপ্রীতি ফুটে ওঠে নি।

মর্ভারিস ॥ তুমি মিথ্যা কথা বলছো।

হেনরীটা ॥ (নিজেকে সংযত করে নিলে। তারপর ভিন্ন সুরে বলতে লাগলে—) শোন, তোমায় আমি একটা কথা বলতে চাই। আরও একজন রয়েছে, কিন্তু তাকে তুমি সন্দেহ করছো না। কেন তাকে সন্দেহ করছো না, আমি বুঝতে পারছি নে। তোমার এই বিষম বিপদের সময় ম্যাডাম ক্যাথেরিনের অমন দোমনা ভাব কেন? শেষ পর্যন্ত তিনি একেবারে খোলাখুলি বললেন, আল্লার দুনিয়ায় হ্যানো কাজ নেই, যা তোমার দ্বারা সম্ভব নয়।

মর্ভারিস ॥ হ্যাঁ, ও কথা তিনি বলেছেন বটে। এ থেকেই প্রমাণিত হয়, তিনি কোন জাতের মেয়েমানুষ। বিনা কারণে অপরের সম্পর্কে যে-মানুষ এমন নীচ ধারণা পোষণ করতে পারে সে নিশ্চয়ই পাজী...

হেনরীটা ॥ (কঠোর দৃষ্টিতে মর্ভারিসের মুখের পানে তাকিয়ে রইলো।— কিছুক্ষণ দু'জনাই চুপচাপ) অপরের সম্পর্কে এমন নীচ ধারণা যে-লোক পোষণ করতে পারে, সে নিশ্চয়ই পাজী...

মর্ভারিস ॥ তোমার এ-কথা বলার মানে?

হেনরীটা ॥ মানে? মানে—যা বললাম তাই।

মর্ভারিস ॥ তুমি কি বলতে চাও যে, আমি... ?

হেনরীটা ॥ হ্যাঁ, সত্যি তা-ই বলতে চাই। আচ্ছা, এখন আমার একটা প্রশ্নের জবাব দাও তো—সেদিন সকালে ম্যারিয়নের সঙ্গে তুমি যখন দেখা করেছিলে, সেখানে ম্যারিয়ন ছাড়া আর কেউ কি ছিলো? সেখানে আর কারুর সাথে তোমার দেখা হয়েছে?

মর্ভারিস ॥ এ প্রশ্ন কেন?

হেনরীটা ॥ কেন? —নিজের মনকে জিজ্ঞেস করো।

মর্ভারিস ॥ দেখা যাচ্ছে, তুমি সবই জানো...সেখানে জীন্দ ছিলো—তারও সাথে আমার দেখা হয়েছে।

হেনরীটা ॥ তবে আমার কাছে মিথ্যা বলেছিলে কেন?

মর্ডারিস ॥ তোমাকে বাঁচানোর জন্য।

হেনরীটা ॥ আমার কাছে মিথ্যা কথা বলার পর, এখন তুমি চাও, আমি তোমার বিশ্বাস করি। না, আমি তোমায় বিশ্বাস করতে পারি নে—কেননা, এখন আমার বিশ্বাস হচ্ছে, তুমিই হত্যা করেছো।

মর্ডারিস ॥ দাঁড়াও, এক মিনিট থামো। আমরা আমাদের আলাপের ঠিক সেই প্রসঙ্গটায় এখন এসে গেছি, যে-প্রসঙ্গটা এড়াতে এতক্ষণ আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করছিলাম। কি আশ্চর্য! যে-ব্যাপারটা একেবারে আমাদের নাকের ডগার ওপর রয়েছে, তার ওপরই আমাদের নজর পড়ে সবচেয়ে দেরীতে। আর কি মজার ব্যাপার! যে কথাটা বিশ্বাস করতে আমাদের মন চায় না, আমরা তা বিশ্বাস করি না। আচ্ছা, কাল সকালে Bois des Boulogne থেকে তো আমরা দু'জনা একসঙ্গে বের হলাম, কিন্তু তারপর তুমি কোথায় গেলে?

হেনরীটা ॥ (বিব্রত স্বরে) এ প্রশ্ন করছো কেন?

মর্ডারিস ॥ হয় তুমি এডোলফের ওখানে গিয়েছিলে, অথবা—কিন্তু এডোলফ তো তখন একাডেমীতে ছিলো, সুতরাং সেখানে তোমার যাওয়ার কথা ওঠে না; তা হলে দেখা যাচ্ছে, ম্যারিয়নের কাছেই গিয়েছিলে।

হেনরীটা ॥ আর আমার কোন সন্দেহ নেই—আমি সুনিশ্চিত, তুমিই হত্যাকারী।

মর্ডারিস ॥ ঠিক তোমারই মতো আমিও সুনিশ্চিত, তুমিই হত্যাকারী। ম্যারিয়নকে পথ থেকে সরিয়ে ফেলা তোমার বিশেষ স্বার্থের জন্যই প্রয়োজন ছিলো—আলাপে আলাপে তুমি সেদিন নিজ মুখেই 'পথের কাঁটা সরিয়ে ফেলা' কথাটা উচ্চারণ করেছিলে; মনে পড়ে?

হেনরীটা ॥ ও কথাটা আমার কথা নয়, কথাটা বলেছিলে তুমি।

মর্ডারিস ॥ কিন্তু যার স্বার্থে আমি কথাটা বলেছিলাম, সেই ম্যারিয়নকে হত্যা করেছে।

হেনরীটা ॥ কলুর বলদের মতো আমরা ঘানিগাছের চারপাশে ঘুরছি আর পরস্পরকে চাবকাচ্ছি। এখন এসো, খানিকটা বসে দম নিই, নইলে দুজনাকেই নির্ঘাৎ পাগল হতে হবে।

মর্ডারিস ॥ তুমি অনেক আগেই পাগল হয়েছো।

হেনরীটা ॥ তুমি কি মনে করো না, আমরা দু'জনা একেবারে বদ্ধ পাগল হবার পূর্বে—এক্ষুণি, এই মুহূর্তে আমাদের ছাড়াছাড়ি হওয়া উচিত?

মর্ডারিস ॥ হ্যাঁ, তাই মনে করি।

হেনরীটা ॥ (চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালো।) তাহলে গুড্‌বাই।

(দু'জন গোয়েন্দা মঞ্চের পেছন দিক থেকে প্রবেশ করলো।)

হেনরীটা ॥ (পেছন দিকে তাকালো, তারপর মর্উরিসের কাছে এগিয়ে এলো।) তারা আবার এসেছে।

মর্উরিস ॥ শয়তান দু'টো স্বর্গোদ্যান থেকে আমাদের তাড়িয়ে দিতে চায়...

হেনরীটা ॥ ওরা জোর করে আমাদের বাধ্য করছে পরস্পরের বন্ধন দৃঢ়তর করতে এবং আমাদের দুটি আত্মাকে একাত্মায় পরিণত হতে...

মর্উরিস ॥ অথবা, সারা জীবনের জন্য আমাদের দু'জনাকে বিবাহবন্ধনে বাঁধার দণ্ডাজ্ঞা ওরা দিতে চায়। কিন্তু তুমি কি বলো? আমরা বিয়ে করলে কেমন হয়? একই গৃহে দু'জনা বাস করবো—ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে বাইরের জগতকে দূরে সরিয়ে রাখবো এবং হয়তো অবশেষে শান্তি ফিরে পাবো—কি বলো তুমি?

হেনরীটা ॥ বাইরের দুনিয়ার প্রবেশপথ বন্ধ করে দিয়ে এবং ঘরের দরজা বন্ধ করে একই ঘরে বাস—এর মানে কি জানো? এর সাফ মানে হচ্ছে : একে অপরকে মৃত্যু যন্ত্রণায় দগ্ধ করা—দরজা বন্ধ ঘরের ভেতর দু'টি প্রেতাত্মাকে হরদম সঙ্গে নিয়ে বাস করা।—কিন্তু এ প্রেতাত্মা দু'টি কে—বলো তো? এ দু'টিকে উপহার পাবো আমরা আমাদের বিবাহের যৌতুকস্বরূপ। বন্ধ ঘরের ভেতর দুটি প্রেতাত্মাকে নিয়ে সারাক্ষণ আমরা বাস করবো—এডোলফের স্মৃতি দিয়ে তুমি আমায় দগ্ধ করবে আর আমি তোমায় দগ্ধ করবো জীম্নি...আর ম্যারিয়নের কথা বলে বলে...

মর্উরিস ॥ ম্যারিয়নের নাম আর উচ্চারণ করো না। আজ তাকে কবর দেয়া হচ্ছে—হয়তো ঠিক মুহূর্তে...

হেনরীটা ॥ আর, তুমি তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় উপস্থিত থাকলে না—কিন্তু কেন?

মর্উরিস ॥ আমার বিরুদ্ধে জনতার বিক্ষোভের কথা বলে পুলিশ আমায় সাবধান করে দিয়েছে—জীম্নিও সাবধান করে দিয়েছে।

হেনরীটা ॥ তোমার মতো দুনিয়ায় আর দু'টি ভীরু নেই। ছিঃ।

মর্উরিস ॥ মানুষের চরিত্রে যত প্রকার দোষ থাকতে পারে, তার প্রত্যেকটি আমার চরিত্রে আছে। অথচ তুমি আমার প্রেমে পড়লে কি করে?

হেনরীটা ॥ আজ থেকে দু'দিন পূর্বে তুমি সম্পূর্ণ একটা আলাদা মানুষ ছিলে। তাই আমি তখন তোমায় আমার ভালবাসার যোগ্য বলে মনে করেছিলাম।

মর্উরিস ॥ আর, আমি এখন এতো নীচে নেমে গেছি যে...

হেনরীটা ॥ না, আমি তা বলি নি। তুমি নিজেই নিজেকে অতি বদ্‌লোক বলে মনে করছো।

মর্উরিস ॥ তুমিই আমায় বদ্‌ করেছো।

হেনরীটা ॥ হয়তো তোমার কথাই ঠিক। কিন্তু তুমি যতই ভাবছো, তুমি একজন নেহাৎ বদ্‌লোক, আমার নিজেকে ততই মনে হচ্ছে, আমি যেন পুণ্যের পথে পা বাড়াচ্ছি।

মর্ডারিস ॥ তোমার ব্যাপারটা আমি বুঝেছি : মানুষ যখন কোন ব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভ করে তখন তার যেমন মনের অবস্থাটা দাঁড়ায় ঠিক তেমনি তোমার বর্তমান অবস্থাটা এখন দাঁড়িয়েছে।

হেনরীটা ॥ তুমি নেহাৎ অমার্জিত, নেহাৎ অভদ্র হয়ে পড়েছো।

মর্ডারিস ॥ আমি তো নিজেও জানি। আমি বেশ বুঝতে পারছি, জেলখানায় রাত্রি-বাসের পর থেকে আমি আর সেই আগের আমি নেই। তারা যে-লোকটিকে জেলখানার ভেতর ধরে নিয়ে গিয়েছিলো, তাকে যখন তারা মুক্ত করে দিলে তখন সে সম্পূর্ণ একটা আলাদা লোক। জেলখানার ঐ ফটকটা— গোটা সমাজ ও জেলের বাসিন্দাদের যে-ফটকটা দুটি আলাদা আলাদা ভাগে ভাগ করে রেখেছে, সেই ফটকটা দিয়ে তারা যখন আমায় মুক্ত করে দিলে, তখন আমি একটা সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ। শোন, আমার নিজেকে আজ মনে হচ্ছে, আমি যেন মানবজাতির শত্রু। আর আমার ইচ্ছে হচ্ছে, গোটা দুনিয়াটা আগুনে পুড়িয়ে ছারখার করে দিই—সমুদ্রের পানি শুকিয়ে ফেলি ; কেননা, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একটা মহা প্রলয়কাণ্ড ব্যতিরেকে আমার এ কলঙ্ক মুছে যাওয়ার আর অন্য কোন পথ নেই—একমাত্র মহাপ্রলয়-কাণ্ডের মাধ্যমে আমার এ কলঙ্ক মুছে যেতে পারে।

হেনরীটা ॥ আমি আমার মায়ের কাছ থেকে আজ একটা চিঠি পেয়েছি। মা বিধবা। আমার বাবা সৈন্যবিভাগের একজন মেজর ছিলেন। মা মানুষ হয়েছেন সেকেলে ধ্যান-ধারণায়—সেকেলে দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী মানুষের মান ইজ্জত ও আচার-ব্যবহারের ধারণা তিনি পোষণ করেন। মায়ের চিঠিটা তুমি পড়বে ? কি, পড়বে না ? বেশ, পড়ো না। তুমি কি জানো, আমি একজন সমাজচ্যুত মেয়ে ? আমার পরিচিত যতো সম্ভ্রান্ত পরিবার আছে, তাদের কেউই আমার সঙ্গে কোনরকম সম্পর্ক রাখতে রাজী নয়। আমি যদি কখনো রাতে একা পথে বের হই, পুলিশ তক্ষুণি আমায় গ্রেফতার করবে। অতএব বুঝতে পারছো, আমাদের বিয়ে না করে উপায় নেই।

মর্ডারিস ॥ আমরা পরস্পরকে ঘৃণা করি,—তবু আমাদের বিয়ে করতে হবে। এর চেয়ে নরকে বাস ঢের ভালো। কিন্তু হেনরীটা, আমরা দু'জনা বিবাহ-বন্ধনে বাঁধা পড়ার পূর্বে তোমার গোপন কথাটা আমার কাছে তোমার ভাঙা উচিত ; কেননা, তাহলে দু'জনা খোলামনে—সমমর্যাদা বোধ নিয়ে বাস করতে পারবো।

হেনরীটা ॥ বেশ, আমি আমার গোপন কথা বলছি। শোনো : আমার একজন বান্ধবী ছিলো। সে এক মহাবিপদে পড়েছিল—বিপদটা কী, তা হয়তো তুমি বুঝতে পারছো। আমি তাকে সেই বিপদে সাহায্য করতে উদ্যোগ নিয়েছিলাম। তার ভবিষ্যত জীবনের ওপর তখন সর্বনাশের খাঁড়া ঝুলছে। কিন্তু আনাড়ির মতো কাজটা করলাম, আর, তার ফলে বেচারা মারা গেলো।

মর্উরিস ॥ তুমি বোকার মতো হঠকারী করেছো ; অবশ্য সেই সঙ্গে তোমার সেই কাজে একটা মহানুভবতারও স্পর্শ ছিলো।

হেনরীটা ॥ অমন ভালো কথা এখন বলছো বটে, কিন্তু একটু পরে যখন হয়তো কোনো কারণে তুমি রাগবে, আমায় তখন অপরাধী বলে অভিযোগ করবে।

মর্উরিস ॥ না, আমি অভিযোগ করবো না। তবে আমি স্বীকার করছি যে, তোমার ওপর আর আমার তেমন বিশ্বাস নেই ; তোমার সঙ্গে একত্রে বাস করতে আমার ভয় হচ্ছে।...কিন্তু মেয়েটির সেই ভালবাসার মানুষটির খবর কি—তিনি কি এখনও জীবিত আছেন ? তিনি কি জানেন, তুমিই তার মৃত্যুর কারণ ?

হেনরীটা ॥ এ কাজে সে আমার সহযোগী ছিলো।

মর্উরিস ॥ কিন্তু ধরো, তাঁর যদি এখন বিবেক-দংশন শুরু হয় ? এবং শুরু হওয়া কিছু আশ্চর্য নয় ; কেননা, এমন ব্যাপার ঘটে থাকে।...তখন হয়তো তিনি তোমার সম্পর্কে সব কথা পুলিশকে বলার প্রয়োজন বোধ করতে পারেন...তোমার তা হলে আর রক্ষা নেই, মহা-সর্বনাশ হবে...

হেনরীটা ॥ হ্যাঁ, আমি তা জানি। আর এই দুশ্চিন্তার তাড়নাই আমাকে বিরামহীন উচ্ছৃংখলতার আবর্তে অহোরাত্র বাস করতে বাধ্য করেছে। উচ্ছৃংখলতার নেশায় বুঁদ হয়ে রয়েছি। একটি মুহূর্তের জন্যও নেশা থেকে জেগে উঠতে আমি ভয় পাই।

মর্উরিস ॥ আর, তোমার সেই মানসিক যন্ত্রণার একটা অংশ বিয়ের যৌতুকস্বরূপ তুমি আমাকে অর্থাৎ তোমার এই ভাবী বরকে দিতে চাও। এটা কি খুব বেশী বাড়াবাড়ি নয় ?

হেনরীটা ॥ কিন্তু হত্যাকারী হিসেবে তোমার যে-কলঙ্ক রটেছে, সেই কলঙ্কের একটা অংশও তো আমি নিতে যাচ্ছি, মর্উরিস।

মর্উরিস ॥ হেনরীটা, এ প্রসঙ্গের আলোচনা বন্ধ করো। ঢের হয়েছে।

হেনরীটা ॥ না, এখনও বাকি আছে। তুমি সত্যি কি প্রকৃতির লোক, তা আমার জানতে হবে—যতক্ষণ পর্যন্ত পুরোপুরি জানতে না পারছি, তোমায় আমি হাতছাড়া করবো না। মানুষ হিসেবে তুমি আমার চেয়ে উচ্চতর শ্রেণীর,

এই ধারণা মনে মনে পোষণ করে তুমি যে সরে পড়বে, আমি তা কিছুতেই হতে দেবো না।

মর্উরিস ॥ অর্থাৎ তুমি আমার সঙ্গে লড়তে চাও? বেশ, আমিও প্রস্তুত—এসো।

হেনরীটা ॥ কিন্তু আমি বলে রাখছি, শেষ লড়াই লড়ে—চূড়ান্ত বোঝাপড়া করে, তবে আমি ছাড়বো। (ঢোলের বাজনার আওয়াজ শোনা গেলো।)

মর্উরিস ॥ ঢোলের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছো? উদ্যানের ফটক বন্ধ করার সময় হয়েছে।—"তোমারই পাপে মৃত্তিকা আজ অভিশপ্ত; এবং মৃত্তিকার বক্ষ ভেদ করে কাঁটার ঝোপঝাড় আর কাঁটা গাছ গজিয়ে উঠবে তোমাকেই লক্ষ্য করে।"

হেনরীটা ॥ "এবং নারী জাতিকেই লক্ষ্য করে, প্রভু যীশু বলেন।"

পাহারাদার ॥ (য়ুনিফরম পরিহিত। নরম স্বরে বললে—) ম্যাডাম...মসিয়্যা দয়া করে উঠুন—বাগানের ফটক বন্ধ করার সময় হয়েছে।

চতুর্থ অংক

দ্বিতীয় দৃশ্য

[কাফে। ম্যাডাম ক্যাথেরিন Counter-এ বসে হিসেবের খাতা লিখছেন। এডোলফ ও হেনরীটা টেবিলের পাশে চেয়ারে বসে আলাপ করছে।]

এডোলফ ॥ (অতি শান্ত স্বরে ও দরদভরা কণ্ঠে বললে—) এই শেষবারের মতো আমি তোমায় জানাচ্ছি—কসম খেয়ে বলছি: সত্যি আমি পালিয়ে যাই নি। উল্টো আমি ভেবেছিলাম, তুমি আমায় ত্যাগ করেছো। দয়া করে তুমি আমার কথাটা বিশ্বাস করো।

হেনরীটা ॥ কিন্তু, ঐ লোক দুটো পুলিশ নয়—এ কথা তুমি আমাদের বিশ্বাস করাতে চেয়েছিলে কেন?

এডোলফ ॥ সত্যি আমি ভেবেছিলাম, ওরা পুলিশ নয়। এবং তোমাদের মনের উৎকণ্ঠা দূর করার জন্যই কথাটা বলেছিলাম।

হেনরীটা ॥ উৎকণ্ঠা দূর করার জন্য বলেছিলে? ভালো। তোমার কথা আমি ষোলআনা বিশ্বাস করছি। কিন্তু আমাকেও তোমার বিশ্বাস করা উচিত; কেননা, আমার অন্তরের অন্তস্থলে যে-কথাটি আমি গোপন করে রেখেছি,

আমার মনের সবচেয়ে গোপন চিন্তাটি এখন আমি তোমার সামনে তুলে ধরবো।

এডোলফ ॥ বেশ, বলো, আমি শুনছি।

হেনরীটা ॥ বলছি—তুমি কিন্তু তোমার সেই পুরনো অভিযোগ, যা তুমি আমার সম্পর্কে বরাবর করে এসেছো—আমি নাকি একটা বিভ্রান্তি, একটা অলীক, স্রেফ একটা আজগুবী দুশ্চিন্তার খপ্পরে পড়ে বৃথা তড়পাচ্ছি—সে অভিযোগ অতঃপর আর করো না, বুঝলে ?

এডোলফ ॥ সাধে কি অভিযোগ করি ! তুমি এমনভাবে চলাফেরা করো, এমন সব কাজকাম করো যেন ঐ অভিযোগই তোমার কাম্য।

হেনরীটা ॥ শোনো, কথাটা তুমি ঠিক বুঝতে পারছো না।—আমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগকেই আমি তোয়াক্কা করি নে। তবে কথাটা কি জানো ? আমি তোমায় বেশ ভালো করেই চিনি। সব ব্যাপারেরই অমঙ্গলের দিকটা তুমি আগে দেখো, আর এই সন্দেহপ্রবণতা তোমার চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য—কিন্তু আমি তোমার এই সন্দেহপ্রবণতায় অভ্যস্ত।—আমার কাছে তোমায় একটা প্রতিজ্ঞা করতে হবে, আমি তোমায় এখন যে-কথাটা বলবো, দুনিয়ায় দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তির কাছে তুমি তা কোনদিনই প্রকাশ করতে পারবে না।

এডোলফ ॥ হ্যাঁ, প্রতিজ্ঞা করছি।

হেনরীটা ॥ তুমি কি আমার কথা বিশ্বাস করবে, যদি আমি বলি...উঃ কী ভয়ঙ্কর, কি সাংঘাতিক কথা...আমি প্রায় পুরোপুরি প্রমাণ করতে পারি, মর্টরিস দোষী...অন্ততঃপক্ষে তাকে দোষী বলে সন্দেহ করার প্রচুর সঙ্গত কারণ রয়েছে...

এডোলফ ॥ কি বলছো তুমি ? হেনরীটা, তুমি জানো না, তুমি কি বলছো !

হেনরীটা। ॥ আমার কথাটা আগে শেষ অবধি শোনো, তারপর শান্ত মনে নিজেই বিচার করে রায় দিও। মর্টরিস যখন Bois des Boulogne- এর উদ্দেশ্যে আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ম্যারিয়নের সঙ্গে দেখা করতে যায়, তখন আমায় বলেছিলো, মেয়ের মা যখন বাড়ীতে থাকবে না, তখন একা শুধু ম্যারিয়নের সাথে সে দেখা করবে। এখন জানা যাচ্ছে, মেয়ের মা জীন্নির সাথেও সে দেখা করেছে। তাহলে বুঝতে পারছো, সে আমার কাছে মিথ্যা কথা বলেছিল।

এডোলফ ॥ সে অবশ্য তোমার কাছে মিথ্যা কথা বলেছে—কিন্তু তার পেছনে হয়তো কোন সদুদ্দেশ্য ছিলো। আর, এ থেকে প্রমাণিত হয় না যে, সে অপরাধী, সে ম্যারিয়নকে খুন করেছে।

হেনরীটা ॥ ব্যাপারটা তুমি বুঝছো না ? কি আশ্চর্য ! তুমি বুঝতে পারছো না ?

এডোলফ ॥ না, পারছি নে।

হেনরীটা ॥ আসল কথা হচ্ছে : বুঝতে তুমি চাও না। —বেশ, আমার সামনে তাহলে মাত্র একটি পথই খোলা থাকে —পুলিশের কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বলা। তখন দেখা যাবে, কি করে সে প্রমাণ করতে পারে : অপরাধ অনুষ্ঠানকালে ঘটনাস্থলে সে ছিলো না, অতএব সে নির্দোষ।

এডোলফ ॥ হেনরীটা, তাহলে রূঢ়, অতি কঠোর, নির্জলা সত্য কথাটি তোমায় এখন বলি, শোনো : তুমি এবং মর্উরিস দু'জনাই মানসিক বিকারে ভুগছো— তোমরা এখনও পুরোপুরি উন্মাদ হওনি বটে, তবে হতে আর বেশী দেরি নেই। ভীতি আর অবিশ্বাস, এই দুই দানবের কবলে তুমি পড়েছো। তোমাদের দু'জনারই বিবেকে একটা অপরাধবোধ আসন গেড়ে বসে আছে। তাই তোমরা পরস্পরকে আঘাত করে ঘায়েল করতে চাও। আচ্ছা এখন দেখা যাক, আমি যা ধারণা করেছি তা সত্যি কি-না : মর্উরিসও কি সন্দেহ করে না যে, ম্যারিয়নকে তুমিই হত্যা করেছো ? কি বলো, সন্দেহ করে না ? করে না ?

হেনরীটা ॥ হ্যাঁ করে। এবং তা থেকেই বোঝা যাচ্ছে, তার ষোলআনা মতিচ্ছন্ন, পুরোপুরি চিত্তভ্রংশ হয়েছে।

এডোলফ ॥ তোমার ওপর তার সন্দেহটাকে তুমি বলছো, মতিচ্ছন্ন এবং পাগলামী। কিন্তু তুমি তোমার নিজের সন্দেহটাকে পাগলামী বলতে চাও না।

হেনরীটা ॥ আমি যে ভুল করছি অর্থাৎ মর্উরিসকে যে আমি অন্যায়ভাবে সন্দেহ করছি, আগে এটা প্রমাণ করো, তারপর অন্যকথা বলো।

এডোলফ ॥ ভালো বলেছো। কিন্তু প্রমাণ করা খুবই সোজা। দ্বিতীয়বার লাশ ময়নাতদন্ত করে ডাক্তাররা সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, ম্যারিয়ন কি-যেনো একটা রোগে—রোগটার নামটা... ঠিক এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে না...অনেকেই নামটা জানে, —বেশ পরিচিত রোগ,...সেই রোগে ম্যারিয়ন মারা গেছে। এটা ডাক্তারদের সুস্পষ্ট অভিমত।

হেনরীটা ॥ তাই নাকি ? সত্যি ?

এডোলফ ॥ সরকারী রিপোর্ট আজকের সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছে।

হেনরীটা ॥ সংবাদপত্রের ওপর আমার কোনো আস্থা নেই। তারা মিথ্যা রিপোর্ট ছাপাতে পারে।

এডোলফ ॥ হেনরীটা আমি তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি। আমি ঠিক বুঝতে পারছি নে —তবু মনে হচ্ছে, নিজের অজান্তে তুমি তোমার সীমানা পেরিয়ে গেছো। কিন্তু সে-যাই হোক, সাবধান, এমন কোন অভিযোগ জিহ্বা থেকে উচ্চারণ করো না, যার ফলে তোমায় জেলে যেতে হতে পারে।

খবরদার, আবার তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি। (হেনরীটার মাথার ওপর এডোলফ হাত রেখে বললে—) তুমি মউরিসকে ঘৃণা করো, তাই না ?

হেনরীটা ॥ কী প্রচণ্ড ঘৃণা যে করি, ভাষায় তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

এডোলফ ॥ প্রেম যেখানে ঘৃণায় রূপান্তরিত হয়, বুঝতে হবে, সেখানে শুরু থেকেই সেই প্রেমে খাদ ছিলো।

হেনরীটা ॥ (শান্ত স্বরে—) তুমি আমায় বলো, এখন আমার কি করা উচিত ? আমাকে সবাই ভুল বোঝে —একমাত্র তুমি—একমাত্র তুমি ছাড়া আর কেউ আমায় ঠিক বুঝতে পারে না ; তুমি বলো, আমার কি করা উচিত।

এডোলফ ॥ কিন্তু নীতিকথা যে তুমি পছন্দ করো না !

হেনরীটা ॥ নীতিকথা ছাড়া, তোমার জানা অন্য-কোনো পথ কি আর নেই ?

এডোলফ ॥ না। কিন্তু নীতিকথা থেকে আমি নিজে উপকৃত হয়েছি।

হেনরীটা ॥ বেশ, কি বলতে চাও, বলো, শুনি।

এডোলফ ॥ যে-ঘৃণাটা তোমার মনের ভেতর বাসা বেঁধে রয়েছে, সেই ঘৃণাকে নিজেরই বিরুদ্ধে প্রয়োগ করো, তোমার নিজের দূষিত ক্ষতে ছুরি চালিয়ে দাও ; কারণ, তোমার যতো ঝামেলা ঐ ক্ষতেই নিহিত।

হেনরীটা ॥ কথাটা আমায় ভালো করে বুঝিয়ে বলো।

এডোলফ ॥ বলছি, শোনো : প্রথমতঃ, মউরিসকে তুমি ছাড়ো, যাতে করে দুজনার আলাদা আলাদা বিবেক-দংশনকে যুক্তভাবে একসাথে লালন করার সুযোগটা বন্ধ হয়। তোমার এই শিল্পী-জীবন তুমি ত্যাগ করো : শিল্পীর জীবন গ্রহণ করার পেছনে তোমার একটি মাত্র উদ্দেশ্যই নিহিত রয়েছে। আর, তা হচ্ছে : চাপল্য ও উচ্ছৃঙ্খলতায় গা ঢেলে দেয়া এবং তথাকথিত স্বাধীন জীবন যাপন করা। এ ধরনের জীবন যাপনে যে সত্যিকার কোনো আনন্দ নেই, নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে এখন তুমি নিশ্চয়ই তা উপলব্ধি করতে পারছো। সুতরাং এই সখের শিল্পী-জীবন ছেড়ে দাও এবং সোজা বাড়ীতে মায়ের কাছে চলে যাও।

হেনরীটা ॥ বাড়ীতে ? মায়ের কাছে ? জান গেলেও সেখানে আমি যাবো না।

এডোলফ ॥ তাহলে অন্য কোথাও যাও।

হেনরীটা ॥ এডোলফ, আমার ধারণা, তুমি বুঝতে পেরেছো যে, তোমার গোপন কথা আমি ধরে ফেলেছি। তুমি তোমার পুরস্কার—সেই স্বর্ণপদক কেন গ্রহণ করো নি, তার কারণ আমি জানি।

এডোলফ ॥ আমার কাহিনীর কিছুটা অংশ তুমি জানো, তাই হয়তো কারণটা বুঝতে পেরেছো।

হেনরীটা ॥ হ্যাঁ, ঠিকই বলেছো...কিন্তু তুমি তোমার মনের শান্তি ফিরে পেলে কি করে ?

এডোলফ ॥ কি করে ফিরে পেলাম তোমায় বলেছি তো। আবার বলি শোনো : আমার অপরাধ সম্পর্কে আমি একদা পুরোপুরি সচেতন হয়ে উঠলাম—খুব অনুতাপ হলো, তখন প্রতিজ্ঞা করলাম, অতঃপর সত্যিকার সৎ জীবন যাপন করবো। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত অনুতাপীর জীবন যাপন করে চলেছি।

হেনরীটা ॥ কিন্তু যার বিবেকই নেই, তার অনুতাপ হবে কি করে? ধরো, যেমন আমি—আমার ভিতরে বিবেক বলে কোনো বস্তুর অস্তিত্ব নেই।... অনুতাপ কি একটি ঐশ্বরিক করুণা? মানুষের লক্ষ বিশ্বাস যেমন ঈশ্বরের একটি করুণা?

এডোলফ ॥ জীবনের যতো কিছু মঙ্গল, যতো কিছু শুভ, সবই তাঁর করুণা। কিন্তু জেনে রেখো, এই করুণা শুধু তারই ওপর বর্ষিত হয়, যে-লোক এর সন্ধানে ফেরে। যাও, সন্ধান করো। (হেনরীটা চুপচাপ।) কিন্তু যে-মানসিক আবহাওয়ায় করুণা ভিক্ষা করার মুহূর্তটি মানুষের সামনে এসে দাঁড়ায়, সেই মুহূর্তটিকে হেলায় হারিয়ে ফেলো না, কারণ পরবর্তী মুহূর্তে হয়তো তোমার হৃদয় আবার পাষাণের মতো শক্ত হবে এবং সকল প্রকার করুণা থেকে বঞ্চিত হয়ে অতল গহ্বরে পড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

হেনরীটা ॥ (এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললে—) শাস্তির ভয়, তাকেই কি বিবেক বলে?

এডোলফ ॥ না। আমাদের ভিতরে যে পাপী ব্যক্তিটি রয়েছে, তার পাপকার্যাবলীর বিরুদ্ধে, আমাদের ভিতরে যে সৎ ব্যক্তিটি রয়েছে তার আকস্মিক আবির্ভাবকেই বলা হয় বিবেক।

হেনরীটা ॥ তাই যদি হয়, তাহলে আমারও নিশ্চয় বিবেক আছে।

এডোলফ ॥ নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু—

হেনরীটা ॥ আচ্ছা এডোলফ্—ঐ যে লোকে বলে ধার্মিক—তুমি কি ধার্মিক?

এডোলফ ॥ না, না, মোটেই ধার্মিক নই।

হেনরীটা ॥ কি আশ্চর্য ব্যাপার...আচ্ছা, ধর্ম কাকে বলে—ধর্ম কী?

এডোলফ ॥ ধর্ম কী, আমি তা তোমায় বলতে পারবো না। এবং আমার ধারণা দুনিয়ায় এমন কোনো লোক নেই, যিনি সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন, ধর্ম কী। কোনো কোনো সময় আমার মনে হয় ধর্ম মানে : শাস্তি। কেননা, বিবেকদংশন শুরু না হওয়া পর্যন্ত কোনো লোকই ধর্মকে পায় না...

হেনরীটা ॥ হ্যাঁ, ধর্ম হচ্ছে : শাস্তি। এখন আমি বুঝতে পেরেছি আমায় কি করতে হবে। গুডবাই, এডোলফ।

এডোলফ ॥ তুমি চলে যাচ্ছো?

হেনরীটা ॥ হ্যাঁ, আমি প্যারী থেকে চলে যাচ্ছি। আমি তোমার উপদেশ গ্রহণ করলাম। বন্ধু এডোলফ, গুডবাই, ম্যাডাম ক্যাথেরিন গুডবাই।

ক্যাথেরিন ॥ এখুনি চলে যাবে ?

হেনরীটা ॥ হ্যাঁ।

এডোলফ ॥ আমি তোমার সঙ্গে যাবো ?

হেনরীটা ॥ না।...আমি একা যাবো। একদিন যেমন একা এসেছিলাম—বসন্ত-কালের একটি দিনে —সেদিন আমার ধারণা ছিলো, যদিও আমি প্যারীর বাসিন্দা নই কিন্তু প্যারীই আমার যোগ্য স্থান—সেদিন বিশ্বাস করেছিলাম, দুনিয়ায় এমন একটা কিছুর অস্তিত্ব রয়েছে, যার নাম স্বাধীনতা—কিন্তু এখন দেখছি তার কোনো অস্তিত্ব নেই।—গুডবাই। (প্রস্থান)

ক্যাথেরিন ॥ ঐ স্ত্রীলোকটির মুখ আবার দেখার দুর্ভাগ্য যেনো আমার আর কখনও না হয়। আর, ও যদি এখানে আদৌ না আসতো, সব দিক দিয়ে কতো ভালো হতো।

এডোলফ ॥ কে জানে, কি হতো! কিন্তু তার এখানে আসার একটা অন্তর্নিহিত অর্থ থাকতে পারে। যাই হোক, সে অনুকম্পার যোগ্য,—আর, অনুকম্পা এমন একটি বস্তু যার সীমা নেই, শেষ নেই।

ক্যাথেরিন ॥ আমি তা অস্বীকার করি নে। কারণ, অনুকম্পা এমন-একটা-কিছু যা আমাদের সবারই দরকার।

এডোলফ ॥ সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের অনেকের চেয়ে সে কম অন্যায় করেছে।

ক্যাথেরিন ॥ হতে পারে—তবে আমার এ বিষয়ে সন্দেহ আছে।

এডোলফ ॥ ম্যাডাম ক্যাথেরিন, আপনি সব ব্যাপারেই বড্ডো কঠোর, খুব অনুদার। দয়া করে আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিন তো : আপনি কি কখনো কোনো অন্যায় করেন নি ?

ক্যাথেরিন ॥ (হতভম্ব।) হ্যাঁ করেছি বৈ কি।...বলেন কি?...পাপ করি নি ? — আমি একজন হদ্দ পাপী। কিন্তু সরু একফালি বরফের ওপর দিয়ে সখ করে চলতে গিয়ে যে-লোকের পতন ঘটে, তার শুধু যে ষোলআনা অধিকার রয়েছে তা নয়, বরং তার কর্তব্যও বটে অন্য লোককে সাবধান করে দেয়া, সেই সরু একফালি বরফ থেকে দূরে থাকার জন্য। আর, নিজের অভিজ্ঞতা থেকে কোন লোক যদি অন্যাকে সাবধান করে দেয়, তবে সেই লোককে অনুদার কিংবা কঠোর ভাবা উচিত নয়। ঐ স্ত্রীলোকটি এই ঘরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে মউরিসকে আমি এই বলে সাবধান করে দিয়েছিলাম : খবরদার, ঐ মেয়ের কাছে ঘেঁসো না—ওর কাছ থেকে দূরে থাকবে। কিন্তু সে আমার কথায় কান দেয় নি, তাই এখন ফল ভুগছে। সে

নেহাৎ অবাধ্য, নেহাৎ মাথাগরম বালকের মতো কাজ করেছে। যখন কোন লোক এমন আচরণ করে, চড়-থাপ্পড় তার ভাগ্যে জোটে—যেমন জোটে অবাধ্য খোকাখুকীদের ভাগ্যে।

এডোলফ ॥ আপনি কি মনে করেন না, মর্ডারিসের পাওনা চড়-থাপ্পড়ের ভাগ পেতে তার আর বাকি নেই, ইতিমধ্যেই সে ষোলআনা পেয়ে গেছে।

ক্যাথেরিন ॥ হ্যাঁ, পেয়েছে। কিন্তু তাতে তার কোন শিক্ষা হয়েছে, মনে হয় না। বয়ে যাওয়া ছেলেদের মতো এখনও সে কাণ্ডকারখানা করে বেড়াচ্ছে।

এডোলফ ॥ একটা জটিল মামলার এটা বেশ বিচক্ষণ ব্যাখ্যা বটে।

ক্যাথেরিন ॥ হুম। আপনারা, নিজেদের অপরাধের দার্শনিক ব্যাখ্যা করা আর তাই নিয়ে রাতদিন দুশ্চিন্তায় তড়পানো ছাড়া আর কিছুই বোঝেন না। কিন্তু ইতিমধ্যে পুলিশ আপনাদের মতো লোকের অপরাধের সব রহস্য উদঘাটন করে বসে থাকে। থাক্ গে, এখন আমাকে আমার হিসাবপত্রটা একটু দেখতে দিন—দয়া করে আর আমার সময় নষ্ট করবেন না।

এডোলফ ॥ এই যে মর্ডারিস এসেছে...

ক্যাথেরিন ॥ হ্যাঁ, মর্ডারিস। ঈশ্বর তাঁর মঙ্গল করুন...

মর্ডারিস ॥ (প্রবেশ। ভীতি-বিহ্বল চেহারা। এডোলফ-এর টেবিলে এসে বসলো।) গুড ইভিনিং।

(ম্যাডাম ক্যাথেরিন মাথা দুলিয়ে তার অভিবাদনের জবাব দিলেন। মুখে একটি শব্দও উচ্চারণ করলেন না, এবং হিসেবের খাতা থেকে মুখও তুললেন না—আপন মনে তাঁর হিসাবের খাতা পরীক্ষা করে চললেন।)

এডোলফ ॥ মর্ডারিস, বলো, তোমার খবর কি— সব ভালো তো ?

মর্ডারিস ॥ হ্যাঁ, খবর ভালো—আস্তে আস্তে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে আসছে।

এডোলফ ॥ (তার হাতে একটা খবরের কাগজ দিলে, কিন্তু খবরের কাগজটা সে নিলো না।) ওঃ এ কাগজটা বুঝি তুমি ইতিমধ্যেই পড়ে ফেলেছো।

মর্ডারিস ॥ না, খবরের কাগজ আমি আর পড়ি না। খবরের কাগজে শুধু মানুষের দুর্নাম আর কলঙ্ক ছাপা হয়।

এডোলফ॥ কিন্তু তোমার এটা পড়া উচিত। নাও, পড়ো।

মর্ডারিস ॥ না, আমি পড়তে চাই নে। খবরের কাগজে শুধু রাজ্যের মিথ্যা কথা লেখে। কিন্তু দয়া করে তুমি একটু চুপ করে শোনো : ব্যাপারটার আমি একটা সম্পূর্ণ নতুন রহস্য উদ্ঘাটন করেছি। ...কে হত্যা করেছে, জানো ? —জানো, কে হত্যা করেছে ?

এডোলফ ॥ কেউ হত্যা করে নি।

মর্উরিস ॥ শোনো : মিনিট পনেরো খুকী বাড়ীতে একা ছিলো—আর ঠিক সেই সময়টায় হেনরীটা কোথায় ছিলো, বলো তো? হেনরীটা তখন সেখানেই ছিলো—ম্যারিয়নের কাছে তখন ছিলো হেনরীটা। সেই হত্যা করেছে।

এডোলফ ॥ পাগল! —তোমার মাথা খারাপ হয়েছে।

মর্উরিস ॥ আমি পাগল নই, তবে হেনরীটার মাথা খারাপ হয়েছে। সে আমায় সন্দেহ করছে আর পুলিশকে আমার সম্পর্কে রিপোর্ট করবে বলে ভয় দেখিয়েছে।

এডোলফ ॥ হেনরীটা এই কিছুক্ষণ আগে এখানে ছিলো। এবং তুমি এখন যে-কথাগুলো বলছো, অবিকল ঠিক একই কথা সে-ও বলেছে। তোমাদের দু'জনারই মাথা খারাপ হয়েছে। দ্বিতীয়বার লাশ ময়না তদন্ত করে ডাক্তাররা সুদৃঢ়ভাবে প্রমাণ করেছেন, ম্যারিয়ন, কি একটা ব্যাধি—ব্যাধিটার নাম আমার এখন ঠিক মনে পড়েছে না—সেই ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে।

মর্উরিস ॥ তুমি সত্যি কথা বলছো না।

এডোলফ ॥ হেনরীটাও ঠিক এ কথাই আমায় বলেছিলো। তুমি যদি খবরের কাগজগুলোর ওপর একবার চোখ বুলোও তাহলেই দেখতে পাবে ডাক্তার প্রদত্ত সরকারী রিপোর্টে কী বলা হয়েছে।

মর্উরিস ॥ ডাক্তারী রিপোর্টে ব্যাধির কথা বলা হয়েছে? তাহলে নিশ্চয়ই সেটা ভুল রিপোর্ট—নির্ঘাৎ বানানো রিপোর্ট।

এডোলফ ॥ হেনরীটাও ঠিক একই কথা বলেছে।—তোমরা দুজনাই একই রকম মানসিক ব্যাধিতে ভুগছো—এক রকম মানসিক বিকার। কিন্তু আমি হেনরী-টাকে তার মানসিক যন্ত্রণার মূল কারণটা কী, তা সমঝিয়ে দিতে অনেকটা সক্ষম হয়েছি।

মর্উরিস ॥ সে এখন কোথায়?

এডোলফ ॥ সে চলে গেছে—এখান থেকে অনেক দূরে—নতুনতর জীবন শুরু করতে।

মর্উরিস ॥ হুম। গোরস্থানে তুমি গিয়েছিলে ম্যারিয়নকে কবর দিতে?

এডোলফ ॥ হ্যাঁ, আমি গিয়েছিলাম।

মর্উরিস ॥ ভালো, কিন্তু...

এডোলফ ॥ মনে হলো, জীন্নি যেন তার সমস্ত ব্যথা-বেদনা ঈশ্বরের পায়ে সমর্পণ করেছে। তোমার বিরুদ্ধে সে একটি কটু কথাও উচ্চারণ করে নি।

মর্উরিস ॥ সে খুব ভালো মেয়ে।

এডোলফ ॥ সত্যি ভালো মেয়ে। তুমি তাকে ত্যাগ করতে পারলে কি করে?

মর্উরিস ॥ আমার মাথা ঠিক ছিলো না—আমার নিজের অহংভাব—আত্মম্ভরিতার ধরাকে আমি সরাজ্ঞান করেছিলাম। তাছাড়া তখন হেনরীটা ও আমি দুজনাই মদ খেয়ে চুর হয়েছিলাম।

এডোলফ ॥ এখন বুঝতে পারছো, তুমি যখন স্যাম্পেন খাচ্ছিলে, জিন্নী কেন কেঁদেছিলো।

মর্উরিস ॥ হ্যাঁ, এখন আমি তা বুঝতে পারছি। এবং সেই জন্যই ক্ষমা প্রার্থনা করে তার কাছে চিঠি লিখেছি। তোমার কি মনে হয়, সে আমায় ক্ষমা করবে ?

এডোলফ ॥ আমার ধারণা, ক্ষমা করবে। কেননা, সে কাউকেই ঘৃণা করে না—করতে জানে না।

মর্উরিস ॥তোমার কি ধারণা, সে আমায় পুরোপুরি ক্ষমা করবে ? এমনভাবে সর্বান্তকরণে ক্ষমা করবে যে, পুনরায় আমায় গ্রহণ করতে সে রাজী হবে ?

এডোলফ ॥ এটা এমন একটা প্রশ্ন যার জবাব দিতে আমি অপারগ। তার সঙ্গে তুমি যে-ব্যবহার করেছো তা এতো বেশীমাত্রায় ক্ষমার অযোগ্য যে, তোমার সঙ্গে সে আবার একত্রে বাস করবে, এমন আশা করা স্রেফ দুরাশা।

মর্উরিস ॥ তবু আমার মন বলছে, এখনও আমার প্রতি তার আকর্ষণ রয়েছে।... আমি স্পষ্ট অনুভব করছি, সে আমার কাছে ফিরে আসবে।

এডোলফ ॥ অতো বেশী নিশ্চিত হয়ো না। কী কারণে তুমি ধারণা করছো, সে ফিরে আসবে ? তাকে এবং তার ভাইকে তুমি সন্দেহ করো নি ? ভাইটি সত্যি খুব সৎ—খুব ভালো লোক। তুমি সন্দেহ করো নি, তারা দুই ভাইবোন তাদের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য পুলিশের সঙ্গে তারা ষড়যন্ত্র করেছিলো হেনরীটাকে বেশ্যা বলে পাকড়াও করার মতলবে ? করো নি সন্দেহ ?

মর্উরিস ॥ আমি আমার মত বদলিয়েছি কিন্তু তাই বলে জীন্নির ভাই এমাইলকে একজন শঠ, একজন প্রতারক ছাড়া অন্য কিছু ভাবা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

ক্যাথেরিন ॥ মসিয়্যা এমাইল সম্পর্কে আপনি এ কী কথা বলছেন ? আমি যা বলছি, এখন শুনুন। হ্যাঁ, এমাইল একজন সাধারণ শ্রমিক ছাড়া অন্য-কিছু নয়, কিন্তু আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, দুনিয়ার সবাই যেন তারই মতো ভদ্র, তারই মতো সাধু হয়। এমাইল খুবই বিচক্ষণ —অপরের সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে সর্বদা সচেতন।

এমাইল ॥ (প্রবেশ।) মসিয়্যা জীরারড্ নামে কেউ এখানে আছেন ?

মর্উরিস ॥ আমিই মসিয়্যা জীরারড্।

এমাইল ॥ ক্ষমা করুন। শুনুন, আপনার সাথে গোপনে একটা কথা বলতে চাই।

মর্ডরিস ॥ তুমি অনায়াসে এখানে বলতে পারো—এরা সবাই আমার বন্ধু...

(যাজকের প্রবেশ। তিনি একটি চেয়ারে বসলেন।)

এমাইল ॥ (যাজকের মুখের পানে একবার তাকালো ; তারপর মর্ডরিসকে বললে—) আমি না হয় আর এক সময় আসবো।

মর্ডরিস ॥ ভয় পেয়ো না...যাজকও আমাদের বন্ধুলোক, যদিও ওঁর সঙ্গে আমাদের মতের মিল নেই।

এমাইল ॥ মসিয়্যাঁ জীরারুড্, আপনি কি আমাকে চেনেন ? বোধ হয় চেনেন। আমার বোন এই প্যাকেটটা আপনাকে দিতে বলেছে। এটা আপনার চিঠির জবাব। (মর্ডরিস প্যাকেটটা নিয়ে খুলে ফেললো।) শুনুন, আমার বোনের আপন লোক বলতে আমি ছাড়া আর কেউ নেই ; ধরতে গেলে আমি তার অভিভাবক হিসেবে এবং তার পক্ষ থেকেও বটে, আপনাকে জানাচ্ছি যে, আমার বোন সম্পর্কে আপনার সকল দায়িত্ব থেকে আপনাকে মুক্তি দেয়া হলো—আমার বোন সম্পর্কিত যাবতীয় দায়-দায়িত্ব থেকে আপনি মুক্ত। এবং মুক্ত আপনি এ-কারণে যে, আপনাদের দু'জনার মধ্যবর্তী স্বাভাবিক বন্ধনটার অস্তিত্ব আর নেই।

মর্ডরিস ॥ তোমাদের উচিত আমাকে ঘৃণা করা।

এমাইল ॥ আপনাকে ঘৃণা ? কেন ? আমি তো বুঝতে পারছি নে, ঘৃণা করবো কেন ? যা হোক ; মসিয়্যাঁ জীরারুড্ শুনুন : এখানে দাঁড়িয়ে—আপনার এই বন্ধুবর্গের সামনে দাঁড়িয়ে এখন আমি সুস্পষ্টভাবে আপনাদের জানিয়ে দিচ্ছি, পুলিশকে ম্যাডাম হেনরীটার পেছনে লেলিয়ে দেয়ার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের সঙ্গে আমার নিজের অথবা আমার বোনের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই।

মর্ডরিস ॥ আমি যা বলেছি তা প্রত্যাহার করে নিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। এবং আমি আশা করি, তুমি আমায় ক্ষমা করবে।

এমাইল ॥ আমি আপনাকে ক্ষমা করলাম।...তা হলে এখন আসি, আপনাদের সবাইকে আমার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি...গুড্ ঈভিনিং। (প্রস্থান)

সবাই ॥ (একসঙ্গে বললে—) গুড্ ঈভিনিং।

মর্ডরিস ॥ সেই টাই এবং দস্তানা—আমার নাটকের প্রথম অভিনয় উপলক্ষে জীন্নি আমায় উপহার দিয়েছিল, আর, আমার সম্মতি নিয়ে হেনরীটা এই টাই আর দস্তানা ঘরের আগুন তাপানোর চুলোয় ফেলে দিয়েছিলো। সেই চুলো থেকে এ দুটোকে কে উদ্ধার করলে ? সবকিছুই মাটি খুঁড়ে তোলা হচ্ছে, সবকিছু ফিরে পাওয়া যাচ্ছে। সেদিন গোরস্থানে যখন সে আমাকে টাই আর দস্তানাটা দিয়েছিল তখন বলেছিল, তার মনে এই সাধ জেগেছে

যে, এই টাই আর দস্তানা প'রে, বেশ ফিটফাট ও সুন্দর হয়ে আমি যেন আমার নাটকের প্রথম অভিনয় রজনীতে থিয়েটার হলে যাই, যাতে করে আমার সুন্দর ও ফিটফাট চেহারা সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সে নিজে কিন্তু নাটক দেখতে যায় নি—বাড়ীতেই ছিলো। আমি তার উপহার নিয়ে যে কাণ্ড করেছি তাতে সে মর্মাহত হয়েছে এবং মর্মাহত হওয়া, মনে আঘাত পাওয়া স্বাভাবিকও। ভদ্রসমাজে মুখ দেখানোর আমার আর অধিকার নেই। ছিঃ ছিঃ ছিঃ এমন একটা ঘৃণ্য কাজ আমি কি করে করতে পারলাম?...আমার জন্য সে যে ত্যাগস্বীকার করেছে, সেই ত্যাগকে উপহাস করা...তার অন্তরের অন্তস্থল থেকে প্রদত্ত, গভীর অনুভূতি বিজড়িত উপহারকে ঘৃণা করা, অবজ্ঞা করা...এই উপহার দুটি আমি ছুঁড়ে ফেলেছিলাম। এবং ছুঁড়ে ফেলেছিলাম কেন, জানেন?—একটি বিজয়মাল্যের জন্য, যে বিজয়মাল্যটি এখন স্তূপীকৃত আবর্জনার মাথায় শোভা পাচ্ছে। ছুঁড়ে ফেলেছিলাম কেন, জানেন? আমার একটি আবক্ষ মর্মর মূর্তির জন্য, যে-মর্মর মূর্তিটি স্থাপনের যোগ্য স্থান আসামীর কাঠগড়া। যাজক মশায়, আমি একবার আপনার ওখানে আসতে চাই।

যাজক ॥ খুবই খুশী হলাম। আপনাকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি।

মর্উরিস ॥ কিন্তু কথা দিন, আপনি আমায় সাহায্য করবেন।

যাজক ॥ আপনি নিজেকে যে-অভিযোগে অভিযুক্ত বলে মনে করছেন, আমি সেই অভিযোগের অস্তিত্ব অস্বীকার করে বলবো, আপনি কোনো অন্যায় করেন নি— আমার কাছে আপনি এ কথাই কি শুনতে চান?

মর্উরিস ॥ বলুন যাজক মশায়, বলুন--সব কথা খোলাখুলি বলুন—মন খুলে বলুন।

যাজক ॥ আমায় ক্ষমা করুন—আমি খোলাখুলিই বলছি, আপনি নিজেও যেমন মনে করেন, ঠিক আমিও তেমনি আপনার কাণ্ডকারখানাকে নিন্দনীয় বলে মনে করি।

মর্উরিস ॥ এখন আমার কী করণীয়? এই দুর্দশা থেকে কি করে আমি নিষ্কৃতি পেতে পারি?

যাজক ॥ আপনার এ প্রশ্নের জবাব আপনি নিজেও জানেন এবং আমিও জানি।

মর্উরিস ॥ না, আমি জানি নে। আমি শুধু এটুকু জানি যে, চিরদিনের জন্য আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে—আমার ভবিষ্যৎ উন্নতি চিরদিনের জন্য স্তব্ধ হয়েছে—ধ্বংস হয়ে গেছে আমার এ জীবন...কলঙ্কে ভরে গেছে এ জীবন।

যাজক ॥ এবং সেই জন্যই আপনি এখন একটা নতুনতর অস্তিত্বের সন্ধানে ফিরছেন, একটা উত্তমতর দুনিয়া খুঁজছেন—যে-দুনিয়ার অস্তিত্বে আপনি এখন বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন।

মর্ত্তরিস ॥ ঠিকই বলেছেন।

যাজক ॥ এতদিন আপনি জড়জগতে বাস করে এসেছেন কিন্তু এখন থেকে আপনি আধ্যাত্ম-জগতে বাস করতে চান। কিন্তু আপনি কি নিশ্চিত যে, আপনার পুরনো জড়জগতের প্রতি আপনার আর কোন আকর্ষণ নেই?

মর্ত্তরিস ॥ না, কোন আকর্ষণ নেই। সম্মান, খেতাব—এ সবই মোহ; ধনসম্পদ গাছের শুকনো পাতা ছাড়া আর কিছুই নয়; আর, মেয়েমানুষ হচ্ছে নিছক মাদকদ্রব্য, উগ্র শরাব। পবিত্র ধর্মস্থান—আপনার গির্জার দেয়ালের আড়ালে আমি আশ্রয় নেবো আর স্মৃতি থেকে মুছে ফেলবো গত দু'দিনের ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন। যে দিন দুটিকে মনে হচ্ছে, যেন অনন্তকাল!

যাজক ॥ আচ্ছা ঠিক আছে, কিন্তু এসব কথা আলোচনার যোগ্যস্থান এটা নয়। আজ সন্ধ্যা ন'টায় সেইন্ট জারমেইন-এ আপনি একবার আসুন। অনুতাপীদের কাছে আমি সেইন্ট লাজারের বিধানের ওপর গত কয়েকদিন যাবৎ বক্তৃতা দিচ্ছি। সেই বক্তৃতা আপনার উপকারে আসবে। অনুতাপের সুদীর্ঘ পথে এটা হবে আপনার প্রথম পদক্ষেপ।

মর্ত্তরিস ॥ অনুতাপ?

যাজক ॥ হ্যাঁ। আপনি অনুতাপের জন্য কি প্রস্তুত নন?

মর্ত্তরিস ॥ হ্যাঁ, প্রস্তুত—হ্যাঁ...

যাজক ॥ আর, অনুতাপের জন্য নিশিপালন অনুষ্ঠানের সময় হচ্ছে রাত বারোটা থেকে রাত দু'টো।

মর্ত্তরিস ॥ নিশিপালনের পর পুনর্জীবন লাভ করবো—একটা গৌরবোজ্জ্বল অনুভূতিতে বুক ভরে যাবে...

যাজক ॥ আপনার হাত বাড়িয়ে দিন, আশা করি, যে-পবিত্র পথে পা বাড়িয়েছেন সে-পথ থেকে আর মুখ ঘুরিয়ে নেবেন না।

মর্ত্তরিস ॥ (চেয়ার থেকে উঠে হাত বাড়িয়ে দিলে।) এই নিন আমার হাত এবং এই হাতের সঙ্গে আমার আত্মাকে ও আমার শুভেচ্ছাকেও গ্রহণ করুন।

জনৈক চাকরানী ॥ (রান্নাঘর থেকে এ ঘরে প্রবেশ করলো।) মসিয়্যাঁ মর্ত্তরিসের টেলিফোন এসেছে।

মর্ত্তরিস ॥ কে টেলিফোন করেছে?

চাকরানী ॥ থিয়েটারের ম্যানেজার সাহেব।

(মর্ত্তরিস যাওয়ার জন্য পা বাড়ালো কিন্তু যাজক তার হাত ধরে টেনে রাখলো।)

যাজক ॥ (চাকরানীকে বললেন—) টেলিফোন-এ জিজ্ঞেস করে এসো মসিয়্যাঁ মর্ত্তরিসকে কী খবর তাঁরা দিতে চান।

চাকরানী ॥ খবরটা হচ্ছে—তাঁরা জানতে চান, আজকের রাতের নাটকের অভিনয়ে মাঁসিয়্যাঁ মর্ভারিস যাবেন কি-না।

যাজক ॥ (মর্ভারিসের হাত খুব শক্ত করে ধরে রয়েছে আর মর্ভারিস খুব চেষ্টা করছে তাঁর কবল থেকে উদ্ধার পাবার। যাজক মর্ভারিসকে বললেন)—না, আমি কিছুতেই যেতে দেবো না...

মর্ভারিস ॥ কার নাটক—কোন্ নাটকের অভিনয়ের কথা ও বলছে ?

এডোলফ ॥ তোমায় খবরের কাগজটা পড়তে বললাম, কিন্তু তুমি তো পড়লে না...

ক্যাথেরিন ও যাজক ॥ উনি খবরটা পড়েন নি নাকি ?

মর্ভারিস ॥ খবরের কাগজগুলো মানুষের কুৎসা আর মিথ্যা সংবাদে পূর্ণ। (চাকরানীকে বললে—) টেলিফোনে বলো গে, আমি আজ রাতে থিয়েটারে যেতে পারবো না—আমি রাতে গির্জায় যাবো

(চাকরানী রান্নাঘরে চলে গেলো।)

এডোলফ ॥ তুমি পণ করেছো, সংবাদপত্র পড়বে না, ভালো কথা ; এখন আমি যা তোমায় বলছি, মন দিয়ে শোনো : তোমার বিরুদ্ধে যে-অভিযোগ ছিলো, তা থেকে তুমি মুক্তি পেয়েছো, তাই থিয়েটারে তোমার নাটকের আবার অভিনয় শুরু হয়েছে। আর, আজ রাতে এ শহরের অন্যান্য বিখ্যাত নাট্যকাররা তোমার অবিসংবাদিত প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ মঞ্চে সমবেত হয়ে জনসাধারণের পক্ষ থেকে তোমায় অভিনন্দন জ্ঞাপনের আয়োজন করেছেন।

মর্ভারিস ॥ তুমি আমায় সত্যি কথা বলছো না।

সবাই ॥ (একসঙ্গে) হ্যাঁ, সত্যি কথাই বলছেন।

মর্ভারিস ॥ (কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললে—) আমি এর যোগ্য নই।

যাজক ॥ (মর্ভারিসকে লক্ষ্য ক'রে) ভালো কথা বলেছেন।

এডোলফ ॥ কিন্তু সব কথা এখনও বলা হয় নি—আরও আছে।

মর্ভারিস ॥ আরও আছে ?

ক্যাথেরিন ॥ এক লক্ষ ফ্রাঙ্ক। এখন বুঝতে পারছেন তো, সবকিছুই আবার ফিরে আসছে আপনার কাছে। এবং শহরতলীতে একটি বাড়ী। শুধু হেনরীটা ব্যতীত আর সবই আবার আপনার হাতে ফিরে আসছে।

যাজক ॥ (মুচকি হেসে) ম্যাডাম ক্যাথেরিন, এমন একটা বিষয় নিয়ে এমন হালকা-ভাবে কথা বলা উচিত নয়।

ক্যাথেরিন ॥ কিন্তু আমি পারছি নে। —কিছুতেই আমার হাসি আমি দমন করতে পারছি নে। (হাতের রুমাল নিজের মুখে চাপা দিয়ে তাঁর হাসির বেগ দমন করতে চেষ্টা করতে লাগলেন।)

এডোলফ ॥ মউরিস শোনো, তোমার নাটকের অভিনয় রাত আটটায় শুরু।

যাজক ॥ আর, গির্জায় প্রার্থনা শুরু হবে রাত ন'টায়।

এডোলফ ॥ মউরিস।

ক্যাথেরিন ॥ মসিয়্যঁ মউরিস, নিন—আর দেরি করবেন না—কী করবেন, মন স্থির করে ফেলুন।

(মউরিস টেবিলের ওপর মাথা রেখে তার হাত দুখানা দিয়ে নিজের মাথা চেপে ধরলো।)

এডোলফ ॥ যাজক মশায়, মউরিস যে-প্রতিজ্ঞা করেছে, তা থেকে ওকে মুক্তি দিন।

যাজক ॥ তাকে মুক্তি দেয়া অথবা বেঁধে রাখা —এ-সবের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। এটা একান্তভাবে তাঁর নিজস্ব ব্যাপার —তাঁকেই ঠিক করতে হবে তিনি কি করবেন না-করবেন। —অন্য কারুরই এ ব্যাপারে কোনোকিছুই করার নেই।

মউরিস ॥ (চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালো—) আমি যাজক মশায়ের সঙ্গেই যাবো।

যাজক ॥ না—আমার তরুণ বন্ধু, না—। আপনাকে শুধু উপদেশ দেয়া ছাড়া আমার আর করণীয় কিছু নেই। সেই উপদেশ গ্রহণ করা, না-করা আপনার নিজের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। আপনার নিজের প্রতি, নিজের মান-ইজ্জতের প্রতি আপনার একটা দায়িত্ব আছে। এতো তাড়াতাড়ি আপনার এই ভাবান্তর থেকে আমার কাছে এ-কথাই প্রমাণিত হয়েছে : যে-শাস্তিটা আপনি ভোগ করছেন তার তীব্রতা অনন্তকাল ধরে শাস্তি ভোগ করার সমতুল্য। এবং যেখানে ঈশ্বর একবার আপনাকে ক্ষমা করে-ছেন, সেখানে আমার আর নতুন করে আপনাকে কিছু বলার নেই।

মউরিস ॥ কিন্তু আমি নিরপরাধ, তবু আমায় এমন কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হলো কেন?

যাজক ॥ কঠোর শাস্তি? মাত্র দুদিন। এবং আপনি নিরপরাধ নন। আমা-দের সকল চিন্তা, সকল বাক্য এবং সকল বাসনার জবাবদিহি আমাদের করতে হয়। এবং আপনার পাপ-বাসনা যখন আপনাকে প্রলোভিত করেছিলো আপনার সন্তানকে খতম করে দেয়ার জন্য তখন আপনার চিন্তায় নরহত্যা বাসা বেঁধেছিল।

মউরিস ॥ আপনি ঠিকই বলেছেন।...আজ সন্ধ্যায় আপনার সাথে আমি গির্জায় দেখা করে আমার মনের ব্যাপারটার একটা বোঝাপড়া করবো। আর, কাল রাতে থিয়েটারে যাবো।

ক্যাথেরিন ॥ মসিয়্যাঁ মউরিস, আপনি চাবি পেয়ে গেছেন।

এডোলফ ॥ হ্যাঁ, তুমি যা ঠিক করেছো, এর চেয়ে ভালো আর কিছু হতে পারে না।

যাজক ॥ আপনি আপনার জবাব দিয়েছেন এবং সঠিক জবাবই দিয়েছেন।

যবনিকা